

Thesis Approved for the Degree of Doctor of Philosophy

শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান

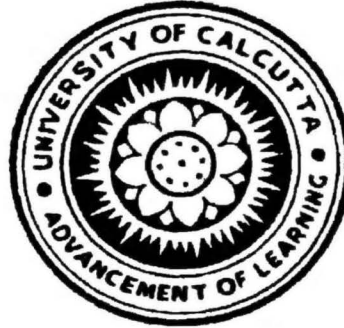
B6467



SCI Kolkata

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, এম.এ., পি-এচ্.ডি., ভাগবতরত্ন, প্রেমচাঁদ
রায়চাঁদ বৃত্তি, মোয়াই পদক ও গ্রিফিথ-স্মৃতি-পুরস্কার প্রাপ্ত

দ্বিতীয় সংস্করণ



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

Calcutta University

১৯৫৯

1st Edition 1939

2nd Edition 1959

মূল্য—পনরো টাকা

ভারতবর্ষে মুদ্রিত । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট
শ্রীশিবেন্দ্রনাথ কাঞ্চিলাল কর্তৃক ৪৮ হাজার রোড,
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ।

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

যাঁহার পদতলে বসিয়া
তুলনামূলক ঐতিহাসিক বিচারপ্রণালীতে
অনুসন্ধান করিবার অনুপ্রেরণা পাইয়াছি
সেই
দেশবিশ্রুত মনীষী ও আদর্শ অধ্যাপক
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.এ., বি.এল.,
ব্যারিস্টার-এট-ল,
মহোদয়ের করকমলে
এই গ্রন্থ
শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ
অর্পিত হইল ।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

গত বিশ বৎসর ধরিয়। এই গ্রন্থের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু আলোচনা হইয়াছে। বিরুদ্ধ আলোচনার প্রধান প্রধান বক্তব্যের সম্বন্ধে আমার মতামত এই সংস্করণে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ের রচনাকাল সম্বন্ধে আমার পূর্বমত পরিত্যাগ করিয়াছি। অত্যাশ্চর্য্য অধিকাংশক্ষেত্রে মত পরিবর্তন করিবার কোন সঙ্গত কারণ দেখি নাই। দ্বিতীয় ও উনবিংশ অধ্যায় নতুন করিয়া লেখা হইয়াছে। ঐ দুইটি অধ্যায় পাঠ করিয়া অবিশেষজ্ঞগণও শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্য নির্ধারণ করিতে পারিবেন আশা করি।

Rabindranath Thakur and Dr Sushil Kumar Dey were among the examiners of this thesis

আজ গর্ক ও আনন্দের সঙ্গে প্রকাশ করিতেছি যে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তদানীন্তন পি-এইচ. ডি. পরীক্ষায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই নিবন্ধের অগ্রতম পরীক্ষক ছিলেন। বোধহয় ডক্টরেট উপাধিপ্রাপ্ত অগ্র কোন ব্যক্তি অনুরূপ সৌভাগ্যের দাবী করিতে পারেন না। অপর একজন পরীক্ষক ছিলেন অধ্যাপক ডক্টর সুশীলকুমার দে। এই গ্রন্থ প্রকাশের তিন বৎসর পরে তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত Early History of the Vaisnava faith and Movement in Bengal গ্রন্থে ৩৭টি জায়গায় বক্ষ্যমান নিবন্ধের বিভিন্ন স্থান প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় ৮কণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় “ভারতবর্ষ” পত্রিকায় দশ বারটি প্রবন্ধে ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁহার মত এই সংস্করণে উদ্ধৃত করিয়াছি। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় “পরিচয়ে” এই গ্রন্থের সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন যে “তিনি (লেখক) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলকেও প্রাথমিক গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করেন। আমার এ বিষয়ে সন্দেহ আছে।” এ সন্দেহ খুবই যুক্তিযুক্ত। তবে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থালয়ে জয়ানন্দের গ্রন্থের একখানি প্রায় সম্পূর্ণ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে কয়েকখানি খণ্ডিত প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া উহাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

পরিশেষে আমি আমার অনুজ্ঞাপম সুহৃদ্ অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। তাঁহার উৎসাহ ও

।৮০

শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান

সহায়তা না পাইলে এই সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হইত না। আমার
কনিষ্ঠ পুত্র অধ্যাপক শ্রীমান্ ভগবানপ্রসাদ মজুমদার ইহার নির্ঘণ্ট প্রস্তুত
করিয়াছে।

গোলা দরিয়াপুর,

পাটনা,

রাম পূর্ণিমা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ
1959

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

Sri Bimanbihari Majumder

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে ডক্টরেট পরীক্ষার জন্য ইংরেজী ভাষায় নিবন্ধ লিখিবার বিধিই এতাবৎ প্রচলিত ছিল। কিন্তু বঙ্গভাষার প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কর্ণধার শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

Inspired by Dr. Shyamaprasad Mukhopadhyay to write the thesis in bengali

মহোদয়ের স্নগভীর প্রীতি দেখিয়া আমি আমার এই গ্রন্থ মাতৃভাষায় লিখিতে উৎসাহিত হই। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ২৬এ জুন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস্-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহোদয় ও সিণ্ডিকেট আমাকে ডক্টরেট পরীক্ষার নিবন্ধ বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ করিবার অনুমতি দিয়া ভারতীয় গবেষণার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেন। তাহার ফলেই এই গ্রন্থ বর্তমান আকারে প্রকাশিত হইবার সুযোগ পাইল।

Scope of this thesis is comparative study of historical facts related to Sri Chaitanya

বাঙ্গালী দেশে বৃটিশ অধিকার স্থাপিত হওয়ার পূর্বে সংস্কৃত, বাঙ্গালী, উড়িয়া, হিন্দী ও অসমীয়া ভাষায় শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার সমসাময়িক পরিকল্পনা-সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহাদের তুলনামূলক ঐতিহাসিক বিচার করাই ঐ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করিয়া যে বিপুল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা আজ পর্যন্ত সমগ্র দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করা হয় নাই। আধুনিক যুগে যাহারা শ্রীচৈতন্যের চরিত্রগ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহারা কোন ঘটনা-সম্বন্ধে যখন বিভিন্ন আকর-গ্রন্থে বিভিন্ন বিবরণ পাইয়াছেন, তখন যেটি তাঁহাদের মনে ভাল লাগিয়াছে সেইটি গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা পরস্পর-বিরোধী বিবরণগুলির প্রত্যেকটিকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা কেহই উক্ত আকর-গ্রন্থগুলির প্রতি ঐতিহাসিক বিচার-প্রণালী প্রয়োগ করিয়া তাহাদের প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য অংশের বিশ্লেষণ করেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র যে রীতিতে “কৃষ্ণচরিত্র” লিখিয়াছেন, তাহার সহিত আমার অবলম্বিত রীতির দুইটি মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে : বঙ্কিমচন্দ্র কোমল-দর্শনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কৃষ্ণচরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও বলেন যে বঙ্কিমচন্দ্র “যে-কৃষ্ণের অব্যেপনে নিযুক্ত ছিলেন সে-কৃষ্ণ তাঁহার নিজের মনের আকাজক্ষাজাত। সমস্ত চিত্ত-বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলনে সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত একটি আদর্শ তিনি ব্যাকুল চিন্তে সন্ধান করিতেছিলেন—তাঁহার ধর্মতত্ত্বে যাহাকে তত্ত্বভাবে পাইয়াছিলেন ইতিহাসে তাহাকেই সজীব সশরীরভাবে

প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত নিঃসন্দেহ তাঁহার নিরতিশয় আগ্রহ ছিল” (আধুনিক সাহিত্য, পৃ. ৭৭) । আমি কোন প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য মতবাদের (থিয়োরির) দ্বারা পরিচালিত হইয়া শ্রীচৈতন্যের চরিতের বিচার করি নাই । একটি ঘটনা-সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ পাওয়া যায় সেগুলি তুলনা করিয়া পড়িয়া, ঘটনাটি-সম্বন্ধে যে লেখকের সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ জানিবার সম্ভাবনা তাঁহারই মত গ্রহণ করিয়াছি ; যথা—শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলা-সম্বন্ধে মুরারি গুপ্তের বর্ণনার সহিত অন্য কাহারও যদি বিরোধ দেখা যায়, তাহা হইলে মুরারির বিবরণকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছি ; কেন-না মুরারি নবদ্বীপলীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা । সেইরূপ নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাসের উক্তি এবং রূপ, সনাতন ও রঘুনাথদাস গোস্বামী-সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি অধিকতর প্রামাণিক ।

বঙ্কিমচন্দ্রের “কৃষ্ণচরিত্রের” সহিত বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে সাহিত্যের মন্দিরে বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পী, আর আমি দিনমজুর মাত্র । বঙ্কিমচন্দ্র নিজের ভাব ও আদর্শ-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র পরিস্ফুটরূপে অঙ্কন করিয়া পাঠকের মানস-চক্ষুর সমক্ষে একটি সমগ্র চিত্র ধরিয়াছেন ; আর আমি ভবিষ্যৎ শিল্পীর আগমন-প্রতীক্ষায় শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান মাত্র সংগ্রহ করিলাম ।

For 21 years from 1915 materials for this thesis were collected

একুশ বৎসর ধরিয়া আমি এই সংগ্রহকাণ্ডে ব্যাপৃত আছি । ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে আমার প্রথম রচনা “বিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার” পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে পুণ্যল্লোক স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের নিকট হইতে অনুপ্রেরণা ও কাশিমবাজারের মহারাজ স্তর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য লাভ করিয়া আমি শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধীয় পুথি অন্বেষণ করিবার জন্ত উড়িষ্যার বহু পল্লীতে ভ্রমণ করি । সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি বৎসর গ্রীষ্ম ও শারদীয় অবকাশের সময় বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, শান্তিপুর, গুপ্তি-পাড়া, দেহুড়, কাঁচড়াপাড়া, হালিসহর, আড়িয়াদহ, বরাহনগর প্রভৃতি বৈষ্ণব-তীর্থে পুথি ও তথ্যের অনুসন্ধানে বাহির হইতাম । আমি সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-পণ্ডিত ও কীর্ত্তনীয় অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের দৌহিত্র বলিয়া বৈষ্ণবের আখড়ায় ও গোস্বামীদের বাটীতে অবাধে পুথি প্রভৃতির অনুসন্ধান করিবার সুযোগ পাইয়াছি । অনেক মুদ্রিত গ্রন্থও এইভাবে দেশে দেশে

ঘুরিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে ; কেন-না কলিকাতা, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ ও পুরীর কোথাও এমন কোন গ্রন্থাগার নাই যেখানে সকল প্রকার বৈষ্ণব গ্রন্থ ও মাসিক পত্রিকা সংগৃহীত রহিয়াছে। কলিকাতার শ্রীযুক্ত যুগলকান্তি ঘোষ মহাশয়, মিউজির ৮কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন, নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী এবং পার্টনার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাস (Mr. P. R. Das) মহোদয় তাঁহাদের নিজেদের সংগৃহীত যাবতীয় গ্রন্থ আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। দমদমের শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায় এবং পার্টনার শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্র-মোহন দাস ও শ্রীমান্ মণি সমাদারের সৌজন্তে তাঁহাদের পিতৃদেব নিখিলনাথ রায়, ব্রজেন্দ্রমোহন দাস (স্বপ্রসিদ্ধ ভক্ত) ও যোগীন্দ্রনাথ সমাদারের সংগৃহীত পুথিপত্র ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত রায় বাহাদুর ডা. দীনেশচন্দ্র সেন, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডা. সুনীলকুমার দে, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিজ্ঞানভূষণ, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা গ্রন্থকার ও অনেক নাতিপরিচিত লেখক তাঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি উপহার দিয়া এবং উপদেশাদি প্রদান করিয়া আমাকে গবেষণা-কার্যে অশেষবিধ সাহায্য করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় ও বরাহনগরের গ্রন্থ-মন্দিরে দীর্ঘকাল ধরিয়া অধ্যয়ন করিবার সুযোগ দিয়া ঐ দুই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। উড়িয়া সাহিত্য হইতে উপকরণ-সংগ্রহ-বিষয়ে কটক-নিবাসী অধ্যাপক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত আর্ন্তবল্লভ মহান্তি মহাশয় ও স্নেহভাজন শ্রীমান প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

Main characteristics of this thesis

এইরূপ ভাবে তথ্য সংগ্রহ করিয়া যে সকল বিষয়ে কিছু আলোকসম্পাত করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয়, তাহাদের মধ্যে কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করিতেছি :—১। শ্রীচৈতন্যের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার কাল সূক্ষ্মভাবে নির্ণীত হইয়াছে। ২। বৈষ্ণবের আখড়া হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থের পঠন-পাঠন হইয়া থাকে, সেই সকল গ্রন্থের মধ্যে কোন্খানির কতটা সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত, কতটা বিবরণ গ্রন্থকারের নিজের সংগৃহীত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর কতটা বা কল্পনা মাত্র, তাহার বিচার করিয়াছি। ৩। শ্রীচৈতন্যের সহিত তাঁহার সমসাময়িক ধর্ম-সংস্কারকগণের কোন প্রকার সম্বন্ধ ছিল কি না সে সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক আলোচনা এ পর্যন্ত হয় নাই।

আমি কবির, নানক, বল্লভাচার্য্য, শঙ্কর দেব ও উড়িষ্যার পঞ্চসখার সহিত শ্রীচৈতন্যের সম্পর্কের বিষয়ে যে সকল বিবরণ পাইয়াছি সেগুলির ঐতিহাসিক বিচার করিয়াছি। ৪। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পরিকরগণের সংখ্যা, জাতি, বাসস্থান ও মহিমার বিষয়ে সম্পূর্ণ বিবরণ লিখিবার উপাদান একস্থানে সংকলন করিয়া দিয়াছি। পরিকরগণের জীবনের উপর শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক প্রেম কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা উক্ত বিবরণ হইতে জানা যাইবে। ৫। গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদিম যুগের ইতিহাসরচনার উপাদানও ইহাতে কিয়ৎপরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে। আমি সর্বত্র ঐতিহাসিক বিচারের প্রণালী অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তবে ইহাতে যে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি, এমন ভরসা করি না।

ইচ্ছা সত্ত্বেও এই গ্রন্থের কতকগুলি ত্রুটি পরিহার করিতে পারি নাই। ঐ ত্রুটিগুলি ও উহাদের সংশোধনের অক্ষমতার কারণ-নির্দেশ করিতেছি।—

১। এই গ্রন্থে উদ্ধৃত অংশের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হইবে। প্রাচীন গ্রন্থকারদের উক্তি এত বেশী উদ্ধৃত হইবার কারণ এই যে আলোচ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে অনেকগুলিই দুপ্রাপ্য এবং লেখকদের কথা তাঁহাদের নিজের নিজের ভাষায় যথাযথভাবে উদ্ধৃত না হইলে তুলনামূলক বিচারের সুবিধা হয় না।

২। উদ্ধৃত অংশ-সমূহের মধ্যে ছন্দ ও ব্যাকরণ-গত অনেক ভুল রহিয়াছে। তাহার কারণ এই যে ছাপা বা হাতে-লেখা পুথিতে আমি যেমন পাঠ পাইয়াছি, ঠিক তেমনি ভাবেই তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

৩। কোন কোন স্থলে একই যুক্তির পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছে। সাধারণ পাঠক যাহাতে প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমার সিদ্ধান্তের পোষক সমস্ত যুক্তি এক স্থানে দেখিতে পান, সেই উদ্দেশ্যে এইরূপ পুনরাবৃত্তি করিয়াছি।

৪। নবদ্বীপলীলা-প্রসঙ্গে যেখানে শ্রীচৈতন্যের নাম করিয়াছি, সেখানে বিশ্বম্ভর মিশ্র নামে তাঁহাকে উল্লেখ করিয়াছি, কারণ নবদ্বীপে বাস করার সময় তিনি ঐ নামেই পরিচিত ছিলেন। কোন কোন স্থানে শ্রীচৈতন্যকে প্রভু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহার কারণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিতে বসিয়াও আমি জন্মগত অভ্যাস ও আবেষ্টনীর প্রভাব একেবারে বর্জন করিতে পারি নাই।

আমার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সূচিত্রা দেবী টাইপ করাইবার জন্য সমগ্র গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ও নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতার ১২১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রিটের শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ সান্যাল, বি. এ., মহাশয় যথাসাধ্য

যত্ন লইয়া এই গ্রন্থ টাইপ করিয়া দিয়াছিলেন। আমার সহকর্মী বন্ধু, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবং ভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী অমলা দেবী তর্ক-বিতর্ক করিয়া ও উপদেশ দিয়া সত্য-নির্ণয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ইহাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্সান্তকর্ম্ম রেজিষ্টার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় প্রায় আটশত পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ এক বৎসরের মধ্যে প্রকাশ করা সম্ভব হইল। ইহার নিকটে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়-প্রেসের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায়, মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাঙ্গালা গ্রন্থমালা-প্রকাশবিভাগের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় নানারূপ সাহায্য করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় পঞ্চদশ অধ্যায়ের ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র-মোহন বসু মহাশয় ষোড়শ অধ্যায়ের প্রুফ দেখিয়া দিয়া আমার কৃতজ্ঞতাজন হইয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে বৃন্দাবনদাস, লোচন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি প্রেমিক কবিজন শ্রীচৈতন্যের যে চরিতসুধা পরিবেষণ করিয়াছেন তাহা পান করিয়া বহু সাধু-হৃদয় ভক্ত, বৈষ্ণব ও সাহিত্যরসিক যুগ যুগ ধরিয়া অপার আনন্দ লাভ করিয়া আসিতেছেন। আর আমি শুধু ঐতিহাসিক, অরসজ্ঞ কাকের গ্রায়ে শ্রীচৈতন্যের বহিঃক জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনারূপ নিম্নকল আশ্বাদন করিয়া বলিতেছি—এ-ঘটনা এইরূপে ঘটে নাই, ও-ঘটনা একেবারেই ঘটে নাই।

ঐতিহাসিকের অভিযোগ আশঙ্কা করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

নারদ কহিলা হাসি, “সেই সত্য, যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা, তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি,
রামের জনম-স্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো ॥”

—ভাষা ও ছন্দ

ভক্ত কবির মনোভূমিতে যে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হইয়াছে, তিনি ভক্তজনের নিকট ঐতিহাসিক শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা অধিকতর সত্য।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

First Chapter

Time of various significant events in the life of Sri Chaitanya

শ্রীচৈতন্যের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার কাল নির্ণয় (১-২০)

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীচৈতন্যের জন্মকাল	১
শ্রীচৈতন্যের জীবনকাল	৫
শ্রীচৈতন্যের সঙ্কীৰ্তন প্রচার ও সন্ন্যাসগ্রহণের কাল নির্ণয়	৬
সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে পুরী গমন পর্যন্ত ঘটনার কাল নির্ণয়	১০
তীর্থভ্রমণের কাল নির্ণয়	১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমসাময়িকদের পদে শ্রীচৈতন্য (২১-৭০)

সমসাময়িকতার প্রমাণ	২১
পদরচনায় অনুপ্রেরণা	২২
শিবানন্দ সেন	২৩
বাসু রামানন্দ	২৫
গোবিন্দ ঘোষ	২৮
মাধব ঘোষ	৩৩
বাসু ঘোষ	৩৪
বংশীবদন	৪৪
পরমানন্দ গুপ্ত	৪৬
গৌরীদাস	৪৯
রামচন্দ্র	৪৯
নয়নানন্দ	৫১
নরহরি সরকার	৫১
অর্নব আচার্য	৬৩
কাহ্নদাস	৬৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
চন্দ্রশেখর	৬৫
চৈতন্যদাস	৬৬
পরমেশ্বরদাস	৬৮
কৃষ্ণদাস	৬৯

তৃতীয় অধ্যায়

মুরারি গুপ্তের কড়চা (৭১-৯৪)

আদিম শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠীতে মুরারির স্থান	৭১
মুরারির গ্রন্থের প্রামাণ্য বিচার	৭৪
মুরারির নিকট কবিকর্ণপুরের স্থান	৮২

চতুর্থ অধ্যায়

কবিকর্ণপুরের গ্রন্থসমূহে শ্রীচৈতন্য (৯৫-১১৩)

মুরারির লীলাবর্ণনার ভঙ্গী	৮৪
কবিকর্ণপুর কর্তৃক মুরারিকে অঙ্কসরণ	৮৬
লেখকের নাম ও পরিচয়	৯৫
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য গ্রন্থের পরিচয়	৯৬
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ের রচনাকাল ও প্রামাণ্য বিচার	১০১
গৌরগণোদ্দেশদীপিকা	১০৭
শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব ও মত-সম্বন্ধে কবিকর্ণপুর	১১০
বৈষ্ণব-সমাজে কবিকর্ণপুরের স্থান	১১১

পঞ্চম অধ্যায়

বৃন্দাবনের পাঁচ গোস্বামী ও শ্রীচৈতন্য (১১৪-১৭০)

রঘুনাথদাস গোস্বামী	১১৪
সনাতন গোস্বামী	১২৫
রূপ-সনাতনের জাতি	১৩১
সনাতনের গুরু কে ?	১৩৪

বিষয়	মুচিপত্র	পৃষ্ঠা
সনাতনের রচিত গ্রন্থাদি	...	১৩৯
“গীতাবলী”র রচয়িতা কে ?	...	১৪০
শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব-সম্বন্ধে সনাতন	...	১৪৩
শ্রীরূপ গোস্বামী	...	১৪৫
শ্রীরূপের রচিত গ্রন্থাদি	...	১৪৬
শ্রীচৈতন্যের লীলা-সম্বন্ধে শ্রীরূপ	...	১৫১
শ্রীজীব গোস্বামী	...	১৫৩
শ্রীজীব ও মধুসূদন সরস্বতী	...	১৫৭
শ্রীজীবের রচিত গ্রন্থাদি	...	১৫৮
শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব-বিষয়ে শ্রীজীব	...	১৫৯
গোপাল ভট্ট গোস্বামী	...	১৬২
হরিভক্তিবিলাসের রচয়িতা কে ?	...	১৬৬
হরিভক্তিবিলাস ও বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সমাজ	...	১৬৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত (১৭১-১৭৯)

প্রবোধানন্দের পরিচয়	...	১৭১
শ্রীচৈতন্য ও প্রবোধানন্দ	...	১৭৫
গৌর-পারম্যবাদ	...	১৭৮

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যভাগবত (১৮০-২২২)

শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখকের পরিচয়	...	১৮০
শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচনা-কাল	...	১৮৮
শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রামাণিকতা-বিচার	...	১৯৬
মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবনদাস	...	২০৩
দ্বিগুণ-পরাভব-প্রসঙ্গ	...	২০৭
শ্রীচৈতন্যের সম্যাস-জীবন-সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস	...	২১৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীচৈতন্যের গৌড়ভ্রমণ	২১৫
শ্রীচৈতন্যভাগবতের ঐতিহাসিক মূল্য	২২১

অষ্টম অধ্যায়

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল (২২৩-২৪৮)

গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয়	২২৩
বৈষ্ণব-সমাজে জয়ানন্দের গ্রন্থ অনাদৃত হইবার কারণ	২২৫
চৈতন্যমঙ্গল-রচনার কাল	২২৯
চৈতন্যমঙ্গলে ভুল খবর	২৩১
চৈতন্যমঙ্গলে নূতন তথ্য	২৩৬
জয়ানন্দ-বর্ণিত শ্রীচৈতন্যের ভ্রমণপথ	২৪১
জয়ানন্দ-কর্তৃক অঙ্কিত শ্রীচৈতন্য-চরিত্র	২৪৬

নবম অধ্যায়

লোচনের “শ্রীচৈতন্যমঙ্গল” (২৪৯-২৭৩)

গ্রন্থকারের পরিচয়	২৪৯
গ্রন্থের রচনাকাল	২৫০
চৈতন্যমঙ্গল ও চৈতন্যভাগবত	২৫৪
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-লেখার উদ্দেশ্য	২৫৭
মুরারির সহিত লোচনের বিবরণের পার্থক্য	২৬৩
বৃন্দাবনদাসের সহিত লোচনের বর্ণনার পার্থক্য	২৬৭
লোচনের বর্ণিত নূতন তথ্য	২৭০
শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের বিবরণ	২৭০
লোচনের গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য	২৭২

দশম অধ্যায়

মাধবের “চৈতন্যবিলাস” (২৭৪-২৮৫)

মাধব কে ?	২৭৪
মাধব ও লোচন	২৭৫
মাধবের গ্রন্থে মূল্যবান সংবাদ	২৮৪

একাদশ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২৮৬-৩৯৪)

বিষয়	পৃষ্ঠা
গ্রন্থের প্রভাব ও পরিচয়	২৮৬
কৃষ্ণকর্ণামৃতের একটি শ্লোক	২৮৬
কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরিচয়	২৯৩
কবিরাজ গোস্বামীতে আরোপিত গ্রন্থসমূহ	২৯৭
কৃষ্ণদাস কবিরাজের পাণ্ডিত্য	৩০০
কবিরাজ গোস্বামীর চরিত্র	৩০৩
গ্রন্থের রচনাকাল	৩০৯
কবিরাজ গোস্বামী কি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন ?	৩১২
চৈতন্যচরিতামৃতের উপাদান-সংগ্রহ	৩১৫
স্বরূপ-দামোদরের কড়চা	৩১৭
কবিকর্ণপুরের নাটক ও মহাকাব্যের নিকট চরিতামৃতের স্থান	৩২১
আদি লীলার ঐতিহাসিক বিচার	৩২৯
প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনীর বিচার	৩২৯
কবিরাজ গোস্বামি-অঙ্কিত শ্রীচৈতন্যের বাল্যজীবন	৩৩৩
বিশ্বস্তরের বিদ্যাশিক্ষা	৩৩৫
মধ্যলীলার বিচার	৩৩৭
বিশ্বস্তরের সন্ন্যাসগ্রহণ ও পুরীযাত্রা	৩৩৯
সার্কভৌম-উদ্ধার-কাহিনীর বিচার	৩৪৪
প্রভুর দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ	৩৫৪
প্রতাপরুদ্র-উদ্ধার-কাহিনীর বিচার	৩৬৫
শ্রীচৈতন্যের গোড়-ভ্রমণের পূর্ব পর্য্যন্ত নীলাচল-লীলা	৩৬৯
শ্রীচৈতন্যের গোড়ে আগমন	৩৭৩
গোপাল বিগ্রহের বিবরণ	৩৭৬
সনাতন-শিক্ষা	৩৮২
অন্ত্যলীলার বিচার	৩৮৪
বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটকের রচনা-কাল	৩৮৪
হরিদাস ঠাকুরের কাহিনী	৩৮৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
বল্লভ ভট্টের বিবরণ	৩২০
প্রভুর সমুদ্রপতন-লীলা	৩২১
চরিতামৃত-বিচারের সার-নিষ্কষণ	৩২৩

দ্বাদশ অধ্যায়

গোবিন্দদাসের কড়চা (৩৯৫-৪০৪)

কড়চা-সম্বন্ধে আন্দোলনের ইতিহাস	৩৯৬
কড়চার অকৃত্রিমতায় সন্দেহের কারণ	৩৯৯
জয়গোপাল গোস্বামীর কি কোন স্বার্থ ছিল ?	৪০১
গোবিন্দ কে ?	৪০২
কড়চা কি একেবারে কাল্পনিক ?	৪০৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আর কয়েকখানি নাতিপ্রামাণিক গ্রন্থ (৪০৫-৪৮৯)

প্রদ্যুম্ন মিশ্রের “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী”	৪০৫
গ্রন্থের প্রামাণ্য-বিচার	৪০৭
ঈশান নাগরের “অদ্বৈতপ্রকাশ”	৪১২
গ্রন্থের অকৃত্রিমতায় সংশয়	৪২৪
গৌরমন্ডের আন্দোলন	৪৩৫
হরিচরণ দাসের “অদ্বৈতমঙ্গল”	৪৪০
লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের “বাল্যলীলা-স্মৃত্তম্”	৪৪৮
“সীতাশুণ কদম্ব”	৪৫৪
লোকনাথ দাসের “সীতাচরিত্র”	৪৫৮
সীতা-অদ্বৈত-চরিত গ্রন্থগুলি-সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য	৪৬৩
জগদানন্দের “প্রেমবিবর্ত্ত”	৪৬৪
“মুরলী-বিলাস” ও “বংশী-শিক্ষা”	৪৬৮
“প্রেমবিলাস”	৪৭৭
“ভক্তিরত্নাকর” ও “নরোত্তম-বিলাস”	৪৮৫
“অভিরাম-লীলামৃত”	৪৮৮

চতুর্দশ অধ্যায়

উড়িয়া ভক্তদের মুখে শ্রীচৈতন্য-কথা (৪৯০-৫০৬)

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রাক-চৈতন্য যুগে উড়িষ্যায় বৈষ্ণব-ধর্মের দুইটি ধারা ...	৪৯০
পঞ্চমথা ...	৪৯২
ঈশ্বরদাসের চৈতন্যভাগবত ...	৪৯৬
দিবাকরদাসের জগন্নাথচরিতামৃত ...	৫০২
গৌরকৃষ্ণোদয়কাব্যম্ ...	৫০৪

পঞ্চদশ অধ্যায়

অসমীয়া গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার
পরিকরগণের কথা (৫০৭-৫২৭)

শঙ্করদেবের সহিত অদ্বৈত প্রভুর সম্বন্ধ ...	৫০৭
শ্রীচৈতন্যের কথা আছে এমন অসমীয়া গ্রন্থের কালনির্ণয় ...	৫১০
শ্রীচৈতন্যের সহিত শঙ্করের মিলন ...	৫১২
শ্রীচৈতন্যের আসাম-ভ্রমণ ...	৫১৮
কবির ও শ্রীচৈতন্য ...	৫২২
রূপ-মনোতন-সম্বন্ধে নূতন কথা ...	৫২৪

ষোড়শ অধ্যায়

সটীক হিন্দী ও বাঙ্গালা ভক্তমাল (৫২৮-৫৩৩)

নাতাজী ও প্রিয়াদাসজী ...	৫২৮
লালদাসের ভক্তমাল ...	৫৩২
পাঞ্জাব, মূলতান ও গুজরাতে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব ...	৫৩২

সপ্তদশ অধ্যায়

সহজিয়াদের হাতে শ্রীচৈতন্য (৫৩৪-৫৩৮)

পরকীয়াবাদের ইতিহাস ...	৫৩৪
শ্রীচৈতন্যে পরকীয়াসাধন-আরোপ ...	৫৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
কিশোরীভজা দল	৫৩৮
আধুনিক সহজিয়া	৫৩৮

অষ্টাদশ অধ্যায়

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের আদিযুগ-সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য (৫৩৯-৫৮৮)

শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশের পূর্বে ভক্তগোষ্ঠী	৫৩৯
শ্রীচৈতন্যের সম্প্রদায়-নির্গম	৫৪৩
শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা-ঘোষণা	৫৫১
ঈশ্বরভাবে আবেশ	৫৫১
ভক্তগণ-কর্তৃক ঈশ্বররূপে পূজা	৫৫৪
ভক্তগণ-কর্তৃক ঈশ্বররূপে অভিষেক	৫৫৫
সাধারণের নিকট শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্ব-ঘোষণা	৫৫৮
শ্রীচৈতন্যের বিগ্রহ-স্থাপনা ও অর্চনা	৫৬২
শ্রীচৈতন্য ও কীর্তন-গান	৫৬৪
শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ	৫৬৬
ভক্তদের জাতি	৫৬৭
সন্ন্যাসি-পরিকরগণ	৫৬৮
ভক্তগণের পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব	৫৬৮
পরিকরগণের বাসস্থান বা শ্রীপাট	৫৭২
বাংলাদেশ	৫৭২
আসাম	৫৭৪
উৎকল ও অন্ধ্র প্রদেশ	৫৭৪
পঞ্চতন্ত্র, দ্বাদশ গোপাল, চৌষটি মহাস্ত প্রভৃতি	৫৭৪
ছয় গোস্বামী	৫৭৫
দ্বাদশ গোপাল	৫৭৭
চৌষটি মহাস্ত	৫৮০
ছয় চক্রবর্তী ও অষ্ট কবিরাজ	৫৮৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীচৈতন্য-পরিকরণের ভজন-প্রণালীর বিভিন্নতা	৫৮৬
নকল অবতার	৫৮৮

উনবিংশ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যচরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য (৫৮৯-৬০৪)

পরিশিষ্ট

(ক) বৈষ্ণব-বন্দনা ও শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পরিকরণ	৬০৫
(খ) যে-সব গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় অথচ কোন পুঁথি পাওয়া যায় না তাহাদের তালিকা	৭০৭
(গ) রঘুনাথদাস গোস্বামীর সংস্কৃত সূচক	৭০৭
(ঘ) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ধৃত শ্লোকমালা ও পূর্বাচার্য্যগণ-কর্তৃক তাহার ব্যবহার	৭১১
(ঙ) শ্রীজীব গোস্বামীতে আরোপিত বৈষ্ণব-বন্দনা	৭১৪
বৈষ্ণব সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস ও সংগ্রহ	৭২৭
নির্ঘণ্ট	৭৩৯

শ্রীচৈতন্যের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার কাল-নির্ণয়

শ্রীচৈতন্যের জীবনচরিতের আকর-গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রত্যেকখানির ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা বিচার করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। প্রথমে প্রভুর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার কাল-নিরূপণ করিতে পারিলে পরবর্ত্তী আলোচনার সুবিধা হইবে। তাঁহার জীবনী লইয়া চার শত বৎসর কাল আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু আকর-গ্রন্থগুলির তুলনামূলক বিচার এ পর্য্যন্ত হয় নাই বলিয়া শ্রীচৈতন্য কত দিন জীবিত ছিলেন, কত দিন গমনাগমনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, কত দিন পুরীতে ছিলেন প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়েও আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। আমার পূর্ববর্ত্তী লেখকগণ এই সব বিষয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতই নিষ্কিচারে মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনার বহুপূর্বে লিখিত কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে অণু প্রকার কাল-নির্দেশ আছে। এরূপ ক্ষেত্রে এই দুই জন চরিতকারের উক্তির মধ্যে কোনরূপ সামঞ্জস্য-বিধান করা সম্ভব কি না দেখা যাউক। যেখানে সামঞ্জস্য করা সম্ভব নহে, সেখানে মুরারি গুপ্ত, বাসু ঘোষ, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি লেখকদের বর্ণনার সাহায্যে ও জ্যোতিষিক (astronomical) গণনার দ্বারা সত্য-নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।

Birth of Sri Chaitanya

শ্রীচৈতন্যের জন্মকাল

শ্রীচৈতন্য ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা সকল চরিতকারই লিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি গ্রহণের সময়ে কিংবা গ্রহণের পূর্বে জন্মিয়াছিলেন তাহা লইয়া মতভেদ আছে। আবার ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন কোন্ তারিখ, কি বার ছিল তাহা লইয়াও বিভিন্ন মত দেখা যায়। বৃন্দাবনদাসের মতে শ্রীচৈতন্য গ্রহণের সময় জন্মিয়াছিলেন, যথা—

ঈশ্বরের কৰ্ম বুঝিবার শক্তি কার।

চন্দ্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর-ইচ্ছায় ॥

হেনই সময়ে সৰ্ব্ব জগত-জীবন ।

অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন ॥ ১।২।২২-২৩

এই বর্ণনা দেখিয়া প্রথমে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিলেন—

কাল্কন-পূর্ণিমা সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয় ।

সেই কালে দৈব যোগে চন্দ্রগ্রহণ হয় ॥

পরে তিনি নিজের ও বৃন্দাবনদাসের ভ্রম-সংশোধন করিয়া বলিয়াছেন যে প্রথমে সন্ধ্যা-যোগে শ্রীচৈতন্যের জন্ম এবং পরে গ্রহণ হয় । বৃন্দাবনদাসের মত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তী গ্রহণ করিয়াছেন । বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন—

পূর্ণেন্দ্রো রাহুণা গ্রস্তে সন্ধ্যায়াং সিংহলগ্নকে ।

নক্ষত্রে পূৰ্ব্বফাল্গুণাং রাশৌ চ পশুৰাজকে ॥

সৰ্ব্বসল্লক্ষণে পূর্ণে সপ্তকে বাসরে তথা ।

মিশ্রপত্নীশচীগৰ্ভাদুদিতো ভগবান্ হরিঃ ॥

—রামপ্রসন্ন ঘোষ-সঙ্কলিত বংশীলীলামৃতে ধৃত

নরহরি চক্রবর্তী বলেন—

আজ পূর্ণিমা, সাঁঝ সময়ে, রাত শশী গরাসি ।

গৌরচন্দ্র উদয়ে তবহি, তাপতম বিনাশি ॥

কিন্তু শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় জ্যোতিষিক গণনা করিয়া বলেন যে ১৪০৭ শকে কাল্কন মাসে “পূর্ণিমা নলদ্বীপে প্রায় ৪০ দণ্ড । দিবামান ২৯ দণ্ড । রাত্রি ৮ দণ্ডের সময় চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হইয়াছিল, গ্রাস প্রায় ১১ অঙ্গুলি” (প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৬—“কবি শশাঙ্ক” প্রবন্ধ) । চৈতন্য যদি “সাঁঝ সময়ে” জন্মগ্রহণ করেন তাহা হইলে সে সময় “পূর্ণেন্দ্র রাহুগ্রস্ত” হইতে পারে না, কেন-না রাত্রি ৮ দণ্ডের সময় গ্রহণ আরম্ভ । সুতরাং বিশ্বনাথ ও নরহরি চক্রবর্তী ভুল করিয়াছেন, প্রমাণিত হইল । বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর জ্যোতিষে জ্ঞান থাকিলে তিনি এরূপ ভুল করিতেন না ; কেন-না তিনি জন্মের সময় ঠিকভাবে দিয়াছেন । যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের গণনা-অনুসারে জানা যাইতেছে যে ঐ তারিখে দিবামান ছিল ২৯ দণ্ড ; আর বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

বলেন—“দণ্ডাষ্টবিংশতে: পঞ্চপঞ্চাশৎ পলগে ক্ৰণে” অর্থাৎ ২৮ দণ্ড ৫৫ পলে ঠিক সন্ধ্যা লাগার পূর্বে জন্ম হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক দুই জন লেখকের বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় গ্রহণের পূর্বে শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন—

তস্য জন্মসময়েহু শশাঙ্কং
রাহুরগ্রসদলং ত্রপ্যৈব।
কৃষ্ণপদ্বদনেন নির্জিতঃ
প্রাবিশৎ সুররিপোমুখং বিধুঃ ॥ ১।৫।২৩

কৃষ্ণ-স্বরূপ শ্রীচৈতন্যের মুখ দেখিয়া লজ্জা পাইয়া যদি চন্দ্র রাহুতে মুখ লুকান, তাহা হইলে আগে চৈতন্যের জন্ম এবং পরে গ্রহণ হয়। বাসু ঘোষও সেইরূপ বলেন—

নদীয়া-আকাশে আসি উদিল গৌরাঙ্গ-শশী
ভাসিল সকলে কুতূহলে।
লাজেতে গগন-শশী মাখিল বদনে মসি
কাল পেয়ে গ্রহণের ছলে ॥

—গৌ. প. ত., পৃ. ৩৬, ২য় সং

কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে শ্রীচৈতন্যের জন্মরাশি, নক্ষত্র প্রভৃতি দিয়াছেন। তিনিও বলেন গ্রহণের পূর্বে শ্রীচৈতন্যের জন্ম—

স্বদানিধিঃ তৎসময়ে বিধুস্তদ-
স্ততোদ সানন্দমরুস্তদো ভূশম্।
অলং ত্বয়া সংপ্রতি শীতদীপ্তিঃ
সমুদ্ধতোহগ্নোহন্তি ভুবীতি ভাবয়ন্ ॥

অর্থাৎ তখন রাহু এই বলিয়া চন্দ্রকে গ্রাস করিতে লাগিল—হে নিশানাথ! তুমি আর কেন বৃথা উদয় হইতেছ। ঐ দেখ অপর চন্দ্রমা পৃথিবীতে উদিত হইয়াছেন। কবিকর্ণপুর আরও জানাইয়াছেন—

প্রকাশমাত্রেন সূদক্ষিণা গ্রহা
বভূবুস্ত প্রথমং সূতুঙ্গকাঃ

বভূব রাশিঃ স তু সিংহসংজ্ঞিতো
নক্ষত্রমুখ্যাপি চ পূর্বকল্কনী ॥ ২১৪৪

মুরারি ও কবিকর্ণপুরের উপমাটি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী লিখিলেন—

সিংহরাশি সিংহলয় উচ্চ গ্রহগণ
ষড়্বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব স্থলক্ষণ ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন ।
সকলকে চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন ।
এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ ॥ ১১৩৯০-৯২

কবিরাজ গোস্বামী আদিলীলায় বৃন্দাবনদাসের বর্ণিত ঘটনার সূত্রমাত্র করিতেছেন বলিলেও এখানে শ্রীচৈতন্যের জন্ম-সময়-বিষয়ে তিনি বৃন্দাবনদাসের মত ভুল জানিয়া মুরারি, বাসু ঘোষ ও কবিকর্ণপুরের মত গ্রহণ করিলেন । তিনি বলিলেন যে আগে অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দর্শন দিলেন, পরে রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিল । কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রাশি ও লগ্ন লিখিলেও নক্ষত্রটি লিখেন নাই । তাই তাঁহার গ্রন্থের অন্ত্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়কে জ্যোতিষিক গণনা করিয়া বাহির করিতে হইল যে ঐ সময় পূর্বকল্কনী নক্ষত্র ছিল (পরিশিষ্ট, ৫১/০ পৃঃ) । কিন্তু কবিকর্ণপুর ঐ সংবাদ শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের নয় বৎসর পরেই দিয়াছিলেন ।

দেখা গেল, শ্রীচৈতন্য ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন চন্দ্রগ্রহণের পূর্বে সন্ধ্যাকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু ঐ দিন ফাল্গুনের কত তারিখ এবং কি বার ? “নিত্যানন্দ-চরিত” নামক গ্রন্থে (২য় খণ্ড, ২১ পৃ) ১৯এ ফাল্গুন শুক্রবার, শ্রীমলাল গোস্বামীর “শ্রীগৌরমুন্দর” গ্রন্থে (১২ পৃ.) ২০এ ফাল্গুন শুক্রবার, “শ্রীচৈতন্যসঙ্গীতায়” ২২এ ফাল্গুন, এবং “প্রবাসীতে” (১৩২৭, জ্যৈষ্ঠ, ১৭২ পৃ.) ২৫এ ফাল্গুন, ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ ফেব্রুয়ারী তারিখ দেওয়া হইয়াছে । নবদ্বীপ-নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ দত্ত মহাশয় “শ্রীচৈতন্যজাতক” নামক পুস্তিকায় বিশদভাবে গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে ঐ দিন ১৪০৭ শক ২৩এ ফাল্গুন শনিবার, জুলিয়ান ক্যালেন্ডার-অনুসারে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী এবং অধুনা-প্রচলিত গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার-অনুসারে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ ফেব্রুয়ারী । তাঁহার গণনায় প্রাপ্ত তারিখের সহিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-

উক্ত “ফাল্গুনে মাসি সংক্রান্তে ত্রয়োবিংশতি-বাসরে” কথাই মিল আছে। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ও গণনা করিয়া ঐ তারিখ পাইয়াছেন (পরিশিষ্ট, ৫৮০ পৃ.)। “সীতাশুণকদম্ব” নামক পুথির ৬ পত্রাঙ্কে আছে যে শ্রীচৈতন্যের জন্ম ২৩এ ফাল্গুন রাত্রি একদণ্ড গতে।

Life span of Sri Chaitanya

শ্রীচৈতন্যের জীবনকাল

শ্রীচৈতন্য কতদিন জীবিত ছিলেন তাহা এইবার নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা যাউক। কবিকর্ণপুর বলেন, তিনি সাতচল্লিশ বৎসর ধরাধামে ছিলেন, যথা—

ইথং চত্বারিংশতা সপ্তভাজা
শ্রীগৌরাঙ্গে হায়নানাং ক্রমেণ ।
নানা-লীলা-লাস্তুমাসাত্ত ভ্রমৌ
ক্ৰীড়ন্ ধাম স্বং ততোহসৌ জগাম ॥ ২০।৪১

অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে সাতচল্লিশ বৎসরে নানা লীলা-রূতা বিধানপূর্বক পৃথিবীতে ক্রীড়া করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি ।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥
চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ ।
চৌদ্দ শত পঞ্চায়ে হইল অন্তর্দান ॥

লোচনের “চৈতন্যমঙ্গল” হইতে জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্য

আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে ।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে ॥

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে ।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে ॥

—শেষ খণ্ড, পৃ. ১১৬-১৭

লোচনের বর্ণনা হইতে জানা যায় না যে, ঐ দিন শুক্রা কি কৃষ্ণা সপ্তমী ছিল কিন্তু জয়ানন্দ এই অভাব পূরণ করিয়াছেন, যথা—

আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা অঙ্গীকার করি ।
রথ পাঠাইহ যাব বৈকুণ্ঠপুরী ॥

লোচনের মতে তৃতীয় প্রহর বেলায় তিরোধান, জয়ানন্দের মতে “কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সৰ্ব্বথা” (উত্তর খণ্ড, পৃ. ৫০১ । শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ দত্ত মহাশয় গণনা করিয়া বাহির করিয়াছেন যে ঐ দিন ১৪৫৫ শক, ৩১এ আষাঢ়, বা ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ, ২৯এ জুন ছিল (শ্রীচৈতন্যজাতক, পৃ. ১৮) ।

Sri Chaitanya's demise date 29th June 1533 CE, Life span 47yrs 4 months 12 days

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব	১৫৩৩।৬।২৯	জুলিয়ান্ ক্যালেন্ডার
	১৫৩৩।৭।৯	গ্রেগরিয়ান্ ক্যালেন্ডার
শ্রীচৈতন্যের জন্ম	১৪৮৬।২।২৭	গ্রেগরিয়ান্ ক্যালেন্ডার
শ্রীচৈতন্যের জীবন-কাল	৪৭।৪।১২ দিন ।	

আরও সূক্ষ্ম হিসাবে দিন গণনা করিলে—

শক ১৪৫৫।৩।৩১ (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ২৩ দিন ছিল)
৩৬৫ + ২৩ = ৪৫৮

শক ১৪০৭।১১।২৩ (২৩এ ফাল্গুন পর্য্যন্ত ৩২৮ দিন হইরাছিল)
৪৭ বৎসর ১৩০ দিন (ত্রিশ দিনে মাস ধরিলে, চার মাস দশ দিন) ।
এইরূপ গণনার দ্বারা পাওয়া গেল যে শ্রীচৈতন্য সাতচল্লিশ বৎসর চার মাস দশ বা বার দিন জীবিত ছিলেন । এই সময়কে কবিকর্ণপুর ৪৭ এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ ৪৮ বৎসর বলিয়াছেন ।

Time of Sri Chaitanya's visit to Gaya, spreading of group devotional singing and

শ্রীচৈতন্যের গয়ায় গমন, সঙ্কীৰ্ত্তন-প্রচার ও
taking of monastic vow
সন্ন্যাস-গ্রহণের কাল-নির্ণয়

কবিরাজ গোস্বামী একবার বলিয়াছেন—

(ক) চব্বিশ বৎসর ছিল গৃহস্থ আশ্রমে ।
পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈলা যতি ধর্ম্মে ॥ ১।৭।৩২

আবার অগ্রত্ৰ বলিয়াছেন—

(খ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি ।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥ ১।১৩।৭

চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস ।

তার শুরু পক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥

সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান ।

তঁাহা যেই লীলা তার শেষ লীলা নাম ॥ ২।১।১১-১২

আপাতদৃষ্টিতে (ক) ও (খ) চিহ্নিত উক্তি পরস্পরবিরোধী বোধ হয় ; কেন-না শ্রীচৈতন্য যদি ২৫ বৎসর বয়সে যতিধর্ম অবলম্বন করিয়া থাকেন ও ২৪ বৎসর সন্ন্যাস করিয়া অবস্থান করেন তবে তঁাহার আয়ু হয় ৪৯ বৎসর । কিন্তু যে হেতু কবিরাজ গোস্বামী নিজেই ১৪০৭ হইতে ১৪৫৫ শক তঁাহার জীবন-কাল বলিয়াছেন সেই হেতু ৪৯ বৎসর হইতে পারে না । সুতরাং উক্ত দুই উক্তির সামঞ্জস্য এইরূপে করিতে হইবে যে চব্বিশ বৎসর প্রায় যখন শেষ হয় তখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন—পঞ্চবিংশতি বর্ষে পা দিতে না দিতে তিনি যতি হইলেন । শ্রীচৈতন্যের জীবনকাল-আলোচনায় দেখাইয়াছি যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাঙ্গালাদেশের প্রচলিত গণনা-প্রণালী ধরিয়া ৪৭ বৎসর ৪ মাসকে ৪৮ বৎসর বলিয়াছেন । এই প্রণালী-অনুসারে ৪৭।০।১ দিন হইতেই ৪৮ আরম্ভ । এ সূত্র ধরিয়া আলোচনা করিলে “চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস” মানে শ্রীচৈতন্যের জন্ম ফাল্গুনে হওয়ায় ২৩।১১ মাস সময়ে সন্ন্যাস লওয়া হয় । এই সময় ঠিক কি না দেখা যাউক ।

মুরারি গুপ্ত বলেন যে শ্রীচৈতন্য

ততঃ শুভে সংক্রমণে রবেঃ ক্ষণে

কুস্তং প্রয়াতি মকরান্ননীষী (৩২।১০)

সন্ন্যাস গ্রহণ করেন । লোচন মুরারির শ্লোক অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন—

মকর লেউটে কুস্ত আইসে যেই বেলে ।

সন্ন্যাসের মন্ত্র গুরু কহে হেন কালে ॥

অর্থাৎ মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন সন্ন্যাস-গ্রহণ । কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন সংক্রান্তির দিন শুরু পক্ষ ছিল । ইহা হইতে গণনা করিয়া শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় দেখাইয়াছেন যে ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের সংক্রান্তি পড়িয়াছিল ২৯এ তারিখ শনিবারে । ঐ দিন প্রায় চার দণ্ড পর্য্যন্ত পূর্ণিমা ছিল । তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে,

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস...১৪৩১ শকে। মাঘ, ১০ মাসে। ২২ দিনে,

শ্রীচৈতন্যের জন্ম...১৪০৭ শকে। ফাল্গুন, ১১ মাসে। ২৩ দিনে,

Birth - 27/02/1486

শ্রীচৈতন্য গৃহে ছিলেন...২৩।১১।৬ দিন।

Sri Chaitanya's monastic vow year 3rd February 1510

১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের তেসরা ফেব্রুয়ারীর কাছাকাছি সময়ে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব...১৪৫৫ শকে। আষাঢ়, ৩ মাসে। ৩১ দিনে,

Expired - 09/07/1933

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণ...১৪৩১ শকে। মাঘ, ১০ মাসে। ২২ দিনে,

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-জীবন...২৩।৫।২ দিন।

কিন্তু ২২এ মাঘ সংক্রান্তি ছিল, সেই জন্ত সূক্ষ্ম হিসাবে ঐ সময় হইবে ২৩।৫।০ দিন। সন্ন্যাসের সময় শ্রীচৈতন্যের বয়স ২৩।১১।৬ দিন হওয়ায় কৃষ্ণদাস উহাকে “চব্বিশ বৎসর শেষে” বলিয়াছেন। আর ২৪ দিন পরেই তিনি ২৫ বৎসরে পড়িবেন বলিয়া কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—“পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈলা যতি ধর্ম।”

শ্রীচৈতন্য গয়া হইতে ফিরিয়া আসিবার কত দিন পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার স্পষ্ট উল্লেখ কবিকর্ণপুর ছাড়া আর কোন চরিতকার করেন নাই। তিনি বলেন যে বিশ্বস্তর পোষের অন্তে গয়া হইতে গৃহে আসিলেন (মহাকাব্য, ৪।৭৬)। তারপর মাঘ মাস হইতে কীর্তন ও ভাবপ্রকাশ আরম্ভ হয়, যথা—

ততো মাঘশ্রাদৌ নিরবধি নিজৈঃ কীর্তনরসৈঃ

প্রকাশং চাবেশং ভুবি বিকিরতি স্মাতুদিবসম্ ॥

—মহাকাব্য, ৪।৭৬

মাঘ মাস হইতে চার মাস অর্থাৎ বৈশাখ পর্য্যন্ত তিনি সদ্ধিপ্রদিগকে পড়াইতেন (মহাকাব্য, ৫।২৪)। বৈশাখের পর হইতে আর পড়াইতে পারেন নাই। তারপর জ্যৈষ্ঠ হইতে পোষের শেষ পর্য্যন্ত আট মাস নৃত্যরসে অতিবাহিত করিলেন।

ইত্যেবং প্রচুররূপামৃতং বিতম্ভঞ্

জ্যৈষ্ঠাশ্বিনভিরতি-সন্মদেন মাসৈঃ।

পৌষান্তঃ নটনরসৈর্নিদাঘবর্ধৈ-

হৈমন্তঃ সহ শরদা নিনায় নাথঃ ॥ ঐ. ৫।১২৫

For 13 months till taking monastic vow Sri Chaitanya had manifested spiritual moods and participated in Sankirtana in Navadvip

শ্রীচৈতন্য ১৪৩১ শকের ২২এ মাঘ সন্ন্যাস লইয়াছিলেন, স্মরণ্যং ১৪৩০ শকের পৌষান্তে গয়া হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ১৩ মাস কাল তিনি নবদ্বীপে সঙ্কীৰ্ত্তন ও ভাবপ্রকাশ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস ঐ সময়ের ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন—

মধ্য খণ্ড কথা ভাই শুন একচিতে ।

বৎসরেক কীৰ্ত্তন করিলা যেন মতে ॥

—চৈ. ভা., ২।২।১৭১

কৃষ্ণদাস কবিরাজও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর ॥

রাত্রে সঙ্কীৰ্ত্তন কৈল এক সংবৎসর ॥ ১।১৭।৩০

শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় বলেন—“শ্রীমদ্ভাগবত ১৪৩১ শকের ২৮শে মাঘ শুক্রবার পূর্ণিমা রাত্রিতে সন্ন্যাসার্থ গৃহত্যাগ করেন এবং ২৯শে মাঘ শনিবার মাঘী সংক্রান্তিতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।” এই উক্তি বিচারসহ নহে ; কেন-না বৃন্দাবনদাস বলেন যে বিশ্বস্তর “দণ্ডচারি রাত্রি আছে” জানিয়া শয্যা ত্যাগপূর্বক মাকে প্রণাম করিয়া নবদ্বীপ ত্যাগ করিলেন (২।২৬।৩৬১)। মুরারিও বলেন—“মুগ্ধং নিনায় রজনীং চ তদুখিতোহগাং” (৩।১।৬)। রাত্রির চার দণ্ড ও পূর্ণিমার চার দণ্ড—এই আট দণ্ডের মধ্যে নবদ্বীপ হইতে কাটোয়া যাওয়া, মস্তক-মুণ্ডন, সন্ন্যাসের আয়োজন প্রভৃতি করিয়া সন্ন্যাসের মন্ত্র-গ্রহণের অবসর থাকে না। পূর্ণিমা থাকিতে থাকিতে মন্ত্র না লইলে কৃষ্ণ পক্ষ-পড়ে, এবং সে সময় সন্ন্যাসগ্রহণের পক্ষে প্রশস্ত নহে। শুক্ল পক্ষও হইবে, সংক্রান্তিও হইবে—এমন দিনে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে নিম্ন-লিখিতরূপ কাল-নির্ণয় করিলে মুরারি-উক্ত সংক্রান্তির সহিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ-উক্ত শুক্ল পক্ষের ও বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার মিল হয়। ২৬এ মাঘ বুধবার শেষ রাত্রিতে প্রভুর গৃহত্যাগ। ২৭এ মাঘ বৃহস্পতিবার কোন সময়ে কাটোয়ায় পৌছান। তারপর সেই দিনের অবশিষ্ট অংশ

এই মত কৃষ্ণকথা আনন্দ-প্রসঙ্গে ।
বঞ্চিলেন সে নিশা ঠাকুর সভাসঙ্গে ॥

—চৈ. ভা., ২।২৬।১৬৫

পর দিন অর্থাৎ ২৮এ মাঘ শুক্রবার সকাল হইতে সন্ন্যাসের আয়োজন চলিতে লাগিল । বৃন্দাবনদাস বলেন—

কথং কথমপি সৰ্ব্ব দিন অবশেষে ।
ক্ষৌরকর্ম্য নির্বাহ হইল প্রেমরসে । ২।২৬।৩৬৬

মুরারি গুপ্ত বলেন—

তথাপরাত্তে নৃহরেরবাপ্ত্য
ত্ৰাসোক্তকর্ম্মাণি চকার শুদ্ধঃ ।

২৮এ মাঘ অপরাহ্নে বা “দিন অবশেষে” পূর্ণিমা ছিল, কিন্তু সে দিন সংক্রান্তি নহে । সুতরাং অনুমান করিতে হইবে যে ক্ষৌরকর্ম্মাদি করিয়া গৌরচন্দ্র সে দিন “সংকল্প” করিয়া থাকিলেন ও শনিবার ২৯এ মাঘ সংক্রান্তি-দিনে ৪ দণ্ডের মধ্যে পূর্ণিমা থাকিতে থাকিতে সন্ন্যাস-মন্ত্র গ্রহণ করিলেন ।

Time of events between taking of monastic vow and visit to Puri

সন্ন্যাস-গ্রহণ হইতে পুরীগমন পর্য্যন্ত ঘটনার কাল-নির্ণয়

২৯এ মাঘ তিনি কাটোয়াতেই কাটাইলেন, যথা—

এই মত সৰ্ব্ব রাত্রি গুরুর সংহতি ।
নৃত্য করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি ॥

—চৈ. ভা., ৩।১।৩৭০

১লা ফাল্গুন প্রাতঃকালে বনে যাইবেন বলিয়া

চলিল। পশ্চিম মুখে করি হরিশ্রবণি ।

—চৈ. ভা. ৩।১।৩৭১

বক্রেখর যাইতে আর ক্রোশ চারেক পথ আছে এমন সময় তিনি পূর্বমুখে ফিরিলেন—“গঙ্গামুখ হইয়া চলিল। গৌরচন্দ্র” (৩।১।৩৭৩) । যাইতে যাইতে এক রাখালের মুখে হরিনাম শুনিলেন । সেই সময়ে তিনি বলিলেন—

দিন তিন চারি যত দেখিলাঙ গ্রাম ।
কাহারো মুখেতে না শুনিছ হরিনাম ॥

আচম্বিতে শিশুমুখে শুনি হরিশ্রবণি।*
 কি হেতু ইহার সভে কহ দেখি শুনি ॥
 প্রভু বোলে “গঙ্গা কত দূরে এথা হৈতে।”
 সভে বোলিলেন “এক প্রহরের পথে ॥”
 প্রভু বোলে “এ মহিমা কেবল গঙ্গার।”

As per Murari Gupta (3/3/18) Sri Chaitanya was in spiritual ecstasy — চৈ. ভা., ৩।১।৩৭৩
 for three days on the way to the banks of Ganga

এই বিবরণ হইতে পাওয়া গেল যে ১লা, ২রা, ৩রা ও ৪ঠা ফাল্গুন শ্রীচৈতন্য রাঢ়দেশ ভ্রমণ করিয়া গঙ্গাতীরে পৌঁছিয়াছিলেন। মুরারি গুপ্ত (৩।৩।১৮) এবং কবিকর্ণপুর (মহাকাব্য, ১১।৬১) বলেন, প্রভু রাঢ়ে ভ্রমণ করার সময় তিন দিন ভাবাবেশে আত্মবিস্মৃত হইয়া ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজও লিখিয়াছেন, “রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ” (২।৩।৩)। তিনি তিন দিন ভ্রমণ করেন ও চতুর্থ দিনে গঙ্গার তীরে পৌঁছান। গঙ্গাতীরের কোন্ গ্রামে পৌঁছিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। যাহা হউক

নিত্যানন্দ সংহতি সে নিশা সেই গ্রামে।
 আছিলেন কোন পুণ্যবস্তুর আশ্রমে ॥

—চৈ. ভা., ৩।১।৩৭৪

এই ফাল্গুন সকালে নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইবার সময়ে বলিলেন যে তিনি নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দের জন্ত শাস্তিপুরে অপেক্ষা করিবেন। নিত্যানন্দ কতক পথ হাঁটিয়া, কতক পথ গঙ্গায় সাঁতরাইয়া নবদ্বীপে পৌঁছিলেন। নিত্যানন্দ ভাবের মাহুত, শুধু পথ-চলা তাঁহার পোষায় না। তিনি

ক্ষণেক কদম্ব বৃক্ষে করি আরোহণ।
 বাজায় মোহন বেণু ত্রিভঙ্গ-মোহন ॥
 ক্ষণেকে দেখিয়া গোষ্ঠে গড়াগড়ি যায়।
 বৎস প্রায় হইয়া গাতীর দুহ্ম খায় ॥

Sri Chaitanya wanted to leave body by drowning in the waters of Ganges as he had not heard the name of Lord in Radh-country side.

* মুরারি গুপ্ত বলেন (৩।৩।৬-৮) যে রাঢ়দেশে কোথাও হরিনাম শুনিতে না পাইয়া প্রভু অতি বিহ্বল হইয়া বলিলেন, “আমি জলে দেহত্যাগ করিব।” তিনি যখন জলের নিকট পৌঁছিয়াছেন তখন নিত্যানন্দ গোপালক বালকগণকে হরিকীৰ্ত্তন করিতে শিখাইয়া দিলেন। একটি বালক জোরে হরিবোল বলিল শুনিয়া প্রভু দেহত্যাগের সংকল্প ভঙ্গ করিলেন।

কখন নাচেন, কখন হাসেন, “কখন বা পথে বসি করেন রোদন।” এইরূপ-ভাবে চলিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় নবদ্বীপে পৌঁছিতে তাঁহার চার দিন লাগিয়াছিল। তাঁহার যদি নবদ্বীপে আসিতে ৩৪ দিন না লাগে, তাহা হইলে তিনি নবদ্বীপে “আসি দেখে আইর দ্বাদশ উপবাস” কিরূপে সম্ভব হয়? ২৭এ মাঘ হইতে ৫ই ফাল্গুন ৮ দিন হয়, আর নিত্যানন্দের নবদ্বীপে পৌঁছিতে ৪ দিন—এই ১২ দিন অর্থাৎ ২৭এ মাঘ হইতে ৯ই ফাল্গুন নিত্যানন্দ নবদ্বীপে না-পৌঁছান পর্বন্ত শচীমাতা অম্লজল ত্যাগ করিয়া ছিলেন।

যে দিবসে গেলা প্রভু করিতে সন্ন্যাস।
সে দিবস অবধি আইর উপবাস ॥
দ্বাদশ উপাস তান নাহিক ভোজন।
চৈতন্য-প্রভাবে সবে আছে জীবন ॥

—চৈ. ভা., ৩।১।৩৭৫

এ দিকে শ্রীচৈতন্য ফুলিয়া নগরে আসিয়া হয়ত সেখানে দিন দুই ছিলেন এবং নবদ্বীপ হইতে শচীমাতা, নিত্যানন্দ প্রভৃতি পৌঁছিবার পূর্বেই শান্তিপুরে পৌঁছিয়াছিলেন; কেন-না যখন তিনি শিশু অচ্যুতকে আদর করিতেছিলেন,

হেনই সময়ে শ্রীঅনন্ত নিত্যানন্দ।
আইলা নদীয়া হৈতে সঙ্গে ভক্তবৃন্দ ॥

মুরারি বলেন, নবদ্বীপে পৌঁছানর পর দিন অর্থাৎ ১০ই ফাল্গুন নিত্যানন্দ ভক্তগণ-সহ শান্তিপুর পৌঁছিয়াছিলেন (৩।৪।৯)।

As per Murari Gupta, Sri Chaitanya decided to go to Puri while he was in the home of Advaita

মুরারির বর্ণনায় দেখা যায়, অদ্বৈতের গৃহে চতুর্বিধ অন্ন ভোজন করিয়া পর দিন প্রভাতে জাগরিত হইয়াই তিনি বলিলেন—“আমি পুরুষোত্তম-দর্শনে যাইব” (৩।৪।২৩)। কিন্তু সেই দিনই তিনি চলিয়া গেলেন কি না তাহা স্পষ্ট করিয়া লেখা নাই। বৃন্দাবনদাস বলেন অদ্বৈত-গৃহে

বহুবিধ আপন রহস্য-কথা-রঙ্গ।
স্থখে প্রভু রাত্রি গোড়াইল ভক্ত-সঙ্গে ॥

পর দিন প্রভাতে উঠিয়া তিনি নীলাচলে যাইবেন বলিলেন। অদ্বৈত তাঁহাকে দিন কয়েক রাখিতে চাহিলেন, কিন্তু প্রভু বলিলেন, “যে উৎপাতই পথে থাকুক, আমি নিশ্চয় যাইব।” অদ্বৈত তখন বলিলেন—

বধনে করিয়াছ চিত্ত নীলাচলে ।
তখনে চলিবা প্রভু মহা কুতূহলে ॥

ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইলেন এবং

সেই ক্ষণে মহাপ্রভু মত্তসিংহগতি ।
চলিলেন শুভ করি নীলাচল প্রতি ॥

—চৈ. ভা, ৩।২।৩৮১

যদিও এই বিবরণ পড়িয়া মনে হয়, অদ্বৈত-গৃহে প্রভু মাত্র এক দিনই ছিলেন,
তথাপি

হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর শাস্তিপুরে ।
করিলা অশেষ রঙ্গ অদ্বৈতের ঘরে ॥

—ঐ, ৩।২।৩৮০

দেখিয়া ধারণা জন্মে যে, কয়েক দিন হয়ত প্রভু অদ্বৈত-গৃহে ছিলেন । শচীমাতা
যে তাঁহাকে এক দিনেই ছাড়িয়া দিবেন ইহা কিছুতেই সম্ভব মনে হয় না ।
কবিকর্ণপুর মহাকাব্যে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য কয়েক দিন
অদ্বৈত-গৃহে ছিলেন, যথা—

ততোহদ্বৈতপ্রীত্যা প্রণতহরিদাসস্ত চ মূদা
জগন্নাথক্ষেত্রং জিগমিবুরপি স্বপ্রিয়বশঃ ।
শচীদেব্য তৎপাচিতমতুলমন্নং নিজজ্ঞৈঃ
সমং তৈভূজ্ঞানঃ কতি চ গময়ামাস দিবসান্ ।

—মহাকাব্য, ১১।৭৪

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই শ্লোকের ভাব লইয়া লিখিয়াছেন—

এই মত অদ্বৈত-গৃহে ভক্তগণ মেলে ।
বঞ্চিল কথোক দিন নানা কুতূহলে ॥ ২।৩।২০

কিন্তু ইহার পূর্বেই তিনি কাল নির্দিষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

এই মত দশ দিন ভোজন কীৰ্ত্তন ।
একরূপ করি কৈল প্রভুর সেবন ॥ ২।৩।১৩৩

শ্রীচৈতন্যের শান্তিপু্রে দশ দিন থাবার কথা বোধ হয় তিনি বাসু ঘোষের পদে
(গৌরপদতরঙ্গিনী, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩৮০) পাইয়াছিলেন ; যথা—

এইরূপে দশ দিন অষ্টৈতের ঘরে ।

ভোজন বিলাসে প্রভু আনন্দ অন্তরে ॥

কবিকর্ণপুর নাটকে শ্রীচৈতন্যের তিন দিন শান্তিপু্রে বাসের কথা বলিয়াছেন,
যথা—“ততো জনগা তেষাং চ প্রমোদার্থং ত্রীন্ দিবসান্ তত্র স্থিত্বা পূর্বমিব
ভগবত্যা জনগা অচ্যুতানন্দজনগা চ পাচিতমগ্নঃ সর্কৈঃ সহ ভুক্ত্বা তানুজ্য
চতুর্থে দিবসে গন্তুং প্রবৃত্তে সর্কৈর্মন্তয়িত্বা নিত্যানন্দ-জগদানন্দ-দামোদর-মুকুন্দাঃ
সঙ্গে দত্তাঃ” (৬৫, নির্ণয়মাগর সং) ।

যাহা হউক কবিরাজ গোস্বামীর কথা মানিয়া লইলে বলিতে হয় যে
আনুমানিক ১০ই ফাল্গুন হইতে ১৯এ ফাল্গুন পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য শান্তিপু্রে
ছিলেন । তিনি বলেন—

মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সম্যাস ।

ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস ॥

ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল ।

প্রেমাবেশে তাঁহা বহু নৃত্যগীত কৈল ॥ ২।৭।৩-৪

১৯এ ফাল্গুন শান্তিপু্র হইতে বাহির হইয়া ফাল্গুনের মধ্যে পুরীতে পৌছান
কঠিন । তবে প্রভু ভাবোন্নতভাবে চলিয়াছিলেন বলিয়া সম্ভব হইতেও পারে ।
আমার ধারণা, বৃন্দাবনদাসের বর্ণিত “আইর দ্বাদশ উপবাস” অথবা কৃষ্ণদাস
কবিরাজ-বর্ণিত প্রভুর শান্তিপু্রে দশ দিন বাসের মধ্যে কয়েক দিন বাদ না
দিলে “ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস” সম্ভব হয় না । কবিকর্ণপুরের
চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের মত, অর্থাৎ শান্তিপু্রে তিন দিন বাস, ধরিলে ১৩ই
ফাল্গুন শ্রীচৈতন্যের নীলাচল-যাত্রা হয় এবং ফাল্গুনের মধ্যেই পুরীতে পৌছান
সম্ভব হয় । কবিকর্ণপুর মহাকাব্যে বলেন, নীলাচলে আঠার দিন বাস করিয়া
প্রভু দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে বাহির হইলেন (১২।২৪) । কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন
যে শ্রীচৈতন্যের

বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন । ২।৭।৫

১৪৩২ শকের বৈশাখে শ্রীচৈতন্য ভ্রমণে বাহির হইলেন ।

Sri Chaitanya reached puri in the month of Falgun.

As per Kabikarnapur Sri Chaitanya went to south of India after 18 days stay at Puri.

শ্রীচৈতন্যের তীর্থভ্রমণের কাল-নির্ণয়

এইবার প্রভুর তীর্থভ্রমণের কাল-সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—

তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন ।

নীলাচল গোড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন ॥ ২।১।১৪

কিন্তু কবিকর্ণপুর মহাকাব্যে বলেন যে তিনি তিন বৎসর গমনাগমন করিয়া-
ছিলেন, যথা—

চতুর্বিংশে তাবৎ প্রকটিনিজপ্রেমবিবশঃ

প্রকামং সন্ন্যাসং সমকৃত-নবদ্বীপ-তলতঃ ।

ত্রিবর্ষঞ্চ ক্ষেত্রাদপি তত ইতো যানগময়-

তথা দৃষ্ট্য যাত্রা ব্যনয়দখিলা বিংশতিসমাঃ ॥

—মহাকাব্য, ২০।৪০

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য চতুর্বিংশতি বৎসর নিজ প্রেম প্রকট করিয়া বিবশ হইয়া নবদ্বীপ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীক্ষেত্র হইতে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিয়া তিন বৎসর যাপন করিয়াছিলেন এবং সমূহ যাত্রা (উৎসব) দর্শন করিয়া বিশ বৎসর যাপন করিয়াছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে কবিকর্ণপুরের উক্তির সহিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তির কিছু বিরোধ দেখা গেলেও উভয়ের মধ্যে নিম্নলিখিতভাবে সামঞ্জস্য করা যায়।

প্রথমে গমনাগমনের কথা দ্বা. যাউক। কৃষ্ণদাস কবিরাজ (২।১।১৪) ছয় বৎসর গমনাগমন লিখিলেও পুনরায় (২।১।৪১-৪২) লিখিয়াছেন—

প্রথম বৎসর অষ্টৈতাদি ভক্তগণ ।

প্রভুরে দেখিতে কৈল নীলাদ্রিগমন ॥

রথযাত্রা দেখি তাঁহা রহিল চার মাস ।

প্রভু সঙ্গে নৃত্য গীত পরম উল্লাস ॥

তিনি আরও (২।১।৪৫) বলিয়াছেন—

বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি ।

অন্তোন্ত দৌহার দৌহা বিনা নাহি স্থিতি ॥

মহাপ্রভু যদি নীলাচলে চব্বিশ বৎসর বাস করেন এবং গোড়ীয় ভক্তগণ যদি বিশ বৎসর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তবে প্রভুর গমনাগমন চার বৎসর হয়। ইহার মধ্যে “দক্ষিণ যাত্রা”-আসিতে দুই বৎসর লাগিল (২১৬৮৩)। প্রভু সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষে (২১৬৮৫) রথের পর বিজয়া দশমীর দিন (২১৬৯৩) গোড়দেশে যাত্রা করেন ও বর্ষার পূর্বে তথা রথের পূর্বে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন (২১৬৯২) অর্থাৎ প্রায় আট-নয় মাস ভ্রমণ করেন। গোড় হইতে ফিরিবার বৎসরেই অর্থাৎ সন্ন্যাসের ষষ্ঠ বর্ষে শরৎকালে তিনি বৃন্দাবন-অভিমুখে যাত্রা করেন (২১৭১২)। বৃন্দাবনে “লোকের সজ্জট, নিমন্ত্রণের জঞ্জাল” ও “নিরস্তর আবেশ প্রভুর” জন্ম (২১৮১৩১) বেশী দিন থাকা হয় নাই। মাঘ মাসের প্রথম দিকে প্রয়াগ-অভিমুখে যাত্রা করেন (২১৮১৩৫)। প্রয়াগে “দশ দিন ত্রিবেণীতে মকর স্নান কৈলা” (২১৮১২২)।

এই মত দশ দিন প্রয়াগ রহিয়া।

শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ২১৯১২২

তৎপরে কাশীতে দুই মাস সনাতন-শিক্ষা (২১২৫১২) অর্থাৎ কাশীতে চৈত্র মাস পর্যন্ত স্থিতি। তারপর ধরিয়া লওয়া যাউক রথের পরই মহাপ্রভু নীলাচলে ফিরিলেন। মোটের উপর

দাক্ষিণাত্যে গমনাগমন দুই বৎসর
গোড়ে ” প্রায় আট মাস
বৃন্দাবনে ” প্রায় দশ মাস
মোট ...	প্রায় ৪২ মাস বা

প্রায় সাড়ে তিন বৎসর গমনাগমন হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মোটের উপর ছয় বৎসর গমনাগমন বলিলেও তিনি সূক্ষ্ম হিসাবে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর গমনাগমন-কাল বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে দাক্ষিণাত্য-যাতায়াতের দরুন দুই বৎসর ও বৃন্দাবনে যাতায়াতের দরুন এক বৎসর (রথ দেখিয়া শরৎকালে গিয়াছিলেন এবং অহুমান করা যাইতেছে, রথের পর ফিরিয়াছিলেন)। এই তিন বার রথযাত্রার সময় প্রভু পুরীতে ছিলেন না। কবিকর্ণপুরও তাহাই বলেন। মহাপ্রভু চব্বিশ বৎসর সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিয়া তিন বার রথের সময় বাহিরে থাকিলে, গোড়ীয় ভক্তগণ একুশ বার রথের সময় না যাইয়া বিশ বার গেলেন কেন ?

গৌড়ীয় ভক্তগণ একুশ বার না যাইয়া বিশ বার কেন গেলেন তাহার উত্তর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ৩২।৩২-৪১ হইতে পাওয়া যায়। এক বংসর শ্রীচৈতন্য শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত সেনকে বলিয়াছিলেন—

ভক্তগণে নিষেধিহ এথাকে আসিতে ॥

এ বংসর তাঁহা আমি যাইব আপনে ।

তাঁহাই মিলিব সব অদ্বৈতাদি সনে ॥

সেই বংসরেই প্রভু আবির্ভাব-রূপে নৃসিংহানন্দের ভোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন । সে বংসর গৌড়ীয় ভক্তগণ রথ দেখিতে যান নাই ।

বর্গান্তরে শিবানন্দ লঞা ভক্তগণ ।

নীলাচলে গিয়া দেখিল প্রভুর চরণ ॥ ৩২।৭৪

এই হিসাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্ত গৌড়ীয় ভক্তগণের

বিংশতি বংসর ঐছে করে গতাগতি, ২।১।৪৫

বিবরণের যাথার্থ্য প্রমাণিত হইল ; কিন্তু প্রভুর “ছয় বংসর গমনাগমন” (২।১।১৪) যে ঠিক নহে তাহাও বুঝা গেল । কবিরাজ গোস্বামীর “বিংশতি বংসর ঐছে করে গতাগতি”র সহিত মহাকাব্যের

ইতি বিংশতি হায়নৈঃ প্রভু-

কলদেবশ্চ রথাগ্রতো মুহঃ (১৮।৬১) নৃত্য

করিয়াছিলেন ইহার সামঞ্জস্য হইল ।

Pilgrimage undertaken by Sri Chaitanya as per Kabikarnapur

গমনাগমন-সম্বন্ধে কবিকর্ণপুরের বিবরণ এই—

(ক) সন্ন্যাসের পর পুরীতে গিয়া আঠার দিন মাত্র স্থিতি

—মহাকাব্য, ১২।৯৪

(গ) তৎপরে দাক্ষিণাত্য-যাত্রা । চাতুর্দশ্যের পূর্বেই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে পৌছান

ও তথায় চাতুর্দশ্য যাপন (ঐ, ১৩।৫) ।

(গ) শ্রীরঙ্গ হইতে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত যাত্রা এবং সেই পথেই গোদাবরী-তীরে

প্রত্যাবর্তন ।

জগাম তদেশানি শীতরশ্মি-

বিবোধয়াদ্রিং জলদাগমাশ্চে (ঐ, ১৩।৩৫) ।

অনুমান করা যায় বর্ষা-অন্তে এক বৎসর পরে গোদাবরী-তীরে ফিরিলেন। কবিকর্ণপুরের মতে এই ফেরার পথে রামানন্দের সহিত প্রথম মিলন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে যাওয়ার পথে প্রথম মিলন।

(ঘ) স্নানযাত্রার পূর্বে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন (ঐ, ১৩৫০)।

এই বিবরণ হইতে পাওয়া গেল যে ১৪৩২ শকের বৈশাখ মাসে পুরী হইতে যাত্রা করিয়া ১৪৩৩ শকের বর্ষা-অন্তে গোদাবরী-তীরে প্রত্যাবর্তন ও ১৪৩৪ শকের জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা বা স্নানযাত্রার পূর্বে পুরীতে ফিরিয়া আসা। এই হিন্দাবে ১৪৩২ ও ১৪৩৩ শকের রথযাত্রার সময় প্রভু অনুপস্থিত ছিলেন।

(ঙ) প্রভু ১৪৩৪ শকের স্নানযাত্রার সময় জগন্নাথ-দর্শন করিলেন। স্নানযাত্রা হইতে রথযাত্রার পূর্ক পবাস্ত জগন্নাথ গৃহভাবে থাকেন। সেই সময়ে শ্রীচৈতন্য তাঁহার দর্শন না পাইয়া “বভূব দুঃখী কৃতবাস্পমোক্ষঃ” (১৩৫৭)। তিনি মনের দুঃখে গোদাবরী-তীরে চলিয়া গেলেন ও রামানন্দের সহিত পুনরায় মিলিত হইলেন।

After Snan yatra when Sri Chaitanya was unable to see Sri Jagannath went to the banks of Godavari and stayed with Ramananda

তেনৈব শাঙ্গং প্রিয়ভাষণেন

নির্নায় মায়াংচ্চতুরোহপরাংচ্চ ॥ ঐ, ১৩৬০

তৎপরে হেমন্তকালে শ্রীচৈতন্য রামানন্দের সহিত ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

হেমন্তকালেহথ তথৈব তেন

সমং সমস্তাং করুণাং বিতন্নন্।

সমাযযৌ ক্ষেত্রবরং বরীয়ান্

জানাতু কস্তচ্চরিতং বিচিত্রম্ ॥ ঐ, ১৩৬১

শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনর্বার রামানন্দের নিকট গোদাবরী-তীরে গিয়াছিলেন, এ কথা স্বীকার করিলে প্রভুর মহিমা থর্ক হয় মনে করিয়া পরবর্তী কোন লেখক এ বিষয়ে কিছু লেখেন নাই। “শ্রীচৈতন্যভাগবতে” ত দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-প্রসঙ্গই নাই। ইহা হইতে যেমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে প্রভু দাক্ষিণাত্যে যান নাই, তেমনি কবিকর্ণপুরের পরবর্তী অন্যান্য লেখকগণ প্রভুর দ্বিতীয় বার রামানন্দ-মিলনের জন্ত যাতায়াতের, কথা না লিখিলেও এ সম্বন্ধে শিবানন্দ সেনের পুত্রের কথা অবিশ্বাস করিতে

পারিলাম না। যাহা হউক পূর্বে যেমন দেখাইয়াছি ১৪৩২ ও ১৪৩৩ শকে প্রভু রথযাত্রা দেখেন নাই, তেমনি ১৪৩৪ শকেও তাঁহার রথযাত্রা দেখা হইল না। এইরূপে তিন বার তাঁহার রথ দেখা বাদ গেল।

(চ) ১৪৩৪ শকের হেমন্তকালে প্রভুর পুরীতে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ গোড়দেশে পৌছিল। অনুমান হয়, ১৪৩৫ শকের প্রথমে কোন কোন গোড়ীয় ভক্ত মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচল গিয়াছিলেন। কবিকর্ণপুরের মতে শিবানন্দের সহিত মিলন হওয়ার পর “বহু তীর্থভ্রমণকারী, স্মহান্ পুণ্যপয়োনিধি” গোবিন্দ আসিয়া প্রভুর পরিচর্যায় নিয়োজিত হইলেন (ঐ; ১৩।১৩০-৩২)। পুরুষোত্তম আচার্য বা স্বরূপ-দামোদরও শিবানন্দের পর শ্রীচৈতন্যের চরণ দর্শন করেন (১৩।১৩৭-১৪৪)।

(ছ) এই ঘটনার পর মহাকাব্যের ১২।৫ হইতে জানা যায় যে প্রভু নিজয়া দশমীর দিন গোড়াভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। মহাকাব্যের ১২।৬ হইতে ২০।৩৪ পর্য্যন্ত গোড়ে যাতায়াত বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বর্ণনা পাঠ করিয়া বুঝিবার উপায় নাই ঠিক কত দিন ভ্রমণে লাগিয়াছিল। কবিকর্ণ-পুরের মহাকাব্যে ২০।৩৫ শ্লোকে প্রভুর বৃন্দাবনে গমন ও ২০।৩৭ শ্লোকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন কথিত হইয়াছে। এরূপ সংক্ষেপে এ লীলার বর্ণনার কারণ এই যে পূর্বেই নাটকে (২।৩২-৪৮) এ বিষয়ে বিশদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বিশ বৎসর রথ-দর্শন-সম্বন্ধে কবিকর্ণপুর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ এক মত। কবিকর্ণপুরের মতে গোড়- ও বৃন্দাবন-ভ্রমণ-জন্ত মহাপ্রভুর রথ দেখা বাদ যায় নাই। কবিরাজ গোস্বামীও বলেন যে গোড়ে গমনাগমন-জন্ত রথ দেখা বাদ যায় নাই। বৃন্দাবন-গমনাগমন-জন্ত প্রভুর রথ দেখা বাদ গিয়াছিল কি না সে বিষয়ে তিনি স্পষ্ট কিছু বলেন নাই; আমি তাঁহার ২৪ বৎসর নীলাচলে স্থিতি ও ২০ বার গোড়ীয় ভক্তদের রথ দেখিতে আগমনের মধ্যে নামঞ্জুর করিবার জন্ত অনুমান করিয়াছি যে তাঁহার মতে হয়ত বৃন্দাবনে গমনাগমন-জন্ত এক বার রথ-দর্শন বাদ পড়িয়াছিল। এ পর্য্যন্ত কবিকর্ণপুরের ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিরোধ নাই, কেবল গমনাগমনের কাল লইয়া অতি সূক্ষ্ম পার্থক্য। ছয় বৎসর গমনাগমনের কথা ছাড়িয়া দিলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ সূক্ষ্মভারে তিন বৎসরের কিছু বেশী কাল ভ্রমণের বিবরণ দিয়াছেন। কবিকর্ণপুর সে স্থানে হয়ত ৪।৫ মাস ছাড়িয়া দিয়া মোটামুটি তিন বৎসর ভ্রমণ বলিয়াছেন। এ পার্থক্য বিশেষ গুরুতর নহে।

কালের পরিমাপ-হিসাবে না ধরিয়া শক-হিসাবে ধরিলে কবিরাজ গোস্বামীর ছয় বৎসর গমনাগমন বলার একটা মানে বাহির করা যায়।

১। ১৪৩১ শকের ২৯এ মাঘ সন্ন্যাস-গ্রহণ, ঐ শকে রাঢ়, শান্তিপুর প্রভৃতি হইয়া নীলাচলে আগমন।

২-৩। ১৪৩২ এবং ১৪৩৩ শকে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ।

৪। ১৪৩৫ শকে সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষে (চৈ. চ., ২।১৬।৮৫) বিজয়া দশমীর পর গোড়ে যাত্রা (ঐ, ২।১৬।৯৩)।*

৫। ১৪৩৬ শকে বর্ষার পূর্বে (ঐ, ২।১৬।২৭৯) প্রত্যাবর্তন। ১৪৩৬ শকের শরৎকালে বৃন্দাবন-যাত্রা এবং বৃন্দাবন, প্রয়াগ প্রভৃতি দর্শন করিয়া কাশীতে ঐ শকের চৈত্র মাস পর্যন্ত স্থিতি (ঐ, ২।১৮।২২ ও ২।২৫।২)।

৬। ১৪৩৭ শকের প্রথম দিকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, অর্থাৎ কাল-হিসাবে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর গমনাগমন করিলেও, শ্রীচৈতন্য ১৪৩১, ১৪৩২, ১৪৩৩, ১৪৩৫, ১৪৩৬ ও ১৪৩৭ শকে যাতায়াত করিয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছয় বৎসর গমনাগমন লিগিয়াছেন।

* বিশ্বভারতীর নবীন অধ্যাপক শ্রীস্বপ্নময় মুখোপাধ্যায় “প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম” গ্রন্থে (পৃঃ ১৪০) বলেন—“মহাপ্রভু ১৪৩১ শকের মাঘসংক্রান্তির দিনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁর সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষ ১৪৩৫ শকের মাঘসংক্রান্তি থেকে ১৪৩৬ শকের মাঘসংক্রান্তি। অতএব ঐ বর্ষের বিজয়াদশমী ১৪৩৬ শকে পড়বে, ১৪৩৫ শকে নয়।” কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় যদি সন্ন্যাস গ্রহণের দিন হইতে বৎসর গণনা করিয়া থাকেন তাহা হইলে স্বপ্নময়বাবুর উক্তি ঠিক হয়, কিন্তু তিনি প্রচলিত শকের হিসাব ছাড়িয়া ঐরূপ হিসাব করিয়াছিলেন কি ?

Sri Chaitanya in the writings of compatriots

সমসাময়িকদের পদে শ্রীচৈতন্য

শ্রীচৈতন্যের জীবনকালে তাঁহার কোন জীবনী লিখিত হয় নাই। তাঁহার
Co-student and elder than Sri Chaitanya Murari Gupta written a Kadcha / karcha i.e
 অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ মুরারি গুপ্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ নামে যে কড়চা
biography in sanskrit Srikrishnachaitanyacharitamritam
 লেখেন, তাহাতে (১. ২. ১৪) তাঁহার তিরোধানের কথা আছে। স্মরণ্য
 উহা ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২ই জুলাইয়ের পরে লেখা। ঐ গ্রন্থ ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত
 কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে (২০।৪২) উপজীব্যরূপে গৃহীত
 হইয়াছে। জয়ানন্দ শিশুকালে শ্রীচৈতন্যকে দেখিয়াছিলেন মানিয়া লইলেও,
 তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে অষ্টমের পোত্রের উল্লেখ থাকায় (পৃ. ১৫১) মনে হয়
 উহা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে রচিত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যের
 অগ্রাণু চরিতকার তাঁহাকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া-
 ছিলেন।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের নবদ্বীপ-লীলার প্রধান কয়েকজন সহচরের রচিত
 বাংলা ও সন্ন্যাস জীবনে রূপাপ্রাপ্ত অন্ততঃ তিনজনের সংস্কৃত রচনা পাওয়া
 গিয়াছে। সংস্কৃত রচনা কয়টি খুব সম্ভব তাঁহার তিরোধানের পরে লেখা।
 কিন্তু বাংলা পদগুলির মধ্যে অনেকগুলিই যে তাঁহার জীবনকালে রচিত
 হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পদগুলির মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে।

Shivananda Sen father of Kabikarnapur written a bengali song when Sri Chaitanya was alive.

কবিকর্ণপুরের পিতা শিবানন্দ সেনের একটি পদ হইতে উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ
 পাওয়া যায়। তিনি লিখিতেছেন,

দয়াময় গৌরহরি, নৈষ্ঠালীলা সাক্ষ করি, হায় হায় কি কপাল মন্দ।

গেলা নাথ নীলাচলে, এ দাসেরে একা ফেলে, না ঘুচিল মোর ভববন্ধ ॥

আদেশ করিল যাহা, নিচয় পালিব তাহা, কিন্তু একা কিরূপে রহিব।

পুত্র পরিবার যত, লাগিবে বিষের মত, তোমা বিনা কি মতে গোড়াব ॥

গৌড়ীয় যাত্রিক সনে, বৎসরাস্ত্রে দরশনে, কহিল যাইতে নীলাচলে।

কিরূপে সহিয়া রব, সঙ্গসঙ্গ কাটাইব, যুগশত জ্ঞান করি তিলে ॥

হও প্রভু রূপাবান, কর অনুমতিদান, নিতি নিতি হেরি পদদ্বন্দ্ব।

যদি না আদেশ কর, অহে প্রভু বিশ্বস্তর, আশ্রয়াতী হবে শিবানন্দ ॥

গৌ., প., ত.,—জগদ্বন্ধু পৃ. ৩৮২

শ্রীচৈতন্য শান্তিপুর হইতে নীলাচলে যাইবার পর পরই এই পদ লিখিত হইয়াছিল, তাহা না হইলে “পুত্র পরিবার যত, লাগিবে বিষের মত”, “কিরূপে সহিয়া রব” প্রভৃতি কথার কোন অর্থ হয় না। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের নবমাক্ষে শিবানন্দ সেনের নেতৃত্বে গোড়ীয় যাত্রীরা কিরূপে পুরীতে যাইতেছেন তাহার বর্ণনা আছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে রথযাত্রার পূর্বে দেখা যায়—

চলিল। মুকুন্দ দত্ত কৃষ্ণের গায়ন।

শিবানন্দ সেন আদি লই আপ্তগণ।” চৈ. ভা., ৩৯

শিবানন্দ সেন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ছিলেন, তাই শ্রীচৈতন্য তাঁহার উপর গোড়ীয় ভক্তদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া পুরী লইয়া যাইবার আদেশ দিয়াছিলেন।* চৈ. চ. পদ হইতে আরও পাওয়া যায় যে গোড়দেশের ভক্তেরা নিরন্তর তাহার নিকট নীলাচলে থাকিবার অন্তমতি পাইবার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের সে প্রার্থনা প্রভু পূর্ণ করেন নাই। সন্ন্যাসজীবনে তাঁহার অন্তরঙ্গ সঙ্গী যাহারা তাঁহারা সন্ন্যাসী—পরমানন্দপুরী, স্বরূপ দামোদর, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে ভক্তদের কিরূপ প্রগাঢ় প্রীতি তিনি আকষণ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয়ও পদটির মধ্যে রহিয়াছে।

নিমাইপণ্ডিত অপূর্ণ ভাবনাম্পদ লইয়া গয়া হইতে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার অলোকসামাগ্র রূপ ও অনন্তসাধারণ প্রতিভা পূর্বেই অনেককে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ১৪৩০ শকের মাঘ হইতে ১৪৩১ শকের বৈশাখ মাস (১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে এপ্রিল মাস) পর্যন্ত তিনি অভ্যাস্ত অধ্যাপনাদি কাব্যের সহিত আধ্যাত্মিক জাগরণ-সজ্জাত ভাববিকারের কোনরূপে সামঞ্জস্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৪৩১ শকের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত যতদিন তিনি নবদ্বীপে ছিলেন, ততদিন সঙ্গীর্ভন ও ভক্তগণের সহিত ভাব আনন্দন ছাড়া আর কিছু করিতে পারেন নাই। তাঁহার

* কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন..

শিবানন্দ সেন যারে ঘাটী সমাধান

সবাকৈ পালন করি হুখে লইয়া যান।

সবার সর্বকর্ম্য করেন দেন বাসস্থান।

শিবানন্দ জানেন উড়িয়া পথের সন্ধান। চৈ. চ., মধ্য ১৬

ভাবাবেশ, মধুর নর্তন ও কীর্তন এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের অসাধারণ আকর্ষণী শক্তি প্রথমে নবদ্বীপের ও তাহার নিকটবর্তী কুলাই, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, কাঞ্চনপল্লী (কাঁচড়াপাড়া), কুলীনগ্রাম প্রভৃতি স্থানের এবং পরে চট্টগ্রামের ত্রায় স্বদূর দেশের ভক্তগণকে টানিয়া আনিল। তাঁহারা আসিয়া নিমাইয়ের ভাবভক্তি দেখিলেন, দেখিয়া মজিলেন এবং অনেকে ভাবাবেগে কবিতা না লিখিয়া পারিলেন না। এই কবিতাগুলির মধ্যে লেখকের কোন চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় না। এগুলি স্বতঃস্ফূর্ত এবং সেই জন্তই স্থানিক্রিপ্ত তীরের মতন আসিয়া মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করে।

শিবানন্দ সেনের অণ্ড একটি পদে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব দেখিয়া ভক্তদের মনের ভিতর কেমন আকুলি-বিকুলি করিত তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

সোনার বরণ গৌরা-প্রেম-বিনোদিয়া ।
 প্রেমজলে ভাসাওল নগর নদীয়া ॥
 পরিসর বুক বাহি পড়ে প্রেম-ধারা ।
 নাতি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা ॥
 গোবিন্দের অঙ্গে পছ অঙ্গ হেলাইয়া ।
 বৃন্দাবন-গুণ শুনে মগন হইয়া ॥
 রাধা-রাধা বলি পছ পড়ে মূরছিয়া
 শিবানন্দ কান্দে পছর ভাব না বুঝিয়া ॥

—পদকল্পতরু, ২১২৭

পদকল্পতরুর ২৩৫৫-সংখ্যক পদটি খুব সম্ভব শিবানন্দ সেন শ্রীচৈতন্যের গোড়দেশ-যাত্রার সময়ে অর্থাৎ সন্ন্যাসের পঞ্চম বৎসরে (চৈ. চ., ২।১৬।৮৫) লিখিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন ঐ সময়ে শিবানন্দ পুরীতে ছিলেন। শ্রীচৈতন্য গোড়দেশ হইয়া বৃন্দাবন যাইবেন শুনিয়া গদাধর পণ্ডিত তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্ত জিদ ধরিলেন। কিন্তু “ক্ষেত্র-সন্ন্যাস ছাড়িতে প্রভু নিষেধিলা”। গদাধর তাহাতেও নিবৃত্ত হইলেন না।

পণ্ডিত কহে যাহা তুমি সেই নীলাচল ।
 ক্ষেত্র-সন্ন্যাস মোর ষাউ রসাতল ॥

—চৈ. চ., ২।১৬।১৩১

এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়া শিবানন্দ লিখিতেছেন—

জয় জয় পণ্ডিত গোসাঞি ।
যার কৃপাবলে সে চৈতন্যগুণ গাই ॥
হেন সে গৌরাক্ষচন্দ্রে যাহার পিরিতি ।
গদাধর প্রাণনাথ যাহে নাম-খ্যাতি ॥
গৌরগতপ্রাণ প্রেমকে বুঝিতে পারে ।
ক্ষেত্রবাস কৃষ্ণসেবা যার লাগি ছাড়ে ॥
গদাইর গৌরাক্ষ গৌরাক্ষের গদাধর ।
শ্রীরাম জানকী যেন এক কলেবর ॥
যেন একপ্রাণ রাধা বৃন্দাবনচন্দ্র
যেন গৌর গদাধর প্রেমের তরঙ্গ ॥
কহে শিবানন্দ পণ্ড যার অনুরাগে ।
শ্যাম তনু গৌর হইয়া প্রেম মাগে ॥

—পদ. ক. ২৩৫৫

Gadadhar Pandit renounced his duties to follow Sri Chaitanya to Gouda

গদাধর পণ্ডিত টোটা গোপীনাথের শ্রীবিগ্রহ সেবা করিতেন ; সেই সেবা ছাড়িয়া তিনি শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে গৌড়দেশে যাইতে অগ্রসর হইলেন । পদটি পরবর্ত্তী কালের লিখিত হইলে, “ক্ষেত্রবাস কৃষ্ণসেবা যার লাগি ছাড়ে” এরূপ বাক্য থাকিত না । কেন-না চরিতামৃত আছে যে প্রভু গদাধর পণ্ডিতকে কটক হইতে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন । (২১১৩১৩৫-১৪১৩)

গদাধর পণ্ডিত যখন শ্রীচৈতন্যের নিষেধকে উপেক্ষা করিয়া গোপীনাথের সেবা ছাড়িয়া পুরী হইতে চলিয়া গেলেন সেই সময়ে তাঁহার অসাধারণ ত্যাগে মুগ্ধ হইয়া শিবানন্দ সেন “জয় জয় পণ্ডিত গোসাঞি” বলিয়া পদ রচনা করিলেন মনে হয় । স্বরূপ দামোদরের কড়চায় আছে যে শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা বুঝাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । শিবানন্দ সেনের এই পদের শেষ চরণে ঐ তত্ত্বের ইঙ্গিত দেখা যায় ।

Celebration of Holi festival by Bishwambhar with Narahari Sarkar, Mukunda Dutta

গদাধরের সঙ্গে গৌরাক্ষের স্বর্গভীর প্রীতির কথা শিবানন্দ সেনের আর একটি পদ হইতে জানা যায় । পদটি খুব সম্ভব ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে লেখা কেন-না ইহাতে প্রভুর শ্রীকৃষ্ণভাবে ভাবিত হইয়া নরহরি সরকার, মুকুন্দ দত্ত, মুরারি গুপ্ত, বাসু ঘোষ প্রভৃতির সমক্ষে গদাধরকে লইয়া হোলি খেলার কথা আছে । শিবানন্দ সেন এই অপূর্ণ ভানোন্নততা দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন—

হোলি খেলত গৌরকিশোর । রসবতী নারী গদাধর কোর ॥
 শ্বেদবিন্দু মুখে পুলক শরীর । ভাবভরে গলতহি নয়নে নীর ॥
 ব্রজরস গাওত নরহরি সঙ্গে । মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে ॥
 খেনেখেনে মুরছই পণ্ডিত কোর । হেরইত সহচর ভাবে ভেল ভোর ॥
 নিকুঞ্জ মন্দিরে পছঁ কয়ল বিথার । ভূমে পড়ি কহে কাঁহা মুরলী হামার ॥
 কাঁহা গোবর্দ্ধন যমুনাক কুল । কাঁহা মালতী যুগী চম্পক ফুল ॥
 শিবানন্দ কহে পছঁ শুনি রসবাণী । ষাঁহা পছঁ গদাধর তাঁহা রসখনি ॥

—ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ২৪৪

এই পদটিতে “ব্রজরস গাওত নরহরি সঙ্গে । মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে ॥”
 চরণ দুইটি থাকায় ইহার ঐতিহাসিক মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে । বৈষ্ণবগণ
 সেইজন্ম সময়ে এই পদটি রক্ষা করিয়াছেন এবং পদকল্পতরু সঙ্কলিত হইবার
 পূর্বে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকরে ২৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায়
 ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন । নরহরি সরকার, মুরারি গুপ্ত, বাসু ঘোষ ও শিবানন্দ
 সেনের মতন শ্রীগৌরানন্দের লীলাদর্শনে অনুপ্রাণিত হইয়া পদ রচনা
 করিয়াছেন ।

ভক্তিরত্নাকরের ২৫২ পৃষ্ঠায় বসু রামানন্দের একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে ।
 In a song written by Basu Ramananda there is narration of famous three brothers i.e. Govinda,
 উহাতে নবদ্বীপ-লীলায় গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসু ঘোষ নামক স্ত্রুপ্রসিদ্ধ
 Madhava & Basu and Mukunda had participated in Harisankirtan with Sri Gouranga.
 ভ্রাতৃত্রয় এবং কীর্তনীয়া মুকুন্দের সঙ্গে শ্রীগৌরানন্দের কীর্তনলীলার কথা দেখা
 যায় ।

চৌদিগে গোবিন্দধরনি শুনি পছঁ হাসে ।
 কল্পিত অধরে গোরা গদগদ ভাষে ॥
 নাচয়ে গৌরানন্দ যার সঙ্গে নিত্যানন্দ ।
 অবনি ভাসল প্রেমে বাঢ়ল আনন্দ ॥
 গোবিন্দ মাধব বাসু গায়েন মুকুন্দ ।
 ভুলিল কীর্তনরসে পায় নিজবৃন্দ ॥
 বজ্রিয়া সজ্রিয়া সে অমিয়ারসে ভোর ।
 বসু রামানন্দ তাহে লুবধ চকোর ॥*

* জগদ্ধাক্ষ ভদ্র ২৭০ পৃষ্ঠায় যে পদ ছাপিয়াছেন তাহাতে অনেক বিকৃত পাঠ আছে । যথা চতুর্থ
 চরণে “বাঢ়ল আনন্দ” স্থলে “পায় রামানন্দ” । পঞ্চম চরণের স্থলে, “মুরারি মুকুন্দ আসি হের আইস
 বলি” প্রভৃতি ।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে রামানন্দ বহুকে কুলীনগ্রামের “গুণরাজেশ্বর” অর্থাৎ “শ্রীকৃষ্ণবিজয়” প্রণেতা মালাধর বহুর বংশধর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ।
(৯২) মুরারি গুপ্ত (প ১৭১৩)

নীলাচলে গৌড়ীয় ভক্তদের মধ্যে “রামানন্দ বহুশৈব সত্যরাজাদয়ন্তথা” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।*

শিবানন্দ সেনের গ্রাম রামানন্দ বহু ও শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণে বিরহাকুল হইয়াছিলেন । শোকের বেগ সামলাইতে না পারিয়া সন্ন্যাসের কয়েকদিন পরে অর্থাৎ কাঙ্কন বা চৈত্র মাসে তিনি এই পদটি লিখিয়াছিলেন, সেইজন্য “অবল বসন্ত বসন্ত সুখময়” বলিয়াছেন—

“পাপী মাঘে পল কয়ল সন্ন্যাস ।
তবহি গেও মনু জীবন-আশ ॥
দিনে দিনে ক্ষীণতত্ত্ব বারয়ে নয়ন
গোরা বিত্ত কতদিন ধরিব জীবন ॥
অবল বসন্ত বসন্ত সুখময় ।
এ ছার কঠিন প্রাণ বাহির না হয় ॥
যত যত পিরীতি করল পল মোর ।
কহে রামানন্দ মোই প্রাণনাথ ।
কবে নিরখিব আর গদাধর মাথ ॥

—ভগবদ্বাক্য, পৃঃ ৩২০

এই পদটিতে অবশ্য বহু রামানন্দের পরিবর্তে শুধু রামানন্দ ভণিতা রহিয়াছে । এই রামানন্দ রামানন্দ বার হইতে পারেন না ; কেননা সন্ন্যাসের পূর্বে তাহার সহিত প্রভুর পরিচয় ছিল না । ব্যক্তিগত সম্বন্ধের ও দুঃখের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় এটি বহু রামানন্দেরই রচনা ।

পদকল্পতরুতে সংকলিত ইহার রচিত দুইটি পদ হইতে শ্রীচৈতন্য পুরীতে

* চৈতন্যচরিতামৃতও আছে

তবে সত্যরাজখান আর রামানন্দ ।

প্রভুর চরণে কিছু করে নিবেদন ॥ —চৈ. চ., ২১৩৫।১০২

সুতরাং ডাঃ হুকুমার সেন সত্যরাজখান ও রামানন্দ বহুকে অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া ভুল করিয়াছেন
(History of Brajabuli Literature. P. 39)

কি ভাবে প্রেমধর্ম আপনি আচরণ করিয়া অপরকে শিক্ষা দিতেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

আরে মোর গৌরকিশোর ।

সহচর কান্দে পহু ভুজযুগ আরোপিয়া

নবমী দশায় ভেল ভোর ॥

পড়িয়া ক্ষিতির পরে মুখে বাক্য নাহি সরে

সাহসে পরশে নাহি কেহ ।

সোনার গৌরহরি কহে হায় মরি মরি

তন্তুক দোসর ভেল দেহ ॥

খীর নয়ন করি মথুরার নাম ধরি

রোয়ে পহু 'হা নাথ' বলিয়া ।

বাসু রামানন্দ ভণে গৌরান্ধ্র এমন কেনে

না বুঝিলুঁ কিসের লাগিয়া ॥ (পদ ক., ১৯২০)

এই পদটিতে 'গৌরকিশোর' নাম থাকিলেও, দুইটি কারণে ভাব বর্ণনা করা হইয়াছে মনে করি। প্রথমতঃ নবদ্বীপে প্রভুর কখনও "তন্তুক দোসর ভেল দেহ" অর্থাৎ (সূতার গতন) ক্ষীণ দেহ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না; দ্বিতীয়তঃ নবদ্বীপে 'হা নাথ' অপেক্ষা 'রাধা রাধা' বলিয়া ক্রন্দন করাই বেশী দেখা যায়। অপর পদটিতে স্পষ্টতঃ শ্রীচৈতন্যের নাম লিখিত থাকায় পুরীর লীলা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না,

নাচয়ে চৈতন্য চিস্তামণি ।

বুক বাহি পড়ে ধারা মুকতা গাঁথুনি ॥

প্রেমে গদগদ হৈয়া ধরনী লোটিয়া ।

হৃৎকার দিয়া খেনে উঠিয়া দাঁড়ায় ॥

ঘন ঘন দেন পাক উল্ল বাহু করি ।

পতিত জনারে পহু বোলায় হরি হরি ॥

হরিনাম করে গান জপে অন্তর্জ্ঞান ।

বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ ॥

অপার মহিমা গুণ জগজনে গায় ।

বাসু রামানন্দে তাহে প্রেম-ধন চায় ॥ —পদ ক., ২০৮২

Sri Gouranga used to cry out 'Radha Radha' while at Navadvip not at Puri i.e. after taking monastic vow.

জগদ্বন্ধু ভদ্রের গৌরপদতরঙ্গিনীতে শুধু রামানন্দ (বসু নহে) ভণিতায় ৪০৫ পৃষ্ঠায় “ওহে নিতাই নীলাচল না ছাড়িব আর” ইত্যাদি একটি পদে দেখা যায় যে শ্রীচৈতন্য হরিদাসের তিরোধানে ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন,

অদ্বৈত শ্রীশ্রীনিবাস, পুরী দামোদর দাস, তারা গেল এ স্থখ ছাড়িয়া ॥

A song depicting Sri Chaitanya's advice to Nityananda to marry is considered as fake by the writer Biman Bihari Majumder

স্মরণ্যং

নিতাই কর গৃহবাস, যাহ হে পণ্ডিত-পাশ, তোমাতে দেখিয়া স্থখ পাবে ।
তোমাতে যতন করি দিবে দুই কড়া বরি, নিজরূপ তাহাকে দেখাবে ॥

এই পদটি জাল ; নিত্যানন্দের বিবাহের সমর্থন করার জন্য উহা রচিত হইয়াছিল । Advaita Srinivas were alive after demise of Sri Chaitanya. অদ্বৈত, শ্রীনিবাস প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পরে জীবিত ছিলেন । বসু রামানন্দের শ্রীকৃষ্ণলীলার যে কয়টি পদ পদকল্পতরুতে প্রত্ন হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে তিনি একজন উচ্চস্থরের কবি ।

বসু রামানন্দ যেভাবে গোবিন্দ-মাধব-বাসুদেব নাম লিখিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় যে ভ্রাতৃত্বের মধ্যে গোবিন্দ ঘোষ জ্যেষ্ঠ ও বাসুদেব ঘোষ কনিষ্ঠ । বৃন্দাবন দাস মাধব ঘোষের নামই প্রথম করিয়াছেন—তাহার কারণ অবশ্য ইহা হইতে পারে যে তিন ভাইয়ের মধ্যে মাধব ঘোষই ছিলেন অদ্বিতীয় কীর্তনীয়া । যথা—

স্মৃতি মাধব ঘোষ—কীর্তনে তংপর ।

তেন কীর্তনিয়া নাহি পৃথিবী ভিতর ॥

—চৈ. ভা., অষ্ট্য ৫, পৃ. ৪৫৫

দানখণ্ড গায়ন মাধবানন্দ ঘোষ ।

শুনি অবধূতসিংহ পরম সন্তোষ ॥—ঐ পৃ. ৪৫২

গায়ন মাধবানন্দ ঘোষ মহাশয়

বাসুদেব ঘোষ অতি প্রেমরসময় ॥—ঐ অষ্ট্য ৬, ২। ৪৭৫

গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় (১৮৮ শ্লোক) “গোবিন্দমাধবানন্দবাসুদেবো যথাক্রমং” লেখা আছে । তাহাতেও প্রমাণিত হয় যে গোবিন্দ ঘোষই বড় ভাই ।

জগদ্বন্ধু ভদ্র-সঙ্কলিত গৌরপদতরঙ্গিনীর ২৩২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত একটি পদের

ভণিতায় তিন ভাইয়ের নামের ক্রম দেখিয়াও ধারণা জন্মে যে গোবিন্দ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। যথা,

গোরা অভিষেক এই অপরূপ লীলা
গোবিন্দ মাধব বাসু প্রেমেতে ভাসিলা ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদেও সাতসম্প্রদায়ের কীর্তন প্রসঙ্গে গোবিন্দ ঘোষের নাম প্রথম ও মাধব, বাসুদেবের নাম পরে করা হইয়াছে।

পদকল্পতরুর ১৫৯৭ সংখ্যক পদটিতে শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ববঙ্গ গমনে শচীমাতা, লক্ষ্মীদেবী, মালিনী ও কবি গোবিন্দ ঘোষের বিরহ বর্ণিত হইয়াছে। পদটি যদি বর্ণিত ঘটনার সময়েই রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এটিকে গৌর-
Bishwambhar went to East Bengal a few years before his visit to Gaya i.e. before 1509
লীলার সর্বপ্রথম পদ বলিতে হয়। কেন-না গয়ায় যাইবার কয়েক বৎসর পূর্বে বিশ্বম্ভর মিশ্র পূর্ববঙ্গে যান; গয়া হইতে ফিরিবার পূর্বে দেশ-বিদেশের ভক্তগণ নবদ্বীপে সমবেত হন নাই ও তাঁহার জীবনের ঘটনা লইয়া পদরচনা করেন নাই। হইতে পারে গোবিন্দ ঘোষ পূর্ব হইতেই নবদ্বীপে বাস করিতেন এবং নিমাইয়ের রূপে ও পাণ্ডিত্যগুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ২১।২২ বৎসরের এক অপরূপ স্তন্দর তরুণ অধ্যাপক পূর্ববঙ্গে যাইতেছেন শুনিয়া কোন কবির মনে দুঃখ জাগা ও সেই দুঃখের প্রেরণায় কবিতা রচনা করার মধ্যে অসম্ভাব্য কিছু নাই। বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় যে পদটিতে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা অথবা কীর্তন করা সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত নাই। কবিও স্পষ্ট বলিতেছেন যে তিনি গঙ্গার তীরে গৌরাঙ্গকে পথে দেখিতেন এবং তাঁহার সঙ্গে দুই চারিটি কথা হইত। ইহার চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠতার দাবী তিনি করেন নাই। প্রচুর ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে বলিয়া পদটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হইতেছে—

Probable 1st song written on Sri Chaitanya based on sorrow of separation when Nimai went to visit East Bengal by Govinda Ghosh

গোরা গেল পূর্বদেশ

নিজগণ পাই ক্লেশ

বিলপয়ে কত পরকার।

কান্দে দেবী লক্ষ্মীপ্রিয়া

শুনিতো বিদরে হিয়া

দিবসে মানয়ে অঙ্ককার ॥

হরি হরি গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদ নাহি সহে।

পুন সেই গোরামুখ

দেখিয়া ঘুচিবে দুখ

এখন পরাণ যদি রহে ॥

শচীর করুণা শুনি কান্দয়ে অখিল প্রাণী
 মালিনী প্রবোধ করে তায় ।
 নদীয়া নাগরীগণ কান্দে তারা অতুষ্ণ
 বসন ভূষণ নাহি ভায় ॥
 সুরধুনী তীরে যাইতে দেখিব গৌরাজ পথে
 কতদিনে হবে শুভ দিন ।
 চাঁদমুখের বাণী শুনি জুড়াবে তাপিত প্রাণী
 গোবিন্দ ঘোষের দেহ ক্ষীণ ।—পদ ক., ১৫২৭

গোবিন্দ ঘোষ গৌরাজের জীবনী লইয়া কোন ধারাবাহিক পালা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না । তিনি এরূপ করিলে বিপুল বৈষ্ণব-সাহিত্যের কোথাও না কোথাও তাহার উল্লেখ থাকিত । সুতরাং এই পদটি যে আলোচ্য ঘটনার বহুকাল পরে কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল এরূপ মনে করিবার কোন কারণ দেখি না । বৈরাগ্যভক্তি প্রকাশের পূর্বেও নিমাই পণ্ডিত নদীয়ার নরনারীর কত প্রিয় ছিলেন তাহা এই পদটি হইতে জানা যাইতেছে ।

শ্রীগৌরাজের রূপ কিভাবে গোবিন্দ ঘোষকে আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহা পদকল্পতরুর ১০২২ ও ২১৪৬ সংখ্যক পদ দুইটি হইতে জানা যায় । শেষোক্ত পদটির “বিনি হাসে গৌরামুখ হাস” যেমন কবিত্বপূর্ণ, “গোরা না দেখিলে বিষ লাগে” তেমনি আন্তরিকতায় ভরা ।

কিন্তু বাস্তব ঘোষ বোধ হয় গোবিন্দ ঘোষ অপেক্ষাও প্রভুর অধিকতর প্রিয় হইয়াছিলেন । ভক্তিরত্নাকর (পৃ. ২১২) এবং পদকল্পতরু-দ্বারা ২১২৮ সংখ্যক পদে আছে—

বাস্তবদেব রামানন্দ শ্রীবাস জগদানন্দ
 নাচে পছ নরহরি সঙ্গ ॥

ঐ নৃত্যের সময়ে প্রভু শ্রীদাম স্বদামের কথা স্মরণ করিয়া “মুরলী মুরলী করি” মূর্ছিত হইলেন এবং

রাধার ভাবে ভোরা বরণ হইল গোরা
 রাধা নাম জপে অতুষ্ণ ॥

এখানে “রাধাভাব” অর্থের শ্রীরাধার প্রতি প্রেম না ধরিলে পূর্বে ও পরে উল্লিখিত তাঁহার শ্রীকৃষ্ণভাবে ভাবিত হওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে না। এই পদটি ভক্তিরত্নাকরের ২১২ পৃষ্ঠাতে ধৃত হওয়ায় ইহার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

গোবিন্দ ঘোষের দুইটি পদ প্রভুর সন্ন্যাসের ঘটনা লইয়া রচিত। কবির উক্তি হইতে মনে হয় যে প্রভু তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার কথা ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা শুনিয়া আসিয়া মুকুন্দ দত্ত ও গদাধর পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন—

প্রাণের মুকুন্দ হে কি আজি শুনিলু আচম্বিত
কহিতে পরাণ যায় মুখে নাহি বাহিরায়
শ্রীগৌরান্দ্র ছাড়িবে নবদ্বীপ ॥
ইহাও না জানি মোরা সকালে মিলিলুঁ গোরা
অবনত মাথে আছে বসি।
নিঝরে নয়ান ঝরে বুক বাহি ধারা পড়ে
মলিন হৈয়াছে মুখশশী ॥
দেখিয়া তখনি প্রাণ সদা করে আনছান
সুধাইতে নাহি অবসর।
ক্ষণেকে সঙ্গিত হৈল তবে মুঞি নিবেদিল
শুনিয়া দিলেন এ উত্তর ॥
আমি ত বিবশ হৈয়া তারে কিছু না কহিয়া
ধাইয়া আইলুঁ তুয়া পাশ।
এই ত কহিলুঁ আমি যে করিতে পার তুমি
মোর নাহি জীবনের আশ ॥
শুনিয়া মুকুন্দ কান্দে হিয়া থির নাহি বান্ধে
গদাধরের বদন হেরিয়া।
এ গোবিন্দ ঘোষে কর ইহা যেন নাহি হয়
তবে মুঞি যাইমু মরিয়া ॥—পদ ক., ১৬০৬

কবির বর্ণনার ভঙ্গী হইতে মনে হয় যে মুকুন্দ ও গদাধর পূর্বেই এই সংকল্পের কথা শুনিয়াছিলেন—কেন-না তাঁহারা গোবিন্দ ঘোষের নিকট প্রথম

শুনিলে বিশ্বয় প্রকাশ করিতেন। বৃন্দাবনদাস বলেন যে প্রভু নিত্যানন্দের নিকট প্রথম, পরে মুকুন্দ ও গদাধরের নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। অত্যাগত ভক্তকেও প্রভু পরে বলেন। যথা—

এই মত আপ্ত বৈষ্ণবের স্থানে স্থানে।

শিখা সূত্র ঘুচাইমু বলিয়া আপনে ॥—২।২৫।৩৫৭ পৃ.

মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন যে তাঁহাকে ও শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে প্রভু এ কথা বলিয়াছিলেন। (২।১৭।১৩ ও ২।১৮।১২) কর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে মুরারিকে বলার কথা বাদ দিয়াছেন। যাহা হউক, প্রভু যখন অনেক আপ্ত বৈষ্ণবকেই বলিয়াছিলেন, তখন গোবিন্দ ঘোষকে বলা অসম্ভব নহে। উদ্ধৃত পদটির উপরে শীর্ষক হিসাবে পদকল্পতরুতে লেখা আছে “শ্রীপণ্ডিত গোস্বামিনোক্তং”। ইহার এইমাত্র অর্থ হইতে পারে যে গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী তাঁহার ভক্তদিগকে এই পদের কথা বলিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণব দাস এই পরম্পরাপ্রাপ্ত ঐতিহ্য স্বকীয় সঙ্কলনে লিখিয়া পদটির ঐতিহাসিক মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। গোবিন্দ যদি প্রভুর নিকট না শুনিতেন অথবা মুকুন্দ ও গদাধরকে না বলিতেন তাহা হইলে কল্পিত বর্ণনাটিকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এরূপ আদরের সহিত রক্ষা করিতেন কিনা সন্দেহ। এই পদটিকে আমরা ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে অর্থাৎ জাত্যারীর শেষাশেষি সময়ে লেখা বলিয়া ধরিতে পারি।

Sri Gouranga left Nabadwip to embrace monastic vow in 1510 (Jan - Feb)

ইহার কয়েকদিন পরে প্রভু যেদিন শেষ রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, সেদিন গোবিন্দ ঘোষের লেখনী হইতে যে বুকফাটা কান্না বাহির হইয়াছিল তাহার ধ্বনি এই পদটির মধ্যে আজও পাওয়া যায়।

হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।

বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও ॥

তো সভারে কে আর করিবে নিজ কোরে।

কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে ॥

কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।

পরান-পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায় ॥

আর না যাইব মোরা গৌরান্দের পাশ।

আর না করিব মোরা কীর্তন-বিলাস ॥

কান্দয়ে ভকত সব বুক বিদরিয়া ।
পাষণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মিলিয়া ॥

—পদ ক., ১৬২২

পদাবলী-সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, “গোবিন্দ ঘোষের পদাবলীতে মহাপ্রভুর জীবনের যে কয়েকটা ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে গোবিন্দ ঘোষ সেসকল নিজ চক্ষে দেখিয়াছেন, একপ বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে।”—সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৬১৬২

seven songs of Madhav Ghosh, brother of Govinda Ghosh are available in Padakalpataru

গোবিন্দ ঘোষের ভ্রাতা মাধবানন্দ ঘোষ বা মাধব ঘোষ বা শুধু যে শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়া ছিলেন তাহা নহে, তিনি অসামান্য কবি প্রতিভার অধিকারীও ছিলেন। তাঁহার রচিত সাতটি পদ পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে তিনটি (৬৬০, ১৫৩৯ ও ১৯২৮) শ্রীকৃষ্ণলীলা ও চারিটি শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-জীবন লইয়া রচিত। ১২৭৭ ও ২২৭৮ সংখ্যক পদে মাধব শচীমাতা ও বিশেষ করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ায় দুঃখ বর্ণনা করিয়া প্রভুকে নদীয়ায় ফিরিতে অনুরোধ করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেগের সামনে দাঁড়াইয়া কোন ভক্ত সত্যই তাহাকে গৃহে ফিরিতে অনুরোধ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন কিনা বলা কঠিন। বিশেষ করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গের “পুরব পিরীত” স্মরণ করিয়া মূর্ছিত হইয়াছেন বলার মধ্যে কিছু অসৌজন্যও লক্ষ্য করা যায়। এই সব কারণে আমার মনে হয় এই পদটি মাধব ঘোষ সন্ন্যাসের অনেক পরে লিখিয়াছিলেন। অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র।

গৌরাঙ্গ ঝাট করি চলহ নদীয়া ।
প্রাণহীন হইল অবলা বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
তোমার রচিত যত পুরব-পিরীত ।
সোঙরি সোঙরি এবে তেল মূরছিত ॥
সে হেন নদীয়াপুর সে সব সঙ্গিয়া ।
ধূলায় পড়িয়া কান্দে তোমা না দেখিয়া ।
কহয়ে মাধব ঘোষ শুন গৌরহরি ।

তিলেক বিলম্বে আমি আগে যাব মরি ॥—পদ ক., ২২৭৮

২২৭৬ সংখ্যক পদটিতে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসে এক নদীয়া নাগরীর দুঃখ বর্ণিত হইয়াছে। নবদ্বীপে গঙ্গার তীরে যেখানে প্রভু বসিতেন সেখানে যাইয়া সে

প্রলাপবচন কহিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া মাধব ঘোষের হৃদয় ব্যাকুল হইল। এটি কাল্পনিক আলেখ্য।

95 songs of Basu Ghosh, brother of Govinda & Madhav Ghosh are available in padmalahari.
বাসু ঘোষের ৯৫টি পদ পদকল্পতরুতে দ্রুত হইয়াছে। তাহার পদগুলি ভক্ত-সমাজে একরূপ আদৃত হইয়াছে, যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন—

বাসুদেব গীত করে প্রভুর বর্ণনে।

কাষ্ঠ পাষণ দ্রবে যাহার শ্রবণে।

—চৈ. চ., ১।১১

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন “বাসুদেবের যে সকল পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে উহার সমস্তই শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক; এ যাবৎ বাসুদেবের ব্রজলীলা বিষয়ক কোন পদ আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা হইতে অনুমান হয় যে তিনি অগ্র বিষয়ে পদ রচনা করেন নাই।” (পদকল্পতরুর ভূমিকা, পৃ. ১৫৯।) কিন্তু তাহারই সংস্করণে সংকলিত ১৩৬৯ সংখ্যক “কে যাবে কে যাবে বড়াই ডাকে উচ্চস্বরে” পদটি দানলীলার পদ—উহাতে প্রত্যক্ষভাবে বা ইঙ্গিতে কোথাও গৌরলীলার কথা নাই। ২৫৩১ সংখ্যক পদটি আক্ষেপান্তরাগের, উহাতে শ্রীকৃষ্ণের বা গৌরাঙ্গের কোন কথা নাই। বাসু ঘোষ তাহা হইলে কৃষ্ণলীলা লইয়াও কিছু পদ রচনা করিয়াছিলেন প্রমাণিত হইল। অগ্রাণ্ড পদগুলির মধ্যে ১৫৩৬, ১৫৩৭ ও ১৫৭১ সংখ্যক পদ তিনটিতে শ্রীগৌরাঙ্গের অভিষেক,

১৫৫০ সংখ্যক পদ তিনটিতে শ্রীগৌরাঙ্গের অভিষেক, ১৫৫০ সংখ্যক পদে

Basu Ghosh or Basudev had witnessed Sri Gouranga's Abhishek / ritualistic bath, running towards the sea

ঝুলন, ১৬৬২ সংখ্যক পদে পুরীতে সমুদ্রের দিকে শ্রীচৈতন্যের ধাবন, ১৯৯১, ১৯৯৩

in Puri and return to Nabadwip.

ও ২২৭৩ সংখ্যক পদে শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন বর্ণিত আছে। এইগুলি

ঐতিহাসিক ঘটনা, স্মরণ্য এসব বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী বাসুদেবের বর্ণনার মূল্য খুব বেশী। জন্ম, বাল্যলীলা, লুকোচুরি-খেলা প্রভৃতি লইয়া ১১২১, ১১৪০, ১১৫০, ১১৫১, ১১৬১ সংখ্যক পদ লিখিত হইয়াছে। এগুলি কবির কল্পনা;

কেন-না ঐ সময়ে বাসু ঘোষ নবদ্বীপে ছিলেন না, থাকিলেও শিশু নিমাইয়ের কথা লিখিয়া রাখেন নাই। ১১৫০ সংখ্যক পদে দিগম্বর নিমাই হরি হরি বলিয়া নাচিতেন ও ১১৬১ সংখ্যক পদে বালকদের সঙ্গে হরিবোল বলিয়া গান

According to Vrindavandas devotional ecstasy was not manifested by Sri Gouranga before his return from Gaya in 1509.

করিতেন বর্ণিত হইয়াছে। বৃন্দাবন দাসের মতে গয়া হইতে ফিরিবার পূর্বে নিমাইয়ের ভক্তিভাব দেখা যায় নাই। বাকী পদগুলির মধ্যে ১০টি সম্ভ্যাস

লইয়া, ৬টি গৌরাক্ষের রূপ, ২৬টি তাঁহার ভাবও ২৪টি নাগরীভাব লইয়া লিখিত এবং ৯টি স্তব, প্রার্থনা প্রভৃতি বিষয়ক ।*

জগদ্বন্ধুভদ্র বাসুদেবের ১২০টি পদ সংগ্রহ করেন। তাহার মধ্যে নাগরী-ভাবের আতিশয্য অনেকগুলি পদে দেখা যায়। ভদ্রমহাশয় অনেক অকৃত্রিম পদ সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন ; কিন্তু তিনি নির্বিচারে অনেক কৃত্রিমপদও গ্রন্থে সঙ্কলন করিয়াছেন। সাহ আকবর শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে পদ লিখিবেন ইহা অবিশ্বাস্য হইলেও ভদ্রমহাশয় ২৫৭ পৃষ্ঠায় ঐ নামের ভণিতায় একটি পদ ছাপিয়াছেন। বাসু ঘোষের নামে আরোপিত কয়েকটি পদ জাল সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দ্বাদশ গোপাল, চৌষটি মহাস্ত ও ছয় গৌসাইয়ের শ্রীখণ্ডে যাইয়া নরহরি সরকারের আয়োজিত মহোৎসবে যোগদান (পৃ. ৩৫৩) করার পদটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই পদ বাসু ঘোষের দ্বারা শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ সঙ্গীর পক্ষে লেখা অসম্ভব ; কেন-না ছয় গৌসাই এককালে কোন সময়েই বৃন্দাবন ত্যাগ করেন নাই ; এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কখনও শ্রীখণ্ডে আসিয়াছিলেন বলিয়া কোন কিংবদন্তী পর্য্যন্ত নাই। সেইরূপ নিম্নলিখিত পদটিও তাঁহার দ্বারা লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না—

চলরে স্বরূপ চল

যাই সুরধুনী-জল

এ সকল দেই ভাসাইয়া ।

গেল যাক কুলমান

আর না রাখিব প্রাণ

তেজিল সলিলে ঝাঁপ দিয়া ॥—গৌ. প. ত., ২য় সং., পৃ. ১১৭

* রূপ—৩৪১, ৯৭৩, ১০৩০ (১১৩৭ একই), ২০৮৭, ২১০০, ২১৪৩

ভাব—৫৪, ৬৫৬, ৩৭০, ৪৭৬, ৫২৫, ৬৫৬, ৭৬৪, ১১০৮, ১১৮৬, ১২৫৩, ১৩৫৩, ১৩৬৮, ১৪০৯, ১৪২৫, ১৪৯৪, ১৫২৫, ১৫৯৮, ১৬৩৪, ১৬৩৫, ১৬৬২, ২০৪১, ২০৭৮, ২০৭৯, ২১৪০, ২১৮৫, ২৪৭৪

সন্ন্যাস—১৮০১, ১৮৫৬, ২২২১-২৩, ২২২৫, ২২২৬, ২২২৯, ২২৭০, ২২৮০

নাগরীভাব—২৪৯, ৩৬০, ৩৬৫, ৭২৩, ৭৪৭, ৭৭৭, ৮৯৯, ১৬৩৬, ১৬৬৯, ২১৪৯-৫৫, ২১৬৯, ২১৭১, ২১৭২, ২১৭৩, ২১৭৫, ২১৭৬, ২২১১, ২২২৮

নিষ্ঠানন্দ—২৩১৪, ২৩১৫

স্তব ও প্রার্থনা—২১৯২, ২২১০, ২২৭৯, ২২৯২, ২৩৪৫, ৩০০৭, ৩০০৮

স্বরূপ দামোদর শ্রীচৈতন্যের নীলাচলের সঙ্গী। যদি বাসু ঘোষ গঙ্গাতীরের ঘটনার সহিত তাঁহার নাম একসঙ্গে যোগ করিতেন তাহা হইলে পুরুষোত্তম আচার্য্য নাম লিখিতেন। আর একটি পদে (ঐ, ২য় সং, পৃ. ১৮৬) যমুনার তটে স্বরূপের সহিত শ্রীচৈতন্যের কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে। স্বরূপ শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে বৃন্দাবনে যান নাই। সেইজন্য এই পদটিকেও বাসু ঘোষের রচনা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যাহা ঘটে নাই বা ঘট। সম্ভব নহে সমসাময়িক লেখক ভাবাস্বাদন-হিসাবেও তাহা লিখেন না।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে বাসু ঘোষের নামে এমন কয়েকটি পদ আছে যেগুলি দেখিলেই মনে হয় কৃষ্ণলীলার সুপ্রসিদ্ধ পদ ভাঙ্গিয়া তাঁহার নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা---

নিশি শেষে ছিন্তা দুমের ঘোরে।

গৌর নাগর পরিবস্ত্রিল মোরে ॥

গণ্ডে কয়ল সেই চুখন-দান।

কয়ল অধরে অধর রস পান ॥

ভাঙ্গল নিদ নাগর চলি গেল।

অবচেতনে ছিন্তা চেতনা ভেল ॥

লাজে তেয়াগিন্ত শয়ন-গেহ।

বাসু কহে তুয়া কপট নেহ ॥—গৌ প. ত., ২সং., পৃ. ১৩১

সন্তোাগায়ক নাগরীভাবের প্রাচীনত্ব স্থাপনের জন্য এইরূপ পদ বাসু ঘোষে আরোপিত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়। এইরূপ পদ থাকায় গৌরপদ-তরঙ্গিণীকে বাসু ঘোষের বা নরহরি সরকার ঠাকুরের পদ সম্বন্ধে প্রমাণিক বলিয়া স্বীকার করা কঠিন হয়।

Ceremonial bathing of Bishwambhar and declaring him as God
by elder and intellectual devotees like Advaita, Srivas
in the presence of many other devotees of Navadvip at Srivas's home temple on the seat of Lord Vishnu

আমরা ভক্তিরত্নাকরে ও পদকল্পতরুতে দ্রুত বাসু ঘোষের পদ হইতে কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। সম্মাস গ্রহণ করিবার পূর্বে শ্রীবাসের গৃহে বিশ্বস্তর মিশ্রকে ভগবান রূপে অভিষেক করা একটি যুগান্তকারী ঘটনা—কেন-না ২৩২৪ বঙ্গাব্দের এক তরুণ যুবককে বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ অদ্বৈত আচার্য্য এবং শ্রীবাস ও বহুতীর্থপর্য্যটক অবধূত নিত্যানন্দ প্রভৃতি সকলে বিষ্ণুর খট্টায় বসাইয়া অভিষেক করিয়া তাঁহার ভগবত্তা সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিলেন। ঐদিন গোবিন্দ, মাধব ও বাসু ঘোষ

উপস্থিত ছিলেন— কেন-না তাঁহার দৃষ্ট ঘটনা বর্ণনা করার মতন করিয়া পদ লিখিয়াছেন। ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে বলিয়াই নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকরে বাসু ঘোষের নিম্নলিখিত পদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শঙ্খ ছন্দুভি নাদ বাজয়ে স্তম্ভরে ।
গোরাচাঁদের অভিষেক করে সহচরে ॥
গন্ধ চন্দন শিলা ধূপ দীপ জালি ।
নগরের নারী সব করে অর্ঘ্য থালী ॥
নদীয়ার লোক সব দেখি আনন্দিত ।
জয় জয় জয় দিয়া কেহ গায় গীত ॥
গোরাঙ্গচাঁদের মুখ করে নিরীক্ষণে ।
গোরা অভিষেক রস বাসুঘোষ গানে ॥

—ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ৮২৩

নরহরি চক্রবর্তীর সামনে মুরারির কড়চা, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ থাকিলেও তিনি অভিষেকের প্রমাণ তুলিলেন বাসু ঘোষের পদ হইতে, কেন-না ঐ পদ উক্ত গ্রন্থাদি রচিত হইবার পূর্বে প্রত্যক্ষদর্শীর দ্বারা লিখিত হইয়াছিল। এই পদটিতে অভিষেকে নারীদেরও যোগ দেওয়ার কথা আছে। শচীমাতা, তাঁহার সখী শ্রীবাসের পত্নী মালিনী প্রভৃতি যে ঐ নারীদের মধ্যে ছিলেন তাহা পদকল্পতরু-দ্রুত গোবিন্দমাধববাসু ভণিতাযুক্ত একটি পদে (১৫৩৮ সংখ্যা) দেখা যায়। উহাতে আছে—

তাম্বল ভক্ষণ করি বসিলা সিংহাসনে ।
শচীদেবী আইলেন মালিনীর মনে ॥
পঞ্চদীপ জালি তেহ আরতি করিল ।
নির্মল করি শিরে ধাতুদূর্কা দিল ॥
ভক্তগণ করে সতে পুষ্প বরিষণ ।

অদ্বৈত আচার্য্য দেই তুলসী চন্দন ॥

The event of ceremonial bathing of Bishwambhar was written by Murari Gupta (2/12/12-17), Kabikarnapur (Mahakavya 5/38,125) and Vrindavandas

অভিষেকের ঘটনা মুরারি গুপ্ত (২১২১২২-১৭), কবিকর্ণপুর (মহাকাব্য) (৫১৩৮, ১২৫) ও বৃন্দাবন দাস বর্ণনা করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন যে ঐদিন বিশ্বম্ভরকে

শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান

অদ্বৈত শ্রীবাস আদি যতেক প্রধান ।
পড়িয়া পুরুষসুহৃৎ করায়েন স্নান ॥

তারপর—দশাঙ্কর গোপাল মন্ত্র বিধিমতে ।

পূজা করি সতে স্তব লাগিলা পড়িতে ॥

Nimai used to put on the costume of Krishna as Natabara during ecstatic mood

১৪৩১ শকের বৈশাখ হইতে মাঘমাসের মধ্যে নিমাইয়ের বেশভূষা ও ভাব সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান তথ্য বাসু ঘোষের পদ হইতে জানা যায়। পদকয়টি ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে। নিমাই যে ভাবাবেশে নটবরবেশ ধারণ করিতেন তাহা নিম্নলিখিত পদ হইতে প্রমাণিত হয়—

চাঁচর চিকুর চূড়া চাকু ভালে ।
বেটিয়াছে মালতীর মালে ॥
তাহে দিয়া ময়ূরের পাখা ।
সপত্র সহিত ফুলশাখা ॥
কসিত কাঞ্চন জিনি অঙ্গ ।
কটিমাঝে বসন সুরঙ্গ ॥
চন্দন তিলক শোভে ভালে ।
আজানুলম্বিত বনমালে ॥
নটবরবেশ গোরাচাঁদ ।
রমণীগণের কিবা ঝাঁদ ॥
তা দেখিয়া বাসুদেব কাঁদে ।
প্রাণ মোর থির নাহি বাধে ॥

—ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ২৩৪-৩৫

এই বেশের মধ্যে চূড়ায় ময়ূরের পাখা ও সপত্রফুলশাখা ধারণ বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়। এইরূপ বেশ ধারণ করিয়া তিনি যখন গঙ্গাতীরে মুরলীবাদন-সহকারে গীত গাহিতেন তখন তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তদের মনে শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

সোড়রি পুরুষ-লীলা ত্রিভঙ্গ হইলা ।
মোহন মুরলী গোরা অধরে ধরিল ॥

মুরলীর রঞ্জে ফুক দিলা গোরাচান্দ ।

অঙ্গুলি চালায়া করে স্থললিত গান ॥—ভ. ব., পৃ. ৯৩৫

The sport of pastoral activities by Nimai

মুরলি-বাদন করিতে করিতে তাঁহার মনে গোষ্ঠলীলার কথা উঠিত । তিনি
রামাই, সুন্দর, গৌরিদাস, নিত্যানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে—

শিঙা বেগু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি ।

হৈ হৈ করিয়া ঘন ফিরায় পাঁচনী ॥

ইহা দেখিয়া— বাসুদেব ঘোষে কহে মনের হরিশে ।

গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদ করিলা প্রকাশে ॥—ভ. ব., পৃ. ৯৩৫

গোষ্ঠলীলার এই ভাব এইসব সখ্যরসাপ্রিত ভক্তদের মনে এমন গভীর প্রভাব
বিস্তার করিয়াছিল যে তাঁহারা অনেকে সারাজীবন গোপবেশ ধারণ করিয়া
শ্রীদাম-সুদামের অনুকরণ করিতেন । বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন যে নিত্যানন্দের
সহচর—

কৃষ্ণদাস পরমেশ্বরদাস দুইজন ।

গোপালভাবে হৈ হৈ করে সর্বক্ষণ ॥—চৈ. ভা., ৯।৫।৪৫৪

নিত্যানন্দের অন্যান্য সঙ্গীদেরও

বেত্র বংশী শিক্ষা ছাঁদ দড়ি গুঞ্জাহার ।

তাড় খাড়ু হাথে পায়ে নৃপুর সভার ॥—ঐ, পৃ. ৪৭৩

বাসু ঘোষের ঐ পদটি না পাইলে তাঁহাদের এই গোপালভাবের কারণ পাওয়া
যাইত না । তেমনি বৃন্দাবন দাস বর্ণিত—

গোপীভাবে গদাধর দাস মহাশয় ।

হইয়া আছেন অতি পরানন্দময় ॥

মস্তকে করিয়া গঙ্গাজলের কলস ।

নিরবধি ডাকেন “কে কিনিবে গোরায়” ॥

—ঐ, পৃ. ৪৫৯

The play of giving away by Gadadhar Das

দানলীলার এই ভাবটি গদাধর দাসের মনে কিভাবে স্থায়ী রূপে মুদ্রিত
হইয়াছিল তাহা বাসু ঘোষের এই পদটি পড়িলে বুঝা যায় ।

আজু গৌরান্দের মনে কি ভাব উঠিল ।
 নদীয়ার পথে গৌরা দান সিরজিল ॥
 কি রসের দান চাহে গৌরা দ্বিজমণি ।
 বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণী ।
 দান দেহ দান দেহ বলি ঘন ডাকে ।
 নগর নাগরী যত পড়িল বিপাকে ॥
 কৃষ্ণ অবতারে আমি সাধিয়াছি দান ।
 সে ভাব পড়িল মনে বাসুদেব গান ॥

—ভ. র., পৃ. ২৩৬

গদাধর দাসের ত্রায় যেসব ভক্ত এই লীলার সময়ে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মনে ইহার প্রভাব চিরস্থায়ী হইয়াছিল। তাই দেখি নীলাচল হইতে গোড়-দেশে ফিরিবার সময়—

হইলা রাধিকা ভাব—গদাধর দাসে ।

‘দধি কে কিনিব’ বলি মহা অটু হাসে ॥—চৈ. ভা., ৩৫।৪৫৪

বাসু ঘোষের এই পদটি সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ভক্তিরত্নাকরে ও পদকল্পতরুতে (১৩৬৮ পদ) “বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণী” আছে, কিন্তু জগদ্বন্ধুভদ্র (৩৩৩ পৃ.) ও মৃণালকান্তি ঘোষ পাঠ ধরিয়াছেন “বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণী”। তরুণী বেত্র দিয়া আগুলান যায় না এবং তরুণী ক্রকিলে দানলীলা সাধারণ কোন সহায়তাও হয় না। সুতরাং “তরুণী” পাঠই ঠিক। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে ভাবের আবেশে বেত্র দিয়া তরুণী আটকানো বিশ্বস্তর মিশ্রের পক্ষে অসম্ভব হইলে প্রামাণিক বৈধব্য গ্রন্থে “তরুণী” পাঠ থাকিত না।

Sri Gouranga used to play 'war with flowers', 'play with dice', 'play of throwing water' and 'play of Holi' as per Bhaktiratnakar (PP. 936; 936-7; 937 & 942-43)

ভক্তিরত্নাকরে ধৃত আর কয়েকটি পদে শ্রীগৌরান্দের গদাধরের সঙ্গে ফুলসমর (পৃ. ২৩৬), পাশাখেলা (পৃ. ২৩৬-৩৭), জল ফেলাফেলি খেলা (পৃ. ২৩৭) ও হোলিখেলা (পৃ. ২৪২-৪৩) বর্ণিত হইয়াছে। এইগুলি যে কল্পিত ঘটনা নহে, কবির স্বচক্ষে দেখিয়া লেখা তাহার একটি প্রমাণ ভক্তিরত্নাকরে ধৃত (পৃ. ২৪৪—৪৫) শিবানন্দ সেনের হোলিখেলার পদে “মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে” উক্তিতে পাওয়া যায়। প্রভুর সঙ্গে বাসু ঘোষের নাচের কথা গোবিন্দ ঘোষ ও শিবানন্দ সেন এই দুই সমসাময়িকের রচনায় পাওয়া গেল।

Poetical rendering of monastic vow of Nimai i.e. Nimai Sannyas by Basu Ghosh is historically important

বাসু ঘোষের নিমাই সন্ন্যাসের পাঁচা স্পর্শিত। মোটামুটিভাবে ইহাকে ঐতিহাসিক চিত্ররূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যদিও দুই-এক স্থানে কবিস্বলভ অতিশয়োক্তি দেখা যায়। সন্ন্যাস-গ্রহণের অবাবহিত পরে প্রভুর যে দীনভাবের চিত্র বাসুদেব আঁকিয়াছেন তাহার সমর্থন কোন চৈতন্য-চরিতে না থাকিলেও উহাকে সত্য বলিয়া না মানার কোন কারণ নাই। পদ-কল্পতরু-ধৃত ২২২৫ সংখ্যক পদে নবীন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিতেছেন,

তোমরা বান্ধব মোর এই আশীর্বাদ কর
নিজ কর দিয়া মোর মাথে ।
করিলাম সন্ন্যাস নহে যেন উপহাস
ব্রজে যেন পাই ব্রজনাথে ॥
এত কহি গৌর রায় উর্দ্ধমুখ করি ধায়
দিগ বিদিগ নাহি মানে ।
ভক্তজনার পাছে পাছে লোটাঞা লোটাঞা কাছে
বাসু ঘোষ হাকান্দ কান্দনে ॥

প্রভু সন্ন্যাস-ব্রত ভঙ্গ হইবার আশঙ্কা করিয়া “নহে যেন উপহাস” বলিতেছেন এবং ভক্তদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া “ব্রজে যেন পাই ব্রজনাথে” বলিলে তাঁহার ভগবত্তা ক্ষুণ্ণ হইবে মনে করিয়া চরিতকারগণ এই ঘটনাটি বাদ দিয়াছেন মনে হয় ।

কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবন দাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি চরিতকারগণ সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপে পুনরাগমনের কথা লেখেন নাই। কিন্তু মুরারি (৪১৪১৩-১১) বলেন যে তিনি একবার নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। লোচন এই অংশের ভাবানুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন—

As per Murarai Gupta Sri Chaitanya went back to Nabadwip only once after sannayasa.

মায়ের বচনে পুত্র গেলা নবদ্বীপে ।
বারকোণা ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপে ॥—চৈ. ম., শেষখণ্ড

বাসু ঘোষ এই ঘটনা দেখিয়া লিখিয়াছেন—

আওল নদীয়ার লোক গৌরান্দ্র দেখিতে ।
আনন্দে আকুল চিত না পারে চলিতে ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান

চিরদিনে গোরাটাদের বদন দেখিয়া ।
 ভখিল চকোর-আখি রয়েছে মাতিয়া ॥
 আনন্দে ভকতগণ হেরিয়া বিভোর ।
 জননী ধাইয়া গোরাটাদে করে কোর ॥
 মরণ শরীরে যেন পাই যে পরাণ ।
 গোরাঙ্গ নদীয়া পুরে বাস্ব ঘোষ গান ॥—জগদ্বন্ধু, ৪১৩

এই পদটি ভক্তিরত্নাকর অথবা পদকল্পতরুতে দ্রুত হয় নাই । ভক্তিরত্নাকর-দ্রুত (৯৮২-৯৮৩ পৃ.) বাস্ব ঘোষের একটি পদে শচীমাতা মালিনী সহকে নিমাইয়ের নীলাচল হইতে নদীয়ায় ফেরার কথা স্বপ্নে দেখিয়া বলিতেছেন পাওয়া যায় ।

As per Murari & Basu Ghosh, Sri Chaitanya had visited Nabadwip once after taking monastic vow.

মুরারি ও বাস্ব ঘোষের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে শ্রীচৈতন্য গৌড়-ভ্রমণের সময়ে একবার নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন । যেসমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসনিষ্ঠা বা মর্যাদার হানি হইতে পারে, সেগুলি পরবর্তী চরিতকারগণ বাদ দিয়াছেন । ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পরে দিতেছি ।

পদকল্পতরুতে দিব্যোগ্যাদের দৃষ্টান্ত হিমাবে বাস্ব ঘোষের নিম্নলিখিত পদটি দ্রুত হইয়াছে—

সিংহদ্বার তেজি গোরা সমুদ্র আড়ে ধায় ।
 কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ সভারে স্ত্রধায় ॥
 চৌদিকে ভকতগণ হরিগুণ গায় ।
 মাঝে কনয়া-গিরি ধূলায় লুটায় ॥
 আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি যায় ।
 দীঘল শরীর গোরা পড়ি মুরছায় ॥
 উত্তান-শয়ন যুগে ফেনা বাহিরায় ।
 বাস্বদেব ঘোষের হিয়া বিদরিয়া যায় ॥—পদ ক., ১, ৬৬২

শ্রীচৈতন্যের নীলাচল লীলার এমন জীবন্ত আলেখ্য রঘুনাথদাস গোস্বামী ছাড়া আর কেহ আঁকিতে পারেন নাই ।

Murari Gupta started to write biography of Sri Chaitanya i.e Srikrishnachaitanyacharitamritam after the later had left his mortal body.

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ রচনায় প্রভুর তিরোধানের পর হাত দেন । তাঁহার একটি উৎকৃষ্ট পদ পদকল্পতরুতে (৭৫১) দ্রুত হইয়াছে । অতীবধি কীর্তনীয়াগণ আক্ষেপাম্বরগ পালাগান করিবার

সময় উহা কীর্তন করিয়া থাকেন। পদটির আরম্ভ “সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও”। ইহার কোথাও রাধাকৃষ্ণলীলার স্পষ্ট ইঙ্গিত নাই। মনে হয় মুরারি গুপ্ত শুধু ব্যবসায়ের নহে প্রকৃতপক্ষেই কবিরাজ ছিলেন। গোবিন্দ ঘোষ, শিবানন্দ সেন, বনু রামানন্দ, নরহরি প্রভৃতি কবিরাই যেন নিমাইয়ের ভাব ও রূপ দেখিয়া অধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। অবশ্য অনেক অকবিরও মনে গৌরান্দলীলা দেখিয়া ভাবসমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাঁহারা কবিতায় সেই ভাব প্রকাশ না করা পর্য্যন্ত স্থির থাকিতে পারেন নাই। কবি মুরারি গুপ্ত ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে নিমাইয়ের ভাবাবেগ দেখিয়া যে পদটি রচনা করিয়াছিলেন তাহা বৈষ্ণবগণ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়ে রক্ষা করিয়াছেন। পদটি ভক্তি-বল্লাকরের ২২২ পৃষ্ঠায় ও পদকল্পতরুর ২১২১ সংখ্যক পদরূপে ধৃত হইয়াছে—

গদাধর অঙ্গে পছ অঙ্গ হেলাইয়া ।
 বৃন্দাবনগুণ গান বিভোর হইয়া ॥
 ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে বাহু নাহি জানে ।
 রাধাভাবে আকুল সদা গোকুল পড়ে মনে ॥
 অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি ।
 কত কোটি চাঁদ কাঁদে হেরি মুখখানি ॥
 ত্রিভুবন দরবিত এ দোহার রসে ।
 না জানি মুরারি গুপ্ত বঞ্চিত কি দোষে ॥

গৌরপদতরঙ্গিনীতে ধৃত (পৃ. ৭৭,) মুরারি গুপ্ত রচিত একটি পদে দেখা যায় যে

হাসিয়া মুরারি বোলে, এ নহে কোলের ছেলে
 সন্ন্যাসী হইবে গৌরহরি ।

এই পদটি সত্যই মুরারির লেখা কিনা সন্দেহ, কেন-না নিমাই যখন হামাগুড়ি দিতেছেন তখন এই পদ মুরারি নিশ্চয়ই লেখেন নাই ; সন্ন্যাসের পরে লিখিলে “হাসিয়া মুরারি বোলে” লিখিতেন না—কেন-না প্রভুর সন্ন্যাস মুরারির নিকট হাসির ব্যাপার ছিল না ঐরূপ নিমাই সমবয়স্ক শিশুদের সঙ্গে “গোরা সবে বলে হরি হরি। শিশুগণ বলে সঙ্গে হরি” পদটিও ভাষার দৈন্তের জন্ত প্রক্ষিপ্ত মনে হয় (জগদ্বন্ধু পৃ. ৭৭-৭৮)। দাস-মুরারি ভণিতার পদটিও

মুরারি গুপ্তে আরোপ করা যায় না। মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকায় “প্রভুরে রাখিয়া শান্তিপুরে। নিত্যানন্দ আইলেন নদীয়া নগরে॥” ইত্যাদি ও “চলিল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে” ইত্যাদি পদ দুইটি (জগদ্বন্ধু পৃ. ৩৭৮-৭৯) মুরারি গুপ্তের বাংলা রচনার নমুনাক্রমে তুলিয়াছেন। কিন্তু জগদ্বন্ধু ভদ্র নিজেই প্রথমোক্ত পদের পাদটীকায় লিখিয়াছেন কোন কোন গ্রন্থে এই পদের ভণিতা এইরূপ—

বাসু ঘোষ বলে না কাঁদিও শচীমাতা।

জীবের লাগি তোমার গৌর হৈছে প্রেমদাতা ॥

সুতরাং প্রথমটিকে নিঃসন্দেহে মুরারি গুপ্তের রচনা বলা যায় না ; এবং দ্বিতীয়টি উহার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিতাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া ওটিকেও সমপর্যায়ে ফেলিতেছি।

ভক্তিরত্নাকরের মতে (পৃ. ১২২-২৩) বংশীবদন বিষ্ণুপ্রিয়াকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। ইহার রচিত ২৫টি ও বংশীদাস ভণিতায় ১৭টি পদ পদকল্পতরুতে সংকলিত হইয়াছে। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, “পদগুলির বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া আমাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে বংশীদাস ও বংশীবদন অভিন্ন ব্যক্তি” (পৃ. ১৮০)। কিন্তু বংশীদাস ভণিতার

“জয় রে জয়রে মোর গৌরাঙ্গ রায়।

জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ

সীতানাথ দেহ পদছায় ॥

“জয় জয় মোর, আচাধ্যঠাকুর, অগতি পতিত অতি” ইত্যাদি

পদটির লেখক শ্রীনিবাস আচার্যের পরবর্ত্তী লোক। কেন-না সীতানাথকে একবার জয় দিয়া পুনরায় “আচাধ্যঠাকুর” বলিয়া অদ্বৈতকে জয় দেওয়ার কোন মানে হয় না, সুতরাং ঐ আচাধ্যঠাকুর বলিতে শ্রীনিবাস আচার্যকে বুঝাইতেছে। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বংশীবদন শ্রীনিবাস আচার্যকে জয় দিলে কালানোচিত্য-দোষ ঘটে। বংশী ও বংশীবদনের পদের ভাষার মিল আছে বলিয়া উভয়কে অভিন্ন ব্যক্তি বলা যায়, কিন্তু বংশীদাস ও বংশীবদন অভিন্ন নহেন। “কর্ণানন্দ” গ্রন্থে (পৃ. ১২) শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য বংশীদাস ঠাকুরের কথা আছে।

Basngshibadan's song on Sri Gouranga's sport of grazing of cows is historically important

বংশীবদন কহে চল গোবর্দ্ধন ॥—পদ ক., ২৫৬৪

The sport of pastoral activities by Bishwambhar in 1509 CE

আর না হেরিব প্রসন্ন কপালে
অলকা-ভিলক-কাচ ।
আর না হেরিব সোনার কমলে
নয়ন-খঞ্জন-নাচ ।

আর না নাচিবে শ্রীবাস-মন্দিরে
ভকত-চাতক লৈয়া ।

আর না নাচিবে আপনার ঘরে
আমরা দেখিব চায়্যা ॥

আর কি দু ভাই নিমাই নিতাই
নাচিবেন এক ঠাঞি ।

নিমাই করিয়া ফুকরি সদাই
নিমাই কোথায় নাই ॥

নিদ্দয় কেশব ভারতী আসিয়া
মাথায় পাড়িল বাজ ।

গৌরান্ধসুন্দর না দেখি কেমনে
রহিব নদীয়া-মাঝ ॥

কেব। হেন জন আনিবে এখন
আমার গৌর রাঘ ।

শাশুড়ী-বধূর রোদন শুনিতে
 বংশী গড়াগড়ি যায় ॥—পদ ক., ১৮৫৫

শাওড়ী-বধূকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার কবি লইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের
রোদন শুনিয়া তাঁহাকে গড়াগড়ি যাইতে হয়।

পদকল্পতরুতে পরমানন্দ ভণিতায় ১২টি পদ দ্রুত হইয়াছে। উহার সব-
গুলিই সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেনের রচনা বলিয়া
ধরিয়াছেন। কিন্তু ২২০৬ সংখ্যক পদের ভণিতায় কবি “শ্রীকৃপমঞ্জরিচরণ
হৃদয়ে ধরি” পদ রচনা করিয়াছেন বলিতেছেন। ইনি শিবানন্দ সেন-পুত্র
কবিকর্ণপুর না হইবার সম্ভাবনাই অধিক—কেননা কবিকর্ণপুর কখনও
শ্রীকৃপের একরূপ অমুগত্য স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। ঐ
পদের ব্রজবুলি-মিশ্রিত ভাষার সঙ্গে ১৮৩ ও আরতি, অভিষেক প্রভৃতির
১৫৮৫, ২৮৭১, ২২০৬ সংখ্যক ব্রজবুলির পদের সাদৃশ্য দেখা যায় বলিয়া এই
ছয়টি পদ শ্রীকৃপের অমুগত বৃন্দাবনবাসী কোন পরমানন্দের রচনা বলিয়া ধরা
যায়। অপর ছয়টি পদ কবিকর্ণপুরের রচনা না হইয়া, বৃন্দাবনদাস বাহাকে
প্রসিদ্ধ পরমানন্দ গুপ্ত মহাশয়।

পূর্বের ধার ঘরে নিত্যানন্দের আলয় ॥—চৈ. ভা. ৩।৭।৪৭৫ পৃ.

বলিয়াছেন এবং জয়ানন্দ ঐহার সম্বন্ধে—

সংক্ষেপে করিলেন তিঁহ পরমানন্দ গুপ্ত ।

গৌরাঙ্গবিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত ॥ —পৃ. ৩

লিখিয়াছেন তাঁহার রচনা হওয়াই অধিকতর সম্ভব । ইহার দুইটি কারণ ।
গৌণ কারণটি সন্দেহ-আকারে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মনে জাগিয়াছিল ।
তিনি লিখিয়াছেন—“ঐহার কবিকর্ণপুরের সংস্কৃত গদ্য-রচনা পড়িয়া, উহার দীর্ঘ সমাস ও অল্পপ্রাসের ছটায় পদে পদে কবিশ্রেষ্ঠ দণ্ডীর ‘দশকুমার-চরিত’ কথা-কাব্যখানাকে স্মরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহার কবিকর্ণপুরের এই প্রাজ্ঞ পদগুলি পড়িয়া বোধ হয় বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না যে এগুলি সেই একই কবির রচনা” (ভূমিকা পৃ. ১৪৮) । পরমানন্দ ভণিতার অপর ছয়টি পদের মধ্যে ১১২০, ১৬৯৩ ও ২৫২৮ সংখ্যক পদের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে দেখা যায় যে এগুলি নদীয়া-লীলার কোন প্রত্যক্ষদর্শীর রচনা এবং কবিকর্ণপুর ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন নাই । ১১২০ সংখ্যক পদটিতে এমন একটি মূল্যবান তথ্য আছে যাহা কেবলমাত্র তাঁহার অন্তরঙ্গ সঙ্গীরই জানিবার কথা । পদটি এই—

গোরা-তনু ধূলায় লোটায় ।

ডাকে রাধা রাধা বলি গদাধর কোলে করি

পীত বসন বংশী চায় ॥

ধরি নটবর-বেশ সমুখে বান্ধিয়া কেশ

তাঁহে শোভে ময়ূরের পাখা ।

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা করি সঘনে বলয়ে হরি

চাহে গোরা কদম্বের শাখা ॥

শুনি বৃন্দাবন-গুণ রসে উনমত মন

সখীবৃন্দ কোথা গেল হায় ।

না বুঝিয়া রসবোধ প্রিয় সব পারিষদ

গৌরাঙ্গ বলিয়া গুণ গায় ॥

কেহো বলে সাবধান না করিহ রসগান

উথলিল না ধরে ধরণী ।

নিজ মন-আনন্দে কহয়ে পরমানন্দে

কেবা দেহে ধরিবে পরাণি ॥

রঙ্গগান বা শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তন শুনিলে প্রভু আত্মসম্বরণ করিতে পারিবেন না, অতএব উহা গান করিও না ইহা নবদ্বীপ-লীলার কোন সঙ্গীর পক্ষেই জানা ও বলা সম্ভব । পদটি নীলাচল-লীলার নহে, কেন-না নীলাচলে প্রভু নটবর-বেশ ধারণ করিতেন না । নিমাই বলিতেছেন “সখীরা কোথায় গেল”, তাঁহার পারিষদেরা উহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহারই গুণগান করিতেছে, এই বর্ণনা চোখে না দেখিলে লেগা সম্ভব নহে অনুমান করি । ২৫২৮ সংখ্যক পদটিও ঐরূপ চোখে দেখিয়া লেগা । শচীনন্দন গোরাচান্দে

নব অনুরাগ-ভাবে ভেল ভোর
অনুখন কঙ্ক-নয়নে বহে লোর ॥
পুলকে পূরিত তনু গদগদ বোল ।
ক্ষেণে থির করি চিত ক্ষেণে অতি লোল ॥
ঐছে বিভাবিত সহচর-সঙ্গ ।
পরমানন্দ কহে প্রেম-তরঙ্গ ॥

প্রভুর অনুরাগ দেখিয়া তাঁহার সহচরগণও ঐভাবে বিভাবিত হইতেন ইহা আমরা অনুমান করিতাম—এই পদে উহার প্রমাণ পাওয়া গেল ।

পদকল্পতরুর ১৬৯৩ সংখ্যক পদটিতে প্রভুর সন্ন্যাসে ভক্তগণের দুঃখ বর্ণিত হইয়াছে । উহাতে বিশেষ করিয়া আছে—

মুরারি মুকুন্দ না জিয়ব শ্রীনিবাস ।
আচার্য্য অদ্বৈত ভেল জীবন নৈরাশ ॥

খুব সম্ভব এটি জয়ানন্দ-বর্ণিত পরমানন্দ গুপ্তের “গোরাঙ্গবিজয় গীতে”র অংশ । “পরশমণির সনে কি দিব তুলনা রে” (৬৭২ সংখ্যক পদ), “গোরা অবতারে যার (২২০২) এবং গোরা মোর দয়ার অবধি গুণনিধি” (২১১৯) পদ তিনটিও ঐ “গোরাঙ্গবিজয় গীতে”র অংশ হওয়া অসম্ভব নহে ।

গৌরীদাস পণ্ডিত গোরাঙ্গ-নিত্যানন্দের কিরূপ প্রিয় ছিলেন তাহা পূর্বেই দেখাইয়াছি । তিনি শুধু ভক্ত নন, একজন উচ্চরের কবিও ছিলেন । জয়ানন্দ বলেন—

গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব স্বশ্রেণী
সঙ্গীত প্রবন্ধে যার পদে পদে ধ্বনি ॥—পৃ. ৩

তাহার দুইটি মাত্র পদ পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে। একটি (১৬১) শ্রীরাধার
অনুরাগের, অপরটি নিতাই-গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে (২৩১৩)। শেষোক্ত পদটিকে
হাটপত্তনের আদি পদ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। ইহাতে আছে যে নিত্যানন্দ
রাজা হইলেন, রামাই সুপাত্র, হরিদাস কোতোয়াল, কৃষ্ণদাস দ্বারী, শ্রীনিবাস
মুন্সী, বিশ্বম্ভর গদাধর ও অদ্বৈত দোকানী।

গৌরীদাস হাসি হাসি, রাজার নিকটে বসি
হাটের মহিমা কিছু শুনি ॥

পদটিতে অদ্বৈত ও গদাধরের সঙ্গে পসারিয়া হিসাবে বিশ্বম্ভরের নাম থাকিলেও,
উহা প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে লেখা, কেন-না উহাতে চৈতন্য নামও ব্যবহার
করা হইয়াছে।

নবদ্বীপে প্রভুর ভাবপ্রকাশ-লীলা বর্ণনা করিতে যাইয়া প্রমাণ-হিসাবে
ভক্তিরত্নাকরে রামচন্দ্র নামধেয় এক কবির একটি পদ তোলা হইয়াছে।
নিমাইয়ের সমসাময়িক না হইলে নরহরি চক্রবর্তী রামচন্দ্রের পদ উদ্ধার করিয়া
নিজের উক্তি সমর্থন করিতেন না। এই রামচন্দ্র খুব সম্ভব নিত্যানন্দ-শাখা-
ভুক্ত রামচন্দ্র কবিরাজ, কেন-না সন্ন্যাসী রামচন্দ্র পুরী বা উড়িয়া রামচন্দ্র দ্বিজ
অথবা ছত্রভোগের রাজকর্মচারী রামচন্দ্র খান বাংলা পদ রচনা করিয়াছেন
বলিয়া জানা যায় না। পদটি এই—

পছঁ মোর শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
শিবমুক বিরিকি মহিমা যার গায় ॥
কমলা যাহার ভাবে সদাই আকুলা।
সে পছঁ কঁদয়ে হরি বলি বাছ তুলি ॥
যে অঙ্গ হেরি হেরি অনঙ্গ ভেল কাম।
কীর্তন ধুলায় সে ধুসর অবিরাম ॥
ক্ষণে রাধা রাধা বলি উঠে চমকিয়া।
রহে নরহরি গদাধর মুখ চাঁয়া ॥
পুরুষ নিবিড় প্রেমে পুলকিত অঙ্গ।
রামচন্দ্র কহে কে না বুঝে ওনা রঙ্গ ॥

—ভ. র., পৃ. ২১২

পদটি পদকল্পতরুতেও (২১৮৬) ধৃত হইয়াছে। পদকল্পতরুতে তাঁহার গৌরান্ব-বিষয়ক আর একটি পদও সঙ্কলিত হইয়াছে (২০৬৪)। উহাতে বলা হইয়াছে—

দুন্দাবন-গুণ শুনি লুঠত সে দ্বিজমণি
ভাবভরে গরগর পহঁ মোর হাসে।
কাশীশ্বর অভিরাম পণ্ডিত পুরুষোত্তম
গুণ গান করতহি নরহরি দাসে ॥

পদটির ভণিতায় কবি নিজের নাম দিয়াছেন রামচন্দ্রদাস। এই রামচন্দ্র যদি নরোত্তম ঠাকুরের বন্ধু রামচন্দ্র কবিরাজ হইতেন, তবে তাঁহার রচিত পদকে নরহরি চক্রবর্তী গৌরলীলার প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা বলিয়া উল্লেখ করিতেন না।

ভক্তিরত্নাকরে ঐভাবে বলরামের তিনটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। দেবকী-নন্দনের বৈষ্ণববন্দনায় তাঁহার সম্বন্ধে আছে—

সঙ্গীতকারক বন্দে। শ্রীবলরাম দাস।

নিত্যানন্দ চন্দ্রে যার অকথ্য বিশ্বাস ॥

As per Balaram's first song (quoted in Bhaktiratnakar) child Nimai was expert in singing & dancing; in the 2nd song co singers of Nimai were Gobinda & Madhav Ghosh, Srinivas, Ramananda Basu, Murari Gupta and Mukunda Datta etc.

প্রথম পদটিতে শিশু শচীর ছুলালের কথা আছে। উহার মধ্যে বিশেষ তথ্য এই যে শিশুকাল হইতেই নিমাই গান ও নাচে পারদর্শী ছিলেন।

কিন্নর করয়ে শিক্ষা শুনি মৃদু গান।

গন্ধর্ব্ব তাণ্ডব হেরি ধরয়ে ধিয়ান ॥—ভ. র. ৮৩৭ পৃ.

দ্বিতীয় পদটিতে শ্রীগৌরান্বের সঙ্গী ও গায়ক হিসাবে গোবিন্দ, মাধব ঘোষ, শ্রীনিবাস, রামানন্দ বহু, মুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ দত্ত প্রভৃতির নাম আছে।

গোবিন্দ মাধব শ্রীনিবাস রামানন্দে।

মুরারি মুকুন্দ মিলি গায় নিজ বৃন্দে ॥

শুনিয়া পুরুষ গুণ উনমত হৈয়া।

কীর্তন-আনন্দে পহঁ পড়ে মুকুছিয়া ॥

. —ভ. র. ২২২ পৃ, পদ ক. ২০৬৭

In the 3rd song of Balaram it is mentioned that women were also participated in the singing & dancing

তৃতীয় পদটিতে একটি নৃতন তথ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পদটির আরম্ভে “বড় অবতার ভাই বড় অবতার” আছে এবং ইহাতে বলা হইয়াছে—

হেন অবতারের উপমা দিতে নারি ।

সঙ্কীৰ্ত্তন-মাঝে নাচে কুলের বৌহারি ॥”—ভক্তিরত্নাকর, ৯৫৬ পৃ.

গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র নয়নানন্দের একটি পদও নরহরি চক্রবর্তী গৌরাঙ্গলীলার প্রমাণরূপে উপস্থিত করিয়াছেন । নয়নানন্দের অন্যান্য পদের মতন এটিতেও গৌরাঙ্গের সহিত গদাধর পণ্ডিতের অন্তরঙ্গতা দেখান হইয়াছে ।

প্রেম সঙ্কীৰ্ত্তন-স্থখ নদীয়াগরে

প্রেমের গৃহিণী সে পণ্ডিত গদাদরে ॥—ভ. র., পৃ. ২২৫

কিন্তু ২০৪-২০৫ পৃষ্ঠায় নরহরি চক্রবর্তী “শ্রীদাস-গদাধর ঠাকুরের শিষ্য শ্রীযত্ন-নন্দন চক্রবর্তীকৃত” দুইটি গীত উদ্ধার করিয়া এঁদের গদাধর দাসও যে রাধাভাবে ভাবিত থাকিতেন তাহার প্রমাণ দিয়াছেন । ২০৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত কবির অন্য একটি পদে আছে—“না জানি কি লাগি, কান্দয়ে গৌরাঙ্গ, দাস গদাধর কোলে ।” ২২৪ পৃষ্ঠায় যত্ননন্দের অন্য পদে দেখি—

দাস গদাধর প্রাণ গোরা ।

পুরুষ চরিত্রে ভেল চোরা ॥

শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলা ও নীলাচল-লীলার ভাব-মাদুরী ভাষায় প্রকাশ করিতে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় । তাঁহার কথা সৰ্ব্বপ্রথমে না বলিবার উদ্দেশ্য দুইটি । প্রথমতঃ অন্যান্য সমসাময়িক কবির পদ উদ্ধৃত করিয়া নরহরি সরকারের সহিত শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠতা দেখান হইয়াছে । এরূপ দেখান বিশেষ প্রয়োজন । কেন-না বৃন্দাবন দাস একবারও নরহরির নাম করেন নাই । মুরারি গুপ্তের কড়চা একেবারে শেষে ৪১১৫ ও ৪১১৭১৩ শ্লোকে, কবিকর্ণপুরের মহাকাব্যে ১৩১৪৮ ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ২১১ শ্লোকে নরহরির নাম পাওয়া যায় । মুরারির কড়চা পড়িয়া মনে হয় না যে নরহরির সঙ্গে গৌরাঙ্গের নবদ্বীপে পরিচয় ছিল । চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের শ্লোকটিও এরূপ ধারণা মনে জন্মায় । যথা—

ততস্তেষু গোড়ীয়াঃ প্রিয়া গোড়ীয়ানাং মধ্যে যেষুতিপ্রিয়াঃ

শতশো দৃষ্টবস্তস্তেষুপি শুভাদৃষ্টবস্তো যথামী ।

নরহরিরঘুনন্দনপ্রধানাঃ কতিচন খণ্ডভুবোহপ্যখণ্ডভাগ্যাঃ

প্রথমমিমমদৃষ্টবস্ত এতে প্রতিশরদং পুরুষোত্তমং লভন্তে ॥—নাঃ ২।১

এই শ্লোকের অর্থ ইহা হইতে পারে যে নরহরি প্রভৃতি শ্রীখণ্ডবাসী ভক্তগণ পূর্বে শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করেন নাই—এই প্রথম দেখিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয় “শতশঃ” শব্দটি শত শত ব্যক্তি অর্থে ব্যাখ্যা না করিয়া শত শত বার অর্থে ধরিয়াছেন এবং “প্রথমম্” শব্দটি কালবাচক না ধরিয়া পুরুষোত্তমের বিশেষণ বলিয়া ধরিয়াছেন। এরূপ অবয়ব করিলে অর্থ হয় যে নরহরি প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যকে প্রথম বা শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম মনে করিতেন। যদি লোচনের চৈতন্যমঙ্গল ব্যতীত অগ্গাচ্য চরিতগ্রন্থের উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে ধারণা জন্মে যে নবদ্বীপ-লীলার সময় নরহরির সহিত নিমাইয়ের বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল না। কিন্তু সমসাময়িক পদকর্তাদের পদ হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে নবদ্বীপে নরহরি গৌরান্দের সঙ্গে গান করিতেন, নাচিতেন। ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত (পৃ. ২৪৪-৪৫) শিবানন্দ সেনের পদে আছে—

ব্রজরস গায়ত নরহরি সঙ্গে ।

মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে ॥

ঐ গ্রন্থে দ্রুত (পৃ. ২১২) গোবিন্দ ঘোষের পদে আছে—

বাসু ঘোষ রামানন্দ, শ্রীবাস জগদানন্দ

নাচে পছঁ নরহরি সঙ্গ ॥

বাসু ঘোষ স্বয়ং নরহরি সরকারের প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন—

শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে ।

পদ্ম প্রকাশিব বলি ইচ্ছা কৈল মনে ।

প্রবাদ নরহরি সরকার নিমাই পণ্ডিতের ভাব প্রকাশের পূর্বেই কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের শিষ্য রায়শেখর লিখিয়াছেন—

গৌরান্দ্র জন্মের আগে, বিবিধ রাগিনী রাগে, ব্রজরায় করিলেন গান ।

হেন নরহরি সঙ্গ পাঞ পদ শ্রীগৌরান্দ্র, বড়সুখে জুড়াইলা প্রাণ ॥

গৌ. প. ত. পৃ. ৪৫৬, ২য় সং

কবিকর্ণপুর ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় নরহরিকে “প্রভোঃ প্রিয়ঃ” বলিয়া “মধুমতী” তত্ত্বরূপে নিরূপণ করিয়াছেন (১৭৭ শ্লোক) ।

Why most biographers of Sri Chaitanya has not mentioned the name of Narahari Sarkar

এখন প্রশ্ন উঠে যে নরহরির সঙ্গে এত অন্তরঙ্গতা থাকা সত্ত্বেও চরিতকারগণ নবদ্বীপ-লীলা-প্রসঙ্গে তাঁহার নাম উল্লেখ করিলেন না কেন? ইহার কারণ গৌর-নাগরী ভাব লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে নরহরির মতভেদ । নরহরি নাগরী-ভাবের কয়েকটি পদ লিখিয়াছিলেন । কিন্তু গৌরপদতরঙ্গিণীতে তাঁহার নামে যে-সকল সুদীর্ঘ, ছন্দদুষ্ট ও অশ্লীল পদ আরোপিত হইয়াছে তাহা তাঁহার রচনা হইতে পারে না । নরহরি সরকারের কোন্ পদটি আসল আর কোন্টি নকল তাহা চিনিতে হইলে নিম্নলিখিত সূত্রগুলি মনে রাখা প্রয়োজন । তিনি ব্রজবুলি ব্যবহার করেন নাই । অত্যন্ত সরল সুন্দর বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন । তাঁহার পদে নরহরি চক্রবর্তীর পদের ত্রায় উপমা ও অনুপ্রাসের বাহুল্য নাই । তাঁহার পদে ছন্দঃপতন হয় নাই । তাঁহার পদগুলি সংক্ষিপ্ত অথচ রসঘন । সন্তোষ বা উহার আনুযায়িক বিষয়ে তিনি পদ লেখেন নাই বলিয়া মনে হয় ।

নরহরি সরকার ঠাকুরের পদ এই অধ্যায়ের সর্বশেষের দিকে দিবার দ্বিতীয় কারণ এই যে অন্যান্য সমসাময়িকেরা প্রধানতঃ নবদ্বীপ-লীলা ও প্রভুর সন্ন্যাস সঙ্ক্ষে পদ রচনা করিয়াছেন । বাসু ঘোষের “সিংহদ্বার ত্যজি গোরা সমুদ্র আড়ে ধায়” পদ ছাড়া নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের ভাবপ্রকাশক পদ খুব অল্পই আছে । কিন্তু নরহরি সরকার ঠাকুর পুরীতে প্রভুর সন্ন্যাসজীবনের অপূর্ণ আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন । লীলারসের পৌরুষাপর্য্য রক্ষার জন্য সরকার ঠাকুরের সঙ্ক্ষে শেষে আলোচনা করিতেছি ।

নরহরি সরকার ঠাকুর ‘শ্রীকৃষ্ণভজনাযুতম্’ নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৪৪৫ সংখ্যা), দক্ষিণখণ্ডের সত্যানন্দ ঠাকুরের নিকট ও শ্রীবৃন্দাবনে উহার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে । ১৩০৫ বঙ্গাব্দের সজ্জনতোষণী পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হইয়াছিল । তাহার পর উহার অনেকগুলি সংস্করণ ছাপা হইয়াছে । ঐ গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য ও গদাধর সঙ্ক্ষে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা স্বরণ রাখিলে তাঁহার পদগুলি বুঝার সুবিধা হইবে । তিনি লিখিয়াছেন—“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্ত কোপীনধারী দীনবেশঃ সন্ন্যাসাশ্রমালঙ্কৃতো-
হত্যন্তদুর্দাস্তঃ, বলবন্ত মহাবৃষভ দুর্দুরুচ্ছমধ্যাহ্নবাদিনঃ, বিষয়াস্বং, কুযোগিনঃ
জড়মজ্জশ্রমণপং পাপং চণ্ডালঃ যবনঃ মূর্থঃ কুলদ্বিয়ক প্রেমসিক্কো পাতয়ামাস ;

আনন্দেন বৈকুণ্ঠোপরি স্থাপয়ামাস। কেবলং প্রেমধারয়ৈব সর্বেষামাশয়ং
শোধিতবান্, আশ্রয়ভাবঞ্চ চূর্ণিতবান্। কিমগ্রদ্বা বহু বক্তব্যম্। পুরুষান্ এব
প্রকৃতিভাবং নিনায়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভাবকলা-বিমোহিতাঃ শ্রীগদাধর পণ্ডিত
ভাবদর্শনসমুদিত—গোপীগণভাবা বেদান্তিনোহপি বিষয়িণোহপি প্রকৃতিভাবে-
র্নূতুঃ ; বৈষ্ণবানাং কা কথা।” শ্রীচৈতন্য পাপীতাপীমূর্খঘবন বিষয়াক্ষ, কুষণি,
অধ্যাত্মবাদী প্রভৃতির হৃদয় শোধন একটি মাত্র উপায়ে করিয়াছেন—তাহা
হইতেছে তাঁহার নয়নের দরবিগলিত ধারা—প্রেমধারা। বড় বড় বিষয়ী লোক,
বৈদান্তিক পণ্ডিতও গোপীভাবে নৃত্য করিয়াছেন।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে সরকার ঠাকুরের নামে এত পদ চালাইবার চেষ্টা করা
হইয়াছে যে কেবলমাত্র ঐ সঙ্কলনেই পাওয়া যায়, অত্র পাওয়া যায় না, এরূপ
পদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখা কঠিন। আমরা পদকল্পতরুধৃত তাঁহার নয়টি
নবদ্বীপ-লীলার এবং আটটি নীলাচল-লীলার পদ লইয়া এখানে আলোচনা
করিব। পদগুলি পদকল্পতরুতে পূর্বরাগ (পদসংখ্যা ১০৩), বাসকসজ্জা (৩০৭),
বিপ্রলক্ষা (৩১৬), খণ্ডিতা (৪০৮, ৪২১), আক্ষেপাহুরাগ (৮৫৩, ৭৯৯, ৮২০,
৮৩২, ৮৪০) এবং বিরহ (১৭৪৬, ১৯০২) পদ্যায় গৌরচন্দ্রিকারূপে ব্যবহৃত
হওয়ায় আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে গোবিন্দ দাস, রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতির
গৌরচন্দ্রিকার মতন এগুলি বুঝি কেবল রাধাকৃষ্ণলীলার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া
গৌরলীলার বর্ণনা। কিন্তু সমসাময়িক কবিদের বর্ণিত শ্রীচৈতন্যের ভাবলীলা
সত্য ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত। গৌরাঙ্গের ভাবমাধুরী স্মরণ করিয়া রাধাকৃষ্ণ-
লীলা শ্রবণ করিলে তবে তাহার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হয় বলিয়া বৈষ্ণবগণের
অভিমত। বীজ হইতে অঙ্কুর ও অঙ্কুর হইতে বীজের উৎপত্তির ন্যায় রাধা-
কৃষ্ণের লীলা স্মরণ করিয়া গৌরচন্দ্রের ভাবোদয়, কিন্তু তাঁহার ভাবই পরবর্তী
মহাজনদিগকে লীলাকীর্তনের পদ রচনায় অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছিল।
শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবরাজী দর্শন না করিলে অথবা ঐ ভাবের বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শীর
পদে না পাঠ করিলে পদকর্তারা রাধাকৃষ্ণলীলার সুমধুর ভাবঘন পদ রচনা
করিতে পারিতেন না।

ভক্তিরত্নাকরে নরহরি ভণিতায় যতগুলি পদ আছে, তাহার মধ্যে একটি
ছাড়া, সবগুলি নরহরি চক্রবর্তীর রচনা। নরহরি সরকার ঠাকুরের একটি মাত্র
উদ্ধার করিয়া চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—“শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরশ্রীগীতমিদং”
(পৃ. ৯২৪)—

গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে ।
 ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে ॥
 সুরধুনী দেখি পহ যমুনার ভনে ।
 ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে ॥
 পুরব আবেশেতে ত্রিভঙ্গ হৈয়া রয়ে ।
 পীত বসন আর সে মুরলী চাহে ॥
 প্রিয় গদাধরে ধরিয়া নিজ কোলে ।
 কোথা ছিলা কোথা ছিলা গদগদ বোলে ॥
 ভাব বুঝি পণ্ডিত রয়েছে বাম পাশে ।

না বুঝয়ে এহ বঙ্গ নরহরিদাসে ॥—ভ. র. পু. ২২৪, পদ্য ক. ২১২২

In a song written by Narahari Das, Sri Gouranga due to ecstasy had thought Ganga as Yamuna and place with flowering plants as Vrindavan in Nabadwip.

এই পদটিতে নবদ্বীপ-লীলার ঘটনা বর্ণিত হইতেছে—কেন-না ইহাতে সুরধুনীর কথা আছে । গঙ্গাকে প্রভু যমুনা মনে করিয়া ও ফুলবনকে বৃন্দাবন মনে করিয়া কৃষ্ণভাবে ভাবিত হইয়া রাধারূপ গদাধরকে কোলে করেন । শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকে প্রভুর নীলাচলের সমুদ্রতীরস্থ উপবন দেখিয়া বৃন্দাবন মনে পড়ার কথা আছে—

পয়োরামেশস্তীরে ক্ষুরদুপবনালিকলনয়া
 মুহূর্বন্দারণ্যস্বরণ-জনিত-প্রেমবিবশঃ ।
 কচিং কৃষ্ণাবুত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
 স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোৰ্যাস্ততি পদম্ ॥—১৮৬

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই শ্লোকের ভাব লইয়া লিখিয়াছেন—

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রতীরে যাইতে ।
 পুষ্পের উত্থান তাঁহা দেখি আচম্বিতে ॥
 বৃন্দাবন ভ্রমে তাঁহা পশিল ধাইয়া ।
 প্রেমাবেশে বুলে তাঁহা কৃষ্ণ অশ্বেষিয়া ॥

নরহরি সরকার ও শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্যের একই রূপ ভাবাবেশে ভ্রম বর্ণনা করিয়াছেন । একজন সুরধুনী-তীরে, অপরে সমুদ্রের তীরে এই প্রকার ভ্রম দেখিয়াছিলেন । কিন্তু শ্রীরূপ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে শ্রীচৈতন্য ফুলবনে কৃষ্ণকে অশ্বেষণ করিতেছিলেন, আর নরহরি সরকার বলেন যে বিশ্বস্তর স্বয়ংই কৃষ্ণ হইয়া

শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান

পূর্বব আবেশেতে ত্রিভঙ্গ হৈয়া রহে ।

পীত বসন আর সে মুরলী চাহে ॥

Sri Gouranga used to cry out chanting the name of Radha in the Krishna intoxicated mood which is described by Murari, Shivananda Sen, Basu Ghosh & Narahari Sarkar

শ্রীগৌরান্বিত এইরূপ কৃষ্ণভাবে বিভোর হইয়া রাধা রাধা বলিয়া ক্রন্দন করার কথা মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, বাসু ঘোষের পদেও আছে তাহা পূর্বে দেখাইয়াছি ।

নরহরি সরকারের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি নবদ্বীপ-লীলাতেও প্রভুর রাধার ভাবে বিভাবিত হইয়া পূর্বরাগ, বিপ্রলঙ্কা, গুণিতা, বিরহ প্রভৃতির বর্ণনা দিয়াছেন । এই পদগুলি ভাব ও ভাষার সম্পদে অতুলনীয় । পদকল্পতরুর ১০৩ সংখ্যক পদে আছে—“অরুণ নয়ানে ঘন চাহে অনিবার” । এ স্থলে ঘন অর্থে যদি মেঘ ধরা যায় তাহা হইলে নবঘনশ্রাম কৃষ্ণকে চাওয়া বুঝায় । কিন্তু ঐ অর্থই যে ঠিক তাহা জোর করিয়া বলা যায় না—কেননা উহাতে “হানিলে নয়ান-বাণ হিয়ার মাঝার”, “যুবতি যৌবন দিতে চাহে অমুরাগে” প্রভৃতি গৌর-নাগরী ভাবের উক্তিও আছে । ৩০৭ সংখ্যক পদটিতে যে শ্রীগৌরান্বিত রাধাভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের জগৎ প্রতীক্ষা করা বর্ণিত হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই ।

কি লাগিয়া মোর

গৌরসুন্দর

বসিয়া গৃহের মাঝে ।

বসন অসন

রতন-ভূষণ

সাজয়ে অঙ্গের মাঝে ॥

আপন বপুর

ছাহ দেখিয়া

চমকি উঠয়ে মনে ।

কি লাগি অবহঁ

না মিলল পহঁ

এত না বিলম্ব কেনে ॥

কহে নরহরি

মোর গৌরহরি

ভাবিয়া রাইয়ের দশা ।

সজল নয়ানে

চাহে পথপানে

কহে গদ গদ ভাষা ॥—পদ ক., ৩০৭

“বসন অসন, রতন-ভূষণে” সাজা কল্পিত ঘটনা নহে । ৩২৪১ সংখ্যক পদে নরহরি নিজেই লিখিয়াছেন যে সন্ন্যাসী হইয়া প্রভু

কনক অঙ্গদ বাল্য

মণি মুকুতার মালা

তেয়াগিলা সে মোহন বেশ ।

বৃন্দাবন দাসও লিখিয়াছেন—

ক্ষণে বোলে—চল বড়াই ! যাই বৃন্দাবনে ।

গোকুলসুন্দরী-ভাব বুঝিয়ে তখনে ॥—২।১২।২৮৮ পৃ.

৩১৬ সংখ্যক পদে দেখি গৌরাঙ্গ “অমন বসন” ত্যাগ করিয়া “ব্রজবিনাসিনী-
ভীতি” রোদন করিতেছেন—

হরি হরি বলে

প্রাণনাথ করি

ধরণী ধরিয়া উঠে ।

কোথা না যাষ্টব

কাহারে কহিব

পাষণ ফাটিয়া উঠে ॥

প্রভু নিজের ব্যথা বুঝাইয়া বলিতে পারিতেছেন না, অথচ বেদনায় গুমরাইয়া
মরিতেছেন—

আমার পরাণ

করয়ে যেমন

বেদন কাহারে বলি ॥

নরহরি দাসে

গদগদ ভাষে

কহয়ে গৌরাঙ্গ মোর ।

আন ছলে বলে

উদ্ধারে সকলে

সদা রাধা-প্রেমে ভোর ॥—পদ ক., ৩১৬

৪০৮ সংখ্যক পদে নরহরি সরকার শ্রীগৌরাঙ্গের গণ্ডিতা-নায়িকার ভাব বর্ণনা
করিয়াছেন ।—প্রভু “অরুণ নয়ন মুখ বিরাট হইয়া” বলিতেছেন—

জনেলুঁ তোহারে তোর কপট পিরীতি ।

যা সঞে বঞ্চিলা নিশি তাঁহা কর গতি ॥

৪২১ সংখ্যক পদে ঐ ভাবেই বিভোর হইয়া প্রভু বলিতেছেন—“আশা দিয়া
বঞ্চিলা রজনী ।”

কান্দিয়া কহয়ে গোরা যায় ।

এ দুখ সহনে নাহি যায় ॥

প্রভু রাধার ভাবে—

হরি-অমুরাগে আকুল অন্তর
গদগদ মৃদু কহে ।
সকল অকাজ করে মনসিজ
এত কি পরাণে সহে ॥
অবলা শরীর করে জরজর
মনের মাঝারে পশি ।—পদ ক., ৮৫৩

নরহরি সরকারের নিকট হইতে আমরা জানিতেছি যে প্রভু যে কেবল কান্দেনই তাহা নহে ; তাঁহার “কারণ বিহনে হাসি” আরও করণ ।

ক্ষেণে উচ্চস্বরে গায় কারে পছঁ কি স্মধায়
কোথায় আমার প্রাণনাথ ।
ক্ষেণে শীতে অঙ্গকম্প ক্ষেণে ক্ষেণে দেই লক্ষ
কাঁহা পাও যাও কার সাথ ॥
ক্ষেণে উর্দ্ধবাহু করি নাচি বুলে ফিরিফিরি
ক্ষেণে ক্ষেণে করয়ে প্রলাপ ।
ক্ষেণে আখিযুগ মুন্দে হা নাথ বলিয়া কান্দে
ক্ষেণে ক্ষেণে করয়ে সস্তাপ ॥—পদ ক., ১৭৪৬

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে গৌরাঙ্গচন্দ্র ধূলায় ধূসর হইয়া—

উছ উছ করি ফুকরি ফুকরি
উরে পাণি হানি কান্দে ॥
ঘামে তিতি গেল সব কলেবর
ছাড়য়ে দীঘ নিশ্বাস ।
রাইয়ের পিরিতি হেন তেন রীতি
কহে নরহরি দাস ॥—পদ ক., ১২০২

প্রভুর সম্যাস গ্রহণের পর প্রথম চাতুর্মাশের সময় সরকার ঠাকুর পদকল্পতরু-
ধৃত ১৭২৯ সংখ্যক পদ লিখিয়াছিলেন । উহাতে তিনি বলিতেছেন—

কি লাগিয়া মুড়াইলা, গেলা কোন্ দেশে ।
কার ঘরে রহিলেন ইহ চতুর্মাশে ॥

নরহরি সরকার ঠাকুরের বর্ণিত প্রভুর নীলাচলের ভাব-মাধুরী আরও হৃদয়গ্রাহী। এই পদগুলিতে শ্রীচৈতন্যের প্রলাপ-অবস্থা যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনটি যেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডেও ফুটে নাই। তবে অন্ত্যান্ত কবির বিভিন্ন ভাবের পদের মধ্যে এই আটটি পদ চাপা থাকায় ইহাদের সমবেত মাধুর্য্য পদকল্পতরুর পাঠকের নিকট এতদিন ধরা পড়ে নাই। গৌরপদতরঙ্গিণীতে যেন ছাই দিয়া সোনা ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে। জগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রভুর মনে যে ভাবসমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিত তাহার পরিচয় ৭২২ সংখ্যক পদে সরকার ঠাকুর দিয়াছেন—

দেখি গোরা নীলাচল-নাথ ।
 নিজ পারিষদগণ সাথ ॥
 বিভোর হইলা গোপী-ভাবে ।
 কহে পছ করিয়া আক্ষেপে ॥
 আমি তোমা না দেখিলে মরি ।
 উলটি না চাহ তুমি কিরি ॥
 করিলা পিরিতময় ফাঁদ ।
 হাতে দিলা আকাশের চাঁদ ।
 এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ ।
 কহে গোরা করিয়া আবেশ ॥
 ছলছল অরুণ নয়ান ।
 রস রস বিরস বয়ান ॥
 অপরূপ গৌরাজ-বিলাস ।
 কহে কিছু নরহরি দাস ॥—পদ ক., ৭২২

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—“যেকালে করেন জগন্নাথ দর্শন। মনে ভাবে কুরুক্ষেত্রে হইল মিলন ॥ (চৈ. চ. ২।১)। কিন্তু বিপুল শ্রীচৈতন্য-সাহিত্যের মধ্যে নরহরির এই পদের তুলনা মেলে না; কেন না আর কোথাও প্রভুর কোন সহচর নিজে জগন্নাথ-দর্শনে প্রভুর এই প্রকার আক্ষেপ-অনুরাগের পরিচয় দেন নাই। ইহার মধ্যে কবিত্ব করিবার কোন প্রয়াস নাই। সহজ সরল ভাষায় প্রভুর “রসরস বিরস বয়ানের” ছবিখানি পাঠকের মনের চোখের উপর তুলিয়া ধরা হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ (চৈ. চ. ৩।১৫) স্বকৃত গোবিন্দ-

লীলামৃতের শ্লোক তুলিয়া জগন্নাথ-দর্শনে প্রভুর মনের ভাব বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি বহুস্থানে লিখিয়াছেন যে প্রভু রামানন্দ রায় ও স্বরূপ দামোদরের অন্তরঙ্গ সঙ্গে রসাস্বাদন করিতেন।

রাত্রি হৈলে স্বরূপ-রামানন্দ লইয়া

আপন মনের বার্তা কহে উথারিয়া ॥—চৈ. চ. ৩।১৪

এই মনের বার্তার একটু পরিচয় রাখিয়াছেন সরকার ঠাকুর নিম্নলিখিত পদে—

রামানন্দ স্বরূপের সনে।

বসি গোরা ভাবে মনে মনে ॥

চমকি কহয়ে আলি আলি।

ক্ষণে রহিয়া বাঁশীরে দেয় গালি ॥

পুন কহে স্বরূপের পাশে।

বাঁশী মোর জাতিকুল নাশে ॥

ধ্বনি কানে পশিয়া রহিল।

বধির সমান মোরে কৈল ॥

নরহরি মনে মনে হাসে।

দেখি এই গৌরাক্ষ-বিলাসে ॥—পদ ক., ৮২০

যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু “চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং” লিখিয়াছেন, তাঁহারই মুখের ভাষা যেন পাইতেছে “ধ্বনি কাণে পশিয়া রহিল, বধির সমান মোরে কৈল।” মুরলীর ধ্বনি ছাড়া আর কাণে কিছুই পশে না; জগতের অগ্র সমস্ত শব্দের নিকট প্রভু যেন বধির। এই একটি বাক্যে শ্রীচৈতন্যের ভাব-জীবনের যে আলেখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার তুলনা বৈষ্ণব-সাহিত্যের আর কোথাও আছে বলিয়া আমার জানা নাই।

৮৩২ সংখ্যক পদে দেখি শ্রীচৈতন্য “প্রিয় পারিষদগণকে”

কহে মুঞি বাঁপ দিব সমুদ্র মাঝারে ॥

করিলুঁ দারুণ প্রেম আপনা আপনি।

ছকুলে কলঙ্ক হৈল; না যায় পরাণি ॥

Sri Chaitanya had jumped into the sea and was caught by fishing net

এইরূপ ভাবের ফল যাহা তাহা কবিরাজ গোস্বামী অন্ত্যলীলার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রভু সত্য সত্যই সমুদ্রে বাঁপ দিয়াছিলেন। এক জালিয়া জালে ধরিয়া তাঁহার দেহ কুলে তুলিয়াছিল।

প্রভুর ব্যথা যে কেহ বুঝে না এই ব্যথাই তাঁহার সবচেয়ে বেশী বাজে এই তথ্যটি ৮০৪ সংখ্যক পদে পাওয়া যায়।

স্বরূপ দামোদর রামরায় ।
করে ধরি করে হায় হায় ॥
কহে মুহু গদগদ ভাষ ।
ঘন বহে দীঘ-নিশাস ॥
মরম না বুঝে কেহো মোর
কহে পছ হইয়া বিভোর ॥
কেনে বা এ প্রেম বাঢ়াইলুঁ
জীয়ন্তে পরাণ খোয়াইলুঁ ॥—পদ ক., ৮৪০

Narration of Gambhira - lila by Narahari

নরহরি-অঙ্কিত গম্ভীরা-লীলার চিত্র দশটি চরণে যাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণিত অস্ত্যালীলার সার-নির্যাস—

গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায় ।
জাগিয়া রজনী পোহায় ॥
থেনে থেনে করয়ে বিলাপ ।
থেনে থেনে রোয়ত থেনে থেনে কাঁপ ॥
থেনে ভিতে মুখ শির ঘষে ।
কোন নাহি রহ পছ পাশে ॥
থেনে কান্দে তুলি দুই হাত ।
কোথায় আমার প্রাণনাথ ॥
নরহরি কহে মোর গোরা ।
রাই-প্রেমে হইয়াছে ভোরা ॥—পদ ক., ১৬৪৬

২২৪১ সংখ্যক পদে দেখা যায় যে প্রভু সিদ্ধুতীরে কীৰ্ত্তন করিতে ভালবাসিতেন। বৃন্দাবনদাসও বলেন—

সর্বরাত্রি সিদ্ধুতীরে পরম-বিরলে ।
কীৰ্ত্তন করেন প্রভু মহাকুতূহলে ॥—৩৩৪১০ পৃ.

ইহাতে কিন্তু বুঝা যায় যে তিনি একলা কীৰ্ত্তন করিতেন কিন্তু সরকারঠাকুর বলেন—

শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান

Sri Chaitanya used to chant God's name with Swarup, Rup, Ramananda, Govinda, Paramananda on the sea beach

সকল ভকত সঙ্গে

সংকীৰ্ত্তন-মহারঙ্গে

বিহার করয়ে সিদ্ধ-ভীয়ে ।

স্বরূপ রূপ রামানন্দ

গোবিন্দ পরমানন্দ

মিলিলা সকল মহচরে ॥—পদ ক., ২২৪১

কয়েকখানি পুথিতে “স্বরূপ রূপ” স্থলে “স্বরূপ রামানন্দ” আছে ।

Sri Chaitanya incarnation's main significance.

শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব নিরূপণের ইতিহাসে ২২৫২ সংখ্যক পদটি অত্যন্ত মূল্যবান ।
কবিরাজ গোস্বামী বলেন যে স্বরূপ দামোদর তাঁহার কড়চায় রাধাভাব
আশ্বাদানার্থ প্রভুর অবতার গ্রহণের কথা প্রচার করিয়াছেন । খুব সম্ভব
স্বরূপ দামোদরেরও পূর্বে নরহরি সরকার ঐ তত্ত্বটির ইঙ্গিত এই পদটিতে
করেন—

রসে তনু চরচর

গৌরকিশোর বর

নাম তার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।

এসব নিগৃঢ় কথা

কহিতে অন্তরে বেথা

ভক্ত বিম্ব নাহি জানে অণু ॥

দ্বাপর যুগেতে শ্রাম

কলিতে চৈতন্য নাম

গর্গ-বাক্য ভাগবতে লিখি ।

মনে করি অনুমান

শ্রাম হইল গৌরাক্ষ

রাধাকৃষ্ণ-তনু তার মাখী ॥

অন্তরেতে শ্রাম-তনু

বাহিরে গৌরাক্ষ জন্ত

অদভূত চৈতন্যের লীলা ।

রাই সঙ্গে খেলাইতে

কুঞ্জরায় বিলাইতে

অনুরাগে গৌর-তনু হৈলা ॥

কহিবার কথা নহে

কহিলে কিজানি হয়ে

না কহিলে মনে বড় তাপ ।

চিন্তে অনুমান করি

গৌরাক্ষ হৃদয়ে ধরি

নরহরি করয়ে বিলাপ ॥—পদ ক., ২২৫২

স্বরূপ দামোদরের কড়চায় তত্ত্ব নির্ণীত হওয়ার পরে এই পদ লিখিত হইলে
কবি এত ভয় ও সঙ্কোচ বোধ করিতেন না । তিনি জানেন যে ভক্ত ছাড়া
একথা অণু কেহ জানে না ; তথাপি প্রকাশ করিয়া ইহা বলিবার নহে—

যারে দেখে তার ঠামে

যাচিয়া বিলায় প্রেমে

উত্তম অধম নাহি মানে ॥

পদকল্পতরুতে কান্হদাস নামে ছয়টি ও কান্হরামদাস নামে সাতটি পদ ধৃত হইয়াছে। ভাব ও ভাষা উভয় ভণিতায় একই রূপ। চৈতন্যচরিতামৃতে পুরুষোত্তমদাসের পুত্র নিত্যানন্দশাখাভুক্ত কান্হঠাকুরের নাম পাওয়া যায়। খুব সম্ভব ইনিই কান্হদাস ও কান্হরামদাস ভণিতায় পদ রচনা করিয়াছেন। ২৩২৭ সংখ্যক পদে নিত্যানন্দ প্রভু গোড়দেশে কিভাবে শ্রীগৌরাজের প্রেমধর্ম প্রচার করিতেছেন তাহার উল্লেখ দেখা যায়—

অপার করুণা গোড়-দেশে ।

নাচিয়া বুলয়ে ভাব-আবেশে ॥

গদগদ কহে ভাইয়ার কথা ।

প্রেমজলে ডুবে নয়ন রাতা ॥

পদটির ভণিতায় আছে

করুণা শুনিয়া বাঢ়ল আশ ।

প্রেম মাগে পদে এ কান্হদাস ॥

২৩২১ সংখ্যক পদও নিত্যানন্দ স্তুতি ; ইহার ভণিতায় দেখা যায়—

কান্হরাম দাসে বোলে কি বলিব আসি ।

এ বড় ভরসা মোর কুলের ঠাকুর তুমি ॥

কুলের ঠাকুর কথাটির তাৎপর্য্য কি তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজের চরিতামৃত হইতে জানা যায়।

শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয় ।

শ্রীপুরুষোত্তমদাস তাঁহার তনয় ॥

আজ্ঞায় নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে ।

নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণসনে ॥

তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকান্হঠাকুর ।

যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণপ্রেমামৃতপূর ॥—চৈ. চ, ১:১১

একই সঙ্গে তিনপুরুষ ভক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত গৌরাঙ্গ-গোষ্ঠীতেও বিরল।
পুরুষোত্তম শর্মার “শ্রীশ্রীহরিতত্ত্বসংগ্রহ” গ্রন্থের শেষে আছে—

যদিদং সৰ্ব্বমাখ্যাতং তং সৰ্ব্বং স্মহাত্মনঃ
শ্রীনিত্যানন্দ-দেহেষু ঘটতে নাগ্ৰদেহিষু ॥
পুরুষোত্তম শর্মা শ্রীসদাশিব তনুদ্রবঃ
রক্তাগর্ভ-সমুদ্ভূতঃ খলিকালী-নিবাসভূঃ ॥

গৌরগণোদ্দেশ্য দীপিকায় (১৩১) বলা হইয়াছে যে সদাশিবস্বত পুরুষোত্তম বৈষ্ণবংশোদ্ভব ; স্মরণ্য প্রমাণিত হইতেছে যে ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব শর্মা উপাধি ব্যবহার করিতেন।

পদকল্পতরুর ১৮৫৪, ২১৪৮ ও ৩০৩০ সংখ্যক পদ তিনটি বিশ্বস্তর মিশ্রের মেসোমহাশয় ও পারিষদ চন্দ্রশেখর আচার্য্যের রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে—এই কথা সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন। ১৮৫৪ সংখ্যক পদটি পড়িলেই মনে হয় যেন চোখের উপর যাহা ঘটিতেছে তাহা দেখিয়া কবি লিখিতেছেন। পদটির ঐতিহাসিক মূল্য এত বেশী যে উহা স্মদীর্ঘ হইলেও উদ্ধার করিতেছি।

ক্ষণেক রহিয়া,	চলিয়া উঠিয়া,	পণ্ডিত জগদানন্দ।
প্রবেশি নগরে,	দেখে ঘরে ঘরে,	লোক সব নিরানন্দ ॥
না মেলে পসার,	না করে আহার,	কারো মুখে নাহি হাসি ॥
নগরে নাগরী,	কান্দয়ে গুমরি,	থাকলে বিরলে বসি ॥
দেখিয়া নগর,	ঠাকুরের ঘর,	প্রবেশ করিল যাই।
আধমরা হেন,	ভূমে অচেতন,	পড়িয়া আছেন আই ॥
প্রভুর রমণী,	সেহ অনাথিনী,	প্রভুরে হইয়া হারা।
পড়িয়া আছেন,	মলিন বসন,	মুদল নয়ানে ধারা ॥
দাসদাসী সব,	আছয়ে নীরব,	দেখিয়া পথিকজন।
সোধাইছে তারে,	কহ দেগি মোরে,	কোথা হইতে আগমন ॥
পণ্ডিত কহেন,	মোর আগমন,	নীলাচলপুর হৈতে।
গৌরাঙ্গ-সুন্দর,	পাঠাইল মোরে,	তোমা সভারে দেখিতে ॥
শুনিয়া বচন,	সজল নয়ন,	শচীরে কহল গিয়া।
আর একজন,	চলিল তখন,	শ্রীবাস মন্দিরে ধায়া ॥
শুনিয়া শ্রীবাস,	মালিনী উল্লাস,	যত নবদ্বীপবাসী।
মরা হেন ছিল,	অমনি ধাইল,	পরাণ পাইল আসি ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান

মালিনী আসিয়া,	শচী বিষ্ণুপ্রিয়া,	উঠাইল যতন করি ।
তাহারে কহিল,	পণ্ডিত আইল,	পাঠাইল গৌরহরি ॥
শুনি শচী আই,	সচকিত চাই,	দেখিলেন পণ্ডিতেরে ।
কহে তার ঠাই,	আমার নিমাই,	আসিয়াছে কতদূরে ॥
দেগি প্রেমসীমা,	স্নেহের মহিমা,	পণ্ডিত কান্দিয়া কয় ।
সেই গোরামণি,	যুগে যুগে জানি,	তুয়া প্রেম-বশ হয় ॥
হেন নীত রীত,	গৌরাঙ্গ চরিত,	সভাকারে শুনাইয়া ।
পণ্ডিত রহিলা,	নদীয়া নগরে,	সভাকারে স্থখ দিয়া ॥
চন্দ্রশেখর,	পশুর সোসর,	বিষয়-বিষেতে রত ।
গৌরাঙ্গ-চরিত,	পরম অমৃত,	তাহাতে না লয় চিত ॥

পদটিতে “প্রভুর রমণী”র নাম লইতে যেমন সন্দোহ দেখা যায় তাহাতে উহা সমসাময়িকের রচনা বলিয়াই মনে হয়। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও পারতপক্ষে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নাম উল্লেখ করেন নাই—তিনি তত্বতঃ লক্ষ্মী বলিয়া তাঁহাকে লক্ষ্মী নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

পদকল্পতরুদ্বয় চৈতন্যদাস ভণিতাযুক্ত ৪৬৩, ১১৬২ ও ১২৮৫ সংখ্যক পদ তিনটি গদাধরশাখাভুক্ত চৈতন্যদাসের রচনা হওয়া সম্ভব। বাসু ঘোষের মতন এই কবি শ্রীগৌরাঙ্গের গোষ্ঠলীলা বর্ণনায় লিখিতেছেন—

গৌরাঙ্গচান্দের মনে কি ভাব উঠিল ।
 পুরুষ-চরিত্র বুঝি মনেতে পড়িল ॥
 গৌরীদাস-মুখ হেরি উলসিত হিয়া ।
 আনহু ছান্দন ডুরি বোলে ডাক দিয়া ॥
 আজি শুভ দিন চল গোষ্ঠেয়ে যাইব ।
 আজি হৈতে গো-দোহন আরম্ভ করিব ॥
 ধবলী সাওলী কোথা শ্রীদাম স্তদাম ।
 দোহনের ভাণ্ড মোর হাতে দেহ রাম ॥
 ভাবাবেশে বেয়াঁকুল শচীর নন্দন ।
 নিত্যানন্দ আসি কোলে করে সেইক্ষণ ॥
 চৈতন্যদাসেতে বলে ছান্দনের দড়ি ।
 হারাইল গৌরীদাস গোপী কৈল চুরি ॥—পদ ক., ১১৬২

৪৬৩ সংখ্যক পদে কবি তাঁহার সহিত গৌরান্দের অন্তরঙ্গতার কথা বলিতেছেন—

মোহে বিহি বিপরীত ভেল ।
 অভিমানে মোহে উপেখি পহঁ গেল ॥
 কি করিব कह না উপায় ।
 কেমনে পাইব সেই মোর গোরা রায় ॥
 কি করিতে কি না জানি হৈল ।
 পরাণ-পুতলি গোরা মোরে ছাড়ি গেল ॥
 কে জানে যে এমন হইবে ।
 আঁচলে বান্ধিতে ধন সায়রে পড়িবে ॥
 চৈতন্যদাসের সেই হৈল ।
 পাইয়া গৌরান্দ্রচান্দ না ভজি তেজিল ॥

১২৮১ সংখ্যক পদে শ্রীগৌরান্দের ভাবের বর্ণনায় আছে—

আরে মোর গৌরকিশোর ।
 পূরব প্রেম-রসে ভোর ॥
 দু নয়নে আনন্দ-লোর ।
 কহে পহঁ হইয়া বিভোর ॥
 পাওলুঁ বরজকিশোর ।
 সব দুখ দূরে গেও মোর ॥
 চির দিনে পায়লুঁ পরাণ ।
 যৈছন অমিয়া-সিনান ॥
 হেরি সহচরগণ হাস ।
 গাওট চৈতন্যদাস ॥

নরহরি সরকার ও শিবানন্দ সেনের রচনাশৈলীর সঙ্গে ইহা অভিন্ন । প্রভুর-
 অনুরূপ ভাবের কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

রথযাত্রায় আগে যবে করেন নর্তন ।
 তাঁহা এই পদমাত্র করয়ে গায়ন ॥
 সেই ত পরাণনাথ পাইলু
 যাহা লাগি মদন-দহনে নুরি গেহু ॥—চৈ. চ., ২।১

পদকল্পতরুর ২৩ সংখ্যক পদটির কবির নাম পরমেশ্বর । সতীশচন্দ্র রায়

মহাশয় লিখিয়াছেন “পদটির বিশেষত্ব এই যে, উহা পড়িলেই, উহা অদ্বৈত-ভবনে একদা শ্রীমহাপ্রভুর আদেশে অকল্পিত এক কীর্তন-মহোৎসবের সাক্ষাৎ-দ্রষ্টার কৃত বর্ণন বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ জগদ্বন্ধুবাবু তাঁহার উপক্রমণিকায় চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত হইতে পরমেশ্বর সম্বন্ধে যে সকল উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত এই পরমেশ্বর দাস শ্রীমহাপ্রভুর প্রায় সমসাময়িক বলিয়াই জানা যায়।”—পদ ক., ভূমিকা পৃ. ১৪৮। পদটি এই—

একদিন পছঁ হাসি অদ্বৈত-মন্দিরে আসি

বসিলেন শচীর কুমার।

নিত্যানন্দ করি সঙ্গে অদ্বৈত বসিয়া রঙ্গে

মহোৎসবের করিলা বিচার ॥

শুনিয়া আনন্দে হাসি সীতা ঠাকুরাণী আসি

কহিলেন মধুর বচন।

তা শুনি আনন্দ-মনে মহোৎসবের বিধানে

বোলে কিছু শচীর নন্দন ॥

শুন ঠাকুরাণি সীতা বৈষ্ণব আনিয়ৈ এথা।

আমন্ত্রণ করিয়া যতনে।

যেবা গায় যেবা বায় আমন্ত্রণ করি তায়

পৃথক্ পৃথক্ জনে জনে ॥

এত বলি গোরী রায় আজ্ঞা দিল সভাকায়

বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণ।

খোল করতাল লৈয়া অগুরু চন্দন দিয়া

পূর্ণ-ঘট করহ স্থাপন ॥

আরোপণ কর কলা তাহে বাক্সি ফুলমালা

কীর্তন-মণ্ডলী কুতূহলে।

মালা চন্দন গুয়া ঘৃত মধু দধি দিয়া

খোল-মঙ্গল সঙ্ঘাকালে ॥

শুনিয়া প্রভুর কথা প্রীতে বিধি কৈল যথা

নানা উপহার গন্ধবাসে।

সভে হরি হরি বোলে খোল-মঙ্গল করে

পরমেশ্বর দাস রসে ভাষে ॥—পদ ক., ২৩

সীতাঠাকুরাণী গৌরচন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেন তাহা বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বর্ণনা করিয়াছেন (চৈ. ভা., ২।১২।২২৭)। ১৮০২-১০ খ্রীষ্টাব্দে বুকানন হামিলটন **Purnea Report**য়ে (পৃ. ২৭৩) লিখিয়াছেন যে অষ্টমত-পত্নী সীতাঠাকুরাণী Sita devi wife of Advaita had established Sakhibhav vaishnav cult সখীভাব বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্থাপন করেন ও ঐ সম্প্রদায়ের লোক স্ত্রীলোকের বেশ গ্রহণ করিয়া জঙ্গলীটোলায় (গোড়ে) ভজন করে ইহা তিনি দেখিয়াছেন।

পদকল্পতরুধৃত ২৩৫৮ সংখ্যক পদটি গৌরীদাস পণ্ডিতের ভাই নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত কৃষ্ণদাসের রচনা হওয়ার সম্ভাবনা। দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনায় ইহার সম্বন্ধে লিখিত আছে—“গৌরীদাস পণ্ডিতের অমুজ কৃষ্ণদাস।” কৃষ্ণদাস-রুত পদে গৌরীদাস পণ্ডিতের বাড়ীতে গৌর-নিত্যানন্দের বিগ্রহ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার সমসাময়িক বিবরণ রহিয়াছে।

ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী গোরা নাচে কিরি কিরি
নিত্যানন্দ বলে হরি হরি।

কান্দি গৌরীদাস বলে পড়ি প্রভুর পদতলে
কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী ॥

আমার বচন রাখ অধিকা নগরে থাক
এই নিবেদন তুয়া পায়।

যদি ছাড়ি যাবে তুমি নিশ্চয় মরিব আমি
রহিব সে নিরখিয়া কায় ॥

তোমরা যে দুটি ভাই থাক মোর এই ঠাকুরি
তবে সভার হয় পরিচয়।

পুন নিবেদন করি না ছাড়িহ গৌরহরি
তবে জানি পতিত-পাবন ॥

প্রভু কহে গৌরীদাস ছাড়হ এমত আশ
প্রতিমূর্তি সেবা করি দেখ।

তাহাতে আছিয়ে আমি নিশ্চয় জানিহ তুমি
সত্য মোর এই বাক্য রাখ ॥

এত শুনি গৌরীদাস ছাড়ি দীর্ঘনিশ্বাস
ফুকরি ফুকরি পুন কান্দে।

পুন সেই দুই ভাই প্রবোধ করয়ে তায়
তমু হিয়া থির নাহি বান্ধে ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান

কহে দীন কৃষ্ণদাস

চৈতন্য-চরণে আশ

দুই ভাই রহিলা তথায় ।

ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে

বন্দী হৈলা দুইজনে

ভকত-বৎসল তেঞি গায় ॥—পদ ক., ২৩৫৮

মুরারি গুপ্তের কড়চাতেও এই মূর্ত্তিস্থাপনের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে—

ততো নিত্যানন্দগৌরচন্দ্রৌ সর্কেশ্বরেখরৌ ।

জয়তাং গৌরীদাসাখ্য পণ্ডিতস্ত গৃহে প্রভুঃ ॥

তস্ত প্রেম্না নিবন্ধৌ তৌ প্রকাশ্যকচিরাং শুভাম্ ।

মূর্ত্তিং স্বাং স্বাং রসৈঃ পূর্ণাং সর্কশক্তিসমগ্নিতাম্ ॥

দদতঃ পরমপ্রীতৌ নিবসন্তৌ যথাস্থগম্ ।

তাভ্যাং সহ ভুক্তবস্ত্রাবলম্ব্য বিবিধঃ রসম্ ॥—৪।১৪। ১২-১৪

During Sri Chaitanya's lifetime worship of his image had started

শ্রীচৈতন্যের জীবনকালেই যে তাঁহার মূর্ত্তিপূজার প্রচলন হইয়াছিল তাহার প্রমাণ মুরারি গুপ্ত ও কৃষ্ণদাসের রচনায় পাওয়া যায় ।

এই গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে “ভক্তগণের পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব”—শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িকদের মধ্যে ১৬ জনের কবিতা শ্রীরূপ-গোস্বামিসঙ্কলিত পদ্মাবলীতে এবং ২২ জনের পদ পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে । ইহা ছাড়া ২৪ জন সমসাময়িক ভক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন ।

মুরারি গুপ্ত, সার্কভৌম ভট্টাচাৰ্য্য, রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভৃতি কয়েকজন 58 companions of Sri Chaitanya had written on him during his lifetime which is an astounding number.

শ্লোকাদিও লিখিয়াছেন, গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন । সর্কসমেত ৫৮ জন শ্রীচৈতন্যসহচর কবিগণাতি লাভ করিয়াছেন । কন্ফুশিয়াস্ হইতে আরম্ভ করিয়া মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি পর্যন্ত অল্প কোন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রবর্তকের সঙ্গীদের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক কবি দেখা যায় না । শ্রীচৈতন্যের সহচরদের একরূপ বৈশিষ্ট্যের প্রধান কারণ এই যে, পূর্ণচন্দ্র উদয়ে সমুদ্র যেমন উদ্বেল হইয়া উঠে, চৈতন্যচন্দ্রের দর্শনেই তেমনি তাঁহার পারিষদগণের ভাবসমুদ্র উথলিয়া উঠিত এবং তাঁহাদিগকে কবিতা-রচনায় অল্পপ্রেরিত করিত । সদাশিব কবিরাজ, পুরুষোত্তমদাস ও কাহ্ন ঠাকুরের মতন পিতামহ, পিতা ও পুত্র একসঙ্গে ভক্ত হওয়া অথবা গোবিন্দ-মাধব-বাহুদেব ঘোষের মতন তিন ভাই একসঙ্গে কবি হওয়াও জগতের ইতিহাসে দুর্লভ । শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িকদের রচনা পাঠ করিবার সময়ে এই কথাটি মনে রাখিলে আর বহু ভাব ও ঘটনাকে অস্বাভাবিক বা অতিরঞ্জিত মনে হইবে না ।

তৃতীয় অধ্যায়

Chapter 3

মুরারি গুপ্তের কড়চা

Kadcha / Biography by Murari Gupta

আদিম শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠীতে মুরারির স্থান

Place of Murari Gupta in the companion of Sri Chaitanya

মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলার একজন প্রধান পরিকর। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (১৭৬-৭২) বর্ণিত আছে যে একদিন শ্রীচৈতন্য ঐশ্বর্য্যভাবে অদ্বৈত-শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে কৃপা করিতেছেন, এমন সময়ে অদ্বৈত মুরারি ও মুকুন্দের দাস্ত্যভাবের প্রশংসা করিলেন। তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু মুরারির সম্বন্ধে বলিলেন, “মুরারির মনে ভক্তিরস সিদ্ধ হয় না; কেন-না রত্নের দুর্গন্ধের গায় অতিকটু অধ্যাত্ম ভাবনায় ইহার আগ্রহ রহিয়াছে। অতাপি অনুরূপ বাশিষ্ঠ-বিষয়ে (যোগবাশিষ্ঠ) ইহার অত্যন্ত উৎসাহ রহিয়াছে।” অদ্বৈত জিজ্ঞাসা করিলেন, “অধ্যাত্ম যোগের দোষ কি?” মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, “যাহার নিঃশ্রেয়সেশ্বর ভগবান্ হরিতে ভক্তি আছে, সে যেন অমৃতের সাগরে ক্রীড়া করে; তাহার পক্ষে আবার খালের জলের প্রয়োজন কি?” তৎপরে মুকুন্দের অপরাধ-সম্বন্ধে আলোচনা হইবার পর অদ্বৈত বলিলেন, “ইহার দুইজন গুরুতর অপরাধ-হেতু বড়ই কষ্ট পাইতেছেন, সুতরাং আপনি ইহাদের মস্তকে চরণ-কমল গ্রস্ত করুন।” মহাপ্রভু তাহাই করিলেন।

The limitation of Adhyatma yoga as per Sri Gouranga

প্রায় অনুরূপ ঘটনা মুরারি গুপ্ত তাঁহার “কড়চায়” (২১৪।২২-২৩) বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তথায় অদ্বৈতের উপস্থিতির বর্ণনা নাই। ফলতঃ মুরারি ২১৫ সর্গে অর্থাৎ মুকুন্দ ও নিজের প্রতি উপদেশ-দানের পর অদ্বৈতের সহিত বিশ্বস্তর মিশ্রের মিলন বর্ণনা করিয়াছেন। মুরারির গ্রন্থে মুরারির প্রতি প্রভুর নাটক-বর্ণিত ক্রোধ-সম্বন্ধে কিছু লেখা নাই। মুকুন্দকে উপদেশ দিবার পর মুরারিকে মহাপ্রভু মাত্র এই বলিয়াছিলেন—

কথং ত্বং কৃতবান্ বৈষ্ণু গীতমধ্যাত্ম-তৎপরম্।

জীবিতে যদি বাঞ্ছাস্তি প্রেম্বি বা তে হরেঃ স্পৃহা।

তদা গীতম্ পরিত্যজ্য কুরু শ্লোকং হরেঃ স্বয়ম্ ॥

—মুরারি, ২১৪।২২-২৩

Adhyatma - a pertaining to the Supreme Being ,
pertaining to the individual soul;
spiritual, metaphysical, physical; Adhyatmatattva
-n knowledge about God, knowledge about the
soul, metaphysics; Adhyatmavid -n one who has
knowledge about God or the soul, a metaphysician
Adhyatmavad -n subjectivism , spiritualism
Adhyatmavadi -(1) a subjectivistic,
spiritualistic, (2) n a subjectivist, a
spiritualist.

এই ঘটনা-বর্ণনার পূর্বে মুরারি নিজগৃহে প্রভুর বরাহ-ভাবের আবেশ বর্ণনা করিয়াছেন (২১২)। বরাহ-ভাব-প্রকাশের পর একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা করিতে নিষেধ করিলে মুরারি বলিয়াছিলেন, “আমি অধ্যাত্ম জানি না ত প্রভু।” তাহার উত্তরে প্রভু বলিলেন, “তং প্রাহ দেবো জানাসি কমলাক্ষাচ্ছ তং হি তং।” অধ্যাত্মবাদের মূলস্তু ছিলেন কমলাক্ষ বা অদ্বৈত ; সূতরাং অদ্বৈতকে ছাড়িয়া মুরারি ও মুকুন্দের প্রতি অধ্যাত্মভাব-প্রচারের জন্ত ক্রোধ করা সম্ভব মনে হয় না। যাহা হউক, এই বিচার হইতে মুরারির সম্বন্ধে একটি তথ্য পাওয়া গেল। সেটি এই যে তিনি মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় গ্রহণ করার পূর্বে অধ্যাত্মবাদী ছিলেন।

Murari's visit to Puri with Advaita when Murari first went to see Sri Chaitanya instead of Jagannath.

কবিকর্ণপুর তাঁহার “শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে” নিম্নলিখিত ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন। একবার মুরারি অদ্বৈতের সহিত পুরীতে গিয়াছিলেন। তিনি নরেন্দ্র-সরোবর পর্য্যন্ত যাইয়া বসিয়া পড়িলেন ও বলিলেন, “আপনাদের দয়ায় এতদূর আসিয়াছি, কিন্তু আর আমার ক্ষমতা নাই। জগন্নাথ-দর্শন করিবার সাহসও নাই ; কেন-না আমি দীনদুঃখী--সুপামর। আপনারা এই কথা প্রভুকে জানাইবেন ; পরে আমার যাইবার ক্ষমতা হয়ত হইবে।” ইহা বলিয়া তিনি সেই স্থানেই স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন (১৫।৭৭।৮৪)। ভক্তগণ যখন শ্রীচৈতন্যের আদেশে জগন্নাথ-দর্শন করিবার পর মহাপ্রভুকে দর্শন করিলেন, তখন তিনি “মুরারি কই, মুরারি কই” জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ভক্তগণ যাইয়া নরেন্দ্র-সরোবরে মুরারিকে খবর দিলেন। মুরারি নয়নজলে আশ্রুত হইয়া ধূলি-ধূসররূপে শ্রীচৈতন্যের নিকট আসিলেন ও পরিহিত বস্ত্রের অর্দ্ধাঞ্চল গলে বাধিয়া তাঁহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন, মুখ দিয়া তাঁহার কোন কথাই বাহির হইল না। শ্রীচৈতন্যও নয়নবারি-দ্বারা মুরারির পৃষ্ঠদেশ সিক্ত করিতে লাগিলেন ও মুরারির অস্পষ্ট কাকুবাদ ও রোদন শুনিয়া বিকল হইয়া পড়িলেন (১৪।১০৩-১১২)।

এই ঘটনা হইতে মুরারির সহিত শ্রীচৈতন্যের সম্পর্ক কিরূপ ঘনিষ্ঠ ছিল তাহা জানা যাইতেছে। আর একটি তত্ত্ব এই ঘটনার দ্বারা বলা হইয়াছে। মুরারি রঘুনাথের উপাসনা করিলেও শ্রীচৈতন্যকে শ্রীরামের সহিত একীভূত-ভাবে দেখিতেন। শিবানন্দ সেন গৌরগোপাল-মন্ত্রের উপাসক ছিলেন (কর্ণপুর নাটক ৯৮, চৈ. চ. ৩২৩)। প্রবাদ, শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা আমাকে বলিয়াছেন যে,

পুরুষাত্মক্রে গৌরমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া আসিতেছেন। শ্রীমন্নরহরি-কথিত ও লোকানন্দ-গ্রথিত গৌরমন্ত্র-বিষয়ক একখানি সংস্কৃত পুস্তকও তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন। কচড়াপাড়ার শিবানন্দ সেন, নবদ্বীপের মুরারি গুপ্ত ও শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার—এই তিন জন খাটি বাঙ্গালী বৈষ্ণব গৌর-পারম্যবাদের প্রথম প্রবর্তক। উল্লিখিত ঘটনার দ্বারা এই গৌর-পারম্যবাদ সূচিত হইয়াছে। অগ্নাত ভক্ত মহাপ্রভুর কথামত আগে জগন্নাথ-দর্শন করিয়া পরে শ্রীচৈতন্য-দর্শন করিলেও মুরারি দৃঢ়চিত্তে আগে জগন্নাথ-দর্শন করিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি সর্বাগ্রে শ্রীচৈতন্য-দর্শন করিবেন সঙ্কল্প করিলেন এবং মহাপ্রভু তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিলেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (২১১১৩৭৪) নিজস্ব ভঙ্গীতে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

New information on Murari Gupta in Sri Chaitanya Bhagavat

শ্রীচৈতন্যভাগবতে মুরারি গুপ্ত-সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন তথ্য পাওয়া যায়—যথা, মুরারির জন্ম হয় শ্রীহট্টে (অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর ২য় সংস্করণ, ১২১৩১) ; তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়িতেন (১৬৩৮) ; তিনি নির্বিরোধ ভাল মানুষ ছিলেন ; বিশ্বস্তরের “আটোপটকার” শুনিয়াও কোন জবাব দিতেন না (১৭১২-১৩) । বিশ্বস্তর অণ্ড সকল পড়ুয়াকে সহজেই হারাইয়া দিতেন ; কিন্তু মুরারির বেলায় “প্রভুভূতো কেহ কারে নারে জিনিবারে ।”

প্রভুর প্রভাবে গুপ্ত পরম পণ্ডিত ।

মুরারির ব্যাখ্যা শুনি হন হরষিত ॥—১৭১২২-৩০

Murari Gupta was elder than Nimai and are in same class in the school, knows many events of Nabadwip, Nimai's first spiritual ecstasy had happened in his home. Devotees of Nabadwip had selected him to write Nimai's sports in Nabadwip and had Nimai's approval of it.

মুরারি গুপ্ত প্রভু অপেক্ষা বয়সে বড় সহাধ্যায়ী ছিলেন, প্রভুর প্রিয়পাত্ররূপে নবদ্বীপ-লীলার অধিকাংশ ঘটনা জানিতেন। তাঁহার গৃহেই সর্বপ্রথমে শ্রীচৈতন্যের আবেশ হয়। তিনি কবিত্ব-গুণসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া প্রভুর নবদ্বীপ-লীলার সময়েই ভক্তগণ স্থির করিয়াছিলেন যে মুরারিই প্রভুর লীলা বর্ণনা করিবেন। মুরারি নিজেই এ বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়াছেন—কড়চা ২৪১২৪-২৬ ।

কবিকর্ণপুরের মহাকাব্যে নারায়ণ গুপ্ত বলিয়াছেন—

কাঁকণ্যমীশ্বর বিধেহি মুরারিগুপ্তে

বক্তুঃ যথার্থি তথৈব চরিত্রমেবঃ ।—৬৪৪

ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন—

যদ যদ্বিষ্ণুতি তদেব সমস্তমেব

শুদ্ধং ভবিষ্ণুতি ভবিষ্ণুতি শক্তিরূপা ।—৬।৪৫

বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায় যে আদিম শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠীতে মুরারির স্থান কত উচ্চে ; তিনি মুরারির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

মুরারির প্রতি সর্ব বৈষ্ণবের প্রীত ।

সর্বভূতে রূপানুতা মুরারির চরিত ॥

যেতে স্থানে মুরারির যদি সঙ্গ হয় ।

সেই স্থানে সর্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময় ॥

Authenticity of Murari's book

মুরারির গ্রন্থের প্রামাণ্য-বিচার

মুরারি গুপ্ত মহাপ্রভুর খুব অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন, প্রমাণিত হইল । কিন্তু ইহা হইতে তাঁহার নামে যে সংস্কৃত বই “অমৃতবাজার” কার্যালয় হইতে ছাপা হইয়াছে তাহার অকৃত্রিমতা প্রমাণিত হয় নাই । মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ঐ গ্রন্থের একখণ্ড পুঁথি ঢাকা উথলী-নিবাসী শ্রীঅদ্বৈতবংশীয় ৬মধুসূদন গোস্বামীর নিকট পাইয়াছিলেন । অতঃপর একখানি পুঁথি বৃন্দাবন হইতে পাওয়া যায় । কিন্তু কাহার নিকট হইতে পাওয়া যায় তাহা প্রকাশ নাই । এই দুই পুঁথি মিলাইয়া ৬শ্রীমদ্রামানন্দ গোস্বামী মহাশয় ১৩০৩ সালে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিত প্রকাশ করেন । ১৩১৭ সালে ইহার ২য় ও ১৩৩৭ সালে বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষের দ্বারা ইহার ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ।

গ্রন্থখানির তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হইলেও ইহাতে অজস্র ভুল রহিয়াছে । কতকগুলি ভুল এমন মারাত্মক যে অর্থগ্রহ করা কঠিন । একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি ।—পূর্বে যে ২।৪।২৪-২৬ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার ২৫ শ্লোকের পূর্বার্ধ নিম্নরূপে ছাপা আছে—

“তথাজ্জাং গুরু দেবেশ তচ্ছত্বা সম্মিতাননঃ ।”

মুরারির গ্রন্থবিচারের পক্ষে শ্লোকটির মানে বুঝা অত্যন্ত প্রয়োজন । আমি কবিকর্ণপুরের মহাকাব্যের সঙ্গে মিলাইয়া উহার পাঠোদ্ধার করিলাম—

“তথাজ্জাং কুরু দেবেশ তচ্ছত্বা সম্মিতাননঃ ।”

এইরূপ ভুল পাঠ থাকায় ও বাঙ্গলা অনুবাদ না থাকায় সাধারণ পাঠকের পক্ষে বইখানি বুঝা স্থানে স্থানে কঠিন হইলেও ভুল পাঠ থাকাতেই বইখানির মূল্য ঐতিহাসিকের নিকট খুব বেশী বিবেচিত হওয়া উচিত। মহাত্মা শিশিরকুমার বা মৃণালবাবু ইচ্ছা করিলেই বইখানি পণ্ডিতের দ্বারা আত্মোপাস্ত সংশোধন করাইয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু এরূপ সংশোধনের উপদ্রবে অনেক সময়েই মূল গ্রন্থের অর্থ বিকৃত হয়। গ্রন্থের প্রথম দুই সংস্করণের শেষে নিম্নলিখিত শ্লোকটি ছিল—

“চতুর্দশশতাব্দীতে পঞ্চ-বিংশতিবৎসরে। আষাঢ়সিতসপ্তম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥”

শ্রীচৈতন্যের জন্ম ১৪০৭ শকে। ১৭২৫ শকে গ্রন্থ শেষ হইলে ইহাতে শ্রীচৈতন্যের জীবনের প্রথম আঠার বৎসরের কথা মাত্র থাকা উচিত। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন সিদ্ধান্ত করেন যে আঠার বৎসরের পরবর্তী যে সমস্ত ঘটনা লিখিত আছে তাহা প্রক্ষিপ্ত। আমি ১৩৩০ সালের সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় বলি যে বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকার অষ্টমবর্ষে ২৬৮ পৃষ্ঠায় ঐ তারিখের পাঠ পঞ্চবিংশতি স্থানে পঞ্চত্রিংশতি দেখা যায়, ১৩৩৭ সালে মুদ্রিত মুরারির গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে পঞ্চত্রিংশতি ছাপা হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় ঐ সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, “শ্রীগৌরান্দ্র ১৪৪১ শকে সম্মাস গ্রহণ করেন। ইহার চারি বৎসর পরে অর্থাৎ ১৪৪৫ শকে তিনি জননী-জন্মভূমি ও জারুবী দেগিবার জন্ত শ্রীনবদ্বীপে গমন করেন। তাহা হইলে এই সময় পর্য্যন্ত প্রভুর লীলা গ্রন্থে থাকিবার কথা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শ্রীপ্রভুর শেষ দ্বাদশ বর্ষের গম্ভীরা লীলার কথাও এই গ্রন্থে আছে। ইহাতে বোধ হয় ১৩৪৫ শকে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয় নাই, তাহার বহুবৎসর পরে মুরারি ইহার শেষ করেন।”

গ্রন্থমধ্যে শুধু গম্ভীরা-লীলার বর্ণনা (৪২৪) নাই, মহাপ্রভুর তিরোধানের উল্লেখও আছে (১২১২-১৪)। ১৩৩৭ সালে লিখিত ভূমিকায় মৃণালবাবু উপরি-উদ্ধৃত মত প্রকাশ করিলেও ১৩৪১ সালের ভাদ্র মাসের “বঙ্গশ্রী” পত্রিকায় শ্রীযুক্ত স্বকুমার সেন বলেন যে গ্রন্থখানি “আনুমানিক ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে রচিত হইয়াছিল।” ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভুর জন্ম, ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহার ২৮ বৎসর পূর্ণ হয়; গ্রন্থের শেষে উল্লিখিত ১৪৩৫ শক আষাঢ় মাস

১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দ হয়। ১৪৩৫ শককে গ্রন্থরচনার কাল বলিয়া স্বীকার না করিয়া আর ৭ বৎসর পরে গ্রন্থরচনার সময় নির্দেশ করিলে ৪১২৪র ঘটনার সহিত কোনরূপে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় বটে, কিন্তু আমি যে তিরোভাবের কাল উল্লেখ করিয়াছি (১১২১২-১৪) তাহার সহিত ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ মিলে না, কেন-না শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল।

গ্রন্থের রচনাকাল-সম্বন্ধে এইরূপ বিভ্রাট দেখিয়া স্বতঃই সন্দেহ হয় যে গ্রন্থখানির আত্মোপাস্ত বোধ হয় অকৃত্রিম নয়। এই সমস্ত সমাধানের জন্ত তিনখানি গ্রন্থের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে।

Author of Bhaktiratnakar - Narahari Chakraborty / Ghanashyam son of Vipra Jagannath

প্রথম “ভক্তিরত্নাকর”। এই গ্রন্থ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য বিপ্র জগন্নাথের পুত্র নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যামদাস-কর্তৃক রচিত (ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ১০৬৭-৬৮) ; স্মরণ্য উহা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে রচিত। ভক্তিরত্নাকরে মুরারির বইয়ের শ্লোক উদ্ধৃত থাকিলে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুরারির বই প্রচলিত ছিল। অবশ্য এইরূপ সন্দেহ করা যাইতে পারে যে অমৃতবাজার কার্যালয়ের ছাপাবই দেখিয়া ভক্তিরত্নাকরে প্রকৃত অধ্যায়াদি বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে কিন্তু এরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই, কেন-না ৮রামনারায়ণ বিজয়ারত্ন ১২২৫ সালে ভক্তিরত্নাকর ছাপেন ও তাহার ৮ বৎসর পরে ১৩০৩ সালে শিশিরকুমার মুরারির বই প্রকাশ করেন।

(১)	দ্বাদশ তরঙ্গ	৭১১	পৃষ্ঠায়	১১১১৬-১৮	মুরারি
(২)	ঐ	৭৬০-৬১	পৃ.	১১২১১-১০	ঐ
(৩)	ঐ	৭৬৩	পৃ.	১১৫-১১	ঐ
(৪)	ঐ	৭৬২	পৃ.	১১৫১৮	ঐ

ভক্তিরত্নাকরে “তেজসারিতিমিরং” পাঠ মুরারিতে “তেজসারিতিমিরা”

(৫)	ভক্তিরত্নাকর	৭৭০	পৃ.	১১৬৪	মুরারি
(৬)	ঐ	৭৮০-৮১	পৃ.	১১৭১৩	ঐ
(৭)	ঐ	৮৪৮-৪৯	পৃ.	২১৩১০-১৬	ঐ
(৮)	ঐ	২৫১	পৃ.	২১৩১২৩	ঐ
(৯)	ঐ	৮৮৫	পৃ.	২১৭১২৭	ঐ

(১০)	ভক্তিরত্নাকর ৮৮৬	পৃ.	২৭৭৮-১৮	মুরারি*
(১১)	ঐ ৮৮৮	পৃ.	২৭৭৮-১৮	ঐ
(১২)	ঐ ২৮৪-৮৫	পৃ.	৪১২১-৫	ঐ
(১৩)	ঐ ২৫২	পৃ.	৪১০১	ঐ

তাহা হইলে ভক্তিরত্নাকর হইতে পাওয়া গেল যে মুরারির গ্রন্থ অন্ততঃ ৪১০ সর্গ পর্য্যন্ত অর্থাৎ মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-দর্শন পর্য্যন্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রচলিত ছিল (১১৩১৪)। তিনি আদি লীলা বলিতে সন্ন্যাস পর্য্যন্ত বুঝিয়াছেন। তাঁহার উক্তি দেখিয়া সন্দেহ হয় যে মুরারি বুঝি শুধু নবদ্বীপ-লীলাই লিখিয়াছেন। এই সন্দেহ আর দুইটি কারণে দৃঢ় হয়। প্রথম হইতেছে এই যে “চৈতন্যচরিতের” বক্তা মুরারি ও শ্রোতা দামোদর পণ্ডিত। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে নীলাচলে দামোদর-স্বরূপের সহিত মহাপ্রভুর মিলনের পর

দামোদর পণ্ডিত শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত।

কথোদ্যানে আসিয়া হইলা উপনীত ॥—৩৩৪০৮-২

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শাস্তিপুর হইতে নীলাচলে যাইবার সময় শ্রীচৈতন্যের চারজন সঙ্গীর মধ্যে দামোদর পণ্ডিতকে সঙ্গী বলিয়াছেন (২৩২০৬)। কবিকর্ণপুর মহাকাব্যে নীলাচল-লীলা-উপলক্ষে দামোদর পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (১৫১০) ; নবদ্বীপ-লীলা-উপলক্ষে মুরারি বা কবিকর্ণপুর কেহই দামোদর পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং আমরা বৃন্দাবনদাসের উক্তিই ঠিক বলিয়া ধরিয়া লইলাম। দামোদর পণ্ডিত যদি লীলা স্বচক্ষে দেখিয়া থাকেন, তবে আর মুরারির নিকট শুনবার প্রয়োজন কি? মুরারি মাঝে মাঝে নীলাচলে আসিতেন আর দামোদর পণ্ডিত প্রায় সর্বদা নীলাচলে থাকিতেন। এ ক্ষেত্রে মুরারির নিকট দামোদর পণ্ডিতের নীলাচল-লীলা শ্রবণ করিতে উৎসুক হওয়া একটু অস্বাভাবিক নয় কি?

Murari Gupta went to Puri for a few occasions and Damodar Pandit almost always stayed at Puri.

* ভক্তিরত্নাকর এই স্থানে শ্রীচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্ৰমে লিখিয়াছেন। ইহা কি লিপিকর প্রমাদ? মুরারির দ্বিতীয় প্রক্ৰমের দশম সর্গে যে শ্লোক (১৬-১৭) ছাপা হইয়াছে তাহা ভক্তিরত্নাকরের ২৪৫ পৃষ্ঠায় “দ্বিতীয়প্রক্ৰমে পঞ্চমসর্গে” লেখা হইল কেন? সর্গের বিভাগ কি অন্তর্যকম ছিল? প্রাচীন পুঁথি কয়েকখানি না পাইলে ইহার সমাধান হইবে না।

মুরারির গ্রন্থের নবদ্বীপ-লীলার পরবর্তী ঘটনার বর্ণনায় সন্দিগ্ধ হইবার দ্বিতীয় কারণ হইতেছে কবিকর্ণপুরের মহাকাব্য। কবিকর্ণপুর মহাকাব্যে (২০।৪২) বলিতেছেন যে যিনি আশৈশব প্রভুর চরিত্র- ও বিলাস-বিষয়ে বিজ্ঞ, সেই মঙ্গলকর নামধারী মুরারি নামক কোন ব্যক্তি যে বিলাস-লালিত্য সম্যক্ লিখিয়াছেন, এই আমি শিশু তাহাই দেখিয়া লিখিতেছি। কবিকর্ণ-পুর মহাকাব্যের একাদশ সর্গ পর্যন্ত বর্ণনায় অত্যন্ত নির্ভার সহিত মুরারির গ্রন্থ অন্তর্গত করিয়াছেন। কিন্তু একাদশ সর্গের পর আর তিনি তেমনভাবে মুরারিকে অন্তর্গত করেন নাই। ইহাতে নীলাচল-লীলা-বর্ণনা-বিষয়ে মুরারির গ্রন্থের অকৃত্রিমতায় সন্দেহ দূর হয়।*

এ বিষয়ে সংশয়-সমাদানের পক্ষে লোচনের চৈতন্যমঙ্গল সাহায্য করে। লোচন তাঁহার গ্রন্থের উপাদান যে মুরারির গ্রন্থ হইতে লইয়াছেন তাহা সূত্রখণ্ডের ৭ পৃষ্ঠায় (মৃণালকান্তি ঘোষ-সংস্করণ), আদিখণ্ডের ২৭ পৃষ্ঠায় মধ্যখণ্ডের ৮০ ও ৮৬ পৃষ্ঠায় এবং শেষখণ্ডের ১১৮ পৃষ্ঠায় স্বীকার করিয়াছেন। নীলাচল হইতে মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-দর্শন ও নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পর

* শ্রীযুক্ত বিখরঞ্জন ভাদ্রাডী (Indian Historical Quarterly, March, 1944, পৃ. ১৩২-১৪২) বলেন যে তৃতীয় প্রক্রমের ক্রিয়দংশ, চতুর্থ প্রক্রমের সমগ্র এবং প্রথম প্রক্রমের ২।১২-১৫ এবং ১৬।১৫-১৯ অঙ্ক লোকের লেখা। ঐ লোক লোচনের চৈতন্যমঙ্গল রচনার পূর্বে ঐসব অংশ লিখিয়াছিলেন এবং লোচন উহা স্বীয় গ্রন্থে অকৃত্রিম বলিয়া স্থান দিয়াছেন। "Locana's knowledge up to the 21st canto of the fourth Parakrama of Muraris Book does not establish the fact that Murari himself wrote the whole Kavya. The latter portion might have been added by some other writer before Locana wrote his Caitanya-mangala" (পৃ. ১৩৫)। যদি অপর কেহ উল্লিখিত অংশ লোচনের চৈতন্য-মঙ্গলের পূর্বে যোগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইতিহাসের দিক দিয়া এই যোগ করা অংশের মূল্য কিছু কম হয় না। ভাদ্রাডী মহাশয়ের মতে মুরারির মূল বই ১৪৩৫ শকে বা ১৫১৩ খ্রষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু ঐ গ্রন্থের প্রথম দুই সংস্করণে তো ছাপা হইয়াছিল "পঞ্চবিংশতি বৎসরে"। আমি ১৩৩০ সালের সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় লিখি যে বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় অষ্টম বর্ষের ২৬৮ পৃ. অনুসারে ঐ শব্দ হইবে পঞ্চত্রিংশতি এবং তাহার সাত বৎসর পরে যখন তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তখন 'পঞ্চবিংশতিকৈ', পঞ্চত্রিংশতি করা হয়। ভাদ্রাডী মহাশয় বলেন শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর মুরারির বয়স ৬৫র কাছাকাছি হইয়াছিল, সুতরাং তিনি ঐ বয়সে গ্রন্থ লিখিতে পারেন না; এই যুক্তিও গ্রহণযোগ্য মনে হয় না।

Sri Chaitanya had met Bibhishan after returning from Vrindavan

বিভীষণের সহিত সাক্ষাৎকার-বিষয়ে লোচন মুরারির গ্রন্থের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১। মুরারি—

রাজগ্রামং ততো গত্বা গোকুলং প্রেক্ষ্য বিহ্বলম্।

—৪।২।৫

লোচন—

রাজগ্রাম গিয়া পরে দেখয়ে গোকুল।

সম্মুখিতে নারে হিয়া ভৈগেল আকুল ॥

—শেষখণ্ড, পৃ. ২৫

২। মুরারি—

দ্বাদশৈতদ্বনং রম্যং শ্রীকৃষ্ণপ্ৰীতিদং সদা।

মাহাত্ম্যমেষাং জানন্তি ভক্তা নাগো কদাচন ॥

—৪।৩।৮

লোচন—

কৃষ্ণের বিহার এই দ্বাদশ বনে।

ভক্ত বিনে কেহ ইহার মরম না জানে ॥

শে., পৃ. ২৬

৩। মুরারি—

রাজবাটীং নৈঋতে স্থানানারত্ববিভূষিতাম্।

পূর্বোত্তরাভ্যাং দ্বারৈশ্চ রত্নযজ্ঞৈঃ সমন্বিতাম্ ॥

—৪।৪।৩-৪

লোচন—

কংসের আবাস দেখ পুরীর নৈঋতে।

পূর্বে উত্তরে দুই দ্বার তাহাতে ॥

শে., পৃ. ২৬

৪। মুরারি—

বিভীষণো নামান্ম্যহমিত্যুক্তা প্রযযৌ স চ।

বিপ্রোহপি তেন সার্কঞ্চ যযৌ সৌভাগ্যপৰ্বতম্ ॥

—৪।২।১১৭

লোচন—

বিভীষণ নাম মোর শুনহ ব্রাহ্মণ ।

ইহা বলি চলি যায় রাজা বিভীষণ ।

পাছে যায় তত্ব দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥

শে, পৃ. ১১৪

এই তুলনামূলক বিচারের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে মুরারির বইয়ের ৪১২১ অধ্যায় পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৪১২২, ২৩, ২৪ অধ্যায় ছাড়া অগ্ৰাণ্ণ অংশ লোচনের জানা ছিল। পূর্বে দেখান হইয়াছে যে ভক্তিরহস্যকরে চতুর্থ প্রক্রমের দশম সর্গ পর্য্যন্ত উদ্ধৃত হইয়াছে।

এইবার মুরারির গ্রন্থের অকৃত্রিমতার বিরুদ্ধে পূর্বে যে সংশয় উত্থাপন করিয়াছি বা পূর্নপক্ষ করিয়াছি তাহার উত্তর দিতেছি। দামোদর পণ্ডিতের নীলাচল-লীলা-সম্বন্ধে অনুসন্ধিস্থার অযৌক্তিকতার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে মহাপ্রভুর বিরহে যখন ভক্তগণ কাতর তখন শ্রীবাস ও দামোদর মুরারিকে প্রভুর লীলা বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলেন। মুরারি স্বভাবকবি ছিলেন, লীলাবর্ণন-বিষয়ে প্রভুর কৃপাশক্তি হয়ত পূর্বেই লাভ করিয়াছিলেন, এবং বাল্যাবধি প্রভুকে জানিতেন, সেই জন্ত তাঁহাকে লীলা বর্ণন করিতে অনুরোধ করা স্বাভাবিক। মুরারি প্রভুকে যুগাবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন (১।৪।১৭-২৬), সেই জন্ত তাঁহার লীলা বর্ণনা করিতে যাইয়া পৌরানিক রীতিতে শুক-পরীক্ষিত- এবং শিব-পার্বতী-সংবাদের জায় মুরারি-দামোদর-সংবাদ ভাবে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। মহাপ্রভুর নবদ্বীপের বা নীলাচলের অপর কোন স্থায়ী সঙ্গী যখন লীলা-বর্ণনে অগ্রসর হইলেন না, তখন মুরারির পক্ষে সমগ্র লীলা-বর্ণনাই স্বাভাবিক।

কবিকর্ণপুর মহাকাব্যে একাদশ সর্গের পর মুরারির গ্রন্থ দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেন নাই; তাহার কারণ এই যে, তিনি পিতার নিকট ও অগ্ৰাণ্ণ ভক্তদের নিকট (যথা স্বগ্রামবাসী বাহুদেব দত্ত, নিকটবর্তী কুমারহট্ট-গ্রামবাসী শ্রীবাস, তাঁহার ভাইয়েদের বা শ্রীবাসের বাড়ীর অগ্ৰাণ্ণ লোকের নিকট) নীলাচল-লীলা শুনিয়াছিলেন, তজ্জন্ত মুরারির গ্রন্থকে তাদৃশ নির্ণায়ক সহিত অনুসরণ করেন নাই। তবে মুরারি যেমন শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের

পর দুই চারটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াই গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন কবিকর্ণপুরও তাহাই করিয়াছেন।

মুরারি লীলা-বর্ণনার যে রীতি প্রবর্তন করেন, পরবর্তী সকল চৈতন্য-খ্যায়কই তাহা মানিয়া লইয়াছেন। বৃন্দাবনদাস যে ওড়ন ষষ্ঠীর ঘটনা-প্রসঙ্গে পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধির চরিত্র বর্ণনা করিয়াই গ্রন্থ শেষ করিলেন তাহাও বোধ হয় মুরারি-প্রবর্তিত রীতিরই অনুসরণ। মুরারি যেমন নিত্যানন্দ প্রভুর গোড়-ভ্রমণ বর্ণনা করিয়াছেন, বৃন্দাবনদাসও তাহাই করিয়াছেন। মুরারির ৪।২৪ যদি অকৃত্রিম হয়, তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহাই বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া অন্ত্যখণ্ডের ১৪ হইতে ২০ পরিচ্ছেদ লিখিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী ১।১৩।১৪ পর্যায়ে মুরারির আদিলীলার সূত্রের মাত্র উল্লেখ করিলেও ১।১৩।৪৪ পর্যায়ে বলিতেছেন—

দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।

মুখ্য মুখ্য লীলাসূত্র লিখিয়াছে বিচারি ॥

ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে কবিরাজ গোস্বামী জানিতেন যে মুরারি প্রভুর সকল প্রধান প্রধান লীলারই সূত্র করিয়াছিলেন।

তাহা হইলে সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে যে মুরারির গ্রন্থ যাহা অমৃতবাজার কার্যালয় হইতে ছাপা হইয়াছে তাহা মোটের উপর অকৃত্রিম ও নির্ভরযোগ্য। বৈষ্ণব সমাজে এমন লীলাগ্রন্থ খুবই কম আছে যাহাতে পরবর্তী কালে কোন পরিবর্তনই হয় নাই। সে হিসাবে দুই-চারটি শ্লোক মুরারির গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হইতেও পারে।

Murari Gupta's kadcha was written between 1533 to 1542 as Kabikarnapur at the end part his Srichaitanyacharitamrita mahakavya on 1542 had mentioned that he had followed Murari's kadcha.

মুরারির গ্রন্থ যে ১৪৩৫ শকে, এমন কি ১৫২০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছিও, রচিত হইতে পারে না তাহার প্রমাণ পূর্বে দিয়াছি। এই গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যের লীলাবসানের পর রচিত হইয়াছিল। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্য শেষ করিবার সময়ে লিখিয়াছেন যে তিনি মুরারির গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। মুরারির গ্রন্থ ১৫৩৩ হইতে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল। মহাপ্রভুর তিরোভাবের অল্পকালের মধ্যে তাহার প্রধান প্রধান পরিবারগণ লীলা সংবরণ করেন বলিয়া প্রবাদ। শ্রীবাস ও দামোদর পণ্ডিতের জীবনকালেই মুরারির গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। অনুমান হয় মহাপ্রভুর তিরোধানের দুই বৎসরের মধ্যে গ্রন্থ-লেখা শেষ হয়।

এরূপ অনুমানের কারণ এই যে মুরারির গ্রায় অন্তরঙ্গ ভক্তের পক্ষে শোক সামলাইতে এক বৎসর ও গ্রন্থ রচনা করিতে এক বৎসর লাগিতে পারে। সেকালে রেল ও ছাপাখানা না থাকায় গ্রন্থ প্রচারিত হইতে অন্ততঃ দুই-এক বৎসর লাগিত।

মুরারির মুদ্রিত গ্রন্থের শেষে কালবাচক শ্লোকটি পরবর্ত্তী কালে কেহ বসাইয়া দিয়াছেন। হয়ত তিনি ভাবিয়াছিলেন ১৪৩৫ শকে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বলিলে উহার প্রামাণ্য বাড়িয়া যাইবে। আমি এই প্রবন্ধটি প্রদ্বৈয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে পড়িয়া শুনাইলে তিনি বলেন যে, হয়ত মুরারি ১৪৩৫ শক পর্য্যন্ত কালের লীলাই লিখিয়াছিলেন। পরে মুরারির পরিবারভুক্ত কোন ব্যক্তি হয়ত অবশিষ্ট অংশ ও ভূমিকা প্রভৃতি যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। এ অনুমানের গুরুত্ব আমি স্বীকার করি। তবে মুরারির পরবর্ত্তী কোন ব্যক্তি যদি কিছু যোগ করিয়া থাকেন তাহা হইলে সে কার্য্য লোচনের চৈতন্যমঙ্গল-রচনার পূর্বেই হইয়াছিল বলিতে হয়। কেন-না লোচন মুরারির গ্রন্থের বৃন্দাবন-ভ্রমণাদির অনুবাদ করিয়াছেন। মুরারির কাল হইতে লোচনের গ্রন্থরচনার কালের ব্যবধান ৫০।৬০ বৎসরের বেশী হইবে না। অত অল্প সময়ের মধ্যে মুরারির মত সুপ্রসিদ্ধ ভক্তের গ্রন্থে অপর কেহ কিছু সংযোজনা করিবেন ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তর্কের খাতিরে যদি মানিয়া লওয়া যায় যে, সমগ্র গ্রন্থ মুরারির লেখা নহে তাহা হইলেও যে-সমস্ত অংশের প্রতিধ্বনি কর্ণপুরের মহাকাব্যে আছে সেসব অংশকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। আর যে অংশগুলি লোচনের গ্রন্থে পাওয়া যায় সেগুলিও মোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের রচনা বলিয়া মানিতে হইবে।

Kabikarnapur's debt near Murari

মুরারির নিকট কবিকর্ণপুরের ঋণ

কবিকর্ণপুর নবদ্বীপ-লীলা বিষয়ে মুরারির গ্রন্থকে এমন প্রামাণ্য মনে করিয়াছেন যে অধিকাংশ স্থলে পূর্বোক্ত গ্রন্থের কয়েকটি শব্দ ও ছন্দ মাত্র বদলাইয়াছেন। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

(১) মুরারি—

অথ প্রভাতে বিমলেকরণেহর্কে

স্বয়ং কৃতজ্ঞানবিধির্ঘথাবৎ।

হরিং সমভ্যর্চ্য পিতৃন্ স্মরাদীন
নান্দীমুখশ্রাদ্ধমথাকরোদ্ধিজৈঃ ॥ ১১০১৩

কবিকর্ণপুরের মহাকাব্য—

অথ প্রভাতে বিমলার্কভূষিতে
স্বয়ং কৃতস্নানবিধির্ষথাবিধি ।
প্রভুঃ পিতৃনর্চয়িতুং যথাতথা
নান্দীমুখশ্রাদ্ধমথাকরোদসৌ ॥ ৩৪৮

(২) মুরারি—

গুরৌ স ভক্তিং পরিদর্শয়ন্ স্বয়ং
ফল্গু চক্রে পিতৃদেবতার্চনম্ ।
প্রেতাदिश्ক্ষে পিতৃপিণ্ডদানং
ব্রহ্মাঙ্গুলীরেণুযুতেষু কৃত্বা ॥ ১৬১১১

কবিকর্ণপুর—

অথ স ফল্গুনদী-প্লাবনে যথা-
বিধিবিধয়ে পিতৃন্ সমতর্পয়ং ।
শবমহীভূতি পিণ্ডমদাদ্যো
করুণতোহরুণতোহপ্যরুণেশ্ক্ষণঃ ॥ ৪১৬২

(৩) মুরারি—

স দদর্শ ততো রূপং কৃষ্ণশ্চ ষড়্ভুজং মহং ।
ক্ষণাচ্চতুর্ভুজং রূপং দ্বিভুজঞ্চ ততঃ ক্ষণাৎ ॥ ২১৮২৭
(সঃ অর্থাৎ নিত্যানন্দ ।)

কবিকর্ণপুর—

পুরঃ ষড়্ভির্দোভিঃ পরমকুচিরং তত্র চ পুন-
শ্চতুর্গাং বাহুনাং পরমললিতোদ্রন মধুরম্ ।
তদীয়ং তদ্রূপং সপদি পরিলোচ্যাস্তু সহস্রা
তদাশ্চর্য্যং ভূয়ো দ্বিভুজমথ ভূয়োহপ্যকলয়ং ॥ ৬১২২

এখানে আর উদাহরণ দিব না। কবিকর্ণপুর কিভাবে মুরারিকে অশ্রুসরণ করিয়াছেন তাহা এই অধ্যায়ের পরিশিষ্টে প্রদত্ত মুরারি ও কর্ণপুরের গ্রন্থের সমঘটনাবর্ণনামূলক শ্লোকের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

মুরারির লীলাবর্ণনের ভঙ্গী

Murari had witnessed most of Nabadwip events related to Nimai and had the conviction that Nimai is God.

মুরারি পরম ভক্ত। তিনি নবদ্বীপ-লীলার অধিকাংশ ঘটনা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। বিশ্বস্তরের ক্রিয়াকলাপ দেগিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল যে তিনি ঈশ্বরের অবতার। মুরারি অবতারের দুই প্রকার ভেদ করিয়াছেন : যুগাবতার ও কার্যাবতার। সত্যযুগে শুরু, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে পৃথু ও কলিতে শ্রীচৈতন্য যুগাবতার (১৪।১৮-২৭)। মংস্ত, কৃষ্ণ, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, ভার্গব, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কঙ্কী—এই দশজন বিশেষ বিশেষ কার্যসাধনার্থ অবতার হইয়াছিলেন (১৪।২৮-৩৩)। মুরারি অবশেষে বলিয়াছেন যে এইরূপ আরও বহু কার্যাবতার আছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী অবতার-তত্ত্বের অগ্ররূপ বিভাগ করিয়াছেন। তিনি লঘু-ভাগবতামৃতে সত্যাদিযুগে যথাক্রমে শুরু, রক্ত, শ্যাম ও কৃষ্ণ অবতারকে যুগাবতার বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শুরু, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণকে যুগাবতার বলা হইয়াছে (১০।৮।১৩)। শ্রীরূপ গোস্বামী লঘু-ভাগবতামৃতে শ্রীচৈতন্যকে পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার মনন্তরাবতার বা যুগাবতারের মধ্যে ধরেন নাই ; কেবল মঙ্গলাচরণে “কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষা কৃষ্ণং” ইত্যাদি ভাগবতের ১১।৫।৩২ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন ও চতুর্থ শ্লোকে

শ্রীচৈতন্য-মুখোদগীর্ণা হরেকৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ ।

মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্ণি বিজয়ন্তাং তদাহব্যাঃ ॥

প্রভৃতি বলিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামীও ঘটসন্দর্ভের প্রারম্ভে “কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষা কৃষ্ণং” বলিয়া মঙ্গলাচরণ করিয়া

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্ ।

কলৌ সঙ্কীর্ণনাট্যৈঃ শ্বঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাপ্রিতাঃ ॥

প্রভৃতি বলিয়াছেন। কিন্তু “শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে” শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীচৈতন্য ও বলরাম যে নিত্যানন্দ এ কথা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে বলদেব বিদ্যভূষণ “কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষা কৃষ্ণং” শ্লোকের টীকায় “অথ কৃষ্ণবর্ণাবস্থা স্বসাক্ষাৎকৃত-পাদানুজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশ্চ বিজয়ব্যঞ্জনং মঙ্গলম্” বলিয়াছেন এবং “অঙ্গৈতি নিত্যানন্দাঈবর্তৌ উপাঙ্গৈতি শ্রীবাস-পণ্ডিতাদয়ঃ”-রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতবংশাবতংস পণ্ডিতবর মদনগোপাল গোস্বামী উহার বাঙ্গালা অনুবাদ এইরূপ করিয়াছেন—“যিনি সাধারণ দৃষ্টিতে গৌরকান্তি হইয়াও ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে শ্যামসুন্দররূপে

বিভাত, অদ্বৈত-নিত্যানন্দ ষাঁহার অঙ্গ, শ্রীবাসাদি ষাঁহার উপাঙ্গ, হরিনাম ষাঁহার অঙ্গ, এবং গদাধর, গোবিন্দ প্রভৃতি ষাঁহার পার্শ্বদ, স্থিরবুদ্ধি সাধুগণ সঙ্কীৰ্ত্তন-যজ্ঞদ্বারা সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে অৰ্চনা করিয়া থাকেন।”

মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যকে যুগাবতার ও ১৫১৪ শ্লোকে “হরৈরংশঃ” বলিয়াছেন। তিনি ১১২১২২-এ শ্রীচৈতন্যকে “ভগবান্ স্বয়ম্,” এবং ১১৫১১ ও অন্যান্য বহু স্থানে হরি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ২১১৫ শ্লোকে তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

চৈতন্যচন্দ্র তব পাদসরোজযুগ্মং
দৃষ্ট্বাপি যে অয়ি বিভো ন পরেশবুদ্ধিम् ।
কুর্কৃন্তি মোহবশগা রসভাবহীনা-
স্তে মোহিতা বিতর্ভবৈভবমায়য়া ॥

“হে চৈতন্যচন্দ্র ! তোমার পাদপদ্ম দর্শন করিয়াও যাহারা তোমাতে পরেশ-বুদ্ধি করে না, তাহারা তোমার বৈভবমায়ায় মোহিত।”

Three distinctive features of Murari Gupta's writing from other biographers of Sri Chaitanya

মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যকে যুগাবতার বলিলেও বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি পরবর্তী লীলা-লেখকের সহিত তাঁহার তিনটি বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়।

(ক) মুরারি শ্রীচৈতন্যকে চতুর্ভূজ-বিষ্ণুরূপে প্রণাম করিয়াছেন। যথা—

নমামি চৈতন্যমজং পুরাতনং
চতুর্ভূজং শঙ্খগদাজচক্রিণম্ ।
শ্রীবৎস-লক্ষ্মীদ্বিতবক্ষসং হরিং
সদ্ভালসংলগ্নমণিং স্তবাসসম্ ॥—১১১১৪

স্বরূপ দামোদর, বৃন্দাবনদাস হইতে আরম্ভ করিয়া বলদেব বিজ্ঞানভূষণ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবস্বরূপ দেখিয়াছেন।

(খ) মুরারি শ্রীচৈতন্যের ভগবৎ-আবেশের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা পরবর্তী বৈষ্ণব-সমাজ গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন যে ভগবানের ধ্যান, কীর্ত্তন ও শ্রবণ হইতে স্তমহাত্মন্ লোকের হৃদয়ে হরির প্রবেশ হয় এবং তখন তাহারা আত্মদেহ-বিস্মৃত হইয়া হরির অনুসরণ করেন (১৮১২-১০)।

কিছুকাল পরে তাঁহাদের আবার বাহজ্ঞান হয় ও তাঁহারা সহজভাবে কর্ম করেন। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি গোপসাক্ষীদের তাদাত্ম্য, কৃষ্ণ-কর্তৃক নারদকে তেজ দেখান, এবং শিবের নিকট রামের বিশ্বরূপ দেখাইবার কথা বলিয়াছেন। কৃষ্ণ ও রামের দৃষ্টান্ত দেওয়া সত্ত্বেও তিনি কোন্ মতামুসারে এই প্রসঙ্গে “ভক্তদেহো ভগবতো হ্যত্মা চৈব ন সংশয়ঃ” বলিলেন বুঝিতে পারিলাম না।

(গ) মুরারি দেবগণ-কর্তৃক শচীর গর্ভস্থতি, শচী ও জগন্নাথের নৃপুং-ধ্বনি শ্রবণ প্রভৃতি কথা লিখিলেও তিনি নিমাইকে শিশুকাল হইতে ভক্তরূপে বর্ণনা করেন নাই। ১৮৮১৫ শ্লোকে হরিকীর্তনতৎপর ভক্তবৃন্দের দ্বারা সমাবৃত হইয়া মরণোন্মুখ পিতার নিকট আসাকে গয়া যাইবার পূর্বে নিমাইয়ের কীর্তন করার অভি্যাসের প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা যায় কিনা সন্দেহ। মৃত্যুকালে হরিনাম শোনানো সনাতন প্রথা। তিনি দেখাইয়াছেন যে গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের বহু পূর্বে কেবলমাত্র একবার তিনি মাতাকে একাদশীব্রত-পালনের উপদেশ-কালে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ শিশু বিশ্বস্তরের অন্তর্চিস্থানে উপবেশন-কালে দত্তাত্রেয়-ভাব হইয়াছিল। মুরারি যে নবদ্বীপ-লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে আবেশের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে অলৌকিক কিছুই বর্ণনা নাই। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-বিষয়ে তাঁহার ও অত্যাগত লেখকের (সম্ভবতঃ গোবিন্দ কর্মকার ছাড়া) ব্যক্তিগত কোন জ্ঞান ছিল না। ঐ লীলাপ্রসঙ্গে মুরারি বলিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যের স্পর্শে সাতটি তমালবৃক্ষ শাপমুক্ত হইয়া গন্ধর্ব্বরূপে নিজশাসনে চলিয়া গেল। শ্রীচৈতন্যলীলার ঐতিহ্য-বিচারে আমি নবদ্বীপ-লীলা-বিষয়ে মুরারির বর্ণনাকে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণিক বলিয়া মানিয়া লইব। ঐ প্রসঙ্গে মুরারির উক্তির সহিত অন্তের বর্ণনার বিরোধ হইলে মুরারিকেই স্বীকার করিব।

Kabikarnapur has followed Murari's writings

কবিকর্ণপুর-কর্তৃক মুরারিকে অনুসরণ

কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যের অধিকাংশ তথ্য যে মুরারি গুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত হইতে লওয়া তাহা নিম্নে প্রদত্ত তুলনামূলক তালিকা হইতে প্রমাণিত হইবে। মুরারিকে মু. ও কর্ণপুরকে ক. বলিয়া উল্লেখ করা হইল।

মু. প্রথম প্রক্রম	ক. দ্বিতীয় সর্গ	মু. প্রথম প্রক্রম	ক.
২।১-৩	১৫	নবম সর্গ	তৃতীয় সর্গ
২।৫	১৭	৬	৬-৭
২।৬	১৮	৯	১২
২।৭	১৯	১১	১৫
২।৮	২০	১৪	১৮
২।৯	২১	১৬	২০
৫।২৩	৫৬	১৭	২১-২২
৫।২৭	৫৭	১৮	২৩
৬।৭	৬০	২১	২৪
৬।২১-২২	৭৫-৭৬	২৩	২৬
৬।২৩-২৫	৭৮-৭৯	২৪	২৭
৬।৩০	৮২, ৮৫	২৫	২৮
৬।৩৩-৩৫	৮৭-৮৯	২৬	২৯-৩০
৭।৫	৯২	২৮	৩৫-৩৬
৭।৬	৯৩	৩২	৩৮
৭।৭	৯৬	৩৩	৩৯
৭।৯	৯৯	৩৪	৪০-৪১
৭।১৪	১০৫	৩৬	৪৩
৭।২০	১১০	৩৭	৪৪
৭।২১-২৪	১১১-১১৫		
৮।১৬	১১৮	মু. দশম সর্গ	ক. তৃতীয় সর্গ
৮।১৭	১১৯	২	৪৭
৮।২০	১২১	৩	৪৮
		৪	৪৯
		৫	৫০
মু. প্রথম প্রক্রম	ক.	৬	৫১
নবম সর্গ	তৃতীয় সর্গ	৭	৫২
২	২	৮	৫৩
৩	৩	৯	৫৪
৫	৫		

মু. দশম সর্গ	ক. তৃতীয় সর্গ	মু. প্রথম প্রক্ৰম	ক. তৃতীয় সর্গ
১০	৫৫	দ্বাদশ সর্গ	
১১	৫৬	৪	১১৮
১৩	৫৭	৭	১১৯
১৬	৬০, ৬১	৮	১২০
১৭	৬২	৯	১২১
১৯	৬৫	১০	১২২
২০	৬৬	১২	১২৩-১২৪
২২	৬৭		
২৩	৬৮	মু. ত্রয়োদশ সর্গ	ক. তৃতীয় সর্গ
২৫	৬৯	২	১২৭
২৭	৭২	৩	১২৮
		৪	১২৯
মু. একাদশ সর্গ	ক. তৃতীয় সর্গ	৫	১৩০
১	৭৩	১০	১৩২
২	৭৪	১৪	১৩৩
৬	৮৩	১৭	১৩৫
৭	৮৪, ৮৭		
৮-৯	৮৮		
১১	৯১	মু. পঞ্চদশ সর্গ	ক. চতুর্থ সর্গ
১২	৯২	১	৫
১৬	৯৪-৯৫	২	৬-৯
১৭	৯৬	৩	১৫
১৮	৯৭	১১	৫২
১৯	৯৮	১৪	৫৪
২০	৯৯	১৬	৫৬
২১	১০০	১৭	৫৮ (ভাষা
২২	১০২		এক)
২৩	১০৩	১৮	৫৯
২৪	১০৪	১৯	৬১

মু. ষোড়শ সৰ্গ	ক. চতুৰ্থ সৰ্গ	মু. ২১দ্বিতীয় সৰ্গ	ক. পঞ্চম সৰ্গ
১	৬২	১৭	১৯
২	৬৩	২১-২৪	২০-২১
৬-৭	৬৫		
৮	৬৬	মু. ২১দ্বিতীয় সৰ্গ	ক. ষষ্ঠ সৰ্গ
৯	৬৭	২৮	৩
১১	৬৮-৭১	২৯	৪
		৩১	৫

দ্বিতীয় প্ৰক্ৰম

মু. ২১প্ৰথম সৰ্গ	ক. পঞ্চম সৰ্গ	মু. ২১তৃতীয় সৰ্গ	ক. ষষ্ঠ সৰ্গ
৯	২	৫	৬
১১	৩	৬	৭
১২	৪	৭	৮
১৩	৫	৮	৯
১৪	৬	১১	১২
১৫	৭	১৩	১৩
১৬	৮	১৫	১৪
১৯	৯	১৬	১০-১৬
২২	১০	২০	১৫
২৪	১১	২১	১৬
২৫	১২	২৩	১৭
২৬	১৩	২৪	১৯
২৭	১৪	২৫	২১
		মু. ২১চতুৰ্থ সৰ্গ	ক. ষষ্ঠ সৰ্গ
		২	২৩
মু. ২১দ্বিতীয় সৰ্গ	ক. পঞ্চম সৰ্গ	৩	২৪-২৫
১১	১৫	৪	২৬
১৩	১৬	৫	২৭
১৫	১৭	৬	২৮
১৬	১৬	৭	২৯

শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান

মু. ২। চতুর্থ সর্গ	ক. ষষ্ঠ সর্গ	মু. ২। পঞ্চম সর্গ	ক. ষষ্ঠ সর্গ
৮	৩০	১৪-১৫	৬১
৯	৩১	২০	৬৩
১০	৩২	২২	৬৪
১২	৩৫	২৩	৬৫
১৪	৩৬	২৫	৬৬
১৫	৩৭	২৮	৬৮
১৭	৩৮	৩০	৬৯
১৯	৩৯	৩২	৭০
২০	৪০		
২১	৪১	মু. ২। ষষ্ঠ সর্গ	ক. ষষ্ঠ সর্গ
২২	৪২	১	৭১
২৩	৪৩	৩	৭২
২৪	৪৪	৫	৭৩
২৬	৪৫-৪৬	৭	৭৪
২৭-২৮	৪৭	১০	৭৫
		১২	৭৬
মু. ২। চতুর্থ সর্গ	ক. ষষ্ঠ সর্গ	১৩	৭৭
২৮-৩১	৪৮	১৪	৭৮
৩৩	৪৯	১৭	৭৯
৩৪-৩৫	৫১	১৯	৮০
মু. ২। পঞ্চম সর্গ	ক. ষষ্ঠ সর্গ	২০	৮১
১	৫৩	২১	৮২
২	৫৪	২৩	৮৩
৫	৫৫	২৫	৮৪
৬	৫৬	২৬	৮৫
৭	৫৭		
৯	৫৮	মু. ২। সপ্তম সর্গ	ক. ষষ্ঠ সর্গ
১১	৫৯	১	৮৭
১২	৬০	২	৮৮
		৮	১০০

মুন্সি গুপ্তের কড়া

৯১

মু. ২। সপ্তম সর্গ	ক. ষষ্ঠ সর্গ	মু. ২। নবম সর্গ	ক. সপ্তম সর্গ
২১	১০২	১৩	২৫
২২	১০৩	১৪	২৯
২৫	১০৪		
২৭	১০৫	মু. ২। নবম সর্গ	ক. সপ্তম সর্গ
		২০	৩২
		২১	৩৫
মু. ২। অষ্টম সর্গ	ক. ষষ্ঠ সর্গ	মু. ২। দশম সর্গ	ক. সপ্তম সর্গ
২	১০৬	১	৩৭
৩	১০৭	২	৪৮
৪	১০৮	৩	৪৯-৫০
৫	১০৯	৪	৫১
৭	১১০	৫	৫২
৮	১১১	৬	৫৪
১১	১১২	৭	৫৫-৫৬
১৮	১১৭	৯	৫৭
২০	১১৮	১০	৫৮
২৩	১১৯	১৬	৬৬
২৪	১২০	১৯	৬৭
২৫	১২১	২০	৬৮
২৭	১২২	২১	৬৯
২৮	১২৩	২২	৭০
		২৩	৭১
		২৫	৭৫
মু. ২। নবম সর্গ	ক. সপ্তম সর্গ	মু. ২। একাদশ সর্গ	ক. সপ্তম সর্গ
৩	১	১	৭৬
৪	২-১১	৪	৭৭
৫	১২	৬	৭৮
৬	১৩-১৪		
৮	১৫-২০		
১২	২৩-২৪		

৯২

শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান

মু. ২। একাদশ সর্গ	ক. সপ্তম সর্গ	মু. ২। ত্রয়োদশ সর্গ	ক. অষ্টম সর্গ
৭	৭৯	১৩	৯
৮	৮০	১৮	১২-১৪
৯	৮১	২১	১৫
১০	৮৪		
১২	৮৫	মু. ২। চতুর্দশ সর্গ	ক. অষ্টম সর্গ
১৩	৮৬	২	১৯, ২১
১৫	৮৭	৪	২৩
১৭	৮৮, ৯০	৫	২৪
২১	৯১	৬	২৫
২২	৯২	৭	২৬, ২৭
২৩	৯৩	৮	২৮
২৪	৯৪	১০	২৯
২৫	৯৫	১৩	৩৩
		১৪	৩৫
মু. ২। দ্বাদশ সর্গ	ক. সপ্তম সর্গ	১৫	৩৬, ৫১
৩	৯৭	১৬	৩৮
৭	৯৮	১৭	৩৯, ৪০
৮	৯৯	১৮	৪২-৪৪
৯-১১	১০০	২২	৫০
১৪	১০৪-১০৫	২৩	৫৪
মু. ২। ত্রয়োদশ সর্গ	ক. অষ্টম সর্গ	মু. ২। পঞ্চদশ সর্গ	ক. অষ্টম সর্গ
৬	১	৩	৫৬
৭	২		
৮	৩	মু. ২। পঞ্চদশ সর্গ	ক. একাদশ সর্গ
৯	৪	৯	৭
১০	৬	১০	৮
১১	৭	১২	৯
১২	৮		

মুরারি গুপ্তের কড়চা

৯৩

মু. ২। ষোড়শ সর্গ	ক. একাদশ সর্গ	মু. ৩। তৃতীয় সর্গ	ক. একাদশ সর্গ
৬-৭	২৪-২৭	৬, ৭	৫৯
৯	২৮	১০	৬০
১৩	৩৫	১৭	৬১ (একই ভাষা)
১৯	৩৮	১৮	৬১
মু. ২। সপ্তদশ সর্গ	ক. একাদশ সর্গ	২০	৬২-৬৩
৫	৩৮		
৭	৩৯		
১২	৪০	মু. ৩। চতুর্থ সর্গ	ক. একাদশ সর্গ
		৪	৬৩ (একই ভাষা)
মু. ১। অষ্টাদশ সর্গ	ক. একাদশ সর্গ	১৫	৬৫ (একই ভাষা)
১	৪১	২৫	৭০
৩	৪২	২৬	৭১
৭	৪৩	৩০	৭২
১২	৪৩	৩১-৩৩	৭৩
১৪	৪৪	৩৫-৩৬	৭৫
১৭	৪৫		
১৯	৪৬		
২৫	৪৭		
মু. ৩। প্রথম সর্গ	ক. একাদশ সর্গ	মু. ৩। পঞ্চম সর্গ	ক. একাদশ সর্গ
১৯	৫০	১	৭৬
		১১	৮০
মু. ৩। দ্বিতীয় সর্গ	ক. একাদশ সর্গ	১৪-১৫	৮১
১	৫১ (একই ভাষা)	মু. ৩। ষষ্ঠ সর্গ	ক. একাদশ সর্গ
৪	৫২	৩	৭৮
৯	৫৬		
মু. ৩। তৃতীয় সর্গ	ক. একাদশ সর্গ	মু. ৩। একাদশ সর্গ	ক. দ্বাদশ সর্গ
১	৫৭	৪-৫	১২
		১৬	৬

৯৪

শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান

মু. ৩। দ্বাদশ সর্গ	ক. দ্বাদশ সর্গ	মু. ৩। চতুর্দশ সর্গ	ক. দ্বাদশ সর্গ
৭	১০-১২	৩	১০৬
৯	১৫-১৬	৪	১০৭
১২	২৪	৭	১১৮
১৩	৩১-৩২		
১৭	৮৬-৮৭		
		মু. ৩। পঞ্চদশ সর্গ	ক. ত্রয়োদশ সর্গ
মু. ৩। ত্রয়োদশ সর্গ	ক. দ্বাদশ সর্গ	৭	৩
১৭	৯৭	১০	৪
মু. ৩। চতুর্দশ সর্গ	ক. দ্বাদশ সর্গ		
১	১০৪	ইহার পর আর কোন মিল নাই।	

চতুর্থ অধ্যায়

Sri Chaitanya in the writings of Kabikarnapur

কবিকর্ণপুরের গ্রন্থসমূহে শ্রীচৈতন্য

পরমানন্দ সেন সুপ্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যপারিষদ শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপুর।

তিনপুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর ॥—চৈ. চ., ১।১০।৩০

কর্ণপুর নাম নহে ‘কবিরত্ন’, ‘কবিশেখরের’ মতন উপাধি। শব্দটির অর্থ কর্ণের
অলঙ্কার। শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।২২।২৫) ‘হরেমুহুন্তং পর-কর্ণপুর-গুণাভিধানেন’
অর্থাৎ হরিতত্ত্বগণের কর্ণপুর বা কর্ণের অলঙ্কার-স্বরূপ শ্রীহরির গুণাবলী
পুনঃ পুনঃ কীর্তনের কলে—এইরূপ প্রয়োগ আছে। সম্ভবতঃ এই প্রয়োগ
দেখিয়াই পরমানন্দ সেনকে কর্ণপুর উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য-
চন্দ্রোদয় নাটকে কবি নিজের নাম পরমানন্দদাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—
“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশ্চ প্রিয়পার্ষদশ্চ শিবানন্দসেনশ্চ তনুজেন নিম্নিতং পরমানন্দদাস-
কবিনা” (নান্দ্যন্তে সূত্রধারের উক্তি)। তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
মহাকাব্যের শেষে আছে যে তিনি শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র—

ইহ পরমকুপালোগৌরচন্দ্রশ্চ কোহপি

প্রণয়-রসশরীরঃ শ্রীশিবানন্দসেনঃ

ভূবি নিবসতি তস্তাপত্যমেকং কণীয়-

সুতংকৃতপরমগোপ্যচ্চিত্রং মেতং প্রবন্ধম্ ॥—২০।৪৬

গৌরগণোদ্দেশদীপিকাতেও কবি “পিতরং শ্রীশিবানন্দং সেনবংশপ্রদীপকং”
বলিয়া উল্লেখ করিয়া নিজের নাম শ্রীপরমানন্দদাস লিখিয়াছেন (শ্লোক ৫)।
শ্রীকৃষ্ণাঙ্কিককৌমুদীতে তিনি পরমানন্দদাস ও কবিকর্ণপুর উভয় নামই
লিখিয়াছেন। কবি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কার-গ্রন্থ অলঙ্কারকৌস্তভ আরম্ভ
করিয়াছেন—“স্বানন্দরসমতৃষ্ণঃ কৃষ্ণচৈতন্যবিগ্রহো জয়তি” বলিয়া। গৌর-
গণোদ্দেশদীপিকায় (তৃতীয় শ্লোকে) নিজের গুরু শ্রীনাথকে শ্রীচৈতন্যের
দয়িত বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন এবং শেষে (২১০-২১১ শ্লোকে) শ্রীনাথের
ভাগবতসংহিতার ব্যাখ্যার কথা ও কৃষ্ণদেবমূর্তি-সেবার কথা বলিয়াছেন।

অলঙ্কারকৌস্তভে (১০।৫৮) ঐ টীকা হইতে একটি বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর প্রারম্ভে (শ্লোক ৫) তিনি স্বগুরুর ভাগবত-ব্যাখ্যার গুণগান করিয়া লিখিয়াছেন—“আমরা শ্রীনাথ নামাভিধেয় সদগুরুকে স্তুতি করি, যিনি ব্রাহ্মণবংশের চন্দ্র, যিনি বিশ্বের রত্নভূষণ, যিনি প্রভু গৌরাক্ষের প্রিয় অন্তরঙ্গজন, তাঁহার মুখনিঃসৃত মধুর বৃন্দাবনের পরম রস-রহস্যযুক্ত কথাসরিং পান করিয়া এই জগতে কে না আনন্দিত হয়?”

শ্রীনাথের ‘শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা’ নামী ভাগবত টীকায় লিখিত আছে—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মতানুসারি, যৎকিঞ্চিদশ্মিন্নসমঞ্জসত্বম্ ।

অশ্মিন্ সমাধাবলি শক্তিহীনঃ, শ্রীনাথনামা বিদধতি কশ্চিৎ ॥

শ্রীচৈতন্য শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধার করিয়া অনেক সময়ে মনের ভাব প্রকাশ করিতেন এবং অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে বার্তালাপ করিতেন। শ্রীনাথ ও সনাতন গোস্বামী তাঁহার মতানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সনাতন গোস্বামীর বৈষ্ণবতৌষণী সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীনাথের টীকা ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীবৃন্দাবন-ধাম হইতে হরিদাস শর্মা কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সহিত সনাতন গোস্বামীর টীকা মিলাইয়া পড়িলে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মতবাদের খাটি পরিচয় মিলাইয়া পড়িলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতবাদের খাটি পরিচয় পাওয়া যাইবে।

কবিকর্ণপুর মুরারিকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য লিখিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে কবির বয়স তখন অল্প, এবং তিনি স্বাধীনভাবে কাব্যরচনার পথ তখনও খুঁজিয়া পান নাই। এইজন্য বলিতে হয় যে মহাকাব্যই তাঁহার প্রথম রচনা। এই গ্রন্থের শেষে আছে—

বেদা(৪) রসাঃ(৬) শ্রুতয়(৪) ইন্দু(১) রিতি প্রসিদ্ধি

শাকে তথা খলু শুচৌ শুভগে চ মাসি ।

বারে সুধাকিরণনান্যাসিত দ্বিতীয়া—

তিথ্যন্তরে পরিসমাপ্তিরভূদমুগ্ধ ॥ ২০।১৯৯

Srichaitanyacharitamrita mahakavya was completed on the 9th year [1542] of Sri Chaitanya's demise [1533].

অর্থাৎ ১৪৬৪ শকে আষাঢ় মাসে সোমবার কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ায় এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়। এই তারিখে অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই। শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের নয় বৎসর পরে এই গ্রন্থ রচিত হয়। সেই সময় কবির বয়স কত ছিল? ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার সম্পাদিত চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের

ভূমিকায় (পৃ. ৬) লিখিয়াছেন যে কবিকর্ণপুর ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভুর অন্ত্যলীলা বর্ণনায় (চৈ. চৈ., ৩।১২।৬০-৭০) লিখিয়াছেন যে শিবানন্দের কনিষ্ঠ পুত্রকে দেখিয়া প্রভু তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন : শিবানন্দ তাঁহাকে পরমানন্দদাস নাম জানাইলেন।

শিবানন্দ সেই বালক যবে মিলাইল।

মহাপ্রভু পদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিল ॥—৩।১২

এই বর্ণনা হইতে মনে হয় এই সময়ে পরমানন্দ এরূপ শিশু যে সে অঙ্গুলি চুষে। ইহার পর যখন শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে পরমানন্দের দেখা হয় তখন তাঁহার বয়স সাত বৎসর—

সাত বৎসরের বালক, নাহি অধ্যয়ন।

এছে শ্লোক করে, লোকের চমৎকার মন ॥—৩।১৬

এই ঘটনা যে শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের বৎসরে বা দুই বৎসর আগে হয় তাহা নিশ্চিতরূপে জানিবার কোন উপায় নাই। ডাঃ হুশীলকুমার দে লিখিয়াছেন (Vaisnava Faith and Movement, পৃ. ৩৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত মহাকাব্যের এক পুঁথিতে (২৩৮৯ সংখ্যক) লিপিকর বিষ্ণুদাস লিখিয়াছেন যে কর্ণপুর ১৬ বৎসর বয়সে ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ-বর্ণিত ঘটনাকে প্রভুর জীবনের শেষ বৎসরের ঘটনা ধরিলে ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণপুরের বয়স ১৬ হয়। যাহা হউক, মহাকাব্য রচনার সময়ে কবিকর্ণপুর তরুণবয়স্ক ছিলেন ইহা তাঁহার লেখার ধরণ হইতে বুঝা যায়। তিনি কেবল যে মুরারিকে অন্তর্সরণ করিয়াছেন তাহা নহে, যেখানে সেখানে নিজের পাণ্ডিত্য দেখাইবার প্রয়াসও করিয়াছেন।* গ্রন্থের শেষে তিনি মুরারির নিকট নিম্নলিখিতভাবে নিজের স্বর্ণ স্বীকার করিয়াছেন—

* ডাঃ হুশীলকুমার দে বলেন—“For a boy in his teens, who calls himself a s'isu, the work is indeed a notable literary achievement; but its immaturity is obvious, and one can not assign to it high poetic merit..... He succumbs very often, in his youthful enthusiasm, to the temptation of rhetorical display in general and of committing the verbal atrocities of Citra-bandha in particular, while his conscious employment of varied metres is an aspect of the prevailing tendency of his time towards laboured artificiality.” (Vaisnava Faith, pp-432-33)

আশৈশবং প্রভুচরিত্রবিলাসবিজ্ঞেঃ

কেচিমুরারিরিতিমঙ্গলনামধেয়ৈঃ ।

যদ্যদ্বিলাসললিতং সমলেখিতজ্ঞৈঃ

স্তত্ত্বিলোক্য বিলিলেখ শিশুঃ স এষঃ ॥—২০।৪২

শৈশবাবধি যিনি প্রভুর চরিত্র ও বিলাস বিষয়ে সুবিজ্ঞ সেই তত্ত্বজ্ঞ “মুরারি”
—এই মঙ্গলনামা কোন এক মহাত্মা যে যে বিলাস-লালিত্য সম্যক্ লিখিয়াছেন,
এই আমি শিশু তাহাই দেখিয়া লিখিয়াছি ।

বদ্ধাঞ্জলিঃ শিরসি নির্ভরকাকুবাদৈ

ভূয়ো নমাম্যাহমসৌ স মুরারিসংজ্ঞং ।

তং মুগ্ধকোমলধিয়ং নস্ব যৎপ্রসাদা-

চৈতন্যচন্দ্রচরিতামৃতমক্ষিপীতং ॥

আমি মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া নিরতিশয় কাকুবাক্যে পুনঃপুনঃ সেই মনোহর
ও কোমলবুদ্ধি মুরারি-নামক মহাত্মাকে প্রণাম করিতেছি । তাঁহারই প্রসাদে
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরিত্ররূপ অমৃত আমার চক্ষু পান করিয়াছে ।

পূর্বেই বলিয়াছি মহাকাব্যের প্রথম আট সর্গ ও একাদশ সর্গ মুরারি গুপ্ত-
বর্ণিত লীলার দৃঢ় অনুসরণ করিয়া লেখা । মূলতঃ মুরারিকে অনুসরণ করিলেও
স্থানে স্থানে মুরারির সহিত মহাকাব্যের পার্থক্য দেখা যায় । এই পার্থক্য
দুইটি কারণে ঐতিহাসিকের নিকট অত্যন্ত মূল্যবান, প্রথমতঃ মুরারির কিছু
অস্পষ্টতা বা ভুলত্রুটি থাকিলে, তাঁহার গ্রন্থরচনার অত্যল্পকাল পরেই কবিকর্ণ-
পুর সেগুলি সম্বন্ধে তাঁহার পিতা শিবানন্দ সেন ও অগ্ন্যন্ত ভক্তগণের নিকট
অনুসন্ধান করিয়া যথার্থ বিবরণ দিয়াছেন । মুরারিকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ
করিতে করিতে তিনি কোথাও তাঁহার উক্তির বিরুদ্ধে যাইলে মনে করিতে
হইবে যে বিশেষ কোন কারণবশতঃ মুরারির মত কবিকর্ণপুর গ্রহণ করিতে
পারেন নাই । যে শ্লোকগুলিতে কবিকর্ণপুর মুরারির প্রতিধ্বনি করিয়াছেন,
সেগুলির বর্ণিত ঘটনা সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ থাকিতে পারে না ।

মুরারির গ্রন্থ পড়িয়া মনে হয় যে অষ্টদ্বৈতের সহিত বাল্যকালে বুঝি
বিশ্বস্তরের পরিচয় ছিল না ও গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের কিছু পরে
শ্রীবাসাদিসহ শাস্তিপুরে যাইয়া বিশ্বস্তর অষ্টদ্বৈতের সহিত সাক্ষাৎ করেন
(২।৫।১-৩৩) । কিন্তু কবিকর্ণপুর মহাকাব্যে বলিয়াছেন যে অষ্টদ্বৈতই

প্রথম শ্রীবাসের বাড়ীতে বিশ্বস্তরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন (৫১২৪, ৩১)। বৃন্দাবনদাস বলেন যে বিশ্বরূপ অদ্বৈতের নবদ্বীপস্থ ভবনে প্রায়ই যাইতেন ও শিশু বিশ্বস্তর একদিন তাঁহার বড়ভাইকে ডাকিতে সেখানে গিয়াছিলেন (২১২২।৩১৭ পৃ.)। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে মুরারি অদ্বৈতের সহিত বিশ্বস্তরের পূর্ব-পরিচয় অপ্রয়োজনীয়-বোধে বর্ণনা করেন নাই, কেন-না ভাবের মানুষ বিশ্বস্তরের সহিত যে পরিচয় সেই ত সত্য পরিচয়।

কবিকর্ণপুরের মহাকাব্যের ঐতিহাসিক মূল্যের দ্বিতীয় কারণ এই যে কবি কোন কোন স্থানে অলৌকিক ঘটনার যোগ করায় বা নবভাব সংযোগ করায় শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায় কি করিয়া বিকসিত ও গঠিত হইতেছে তাহার ধারা বুঝিতে পারা যায়। শ্রীচৈতন্য যে তের মাস গর্ভে ছিলেন এমন কথা মুরারি লেখেন নাই ; অথচ কর্ণপুর (২১২৪) তাহা বলিয়াছেন। মুরারি (১৫১৬-১৫) ব্রহ্মাদিদেবগণকর্তৃক শচীর গর্ভস্থতি বর্ণনা করিয়াছেন ; বৃন্দাবনদাসও (১১২২০-২২ পৃ.) মুরারিকে এবং ভাগবতের দেবকী-গর্ভ স্থতিকে অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন—

“ব্রহ্মা-শিব-আদি স্থতি করেন আসিয়া।”

Murari and Vrindavandas had not mentioned that Nimai was in the womb for 13 months.

কিন্তু ইহার কেহই নিমাইয়ের তের মাস গর্ভবাসের কথা লেখেন নাই। কবিকর্ণপুর একটু অতিপ্রাকৃতভাব সৃষ্টি করার অভিপ্রায়ে ঐ কথা যোগ করিয়াছেন মনে হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজও (১১১৩) এখানে মুরারিকে অনুসরণ না করিয়া কবিকর্ণপুর-বর্ণিত তের মাস গর্ভবাসের কথা লিখিয়াছেন।

মুরারি বলেন জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের জাতকর্ম্ম-মহোৎসবে তাঁম্বুল, চন্দন, মাল্য ও গন্ধ দিয়াছিলেন (১৫১২২)। কর্ণপুর বলেন (২১৩৩) যে ইয়ত্তা করা যায় না এত ধন জগন্নাথ মিশ্র দ্বিজাতিকে দিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস বলেন—

Father of Naimai was not wealthy as per Murari and Vrindavandas

শুনি জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের আখ্যান।

আনন্দে বিহ্বল বিপ্রে দিতে চাহে দান ॥

কিছু নাহি—সুদরিদ্র, তথাপি আনন্দে।

বিপ্রেয় চরণ ধরি মিশ্রচন্দ্র কান্দে ॥—১১২২৬ পৃ.

এখানে বৃন্দাবন দাসের সঙ্গে মুরারির বর্ণনার বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই— কেন-না মাল্য চন্দন দিতে সে যুগে খরচ হইত না। কর্ণপুর প্রভুর পিতাকে

দরিদ্র করিয়া আকিতে চাহেন নাই। তিনি (২।৬৫) শিশু-নিমাইয়ের গায়ে “প্রবালমুক্তা মণিহার, মনোজ্ঞ কঙ্কণ, কিঙ্কিণী” প্রভৃতি গহনার কথা লিখিয়াছেন—মুরারিতে এরকম কিছু নাই। মুরারি (১।৬।২) বলেন—নিমাই একদিন শুষ্ক পল্লবদ্বারা বয়স্ককে আঘাত করিয়াছিলেন, কর্ণপুরের হাতে উহা নবপল্লবে পরিবর্তিত হইয়াছে (২।৬৭)। মুরারিতে আছে (১।৬।২১-২২) নিমাই একদিন শচীকে “মুঢ়ে” সম্বোধন করিয়াছিলেন, কর্ণপুর ঐ ঘটনা বর্ণনার সময় ঐ শব্দ পরিত্যাগ করিয়াছেন (২।৭৮-৭৯)। বিশ্বম্ভর গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাকে প্রণাম করিলে, সহসা কাংশ, বংশী, বীণা ও মুরজ প্রভৃতির মনোহর ধ্বনি হইল (কাব্য ৪।৭৩) এরূপ কথা কর্ণপুর লিখিলেও, মুরারি বলেন নাই। শচী খুসী হইয়া বড়লোকের মত ব্রাহ্মণ, নর্তক ও বাদক প্রভৃতিকে টাকাপয়সা বিতরণ করিলেন (কাব্য ৪।৭৫) এরূপ কথাও মুরারিতে নাই। বিশ্বম্ভর মিশ্র কোন নীচজাতির কাজ নিজে করিয়াছেন একথা বলিতে মুরারির বাধে না, কিন্তু কর্ণপুরের বাধে। মুরারি বলেন একদিন বিশ্বম্ভর কাঁটা ও কোদাল হাতে করিয়া আচার্য্য প্রভৃতির হাতেও এরূপ দিয়া “কৃষ্ণ হৃদিপা ভূত্বা” এক দেবালয় পরিষ্কার করিয়াছিলেন (২।১৩।১-৫)। কর্ণপুর এই ঘটনাটি বাদ দিয়াছেন।

কিন্তু মুরারির গ্রন্থ যে এস্থলে প্রক্ষিপ্ত হয় নাই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় Narahari Chakraborty had quoted the above verse (2/13/1-5) from Murari

অষ্টাদশ শতকের প্রথমে নরহরি চক্রবর্তী কর্তৃক মুরারির শ্লোক কয়টি উদ্ধার করায় (ভক্তিরত্নাকর পৃ. ৮৫২)। এইসব দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে যে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের নয় বংসরের মধ্যেই কিভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতে সংযোজন-সংশোধন-প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এই প্রক্রিয়ার রূপ কেমন হইয়াছিল তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনার সহিত আবার কবিকর্ণপুরের রচনা মিলাইয়া পড়িলে বুঝা যাইবে।

কবিকর্ণপুর একাদশ সর্গ পর্য্যন্ত মুরারিকে অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন। তারপরের ঘটনাগুলি তিনি তাঁহার পিতা ও অগ্রাণু ভক্তদের নিকট শুনিয়া লিখিয়াছেন। দ্বাদশ সর্গে সার্কভৌম-উদ্ধার, ত্রয়োদশে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ ও রামানন্দমিলন ও প্রতাপরুদ্র-উদ্ধার, চতুর্দশ হইতে অষ্টাদশ সর্গে পুরীতে প্রভুর ভাবোন্নততা, এবং উনবিংশ ও বিংশ সর্গে বৃন্দাবন-ভ্রমণ ও তথা হইতে পুরীতে প্রত্যাবর্তন বর্ণিত হইয়াছে। সমগ্র মহাকাব্যখানি ১৯১১টি শ্লোকে শেষ হইয়াছে।

মহাকাব্যের সহিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক মিলাইয়া পড়িলে দেখা যায় যে নাটক রচনার সময়ে কবির রচনানৈশলীর যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। শেষোক্ত লেখার মধ্যে সংস্করের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মহাকাব্যে কেবল শ্রীচৈতন্যের বিয়োগে দুঃখপ্রকাশ আছে, আর নাটকে প্রভুর প্রায় সকল ভক্তই তিরোহিত হইয়াছেন বলা হইয়াছে। “এতাং তৎপ্রিয়মণ্ডলে শিব শিব স্মৃত্যেকশেষংগতে।” (নাটক দশমাস্কের পর দ্বিতীয় শ্লোক)। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর মঙ্গলাচরণেও কবি লিখিয়াছেন—“শ্রীচৈতন্য ভগবানের পার্শ্বদগোষ্ঠী স্ব স্ব অভীষ্ট ধামে গমন করায়, তাঁহাদের তিরোধান-হেতু বিদগ্ধ বিরহী ভক্তগণের প্রণয়রসধারা বিলুপ্ত ও বিপর্যাস্ত হইয়াছে। তাই স্নকবির কবিতামাধুর্য্য আজ অবলম্বনহীন হইয়া পড়িয়াছে (শ্লোক ৬)।”

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের প্রস্তাবনায় আছে যে মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্য-বিরহে শোকাবুল হইয়াছিলেন এবং তাঁহার শোক অপনোদনের জন্ত এই নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সূত্রধার বলিতেছেন যে “গজপতিনা প্রতাপরুদ্রেণাদিষ্টোহস্মি।” প্রধানতঃ ইহার উপর ভিত্তি করিয়া আমি এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে বলিয়াছিলাম যে নাটক প্রতাপরুদ্রের জীবিতকালেই অর্থাৎ ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন মুরারি গুপ্তের সহিত কর্ণপুরের মহাকাব্যের অনেকগুলি শ্লোক একেবারে মিলিয়া যাইতেছে দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি যে মহাকাব্য সত্যই অপরিণত-বয়স্ক ব্যক্তির লেখা এবং ঐ লেখার অনেক পরে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক লিখিত হইয়াছিল। প্রতাপরুদ্রের আদেশের কথাকে আমি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলাম; এখন উহাকে কাল্পনিক বলিয়া ধরিতে হইতেছে।* নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর মধ্যে কবিকর্ণপুর প্রতাপরুদ্রকে রঙ্গমঞ্চে কয়েকবার

* ডাঃ সুনীলকুমার দে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে প্রদত্ত আমার মত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

“One must, however, recognise the difficulty of this reference, for most historians are of opinion that Prataprudra was dead by 1540 A. D. This is one of the strong reasons which leads B. Majumdar to hold that the drama was composed before 1540, that is, even before the poem, which is dated 1542 A. D.” (Vaisnava Faith and Movement, P. 34, Footnote 2). অধ্যাপক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য (Our Heritage IV-I 1956, পৃ. ১-১২) এখন নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে নাটকখানি পরিণত বয়সের রচনা।

নামাইয়াছেন। যে-সমস্ত সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনায় কোন রাজার আদেশে নাটক-রচনার কথা আছে, সেই রাজাকে ফের নাটকের মধ্যে নাটকীয় পাত্ররূপে অবতারণা করাইবার রীতি অল্প কোথাও আছে বলিয়া আমার জানা নাই। কবিকর্ণপুর প্রতাপরুদ্রের রাণীকেও রঙ্গমঞ্চে নামাইয়াছেন; রাজা জীবিত থাকিলে এরূপ হইতে পারিত কিনা সন্দেহ। স্বতরাং চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের নারদ, কলি, অধর্ম, বিরাগ, ভক্তিদেবী, প্রেমভক্তি প্রভৃতি পাত্র-পাত্রী যেমন কাল্পনিক, প্রস্তাবনায় উল্লিখিত প্রতাপরুদ্রের আদেশও সেইরূপ কাল্পনিক বলিয়া ধরিতে হয়। বস্তুতঃ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রভুর তিরোভাবের সময়ই প্রতাপরুদ্রের বিরহভাব জাগিবার কথা, কিন্তু কর্ণপুর তখনও শিশু বা কিশোর—নাটক লিখিবার মতন বয়স তাঁহার হয় নাই। আমি নাটকের রচনাকাল সম্বন্ধে ডাঃ সুনীলকুমার দে-র মত মানিয়া লইতেছি। তিনি লিখিয়াছেন—“If Kavikarnapura does not strictly follow Murari's account in this work, and departs in many details from his earlier poem, it is perhaps due to his more mature and fuller knowledge and judgment, as well as to his desire to enlarge in the drama upon the later phase of Caitanya's life, as much as his immature poem was largely devoted (after Murari Gupta) to its earlier phase. (Vaisnava Faith and Movement, P. 34).” ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে রচনার কথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের শেষে নিম্নলিখিত শ্লোকে পাওয়া যায়—

Srichaitanyachandradoya drama was written (completed) in 1572 as per the verse at the end of the said drama.

শাকে চতুর্দশশতে রবিবাজিমুক্তে
গৌরোহরিনরনিমগ্নে আবিরাসীং ।
তস্মিংশতূর্নবতিভাজি তদীয় লীলা-
গ্রন্থোহয়মাবিরভবং কতমন্ত বক্তাং ॥

কেহ কেহ এই শ্লোকের অর্থ ১৫০১ শকে অর্থাৎ ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে রচনা বলিয়া ধরেন। কিন্তু ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় (৩৪ শ্লোকে) চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের শ্লোক উদ্ধৃত আছে, স্বতরাং ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে নাটক রচিত হইতে পারে না।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রোতাদের মনে শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে ধারণা

জন্মাইবার আশ্রয় চেষ্টা দেখা যায়। যেখানেই জনসাধারণের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন এমন কোন ঘটনা বলা হইয়াছে, সেখানেই তাহার পক্ষে অনুকূল যুক্তি দেখান হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথম অঙ্কের সূত্রধার ও পারিপার্শ্বিকের এবং কলি ও অধর্মের কথোপকথন উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবশ্য এই নাটকে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকাদি উদ্ধার করিয়া নিজের উক্তির সমর্থন করিতেছেন দেখা যায়*। নাটকে বর্ণিত রামানন্দ-সংবাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ কিভাবে উদ্ভাষিত করিয়া লিখিয়াছেন তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিচারের সময় আলোচনা করিব। পরবর্তী বিচারে দেখাইব যে শ্রীচৈতন্যের সাম্প্রদায়িক ধর্ম স্থাপন ও প্রচার করিবার জন্য তাহার প্রাচীনতম চরিতাখ্যায়ক মুরারি গুপ্ত ও কবিকর্ণপুরের কতকগুলি উক্তির অবলোপসাধন করা প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের জীবনী লিখিতে গেলে এই দুই জনের সম্পর্কিত ঘটনা বা ইহাদের গ্রন্থকে বাদ দেওয়া খুব কঠিন কাজ। সেইজন্য কোন কোন বৈষ্ণব এরূপ দুই-একটি কাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাহাতে ইহাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার কিছু হ্রাস হয়। ‘পুরীদাস’ নাম এইরূপ একটি কাহিনী। অপর কাহিনী হইতেছে কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-বর্ণিত পুরীদাসের ‘কৃষ্ণ’ না বলা।

‘কৃষ্ণ কহ’ বলি প্রভু বোলে বার বার ।
 তত্ব কৃষ্ণ নাম বালক না করে উচ্চার ॥
 শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন কৈলা ।
 তত্ব সে বালক কৃষ্ণ নাম না কহিলা ॥
 প্রভু কহে আমি নাম জগতে লওয়াইল ।
 স্থাবর পর্যন্ত কৃষ্ণ নাম কহাইল ॥
 ইহারে নারিল কৃষ্ণ নাম কহাইতে ।
 শুনিয়া স্বরূপ গোসাঞি কহেন হাসিতে ॥
 তুমি কৃষ্ণ-নাম-মন্ত্র কৈলে উপদেশ ।
 মন্ত্র পাঞা কারো আগে না করে প্রকাশ ॥

Srimad Bhagavat verses quoted in the drama of Kabikarnapur

* প্রথম অঙ্কে প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের ৬।২।২২, ৭।১০।৪৮, ৭।১৫।৭৫, ১০।২।২১, পঞ্চম অঙ্কে ১১।২৩।৫৭, অষ্টম অঙ্কে ১১।২৩।৩ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাগবতের শ্লোক দিয়া কথোপকথনের রীতি যে তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়।

মনে মনে জপে—মুখে না করে আখ্যান ।

এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান ॥

—চৈ. চ., ৩।১৬।৬২-৬৭

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী স্বরূপ-দামোদরের একটি অনুমান জুড়িয়া দিয়া বৈষ্ণবগণের পূর্বোল্লিখিত প্রচেষ্টার সঙ্গে কবিকর্ণপুরের আদিম শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ে উচ্চস্থানের একরূপ সামঞ্জস্য-বিধান করিলেন ।

আদিম শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠীতে শিবানন্দ সেনের স্থান কিরূপ উচ্চ ছিল তাহা মুরারি গুপ্তের কড়চার,^১ কবিকর্ণপুর-কৃত নাটকে,^২ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে,^৩ বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতে,^৪ জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে,^৫ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে ।^৬

Importance of Sri Chaitanyachandrodaya natak

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের প্রামাণ্য বিচার

From the historical point the drama of Kabikarnapur is used as the source regarding Sri Chaitanya's life after visit to south of India till Gambhira-lila

শ্রীচৈতন্যলীলার ঐতিহ্যবিচারের জন্য দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের পর হইতে গম্ভীরা-লীলা পর্য্যন্ত কালবিময়ে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের প্রমাণ বিশেষ মূল্যবান । ইহার কারণ দুইটি । প্রথমতঃ এই গ্রন্থ বৈষ্ণব-সমাজে সাধারণতঃ আদৃত ও প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হয় এবং কবিকর্ণপুরের পরবর্ত্তী চৈতন্যচরিত-লেখকেরা ইহার প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন । কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে নিম্নলিখিত চৌদ্দটি শ্লোক নাটক হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে—

(১) সার্কভৌমের সহিত বিচার—নাটক, ৬।৬৭ ; চৈ. চ., ২।৬।১৩৩-এর

পর

(২) স্বরূপ দামোদরের শ্রীচৈতন্য-স্তুতি—নাটক, ৮।১৪ ; চৈ. চ., ২।১০।১১৬র

পর

১ মুরারি গুপ্তের কড়চার, ৪।১৭।৬

২ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ৮।৫৭, ৯।২, ৯।৩১-৩২, ১০।১, ১০।৩, ১০।৬

৩ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, ১৩।১২৭, ১৪।১০০-১০২, ২০।১৭

৪ বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত, ৩।৫।৪৪৫, ৩।৯।৪৯১, ৩।৯।৪৯৩

৫ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, পৃ. ১৪২

৬ চৈ. চ., ৩।১।১২-২৮, ৩।১০।১৩৯, ৩।২২।১১, ৩।২২।৪৪, ৩।২৬।৬০

(৩) প্রতাপরুদ্রের সহিত মিলন—নাটক, ৮২৭, ২৮, ৩৪ ; চৈ. চ., ২১১৮
৮, ৩৭-এর পর

(৪) শিবানন্দের সহিত মিলন—নাটক, ৮৫৭ ; চৈ. চ., ২১১৩৬-এর পর

(৫) শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীচৈতন্যের মিলন—নাটক, ৯৪৮, ৯৪২, ৯৪৩,
চৈ. চ., ২১১১০২-এর পর

শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর ।

রূপের মিলন গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর ॥

(৬) রূপ-সনাতনের প্রতি রূপা—নাটক, ৯৪৫-৪৬-৪৮ ; চৈ. চ.,
২১২৪১২৫২-এর পর

নিজ গ্রন্থে কর্ণপুর বিস্তার করিয়া ।

সনাতনে প্রভুর প্রসাদ রাখিয়াছে লিখিয়া ॥

(৭) রঘুনাথের মহিমা—নাটক, ১০১৫-৪ ; চৈ. চ., ৩৩২৫২-এর পর

এই প্রস্তাবে শ্রীকবিকর্ণপুর ।

রঘুনাথের মহিমা গ্রন্থে লিখিয়াছে প্রচুর ॥

শিবানন্দ যৈছে সেই মন্ত্ৰণে কহিল ।

কর্ণপুর সেইরূপ শ্লোক বর্ণিল ॥

যে কয়টি ঘটনা-উপলক্ষ্যে কবিরাজ-মহোদয় কবিকর্ণপুরের শ্লোক তুলিয়াছেন,
Krishnadas Kaviraj had not given due credit to Kabikarnapur against quoting from later's writings

সে কয়টি ঘটনাই শ্রীচৈতন্যলীলার অগ্রতম প্রধান বিষয়। অথচ কবিরাজ
গোস্বামী যখন স্বগ্রন্থবর্ণিত লীলার প্রমাণ-পঙ্কীর উল্লেখ করিয়াছেন, তখন
কবিকর্ণপুরের নাম করেন নাই ; যথা—১৮১২২-৪৫ ও ১৮১৭৬ পয়ায়ে
কেবলমাত্র বৃন্দাবনদাসের নাম ; ১১৩১৪ মুরারি গুপ্তের নাম ; ১১৩১৫
স্বরূপ-দামোদরের নাম ; ১১৩১৪-৪৮ স্বরূপ-দামোদর, মুরারি ও বৃন্দাবন-
দাসের নাম ; ১১৭১৩২০ বৃন্দাবনদাসের নাম ; ২১৭১৩ স্বরূপ ও রঘুনাথদাস
গোস্বামীর নাম ; ২১৪১৭৮

রঘুনাথদাসের সদা প্রভু-সঙ্গে স্থিতি ।

তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি ॥

কবিকর্ণপুরের নাটকের শ্লোক যে স্থানে উল্লেখ না করিয়া পারা যায়
না, মাত্র সেই স্থানেই কবিরাজ গোস্বামী তাহার উদ্ধার করিয়াছেন, অত্যা

স্থানে তাঁহার নাম উল্লেখ না করিয়া তাঁহার গ্রন্থের ভাবানুবাদ বা স্থানে স্থানে আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন। ইহার উদাহরণ এই অধ্যায়েই পরে দিতেছি। কবিরাজ গোস্বামীর পক্ষে কবিকর্ণপুরকে বৃন্দাবনদাস, স্বরূপদামোদর ও রঘুনাথদাস গোস্বামীর সহিত প্রামাণ্য বলিয়া উল্লেখ করা কেন সম্ভবপর হয় নাই, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিচারে উল্লেখ করিব।

ভক্তিরত্নাকরে কবিকর্ণপুরের নাটকের কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৬৩৪ শকে অর্থাৎ ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে কুলনগর-নিবাসী পুরুষোত্তম বা প্রেমদাস সিন্ধাস্ববাগীশ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ বাঙ্গালা পণ্ডে করেন। প্রেমদাস শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক জগন্নাথ-নামক ব্রাহ্মণের প্রপৌত্র এবং বাগনাপাড়ার রামাই ঠাকুরের শিষ্য বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন।

পদকর্তা উদ্ধবদাস লিখিয়াছেন—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়, স্তবাবলী গ্রন্থচয়
রচিলেন কবিকর্ণপুর।
যা শুনি ভক্তি উদয় নাস্তিকতা নষ্ট হয়
অবৈষ্ণব ভাব হয় দূর ॥
কর্ণপুর গুণ যত একমুখে কব কত
চৈতন্যের বরপুত্র য়েহ।
উদ্ধবেরে দয়া করি জ্ঞানচক্ষু দান করি
কবিত্ব লওয়ায় জানি তেঁহ ॥ ১

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় এই উদ্ধবদাসকে রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন এবং ইনি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য উদ্ধবদাস নহেন একরূপ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ১ শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মৃথোপাধ্যায় মহাশয় গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য উদ্ধবদাসের একটি পদ উদ্ধার করিয়াছেন। ২ আমার উদ্ধৃত পদের শেষ তিন চরণ দেখিলে মনে হয় ঐ পদের লেখক কবিকর্ণপুরের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন।

১ গৌরপদতরঙ্গিনী, ৬।৩ ৪৭

২ ঐ ২য় সংস্করণ, ভূমিকা, পৃ. ৭৫-৭৬

৩ ভারতবর্ষ, কার্তিক, ১৩৪১

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা

কবিকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ভক্তবৃন্দের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের পঞ্চম সংখ্যক শ্লোকে পাওয়া যায় যে শ্রীপরমানন্দদাস-নামক এক ব্যক্তি কতিপয় মহানুভব সাধু ব্যক্তির অনুরোধে এই গ্রন্থ লিখিলেন। গ্রন্থকার স্বরূপদামোদরাদির গ্রন্থ দেখিয়া, মথুরা, উড়িষ্যা ও গোড়দেশের ভক্তদের মুখে শুনিয়া এবং স্ব-মনীষার দ্বারা বিচার করিয়া এই তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষ শ্লোক হইতে জানা যায় যে ইহা ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। ইহাতে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের শ্লোক ধৃত হইয়াছে। আর মঙ্গলাচরণে “অলঙ্কার কৌস্তভের” মঙ্গলাচরণশ্লোক প্রদত্ত হইয়াছে। সেইজন্ম অনুমান হয় কবির রচনার মধ্যে বোধ হয় ইহাই শেষ গ্রন্থ। কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে গৌরগণোদ্দেশদীপিকা কবিকর্ণপুরের রচনা নহে।^১

তাঁহাদের আপত্তি এই যে (ক) কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঐ গ্রন্থের নাম-উল্লেখ করেন নাই বা উহার কোন শ্লোক উদ্ধার করেন নাই। (খ) গ্রন্থে ব্রজের ও তৎপূর্বলীলার পার্শ্বদগণের সহিত যে ভাবে শ্রীচৈতন্যলীলার পার্শ্বদগণের তত্ত্ব মিলান হইয়াছে তাহা ছয় গোস্থামীর অনুমোদিত নহে। (গ) যে হেতু ইহাতে শ্রীচৈতন্যকে শ্যামসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে, সেই হেতু ইহা কবিকর্ণপুরের লেখা নহে।

প্রথম আপত্তি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে কবিরাজ গোস্থামী কবিকর্ণপুর-রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যের নাম উল্লেখ বা শ্লোক উদ্ধার করেন নাই। আমি কবিকর্ণপুরের মহাকাব্যের বিচারে দেখাইয়াছি যে তৎসঙ্গেও তিনি যে

১ রাসবিহারী সাক্ষ্যতীর্থ—“বৈষ্ণব সাহিত্য”, কাশিমবাজার সাহিত্য-সম্মিলনীর সম্পূর্ণ বিবরণ, পৃ. ১২৥০

শ্রীচৈতন্যমতবোধিনী পত্রিকা, ৪০৭ চৈতন্যাব্দ

সোনার গৌরঙ্গ পত্রিকা, ১৩৩২, তৃতীয় বর্ষ, ১১ সংখ্যা, পৃ. ৬৮৪

মাসিক বহুমতী, ১৩৪২, পৌষ, পৃ. ৪৫৫

খুব সম্ভব ইহাদের আপত্তির মূল কারণ এই যে গণোদ্দেশে কৃষ্ণদাস কবিরাজের নাম নাই। বৃন্দাবনদাস ও শ্রীজীব গোস্থামী শ্রীচৈতন্যকে খুব সম্ভব দর্শন করেন নাই, তথাপি তাঁহাদের নাম ইহাতে আছে, অথচ গোবিন্দলীলামৃতের লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজের নাম নাই। ইহাতে অনেকের মনে দুঃখ লাগিয়াছে। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের লেখা বইয়ে অবশ্য ১৬১২ বা ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দের লেখা চরিতামৃতের উল্লেখ থাকিতে পারে না।

ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে পড়িয়াছিলেন 'ও দুই-এক স্থানে ইহার ভাবানুবাদ করিয়াছেন তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। কবিরাজ গোস্বামী প্রবোধানন্দ সরস্বতীর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের একটি শ্লোকও উদ্ধৃত করেন নাই। সে জগৎ কবিকর্ণপুরের মহাকাব্য ও প্রবোধানন্দের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতকে কেহ জাল বলে না।

দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর এই যে কবিকর্ণপুরের তত্ত্ববিচারের সঙ্গে গোস্বামিগণের তত্ত্ব 'ও ভাববিচারের পার্থক্য স্পষ্ট। বিশেষতঃ স্বরূপ গোস্বামীর মত তুলিয়া কবিকর্ণপুর তাহা খণ্ডন করিয়াছেন।' গোড়মুণ্ডে এক প্রকার মতবাদ ও বৃন্দাবনমণ্ডলে অন্য প্রকার মতবাদ স্থাপিত হইয়াছিল। সেইজন্মই কবিকর্ণপুরের গণোদ্দেশের প্রতিধ্বনি পাঁচ গোস্বামীর লিখিত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। আরও অনুমান হয়, এইজন্মই কবিরাজ গোস্বামী গণোদ্দেশের শ্লোক তুলেন নাই।

এইবার গৌরগণোদ্দেশদীপিকা যে কবিকর্ণপুরেরই লেখা তাহার কয়েকটি প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি। (ক) শিবানন্দ সেনের পুত্র ছাড়া অন্য কাহারও এত সাহস হইতে পারে না যে স্বরূপ দামোদরের মত তুলিয়া তাহা খণ্ডনপূর্বক স্বমত স্থাপন করেন।' (খ) আলোচ্য গ্রন্থের তৃতীয় শ্লোকে শ্রীনাথকে গুরু বলিয়া প্রণাম করা হইয়াছে। কবিকর্ণপুর-কৃত "আনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পূর" মঙ্গলাচরণেও শ্রীনাথ-নামক গুরুকে প্রণাম আছে। ৬৩ শ্লোকে আছে যে নিত্যানন্দের মহিমা বলিয়া

ইতি ক্রবন্ মে জনকো ননর্ত।

১৪৫ শ্লোকে চৈতন্যদাস ও রামদাসকে 'মজ্জার্দৌ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজও বলিয়াছেন—

চৈতন্যদাস, রামদাস, আর কর্ণপুর।

তিনপুত্র শিবানন্দের—প্রভুর তত্ত্বশূর ॥—১।১০।৩০

১৭৬ শ্লোকে কবিকর্ণপুর নিজের পিতা ও মাতার তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন।

১৭২ শ্লোকে সারঙ্গ ঠাকুরের তত্ত্ব নিরূপণে গ্রন্থকার বলিতেছেন—

প্রহ্লাদো মনুতে কৈশ্চিন্মপিত্রা স ন মনুতে।

শিবানন্দের পুত্র ব্যতিরেকে আর কেহ গ্রন্থ লিখিলে "আমার পিতার এই মত

নহে”—এরূপ লিখিতেন না। শিবানন্দ সেন যে শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়গঠনে একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তাহার বহু প্রমাণ পূর্বে দিয়াছি এবং এই ১৭২ সংখ্যক শ্লোকটিই তাহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকার অকৃত্রিমতায় সন্দিহান ব্যক্তিদের তৃতীয় যুক্তি-সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করা যাউক। বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে বলদেব বিদ্যাভূষণ এই গ্রন্থ লিখিয়া কবিকর্ণপুরের নামে চালাইয়া দেন। এইরূপ সন্দেহ যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না; কারণ প্রথমতঃ বলদেব বিদ্যাভূষণ ১৬৮৬ শকে বা ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে স্তবাবলীর টাকা লেখেন। ইহার বহু পূর্বে হইতেই মাধব-সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মনোহরদাস “অনুরাগবল্লী” গ্রন্থে ঐ প্রকার গুরুপ্রণালী দিয়াছেন। তিনি আবার গোপাল গুরুর লেখা গুরুপ্রণালী উদ্ধার করিয়াছেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলদেব বিদ্যাভূষণের পূর্ববর্তী ব্যক্তি। বিশ্বনাথের নিজের দেওয়া তারিখ হইতে জানা যায় যে তিনি ১৬০১ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় অর্থাৎ ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে “শ্রীকৃষ্ণ-ভজনামৃত,” ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে “উজ্জলনীলমণি”র “আনন্দচন্দ্রিকা” টাকা ও ১৬২৬ শকের মাঘ মাসে অর্থাৎ ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভাগবতের টাকা সমাপ্ত করেন। প্রবাদ যে তাঁহার শিষ্য কৃষ্ণদেব সার্বভৌমের সহিত বলদেব বিদ্যাভূষণ জয়পুরে বিচার করিতে যান। এ ক্ষেত্রে যখন বিশ্বনাথের “গৌরগণস্বরূপতত্ত্বচন্দ্রিকায়” মাধব-গুরুপ্রণালী পাওয়া যায় তখন উহা সর্ব-প্রথমে বলদেব বিদ্যাভূষণ “গৌরগণোদ্দেশদীপিকা” জাল করিয়া চালাইলেন ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়?

দ্বিতীয়তঃ “গৌরগণোদ্দেশদীপিকা” যে কবিকর্ণপুরেরই রচনা তাহা বলদেবের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক দুইজন প্রসিদ্ধ লেখকের উক্তি হইতে জানা যায়। এই দুইজনের মধ্যে একজন হইতেছেন “ভক্তিরস্নাকর”-প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তী। তিনি ৭৭, ১৪২, ১৫০, ৭৩৭, ৮৩০, ১০১৬ ও ১০৩৭ পৃষ্ঠায় “গৌরগণোদ্দেশদীপিকা”র শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি ৩১১ পৃষ্ঠায় মাধব-গুরুপ্রণালী লিখিবার সময় বলিয়াছেন—“তথাহি শ্রীকবিকর্ণপুর-কৃত-শ্রীমদগৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকায়াম্”। অন্য লেখক হইতেছেন বাঙ্গালা ভক্তমালের লেখক লালদাস বা কৃষ্ণদাস। তিনিও উক্ত গুরুপ্রণালী কবিকর্ণপুর-কৃত বলিয়াছেন (পৃ. ২৬-২৭)।

এই-সকল প্রমাণ-বলে আমি সিদ্ধান্ত করিতেছি যে এই গ্রন্থ শিবানন্দ

সেনের পুত্র কবিকর্ণপুরেরই রচনা। তিনি যে নিজের কল্পনাবলে গৌরভক্তদের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন তাহা নহে। শ্রীচৈতন্য ভাবাবেশে যে ভক্তকে কৃষ্ণলীলার যে ব্যক্তি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার তত্ত্বরূপে নির্ণীত হইয়াছে। অনেকে রামানন্দকে ললিতা বলেন, কিন্তু কর্ণপুর বলেন যে যেহেতু গৌরচন্দ্র রামানন্দের পিতা ভবানন্দকে পৃথাপতি বলিয়াছিলেন, সেই হেতু রামানন্দ অর্জুন (গণোদ্দেশ, ১২২)।

Sri Chaitanya's doctrine and tenet/opinion as per Kabikarnapur

শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব ও মত-সম্বন্ধে কবিকর্ণপুর

নাটকের ও মুরারির কড়চার তারিখ-সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত সকলে না মানিতে পারেন। কিন্তু কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যের তারিখ (১৪৬৪ শক, মহাপ্রভুর তিরোভাবের নয় বৎসর পরে) ও উহার অকৃত্রিমতা-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। এই মহাকাব্য হইতে শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্বসমূহের প্রথম যুগের অভিব্যক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়।

মহাকাব্য লিখিবার সময় স্থির হইয়া গিয়াছে যে শ্রীচৈতন্য “শ্রীমদ্ভবর-বধু-প্রাণনাথ” (১৮)। তাঁহার আবির্ভাবের যে কারণ স্বরূপ দামোদর নির্ণয় করিয়াছেন ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ অনুসরণ করিয়াছেন তাহার কোন উল্লেখ কবিকর্ণপুরে পাওয়া যায় না। “শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা” কিরূপ প্রভৃতি বাঙ্গালায় পরিপূরণার্থ শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এ কথার ইঙ্গিত কবিকর্ণপুরে নাই। বরং তিনি মহাকাব্যে বলিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য “ত্রিবিধ তাপতপনে” ক্লিষ্ট জীবের উদ্ধার-জন্ত পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন (১৭৭)। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেও প্রভুর অবতার-গ্রহণের কারণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে তিনি নিবিশেষপর অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া “ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এব সবিশেষং ব্রহ্মেতি তত্ত্বম্, তস্মোপাসনং সনন্দনাত্ম্যপগীতমবিগীতমবিকলং পুরুষার্থঃ। তস্ম সাধনং নাম নামসঙ্কীর্ণপ্রধানম্, বিবিধভক্তিয়োগমাবির্ভাবয়িতুং শ্রীচৈতন্যরূপী ভগবানাবিরাসীং” (১৭)। আবার শ্রীচৈতন্য যে “হরিভক্তিয়োগ” শিক্ষা দিবার জন্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহাও বলা হইয়াছে (নাটক, ১২৮)।

শ্রীচৈতন্য যে স্বয়ং ভগবান্ তাহা কিরূপে নিরূপিত হইল, তৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক হইতে জানা যায় (নাটক, ১৩৩-৩৫)। আনন্দময় পুরুষই সকল লোককে আনন্দিত করিতে পারেন, যেমন ধনবান্ ব্যক্তিই অপরকে ঋণী করিতে পারে। শ্রীচৈতন্য “সকলজনচিত্তচমৎকারক” বলিয়া ইনি

ভগবান্। এরূপ গুণ ও ধৈর্য্য, গান্ধীর্ষ্য, বিজ্ঞা, মাধুরী, স্নিগ্ধতা অন্য পুরুষেও ত বিদ্যমান থাকিতে পারে? তাহার উত্তরে কবি কলির মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে গীতায় (১০।৪১) আছে, “যে যে বিভূতিযুক্ত বস্তুসমূহ শ্রীবিশিষ্ট হয় তুমি তৎসমুদয় আমার তেজ এবং অংশ হইতে এতদ্রূপে সমুৎপন্ন বলিয়া জানিবে।” শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা-নিরূপণের এই যুক্তিমূলক প্রণালী (rationalistic theory) মুরারি গুপ্তের আবেশ-ব্যাখ্যার অনুরূপ। এই যুক্তিমূলক বাদ পরবর্তী শ্রীচৈতন্যলীলা ও তত্ত্বলেখকগণ স্বীকার করেন নাই।

শ্রীচৈতন্যের মত-সম্বন্ধে কবিকর্ণপুরের মহাকাব্য হইতে জানা যায় যে তিনি মুক্তিকে চরম সাধ্যবস্তু বলিয়া স্বীকার করিতেন না (১২।২২)। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকেও অনুরূপ উক্তি করা হইয়াছে (১।১৮-১৯)। তথায় শ্রীচৈতন্য বলিতেছেন, “মুক্তিশব্দোহত্র পার্শ্বদম্বরূপপরঃ।” শ্রীজীব গোস্বামী যে তত্ত্বসন্দর্ভে “অবিজ্ঞাধ্যাস্তমজ্ঞত্বাদিকং হিত্ব স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ মুক্তিঃ” বলিয়াছেন (৫৭), তাহার মূল-ব্যাখ্যা তাহা পাওয়া গেল।

কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির বিচার করিয়াছেন (৩।১৯)। সেখানে বলা হইয়াছে যে শাস্ত্রীয় মার্গ ও অনুরাগের মার্গ পৃথক্। অনুরাগের পথ নিয়ম মানে না। “প্রেমভক্তি”র (নাট্যোক্ত পাত্রী) এই সিদ্ধান্তে “মৈত্রী” বলেন “অনিয়মিত পথে গমন করিলে গম্যস্থানে পৌছিতে অতি বিলম্ব হইতে পারে।” তাহার উত্তরে “প্রেমভক্তি” বলেন, “তাহার নিশ্চয়তা নাই। যেমন জলপ্রাবনের সময় বজ্রার কোন নির্দিষ্ট পথ না থাকিলেও নৌকারোহিগণ অতি সত্বর নিয়মিত স্থানে উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু স্বভাবতঃ অতি কুটিল নদীর প্রবাহে পতিত হইলে নির্দিষ্ট পথেও বিলম্ব ঘটিয়া থাকে।”

Place of Kabikarnapur in the vaishnava society

বৈষ্ণব-সমাজে কবিকর্ণপুরের স্থান

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে কবিকর্ণপুরের স্থান দেখিয়া আমি বড়ই বিস্ময় বোধ করি। ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ (বিদগ্ধমাধব-রচনার কাল) হইতে ১৫৭৬ (শ্রীজীবের লগ্নতোষণী রচনার কাল) খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গৌড়দেশে বসিয়া কবিকর্ণপুর যে যে শ্রেণীর বই লিখিয়াছেন, শ্রীরূপ ও শ্রীজীবও সেই সেই শ্রেণীর বই লিখিয়াছেন। কবিকর্ণপুর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীরূপ যেমন উজ্জলনীলমণি লিখিয়াছেন, কবিকর্ণপুর তেমনি অলঙ্কারকৌস্তভ

লিখিয়াছেন। শ্রীরূপ কৃষ্ণলীলা লইয়া তিনখানি নাটক লিখিয়াছেন, কবিকর্ণপুর শ্রীগৌরাজলীলা লইয়া একখানি নাটক ও একখানি মহাকাব্য লিখিয়াছেন। শ্রীরূপ কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ও কবিকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশদীপিকা রচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন করিয়া শ্রীজীব গোপাল-চম্পু লিখিয়াছেন, কবিকর্ণপুর আনন্দবৃন্দাবন-চম্পু লিখিয়াছেন। শ্রীরূপ ও শ্রীজীবের গ্রন্থাদি কবিকর্ণপুরের জীবনকালে গোড়দেশে আসিবার কোন প্রমাণ পাই নাই, যদিও শ্রীনিবাস আচার্যের পূর্বে তাহা আসা অসম্ভব নহে ; কিন্তু কবিকর্ণপুরের কোন কোন কবিতা শ্রীকৃষ্ণের হাতে পৌঁছিয়াছিল, তাহা না হইলে তিনি “পদ্মাবলী”তে কবিকর্ণপুরের একটি কবিতা (৩০ সংখ্যক) উদ্ধৃত করিতে পারিতেন না।

দেখা যাইতেছে যে একই কালে বৃন্দাবনে ও গোড়ে গোড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের কাব্য, নাটক, অলঙ্কার ভাগবতের টীকায় দর্শন-শাস্ত্র লিখিত হইতেছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থে, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনায় ও শ্রীনিবাস আচার্যের স্তবে আমরা ছয় গোস্বামীর নাম পাই। বৃন্দাবনের বৈষ্ণবেরা যে ছয় গোস্বামী নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কবিকর্ণপুর মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ রূপাপাত্র হইয়াও এবং অতগুলি গ্রন্থ লিখিয়াও স্থান পাইলেন না ; অথচ শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে না আসিয়া এবং রঘুনাথ ভট্ট কোন গ্রন্থ না লিখিয়াও স্থান পাইলেন !

কবিকর্ণপুর বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া যে স্থান পাইলেন না তাহা নহে, কেন না কায়স্থ রঘুনাথদাস ছয় গোস্বামীর এক গোস্বামী। ছয় গোস্বামীর মধ্যে স্থান না পাওয়ার এক কারণ হয়তো তিনি বৃন্দাবনে বাস করেন নাই। অন্য কারণ হয়তো এই যে মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপুর ও নরহরি সরকার শ্রীগৌরাজকেই পরম-উপাশ্র-রূপে নিরূপণ করিয়াছিলেন ; তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরম-দৈবত-রূপে মানিলেও শ্রীচৈতন্য যে শুধু রাধাভাব আশ্বাদনের জন্তই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ইহা স্বীকার করিতেন না। গোড়ীয় বৈষ্ণবগণকে বৃন্দাবনে প্রবর্তিত উপাসনা-অনুসারে শ্রীচৈতন্যের ভাবকে অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করিতে হয়। আর শিবানন্দ সেন, নরহরি সরকার ও সম্ভবতঃ মুরারি গৌরমন্ত্র-দ্বারা রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত-রূপ গৌরাজেরই উপাসনা প্রবর্তন করেন। বৃন্দাবনে ও গোড়দেশে উদ্ভিত দুই মতবাদে শ্রীচৈতন্যের স্থান সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের নিকট গৌরাজ হইতেছেন

উপায়মাত্ৰ (means to an end) আৰু গৌড়ে উত্থিত মতবাদে তিনি স্বয়ং উপেয় (end in itself)। প্ৰসিদ্ধ ধৰ্মব্যাক্যাতা কুলদাপ্ৰসাদ মল্লিক ভাগবত-ৱল্প মহাশয় কথা-প্ৰসঙ্গে আমাকে বলেন যে বৃন্দাবনে ছয় গোস্বামী যে মতবাদ স্থাপন কৰিতেছিলেন, তাহাৰ উদ্দেশ্য ছিল নিখিল ভাৰতে প্ৰচাৰ। শ্ৰীকৃষ্ণ সে সময়ে প্ৰায় সৰ্ববাদিসম্মত হইয়াছেন। তাঁহাকে পুৰোভাগে ৰাখিলে শ্ৰীচৈতন্যেৰ মতবাদ প্ৰচাৰেৰ সুবিধা হয়। কিন্তু খাটী গৌড়বাসীৰা নিখিল ভাৰতেৰ অপেক্ষা না ৰাখিয়া শ্ৰীচৈতন্যেৰ উপাসনাই প্ৰবৰ্ত্তন কৰেন। এই মত যদি গৃহীত হয়, তাহা হইলে কবিকৰ্ণপূৰ কেনে ছয় গোস্বামী বা সাত গোস্বামীৰ মধো স্থান পায়েন নাই তাহাৰ হেতু পাওয়া যায়।

বৃন্দাবনের পাঁচ গোস্বামী ও শ্রীচৈতন্য

১। রঘুনাথদাস গোস্বামী

রঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের যতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন, ছয় গোস্বামীর মধ্যে অতীত কেহ সেরূপ সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। ছয় গোস্বামীর মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্রাহ্মণের ব্যক্তি। তিনি সপ্তগ্রামের জমিদারের পুত্র। তাঁহার জীবনী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

রঘুনাথদাস গোস্বামি-সম্বন্ধে তাঁহার নিজের উক্তি হইতে যাহা জানা যায় তাহা নিয়ে আলোচনা করিতেছি। “গৌরাঙ্গস্তুবকল্লতরু”র ১১ সংখ্যক শ্লোকটি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ শ্লোকটি হইতে জানা যায় যে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে মহাসম্পৎ ও কলত্রাদি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন ;

Gunja — an extremely small red-and-black seed
 তাঁহাকে স্বরূপ দামোদরের নিকট অর্পণ করিয়াছিলেন এবং বঙ্কের গুঞ্জাহার ও

Sri Chaitanya has given his Gobardhan-shila to Raghunathdas Goswami
 প্রিয় গোবর্দ্ধনশিলা দান করিয়াছিলেন। উক্ত শ্লোকের পাঠ রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়-সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে “মহাসম্পদাদাপি” আছে এবং তিনি ব্যাখ্যাকালে বলিয়াছেন, “বিপুল সম্পত্তিকে দাবানল তুল্য” বলা হইয়াছে। কিন্তু ১৬৭৪ শক অর্থাৎ ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত বঙ্গবিহারী বিদ্যালঙ্কারের টীকায় “মহাসম্পদাদাদপি” পাঠ দেখা যায়। উক্ত বিদ্যালঙ্কার “শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামি-প্রিয়ানুচর-শ্রীযুতাচাখ্যষ্টকুরাথ-শ্রীযুত-মধুসূদন-প্রভুবর-চরণানুচর” বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ঐ পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, “মহাসম্পদশ্চ দারশ্চ তেষাং সমাহারঃ যদা মহাসম্পত্তিঃ সহিতো দার ইতি তৃতীয়া-সমাসঃ।” “গুরুদারে চ পুত্রেষু গুরুবদ্ভিমাচরেদিতি প্রয়োগাদেক-বচনান্তোহপি দারশব্দঃ।” “দার” পাঠই ঠিক। ইহা হইতে জানা গেল যে বিবাহের পর রঘুনাথদাস গোস্বামী গৃহতাগ করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজও ইহার ইঙ্গিত করিয়াছেন—

ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরাসম।

এ সব বান্ধিতে ধার নারিলেক মন ॥—৩।৬।৩৮

মহাপ্রভু কায়স্থ রঘুনাথদাসকে নিজের পূজিত গোবর্দ্ধনশিলা দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য যে ভক্ত বৈষ্ণবের ক্ষেত্রে স্মার্তপথ অনুসরণ করা প্রয়োজন মনে করিতেন না, ইহাই তাহার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। “শ্রীহরিভক্তিবিলাসে” কোন Gobardhanashila = Shalagramshila প্রাচীন মত উদ্ধার না করিয়াই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে শালগ্রামশিলা পূজায় সকলেরই অধিকার আছে। শ্রীচৈতন্যের ব্যবহারই বোধ হয় এ বিধির প্রমাণ যোগাইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে “হরিভক্তিবিলাসের” এই উদার মত বৈষ্ণব-সমাজের আচারে গৃহীত হয় নাই।

রঘুনাথদাস গোস্বামী স্বরূপ দামোদরের নিকট শ্রীমন্নমহাপ্রভু-কর্তৃক গুপ্ত হইয়াও এবং বহুদিন তাঁহার সংসর্গে থাকিয়াও নিম্নলিখিত শ্লোক কেন লিখিলেন বুঝিতে পারিলাম না।—

যদন্ততঃ শমদমাত্মবিবেকযোগৈ-
রধ্যাত্ম-লগ্নমবিকারমভ্যননো মে।
রূপস্য তৎস্মিতসুখং সদয়াবলোক-
মাসাত্ম মাগুতি হরেশ্চরিতৈরিদানীম্ ॥

—অভীষ্টসূচনম্, ২য় শ্লোক

“শ্রীরূপের যত্নে আমার যে মন শম, দম, বিবেক এবং যোগ-দ্বারা বিকারশূন্য হইয়া ভগবত্ত্বৈ সংলগ্ন হইয়াছিল, সেই মন শ্রীরূপ গোস্বামীর রূপা-দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে হরিচরিত্রসমূহে গত হইতেছে।” শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক হইতে জানা যায় যে রঘুনাথদাস গোস্বামী নীলাচলেও “স্বরূপানুগ” ছিলেন ও “বৈরাগ্যস্য” নিধি” বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ঐ নাটকে ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত আছে যে রঘুনাথের দীক্ষাগুরু ছিলেন যত্নন্দন আচার্য। রঘুনাথ “মনঃশিক্ষার” ১১, “স্বনিয়মদশকের” ১০ ও “শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জলকুসুম-কেলির” ৪৪ শ্লোকে শ্রীরূপকে শিক্ষাগুরুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কবিকর্ণপুর “গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়” স্বরূপ গোস্বামীকে বিশাখা বলিয়াছেন (১৬০)। রঘুনাথ ১৩৪টি শ্লোকে “বিশাখানন্দ-স্তোত্র” লিখিয়াছেন। ঐ বর্ণনা পড়িলে স্থানে স্থানে মনে হয় বুঝি বা স্বরূপই এ স্থানে লক্ষিত হইতেছেন। কিন্তু স্তোত্র-শেষে আছে—

শ্রীমদ্রূপদামোদ-ধূলীমাত্রেয় সেবিনা।

কেনচিৎ গ্রথিতা পঠৌ মাল্যেয়া তদাশ্রয়েঃ ॥

“শ্রীমৎরূপের পাদপদ্মধূলিমাত্রের সেবনকারী কোন ব্যক্তি পত্ন-দ্বারা এই মালা গ্রহণ করিলেন, তদাশ্রয় ব্যক্তিগণ ইহা আশ্রয় করুন।”^১ রঘুনাথ অগ্রত্ব স্বরূপকে হৃবলের সহিত তুলনা করিয়াছেন।^২ তাঁহার “অভীষ্টমুচনের” শেষ শ্লোকে “মাং পুনরহো শ্রীমান্ স্বরূপোহবতু” আছে ; এ স্থানে স্বরূপ দামোদরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় ; কিন্তু প্রাচীন টীকাকার বিভ্রালঙ্কার বলেন, অহো হে ব্রজবাসিনঃ স শ্রীমান্ রূপো মাং পুনরবতু রক্ষতু।”

রঘুনাথদাস গোস্বামী দীর্ঘকাল স্বরূপ দামোদরের সঙ্গ পাইয়াও শ্রীরূপের প্রতি কিরূপ ঐকান্তিক অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা “প্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দশকে” প্রকাশিত হইয়াছে—

অপূর্বপ্রেমাক্ষেঃ পরিমলপয়ঃফেননিবহৈঃ
সদা যো জীবাতুযমিত্ রূপয়াসিধ্যদতুলম্ ।
ইদানীং দুর্দ্দেবাং প্রতিপদবিপদাববলিতে।
নিরালপঃ সোহয়ং কমিত্ তমৃতে যাতু শরণম্ ॥
শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরীন্দ্রোহজগরায়তে ।
ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতুরহিতস্ত মে ॥

—প্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দশক, ১০-১১

বিভ্রালঙ্কারের টীকা-অনুসারে অনুবাদ এইরূপ—“(শ্রীরূপ) অপূর্ব প্রেমসমুদ্রের পরিমলজলের ফেনসমূহ-দ্বারা সর্বদা আমাকে যে প্রকার সিক্ত করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই ; সম্প্রতি দুর্দ্দেববশতঃ ক্ষণে ক্ষণে বিপদরূপ দাবানলগ্রস্ত হওয়ায় আশ্রয়শূন্য হইয়াছি ; অতএব পূর্বরূপাসিক্ত মদ্বিধজন এখন উক্ত শ্রীরূপ ব্যতিরেকে আর কাহাকে আশ্রয় করিবে ? এখন মহাগোষ্ঠ শূন্যের ন্যায়, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন অজগরের ন্যায় এবং শ্রীকুণ্ড ব্যাঘ্রের বদনের ন্যায় বোধ হইতেছে।” শ্রীরূপের বিরহেই এরূপ শোক করা সম্ভব।

“ব্রজবিলাসস্তবের” দ্বিতীয় শ্লোক হইতে রঘুনাথদাস গোস্বামীর বার্লুক্যদশার চিত্র পাওয়া যায়—

দঙ্কং বার্লুক্যবন্তবহ্নিভিরলং দষ্টং দুর্দাক্ষ্যাহিনা ।
বিন্ধং মামতিপারবন্তবিশিষ্টৈঃ ক্রোধাদিসিংহৈর্বৃতম্ ॥

১ তদাশ্রয়েঃ শ্রীমদ্রূপদামোদজাশ্রয়েঃ ইতি টীকা

২ গৌর্যঙ্গস্তব-কল্পতরু, ১০

“আমি বার্কিক্যরূপ দাবানলে অতিশয় দগ্ধ হইতেছি ও ভয়ানক অন্ধতারূপ কালসর্প আমাকে দংশন করিতেছে, এবং পরাধীনতারূপ শাণিত শরে ও ক্রোধদিক্রূপ সিংহসমূহে আবৃত হইয়াছি।”

দাস গোস্বামী-কর্তৃক রচিত “দানকেলিচিন্তামণি” নামক একখানি সংস্কৃত কান্যের পুঁথি আমি বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরে পাইয়াছি। পুঁথির ক্রমিক সংখ্যা ৩৯৬। এই গ্রন্থের আর এক খণ্ড বৃন্দাবনের রাধারমণমন্দিরে মদনমোহন গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আছে। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (বর্তমান নাম হরিদাস বাবাজী) মহাশয় এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন ও মূলসহ তাহা প্রকাশ করিতেছেন। বরাহনগরের পুঁথির শেষে লিখিত আছে—“সম্বৎ ১৭৫৩, ১৬১৮ শাকে শ্রীজীব গোস্বামী কুঞ্জস্থ শ্রীবৃন্দাবনদাস লিপ্যাদর্শঃ দৃষ্ট। এবং ১৯১৪ সম্বতি শ্রীকৃষ্ণচরণ দাস লিপ্যাদর্শঃ দর্শকঃ লিখিতং শ্রীআনন্দনারায়ণ ভাগবতভূষণেন নিধুবনাস্থিকে ১৭৮৮ শাকে।”

ভক্তিরসাকরে এই গ্রন্থের নাম “দানচরিত” বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—

রঘুনাথদাস গোস্বামীর গ্রন্থত্রয়।

সুবমালা নাম সুবাবলী যারে কয় ॥

শ্রীদানচরিত মুক্তাচরিত মধুর।

যাহার শ্রবণে মহাভুখ হয় দূর ॥ ৫৯ পৃ.

“মুক্তাচরিতের” সহিত মিলাইতে যাইয়া “দানকেলিচিন্তামণি”কে “দানচরিত” বলা অসম্ভব নহে।

“দানকেলিচিন্তামণি”র মঙ্গলাচরণে বা অন্তে শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম বা নমস্ক্রিয়াসূচক কোন শ্লোক নাই। শ্রীরূপ গোস্বামীর “দানকেলিকৌমুদী”, “পদ্মাবলী”, “হংসদূত” ও “উদ্ধবদূত” ও ঐ প্রকার নমস্ক্রিয়া নাই। শ্রীচৈতন্যের প্রতি নমস্ক্রিয়া আছে কি না দেখিয়া গ্রন্থরচনার কাল শ্রীচৈতন্যের সহিত গ্রন্থকারের সাঙ্গাতের পূর্বে নির্দেশ করিলে অনেক সময় ভ্রান্ত হইতে হয়। “দানকেলিকৌমুদী” বৃন্দাবনের আবহাওয়ার রচিত এবং শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্যের রূপা পাইবার পূর্বে বৃন্দাবনে বাস করেন নাই। “পদ্মাবলী”তে শ্রীচৈতন্যের রচিত শ্লোক “ভগবতঃ” বলিয়া উল্লেখ আছে; উহাতে কবিকর্ণপুরের ও রঘুনাথদাসের শ্লোকও দ্রুত হইয়াছে। সেই জন্ত “পদ্মাবলী”তে শ্রীচৈতন্যের প্রতি নমস্ক্রিয়া না থাকিলেও উহা শ্রীচৈতন্যের রূপা পাইবার পরে শ্রীরূপ

গোস্বামী রচনা করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য তত্ত্বতঃ অভিন্ন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নমস্ক্রিয়ার দ্বারা শ্রীচৈতন্যের প্রণামও করা হয়। রঘুনাথদাসের “দানকেলিচিস্তামণি”তে শ্রীচৈতন্যের প্রতি নমস্ক্রিয়া না থাকিলেও ইহা দাস-গোস্বামীর বৃদ্ধ বয়সের রচনা। পূর্বে “ব্রজবিলাস” স্তব হইতে আমরা দেখাইয়াছি যে ইনি বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু অন্ধতা ও বার্দ্ধক্য ইহার হৃদয়ের কাব্যরসকে শুষ্ক করিতে পারে নাই। ইনি যে অন্ধ অবস্থাতেই “দানকেলিচিস্তামণি” রচনা করেন, তাহার প্রমাণ ঐ গ্রন্থের ২ ও ১৭২ সংখ্যক শ্লোক হইতে পাওয়া যায়—

উদ্যম-নশ্বরসরঙ্গতরঙ্গকাস্ত-
রাধাসরিদিগরিধরণব-সঙ্গমোক্ষম্।
শ্রীকৃপচাকচরণাঙ্কুরজঃপ্রভাবা-
দক্ষোহপি দানকেলিমণিং চিনোমি ॥ ২

দধ্যাদিদাননবকেলি-রসান্ধিমধ্যে
মগ্নং নবীনযুবরত্নযুগং ব্রজস্থ।
নশ্বাণি হৃদমুদিতছাতি-গৌরনীল-
মক্ষোহপি লুপ্ত ইহ লোকিতুমুৎসুকোহস্মি ॥ ১৭২

Raghunath Das had received special blessings from Nityananda Prabhu...at panihati

শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে রঘুনাথ নিত্যানন্দ প্রভুর বিশেষ রূপা পাইয়াছিলেন। পানিহাটী গ্রামে তিনি নিতাইয়ের শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছিলেন (চৈ. চ., ৩৬৪১-৪২)। রঘুনাথ নিত্যানন্দ-গণকে দধিচিড়ার মহোৎসব দিয়াছিলেন। তিনি নিত্যানন্দের নিকট প্রার্থনা করেন—

মোর শিরে পদ ধরি করহ প্রসাদ।

নির্মিলে চৈতন্য পাও কর আশীর্বাদ ॥—চৈ. চ., ৩৬১৩২

নিত্যানন্দ স্ব-গণ-সহ রঘুনাথকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। রঘুনাথদাস গোস্বামীর স্তবাবলীর বিভিন্ন স্তবে কোথাও শ্রীমদ্বিত্যানন্দ প্রভুর উল্লেখ না দেখিয়া বড়ই বিষয় বোধ করিতেছি। রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বরপুরীর, গোবিন্দের ও স্বরূপের নাম করিয়াছেন। গোরাঙ্গস্তবকল্পতরুতে কাশী মিশ্রের, স্বরূপের, গোবিন্দের ও ঈশ্বরপুরীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমদাসগোস্বামী “মনঃশিক্ষায়”—

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু স্বজনে ভূষরগণে
স্বমস্ত্রে শ্রীনাথি ব্রজনবয়ুবদ্বন্দ্বশরণে

মনের অনুরাগ প্রার্থনা করিয়াছেন। “স্বনিয়মদশকে”

গুরৌ মস্ত্রে নাথি প্রভুবর-শচী-গর্ভজপদে
স্বরূপে শ্রীরূপে গণযুজি তদীয়-প্রথমজে

অনুরাগ যাজ্ঞা করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীচৈতন্য-স্তব পড়িয়া মনে হয় নীলাচলের শ্রীচৈতন্যেই তাঁহার অনুরাগ—নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ নহে। মুরারি, শিবানন্দ, কবিকর্ণপুর, নরহরি, বাসু ঘোষ প্রভৃতি ভক্তগণ নবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গকেই উপাসনা ও আশ্বাদন করিয়াছেন। নরহরি সরকার ঠাকুর যেমন চরম নবদ্বীপ-লীলাবাদী, রঘুনাথদাস গোস্বামী তেমন চরম বৃন্দাবনলীলাবাদী। দাস গোস্বামী “স্বনিয়মদশকে” বলিয়াছেন—

ন চাণ্ডাল ক্ষেত্রে হরিতত্ত্ব-সনাথোহপি স্বজনা-
দ্রসাস্বাদং প্রেম্ণা দধদপি বসামি ক্ষণমপি।
সমং ত্বেতদ্গ্রাম্যাবলিভিরভিতম্বমপি কথাং
বিধাশ্চে সংবাসং ব্রজভূবন এব প্রতিভবম্ ॥

অর্থাৎ “সদৈক্ষণবের মুগ্ধকরিত রস মপ্রেম-আশ্বাদনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহযুক্ত হইলেও অন্য স্থানে ক্ষণকালও বাস করিব না, কিন্তু এই ব্রজভূমিতে গ্রাম্যজনের সন্নিহিত গ্রামালাপ করিতে করিতে জন্মে জন্মে বাস করিব।”

Raghunath Das Goswami is the main writer of Sri Chaitanya's lila in Nilachal (last few years)

রঘুনাথদাস গোস্বামীর রূপায় আমরা শ্রীচৈতন্যের নীলাচল-লীলার শেষ কয় বৎসরের অতি উজ্জ্বল ও মনোহর বর্ণনা পাইয়াছি। মুরারি, কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ ও লোচন এ লীলার মধুররস বর্ণনা করেন নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মূলতঃ দাস গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যষ্টক ও শ্রীগৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু অবলম্বন করিয়া অন্ত্যলীলার চতুর্দশ হইতে উনবিংশ পরিচ্ছেদ লিখিয়াছেন।^১

The last years of Sri Chaitanya is narrated in Srichaitanyashtaka and Srigourangastavakalpataru

গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুর চতুর্থ শ্লোকে আছে একদিন কাশী মিশ্রের গৃহে

১ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুর চতুর্থ শ্লোক ৩১৪১৬৮-র পর, অষ্টম শ্লোক ৩১৪১১৩-র পর, নবম শ্লোক ৩১৬১৮০-র পর, পঞ্চম শ্লোক ৩১৭১৬৭-র পর, ষষ্ঠ শ্লোক ৩১৯১৭১-র পর এবং একাদশ শ্লোক ৩৩১৩১২-র পর উদ্ধার করিয়াছেন। প্রথমোক্ত পাঁচটি শ্লোক অবলম্বন করিয়া চতুর্দশ, ষোড়শ, নবদশ ও উনবিংশ পরিচ্ছেদ রচিত হইয়াছে।

ভজপতি-স্বতের উৎকট বিরহে অঙ্গের শোভা ও সন্ধি-সকল শ্লথ হওয়ায় যাহার হস্ত ও পদ অধিক দীর্ঘ হইয়াছিল এবং সেই অবস্থায় ভুলুষ্ঠিত হইয়া অত্যন্ত কাতরতার সহিত যিনি গদগদ বাক্যে রোদন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরান্ধ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন।^১ “শ্লথশ্রী-সন্ধিস্থাদধিকদৈর্ঘ্যং ভজপদোঃ ;” সন্ধি শ্লথ হওয়ায় হস্তপদের দৈর্ঘ্য বাড়িয়া গিয়াছিল ; কিন্তু কতটা বাড়িয়াছিল তাহা দাস গোস্বামী বলেন নাই। কবিরাজ গোস্বামী ঐ পদের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

প্রভুর (?) পড়ি আছে দীর্ঘ—হাত পাচ ছয় ।
 অচেতন দেহ, নাসায় শ্বাস নাহি বয় ॥
 একেক হস্তপদ—দীর্ঘ তিন তিন হাত ।
 অস্থি গ্রন্থি ভিন্ন চক্ষু আছে মাত্র তাত ॥
 হস্ত পদ গ্রীবা কটি অস্থি সন্ধি যত ।
 একেক বিতন্তি ভিন্ন হইয়াছে তত ॥
 চক্ষু মাত্র উপরে সন্ধির আছে দীর্ঘ হঞা ।
 দুঃগিত হইলা সবে প্রভুকে দেখিয়া ॥

—চৈ. চ., ৩।১৪।৩০-৩৩

এ স্থানে যেমন দাস গোস্বামীর “অধিকদৈর্ঘ্যং” পদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা কবিরাজ গোস্বামী করিয়াছেন, তেমনি দাস গোস্বামীর “গৌরান্ধস্ববকল্লতরুর” পঞ্চম শ্লোকের ব্যাখ্যায় কয়েকটি শব্দ অন্তবাদ না করিয়া সংক্ষেপে লীলা-বর্ণনা করিয়াছেন। পঞ্চম শ্লোকে আছে—

অনুদম্বাট্য দ্বারত্ৰয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
 বিলজ্জ্যোতৈঃ কালিদিক-স্বরভিমধ্যে নিপতিতঃ ।
 তনুত্বংসদ্বোচাৎ কমঠ ইব কুক্ষোরু-বিরহাৎ
 বিরাজন্ গৌরান্ধো হৃদয় উদয়নাৎ মদয়তি

অর্থাৎ “যিনি বহির্গমনের তিনটি দ্বার উদ্ঘাটন না করিয়া অতি উচ্চ প্রাচীরত্ৰয় উল্লঙ্ঘনপূর্বক কলিঙ্গদেশীয় গাভীগণ-মধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন, এবং

১ বিতালঙ্কার-কৃত টীকা—“মদয়তি হর্ষয়তি, চক্ষুঃস্বরগোচরত্বাৎ প্রপন্নতীতি বেতি সর্ষত্ৰাহরণঃ ।”

রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন “মদয়তি—উন্মত্ত করিতেছেন।”

শ্রীকৃষ্ণের গুরু বিরহে দেহের সঙ্কোচ হওয়ায় যিনি কৃষ্ণের আকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরান্ধ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন ।

রুঞ্চদাস কবিরাজ ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন—

তিন দ্বার কপাট তৈছে আছে ত লাগিয়া ।
 ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হইয়া ॥
 সিংহদ্বারের দক্ষিণে রহে তেলেঙ্গা গাভীগণ ।
 তাঁহা যাই পড়িলা প্রভু হইয়া অচেতন ॥
 এথা গোবিন্দ মহাপ্রভুর শব্দ না পাইয়া ।
 স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খোলিয়া ॥
 তবে স্বরূপ গোসামাক্রি সঙ্গে লৈয়া ভক্তগণ ।
 দীয়াটী জালিয়া করে প্রভুর অন্বেষণ ॥
 ইতি উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা ।
 গাভীগণ মধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা ॥
 পেটের ভিতর হস্তপদ কৃষ্ণের আকার ।
 মুখে ফেন পুলকান্ধ নেত্রে অশ্রুধার ॥

—চৈ. চ., ৩।১৭।১০-১৫

কবিরাজ গোস্বামী এতগুলি শব্দ ব্যবহার করিয়াও “মুকু চ ভিত্তিভ্রমহো বিলজ্জ্যোতৈঃ” (অতি উচ্চ তিনটি প্রাচীর লাফাইয়া) কথা কয়টির অন্তর্বাদ কেন করিলেন না জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে । উক্ত শ্লোক অবলম্বন করিয়াই যে তিনি লীলাটি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন—

এই লীলা স্বগ্রন্থে রঘুনাথদাস ।
 গৌরান্ধস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ ॥

—চৈ. চ., ৩।১৭।৬৭

“অনুদ্বাট্য দ্বারভ্রম” কথা কয়টি তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছিল । তাই পূর্বোক্ত শ্লোকের (অর্থাৎ চতুর্থ শ্লোকের) ব্যাখ্যায়ও উহা লাগাইয়াছেন ।

প্রভুর শব্দ না পাইয়া স্বরূপ কপাট কৈল দূরে ।
 তিন দ্বার দেওয়া আছে প্রভু নাহি ঘরে ॥

চিস্তিত হই সতে প্রভু না দেখিয়া ।
প্রভু চাহি বলে সতে দীয়াটী জালিয়া ॥
সিংহদ্বারের উত্তর দিশায় আছে এক ঠাঞি ।
তার মধ্যে পড়ি আছেন চৈতন্য গোসাঞি ॥

—৩।১৪।৫৬-৫৮

Krishnadas Kaviraj wrongly described the place as Lionsgate / Singhadwara of Jagannath temple for Sri Chaitanyas Lila of increasing of the body length.

তৎপরে কবিরাজ গোস্বামীর বাণ্যা আমরা চতুর্থ শ্লোক-প্রসঙ্গে (৩।১৪।৬০-৬৩ পয়ার) পূর্বে উদ্ধার করিয়াছি। কবিরাজ গোস্বামীর “অনুদ্যটা দ্বারত্রয়ম্”-প্রীতির ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, যে লীলা (দৈর্ঘ্য অধিক হওয়ার) রঘুনাথদাস গোস্বামী “কচিগিরাবাসে” ঘটয়াছিল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কবিরাজ গোস্বামী “সিংহদ্বারের উত্তর” দিশায় ঘটাইয়াছেন। রঘুনাথদাস গোস্বামীর চতুর্থ শ্লোক-বর্ণিত লীলা-অবলম্বনেই যে কবিরাজ গোস্বামী ৩।১৪।৫৬-৫৭ পয়ার লিখিয়াছেন, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন (চৈ. চ., ৩।১৪।৬৮)। সুতরাং এ কথা বলা চলিবে না যে শ্রীচৈতন্যের দেহ এক দিন রঘুনাথদাস-বর্ণিত মিশ্রাবাসে, অগ্ন দিন কবিরাজ গোস্বামি-বর্ণিত “সিংহদ্বারের উত্তর দিশায়” দীর্ঘত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

Sri Chaitanya used to wear loin cloth and other robe as per Raghunathdas goswami

রঘুনাথদাস গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতের তৃতীয় শ্লোক হইতে জানা যায় যে প্রভু কোপীন ও তদুপরি অরুণ বর্ণের বহির্বস্ত্র পরিধান করিতেন। তিনি সহস্র মধুর নামাবলী উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন। প্রত্যহ নিয়ম করিয়া অর্থাৎ এত সংখ্যা নাম জপ করিব সংকল্প করিয়া নামকীৰ্ত্তন করিতে তিনি উপদেশ দিতেন—

হরেক্ষেত্রেত্যেবং গণন-বিধিনা কীৰ্ত্তয়ত ভোঃ ॥—চতুর্থ শ্লোক

Used to see Lord Jagannath from Garudastambha / pillar of Garuda and his body got wet with tears.

গরুড়স্তম্ভের নিকটে থাকিয়া যখন তিনি নীলাচলপতিকে দর্শন করিতেন তখন নয়নজলে তাঁহার সূদীর্ঘ উজ্জ্বল তনু ভাসিয়া যাইত—

পুরঃ পশ্যন্ নীলাচলপতিমুরুপ্রেম-নিবহৈঃ
ক্ষরন্তেদ্রাশ্তোভিঃ স্পিত নিজদীঘোজ্জলতনুঃ ।
সদা তিষ্ঠন্ দেশে প্রণয়ি গরুড়স্তম্ভচরমে
শচীস্মৃঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্তি পুনঃ ?

—ষষ্ঠ শ্লোক

নদীতীরের কুসুমকুঞ্জে গোকুলবিধুর বিরহবিধুর হওয়ায় তাঁহার নয়নজলধারায় যেন অগ্নি এক নদীর সৃষ্টি হইত। তিনি মুহমূর্ছ মূর্ছাপ্রাপ্ত হইতেন (অষ্টম শ্লোক)।

শ্রীগৌরান্ধস্তবকল্পতরুতে শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীচৈতন্যের কিভাবে বিবর্ণতা, স্তম্ভভাব, অশ্রুটবচন, কম্প, অশ্রু, পুলক, হাস্য, ঘর্ম্ম ও নৃত্য প্রকাশ পাইত তাহার বর্ণনা আছে।

অলঙ্কৃত্যাআনং নববিবিধ-রত্নৈরিব বল
দ্বিবর্ণত্ব-স্তম্ভাশ্রুট-বচন-কম্পাশ্রপুলকৈঃ।
হসন্ স্থিগুর্তান্ শিতিগিরিপতেনির্ভরমুদে
পুরঃ শ্রীগৌরান্দো হৃদয় উদয়মাং মদয়তি ॥

নরহরি সরকার ঠাকুর যেমন লিখিয়াছেন—‘গেণে ভিতে মুখ শির ঘসে’ (পদক, ১৬৪৩), তেমনি দাস গোস্বামী প্রভুর শুধু মুখঘর্ষণ নহে, ক্ষত ও রক্তপাত পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

স্বকীয়স্ত প্রাণার্কদমদশ গোষ্ঠস্ত বিরহাং
প্রলাপাতুগাদবং সততমতি কুর্কন্ বিকলধীঃ।
দধন্তিত্তৌ শশ্বদদনবিধুঘর্ষণেণ কধিরং

• ক্ষতোথং গৌরান্দো হৃদয় উদয়মাং মদয়তি ॥—ষষ্ঠ শ্লোক

প্রভুর মুখে ক্ষত হইবে, তাহা হইতে রক্ত পড়িবে ইহা কবিরাজ গোস্বামী সহ্য করিতে পারেন নাই। তাই ঐ শ্লোক অন্ত্যলীলার ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত করিলেও, লিখিয়াছেন যে প্রভুর সেবক শঙ্কর সর্বদা প্রভুকে পাহারা দেন এবং

তার ভয়ে নারে প্রভু বাহিরে যাইতে।

তার ভয়ে নারে ভিত্তো মুখাবু ঘসিতে ॥—চৈ. চ., ৩।১৯

কবিরাজ গোস্বামী শ্রীগৌরান্ধস্তবকল্পতরুর নবম ও দশম শ্লোক উদ্ধৃত করেন নাই। নবম শ্লোকে স্বরূপ ও অগ্ন্যাগ্নি ভক্তের সহিত প্রভুর দোলাখেলার কথা আছে। দশম শ্লোকে আছে যে শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্তবলকে স্নেহ করিতেন প্রভু তেমনি স্বরূপকে ভালবাসিতেন এবং পরমানন্দপুরীকে গুরুবুদ্ধি করিতেন। গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় গৌরীদাসকে স্তবল ও স্বরূপকে বিশাখা বলা হইয়াছে।

এখন রঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীচৈতন্যতত্ত্বকে কিভাবে প্রকাশ করিয়াছেন

তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। শ্রীচৈতন্যচরিতের প্রথম স্কোকে তিনি বলিয়াছেন, “যে হরি দর্পণগত আপনার নিকৃপম শরীর দর্শন করিয়া প্রেমসী সখী শ্রীমতী রাধিকার জায় আশ্রমাধুর্য্যকে সর্বতোভাবে আপনাতে অন্তর্ভব করিবার জন্ত গোড়দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অহো! যে প্রভু শ্রীমতী রাধিকার গৌরকান্তি-দ্বারা স্বয়ং নিজ শরীরের সুন্দর গৌরবর্ণত্ব স্বীকার করিয়াছেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্বার আমার নয়নপথ প্রাপ্ত হইবেন?” স্কোকটিতে স্বরূপ দামোদরের তিনটি বাঙার কথা স্পষ্টরূপে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। “মহাপ্রভু শ্রুতিসমূহে গুঢ়, পূর্ব পূর্ব ভক্তিনিপুণ মুনিগণ-কর্তৃক অজ্ঞাত ভক্তিলতা—যাহার কল প্রেমোজ্জল রস—তাহা কৃপা করিয়া গোড়ে বিস্তার করিয়াছেন।”^১ গোড়দেশ-জাত রঘুনাথদাস গোস্বামীর বিশেষ আনন্দের কারণ এই যে প্রভু গোড়ীয়দিগকে নিজের অর্থাৎ আত্মীয়রূপে স্বীকার করিয়াছেন।”^২

শ্রীমদাস গোস্বামী “মুক্তাচরিত্রের” মঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্ব নিয়-লিখিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

নিজামুজ্জলিতাং ভক্তিসুধামর্পয়িতুং ক্ষিতৌ

উদিতং তং শচীগর্তব্যোয়ি পূর্ণং বিধুং ভজে।^৩

অর্থাৎ যিনি এই সংসারে নিজের উজ্জল ভক্তিসুধা সমর্পণ করিবার অভিনায়ে শ্রীশচীর গর্তরূপ আকাশে পূর্ণচন্দ্রের জায় উদিত হইয়াছেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি। “নিজামু উজ্জলিতাং ভক্তিসুধাং”—নিজামু শব্দে তাঁহার নিজের প্রতি ভক্তি নিজেই প্রচার করিতে আসিয়াছেন, ইহা বলা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক-দ্রুত সার্বভৌম-রূত স্তবেও “নিজভক্তি যোগ” শিক্ষাদিবার জন্ত পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছে বলা হইয়াছে (নাটক, ৬৭৪)।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে মুক্তাচরিত্রের চতুর্থ স্কোকে দাস গোস্বামী নিজের গুরুকে (যদুনন্দন আচার্য্যকে) প্রণাম-উপলক্ষে বলিয়াছেন,

১ রঘুনাথদাস-কৃত শ্রীচৈতন্যচরিত্রের চতুর্থ স্কোক

২ ঐ পঞ্চম স্কোক

৩ মুক্তাচরিত্র, তৃতীয় স্কোক

“যাহার হৃবিখ্যাত রূপায় নাম-শ্রেষ্ঠ হরিনাম শচীপুত্র, স্বরূপ, রূপ, সনাতন, মদ্রাপুরী, গোষ্ঠবাটী, রাধাকুণ্ড, গিরিবর গোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধামাধবের আশা পাইয়াছি সেই গুরুদেবকে প্রণাম।” গ্রন্থশেষে তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন, “শ্রীমদ্রূপদামোজ-ধূলিঃ শ্রীং জন্মজন্মনি।” শ্রীরূপের শিক্ষাতে ও “মদেক-জীবিততনু” শ্রীজীবের আদেশে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন এবং “শ্রীমদ্রূপগণ” শ্রীরূপের অন্তর্গত ভক্তগণ উহা আশ্বাদন করুন, এই কথাও বলিয়াছেন। “দন্তাচরিত্রে”, “দানকেনিচিস্তামণিতে” ও “স্তবাবলীতে” নিত্যানন্দ প্রভুর কোন উল্লেখ পাইলাম না, এবং নিত্যানন্দের পরম ভক্ত বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের গ্রন্থে রঘুনাথদাসের নাম পাইলাম না। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত আছে যে যখন নিত্যানন্দ পাণিহাটীতে রাঘবের মন্দিরে আসেন তখন—

“রঘুনাথ বৈষ্ণব আইলেন ততক্ষণে” (৩৫।৪৪২), “রঘুনাথ বেজুগুণা ভক্তিরসময়” ও “রঘুনাথ বৈষ্ণব-উপাধ্যায় মহামতি” (পৃ. ৪৫৪), ৩৬।৪৭৪ পৃষ্ঠায় শেষোক্ত পদ, এবং ৩৯।৪২৩ পৃষ্ঠায় রঘুনাথ বৈষ্ণবের নাম আছে। রূপদাস কবিরাজও নিত্যানন্দ-শাখা-বর্ণনায় বলিয়াছেন—

রঘুনাথ বৈষ্ণব উপাধ্যায় মহাশয়,
যাহার দর্শনে রূপপ্রেমভক্তি হয় ॥—১।১১।১২

সুতরাং রঘুনাথদাসকে বৃন্দাবনদাস ভুলক্রমে রঘুনাথ বৈষ্ণব বলেন নাই, তিনি ইচ্ছা করিয়াই রঘুনাথদাসের নাম বাদ দিয়াছেন।

২। সনাতন গোস্বামী

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে কবিকর্ণপুর “গৌরাভিন্নতনুঃ সর্কারাধ্য” বলিয়া গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় করিয়াছেন (১৮২)। সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের কোন লীলা বর্ণনা করিয়া কোন গ্রন্থ, এমন কি অষ্টকাদিও লেখেন নাই। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থাদিতে শ্রীচৈতন্যের লীলা ও তত্ত্ব-বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সেই-সব তথ্যের গুরুত্ব বুঝিতে হইলে, প্রথমে শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠিতে তাঁহার স্থান-সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

Sanatan with younger brother Rup went to Ramkali village to meet Sri Chaitnaya for the first time

মুরারি গুপ্ত রামকলি গ্রামে শ্রীচৈতন্যের সহিত সানুজ সনাতনের প্রথম মিলন বর্ণনা করিয়াছেন (৩।১৮)। ঐ বর্ণনা-পাঠে মনে হয় যে সনাতন শ্রীচৈতন্যের রূপা পাইবার পূর্বেই সাধনরাজ্যের উচ্চ স্তরে অধিকৃত হইয়া-

ছিলেন। শ্রীচৈতন্য রামকেলিতে আসিয়াছেন শুনিয়াই সনাতন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি বৈষ্ণবোচিত দৈন্য-সহকারে শ্রীচৈতন্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, “তুমি নিশ্চয়ই বৃন্দাবনের লোক। আমি তোমার সাথে মথুরা যাইতে ইচ্ছা করি। তুমি বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ প্রকট করিবে” (৩।১৮।৪-৬)। সনাতন তাঁহাকে বলিলেন, “নির্জ্ঞান বৃন্দাবনে জনসংঘট্টের সহিত যাইয়া কি হইবে?” তিনি প্রার্থনা করিলেন যে শ্রীচৈতন্য রূপারূপ শস্ত্রের দ্বারা তাঁহার সংসারশৃঙ্খল ছিন্ন করুন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, “কৃষ্ণ তোমার মনোরথ পূর্ণ করিলেন।” সনাতনের কথা শুনিয়াই শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করিয়া গৌড়দেশ-ভ্রমণান্তে নীলাচলে ফিরিয়া গেলেন (৩।১৮।১১)।

As per Kabikarnapur Sri Chaitanya met Sanatan at Kashi and Rup at Prayag

কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে রামকেলিতে সনাতনের সহিত শ্রীচৈতন্যের মিলন বর্ণনা করেন নাই। কাশীতে সনাতনের প্রতি শ্রীচৈতন্যের রূপার কথা তিনি নাটকে লিখিয়াছেন (২।৪৬)। তিনি সনাতনকে “গৌড়েন্দ্রশ্রমভাবিভূষণমণি” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (২।৪৫) ও লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য অবধূতাকৃতি সনাতনকে দেখিয়াই আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। নাটকে বর্ণিত হইয়াছে যে শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে প্রয়াগে শ্রীরূপের প্রতি রূপা করেন; তৎপরে তিনি বারাণসীতে আসেন ও সনাতনের সহিত মিলিতে হয়েন। কিন্তু বারাণসীর ঘটনা বলিবার সময় বার্তাহারী প্রতাপরুদ্রকে বলিতেছে—

কালেন বৃন্দাবন-কেলিবার্তা

লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্টা।

রূপামৃতে নাভিষিষেচ দেব-

স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥—২।৪৮

অর্থাৎ কালক্রমে বৃন্দাবন-সম্বন্ধীয় শ্রীরূপলীলাকথা বিলুপ্ত হইলে, শ্রীচৈতন্য পুনরায় তাহা বিশেষরূপে প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে রূপ ও সনাতনকে তথায় রূপামৃত দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন। শ্লোকের চতুর্থ চরণের “তত্রৈব” শব্দের অর্থ কি? নাটকের বর্ণনার ক্রম দেখিয়া মনে হয়, “তত্রৈব” মানে বারাণসীতে। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে অষ্টমতবংশীয় প্রভুপাদ রাধিকানাথ গোস্বামী বৃন্দাবন হইতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের যে সংস্করণ বাহির করেন, তাহার সংস্কৃত টীকায় “স্তত্রৈব

বৃন্দাবন এব” ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় “তত্রৈব প্রয়াগে কাশীপূর্যাঞ্চ যদ্বা বৃন্দাবনে” বলিয়া পাঠককে বড়ই মুস্থিলে ফেলিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন যে প্রয়াগে শ্রীরূপের ও অহুপমের সহিত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ হয়। শ্রীরূপকে উপদেশ দিবার পর শ্রীচৈতন্য যখন কাশীতে যাইবার জন্ত বাহির হইলেন, তখন শ্রীরূপ তাঁহার সহিত যাইতে চাহিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন (চৈ. চ., ২।১২।১২৫-২০১)। কাশীতে যখন সনাতনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল তখন শ্রীরূপ সেখানে ছিলেন না।

সুতরাং এক স্থানে দুই ভাইকে রূপা করা সম্ভব হয় না। রূপ-সনাতনের The narration about Rup-Sanatan is authentic when described by Krishnadas Kaviraj as he had lived with Sri Rup for long period.

সকল কোন ঘটনা-বর্ণনায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের সহিত কবিকর্ণপুরের বিরোধ থাকিলে, কবিরাজ গোস্থামীর কথাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করিতে হইবে, কেন-না কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীরূপের সঙ্গে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন। কবিকর্ণপুরের সঙ্গে শ্রীরূপের ঘনিষ্ঠতার কথা জানা যায় না। সুতরাং নাটকের “তত্রৈব” শব্দে এক সঙ্গে শ্রীচৈতন্য রূপ-সনাতনকে রূপা করিয়াছেন, বলা ভুল।

কবিকর্ণপুর রূপ-সনাতন-সম্বন্ধে আর একটি ভুল সংবাদ তাঁহার মহাকাব্যে দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তিনি লিখিয়াছেন যে সনাতন, অহুপম, রূপ— এই তিন ভাই একত্র শ্রীচৈতন্যকে নীলাচলে দর্শন করিয়াছিলেন ও শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ব্রহ্মস্তুতি-দ্বারা তাঁহাকে স্তব করিয়াছিলেন (মহাকাব্য, ১৭।২-২৪)। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন শ্রীরূপ ও অহুপম বৃন্দাবন হইতে গোড়ে ফিরিয়া আসিতেছেন।

এই মত দুই ভাই গোড় দেশে আইলা।

গোড়ে আসি অহুপমের গঙ্গা প্রাপ্তি হৈল।—চৈ. চ., ৩।১।৩২

শ্রীরূপ একা নীলাচলে যাইয়া শ্রীচৈতন্যের শ্রীচরণে উপস্থিত হইলেন।

সনাতনের বার্তা যবে গোসাঞি পুছিল।

রূপ কহে তাঁর সঙ্গে দেখা না হইল ॥

আমি গঙ্গাপথে আইলাম তেঁহো রাজপথে।

অতএব আমার দেখা নহিল তাঁর সাথে ॥

প্রয়াগে শুনিল তেঁহো গেলা বৃন্দাবন।

অহুপমের গঙ্গা প্রাপ্তি কৈল নিবেদন ॥

—চৈ. চ., ৩।১।৪৫-৪৭

Sri Rup stayed at Puri till Dolyatra i.e. for ten months and returned to Vrindavan

শ্রীরূপ দোলযাত্রা পর্যন্ত অর্থাৎ দশ মাস পুরীতে থাকিয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া গেলেন (চৈ. চ., ৩৪।২৫, ৩।১।১৬০)।

নীলাচল হইতে রূপ গোড়ে যবে গেলা ।

মথুরা হইতে সনাতন নীলাচলে আইলা ॥—৩৪।২

প্রভু কহে ইহা রূপ ছিল দশমাস ।

ইহা হৈতে গোড়ে গেলা দিনদশ ॥ ৩৪।২৫

এ ক্ষেত্রেও কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রদত্ত বিবরণ কবিকর্ণপুরের বর্ণিত বিবরণ অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয়। এই দুই ঘটনা-সম্বন্ধেই লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে কবিরাজ গোস্বামী কবিকর্ণপুরের নাটকের ৩।১৫, ২।৪৬, ২।৪৮ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

নিজ গ্রন্থে কবিকর্ণপুর বিস্তার করিয়া ।

সনাতনে প্রভুর প্রসাদ রাগিয়াছি লিখিয়া ॥—২।২৪।২৫২

২।৪৮ শ্লোক পুনরায় ২।১২।১০২-এর পর উদ্ধার করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর ।

রূপের মিলন গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর ॥

কবিকর্ণপুর নাটকে দুইটি শ্লোকে সনাতনের প্রতি রূপা ও একটি শ্লোকে রূপের প্রতি রূপা বর্ণনা করিয়াছেন। দুইটি বা একটি শ্লোককে “বিস্তার করিয়া” ও “লিখিয়াছিলেন প্রচুর” বলা কতদূর সঙ্গত সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। কবিরাজ গোস্বামী কবিকর্ণপুর-বর্ণিত ঘটনাকে স্বীকার করেন নাই, তথাচ নিজের বর্ণিত ঘটনার বিপরীত ঘটনামূলক শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। হয়ত পূর্বাচাধ্যকে প্রতিবাদ না করাই বৈষ্ণবীয় রীতি অথবা এই ঘটনাকে বৈষ্ণব লেখকগণ বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই—তাই সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই।

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ও একাদশ অধ্যায়ের প্রথমে শ্রীচৈতন্যকে “জয়. রূপ-সনাতন-প্রিয়-মহাশয়” বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। কিন্তু রূপসনাতন-সম্বন্ধে তিনি যে সংবাদ দিয়াছেন তাহা কবিকর্ণপুরের প্রদত্ত তথ্যের ন্যায় ভ্রান্তিমূলক। তিনি অন্ত্যখণ্ডের

নবম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে নীলাচলে রূপ-সনাতন একই সময়ে অবস্থান করিতেছিলেন (চৈ. ভা, পৃ. ৪২৩)। অষ্টমের নিকট ইহাদের পরিচয় দিবার সময় শ্রীচৈতন্য বলিতেছেন—

রাজ্যস্থ ছাড়ি কাঁথা করঙ্গ লইয়া ।

মথুরায় থাকেন কৃষ্ণের নাম লৈয়া ॥

অমায়্য কৃষ্ণভক্তি দেহ এ দুইরে ॥—চৈ. ভা., পৃ. ৫০৮

Sanatan Goswami arrived at Puri after ten days of Sri Rup's departure

পূর্বে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে দেখাইয়াছি যে রূপ নীলাচল হইতে চলিয়া যাইবার দশ দিন পরে সনাতন তথায় আগমন করেন এবং নীলাচলে আসার পূর্বে দুই ভাইয়ের মথুরায় সাক্ষাৎ হয় নাই ; যথা—

সনাতনের বার্তা যবে গোসাঞি পুছিল ।

রূপ কহে তাঁর সঙ্গে দেখা না হইল ॥—চৈ. চ., ৩।১।৪৫

জয়ানন্দ রূপ-সনাতনের কথা অতি অল্পই জানিতেন। তিনি লিখিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রহিলেন কুতূহলে ।

দবির খাস দুই ভাই গেলা নীলাচলে ॥

দবির খাসে ঘুচাইলা সংসার বন্ধন ।

দুই ভাইর নাম হইল রূপ সনাতন ॥—জয়ানন্দ, পৃ. ১৪২

বৃন্দাবনদাসের মতে রূপের উপাধি বা পদ ছিল দবিরখাস অর্থাৎ খাস মুন্সী (private secretary) ; জয়ানন্দ ফার্সী ভাষায় একেবারে অজ্ঞ ছিলেন, তাই দবিরখাস উপাধিকে ‘দবির’ ও ‘খাস’ এই দুই পদে বিভক্ত করিয়া তাহা রূপ ও সনাতনের নাম ভাবিয়াছেন।

লোচনদাস শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের প্রারম্ভে রূপ-সনাতনকে বন্দনা করিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থমধ্যে কোথাও তাঁহাদের প্রসঙ্গ বর্ণনা করেন নাই। “শেষখণ্ডে” শ্রীচৈতন্যের গুজ্জবাড়ীর মধ্যে অদর্শন হওয়া বর্ণনা করার পর তিনি লিখিয়াছেন—

কানীমিশ্র সনাতন আর হরিদাস ।

উৎকলের সভে কান্দি ছাড়য়ে নিখাস ॥—লোচন, পৃ. ১১৭

শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের সময় সনাতন নীলাচলে ছিলেন, এ কথা অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। লোচন এ ক্ষেত্রে ভ্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচিত হইবার পূর্বে গোড়মুণ্ডে রচিত শ্রীচৈতন্যের জীবনীসমূহে রূপ-সনাতনের কথা বিশেষ কিছু নাই; অথচ সকল গ্রন্থেই তাঁহাদিগের নাম সম্মান উল্লেখ করা হইয়াছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ২৬-৩৬, ৫৩-৭৫, ১৬৫-২১০, ২২৭-২৩১ ও ঊনবিংশ হইতে পঞ্চ-বিংশ পরিচ্ছেদে এবং অন্ত্যখণ্ডের প্রথম ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে রূপ-সনাতনের কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রধানতঃ এই বিবরণ অবলম্বন করিয়া রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার “Chaitanya and his Companions” গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় রচনা করিয়াছেন। ঐ অধ্যায়ের একটি উক্তি সংশোধিত করিয়া পাঠ করা প্রয়োজন। ডক্টর সেন লিখিয়াছেন, “Rupa met Chaitanya at Benares where the latter took pains to instruct him in the cardinal points of the Vaisnava religion.”^১ কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে শ্রীচৈতন্য রূপকে প্রয়াগে শিক্ষা দিয়াছিলেন; যথা—

এই মত দশ দিন প্রয়াগে রহিয়া।

শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥

ডক্টর সুনীলকুমার দে “পদ্মাবলীর” যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণামূলক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে কাশীতে রূপ, অতুপম ও শ্রীচৈতন্যের সহিত সনাতনের সাক্ষাৎ হয়।^২ এ উক্তি কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণিত ঘটনার বিরুদ্ধ। বোধ হয় ডক্টর দে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের পূর্বোল্লিখিত “তত্রৈব” শব্দ অন্তর্সরণ করিয়া ঐরূপ লিখিয়াছেন।

উক্ত ভূমিকায় ডক্টর দে বলিয়াছেন, “No doubt, Chaitanya is represented as commissioning Sanatana and Rupa to prepare these learned texts as the doctrinal foundations of the faith and suggesting to them elaborate outlines and schemes; but these outlines and schemes are so suspiciously faithful

১ Dr. D. C. Sen, Chaitanya and his Companions, পৃ. ১৮

২ Dr. S. K. De, Padyavali, Introduction, p. xlvii

to the actual and much later products of the Gosvamins themselves that this fact takes away whatever truth there might have been in the representation.But to hold Chaitanya responsible for every fine point of dogma and doctrine elaborated by Sanatana and Rupa and Jiva would indicate an undoubtedly pious but entirely unhistorical imagination.^১ তাঁহার এই উক্তি অযৌক্তিক মনে হয় না।

Cast of Rup-Sanatan

রূপ-সনাতনের জাতি

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রূপ-সনাতনের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

“নীচ জাতি নীচ সঙ্গী করি নীচ কাজ।

তোমার অগ্রেতে প্রভু! কহিতে বাসি লাজ ॥

—চৈ. চ., ২।১।১৭৯

শ্লেচ্ছ জাতি শ্লেচ্ছসেবী করি শ্লেচ্ছকর্ম।

গোব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গি আমার সঙ্গম ॥”—চৈ. চ., ২।১।১৮৬

সনাতন কহে—“নীচ বংশে মোর জন্ম।

অধর্ম অন্মায় যত আমার কুলধর্ম ॥

হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার।

তোমার কৃপাতে বংশে মঙ্গল আমার ॥”

এই-সব উক্তি দেখিয়া, বিশেষতঃ “নীচ জাতি” ও “নীচ বংশ” শব্দ দেখিয়া কোন কোন গবেষক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে রূপ-সনাতন অথবা তাঁহাদের পিতা কুমারদেব মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। সুপণ্ডিত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, “রূপ-সনাতনের আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্বে পিরালি খাঁ নামক একজন মুসলমান পীরধর্ম প্রচারার্থে যশোহর জেলায় আসেন। রূপ-সনাতনের পিতা ঐ সময় যশোহর জেলায় বাস করিতেন। সম্ভবতঃ তিনি পিরালি ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।”^২

১ ঐ ভূমিকা, pp. xxxv-vii

২ ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৪১, পৃ. ১৭৭-৭৮

শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ সনাতনের মুখ দিয়া বৈষ্ণবীয় দীনতা প্রকাশ করাইতে বাইয়া সনাতনের বংশকে নীচ ও অশ্রায়পরায়ে বলাইয়াছেন। তাঁহার অশ্রায় উক্তি দেখিয়া কিস্ত মনে হয় না যে রূপ-সনাতন সত্য সত্যই স্বধর্মভ্রষ্ট হইয়াছিলেন বলা তাঁহার অভিপ্রেত। তিনি লিখিয়াছেন যে রামকেলিতে শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করার পর—

দুই ভাই বিষয় ত্যাগের উপায় সৃজিল ।

বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল ॥

কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরস্চরণ ।

অচিরাতে পাইবারে চৈতন্যচরণ ॥—চৈ. চ., ২।১২।৩-৪

সনাতন রাজসভায় উপস্থিত না হইয়া।

ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা ।

ভাগবত বিচার করে সভাতে বসিয়া ॥

—চৈ. চ., ২।১২।১৬

যদি রূপ-সনাতন বা তাঁহাদের পিতা সত্যই মুসলমান হইয়া যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে পুরস্চরণের জন্ত ও ভাগবত-বিচারের জন্ত ব্রাহ্মণ পাওয়া সম্ভব হইত না। ব্রাহ্মণ-সমাজের অন্তঃশাসন তখন খুব প্রবল ছিল।

রূপ-সনাতন মুসলমান হইলে সে কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজের পূর্ববর্তী সকল লেখক একযোগে চাপিয়া যাইবেন, ইহাও সম্ভব মনে হয় না।

ঐতিহাসিক বিচারের একটি মূল সূত্র হইতেছে এই যে যাহার সম্বন্ধে কথা তাহার নিজের উক্তি পাওয়া গেলে তাহাই সাধারণতঃ সর্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য সেই ব্যক্তির যদি সত্য গোপন করা অভ্যাস থাকে বা স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছিল প্রমাণিত হয় তবে তাহার কথা বিশ্বাস করা যায় না। রূপ-সনাতনের ক্ষেত্রে স্মৃতিভ্রংশের কথা উঠিতেই পারে না। তাঁহারা যে স্বেচ্ছায় পিতার বা নিজেদের ধর্মাস্তর-গ্রহণ-বৃত্তান্ত গোপন করিয়া যাইবেন, এ কথাও বিশ্বাস্য মনে হয় না। তাঁহারা রাজমন্ত্রী হিসাবে যথেষ্ট মান-সম্মান পাইয়াছিলেন—লোকনিন্দার ভয়ে আত্মপরিচয় গোপন করিবার পাত্র তাঁহারা নহেন। মহত্তর জীবনের আহ্বানে রাজ-ঐর্ষ্য ত্যাগ করিয়া তাঁহারা ইচ্ছাপূর্বক সত্যগোপন বা মিথ্যাভাষণ করিবেন, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

As per Sanatan (in the tika of 3rd verse of Brihadbhagavatamrita) Rup was born in a Vipra family

সনাতন গোস্বামী বৃহদ্রাগবতামৃতের তৃতীয় শ্লোকের স্বকৃত টিকায় লিখিয়াছেন, “পক্ষে চ ভক্তঃ স্বপ্রিয়ভূত্যো যো রূপঃ কর্ণাটদেশবিখ্যাত-
বিপ্রকুলাচার্য্য-শ্রীজগদগুরুবংশজাত-শ্রীকুমারাত্মজো গোড়দেশী যঃ শ্রীরূপনামা
বৈষ্ণববরস্তেন সহৈত্যর্থঃ।” এখানে সনাতন রূপকে বিপ্রবংশজাত
বলিতেছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী “সনাতনাষ্টকে” লিখিয়াছেন—

সুদাক্ষিণাত্য-ভূমিদেবভূপবংশ-ভূষণং
মুকুন্দদেব-পৌত্রকং কুমারদেব-নন্দনম্ ।
স্বজীব-তাতবল্লভাগ্রজয়রূপকাগ্রজং
ভজাম্যহং মহাশয়ং রূপানুধিং সনাতনম্ ॥

এস্থলেও রূপ সনাতনকে ব্রাহ্মণবংশভূষণ বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীজীব
গোস্বামী ভাগবতের লঘুতোষণীর অন্তে রূপ-সনাতনের বংশপরিচয় দিয়াছেন।
তাহাতেও জানা যায় যে তাঁহার ব্রাহ্মণ ছিলেন। উক্ত পরিচয়ে আছে—

জাতস্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবরঃ শ্রীমান্ কুমারাভিধঃ
কঞ্চিদ্রোহমবাপ্য সংকুলনির্বদ্ধালয়ং সঙ্গতঃ ।
তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠবৈষ্ণবগণপ্রেষ্ঠাঙ্গয়ো জজ্ঞিরে
যে স্বং গোত্রমমুত্র চেহ চ পুনঃচক্রুস্তরামর্জিতম্ ॥

এই শ্লোকের “দ্রোহ” শব্দ দেখিয়া বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সন্দেহ
করেন যে কুমারদেব জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন।^১ কিন্তু “ভক্তিরত্নাকরে” ঐ
শ্লোকটির মর্ম্ম লইয়া লেখা হইয়াছে—

শ্রীমুকুন্দ দেবের নন্দন শ্রীকুমার ।
বিপ্রকুলপ্রদীপ পরম শুদ্ধাচার ॥
সদা যজ্ঞাদিক ক্রিয়া নিভূতে করয় ।
কদাচার জনস্পর্শে অতি ভীত হয় ॥
যদি অকস্মাৎ কভু দেখয়ে যবন ।
করে প্রায়শ্চিত্ত অন্ন না করে গ্রহণ ॥

জাতিবর্গ হইতে উদ্বেগ হৈল মনে ।
ছাড়িলেন নবহট্ট গ্রাম সেই ক্ষণে ॥
নিজগণ সহ বঙ্গদেশে শীঘ্র গেলা ।
বাকলা চন্দ্রদ্বীপ গ্রামেতে বাস কৈলা ॥—পৃ. ৪০

ঐ গ্রন্থে আরও লিখিত আছে—

সনাতন-রূপ নিজ দেশস্থ ব্রাহ্মণে ।
বাসস্থান দিলা সবে গঙ্গা-সন্নিধানে ॥—পৃ. ৪৩

Rup-Sanatan were employees of Muslim ruler.

ইহাতেও সনাতনের ব্রাহ্মণত্ব সূচিত হয়। তবে এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে মুসলমান সরকারে চাকুরী করার জন্য রূপ-সনাতনের পাতিত্যা দোষ ঘটিয়াছিল। সনাতন গোস্বামী ইহার ইঙ্গিতও করিয়াছেন। তিনি বৃহত্তাগবতামৃতে লিখিয়াছেন—

আত্মাধুনিকীং বার্চ্চাং স্বধর্মাগুনপেক্ষয়া
সাক্ষাচ্ছ্রীভগবদ্ব্যুত্থা ভজতাং কৃত্রিমামপি ।
ন পাতিত্যাতিদোষঃ স্মাদ্ গুণ এব মহান্ মতঃ
সৈবোত্তমা মতা ভক্তিঃ ফলং যা পরমং মহৎ ॥—২।৪।২০৮-২

অর্থাৎ ঐহারা স্বধর্মাদির অপেক্ষা না রাখিয়া পুরাতনী বা আধুনিকী প্রতিমা ভজনা করেন, তাঁহাদের পাতিত্যাতি দোষ হয় না; প্রত্যুত তাঁহারা মহান্ গুণ সঞ্চয়ই করিয়া থাকেন; কারণ ভগবৎ-সেবাই উত্তমা ভক্তি এবং এই সেবাই পরম মহৎ ফল।

Guru of Sanatan

সনাতনের গুরু কে ?

শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী তাঁহাদের গ্রন্থসমূহে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা যদি শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাতের পূর্বে শাস্ত্রচর্চা না করিতেন, তাহা হইলে এরূপ পাণ্ডিত্য-অর্জন করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। শ্রীজীব গোস্বামী লঘুতোষণীর অন্তে লিখিয়াছেন—

যে শ্রীভাগবতং প্রাপ্য স্বপ্নে প্রাতঃ জাগরে ।
স্বপ্নদৃষ্টাদেব বিপ্রাং প্রথমে বয়সি স্থিতাঃ ॥
মমজ্জুঃ শ্রীভগবতঃ প্রেমামৃতমহাশুদ্ধৌ ।
তেষামেব হি লেখোহয়ং শ্রীসনাতননামিনাম্ ॥

ঐ শ্লোকের ভাবানুবাদ ভক্তিরত্নাকরে এইরূপ আছে—

শ্রীসনাতনের অতি অদ্ভুত চরিত ।
 শ্রীমদ্ভাগবতে যার অতিশয় প্রীত ॥
 প্রথম বয়সে স্বপ্নে এক বিপ্রবর ।
 শ্রীমদ্ভাগবত দেই আনন্দ অস্তর ॥
 স্বপ্নভঙ্গে সনাতন ব্যাকুল হইলা ।
 প্রাতে সেই শ্রীমদ্ভাগবত দিলা ॥
 পাইয়া শ্রীভাগবত মহা হর্ষ চিতে ।
 মগ্ন হৈলা প্রভু প্রেমামৃত সমুদ্রেতে ॥
 শ্রীমদ্ভাগবত অর্থ যৈছে আশ্বাদিল ।
 তাহা শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে প্রকাশিল ॥—পৃ. ৩৮

নরহরি চক্রবর্তী “ভক্তিরত্নাকরে” আরও সংবাদ দিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলনের পূর্বে রূপ-সনাতন সর্বদা “সর্বশাস্ত্র চর্চা” করিতেন । কেহ ত্রায়সূত্রের ব্যাখ্যা করিলে তাঁহাদিগকে শুনাইতে আসিতেন । সনাতন গোস্বামী বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীর প্রারম্ভে নিজের শিক্ষা-গুরুদের বন্দনা নিম্নলিখিতভাবে করিয়াছেন—

ভট্টাচার্য্যং সার্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরুন্ ।
 বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গোড়দেশবিভূষণম্ ॥
 বন্দে শ্রীপরমানন্দ-ভট্টাচার্য্যং রসপ্রিয়ম্ ।
 রামভদ্রং তথা বাণীবীলাসং চোপদেশকম্ ॥

উদ্ধৃত শ্লোকে যখন “গুরুন্” শব্দের প্রয়োগ আছে, তখন উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে কোন একজনকে সনাতনের দীক্ষাগুরু মনে করিবার কারণ নাই । ইহারা সকলেই সনাতনের অধ্যাপক ছিলেন মনে হয় । ভক্তিরত্নাকরে আছে—

শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি ।
 মধ্যে মধ্যে রামকলি গ্রামে তাঁর স্থিতি ॥

এই স্থানে নরহরি চক্রবর্তী যদি গুরু-অর্থে দীক্ষাগুরু বুঝিয়া থাকেন তবে তিনি ভুল করিয়াছেন বলিতে হইবে ; কেন-না আমরা সনাতন গোস্বামীর

নিজের সাক্ষ্য পাইয়াছি যে তাঁহার গুরু শ্রীচৈতন্য । তিনি বৃহত্তাগবতামৃতের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—

নমঃ শ্রী গুরুকৃষ্ণায় নিকৃপাধি-কৃপাকৃতে ।

যঃ শ্রীচৈতন্যরূপোহভূৎ তদ্বন্ প্রেমরসং কলৌ ।

ভগবদ্ভক্তি-শাস্ত্রাণাময়ং সারশ্চ সংগ্রহঃ

অমুভূতশ্চ চৈতন্যদেবে তৎপ্রিয়রূপতঃ ॥—১০-১১

সনাতন স্বকৃত টীকায় লিখিয়াছেন, “শ্রীগুরুবরং প্রণমতি । চৈতন্যদেবে চিত্তাধিষ্ঠাতৃ-শ্রীবাহুদেবে । যদ্বা চৈতন্যদেবেতি খ্যাতে শ্রীশচীনন্দনে । ততশ্চ তস্য যৎ প্রিয়ং রূপং যতিবেশ-প্রকাণ্ড-গৌরশ্রীমূর্তিস্তস্মাতদমুভাববিশেষেণেত্যর্থঃ । পক্ষে তস্য প্রিয়ো রূপনামা মহাশয়স্তস্মাদিতি পূর্ববৎ ।” উক্ত শ্লোকের ভাবার্থ—যিনি শ্রীচৈতন্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, অহেতুক করুণাকারী সেই শ্রীকৃষ্ণ-রূপ শ্রীগুরুকে নমস্কার । চৈতন্যদেবের প্রিয় রূপ হইতে তাঁহাতে অমুভূত যে ভগবদ্ভক্তি শাস্ত্রসমূহের সার, ইহা তাহারই সংগ্রহ । একাদশ শ্লোকের টীকায় “প্রিয়রূপতঃ” শব্দের ব্যাখ্যায় দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে । প্রথমতঃ সনাতন গোস্বামীর মতে শ্রীচৈতন্যের প্রিয় রূপ হইতেছে যতিবেশ । গোড়মুণ্ডলের শিবানন্দ সেন, নরহরি সরকার, বাসু ঘোষ প্রভৃতি গৌরগোপাল অর্থাৎ নবদ্বীপের কিশোর গৌরাঙ্গ মূর্তিকেই শ্রীচৈতন্যের শ্রেষ্ঠরূপ মনে করেন । শ্রীকৃষ্ণ-সদৃশে যেমন বলা হয় বন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম, মথুরার পূর্ণতর এবং দ্বারকার ও কুরুক্ষেত্রের পূর্ণ ; তেমনি গৌরপারম্যাবাদিগণ নবদ্বীপের কিশোর গৌরাঙ্গকে পূর্ণতম, গয়া হইতে প্রত্যাগত ভাবোন্নত বিশ্বম্ভরকে পূর্ণতর ও যতিবেশধারী শ্রীচৈতন্যকে পূর্ণ মনে করিতেন এবং এখনও করেন । ব্রজমণ্ডলে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্য-সদৃশে যে-সমস্ত গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছিল তাহাতে দেখা যায় যে শ্রীচৈতন্য মূলতঃ উপায়—উপেয় নহেন । সেইজগ্ৰহ ব্রজমণ্ডলের সাধকদের নিকট শ্রীচৈতন্যের যতিবেশ, যে বেশে তিনি শ্রীরাধার ভাবমাধুর্য্য আন্বাদন করিয়াছিলেন, তাহাই প্রিয়রূপ ।

উদ্ধৃত টীকাংশে লক্ষ্য করিবার দ্বিতীয় বিষয় এই যে সনাতন নিজের অমুজ্জ শ্রীরূপকে কিরূপ সম্মানের সহিত উল্লেখ করিতেছেন । সনাতন গোস্বামী বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীর প্রারম্ভে আরও জোর দিয়া শ্রীরূপের কথা বলিয়াছেন ; যথা—

শ্রীমচৈতন্যরূপশ্চ শ্রীতৈত্তো গুণবতোহখিলম্ ।

ভূয়াদিদং যথাদেশবলেনৈব বিলিখ্যতে ॥

শ্রীকৃপের আদেশ-বলেই সনাতন শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা লিখিতেছেন । বিশ্বয়ের বিষয় এই যে শ্রীকৃপ নিজে সনাতনকে গুরু বলিয়া সর্বত্র প্রণাম করিয়াছেন । গুরু হইয়াও সনাতন শিষ্যের আদেশে বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী রচনা করিলেন বলিতেছেন ; ইহাতে এক দিকে যেমন সনাতনের চরিত্রের মহত্ত্ব ও উদারতা প্রকাশ পাইতেছে, অন্য দিকে তেমনি ব্রজমণ্ডলে শ্রীকৃপের অসাধারণ মর্যাদা দেখা যাইতেছে । ব্রজমণ্ডলের ভজনপ্রণালীর প্রবর্তক শ্রীকৃপ—সনাতন নহেন । রঘুনাথদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থাদি পাঠেও এই ধারণা জন্মে । বর্তমান কালে গোড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের সংস্কারকামী গোড়ীয় মঠও “রূপানুগত ভজনপ্রণালী”র পুনরুজ্জীবন আকাজক্ষা করিতেছেন ।

এইবার সনাতন গোস্বামীর গুরু কে, সেই বিচারে ফিরিয়া আসা যাউক । বৃহদ্ভাগবতামৃতের দশম ও একাদশ শ্লোক হইতে জানা যায় যে শ্রীচৈতন্যকেই তিনি গুরুবর বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন । ঐ গ্রন্থখানি Pilgrim's Progress-এর ন্যায় সনাতন গোস্বামীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির রূপক । গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের নায়ক সত্যানুসন্ধিস্থ গোপকুমার স্বয়ং সনাতন । দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের ৩৩ সংখ্যক শ্লোকে আছে যে কামাখ্যা দেবী স্বপ্নে উক্ত গোপকুমারকে দশাক্ষর গোপালমন্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন । এই দশাক্ষর গোপালমন্ত্র মাধবেন্দ্রপুরীর, ঈশ্বরপুরীর ও শ্রীচৈতন্যদেবেরও যে উপাসিত মন্ত্র, এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে । ভগবৎ-পার্বদগণ গোপকুমারকে বলিলেন—

গোড়ে গঙ্গাতটে জাতো মাথুর-ব্রাহ্মণোত্তমঃ ।

জয়ন্তনামা কৃষ্ণশ্রাবতারশ্চে মহান্ গুরুঃ ॥—২।৩।১২২

অর্থাৎ গোড়দেশে গঙ্গাতীরে জয়ন্ত নামে এক মাথুর ব্রাহ্মণ আছেন । তিনি কৃষ্ণের অবতার এবং তিনিই তোমার মহান্ গুরু । গোড়দেশে গঙ্গাতীরে শ্রীচৈতন্য ব্যতীত অন্য কোনও কৃষ্ণের অবতার আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না । সেইজন্য উক্ত জয়ন্ত শ্রীচৈতন্যের রূপকাকারে গৃহীত নাম ।

এই-সকল প্রমাণ-বলে আমি অনুমান করিতেছি যে শ্রীচৈতন্যই সনাতনের গুরু । অবশ্য এই অনুমান বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের বিরোধী । রাধা-গোবিন্দ নাথ মহাশয় লিখিয়াছেন, “বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে শ্রীমন্নৃসিংহপ্রভু হইলেন

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ । শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ সমষ্টিগুরু হইলেও ব্যষ্টিগুরুর কাজ তিনি করেন না ; তিনি নিজে কাহাকেও দীক্ষা দেন না । যোগ্য ভক্ত-দ্বারা দীক্ষা দান করাইয়া থাকেন ।”^১ তিনি দুইটি প্রমাণ-বলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সনাতনের গুরু শ্রীচৈতন্য নহেন । প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে যে রামকেলিতে শ্রীচৈতন্যের চরণ দর্শন করিয়া শ্রীরূপ-সনাতন স্বগৃহে গেলেন ও শ্রীচৈতন্যচরণ-প্রাপ্তির আশায় দুইটি পুরস্চরণ করাইলেন । নাথ মহাশয় হরিভক্তিবিলাসের ৭১৩ শ্লোকের বিধি-অনুসারে বলেন যে দীক্ষার পরে পুরস্চরণ হয়, পূর্বে নহে । অতএব শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্বেই রূপ-সনাতনের দীক্ষা হইয়াছিল । সনাতনের নিজের উক্তির সহিত বিরোধ-হেতু নাথ মহাশয়ের এই অনুমান যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় না । নাথ মহাশয়ের প্রদত্ত দ্বিতীয় প্রমাণ বৈষ্ণবতোষণীর মঙ্গলাচরণে উক্ত “ভট্টাচার্য্যং বাসুদেবং বিজ্ঞাবাচম্পতীন্ গুরুন্ ।”^২ পূর্বেই বলিয়াছি যেখানে গুরু-শব্দের বহুবচন প্রয়োগ হয় সেখানে শিক্ষাগুরুই বুঝায় ; কেন-না দীক্ষাগুরু একজন এবং শিক্ষাগুরু বহু হইতে বাধা নাই ।

আলোচ্য মঙ্গলাচরণে সনাতন-কর্তৃক সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য, বিজ্ঞাবাচম্পতি, বিজ্ঞাভূষণ, পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, রামভদ্র ও বাণীবিলাসকে বন্দনা করা হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইজন ছাড়া অপর চারজনের নাম শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠীতে পাওয়া যায় না । কোন বৈষ্ণববন্দনায় ঐ চারজনের নাম উল্লেখ নাই । সুতরাং অনুমান হয় যে শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্বে ঐ চারজনের নিকট সনাতন শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন । এই অনুমানের সমর্থনকল্পে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিব । (১) সনাতন নীলাচলে বাসকালে সার্কভৌমের নিকট যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণ নাই । অতএব যখন সার্কভৌম গোড়দেশে থাকিয়া ছাত্রদিগকে গ্রায়শাস্ত্রাদি শিক্ষা দিতেন সেই সময়ে হয়ত সনাতন তাঁহার নিকট পড়িয়াছিলেন । (২) ভক্তি-রত্নাকরের মতে—

গ্রায়সূত্র ব্যাখ্যাশনিজকৃত যে করয় ।

সনাতন রূপ শুনিলে সে দৃঢ় হয় ॥—পৃ. ৪২

^১ রাধাগোবিন্দ নাথ-সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য. পরিশিষ্ট ২৮০

^২ নাথ মহাশয় “বাসুদেবং” পাঠ কোথায় পাইলেন জানি না । ভক্তিরত্নাকরের ৪৩ পৃষ্ঠায় উক্ত পাঠ ও রামনারায়ণ বিহারঙ্গ-সম্পাদিত বৈষ্ণবতোষণীর পাঠ “সার্কভৌমং” ।

অর্থাৎ সনাতন গ্রায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। সনাতন বৃহত্তাগবতামৃত-গ্রায়শাস্ত্রের জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন; যথা—“তুমি কৃষ্ণাবিষ্ট হইয়া পানাদি মন্তের গ্রায় অথবা উন্নতের গ্রায় কখনও নৃত্য করিয়া, কখন গান করিয়া, কখন কম্পমান হইয়া, কখন বা রোদন করিয়া গ্রায়শাস্ত্রোক্ত জন্ম-মরণাদি একবিংশতি প্রকার সংসার-দুঃখ হইতে লোক সকলকে উদ্ধার করিয়া কেবল যে তাহাদিগের দুঃখমোচন করিয়াছ তাহা নহে, কিন্তু সর্বত্র হরিভক্তি বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে পরম সুখী করিয়াছ।”^১ সার্বভৌমাদি ছয়জন গুরুর নিকট সনাতন শ্রীচৈতন্যের রূপালাভ করিবার পূর্বে গ্রায়শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন, মনে হয়। Eggling সাহেব বলেন যে সনাতন গোস্বামি-কৃত তাৎপর্যদীপিকা নামে মেঘদূতের একখানি টীকা India Office Library-তে আছে।^২ ঐ টীকা আমাদের সনাতন গোস্বামীর রচনা হইলে উহা নিশ্চয়ই শ্রীচৈতন্যের রূপাপ্রাপ্তির পূর্বে লেখা।

Books written by Sanatan

সনাতনের রচিত গ্রন্থাদি

শ্রীজীব গোস্বামী লঘুতোষণীর অন্তে সনাতনের রচিত বলিয়া চারিখানি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন: (১) দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ ভাগবতামৃত, (২) হরিভক্তিবিলাস ও তাহার টীকা দিক্‌প্রদর্শিনী, (৩) ‘লীলাসুতব’, (৪) বৈষ্ণবতোষণী। ইহাদের মধ্যে প্রথম ও চতুর্থখানির সম্বন্ধে কোন গুণগোল নাই। হরিভক্তিবিলাস নাম দিয়া যে গ্রন্থ রামনারায়ণ বিজয়ার ছাপিয়াছেন তাহা গোপাল ভট্ট-কৃত। তিনি গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন—“গোপাল ভট্টের ভগবদ্ভক্তিবিলাসকে প্রায়শঃই লোকে ‘হরিভক্তিবিলাস’ বলিয়া থাকে, সুতরাং এই গ্রন্থ ‘হরিভক্তিবিলাস’ নামেই অভিহিত হইল।” বিজয়ার মহাশয় ঐ গ্রন্থের যে টীকা ছাপিয়াছেন তাহা সনাতন গোস্বামীর লেখা বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে। গোপাল ভট্ট মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকে লিখিয়াছেন যে তিনি রূপ, সনাতন ও রঘুনাথদাসের সন্তোষ-বিধানার্থ গ্রন্থ লিখিতেছেন। টীকায় রঘুনাথদাসের পরিচয়দান-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—“শ্রীরঘুনাথদাসো নাম গোড়কায়স্থকুলভাস্করঃ পরমভাগবতঃ শ্রীমথুরাশ্রিতস্তদা-

^১ বৃহত্তাগবতামৃত, ১।৪।৬ মূল ও তাহার টীকার বঙ্গানুবাদ

^২ India Office Catalogue, VII, pp. 1422-23

দীন নিজসঙ্গিনঃ সন্তোষয়িতুমিত্যর্থঃ ।” এস্থলে রঘুনাথাদির সঙ্গী বলিয়া রূপ-সনাতনের কথা টীকায় অনুল্লিখিত রহিয়া গেল। ঐ টীকা যে সনাতন গোস্বামীরই লেখা, ইহা তাহার একটি প্রমাণ। অপর প্রমাণ হইতেছে এই যে শ্রীজীব লিখিয়াছেন যে সনাতন হরিভক্তিবিলাসের দিক্‌প্রদর্শিনী টীকা রচনা করিয়াছেন। আলোচ্য মুদ্রিত টীকায় আছে—

লিপ্যতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসস্ত যথামতি ।

টীকা দিগ্‌দর্শিনী নাম তদেকাংশার্থবোধিনী ॥

“দিক্‌প্রদর্শিনী” ও “দিগ্‌দর্শিনী” মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে সনাতন কি একবার স্বকৃত হরিভক্তিবিলাসের টীকা করিয়াছিলেন, আবার গোপাল ভট্টের “ভগবদ্ভক্তিবিলাসের” টীকা করিয়াছিলেন? অথবা গোপাল ভট্টের বইয়েরই টীকা লিখিয়াছিলেন, নিজের বইয়ের টীকা লিখেন নাই? সনাতন-কৃত “হরিভক্তিবিলাসের” কয়েকখানি পুঁথি না পাওয়া পর্যন্ত এ সমস্যার সমাধান করা যাইবে না। ৮রামনারায়ণ বিচারক সনাতনের “হরিভক্তিবিলাসের” টীকা দেখেন নাই বলিয়া মনে হয়; কেন-না তিনি গোপাল ভট্টের বইয়ের শেষে লিখিয়াছেন, “কোন কোন স্থানে কেবল সনাতন-রচিত মূল সংক্ষিপ্ত হরিভক্তিবিলাস দেখিতে পাওয়া যায়।” অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় আমাকে জানাইয়াছেন যে এসিয়াটিক সোসাইটিতে বা সাহিত্য-পরিষদে সনাতনের হরিভক্তিবিলাসের পুঁথি নাই—গোপাল ভট্টের “ভগবদ্ভক্তিবিলাসের” পুঁথি আছে।

Who is the writer of Gitavali “গীতাবলী”র রচয়িতা কে?

সনাতন গোস্বামীর “লীলাসুতব”-নামক গ্রন্থ স্বতন্ত্রাকারে প্রকাশিত হয় নাই। ১২৪১ খ্রীষ্টাব্দে হরিদাস দাস ও ১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পুরীদাস এই গ্রন্থ সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। “ভক্তিরত্নাকরের” মতে “লীলাসুতবের” অপর নাম “দশম চরিত”; যথা—

লীলাসুতব দশম চরিত যারে কর।

সনাতন গোস্বামীর এই চতুষ্টয় ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

হরিভক্তিবিলাস আর ভাগবতামৃত ।

দশম টিপ্পনী আর দশম চরিত ॥

এই সব গ্রন্থ কৈল গোসাঞি সনাতন ।

—চৈ. চ., ২।১।৩০-৩১

“লীলাসুবেরই” অপর নাম “দশম চরিত”, কেন-না ইহাতে দশম স্কন্ধের পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রত্যেক অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত-সার আছে। ৮রামনারায়ণ বিজ্ঞারত্ন শ্রীরূপ গোস্বামীর “সুবমালায়” “নন্দোৎসবাদিচরিতং” হইতে আরম্ভ করিয়া “রঙ্গস্থল-ক্ৰীড়া” নামক ২৩টি লীলাবর্ণনমূলক কবিতা ছাপিয়াছেন। “নন্দোৎসবাদিচরিতং”-এর টীকায় বলদেব বিজ্ঞাভূষণ বলিতেছেন যে ইহা শ্রীরূপ গোস্বামীর রচনা; যথা—“ভগবল্লীলাং বর্ণয়িষ্যন্ শ্রীরূপো ভগবন্মোৎকর্ষং মঙ্গলমাচরতি জীয়াদিতি।” বৈষ্ণবাচার্য্য রসিকমোহন বিজ্ঞাভূষণ “দশম চরিত”-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “শ্রীমদ্ বলদেব বিজ্ঞাভূষণ গীতাবলী ও দশম চরিতকে শ্রীপাদ রূপ-বিরচিত বলিয়াই তদীয় টীকা-প্রারম্ভে বিঘোষিত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা চিরদিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছি যে এই কাব্যও শ্রীপাদ সনাতনের রচিত। শ্রীপাদ কবিরাজ যে শ্রীপাদ সনাতন-লিখিত দশম চরিত গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন উহা এই সুবমালাভুক্ত দশম চরিত ভিন্ন অত্র কোন কাব্য নহে বলিয়াই আমার ধারণা।”^১

বলদেব বিজ্ঞাভূষণ অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক; রূপ-সনাতনের গ্রন্থরচনা-সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি খুব বেশী নির্ভরযোগ্য নহে। অত্যাগত প্রমাণ-বলেও মনে হয় যে আলোচ্য ২৩টি পদ্য শ্রীরূপেরই রচনা। শ্রীজীব গোস্বামী লঘুতোষণীতে শ্রীরূপের গ্রন্থসমূহের মধ্যে “ছন্দোহষ্টাদশকং” নামে একখানি গ্রন্থের নাম করিয়াছেন। সুবমালার “অথ নন্দোৎসবাদিচরিতং” পদ্যের দ্বিতীয় শ্লোকে

নন্দোৎসবাদয়স্তাঃ কংসবধাস্তা হরের্মহালীলাঃ ।

ছন্দোভিল্ললিতাঈকৈরষ্টাদশভিরনিকূপ্যন্তে ॥

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে শ্রীজীব-কথিত “ছন্দোহষ্টাদশকং” গ্রন্থই “সুবমালা”র আলোচ্য পদ্যগুলি।

শ্রীজীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরহরি চক্রবর্তী বা বলদেব বিদ্যাবৃষণ সনাতনের রচিত বলিয়া “গীতাবলী”-নামক কোনও স্বতন্ত্র গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন নাই। অথচ “সুবমালা”র অন্তর্ভুক্ত “গীতাবলী”-নামক ৪১টি গীতের প্রত্যেকটিতেই সনাতনের নাম কোন-না-কোন প্রকারে উল্লিখিত হইয়াছে।^১ এক্ষণে ভণিতা দেখিয়া মনে হয় এগুলি সনাতন গোস্বামীরই রচনা। পদকর্তা গোপীকানন্দদাস লিখিয়াছেন—

শ্রীল সনাতন কয়ল গীতাবলী

বিবিধ ভকতরঙ্গী ॥

গৌরসুন্দরদাসও লিখিয়াছেন—

গোসাঞি সনাতন কয়ল গীতাবলী

শুনইতে উনমিত চিত।^২

রসিকমোহন বিদ্যাবৃষণ মহাশয় গীতাবলী সনাতনের রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অথচ শ্রীজীবাদি পূর্বোল্লিখিত চারজন বৈষ্ণবাচার্য্য সনাতনের গ্রন্থ-তালিকায় “গীতাবলী”র নাম দেন নাই। পদকল্পতরুতে “গীতাবলী”র অনেকগুলি গীত ধৃত হইয়াছে, কিন্তু সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় সেগুলি শ্রীরূপের রচনা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।^৩ তিনি লিখিয়াছেন যে শ্রীরূপ “বিনয়বশতঃ নিজ নামের ভণিতা না দিয়া স্বকোশলে তাঁহার পূজনীয় অগ্রজ সনাতনের নাম সংযুক্ত করিয়াছেন।” ৩ সংখ্যক গীতে “সুহৃৎ সনাতন”, ১৩ সংখ্যক গীতে “সনকসনাতন-বণিত চরিতে”, ২০ সংখ্যক গীতে “গিরিশ সনাতন সনকসনন্দন” প্রভৃতি বাক্য দেখিয়া মনে হয় ইহা শ্রীরূপেরই লেখা; কেন-না শ্রীরূপ ললিত-মাধবের প্রথম অঙ্কের সপ্তম শ্লোকে সনাতনকে “সনকাদীনাং তৃতীয়ঃ পুরা” বলিয়াছেন। সনাতন নিজে গীতাবলী লিখিলে সনকাদির সহিত নিজের নাম ভণিতাচ্ছলে উল্লেখ করিতেন না।

১ বলদেব বিদ্যাবৃষণ গীতাবলীর টীকার শেষে ৪১টি গীতেরই নাম করিয়াছেন; যথা—
গাথাচন্দ্রারিংশদেকাধিকা যো ব্যাচষ্ট শ্রীরূপাদিষ্টাঃ প্রযত্নাং।^৪ ৬রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ২২ সংখ্যক গীতের পর ভুল করিয়া ২৪ সংখ্যা দিয়া গীতসংখ্যা ৪২ করিয়াছেন। রসিকমোহন বিদ্যাবৃষণ মহাশয় ইহা লক্ষ্য না করিয়া লিখিয়াছেন—“ইহাতে ৪২টি গীত আছে।”—রূপসনাতন-শিক্ষামৃত, পৃ. ৪৮৮

২ কীর্ত্তনানন্দ, পৃ. ২৮

৩ কীর্ত্তনানন্দ, পৃ. ২৮

৪ পদকল্পতরু, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৪

আমার মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ গীতাবলীতে সনাতনকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদভাবে দর্শন করিয়া “মুঞ্চসনাতন সঙ্গতিকামঃ” প্রভৃতি পদ লিখিয়াছেন।

Sanatan on Sri Chaitanya tattva

শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব-সম্বন্ধে সনাতন

Sripad Sanatan goswami has accepted Sri Chaitanya as GOD

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বৃহত্তাগবতামৃতের মঙ্গলাচরণের প্রথম ও তৃতীয় শ্লোকে তিনি শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদ তত্ত্বরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম শ্লোকের টীকায় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কারণ নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—“যত্বপি শ্রীচৈতন্যদেবো ভগবদবতার এব তথাপি প্রেমভক্তি-বিশেষপ্রকাশনার্থং স্বয়মবতীর্ণত্বেন তদর্থং স্বয়ং গোপীভাবোহপি ব্যঞ্জ্যতে।” তৃতীয় শ্লোকটি এই—

স্বদয়িত-নিজভাবং যো বিভাব্য স্বভাবাং ।

স্বমধুরমবতীর্ণো ভক্তরূপেণ লোভাং ॥

জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা ।

হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীশূন্যরেষঃ ॥

“স্বদয়িত-নিজভাবং” পদের টীকায় সনাতন লিখিয়াছেন, “স্বশ্চ হরেভাবঃ নিজভক্তজনেষু যঃ প্রেমা, তস্মাৎ সকাশাৎ স্বদয়িতানাং ভক্তানাং ভাবঃ।” শ্লোকটির বাঙ্গালা অর্থ এই—“নিজ ভাব হইতে স্বীয় ভক্তবর্গের নিজের প্রতি ভাব আলোচনা করিয়া, সেই ভাবের প্রতি লোভবশতঃ যিনি ভক্তরূপে এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই কনককান্তি যতিবেশধারী শ্রীশচীনন্দন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক শ্রীহরি সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন। শ্লোকের টীকায় “উক্তং সার্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-পাদৈঃ” বলিয়া—

কালানষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ

প্রাচুর্ভূতং কৃষ্ণচৈতন্যনামা ।

আবিভূতশুশ্রূষা পাদারবিন্দে

গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥

শ্লোকটি সনাতন উদ্ধার করিয়াছেন। এ স্থানে শ্রীরাধার ভাবমাধুর্য্য আশ্বাদনের বাঙ্গায় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কথা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই।

সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের যে অপূর্ণ প্রেম দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আর কোন সন্দেহ ছিল না যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধাই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। “বৃহদ্রাগবতামৃতেন” নারদ গোপকুমারকে বলিতেছেন, “সেই প্রেম নিরূপিতই হইতে পারে না; যদি বা কোনক্রমে নিরূপিত হয়, তথাপি অধুনা তোমার প্রতীতির বিষয় হইবে না। যদি তাদৃশ প্রেমবিশিষ্ট লোকের সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তবেই সেই প্রেমতত্ত্ব সাক্ষাৎ অবগত হওয়া যায়। গোপীগণ-মধ্যে সুপ্রসিদ্ধা পরম-প্রেমভরবতী শ্রীরাধিকা যদি প্রত্যক্ষীভূতা হয়েন, তবেই সেই মূর্তিমান্ প্রেম সাক্ষাৎ অনুভূত হইতে পারে। সেই ভগবতীই সেই প্রেম ব্যাখ্যা করিতে পারেন। এখানে যদি বা কাহারও প্রেমতত্ত্ব-শ্রবণে শক্তি হয়, তথাপি সে ব্যক্ত করিতে পারে না; কারণ উপযুক্তপরি প্রেমাভির্ভাবে সর্বদা সকলে মহোন্মত্তের ন্যায় হইয়া থাকে। অপর শ্রোতাও তাদৃশ প্রেমরোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। কেবল সেই ভগবতীর দর্শন হইলেই, তাঁহাতে প্রাপ্তভূত মহাপ্রেমলক্ষণ সাক্ষাৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই প্রেম যথার্থতঃ বিজ্ঞাতও হইয়া থাকে। তাদৃশ নিজপ্রেম-বিস্তারকারী কৃষ্ণচন্দ্রের যদি কোন অবতার হয়, অথবা শ্রীরাধিকার যদি কোন অবতার হয়, তাহা হইলেই সেই প্রেম অনুভূত হইতে পারে।”—ব্র. ভা. ২।৫।২৩৩-৩৪

বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীর মঙ্গলাচরণে সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভগবন্তং রূপাঙ্গবন্ম ।

প্রেমভক্তি-বিতানার্থং গোড়েশ্বরততার যঃ ॥

এ স্থলেও প্রেমভক্তি প্রচার করাই শ্রীচৈতন্য-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলাস্তবের শেষে শ্রীচৈতন্যের স্তব করিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে এই দীনদীনকে কি তুমি কি কখনও স্মরণ করিবে? ইহা দেখিয়া মনে হয় গ্রন্থখানি শ্রীচৈতন্যের জীবনকালে লিখিত হয়। শ্লোকগুলি এই—

শ্রীমচৈতন্যদেব ত্রাং বন্দে গৌরান্ধনন্দর ।

শচীনন্দন মাং ত্রাহি যতিচূড়ামণে প্রভে ॥

আজানুবাহো যেরাস্ত নীলাচলবিভূষণ ।

জগৎপ্রবর্তিত-স্বাদু ভগবন্মামকীর্তন ॥

অদ্বৈতাচার্য্য-সংগ্ৰাহিন্ সার্বভৌমাভিনন্দক।

রামানন্দকৃতপ্ৰীত সৰ্ববৈষ্ণব-বান্ধব॥

শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্ৰোজ-প্রেমামৃত-মহাসুধে।

নমস্তে দীনদীনং মাং কদাচিৎ কিং স্মরিস্যসি ॥—১০৪

এখানে অবশ্য শ্রীচৈতন্যকে ষতিচূড়ামণি ও কৃষ্ণচরণপদ্মে প্রেমামৃতের মহাসমুদ্র মাত্র বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্নত্ব স্থাপন করা হয় নাই। ঐ গ্রন্থেই জগন্নাথের স্তবে সনাতন গোস্বামী জগন্নাথকে “চৈতন্যবল্লভ” বলিয়াছেন, গ্রন্থের শেষে দৈন্ত্যার্তি বিজ্ঞাপনে তিনি নীলাচলে শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গ প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণকে বলিতেছেন—

অত্রৈব স্বং প্রিয়ং যশ্চ মদেকধনজীবনম্।

প্রাপয়ন্ মে পুনঃ সঙ্গং তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥

এখানে যে “মদেকধনজীবনম্” বলিতে শ্রীচৈতন্যকে বুঝাইতেছে তাহা বৃহত্তাগবতামৃতের ২।৩।৩-৪ শ্লোক হইতে প্রমাণিত হয়। উহাতে আছে যে “আমি শ্রীভগবানের আজ্ঞা স্মরণ করিয়া এই বৃন্দাবনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কোন এক কুণ্ডে শ্রীগুরুদেবকে প্রেমমুচ্ছিত অবস্থায় দর্শন করিলাম। আমি বহু প্রয়াসে তাঁহাকে স্মৃষ্ণ করিলাম।” ঐ অধ্যায়ের অব্যবহিত পূর্বে সনাতন লিখিয়াছেন—

শ্রীমচৈতন্যরূপায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ।

যাংকাকুণ্য-প্রভাবেণ পাষাণোহপ্যেব নৃত্যতি ॥

—২।২ টীকার শেষে

3. Srirup Goswami

৩। শ্রীরূপ গোস্বামী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়ে যে সাধন-ভজন-রীতি অধিকাংশ ব্যক্তি অনুসরণ করেন তাহার প্রবর্তক হইতেছেন শ্রীরূপ গোস্বামী। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় “শ্রীশ্রীপ্রার্থনা”য় ২৯, ৪১, ৪২, ৪৩ পদে শ্রীরূপের আত্মগত্যা করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন। ৪১ সংখ্যক প্রার্থনাটি তুলিয়া দিতেছি—

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্বজন।

শ্রীরূপ রূপায় মিলে যুগল চরণ ॥

হা হা প্রভু সনাতন গৌর-পরিবার ॥
 সবে মিলি বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার ॥
 শ্রীকৃপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয় ।
 সে পদ আশ্রয় যার সেই মহাশয় ॥
 প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লয়ে যাবে ।
 শ্রীকৃপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে ॥
 হেন কি হইবে মোর নশ্ব-সখীগণে ।
 অমৃত নরোত্তমে করিবে শাসনে ॥

শ্রীকৃপ নিজে “ভক্তিরসামৃতসিন্ধু”তে বলিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যই তাঁহার হৃদয়ে
 প্রেরণা দিয়াছেন—

হৃদি যন্ত প্রেরণয়া প্রবর্তিতোহং বরাকরূপোহপি ।
 তন্ত হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবন্ত ॥

Books written by Srirup

শ্রীকৃপের রচিত গ্রন্থাদি

শ্রীজীব গোস্বামী লঘুতোষণীর শেষে শ্রীকৃপের রচিত গ্রন্থাদির নিম্নলিখিত
 বিবরণ দিয়াছেন—

তয়োরনুজসৃষ্টেযু কাব্যং শ্রীহংসদূতকম্ ।
 শ্রীমদুদ্ববসন্দেশং ছন্দোহষ্টাদশকং তথা ॥
 স্তবস্তোত্রকলিকাবলী গোবিন্দবিরুদাবলী ।
 প্রেমেন্দুসাগরাংশচ বহবঃ স্তপ্রতিষ্ঠিতাঃ ॥
 বিদগ্ধললিতাগ্রাখ্য-মাধবং নাটকদ্বয়ম্ ।
 ভানিকা দানকেল্যাখ্যা রসামৃতযুগং পুনঃ ॥
 মথুরামহিমা পদ্মাবলী নাটকচন্দ্রিকা ।
 সংক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ ॥

এই তালিকায় লিখিত উৎকলিকাবলী, গোবিন্দবিরুদাবলী ও প্রেমেন্দু-
 সাগর স্তবমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে । লঘুতোষণী ১৫০৪ শকে
 বা ১৫৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় । ঐ সময়ের মধ্যে শ্রীকৃপ (১) হংসদূত,
 (২) উদ্ববসন্দেশ, (৩) স্তবমালার অন্তর্ভুক্ত ছন্দোহষ্টাদশকম্, উৎকলিকাবলী,
 গোবিন্দবিরুদাবলী ও প্রেমেন্দু-সাগরাদি স্তব, (৪) বিদগ্ধমাধব, (৫) ললিতমাধব,

(৬) দানকেলিকৌমুদী,* (৭) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, (৮) উজ্জলনীলমণি,
(৯) মথুরামহিমা, (১০) পদ্মাবলী, (১১) নাটকচন্দ্রিকা, (১২) সংক্ষিপ্ত
ভাগবতামৃত রচনা করেন। কিন্তু “ভক্তিরসাকরে” আছে—

শ্রীরূপ গোস্বামী গ্রন্থ ষোড়শ করিল।

লীলাসহ সিদ্ধান্তের সীমা প্রকাশিল ॥

এই উক্তির পোষকতা করিবার জন্য ‘তথাহি’ বলিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি
নরহরি চক্রবর্তী উদ্ধার করিয়াছেন—

তয়োরমুজস্বষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকম্।

শ্রীমদ্বাসুদেবঃ কৃষ্ণজন্মতিথেব্রিধিঃ ॥

বৃহল্লঘুতয়াখ্যাতা শ্রীগণোদ্দেশদীপিকা।

শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াণাঞ্চ স্তবমালা মনোহরা ॥

বিদগ্ধমাধবঃ খ্যাতস্তথা ললিতমাধবঃ।

দানলীলাকৌমুদী চ তথা ভক্তিরসামৃতম্ ॥

উজ্জলাখ্যো নীলমণিঃ প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা।

মথুরামহিমা পদ্মাবলী নাটকচন্দ্রিকা।

সংক্ষিপ্ত শ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ ॥

এই তালিকায় “কৃষ্ণজন্মতিথি-ব্রিধি”, “বৃহৎ ও লঘু গণোদ্দেশদীপিকা” এবং
“প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা” এই চারখানি গ্রন্থের নাম নূতন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আর
উৎকলিকাবল্লী প্রভৃতি স্তবের পরিবর্তে স্তবমালার নাম লেখা হইয়াছে। শ্রীরূপ

Rup-Sanatan were courtiers of Husen Sah, who was ruler from 1493-1518.

* ডাঃ শুনীলকুমার দে দানকেলিকৌমুদীর রচনাকাল ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন
(Vaisnava Faith পৃ. ১১৯-১২১), কারণ মুদ্রিত গ্রন্থের পুঁজিকায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর Notices-এ
(1. 164) ঐ তারিখ আছে। কিন্তু ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত মিশ্রের বয়স নয় বৎসর মাত্র, তখন
রূপগোস্বামীর পক্ষে রাধাকুণ্ডে বসিয়া গ্রন্থ লেখা অসম্ভব। রূপ-সনাতন হুসেন শাহের অমাত্য ছিলেন।
হুসেন শাহ ১৪৯৩ হইতে ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহ সুলতান
হইলেন। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রূপের পক্ষে রাধাকুণ্ডে থাকা সম্ভব নহে। আমি ১৩৪২ সালের সাহিত্য-
পরিষৎ পত্রিকায় (৪২ খণ্ড, পৃ. ৫১-৫২) পুঁজিকায় লিখিত ‘চন্দ্রস্বর’ শব্দ ‘চন্দ্র-শর’ ধরিয়া ১৫২৯
খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের চারি বৎসর পূর্বে উহার রচনার তারিখ স্থির করি। ডক্টর দে
আমার এই মত খণ্ডন না করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ১২০)।

গোস্বামী কতকগুলি স্তব ও অষ্টক রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি স্তব-মালা নাম দিয়া কোন একখানি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন নাই। ঐগুলি সংগ্রহ করিয়া শ্রীজীব উহার নাম স্তবমালা দেন ; যথা—

শ্রীমদীশ্বররূপেণ রসামৃতকৃত্য কৃত্য ।

স্তবমালামুজীবেন জীবেন সমগৃহত ॥

‘তথাহি’ বলিয়া “ভক্তিরসাকরে” উদ্ধৃত দ্বিতীয় তালিকাটি কাহার রচিত ? নরহরি চক্রবর্তী লঘুতোষণীর তালিকা উদ্ধৃত করার পর লিখিতেছেন—

এই ত কহিল গোস্বামীর গ্রন্থগণ ।

পুনঃ বিবরিয়া কহি করহ শ্রবণ ॥

শ্রীজীবের শিষ্য কৃষ্ণদাস অধিকারী ।

তঁহো নিজ গ্রন্থে ইহা কহিল বিস্তারি ॥

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে দ্বিতীয় তালিকাটি শ্রীজীবের শিষ্য কৃষ্ণদাস অধিকারীর রচনা। চারখানি নূতন গ্রন্থ শ্রীজীব-প্রদত্ত তালিকায় যোগ করার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে,—হয় শ্রীরূপ ঐ চারখানি বই ১৫৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দের পর, অর্থাৎ লঘুতোষণী-রচনার পর লিখিয়াছিলেন ; না হয় অত্র কেহ চারখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীরূপের নামে চালাইয়া দিয়াছেন। আমার মনে হয় প্রথমোক্ত অনুমানই সঙ্গত, কেন-না শ্রীজীবের শিষ্যের তালিকায় প্রক্ষিপ্ত গ্রন্থ স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু এই মত মানিলে শ্রীকৃষ্ণগোদেশ-দীপিকা লইয়া কিছু গোলযোগ উপস্থিত হয়। “মাধুকরী” পত্রিকায় ১৩২৯ ফাল্গুন হইতে ১৩৩০ আষাঢ় সংখ্যায় ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার শেষ শ্লোক হইতে জানা যায় যে ঐ গ্রন্থ ১৪৭২ শকে বা ১৫৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয় ; যথা—

শাকে দৃগম্বশক্রে নভসি

নভোমণিদিনে ষষ্ঠ্যাম্ ।

ব্রজপতিসদ্বনি শ্রীমতী রাধা-

কৃষ্ণগণোদেশদীপিকাদীপি ॥—২৫৩ শ্লোক

১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থখানি লিখিত হইলে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্কলিত তালিকায় শ্রীজীব উহার নাম উল্লেখ করিলেন না কেন ? এই গ্রন্থে ২৪৬ সংখ্যক শ্লোকের

পর ‘সম্মোহনতন্ত্র’ হইতে রাধিকার সখীদের নাম উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীরূপ অপর কোন গ্রন্থে কোন তন্ত্রের মত উল্লেখ করেন নাই। শ্রীজীবের প্রদত্ত তালিকার ১২খানি গ্রন্থের মধ্যে কোথাও শ্রীরূপ স্পষ্টতঃ নিত্যানন্দের বন্দনা করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকার মদলাচরণে আছে—

বন্দে গুরুপদদ্বন্দ্বং ভক্তবৃন্দসমন্বিতম্ ।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে নিত্যানন্দসহোদিতম্ ॥

রাধাবিনোদ দাস বাবাজী-কর্তৃক সম্পাদিত “নিত্যানন্দদায়িনী পত্রিকা”র ১২৭৯ সালের চতুর্থ ভাগে ও ১২৮০ সালের প্রথম ভাগে “শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীকৃত শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সহস্র নাম” গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে লিখিত আছে—

“নমঃ অস্তু শ্রীচৈতন্যদিব্যসহস্রনামস্তোত্রমস্তু শ্রীরূপমঞ্জরী ঋষিরহুষ্ট্রপ্, ছন্দঃ। বিষ্ণুপ্রিয়া শক্তির্মহাপ্রভুর্দেবতা মনোমোহনকামবীজম্। শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথকীলকং শ্রীচৈতন্যায় নমঃ ইতি মন্ত্রম্। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রসাদেভ্য-শ্চৈতন্যনামসহস্রকম্ পাঠমহং করিষ্যে ইতি সংকল্পঃ।” এই বইয়ের নাম উল্লিখিত দুইটি তালিকায় না থাকায় এবং উদ্ধৃত অংশটি থাকায় ইহা শ্রীরূপ গোস্বামীর রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না। ঐ পত্রিকার ১৬/০ পৃষ্ঠায় “শ্রীরূপ-গোস্বামি-বিনির্গিতং শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিতাষ্টকম্” প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ অষ্টকে ১১টি শ্লোক আছে ও একটি অষ্টক-মাহাত্ম্যসূচক শ্লোক আছে। শ্রীরূপ সংখ্যাগণনায় এরূপ ভুল করিবেন মনে হয় না।

উক্ত পত্রিকার ১২৮০ সালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামিবিরচিত “শ্রীহরি নামাষ্টকম্”, “শ্রীশ্রীযুগলকিশোর ধ্যানম্”, “শ্রীমদ্বৃন্দাবনেশ্বরী রাধিকার আনন্দচন্দ্রিকাখ্য সটীক দশনাম স্তোত্রম্”, “শ্রীশ্রীমতী রাধিকার প্রেমসুধাসত্রাখ্য সটীক অষ্টোত্তর-শতনাম”, “শ্রীমদ্ব-দীপাষ্টকম্” ও “শ্রীশ্রীমদ্বৃন্দাবনধামাষ্টকম্” ছাপা হইয়াছিল। এগুলি শ্রীরূপের রচিত কি না বলা কঠিন।

Srirup has met Sri Chaitanya three times - Ramkali village for few hours, At Parayag for 10 days and at Puri for ten months

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মতে শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্যের সহিত তিন বার মিলিত হইয়াছিলেন। প্রথম রামকেলি গ্রামে সামান্য কিছুক্ষণের জন্য (২১/১১২-২১২), তারপর প্রয়াগে দশ দিন (২১২/১২২) এবং নীলাচলে দশ মাস (৩৪/২৫)। তিনি প্রতিবারই শ্রীচৈতন্যের যতিবেশ দর্শন করিয়াছেন।

Sri Rup has not written detailed life of Sri Chaitnya

শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্যের জীবনী-সম্বন্ধে বিস্তৃত কোন বিবরণ লেখেন নাই। তিনি কেবলমাত্র তিনটি শ্রীচৈতন্যষ্টক লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীরূপ নবদ্বীপ-লীলা দর্শন করেন নাই; সেইজন্য সেই লীলার বিষয়ে বিশেষ কিছু লেখেন নাই। তিনি শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বদগণের মধ্যে প্রথমষ্টকের তৃতীয় শ্লোকে স্বরূপ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, পরমানন্দ পুরী ও গজপতি প্রতাপরুদ্রের, এবং তৃতীয়ষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকে ‘স্বস্ববুদ্ধি সার্করভৌমের’^১ নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে রামকেলি গ্রামে যখন রূপ-সনাতন শ্রীচৈতন্যের চরণ-দর্শনের জন্য উপস্থিত হইলেন, তখন প্রথমে নিত্যানন্দ ও হরিদাসের সহিত তাঁহারা দেখা করিলেন—

অর্দ্ধরাত্রি দুই ভাই আইলা প্রভু-স্থানে ।
প্রথমে মিলিয়া নিত্যানন্দ হরিদাস সনে ॥
তাঁরা দুইজন জানাইলা প্রভুর গোচরে ।
রূপ-সাকর মল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে ॥

—চৈ. চ., ২।১।১৭৩-৪

তারপর নীলাচলেও শ্রীরূপের সহিত নিত্যানন্দের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল ;
যথা—

অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি সব ভক্তগণ ।
রূপা করি রূপে সতে কৈলা আলিঙ্গন ॥—৩।১।১৫২

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে শ্রীচৈতন্য “মহাপ্রভু” এবং অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ “প্রভু” বলিয়া পূজিত হইলেন।^২ শ্রীরূপ নিত্যানন্দের রূপা পাইয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন। অথচ শ্রীরূপ অদ্বৈতের নাম উল্লেখ করিলেন কিন্তু নিত্যানন্দের নাম কেন করিলেন না অসম্ভব কল্পনা করা কর্তব্য। পূর্বে দেখাইয়াছি যে শ্রীরূপের একান্ত অমুগত বন্ধু রঘুনাথদাসও নিত্যানন্দের নাম

১ শ্রীরূপ-কৃত শ্রীচৈতন্যষ্টক, ৩।২

ন বর্ণিতুর্মীশতে গুরুতর্যাবতারয়িতা ।

ভবন্তমুদ্বুদ্ধয়ো ন খলু সার্করভৌমাদয়াঃ ।

২ গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় স্বরূপ-দামোদরের মত বলিয়া উল্লিখিত, ১২-১৫

কোথাও করেন নাই। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে সনাতন গোস্বামী বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীর মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—

নমামি শ্রীমদ্বৈতাচার্য্যং শ্রীবাসপণ্ডিতম্।

নিত্যানন্দাবধূতঞ্চ শ্রীগদাধরপণ্ডিতম্ ॥

Sri Rup on Sri Chaitanya lila

শ্রীচৈতন্যলীলা-সম্বন্ধে শ্রীরূপ

শ্রীচৈতন্যের যতিবেশ-সম্বন্ধে শ্রীরূপ একটি মূল্যবান সংবাদ দিয়াছেন—
“কটিলসংকরকালঙ্কার।”^১ তাঁহার কটিদেশে করঙ্করূপ অলঙ্কার শোভা পাইত। বলদেব বিজ্ঞাভূষণ করঙ্ক শব্দের টীকা করিয়াছেন— “নারিকেল-ফলার্ণবচিতমম্বুপাত্রম্।”

শ্রীচৈতন্যের ভজনপ্রণালী-সম্বন্ধে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

হরেকৃষ্ণেতু্যচৈঃস্মরিতরসনো নামগণনা-

কৃতগ্রন্থিশ্রেণী স্তভগকটিস্মৃত্রোজ্জলকরঃ।

বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগলখেলাক্ষিতভূজঃ

স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোৰ্ধাস্ততি পদম্ ॥^২

“উচৈঃস্বরে হরেকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে যাহার রসনা নৃত্য করিতে থাকে ও উচ্চারিত নামের গণনার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত কটিস্মৃত্রে যাহার স্তম্ভর বামহস্ত স্তম্ভোত্তিত, যিনি বিশাল-নয়ন ও আজানুলম্বিত-বাহু, সেই চৈতন্যদেব কি পুনর্বার আমার নয়নপথের পথিক হইবেন?” শ্রীকৃষ্ণ-নাম গ্রহণ করিতে করিতে শ্রীমন্নহাপ্রভুর ভাব-বিকার উপস্থিত হইত। কিন্তু যখন তিনি “হরেকৃষ্ণ” মহামন্ত্র জপ করিতেন তখন রীতিমত গণনা করিতেন— দুইজন প্রত্যক্ষদর্শীর উক্তি হইতে ইহা প্রমাণিত হইতেছে। ভাবোন্নত শ্রীচৈতন্যের পক্ষে এইরূপ গণনা করিতে পারা কম সংঘমের পরিচায়ক নহে।

The divine play of Sri Chaitanya at Puri includes Remembering Vrindavan on seeing gardens near sea beach, dancing

শ্রীরূপ গোস্বামী স্বচক্ষে শ্রীচৈতন্যের যেসব লীলা দর্শন করিয়াছিলেন, infront of Cars during car festival, shedding continuous tears while chanting the name of Krishna

তাহাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ লীলা তাঁহার স্মৃতিপটে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাই তিনি শ্রীচৈতন্যের স্তব করিতে যাইয়া প্রভুর সমুদ্র-তীরের উপবনসমূহ-দর্শনে বৃন্দাবন-স্মরণ, রথাগ্রে ভাবাবেশে নর্তন, কৃষ্ণনাম করিতে করিতে অনবরত অশ্রুপতন প্রভৃতি লীলা বিশেষভাবে স্মরণ

করিয়াছেন। শ্রীকৃপের বর্ণিত লীলানুজ্ঞাবলম্বন করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার অপূর্ণ আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন।

শ্রীকৃপ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতের তৃতীয় শ্লোকে শ্রীচৈতন্যকে স্বরূপ-দামোদরের ও অষ্টদেবের প্রিয়, শ্রীবাসের আশ্রয়স্বরূপ, পরমানন্দপুরীর গৌরব-বুদ্ধিকারী বলা হইয়াছে। চতুর্থ শ্লোকে শ্রীচৈতন্যের রূপ বর্ণনায় বলা হইয়াছে—যিনি মধুর ভক্তিরস আদ্বাদনে উন্মত্ত, যাহার অবয়ব কোটিকন্দর্পের ন্যায় মনোহর ও সমৃদ্ধ, যিনি সন্ন্যাসিগণের শিরোমণি, যাহার বসন প্রভাত-কালীন সূর্য্যকিরণের ন্যায় অরুণ-বর্ণ এবং যাহার অঙ্গকাস্তি হুবর্ণরাশির অত্যাঞ্জল কাস্তিকেও পরাভব করিয়াছে, সেই চৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়নপথে পতিত হইবেন? সপ্তম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে রথাধিষ্ঠিত জগন্নাথের সম্মুখে পথের মধ্যে বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে নামসঙ্কীর্ণন করিতে থাকিলে, চৈতন্যদেব মহাপ্রেমে নৃত্য করিতে করিতে বিম্বল হইয়া পড়িতেন। অষ্টম শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে সঙ্কীর্ণনের সময় তাঁহার অশ্রুধারায় ধরাতল প্রাবিত হইয়া যাইত এবং তাঁহার দেহ কদম্বকেশর-বিজরী পুলকমালায় রোমাক্ত হইয়া উঠিত।

শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত অপূর্ণ প্রেমধর্ম একদিকে যেমন সহস্র সহস্র ধর্মপিপাসু ব্যক্তিকে আশা ও সাহুনার বাণী শুনাইয়াছিল, অন্যদিকে তাঁহার বিরুদ্ধ-বাদীদের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। যাহারা শ্রীচৈতন্যকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া আরাধনা করেন নাই, শ্রীকৃপ তাঁহাদিগকে অস্বর-ভাবান্বিত বলিয়াছেন। এইরূপ আশ্রয়ী প্রকৃতির লোকদের বিপক্ষতা ভক্তদের মনকে বিচলিত করিতে পারে নাই। শ্রীকৃপ স্পষ্ট বলিয়াছেন যে শরণাগত ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যকেই ত্রিজগতে “অধিদেব” বা পরমদেবতারূপে উপাসনা করেন।^১

শ্রীকৃপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যকে শিবাদি দেবগণের “সদোপাস্ত্র”, উপনিষৎ-সমূহের লক্ষ্যস্থান, মুনিগণের সর্বস্ব বলিয়া স্তুব করিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও যদি কেহ বলেন যে শ্রীচৈতন্য জীবদ্দশায় ভগবান্ বলিয়া উপাসিত হয়েন নাই, তাহা হইলে তাঁহাকে কুপার্ন বলা যাইতে পারে।

১ অনারাক্ষ্য শ্রীত্যা চিরমহুভাবপ্রণয়িনাঃ

প্রপন্নানাং দৈবীঃ প্রকৃতিমধিদেবঃ ত্রিজগতি।

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রেমধর্মের প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য “লঘু ভাগবতামৃত” রচনা ও “পদ্মাবলী” সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি জানিতেন যে শ্রীচৈতন্য যে মহাভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়। শ্রীচৈতন্য নিজে আশ্বাদন করিয়া যে প্রেমভাব প্রচার করিলেন, তাহার আভাস পূর্বযুগে পাওয়া গেলেও, তাহার বিকাশ কখনও হয় নাই। শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত ধর্ম এইজন্যই একেবারে মৌলিক। শ্রীরূপ বলিতেছেন—

ন যৎ কথমপি শ্রুতাবুপনিষদ্বিরপ্যাহিতং
স্বয়ংক বিবৃতং ন যদ্ গুরুতর্যবতারাস্তরে।
ক্ষিপয়সি রসান্বধে তদিহ ভক্তিরত্নং ক্ষিতৌ
শচীনন্দন ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥

অর্থাৎ হে রসরত্নাকর! যাহা বেদে নাই, উপনিষদে নাই এবং অন্যান্য অবতারে প্রকাশিত হয় নাই, সেই ভক্তিরত্ন তুমি ধরাতলে বিতরণ করিতেছ। অতএব হে শচীনন্দন! এই অধমজনে কৃপা কর।

Srijiv Goswami

৪। শ্রীজীব গোস্বামী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের রসশাস্ত্র যেমন শ্রীরূপ গোস্বামীর সৃজনী প্রতিভার নিদর্শন, শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদ তেমনি শ্রীজীব গোস্বামীর ব্যক্তিত্ব-দ্বারা অনুপ্রাণিত। বাঙ্গালা দেশে ব্রজমণ্ডলের সিদ্ধান্ত প্রচারের প্রধান উদ্বোক্তা শ্রীজীব গোস্বামী; শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও জ্ঞানানন্দ শ্রীজীবের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও তাঁহারই আদেশে গোস্বামি-গ্রন্থসমূহ বাঙ্গালা দেশে আনিয়া তাহাদের পঠন-পাঠন প্রচলন করেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীচৈতন্যের অনুগত সম্প্রদায়ের অদ্বিতীয় নেতা ছিলেন শ্রীজীব। ভক্তিরত্নাকরের শেষে শ্রীজীবের চারখানি পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ পত্র কয়খানি হইতে জানা যায় যে বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণের মনে যখন যে সন্দেহ উঠিয়াছে, শ্রীজীব বৃন্দাবন হইতে তাহার সমাধান করিয়া দিয়াছেন। শ্রীজীবের প্রত্যেক পত্রে নিজের গ্রন্থ-রচনার বা গ্রন্থ-সংশোধনের কথা আছে—এইরূপ উল্লেখ তাঁহার জ্ঞানানুরাগের প্রকৃষ্ট পরিচয়। ষোড়শ শতাব্দীর ভারতীয় পণ্ডিতের চিঠিপত্র আর কোথাও সংগৃহীত আছে বলিয়া আমার জানা নাই; সে হিসাবেও এই চিঠিগুলির

বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এক দিকে সাধন-রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহের আলোচনায় নিযুক্ত জ্ঞানগভীর ভক্তের, অপর দিকে শ্রীনিবাসের ও বীর হাঙ্গীরের পুত্রাদির কুশল সংবাদ পাইবার জন্য ব্যাকুল স্নেহশীল গুরুর চরিত্র উদ্ঘাটন করিয়াছে বলিয়া এই পত্র কয়খানি আমাদের নিকট পরম আদরের সামগ্রী।

মুরারী গুপ্তের গ্রন্থে, কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে শ্রীজীবের নাম নাই। বৃন্দাবনদাস, লোচন এবং জয়ানন্দও শ্রীজীবের নামোল্লেখ করেন নাই। কিন্তু কবিকর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় শ্রীজীব গোস্বামীকে “শ্বেতমঞ্জরী”-তত্ত্বরূপে নির্ণয় করিয়া বলা হইয়াছে—

“স্বশীলঃ পণ্ডিতঃ শ্রীমঞ্জীবঃ শ্রীবল্লভাশ্রজঃ।”^১

ইহা হইতে বুঝা যায় যে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই শ্রীজীব পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

বরাহনগর গ্রন্থ-মন্দিরের ৪০০ সংখ্যক পুঁথিখানি শ্রীজীব গোস্বামীর মাধব-মহোৎসব মহাকাব্য। এই অপ্রকাশিত মহাকাব্যের পুস্পিকা হইতে জানা যায় যে ইহা ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ; যথা—

সপ্তসপ্তমনৌ শাকে, কশ্চিচ্ছন্দাবনে বসন্।

স্বমনোরথবক্তবাং কাব্যমেতদপুরয়ং ॥

শ্রীজীব গোস্বামীর অত্র কোন তারিখযুক্ত গ্রন্থে ইহার পূর্বের তারিখ নাই। তাহার গোপালচম্পু উত্তরখণ্ড ১৬৪২ সংবৎ, ১৫১৪ শকে বা ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে বৈশাখ মাসে সমাপ্ত হয়। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, অন্ততঃ ১৫৫৫ হইতে ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৭ বৎসর কাল ধরিয়া তিনি ক্রমাগত গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। শ্রীজীব একবার কোন গ্রন্থ লিখিয়াই নিরস্ত হইতেন না ; পুনঃ পুনঃ তাহার সংশোধন ও পরিবর্তন করিতেন। উল্লিখিত পত্রের প্রথমখানিতে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যকে লিখিয়াছিলেন—“শ্রীসাম্যুত-সিদ্ধ-শ্রীমাধবমহোৎসবোত্তরচম্পুহরিনামামৃতানাং শোধানানি কিঞ্চিদবশিষ্টানি বর্ত্তন্তে।”

১ গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা, ২০৩

২ গোপালচম্পু, উত্তরচম্পু, ৩৭ পুরণ, ২৩২, ২৩৩

মাধব-মহোৎসব ও উত্তরচম্পূর সমাপ্তির ব্যবধানকাল ৩৭ বৎসর। এত দীর্ঘ ব্যবধানের পরও তিনি “মাধব-মহোৎসব” সংশোধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

তিনি শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া নরহরি চক্রবর্তী একটি প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। নরহরি লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য যখন বৃন্দাবনে যাইবার পথে রামকেলি গ্রামে আগমন করেন তখন—

সনাতন রূপ শ্রীবল্লভ তিন ভাই।

যে স্থখে ভাসিল তা কহিতে সাধ্য নাই ॥

কেশব ছত্ৰীন আদি যত বিজ্ঞগণ।

হইল কৃতার্থ পাই প্রভুর দর্শন ॥

শ্রীজীবাদি সঙ্কোপনে প্রভুরে দেখিল।

অতি প্রাচীনের মুখে এ সব শুনিল ॥—ভ. র., পৃ. ৪৫

শ্রীরূপ ও সনাতনকে শ্রীচৈতন্য যখন রামকেলিতে কৃপা করেন, তখন বল্লভ Vallabh is another name of Anupam brother of Sri Rup and Sanatan, father of Srijiiv বা অনুপম এবং তাঁহার পুত্র শ্রীজীব উপস্থিত ছিলেন—এ কথা নরহরি চক্রবর্তীর পূর্ববর্তী শ্রীচৈতন্যের কোন চরিতাখ্যায়ক লেখেন নাই।

শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ রূপ-সনাতনের প্রসঙ্গে শ্রীজীব-সম্বন্ধে মাত্র দুই স্থানে লিখিয়াছেন ; যথা—

তাঁর ভ্রাতৃপুত্র নাম শ্রীজীব গোসাক্রি।

যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল তার অন্ত নাই ॥

শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ নাম গ্রন্থ বিস্তার।

ভক্তিসিদ্ধান্তের তাতে দেখাইয়াছেন পার ॥

গোপালচম্পু নামে গ্রন্থ মহাশূর।

নিত্যলীলা-স্থাপন যাহে ব্রজরসপুর ॥

—চৈ. চ., ২।১।৩৭-৩৯

অপর স্থানে নিত্যানন্দের আজ্ঞা লইয়া শ্রীজীবের বৃন্দাবনে আগমন-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে (চৈ. চ., ৩।৪।২১৮-২৬)।

Sri Chaitanya has arrived at Ramkeli village on 1513 (the fifth* year of taking sannayasa)

শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষে ১৪৩৫ শকে বা ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে রামকেলি গ্রামে আগমন করেন। সেই সময়ে যদি শ্রীজীবের বয়স পাঁচ বৎসরও হয়, তাহা হইলে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের সময় তাঁহার বয়স হয়

পঁচিশ বৎসর। “ভক্তিরত্নাকর” বলেন যে শ্রীজীব অল্প বয়সেই “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি হইলা মুচ্ছিত” (পৃ. ৪২), তাহা হইলে তিনি যে শ্রীমন্নহাপ্রভুকে দর্শন করিতে একবারও নীলাচলে যাইবেন না, ইহা বিশ্বয়ের বিষয়।

প্রথম যৌবনেই শ্রীজীবের মনে হয়ত ভক্তিভাব সঞ্চারিত হয় নাই। রূপ, সনাতন ও বল্লভের অগ্ণ্য ভাই শ্রীচৈতন্যের চরণ আশ্রয় করেন নাই ; সেইরূপ শ্রীজীবও হয়ত তরুণ বয়সে শুধু বিদ্যাচর্চাতেই মগ্ন ছিলেন ; এবং শ্রীচৈতন্যের তিরোত্তাবের পরে নিত্যানন্দের রূপা পাইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনে গমন করেন ও ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে প্রয়াগে রূপ ও বল্লভের সহিত তাঁহার দেখা হয়। তৎপরে রূপ ও বল্লভ বৃন্দাবন দর্শন করিয়া গোড়ে ফিরিয়া আসেন ও তাহার অল্পদিন পরেই বল্লভ পরলোকে গমন করেন (চৈ. চ., ৩।১।৩২)। বল্লভের বৃন্দাবন-যাত্রার পূর্বে অর্থাৎ ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে শ্রীজীবের জন্মগ্রহণ স্বীকার করিতেই হইবে। সেইজন্ত নিতান্ত শৈশবকালে শ্রীজীবের পক্ষে শ্রীচৈতন্যকে রামকেলিতে দর্শন করা অসম্ভব নহে। অতএব অনুমান হয় ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে শ্রীজীব জন্মগ্রহণ করেন।

মুরারিলাল অধিকারী মহাশয় “বৈষ্ণব দিগদর্শনী” গ্রন্থে ১৫৩২ শকে বা ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীজীবের আবির্ভাব হইয়াছিল লিখিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-পাঠে মনে হয় না যে ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের সহিত প্রয়াগে সাক্ষাৎকারের পর বল্লভ গৃহে আসিয়া পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে আছে—

এই মতে দুই ভাই গোড়দেশে আইলা।

গোড়ে আসি অল্পমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইলা ॥

রূপ গোসাঞি প্রভুপাশ করিলা গমন।

প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন ॥

অল্পম লাগি তাঁর কিছু বিলম্ব হৈল।—চৈ. চ., ৩।১।৩২-৩৪

পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় “অদ্বৈতসিদ্ধি”র ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে “ভক্তিরত্নাকরের মতে মহাপ্রভুর রামকেলি গমনের সময় অর্থাৎ ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২।৩ বৎসর পূর্বে ইহার জন্ম হয়।”^১ মহাপ্রভু ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে নহে,

১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে রামকেলিতে গমন করেন এবং ভক্তিরত্নাকরে এমন কোন কথা নাই যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে শ্রীজীবের বয়স তখন মাত্র ২১৩ বৎসর। বরং “সঙ্কোপনে দেখার” সঙ্গতি বাহির করার জন্ত অস্তুতঃ বয়স পাঁচ বৎসর ধরা উচিত।

Srijiv and Madhusudan Saraswati

শ্রীজীব ও মধুসূদন সরস্বতী

ঘোষ মহাশয় উক্ত ভূমিকায় আরও লিখিয়াছেন “১২১৩ বৎসরের বায়োজ্যেষ্ঠ শ্রীজীব মধুসূদনের (অদ্বৈতসিদ্ধির গ্রন্থকার মধুসূদন সরস্বতীর) ৩০ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের নিকট অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিয়াছিলেন।”^১ মধুসূদন সরস্বতী এক দিকে যেমন অদ্বৈতবাদের পুনঃ-প্রতিষ্ঠাতা, অন্য দিকে তেমনি দাসীভাব-ভাবিত রসিক ভক্ত। তিনি লিখিয়াছেন—

অদ্বৈতসাম্রাজ্যপথাধিকৃতাস্তৃণীকৃতাত্মগুণবৈভবাস্চ ।

শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃত গোপবধূবিটেন ॥

অর্থাৎ আমরা অদ্বৈত-সাম্রাজ্যের পথে অধিকৃত হইলেও এবং ইন্দ্রের বৈভব তৃণের গ্ৰায় তুচ্ছ জ্ঞান করিলেও কোন এক গোপবধূলম্পট শঠের দ্বারা বলপূর্বক দাসীকৃত হইয়াছি। এই মারাবাদী সন্ন্যাসীর মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে—

বংশীবিভূষিত-করান্নবনীরদাভাৎ

পীতাম্বরাদরুণবিশ্বফলাধরোষ্ঠাৎ ।

পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ

কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে ॥

Srijiv has studied Vedanta Darshan

এরূপ রসিক ভক্তের নিকট শ্রীজীব গোস্বামীর বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করা অসম্ভব নহে। বাঙ্গালার দুইজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পরম্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন ভাবিতেও আনন্দ হয়, কিন্তু কাল-বিচার করিলে এই গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ-বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। ঘোষ মহাশয়ের অনুমান যে ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীজীব মধুসূদনের নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করিতেছিলেন, কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে ঐ বৎসর তিনি বৃন্দাবনে বাস করিয়া “মাধব-মহোৎসব” কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। উপরন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিবার

বিষয় এই যে ভক্তিরত্নাকরের মতে শ্রীজীবের বেদান্তাধ্যাপক মধুসূদন বাচস্পতি—
মধুসূদন সরস্বতী নহেন ; যথা—

নবদ্বীপ হইতে পরমানন্দ মনে ।
শ্রীজীব গোস্বামী কাশী গেল। কতো দিনে ॥
তাহা রহে শ্রীমধুসূদন বাচস্পতি ।
সৰ্বশাস্ত্রে অধ্যাপক যেন বৃহস্পতি ॥
তঁহো শ্রীজীবেরে দেখি অতি স্নেহ কৈলা ।
কতো দিন রাখি বেদান্তাদি পঢ়াইলা ॥
শ্রীজীবের বিদ্যাবল দেখি বাচস্পতি ।
যে আনন্দ হৈল তাহা কহি কি শক্তি ॥
কাশীতে শ্রীজীবেরে প্রশংসে সৰ্ব ঠাই ।
লায় বেদান্তাদি শাস্ত্রে ঐছে কেহো নাই ॥

এই বর্ণনা পড়িয়া, বিশেষতঃ “শ্রীজীবেরে দেখি অতি স্নেহ কৈলা” দেখিয়া মনে হয় না কি যে, মধুসূদন বাচস্পতি শ্রীজীবের অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন ? অথচ ঘোষ মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে মধুসূদন সরস্বতী ১৫২৫ হইতে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন । মধুসূদন সরস্বতী ও শ্রীজীবের সম্বন্ধ-বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা স্কঠিন ; কেন-না মধুসূদন সরস্বতীর উপাধিও খুব সম্ভব বাচস্পতি ছিল, কারণ একটি প্রবাদমূলক শ্লোকে আছে—

নবদ্বীপে সমায়াতে মধুসূদন-বাক্পতি ।
চকম্পে তর্কবাগীশঃ কাতরোহ ভূদ্ গদাধরঃ ॥

অর্থাৎ মধুসূদন বাক্পতি নবদ্বীপে আসিলে তর্কবাগীশ কম্পিত ও গদাধর কাতর হইয়াছিলেন ।

Books written by Srijiiv

শ্রীজীবের রচিত গ্রন্থাদি

“ভক্তিরত্নাকরে” শ্রীজীবের গ্রন্থসমূহের যে তালিকা আছে তাহা হইতে নিম্নলিখিত পঁচিশখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় :—(১) হরিনামামৃত ব্যাকরণ, (২) স্তোত্রমালিকা, (৩) ধাতুসংগ্রহ, (৪) কৃষ্ণার্চাদীপিকা, (৫) গোপাল-বিরূদাবলী, (৬) রসামৃতশেষ, (৭) শ্রীমাধব-মহোৎসব, (৮) শ্রীসকলকল্লবৃক্ষ, (৯) ভাবার্থসূচকচম্পূ, (১০) গোপাল-তাপনীর টীকা, (১১) ভক্তিরসামৃত-

সিকুর টীকা, (১২) উজ্জলনীলমণির টীকা, (১৩) যোগসার-স্তবের টীকা, (১৪) অগ্নিপুৰাণস্থ শ্রীগায়ত্রীভাষ্যের টীকা, (১৫) পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন ও শ্রীরাধিকাকল্পদ্বিত চিহ্ন, (১৬) ব্রহ্মসংহিতার টীকা, (১৭) গোপালচম্পূ—পূর্ববিভাগ, (১৮) গোপালচম্পূ—উত্তরবিভাগ, (১৯-২৪) যটসন্দর্ভ এবং (২৫) ক্রমসন্দর্ভ-নামক ভাগবতের টীকা। নরহরি চক্রবর্তী যে সংস্কৃত শ্লোক অবলম্বন করিয়া এই তালিকা দিয়াছেন, তাহার শেষে “ইত্যাদয়ঃ” আছে। এই তালিকা হইতে “সর্বসংবাদিনী”র দ্বারা সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ বাদ পড়িয়াছে। রামনারায়ণ বিজয়ারত্ন “দানকেনি-কৌমুদী” নাটকের প্রচ্ছদপটে জানাইয়াছেন যে, উহার টীকা শ্রীজীব গোস্বামীর রচনা। ঐ টীকা যে শ্রীজীব গোস্বামীরই লেখা তাহার কোন আভ্যন্তরীণ প্রমাণ নাই। বিজয়ারত্ন মহাশয় “ললিতমাধব নাটক” ও তাহার টীকা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু টীকাটি কাহার রচিত তাহা বলেন নাই। ঐ টীকার প্রথমে “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কৃপাধরৈঃ শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-চরণৈর্মদেক-শরণৈঃ” পাঠ দেখিয়া মনে হয় যে উহা শ্রীজীবের দ্বারা রচিত। এতদ্ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর কতকগুলি স্তব সংগ্রহ করিয়া শ্রীজীব “স্তবমালা” নামে প্রকাশ করেন। আমি আমার গুরুদেব নিত্যধামগত শ্রীল অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের গ্রন্থাগারে তাঁহার নিজের হাতে নকল করা সংস্কৃত ভাষায় শ্রীজীব গোস্বামীর রচিত “বৈষ্ণববন্দনা” নামে একখানি পুস্তিকা পাইয়াছি। বরাহনগর গ্রন্থ-মন্দিরে ৪৪০ সংখ্যক পুঁথিও ঐ গ্রন্থের অনুলিপি। শুনিয়াছি যে পদকর্তা জ্ঞানদাসের শ্রীপাট কাঁদড়ায় আর একখণ্ড অনুলিপি আছে। ঐ গ্রন্থে নিত্যানন্দের ভক্তদের যে বিশদ বিবরণ আছে তাহা দেখিয়া মনে হয় যে শ্রীজীব নিত্যানন্দের বিশেষ কৃপা লাভ করিয়াছিলেন।

Srijiv on Sri Chaitanya tattva

শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব-বিষয়ে শ্রীজীব

শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের কোন লীলা বর্ণনা করেন নাই। তিনি শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ লিখিয়াছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যসন্দর্ভ লেখেন নাই। তবে যখন তিনি ক্রমসন্দর্ভ-নামক শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা লেখেন, তখন শ্রীচৈতন্যের সম্প্রদায় সম্বন্ধ-ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাই তিনি শ্রীচৈতন্যকে “স্বসম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈবং” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ টীকার শেষে তিনি শ্রীচৈতন্যকে নিম্নলিখিত-ভাবে বন্দনা করিয়াছেন—

নমশ্চিস্তামণিঃ কৃষ্ণচৈতন্য-রসবিগ্রহঃ ।

পূর্ণঃ শুক্লো নিত্যমুক্তোহভিন্নত্বাগ্রামনামিনোঃ ॥

As per Srijiiv Sri Chaitanya and Sri Krishna are one

শ্রীজীব সর্বত্র শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্নরূপে দেখিয়াছেন । ষট্‌সন্দর্ভের অন্তে প্রীতির বিচার করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, “তাদৃশ ভাবময়ী ভক্তি বিস্তার করিবার জন্য জগতে যে অবতার আগমন করিয়াছেন, যিনি দুর্জ্জন পর্য্যন্ত সকলের আশ্রয়, সেই চৈতন্য-বিগ্রহ কৃষ্ণের জয় ।”

Logic put forward by Srijiiv to establish GOD hood of Sri Chaitanya

“সর্বসংবাদিনী”তে শ্রীজীব শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা সপ্রমাণ করিবার জন্য নিম্ন-লিখিত যুক্তিসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । (ক) শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-নামধেয় শ্রীভগবান্‌ই কলিযুগে বৈষ্ণবগণের উপাস্ত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন ।^১ শ্রীমদ্ভাগবতে যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকেই কলিযুগের উপাস্ত বলা হইয়াছে, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য দুইটি শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে ।

আসন্ বর্ণাঙ্গরো হস্ত গৃহতোহনুযুগং তনুঃ ।

শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

—ভাগবত, ১০।৮।২৩

শ্রীজীব ইহার ব্যাখ্যায় বলেন যে সত্যযুগে ভগবানের শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ, সূতরাং পরিশেষ প্রমাণে কলিযুগে এই উপাস্তদেব যে পীতবর্ণ ধারণ করেন তাহা প্রতিপন্ন হইল ।^২ অপর শ্লোকটি এই :—

কৃষ্ণবর্ণং দ্বিষাকৃষ্ণং সাক্ষোপাঙ্গাস্ত-পার্ষদম্ ।

যজ্ঞৈঃ সঙ্গীর্জন-প্রায়ৈর্যজ্ঞন্তি হি স্মমেধসঃ ॥

—ভাগবত, ১১।৫।৩২

“কৃষ্ণবর্ণ” শব্দের দুইটি অর্থ, প্রথমতঃ বাহার পূর্ণ নামে “কৃষ্ণ” এই দুইটি বর্ণ আছে, তিনিই কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণচৈতন্য নামে কৃষ্ণ এই বর্ণদ্বয় আছে । দ্বিতীয়তঃ যিনি শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করেন এবং সকল জীবের প্রতি করুণাবশতঃ

১ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবনামানং শ্রীভগবন্তং কলিযুগেহগ্নিন্ বৈষ্ণবজনোপাস্তাবতারতয়ার্থবিশেষা-
লিঙ্গিতেন শ্রীভাগবত-পদ্যসংবাদেন স্তোতি ।—সর্বসংবাদিনী

২ শ্রীরূপ গোস্বামী লঘু ভাগবতায়তে কিস্ত বলেন—

কথ্যতে বর্ণনামত্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ ।

রক্তশ্যামক্ৰমাং কৃষ্ণস্ত্রেতয়াং দ্বাপরে কলৌ ॥

সকল লোকের প্রতিই শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে উপদেশ দেন। “ত্ৰিষাক্ষঃ” শব্দের অর্থ এই যে যিনি স্বয়ং অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরকান্তি ধারণ করিয়া কৃষ্ণ-সদৃশ উপদেশ দেন এবং যাহাকে দর্শন করিয়া সকলের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি হয়; অথবা যিনি জনসাধারণের দৃষ্টিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌররূপে প্রতিভাত হয়েন; ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে শ্যামসুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়েন। ফলতঃ ইহাতে সর্বপ্রকারেই শ্রীকৃষ্ণরূপের প্রকাশ-নিবন্ধন এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ। “তস্মাৎ তস্মিন্ সর্বথা শ্রীকৃষ্ণরূপশ্চৈব প্রকাশাত্ তশ্চৈব সাক্ষাদাবির্ভাবঃ স ইতি ভাবঃ।”—সর্বসংবাদিনী

“আবির্ভাব” শব্দটি পারিভাষিক। শ্রীরূপ গোস্বামী লঘুভাগবতামৃতের উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া যাইবার পর ব্রজবাসিগণ বিরহে আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহাদের বিরহজনিত ক্লান্তি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্যগ্র হইয়া হঠাৎ তাঁহাদিগের সমক্ষে আবির্ভূত হয়েন। এইরূপ আবির্ভাবের পর হইতে ব্রজবাসিগণ মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কাছে পরিত্যাগ করিয়া কখনই অত্র গমন করেন নাই; তবে যে শুনিতে পাই, তিনি মথুরায় গিয়াছেন, সে আমাদের স্বপ্নমাত্র। শ্রীজীব গোস্বামী যদি “লঘুভাগবতামৃতের” অর্থে শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বলিয়া থাকেন তাহা হইলে ভক্তহৃদয়ের অহুভূতিই শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার মূল প্রমাণ হয়।

(খ) বিদ্বদমুখের উপর জোর দিয়া শ্রীজীব বলিতেছেন যে বহু বহু মহামুখের বহু বার তাঁহার ভগবত্তানুচক অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র পার্শ্বদ সমন্বিতরূপে শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বুঝিয়াছেন। সর্বসংবাদিনীর প্রথমেই তিনি লিখিয়াছেন যে “কোটি কোটি মহাভাগবত বহিঃদৃষ্টি ও অন্তঃদৃষ্টি-দ্বারা যাহার ভগবত্তা বিনিশ্চয় করিয়াছেন, ভগবত্তাই যাহার নিজস্বরূপ, যে স্বয়ং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মকে অবলম্বন করিয়া অত্র উল্লভ সহস্র সহস্র প্রেম-পীযুষময় জাহ্নবীধারা তদীয় নিজ অবতার-প্রকটনে প্রচারিত হইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামধেয় শ্রীভগবান্কেই শ্রীমদভাগবতশাস্ত্র এই কলিযুগে বৈষ্ণবগণের উপাস্ত্র বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।”

কোন কোন দেশের মহামুখবগণ শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার একাধিক বার প্রমাণ পাইয়াছেন? তাহার উত্তরে শ্রীজীব বলিতেছেন—“গৌড়বরেন্দ্র বঙ্গ-সুজ্ঞান কলিকাদি দেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ” অর্থাৎ গৌড়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, সুজ্ঞান ও উৎকলদেশবাসী মহামুখবগণের মধ্যে তাঁহার এই ভগবত্তা মহাপ্রসিদ্ধ।

শ্রীচৈতন্যের ভগবন্তা যখন এইরূপে বাঙালা ও উড়িষ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তখন শ্রীজীব তাঁহাকে “স্বসম্প্রদায় সহস্রাধিদেবং” বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন।

(গ) শ্রীজীব “বিষ্ণুধর্মোত্তরের” শ্রীচৈতন্যের ভগবন্তার বিরুদ্ধরূপে প্রতীয়মান বচনসমূহেরও বিচার করিয়াছেন। বিষ্ণুধর্মোত্তর বলেন যে দ্বাপর যুগের অবতারের বর্ণ শুকপঙ্কবর্ণ এবং কলির নীলঘন। শ্রীজীব বলেন, “যে দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতার না হয়েন, উহা সেই দ্বাপর অবতারের বর্ণসূচক প্রমাণ-বচন বলিয়া মনে করিতে হইবে। অপিচ, যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, সেই কলিতেই শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েন। শ্রীকৃষ্ণাবতার ও শ্রীগৌরাবতার একই রসসম্বন্ধসূত্রে সম্বন্ধ। ইহা হইতে ইহাই জানা যায় যে শ্রীগৌর শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববিশেষ।” বিষ্ণুধর্মোত্তরে আরও আছে যে কলিতে হরি কোন প্রত্যক্ষ রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হয়েন না—এজন্ত হরিকে “ত্রিযুগ” বলা হয়। ইহার উত্তরে শ্রীজীব বলেন যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অসীম, তাহাতেই সময়ে সময়ে আর্ধ-বচন-প্রমাণের অতিক্রম দৃষ্ট হয় এবং কলিকালেও শ্রীভগবান্ আত্মদেহ প্রকট করিয়া অবতীর্ণ হয়েন। এই যুক্তির মধ্যে অনেকখানি দুর্বলতা দেখা যায়। যাহা হউক, শ্রীজীব নিজে শ্রীচৈতন্যের ভগবন্তা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়া তত্ত্বসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।

কলৌ সঙ্কীৰ্ত্তনাত্তৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাপ্রিতাঃ ॥

অর্থাৎ যাহার বাহিরে গৌরবর্ণ, অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ, যিনি স্বীয় অঙ্গাদির বৈভব জনসমাজে প্রকটিত করিয়াছেন, আমরা কলিযুগে সঙ্কীৰ্ত্তনাদিদ্বারা তাঁহার উপাসনা করি।

5. Gopal Bhatta Goswami

৫। গোপাল ভট্ট গোস্বামী

শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট ছয় গোস্বামীর অগ্রতম। কিন্তু তাঁহার জীবনী ও কার্যাবলী বহুশৃঙ্খলে আবৃত। তিনি ত্রিমল্ল ভট্টের অথবা বেকট ভট্টের পুত্র তাহা লইয়া মতভেদ আছে। “ভক্তিরত্নাকরের” মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকেও গোপাল ভট্টের সূচকে তাঁহাকে শ্রীমদ্বেকট ভট্টনন্দন বলা হইয়াছে। অথচ ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত “অনুরাগবল্লী” গ্রন্থে তাঁহাকে “ত্রিমল্লের বালক গোপাল-

ভট্ট নাম” বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপ মতভেদের কারণ বোধ হয় শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অনবধানতা। তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া—

ত্রিমল্লভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস।

তাহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারি মাস ॥

—চৈ. চ., ২।১।২২

কিছু মধ্যলীলার নবম পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন যে তিনি শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বেকট ভট্টের গৃহে চাতুর্দশান্ত্র যাপন করেন (২।২।৭৬-৮০)।

কবিরাজ গোস্বামীর এই অনবধানতা “অনুরাগবল্লী”র গ্রন্থকার মনোহর দাসের চোখ এড়ায় নাই। তিনি লিখিয়াছেন—

সেখানে ত্রিমল্ল ভট্টের ঘরে ভিক্ষা লইলা।

ভট্টের প্রার্থনা মতে চাতুর্দশান্ত্র রৈলা ॥

নবম পরিচ্ছেদে সেই সূত্র বিস্তারিল।

তাহে তার ছোট ভাই বেকট লিখিল ॥

ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্রাদি আত্মসাৎ পরিপাটি।

রহি গেল তে কারণে লিখনের ক্রটি ॥—প্রথম মঞ্জরী

কবিরাজ গোস্বামী গোপাল ভট্টকে অন্য পাঁচ গোস্বামীর সহিত উল্লেখ করিয়াছেন এবং শাখানির্ণয়ে কেবলমাত্র লিখিয়াছেন যে—

শ্রীগোপাল ভট্ট এক শাখা সর্বোত্তম।

রূপ-সনাতন সঙ্গে যার প্রেম আলাপন ॥—১।১০।১০৩

ইহা ছাড়া তাঁহার গ্রন্থে গোপাল ভট্ট-সম্বন্ধে আর কোন কথা নাই। অন্য পাঁচ গোস্বামীর জীবনবৃত্তান্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রদত্ত হইয়াছে। গোপাল ভট্ট-সম্বন্ধে তাঁহার নীরবতা দেখিয়া পরবর্তী কালে বৈষ্ণবদের মনে নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়। “ভক্তিরত্নাকরে” এই সন্দেহের কথা নিম্নলিখিতরূপে দ্রষ্টব্য করা হইয়াছে—

শ্রীগোপাল ভট্টের এসব বিবরণ।

কেহো কিছু বর্ণে কেহো না করে বর্ণন ॥

না বুঝিয়া মর্ম ইথে কৃতক যে করে ।

অপরাধ বীজ তার হৃদয়ে সঞ্চারে ॥—পৃ. ১৫

নরহরি চক্রবর্তী কবিরাজ গোস্বামীর নীরবতার দুইটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ বৃন্দাবনদাস যেমন শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণ-ভ্রমণ-প্রসঙ্গ একেবারে বাদ দিয়াছেন, তেমনি কবিরাজ গোস্বামীও গোপাল ভট্টের বিবরণ বাদ দিয়াছেন। উভয়েরই উদ্দেশ্য ভবিষ্যতের কবিদের বর্ণনা করিবার জন্ত কিছু অবশিষ্ট রাখা। দ্বিতীয়তঃ কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃত লিখিবার অহুমতি প্রার্থনা করিলে—

শ্রীগোপালভট্ট হৃষ্ট হৈয়া আজ্ঞা দিল ।

গ্রন্থে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিল ॥

নরহরি চক্রবর্তীর প্রথম যুক্তি-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে শ্রীজীবের সহিত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকার সন্দেহের বিষয় হইলেও তাঁহার কথা তিনি লিখিতে পারিলেন, অথচ গোপাল ভট্টের কথা বাদ দিলেন—ইহার কারণ হয়ত কিছু গুরুতর। দ্বিতীয় যুক্তি সমর্থন করা আরও কঠিন; কেন-না চরিতামৃত আরম্ভ করিবার পূর্বে যদি গোপাল ভট্টের আজ্ঞা লওয়া হইত, তাহা হইলে আদি লীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে সে কথা তিনি গৌরব করিয়া লিখিতেন।

গোপাল ভট্টের নাম কবিকর্ণপুরের “শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে” ও “শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে” নাই। বৃন্দাবনদাস, লোচন ও জয়ানন্দও তাঁহার সম্বন্ধে নীরব। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের প্রথম চরিতাখ্যায়ক মুরারি গুপ্ত তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

স্থাসীনং জগন্নাথং ত্রিমল্লাখ্যো দ্বিজোত্তমঃ ।

স্ত্রীপুত্রস্বজনৈঃ সার্কং সিবৈব প্রেমনিভরঃ ॥

গোপালনামা বালোহস্ত প্রভোঃ পার্শ্বে স্থিতস্তদা ।

তং দৃষ্টা তস্মা শিরসি পাদপদ্মং দয়াদ্রবীঃ ॥

দক্কা বদ হরিং চেতি সোহপি হর্ষসমম্বিতম্ ।

বাল্যকৌড়াং পরিত্যজ্য কৃষ্ণং গায়ন্ ননর্ত চ ॥

—৩/১৫/১৪-১৬

Father of Gopal Bhatta is Trimalla Bhatta

বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে মুরারির উক্তির সত্যতায় সন্দেহ করা যায় না। সেইজন্য গোপাল ভট্টের পিতার নাম ত্রিমল্ল ভট্ট বলিয়াই আমরা সিদ্ধান্ত

করিলাম। গোপাল কবিকর্ণপুরের জ্যৈষ্ঠ বাল্যকালেই শ্রীচৈতন্যের রূপা পাইয়াছিলেন, এই সংবাদও মুরারি গুপ্তের নিকট হইতে পাওয়া গেল।

বাল্যকালেই গোপাল ভট্ট শ্রীচৈতন্যের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, অথচ এই প্রথম সাক্ষাৎকারের পর মহাপ্রভু বাইশ বৎসর কাল পুরীতে থাকিলেও গোপাল ভট্ট আর কখনও তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। “অমুরাগবল্লী”র মতে গোপাল ভট্ট পিতা ত্রিমল্ল, গুরু ও পিতৃব্য প্রবোধানন্দ ও পিতৃব্য বেকটের পরলোকগমনের পর বৃন্দাবনে আসেন।

আমিয়া পাইলা রূপ-সনাতন-সঙ্গ।

হুই রঘুনাথ-সহ প্রেমার তরঙ্গ ॥

শ্রীজীবে বাৎসল্য কোটি প্রাণের অধিক।

সদা-স্বাদ রাধা-কৃষ্ণ-বিলাস-মাধ্বীক ॥

রঘুনাথদাস শ্রীমন্নহাপ্রভুর তিরোধানের পর বৃন্দাবনে আসেন। গোপাল ভট্টও কি তবে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর বৃন্দাবনে গমন করেন? নরহরি চক্রবর্তী গোপাল ভট্টের স্মৃতিতে লিখিয়াছেন যে রূপ-সনাতন যখন বৃন্দাবনে আসিলেন, তখন গোপাল ভট্ট তাঁহাদের সহিত দেখা করিলেন। অর্থাৎ গোপাল ভট্ট রূপ-সনাতনের পূর্বেই বৃন্দাবনে বাস করিতে আরম্ভ করেন; যথা—

রূপ আর সনাতন

যবে আইলা বৃন্দাবন

ভট্টগোসাঞি মিলিলা সবায়।

আবার এই লেখকই “ভক্তিরত্নাকরে” বলিতেছেন যে

লিখিলেন পত্নীতে শ্রীরূপ-সনাতন।

গোপাল ভট্টের বৃন্দাবন আগমন ॥

ফলতঃ ১৫১২ হইতে ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে আগমন করেন; এই ঘটনার দেড় শত বৎসরের অধিক কাল পরে “অমুরাগবল্লী” ও “ভক্তিরত্নাকর” লিখিত হয়। এই দুই গ্রন্থ রচনার সময়ে লেখকগণ জনশ্রুতি ব্যতীত অল্প কোন উপাদান পায়েন নাই। সেইজন্যই তাঁহাদের নিজদের উক্তির মধ্যেই পরস্পর-বিরোধ ও অসামঞ্জস্য রহিয়া গিয়াছে।

নরহরি চক্রবর্তীর মতে শ্রীচৈতন্য গোপাল ভট্টের জন্ম নীলাচল হইতে ডোর ও কোপীন বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গোপাল ভট্ট সাধারণতঃ পশ্চিমাঙ্গিকে শিষ্য করিতেন ; যথা—

গোপাল ভট্টের সেবক পশ্চিমা মাত্র ।

গৌড়িয়া আইলে রঘুনাথ কৃপাপাত্র ॥ ১

কিন্তু তাঁহার এই রীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যকে শিষ্যত্বে বৃত্ত করেন ।

আমি বরাহনগরের গ্রন্থমন্দিরে কবিকর্ণপুর-কবিরাজ-কৃত গোপাল ভট্টের একটি বন্দনা পাইয়াছি । ২ তাহাতে আছে যে গোপাল ভট্ট নাট্য ও সঙ্গীতে নিপুণ ও আলাপে-আলোচনায় রসিক ছিলেন ; যথা—

জিতবর-গতিভঙ্গিনাট্যসঙ্গীত-রঙ্গী

তনুভূত-জম্ব-চিত্তানন্দ-বর্দ্ধি-সুধীশঃ ।

চরিত-সুখবিলাসশিত্রচাতুর্য্য-ভাষঃ

পরম-পতিতমীশঃ পাতু গোপালভট্টঃ ॥

Who is the author of Haribhaktivilas

হরিভক্তিবিলাসের রচয়িতা কে ?

১২৮৯ বঙ্গাব্দে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় “হরিভক্তিবিলাস” গ্রন্থ প্রকাশ করেন । ঐ গ্রন্থ গোপাল ভট্টগোস্বামীর রচনা বলিয়া তিনি প্রচার করেন । তিনি গ্রন্থের শেষে গোপাল ভট্টের যে সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত লিখিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন যে, গোপাল ভট্ট সনাতন গোস্বামীর “হরিভক্তিবিলাস”কে মূল সূত্ররূপে পরিগণিত করিয়া ব্রতাদির মাহাত্ম্য, নিত্যতা ও বিবিধ মতামত নানা পুরাণ ও সংহিতাদি হইতে সংগ্রহপূর্ব্বক একখানি স্মৃহং গ্রন্থ করত “ভগবন্তুক্তিবিলাস” নামে জনসমাজে প্রচারিত করেন । কিন্তু সটীক ও সংক্ষিপ্ত হরিভক্তিবিলাস যে সনাতনের রচিত তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় ; কোন কোন স্থলে কেবল সনাতনের রচিত মূল সংক্ষিপ্ত “হরিভক্তি-বিলাস” দেখিতে পাওয়া যায় । সনাতন গোস্বামীর দ্বারা লিখিত “হরিভক্তি-

১ অমুরাগবলী, দ্বিতীয় মঞ্জরী

২ বরাহনগর গ্রন্থমন্দির, পুথি-সংখ্যা ৬৩৮

বিলাস” গ্রন্থ আমি বহু অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও দেখিতে পাই নাই। গোপাল ভট্টের গ্রন্থের নাম যে “ভগবদ্ভক্তিবিলাস”, “হরিভক্তিবিলাস” নহে, তাহা রামনারায়ণ বিজ্ঞারত্ন মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে দুইখানি বৈষ্ণবস্মৃতি রচিত হইয়াছিল—একখানি সংক্ষিপ্ত, সনাতন কৃত; অন্যখানি বিশদ, গোপাল ভট্ট-কৃত।

কিন্তু মুদ্রিত হরিভক্তিবিলাসের সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ২৪ পরিচ্ছেদের মিল দেখিয়া মনে হয় বৈষ্ণবস্মৃতি মাত্র একখানিই রচিত হইয়াছিল—দুইখানি নহে।^১ মনোহরদাসও বলেন—

শ্রীসনাতন গোসাঞি গ্রন্থ করিল।

সর্বত্র আভোগ ভট্টগোসাঞির দিল ॥

—অমরাগবল্লী, প্রথম মঞ্জরী

ভক্তিরত্নাকরেও দেখা যায়—

করিতে বৈষ্ণবস্মৃতি হৈল ভট্ট মনে।

সনাতন গোস্বামী জানিলা সেইক্ষণে ॥

গোপালের নামে শ্রীগোস্বামী সনাতন।

করিল শ্রীহরিভক্তিবিলাস-বর্ণন ॥—পৃ. ১৪

এই দুই গ্রন্থই শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরিবারের লোকের লেখা এবং গোপাল ভট্ট শ্রীনিবাস আচার্য্যের গুরু। গোপাল ভট্ট স্বয়ং গ্রন্থ লিখিলে ইহারা সে কথা ইচ্ছা করিয়া গোপন করিতেন না।

কিন্তু গ্রন্থখানি সনাতনের লেখা হইলে মঙ্গলাচরণের শ্লোক লইয়া কিছু মুস্কিল বাধে। দ্বিতীয় শ্লোকে আছে—

ভক্তেবিলাসাংশিহুতে প্রবোধা-

নন্দস্ত শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্ত।

গোপালভট্টো রঘুনাথদাসঃ

সন্তোষয়ন্ রূপ-সনাতনৌ চ ॥

১ ডাঃ হুম্মিলকুমার দে আমাকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন—‘হরিভক্তিবিলাস’ ও ‘ভগবদ্ভক্তিবিলাস’ দুইখানি পৃথক্ গ্রন্থের নাম ধরিবার কোনও কারণ নাই। একই পুথিতে দুই নামই পাওয়া যায়।

অর্থাৎ “ভগবৎপ্রিয় প্রবোধানন্দের শিষ্য গোপালভট্টনামা ব্যক্তি রঘুনাথদাস তথা রূপ-সনাতনকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত ভক্তির বিলাস সম্যগরূপে আহরণ করিতেছে।” এই শ্লোক কিছুতেই সনাতনের রচিত হইতে পারে না—কেন-না তিনি নিজে একথা জাহির করিবেন না যে, তাঁহার সন্তোষের জন্য গোপাল ভট্ট গ্রন্থ লিখিতেছেন।

আমার মনে হয় গোপাল ভট্ট ও সনাতন গোস্বামীর সমবেত চেষ্টার ফলে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। সনাতন গোস্বামী গ্রন্থের মালমশলা জোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন, গোপাল ভট্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

Haribhaktivilas and Bengal's Vaishnava Society

হরিভক্তিবিলাস ও বাংলার বৈষ্ণবসমাজ

“হরিভক্তিবিলাসের” মতামত লইয়া গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এই ধারণা জনসাধারণ-মধ্যে প্রচলিত। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে কয়েকটি প্রধান বিষয়ে “হরিভক্তিবিলাসের” সিদ্ধান্ত শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়ে গৃহীত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেব কায়স্থ রঘুনাথ দাসকে নিজের পূজিত গোবর্দ্ধনশিলা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সার্বজনীন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া গোপাল ভট্ট বিধান দিয়াছেন—

এবং শ্রীভগবান্ সর্গৈঃ শালগ্রামশিলায়কঃ ।

দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিঃ শূদ্রৈঃ পূজ্যো ভগবতঃ পঠৈঃ ॥

All (any cast and any gender) should worship Shalgramshila

অর্থাৎ কি দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য)¹, কি স্ত্রী, কি শূদ্র সকলেই নিরত হইয়া শালগ্রামশিলা-রূপী ভগবানের পূজা করিবেন। সনাতন গোস্বামী ঐ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—“ভগবদীক্ষা-প্রভাবেণ শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব,” কিন্তু বাঙ্গালাদেশে শূদ্র শালগ্রাম-পূজার অধিকার পায় নাই।

“হরিভক্তিবিলাসের” অষ্টাদশ বিলাসে শ্রীমূর্তি-নির্মাণের রীতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে গোপাল, মহাবরাহ, নৃসিংহ, ত্রিবিক্রম, মৎস্য, কুর্শ্ব, মহাবিক্র, লোকপালবিক্র, চতুর্ভূজ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ, বামন, বুদ্ধ, নরনারায়ণ, হরগ্রীব, জামদগ্ন্য ও দাশরথি রাম প্রভৃতি মূর্তি-গঠনের বিধান লিখিত আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে লক্ষ্মীনারায়ণ ও কৃষ্ণকল্লিণীর

In Haribhaktivilas there is no information on making Radha Krishna image

মূর্তির কথা থাকিলেও, রাধাকৃষ্ণের মূর্তির কথা কিছুই নাই। কৃষ্ণের যে মূর্তির বর্ণনা আছে, তাহা বাঙ্গালার বৈষ্ণবের ধ্যানের বস্তু নহে। বাঙ্গালী বৈষ্ণব দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণকে ভজনা করেন। আর বিষ্ণুধর্মোত্তর হইতে “হরিভক্তি-বিলাসে” ধৃত হইয়াছে—

কৃষ্ণচক্রধরঃ কার্যো নীলোৎপলদলচ্ছবিঃ ।

ইন্দীবরধরা কার্য্য তস্য সাক্ষাচ্চ কুস্মিনী ॥

There is no mention of how to make Sri Radha's image, and no instructions on meditation of Radha with Sri Krishna

লক্ষ্মীর মূর্তি কিরূপে নির্মাণ করিতে হইবে তাহার বিধান আছে, কিন্তু রাধামূর্তির কোন ইঙ্গিত পর্য্যন্ত নাই। পঞ্চমবিলাসে শ্রীনন্দনন্দন-বর্ণনা-প্রসঙ্গে গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু শ্রীরাধার ধ্যান নাই। গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিগ্রন্থে এইরূপ অনুল্লেখ অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়।

গ্রন্থের শেষে গোপাল ভট্ট লিখিতেছেন—

“কৃত্যাগ্নেতানি তু প্রায়ো গৃহিণাং ধনিনাং সতাম্ ।”

অর্থাৎ সজ্জন ধনী গৃহস্থদিগের প্রায় সমস্ত কৃত্য ইহাতে লিখিত হইল। শ্রীরাধার মহাভাবের আশ্বাদনই যদি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রবর্তিত সাধনার শ্রেষ্ঠ দান হয়, তাহা হইলে ধনীদের তাহা হইতে বঞ্চিত করিবার কোন সঙ্গত কারণ দেখিতে পাই না।

গোপাল ভট্ট শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্রীকৃষ্ণবল্লভা টীকা রচনা করিয়াছেন।^১ ঐ টীকার মঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্যের প্রতি নমস্কার নাই। আমার সন্দেহ হয় ঐ টীকা ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্টের রচিত নহে ; কেন-না ঐ টীকাতে গোপাল ভট্ট নিজের পিতার নাম দ্রাবিড় হরিবংশ ভট্ট ও পিতামহের নাম নৃসিংহ লিখিয়াছেন। উক্ত টীকাকারের রচিত কালকৌমুদী ও রসিকরঞ্জনী টীকাতেও ঐ পরিচয় পাওয়া যায়।

গোপাল ভট্টের দার্শনিক জ্ঞানের পরিচয় শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে দিয়াছেন। শ্রীজীব স্বীকার করিয়াছেন যে গোপাল ভট্ট শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করিয়া একখানি সন্দর্ভগ্রন্থ রচনা করেন।

১ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ২৮০ সংখ্যক পুঁথি। ডাঃ সুনীলকুমার দে কয়েকখানি পুঁথি মিলাইয়া সটীক কৃষ্ণকর্ণামৃত প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু ঐ গ্রন্থে ক্রম ও পর্য্যায়-অনুসারে সিদ্ধান্তাদির বিচার হয় নাই বলিয়া শ্রীজীব ঘটসন্দর্ভ-রচনায় মনোনিবেশ করেন।

গোপাল ভট্ট শ্রীচৈতন্যের কোন লীলা বর্ণনা করেন নাই। তবে “হরিভক্তিবিলাসের” প্রত্যেক বিলাসের প্রথমে শ্রীচৈতন্যকে বন্দনা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্যকে ভগবান^১, গুরুভর^২, জগৎগুরু^৩ প্রভৃতি আখ্যায় জ্ঞতি করিয়াছেন। তিনি বারবার স্বীকার করিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যের কৃপাতেই এই গ্রন্থ লিখিবার ক্ষমতা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের মূর্তি, ধ্যান ও উপাসনা-সম্বন্ধে এই গ্রন্থে কিছুই লিখিত হয় নাই।

১ হরিভক্তিবিলাস, ১৮।১

২ ঐ ১৯০

৩ ঐ ২।১

ষষ্ঠ অধ্যায়

171

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

“শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত” ভক্তিরসে ভরপুর একখানি সংস্কৃত স্তোত্রকাব্য। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৪৩। স্তুতি, নতি, আশীর্বাদ, শ্রীচৈতন্যভক্তমহিমা, শ্রীচৈতন্যের অভক্তদের নিন্দা, দৈত্য, উপাশ্রুনিষ্ঠা, শ্রীচৈতন্যের উৎকর্ষ, শ্রীচৈতন্য অবতারের মহিমা, লোকশিক্ষা, রূপোল্লাস, শোচন—এই দ্বাদশটি প্রকরণে গ্রন্থখানি বিভক্ত। ইহাতে অনুষ্টুপ্, ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, উপজাতি, বসন্ত-তিলক, মালিনী, শিখরিণী, পৃথ্বী, মন্দাক্রান্তা, শার্দূলবিক্রীড়িত, শ্রদ্ধা, শালিনী ও রথোদ্ধতা ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। শুধু ছন্দে নহে, শব্দসম্পদ ও ভাবসম্পদেও কাব্যখানি অপূর্ব। শ্রীচৈতন্যের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অনুরাগ গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীমন্নহাপ্রভুর সাক্ষাৎ রূপাপাত্র না হইলে এ ধরনের কাব্য লেখা কঠিন। লেখকের সহিত শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিগত পরিচয় ও অন্তরঙ্গতার ছাপ লেখার মধ্যে সূক্ষ্মপট।

Who is Prabodhananda

প্রবোধানন্দের পরিচয়

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে রচয়িতার নাম প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই প্রবোধানন্দের সবিশেষ পরিচয় নির্ণয় করা দুঃসহ। কাব্যখানি যে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কেন-না কবিকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় লিখিয়াছেন—

তুঙ্গবিজ্ঞা ব্রজে যাসীং সর্বশাস্ত্রবিশারদা।

স। প্রবোধানন্দযতিগৌরোদ্দেশানসরস্বতী ॥—১৬৩

অর্থাৎ ব্রজে যিনি সর্বশাস্ত্রবিশারদা তুঙ্গবিজ্ঞা ছিলেন, তিনি গৌরোদ্দেশান সরস্বতী প্রবোধানন্দ যতি।

আমি শ্রীজীব গোস্বামীর রচিত বলিয়া কথিত যে সংস্কৃত বৈষ্ণববন্দনা পাইয়াছি, তাহাতে আছে—

প্রবোধানন্দসরস্বতীং বন্দে বিমলাং যয়া মুদা ।^১
চন্দ্রামৃতং রচিতং যংশিষ্যো গোপালভট্টঃ ॥

দেবকীনন্দন সেনের বৈষ্ণববন্দনায় আছে—

প্রবোধানন্দ গোসাঞি বন্দে। করিয়া যতন ।
যে করিল মহাপ্রভুর গুণের বর্ণন ॥

দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাস “বৈষ্ণববন্দনা”য় লিখিয়াছেন—

বন্দে। করিয়া ভক্তি প্রবোধানন্দ সরস্বতী
পরম মহত্ব গুণধাম ।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত পুস্তক যাহার কৃত
এই পুথি ভক্ত-ধন-প্রাণ ॥

অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় এই যে প্রবোধানন্দের নাম শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দশম পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যের শাখাবর্ণনার মধ্যে নাই। গোপালভট্ট নিজে “ভগবদ্ভক্তিবিলাস” গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন যে তিনি প্রবোধানন্দের শিষ্য।^২ এই পরিচয় সত্ত্বেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রবোধানন্দের নাম কেন যে উল্লেখ করিলেন না তাহা অমুসন্ধেয়।

১ বরাহনগরের পুথিতে পাঠান্তর ‘বিমলয়া মুদা’

২ ভক্তবিলাসাংশিন্মুতে প্রবোধা-
নন্দস্ত শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্ত ।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসঃ
সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনো চ ॥

সনাতন গোস্বামী এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—“ভগবৎপ্রিয়স্তেতি বহুব্রীহিণা তৎপুরুষেণ বা সমাসেন তস্ত মহাত্ম্যাজাতং প্রতিপাদিতম্। এবং তচ্ছিষ্যাসা শ্রীগোপালভট্টস্তাপি তাদৃক্ বোদ্ধব্যম্।” অনুরাগবল্লীতে মনোহর দাস ঐ টীকার বাঙ্গালা ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

গ্রন্থকর্তা নাম শ্রীগোপালভট্ট কয় ।	প্রবোধানন্দের শিষ্য তাহাতেই হয় ॥
সে প্রবোধানন্দ বা কাহার শিষ্য হয় ।	ভগবানের প্রিয় ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
ভগবান্ শব্দে কহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।	তাহার করুণা-পাত্র অতএব ধন্য ॥
শ্রীরূপসনাতন-কৃত-গ্রন্থচয় ।	তাতে যে স্থানে প্রয়োগ মহাপ্রভুর হয় ॥
সর্বত্র ভগবৎ শব্দ করয়ে লিখন ।	যহা ভগবান্ জানি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥
সেবিলেন গোপাল ভট্ট কায়বাক্যমনে	তে কারণে মহাপ্রভুর কৃপার ভাজনে ॥

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের দেড় শত বৎসরের অধিককাল পরে লেখা দুইখানি বাঙ্গালা বইয়ে এক প্রবোধানন্দের পরিচয় আছে। মনোহরদাস “অনুরাগবল্লী”তে লিখিয়াছেন যে ত্রিমল্ল ও বেক্ট ভট্টের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম প্রবোধানন্দ। তিনিই গোপাল ভট্টের পূর্বগুরু। মনোহরদাসের মতে এই গুরু দীক্ষাগুরু নহেন—শিক্ষাগুরু মাত্র; যথা—

অধ্যয়ন উপনয়ন যোগ্য আচরণে ।
পূর্বেতে সকল শিক্ষা পিতৃব্যের স্থানে ॥
তারপরে মহাপ্রভুর চরণ-দর্শন ।
সভারি হইল পূর্ব করিল লিখন ॥
অত্যাধারে বিদ্যাগুরু লিখেন জানিঞা ।
যংকিঞ্চিং সম্বন্ধ অধিক মানিঞা ॥

—অনুরাগবল্লী, পৃ. ৪

উক্ত গ্রন্থকার বলেন যে শ্রীমন্নমহাপ্রভু ত্রিমল্ল ভট্টের গৃহ হইতে বিদায় লইবার কিছুকাল পরে ভট্টগোষ্ঠী তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। তারপর তাঁহার। পুরীধামে আসিয়া শ্রীচৈতন্যের চরণপ্রাপ্তে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহাদিগকে ভজন-সাধন করিতে উপদেশ দেন।

ক্রমে ক্রমে তিন ভাইয়ের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল ।
তা সভার ঘরনী অগ্রপশ্চাৎ পাইল ॥
সর্ব সমাধান করি উদাসীন হঞা ।
বৃন্দাবনে আইলেন প্রেমে মত্ত হঞা ॥—অনুরাগবল্লী, পৃ. ৭

এই বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে প্রবোধানন্দের পরলোকগমনের পর গোপাল-ভট্ট বৃন্দাবনে বাস করিতে আরম্ভ করেন।

ইহাতে প্রবোধানন্দ প্রভুপার্ষদ হয় । তেমতি গোপাল ভট্ট জানিহ নিশ্চয় ॥
অপি শব্দের অর্থ এই ত নির্দ্ধার । সনাতন-মুখোদিত সিদ্ধাস্তের সার ॥

প্রবোধানন্দ প্রভুর প্রিয়পার্ষদ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার নাম একবারও করিলেন না কেন ?

“ভক্তিরত্নাকর”ও বলেন যে প্রবোধানন্দ গোপাল-ভট্টের পিতৃব্য ও শিক্ষাগুরু। তিনি শ্রীচৈতন্যের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন; যথা—

কেহ কহে শ্রীপ্রবোধানন্দ যত্ন কৈল ।
 অল্পকাল হৈতে অধ্যয়ন করাইল ॥
 পিতৃব্য-রূপায় সর্বশাস্ত্রে হৈল জ্ঞান ।
 গোপালের সম এথা নাই বিদ্যাবান ॥
 কেহ কহে প্রবোধানন্দের গুণ অতি ।
 সর্বত্র হইল যার খ্যাতি সরস্বতী ॥
 পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্ ।
 তাঁর প্রিয় তা বিনা স্বপনে নাহি আন ॥—পৃ. ১১

শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলনের পর প্রবোধানন্দের কি হইল তাহা আর নরহরি চক্রবর্তী বর্ণনা করেন নাই। “অমুরাগবল্লী” ও “ভক্তিরত্নাকরের” বর্ণনা পাঠ করিয়া মনে হয় প্রবোধানন্দ-সম্বন্ধে একটি গুরুতর সমস্যা অমীমাংসিত রহিয়া যাইতেছে। শ্রীচৈতন্য ত্রিমল্ল ভট্টের গৃহে প্রবোধানন্দকে রূপা করিয়া ছিলেন। সে সময়ে তিনি নিশ্চয়ই গৃহী ছিলেন, কেন-না সন্ন্যাসী হইয়া ভাইয়েদের সহিত এক বাড়ীতে বাস করা নিয়ম নহে। তারপর “অমুরাগবল্লী” ত্রিমল্লাদি তিন ভাইয়ের তিন ঘরনীরও উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপরে কোন সময়ে হয়ত তিনি “সরস্বতী”-সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র, পরমানন্দ, দামোদর, স্বধানন্দ, গোবিন্দানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি পুরী, নরসিংহ, পুরুষোত্তম, রঘুনাথ প্রভৃতি তীর্থ ও সত্যানন্দাদি ভারতী, দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার পর শ্রীচৈতন্যের রূপা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের প্রিয়পাত্র হইবার পর রূপ-সনাতন প্রভৃতির ন্যায় গোড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে যোগ না দিয়া প্রবোধানন্দ সরস্বতী-সম্প্রদায়ে যোগ দিবেন কেন? “শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত” গ্রন্থ পাঠ করিয়া ধারণা জন্মে যে শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয় গ্রহণ করিবার পূর্বে প্রবোধানন্দ “মায়াবাদী” ছিলেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের ১২ সংখ্যক শ্লোকে বলিয়াছেন—“যে পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যের চরণকমলের প্রিয় ভক্তজন দৃষ্টিগোচর না হয়েন, সেই পর্য্যন্তই ব্রহ্মকথা ও মুক্তিমार्গ তিক্ত বোধ হয় না, সেই পর্য্যন্তই লোকমর্য্যাদা ও বেদমর্য্যাদা বিশৃঙ্খল বোধ হয় না, এবং সেই পর্য্যন্তই বহিরঙ্গ-মার্গ-পতিত বেদান্তাদি শাস্ত্রজদিগের পরস্পর কলহ হইবার সম্ভাবনা।”

৩২ শ্লোকে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানলাভে উৎফুল্লমুখ জড়মতি ব্যক্তিদিগকে ধিকার দিয়াছেন—“ধিগন্ত ব্রহ্মাহং-বদনপরিফুল্লান্ জড়মতীন্ ॥” ৪২ শ্লোকে তিনি লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যের বিবিধ ভাববিকার ও লীলাকটাক্ষ দর্শন করিয়া সকল লোকের মনে মোক্ষাদির তুচ্ছতাবোধক প্রেমানন্দ উৎপন্ন হয়।

যদি অনুমান করা যায় যে প্রবোধানন্দ শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎকারের পূর্বে অদ্বৈত-বেদান্তচর্চায় নিমগ্ন জ্ঞানী গৃহস্থ ছিলেন, তাহা হইলেও মহাপ্রভুর কৃপা পাইবার পর তিনি সরস্বতী-সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী হইবেন ইহা কল্পনা করা কঠিন। সেইজন্ত সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে শ্রীচৈতন্যের শ্রীচরণদর্শন করিবার পূর্বেই তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন ও পরে স্বরূপ-দামোদরের গ্রায় গৌরপ্রেমসিদ্ধিতে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্ত যদি যুক্তিসহ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের ১৬৩ বৎসর পরের লেখা “অনুরাগবল্লী”র বিবরণ ভ্রান্ত বলিতে হয়। মোটের উপর “ভক্তিরত্নাকর” ও “অনুরাগবল্লী” হইতে প্রবোধানন্দের জীবনচরিত-সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ পাওয়া গেল না।

অনেকে মনে করেন শ্রীচৈতন্যের রূপালাভের পূর্বে প্রবোধানন্দের নাম ছিল প্রকাশানন্দ এবং শ্রীচৈতন্যই তাঁহাকে প্রবোধানন্দ নামে অভিহিত করেন। কিন্তু এরূপ ধারণার সমর্থক কোন উক্তি আমি কোন সমসাময়িক বা প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থে পাইলাম না। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রকাশানন্দের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে ও মধ্য লীলার সপ্তদশ ও পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন, কিন্তু কোথাও প্রকাশানন্দের নাম প্রবোধানন্দ হইল এরূপ উক্তি করেন নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের কোথাও “শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের” একটি শ্লোকও উদ্ধৃত হয় নাই। প্রকাশানন্দই যদি প্রবোধানন্দ হইতেন তাহা হইলে প্রকাশানন্দের ভক্তিভাব দেখাইবার জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী “চন্দ্রামৃতের” অন্ততঃ দুই-একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেন।

শ্রীচৈতন্য ও প্রবোধানন্দ

“শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের” আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে জানা যায় যে প্রবোধানন্দ নীলাচলে আসিয়া শ্রীচৈতন্যের শ্রীচরণদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি ৭২ শ্লোকে লিখিয়াছেন—“যিনি ষমুনাতীরবর্ত্তী স্বরম্য বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া লবণ-

সমুদ্রের তীরস্থ পুষ্পবাটিকায় গমন করিয়াছেন, যিনি পীতবসন পরিত্যাগ করিয়া রক্তবসন ধারণ করিয়াছেন এবং যিনি নিজ ইন্দ্রনীলমণি-বিড়ম্বিনী কাস্তি পরিত্যাগ করিয়া গৌরকাস্তি ধারণ করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরহরিই আমার গতি।” ৮৬ শ্লোকেও “সন্ন্যাসিকপটং নটন্তং গৌরাজং নিজরসমদাদমুখিতটে” বলিয়াছেন। লবণসমুদ্রের তটে নটনশীল শ্রীচৈতন্যকে ১২৯ ও ১৩১ শ্লোকেও স্মরণ করা হইয়াছে। ১৩৫ ও ১৩৬ সংখ্যক শ্লোক দুইটি পাঠ করিলে সন্দেহ থাকে না যে লেখক স্বয়ং শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিয়া তাঁহার রূপ-বর্ণনা করিয়াছেন। শ্লোক দুইটির বাংলা অম্ববাদ দিতেছি—

“স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গৌরাজ হইয়া সমুদ্রতীরে উপবেশনপূর্বক, করতলে বদরফলের ত্রায় পাণ্ডুবর্ণ কপোলদেশ অর্পণ করিয়া, নয়নজলে সম্মুখস্থ ভূমি পঙ্কিল করিতেছেন এবং মনোহর অরুণ-বসন পরিধান করিয়া শ্রীরাধার পাদপদ্মে রতি বিস্তার করিতেছেন।” “যিনি পদধ্বনিতে দিক্‌সকল মুখরিত, নয়নবারি-ধারায় পৃথ্বীতল পঙ্কিল এবং অটু অটু হান্তপ্রকাশে নভোমণ্ডল শুক্লবর্ণ করিতেছেন, সেই চন্দ্রকাস্তি শ্রীগৌরদেব কটিতটে আলম্বমান রক্তবসনে স্ত্রশোভিত হইয়া সমুদ্র-তীরবর্তী পুষ্পোদ্যানে নৃত্য করিতেছেন।”

প্রবোধানন্দ নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের সহিত কতিপয় শ্রেষ্ঠ ভক্তকেও নৃত্য করিতে দেখিয়াছিলেন। ২৭ শ্লোকে অষ্টমৈতের ও ৪৪ শ্লোকে বক্রেস্বরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই-সব ভক্তের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি “শ্রীচৈতন্যভক্তমহিমা” ও “শ্রীচৈতন্যভক্তনিন্দা” নামক প্রকরণ আবেগভরে লিখিতে পারিয়াছিলেন। গৌরভক্তগণের চরিত্রের মাপুর্বা তিনি একটি শ্লোকে অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন ; যথা—

তৃণাদপি চ নীচতা সহজসৌম্য-মুগ্ধাকৃতিঃ

সুধামধুরভাষিতা বিষয়গন্ধ-খুখুংকৃতিঃ ।

হরিপ্রণয়বিহ্বলা কিমপি ধীরনালম্বিতা

ভবন্তি কিল সদগুণা জগত গৌরভাজামমী ॥—২৪ শ্লোক

প্রবোধানন্দ নীলাচলে শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার ভক্তগণকে দর্শন করিলেও, শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের কিছুদিন পরে “শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত” লেখেন। অমুমান হয় শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পাঁচ বৎসরের মধ্যে ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ; কেন-না ৩৮ শ্লোকে প্রবোধানন্দ লিখিতেছেন—

“হা শ্রীচৈতন্য ! কোথায় গমন করিলে ? তোমার সেই নির্মল পরোমজ্জল-রস ভক্তিমার্গ আর কোন স্থানে দৃষ্ট হইতেছে না ; বরং কোন সম্প্রদায়ে কৰ্মজড়তা, কোন সম্প্রদায়ে জপ-তপ-যোগাদি, কোন সম্প্রদায়ে শ্রীগোবিন্দার্চনে বিকার, কোন স্থানে বা জ্ঞান-বিষয়ে অভিমান এবং কোথাও বা পরোমজ্জল ভক্তি বাহ্যাত্রে অবস্থান করিতেছেন এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।” এইরূপ উক্তি সেই সময়েই করা সম্ভব যখন শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের অল্প দিন পরে অন্তরঙ্গ ভক্তগণও লোকান্তরিত হইয়াছেন, অথচ গোড়মণ্ডলে বা ব্রজমণ্ডলে সাধকমণ্ডলী সজ্জবদ্ধ হইয়া শক্তিশালী হইতে পারেন নাই।

“শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত” হইতে শ্রীচৈতন্যের অপরূপ ভাবমাধুর্যের আশ্বাদন পাওয়া যায়। ১০ শ্লোকে তাঁহার নৃত্যাবেশে হরিসঙ্কীর্ণনের, ১৪ শ্লোকে নবীন মেঘ, ময়ূরপুচ্ছ ও গুঞ্জাবলী-দর্শনে ব্যাকুল হওয়ার, ১৬ শ্লোকে কটিডোরগ্রস্থি বন্ধনপূর্বক সংখ্যা-গণনা-দ্বারা নাম-জপ ও নয়নজলে সিক্ত হইয়া জগন্নাথদর্শন করার, ৩৮ শ্লোকে হরেকৃষ্ণ নাম করিতে করিতে বিবশ ও স্থলিতগাত্র হওয়ার, ৬৯ শ্লোকে দামনক-পুষ্পের মালা ধারণ করার, এবং ৭ শ্লোকে অশ্রু ও রোমাঞ্চ-দ্বারা শোভিত মনোহর রূপের কথা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের ভাববিকাশের প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা-হিসাবে উক্ত শ্লোকগুলির ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী।

শ্রীচৈতন্য কিভাবে প্রেমভক্তি প্রচার করিতেন তাহারও ইঙ্গিত প্রবোধানন্দ দিয়াছেন। শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু যুক্তিতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিমুখ জনকে ভক্তিপথে আনয়ন করিতেছেন এরূপ বর্ণনা কোথাও “শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে” নাই। প্রবোধানন্দ বলেন—

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীৰ্ত্তিতঃ সংস্বতো বা
দূরৈশ্চৈরপ্যানতো বাদৃতো বা ।
প্রেমং সারং দাতুমীশো য একঃ
শ্রীচৈতন্যং নোমি দেবং দয়ালুম্ ॥

অর্থাৎ যিনি একমাত্র দৃষ্ট, স্পৃষ্ট, কীৰ্ত্তিত বা স্মরণের বিষয়ীভূত হইলে বা দূরস্থ ব্যক্তিগণ কর্তৃক নমস্কৃত বা বহুমানিত হইলে প্রেমের গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করেন, সেই দয়ালুদেব শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার করি।

প্রবোধানন্দ পূর্বে মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন ; আর শ্রীগৌরাঙ্গের

কৃপাপ্রাপ্তির পর তিনি একেবারে গৌরপ্রেমসিক্তে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। ৬০ শ্লোকে তিনি লিখিয়াছেন যে গৌরমূর্তি কোন চোর তাঁহার নিষ্ঠাপ্রাপ্ত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারকে হরণ করিয়াছে, কীৰ্ত্তনে ও নর্ত্তনে লজ্জাকে দূর করিয়াছে এবং প্রাণ ও দেহাদির কারণস্বরূপ ধর্মকেও অপহরণ করিয়াছে। প্রবোধানন্দ শ্রীচৈতন্যকে ‘স্বয়ং ভগবান্’-রূপে উপাসনা করিতেন।^১ “শ্রীরাধারসমুদানিধি”-নামক কাব্যে প্রবোধানন্দ মঙ্গলাচরণে গৌরচন্দ্রকে নমস্কার করিয়াছেন এবং শেষে লিখিয়াছেন—

স জয়তি গৌরপয়োধিরাগাবাদাৰ্বাতাপসন্তপ্তম।
জন্মভ উদনৌতলয়দ্—যো রাধারসমুদানিধিনা ॥

প্রবোধানন্দ সহস্রশ্লোকে “শ্রীরন্দাবনমহিমামৃতম্” রচনা করেন। তাহার প্রারম্ভে এবং ৫১০০ শ্লোকে শ্রীচৈতন্যের বন্দনা করিয়াছেন। তাঁহার “সঙ্গীতমাধব” গীতিকাব্যের শেষে আছে—

অস্ত্রোথৈর্মকরন্দবিন্দুনিবহৈনিঃস্রুতিভিঃ স্তম্ভরং
নেত্রেন্দীবরমাদধঃ স্পুলকোংকম্পক বিভ্রদ্বপুঃ।
বাচশ্চাপি সগদগদা হরিতরীত্যানন্দিনীরুদগিরন্
প্রেমানন্দরসোংসবং দিশতু বো দেবঃ শচীনন্দনঃ।

Gour Paramyavad

গৌর-পারম্যবাদ

তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যকে এক অভিন্ন তত্ত্বরূপে জানিয়াছিলেন। তথাপি শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করা অপেক্ষা শ্রীচৈতন্যকে উপাসনা করিয়া তিনি অধিকতর আনন্দ পাইতেন। তিনি ৫৮ শ্লোকে লিখিয়াছেন—

“যদি কোন মুরারিভক্ত শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদি নববিধ সাধনভক্তি-দ্বারা পরমপুরুষার্থ প্রেম সাধন করেন, তবে মঙ্গল বটে, তিনি তাহা সাধন করুন; কিন্তু আমার পক্ষে অপার-প্রেমসুধাসিক্ত-স্বরূপ শ্রীগৌরহরির ভক্তিরসে যে অতিরহস্ত প্রেমবস্ত্র আছে তাহাই আদরের সহিত ভজমীয়।”

ইহাই গৌর-পারম্যবাদ। নরহরি সরকার ও শিবানন্দ সেন এই পথেরই পথিক। প্রবোধানন্দ এইরূপ মতবাদ পোষণ করিতেন বলিয়াই কি, শ্রীপাদ

কৃষ্ণদাস কবিরাজ “শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে” তাঁহার নাম উল্লেখ বা তাঁহার গ্রন্থের কোন শ্লোক উদ্ধার করেন নাই ?

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

অতএব যত মহামহিম সকলে ।

“গৌরাজ-নাগর” হেন স্তব নাই বোলে ॥—চৈ. ভা., পৃ. ১১৩

কিন্তু প্রবোধানন্দ ১৩২ শ্লোকে “গৌরনাগরবর”কে ধ্যান করিয়াছেন । এই ধ্যানের মূর্তির সহিত নীলাচলবাসী সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের কোন সাদৃশ্য নাই ।

কোহয়ং পট্টধট্টাবিরাজিতকটীদেশঃ করে কঙ্কণং

হারং বক্ষসি কুণ্ডলং শ্রবণয়োর্বিন্দ্রং পদে নুপুরম্ ।

উদ্ধীকৃত্য নিবন্ধ কুন্তলভর-প্রোংফুল্লমল্লীশ্রগা-

পীড়ঃ ক্রীড়তি গৌরনাগরবরো নৃত্যম্নিজৈর্নামভিঃ ॥

অর্থাৎ যিনি কটিদেশে পট্টবস্ত্র, করে কঙ্কণ, বক্ষঃস্থলে হার, কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল, চরণে নুপুর, উদ্ধীকৃত নিবন্ধ কেশসমূহে প্রফুল্ল মল্লিকামালা ধারণ করিয়াছেন, সেই কোন নাগরবর শ্রীগৌরহরি নিজ নাম কীর্তনসহকারে নৃত্য করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছেন ।

In the house of Mahaprabhu at Nabadwip the Gour-nagar image is worshiped

নরহরি সরকার ও লোচনের উপাসনা-প্রণালীর সহিত এই ভাবের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে । আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, নবদ্বীপে “মহাপ্রভুর বাড়ীতে” প্রবোধানন্দ-বর্ণিত মূর্তিই পূজিত হইতেছেন । প্রবোধানন্দ “গৌরনাগর”-মূর্তি ধ্যান করিয়াছেন বলিয়াই কি, কৃষ্ণদাস কবিরাজ “শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে” “চন্দ্রামৃতে” কোন শ্লোক উদ্ধার করেন নাই ?

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখকের পরিচয়

বাঙ্গালার বৈষ্ণবমণ্ডাজে “শ্রীচৈতন্যভাগবত” অপেক্ষা অধিকতর জনপ্রিয় ও আদরণীয় গ্রন্থ আর নাই। “শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত” পণ্ডিতের গ্রন্থ—আপামর জনসাধারণের নহে। শ্রীপাদ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর সহজ ও সরল ভাষায় শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার রচনা প্রগাঢ় প্রেমভক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং সেইজন্যই হৃদয়গ্রাহী। “শ্রীচৈতন্যভাগবতের” যত অধিক সংখ্যক হাতেলেখ পাওয়া যায়, এত আর অন্য কোন বৈষ্ণবগ্রন্থের পাওয়া যায় না।

এরূপ জনপ্রিয় গ্রন্থের গ্রন্থকার-সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। প্রাচীন বৈষ্ণবসাহিত্যের অনেক লেখক গ্রন্থমধ্যে নিজের বংশপরিচয় ও বাসস্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব-গ্রন্থকারদের মধ্যে কবিকর্ণপুর, জয়ানন্দ, লোচন প্রভৃতি নিজের নিজের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ইহারা সকলেই ছিলেন গৃহী। রূপ, সনাতন, রঘুনাথদাস, গোপাল ভট্ট, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া নিজেদের কোন পরিচয় দেন নাই। অবশ্য শ্রীজীব গোস্বামী রূপ-সনাতনের বংশ-বিবরণ লিখিয়াছেন; কিন্তু তাহা গুরুর গৌরববৃদ্ধির জন্ত, নিজের মহিমা ঘোষণার জন্ত নহে। বৃন্দাবনদাস যে নিজের কোন লৌকিক পরিচয় দেন নাই, বৈরাগ্য-অবলম্বন তাহার কারণ হইতে পারে।

তিনি বহু স্থলে নারায়ণীর কথা লিখিয়াছেন; যথা ১।১।১১, ২।১০।১৪০, ৩।৬।৪৭৫।^১ কিন্তু একবার মাত্র বলিয়াছেন যে

সর্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবনদাস।

অবশেষ পাত্র নারায়ণী-গর্ভজাত ॥—৩।৬।৪৭৫

১ প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ। পরের পৃষ্ঠাগুলিও ঐ সংস্করণ হইতে দেওয়া হইবে।

শ্রীচৈতন্যের কৃপাপাত্রী নারায়ণীর পুত্র বলিয়া নিজেকে পরিচিত করা, আর লৌকিক জীবনের পরিচয় প্রদান করা এক কথা নহে। কবির মনে নিজের লৌকিক পরিচয় দিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা থাকিলে অন্ততঃ তিনি নিজের মাতামহের নাম করিতেন। তিনি শুধু নারায়ণীকে শ্রীবাসের ভ্রাতৃস্বতা বলিয়াছেন (২।২০।১৭০) ; কিন্তু কোন্ ভ্রাতার কথা, তাহা লেখেন নাই। কবিকর্ণপুর বলেন যে শ্রীবাসের চার ভাই এবং চারজনকেই মহাপ্রভু কৃপা করিয়াছিলেন (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, ৫।৯৩)। বৃন্দাবনদাস শুধু শ্রীবাস ও শ্রীরামের কথা লিখিয়াছেন—কবিকর্ণপুর শ্রীপতি নামে আর এক ভাইয়ের বিবরণ দিয়াছেন (ঐ ৫।২২)। অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় লিখিয়াছেন যে নারায়ণী “শ্রীবাস ঠাকুরের ভ্রাতা শ্রীনিবাস আচার্য্যের কথা” (বঙ্গবন্ধু, দ্বিতীয় ভাগ)। কিন্তু বৃন্দাবনদাস বলেন—শ্রীবাস ও শ্রীনিবাস একই ব্যক্তির নাম ; যথা—

প্রভু বোলে শুন শুন শ্রীবাস পণ্ডিত ॥

আমি নিত্যানন্দ ছই নন্দন তোমার ।

শ্রীনিবাস-চরণে রহক নমস্কার ॥

গৌরচন্দ নিত্যানন্দ নন্দন যাহার ॥

—চৈ. ভা., ২।২৫।৩৫২

অতএব স্মরণ করা প্রয়োজন যে, শ্রীনিবাস-নামের সহিত যখন আচার্য্য-উপাধি যোগ করা হয় তখন গোপাল ভট্টের শিষ্য, নরোত্তম ঠাকুরের সমকালীন খাজিগ্রামের শ্রীনিবাস আচার্য্যকে বুঝায়। শ্রীযুক্ত স্বকুমার সেন বলেন যে শ্রীবাস পণ্ডিতের অগ্রতম ভ্রাতা শ্রীরামের কন্যা নারায়ণী (বঙ্গশ্রী, আশ্বিন ১৩৪১, পৃ. ৩২৬)। এই উক্তির পোষক কোন প্রমাণ নাই, বরং স্বকুমারবাবু যে প্রেমবিলাসের ১৯শ বিলাসের মত এই উক্তির অব্যবহিত পূর্বে মানিয়া লইয়াছেন, তাহাতে নলিন পণ্ডিত নাম আছে। “প্রেমবিলাসের” ত্রয়োবিংশ বিলাসে আছে—শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীকান্ত—এই চার ভাই। নারায়ণী শ্রীবাসের মৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নলিন পণ্ডিতের কন্যা (প্রেমবিলাস, পৃ. ২২১-২, যশোদানন্দন ভালুকদারের সংস্করণ)। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তম-বিলাসের মত গ্রহণ করিয়া বলেন যে শ্রীবাসের আর তিনজন ভাইয়ের নাম শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। শ্রীনিধি নাম হইতে বুঝা যায় যে

গোস্বামী মহাশয় প্রেমবিলাসের বিবরণ বিশ্বাস করেন নাই। বস্তুতঃ নারায়ণী শ্রীবাসের কোন্ ভ্রাতার কন্যা, তাহা জানিবার উপায় নাই। শ্রীবাসের সকল ভ্রাতাই যখন মহাপ্রভুর রূপাপাত্র ছিলেন, তখন বৃন্দাবনদাস মাতামহের নাম উল্লেখ করিলেন না কেন?

বৃন্দাবনদাস যে বিধবার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জগদ্বন্ধু ভদ্র (গৌরপদতরঙ্গিণী, প্রথম সংস্করণ—উপক্রমণিকা, পৃ. ১২৮), অদিকাচরণ ব্রহ্মচারী (বঙ্গবন্ধু, দ্বিতীয় ভাগ) ও ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সং, পৃ. ৩১২) স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু “প্রেমবিলাসের” ত্রয়োবিংশ বিলাসের মতে—

বৃন্দাবনদাস যবে আছিলেম গর্ভে।

তঁার পিতা বৈকুণ্ঠদাস চলি গেল স্বর্গে ॥—পৃ. ২২২

“প্রেমবিলাসের” এই অংশ প্রক্ষিপ্ত—আধুনিকী সংযোজনা মাত্র। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় প্রেমবিলাসে প্রদত্ত বৃন্দাবনদাসের কাহিনী বিশ্বাস না করিলেও উদ্ধৃত মত স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন যে “নারায়ণী গর্ভবতী হইলে তিনি বিধবা হন” (চৈতন্যভাগবত, পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৯)। মৃণালকাণ্ঠি ঘোষ মহাশয় গোস্বামী মহাশয়ের এই মত মানিয়া লইয়াছেন (গৌরপদতরঙ্গিণী, ২য় সং, ভূমিকা, পৃ. ২১৬)। শ্রীবাসের ভ্রাতৃতনয়া, মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ রূপাপাত্রী নারায়ণী দেবী বিধবা অবস্থায় গর্ভবতী হইয়াছিলেন, এ কথা মানিয়া লইতে বৈষ্ণব লেখকগণের মনে কষ্ট হয়, তাই তাঁহারা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যে বৃন্দাবনদাস বৈধ বিবাহের ফলে জাত। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন—“যদি ঐ সকল প্রবাদ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কোন না কোন মহাজনের গ্রন্থে অবশ্য উল্লিখিত হইত। হয়ত কোন সময়ে কোন ছুঁইয়াবলদ্বী ব্যক্তি বৈষ্ণব ধর্মের অমঙ্গলের চেষ্টায় ঐ সকল প্রবাদ সৃষ্টি করে এবং তৎপরে অতদ্বন্দ্ব বৈষ্ণবদিগের মধ্যে তাহা স্বীকৃত হইয়া পরস্পর কর্ণকর্ণী হইয়া আসিতেছে।” কিন্তু প্রাচীন মহাজনের গ্রন্থে যে নারায়ণীর বালবৈধবোর কথা নাই, তাহা নহে। কবিকর্ণপুর ও বৃন্দাবনদাসের মতে বিশ্বস্তুর মিশ্র গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া এক বৎসর সংসারাত্রমে ছিলেন। বিশ্বস্তরের ২৩ বৎসর বয়সের সময়ে অর্থাৎ ১৪৩০ শকে শ্রীবাস-গৃহে নারায়ণী বিশ্বস্তরের প্রসাদ খাইয়া কাঁদিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস বলেন, ঐ সময়ে নারায়ণীর বয়স চার বৎসর—

চারি বংশরের সেই উন্নত চরিত ।

‘হা কৃষ্ণ’ বলিয়া কান্দে নাহিক সম্বিত ॥—২।২।১৭০

এই ঘটনা-প্রসঙ্গে মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন—

শ্রীবাসভ্রাতৃতনয়াভর্তৃকা মধুরহ্যতিঃ ।

প্রাপ্য হরেঃ প্রসাদঞ্চ রৌতি নারায়ণী শুভা ॥—২।৭।২৬

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এই শ্লোক উদ্ধার করিবার সময়ে পাঠ লিখিয়াছেন—

শ্রীবাসভ্রাতৃতনয়াভ্রাতৃকা মধুরহ্যতিঃ ।

হরেঃ প্রাপ্য প্রসাদঞ্চ রৌতি নারায়ণী শুভা ॥

—চৈ. ভা., পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৩

কোন মেয়ের পরিচয় দিতে হইলে তাহার স্বামী আছে কি না বলা, ভাই আছে কি না বলা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। সেইজন্য মনে হয় অমৃতবাজার-কার্যালয়ের ছাপা বইয়ের “অভর্তৃকা” পাঠই ঠিক। প্রাচীন পদকর্তা উদ্ধবদাস লিখিয়াছেন—

প্রভুর চর্কিত পাণ

স্নেহবশে কৈলা দান

নারায়ণী ঠাকুরাণী-হাতে ।

শৈশবে বিধবা ধনী

সাক্ষীসতী-নিরোমণি

সেবন করিল সে চর্কিতে ॥

আমার মনে হয়, নারায়ণী শিশুকালে অর্থাৎ চার বংশর বয়সের পূর্বে বিধবা হইয়াছিলেন এবং যৌবনপ্রাপ্তির পর তাঁহার গর্ভ-সঞ্চার হইয়াছিল। প্রভুর প্রসাদ খাইয়া কাঁদিবার সময়ে নারায়ণীর বয়স যে মাত্র চার বংশর ছিল, বৃন্দাবনদাস তাহা লিখিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু জগদ্বন্ধু ভদ্র প্রভৃতি লেখকগণ তাহা লক্ষ্য না করিয়া ১৪২৭ শকে নারায়ণীর বয়স নয় দশ বংশর বলিয়া অহুমান করিয়াছেন (গৌরপদতরঙ্গিণী, প্রথম সং, পৃ. ১২৮)।

নারায়ণীর কত বংশর বয়সে বৃন্দাবনদাস জন্মগ্রহণ করেন, তাহা ঠিকভাবে জানিবার উপায় নাই। তবে বৃন্দাবনদাসের কয়েকটি ইঙ্গিতের সাহায্যে তাঁহার জন্মকাল-সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যাইতে পারে। ১৪৩০

শকে যদি নারায়ণীর বয়স চার বৎসর হয়, তাহা হইলে ১৩১৪ বৎসর বয়সের পূর্বে তাঁহার সম্ভান-সম্ভাবনা হইতে পারে না ; অর্থাৎ ১৪৪০ শক বা ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বৃন্দাবনদাসের জন্ম হয় নাই। ঐ সময়ে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন। বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলা বর্ণনা-প্রসঙ্গে বারংবার বলিয়াছেন যে

হইল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখনে ।

হইয়াও বঞ্চিত সে-সুখ দরশনে ॥—১।৮।৯২

কবি এই উক্তি বিশ্বস্তরের অধ্যাপক-জীবনের সমাপ্তিকাল-বর্ণনা-উপলক্ষেও করিয়াছেন (২।১।১৫৫)। বৃন্দাবনদাস মধ্যখণ্ডে বিশ্বস্তরের গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন আরম্ভ করিয়া সম্যাস-গ্রহণ পর্য্যন্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। এই সমস্ত ঘটনা এক বৎসরকাল মাত্র হইয়াছিল ; যথা—

মধ্যখণ্ড কথা ভাই শুন একচিত্তে ।

বৎসরেক কীৰ্ত্তন করিল। যেই মতে ॥—২।১।১৭১

কবিকর্ণপুরও বলেন যে পৌষ মাসের শেষে গয়া হইতে ফিরিয়া বিশ্বস্তর মিশ্র গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিয়াছিলেন (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য ৫।৩৩-৩৫)। তারপর আট মাসকাল কীৰ্ত্তনে ও নর্ত্তনে অতিবাহিত করার পর তিনি সম্যাস-গ্রহণ করেন।

বৃন্দাবনদাস ও কবিকর্ণপুরের উক্তি হইতে বুঝা যাইতেছে যে ১৪৩১ শকের গ্রীষ্মকালে যখন শ্রীচৈতন্য অধ্যাপনা বন্ধ করেন, তখন বৃন্দাবনদাসের জন্ম হয় নাই।

১৪৪০ শকে বা ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনদাস যদি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন তবে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র ১৫ বৎসর হয়। ঐ বয়সের বালকের পক্ষে পুরীতে যাইয়া শ্রীচৈতন্যদর্শন সম্ভব নহে। বৃন্দাবনদাসও কোথাও এমন আভাস দেন নাই যে তিনি শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিয়াছেন। ১৪৪০ শকের পূর্বে যেমন বৃন্দাবনদাসের জন্ম হইতে পারে না, তেমনি ঐ সময়ের বেশী পরেও তাঁহার জন্মগ্রহণ সম্ভব নহে ; কেন-না তিনি নিত্যানন্দপ্রভুর অন্তরঙ্গ সঙ্গ পাইয়াছিলেন এবং নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর দীর্ঘকাল ধরাধামে ছিলেন না।

“শ্রীচৈতন্যভাগবতের” আভ্যন্তরীণ-সাক্ষ্য-বিচারপূর্বক আমি বৃন্দাবনদাসের জন্মকাল ১৪৪০ শকের বা ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি স্থির করিতে চাই। বৈষ্ণবসাহিত্য লইয়া তাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সাধারণতঃ কোন শোনা কথার উপর বিশ্বাস করিয়া বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৈববাণী শুনিয়া সন ও তারিখ লিখিয়াছেন। কি প্রমাণ-বলে ঐরূপ সন ও তারিখ তাঁহারা নির্ণয় করিলেন সে বিষয়ে পাঠকদিগকে কিছুই বলেন নাই। বৃন্দাবনদাসের জন্মসময়-সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতিমূলক কয়েকটি মতবাদের উল্লেখ করিতেছি।—

লেখক	গ্রন্থ	বৃন্দাবনদাসের জন্মকাল
১। জগদ্বন্ধু ভদ্র	গৌরপদতরঙ্গিনী, ১ম সং, ১৪২৯ শক, বৈশাখী উপক্রমণিকা, পৃ. ১২৮	কৃষ্ণা দ্বাদশী
অধিকাচরণ ব্রহ্মচারী	বঙ্গরত্ন, ২য় ভাগ, পৃ. ৯	ঐ
অচ্যুতচরণ চৌধুরী	বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, ৮।১২।৫৪০ পৃ.	ঐ
হরিলাল চট্টোপাধ্যায়	বৈষ্ণব ইতিহাস, পৃ. ৪৩	ঐ
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়	বঙ্গভাষার লেখক, পৃ. ৯৬	ঐ
মুরারিলাল অধিকারী	বৈষ্ণব দিগ্-দর্শিনী, পৃ. ৯০	ঐ

১৪০৭ শকে শ্রীচৈতন্যের জন্ম, ১৪২৯ শকে তাঁহার বয়স ২২ বৎসর। বৃন্দাবনদাসের মতে শ্রীচৈতন্যের ২৩ বৎসর বয়সের সময়ে নারায়ণীর বয়স ৪ বৎসর। উল্লিখিত ব্যক্তিগণের মত মানিয়া লইতে হইলে বলিতে হয় যে নারায়ণীর তিন বৎসর বয়সে ছেলে হইয়াছিল।

২। ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় বলেন—বৃন্দাবনদাস ১৪৫৯ শকে অর্থাৎ ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময়ে তাঁহার জন্ম হইলে অন্ততঃ ষোল বৎসরের পূর্বে তাঁহার দীক্ষা হইতে পারে না। ১৪৭৫ শক পর্য্যন্ত অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরেও নিত্যানন্দ বাঁচিয়া ছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নাই। নিত্যানন্দ বার বৎসর বয়সে সন্ন্যাসীর সহিত গৃহত্যাগ করেন।

হেন মতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে।

নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে ॥

তীর্থযাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর।

তবে শেষে আইলেন চৈতন্য-গোচর ॥—১৮৬৬

অর্থাৎ নিত্যানন্দের বয়স যখন ৩২, বিশ্বম্ভরের বয়স তখন ২৩ বৎসর ; ১৪৩০ শকে নিত্যানন্দের বয়স ৩২ বৎসর হইলে, ১৪৭৫ শকে তাঁহার বয়স হয় ৭৭। এত বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত নিত্যানন্দ জীবিত ছিলেন না। বলিয়া ক্ষীরোদবাবুর নিদিষ্ট কাল গ্রহণ করা যায় না।

৩। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১ম সং, পৃ. ১২৩) —১৪২২ শক ; (৫ম সং, পৃ. ৩০২) ১৪৫৭ শক। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকগণের মতের বিরুদ্ধে যাহা বলিয়াছি, ডক্টর সেনের উভয় মত-সম্মুখেও তাহা প্রযোজ্য।

৪। শ্রীকুমার সেন—(“বঙ্গশ্রী”, আশ্বিন, ১৩৪১, পৃ. ৩২৬)—ষোড়শ শতকের প্রথম দশকের শেষভাগে অথবা দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে অর্থাৎ তাঁহার মতে ১৫০৭ হইতে ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে নারায়ণীর বয়স তিন বৎসর ; ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে ১১ বৎসর। অতএব উভয় তারিখই অসম্ভব।

৫। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী বলেন, “মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ করার তিন-চারি বৎসর পরে ঠাকুরের জন্ম হয়।” তাহা হইলে ৮৯ বৎসর বয়সে নারায়ণীর সম্ভাবন হওয়া স্বীকার করিতে হয়।

বর্তমান নবদ্বীপ রেল-স্টেশন হইতে তিন মাইল ও নবদ্বীপের মালকপাড়া হইতে দুই মাইল উত্তর-পশ্চিমে মামগাছাঁ গ্রাম। সেইখানে নারায়ণীর সেবা-পাট আছে। জনপ্রবাদ যে, ঐ সেবা বাসুদেব দত্তের স্থাপিত। অহুমান হয়, বাসুদেব দত্ত নারায়ণীর উপর সেবার তার অর্পণ করিয়া সমাজ-পরিত্যক্তা বিধবার ভরণপোষণের উপায় করিয়া দেন। বৃন্দাবনদাস বাসুদেব দত্তের কারুণ্যের যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, এরূপ আর অন্য কোন ভক্তের করেন নাই। শ্রীচৈতন্যের গোড়-ভ্রমণ-প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস বাসুদেব দত্তের প্রশংসা সবিস্তারে উচ্ছ্বসিতস্বরে করিয়াছেন ; যথা—

জগতের হিতকারী বাসুদেব দত্ত।

সর্বভূতে কৃপালু চৈতন্য-রসে মত্ত ॥

গুণগ্রাহী অদোষ-দরশী সভা প্রতি।

ঈশ্বরে বৈষ্ণবে যথাযোগ্য রতি মতি ॥—৩।৫।৪৪৬

“জগতের হিতকারী” ও “অদোষ-দরশী” বিশেষণ দেখিয়া অহুমান হয়, বৃন্দাবনদাস এখানে ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। মামগাছীতে বৃন্দাবনদাসের বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। এই স্থানে বাস করিবার সময়ে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর রূপা পাইয়াছিলেন। নিত্যানন্দ অনেক সময় বড়গাছীতে কাটাইতেন।

বিশেষ স্মৃতি অতি বড়গাছী গ্রাম।

নিত্যানন্দ স্বরূপের বিহারের স্থান ॥—৩।৬।৪৭৩

বড়গাছী-নিবাসী স্মৃতি কৃষ্ণদাস।

তঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥—৩।৬।৪৭৪

“ভক্তিরত্নাকরের” মতে (দ্বাদশ তরঙ্গ, পৃ. ২২০-২২) কৃষ্ণদাসের অগ্রজ সূর্য্যদাসের দুই কন্যাকে নিত্যানন্দ বিবাহ করেন। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বৃন্দাবনদাস বসুধা, জাহ্নবী বা বীরভদ্রের নামও উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, মামগাছী হইতে বড়গাছী মাত্র তিন মাইল দূরে, সেইজন্ত মনে হয়, বাল্যকালেই বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের সঙ্গ পাইয়াছিলেন।

বৃন্দাবনদাস যে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বোধ হয় তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, তাহা না হইলে অনেক স্থলে ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিতেন না। গীতা ও ভাগবত ছাড়া নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি হইতেও তিনি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—
১। যামুন মুনির স্তোত্ররত্ন, পৃ. ৫ ; ২। পদ্মপুরাণ, পৃ. ২৬৩, ৩৩৮, ৪০৭ ;
৩। মনুসংহিতা, পৃ. ১০২ ; ৪। নারদীয়-সংহিতা, পৃ. ১২২, ১৮৮, ৩০৮ ;
৫। বরাহপুরাণ, পৃ. ১৩০, ৪৮১ ; ৬। জৈমিনি-ভারত, পৃ. ১৪৭ ; ৭। বিষ্ণু-পুরাণ, পৃ. ১৬২, ২৬২, ৫০৩ ; ৮। শঙ্করভাষ্য, পৃ. ২৮১ ; ৯। মহাভারত, পৃ. ৩৬৭, ৫০৪ ; ১০। শঙ্করাচার্য্যের ষট্‌পদী স্তোত্র, পৃ. ৪০২ ; ১১। মুরারি গুপ্তের কড়চা, পৃ. ১, ৪৩৬ ; ১২। স্কন্দপুরাণ, পৃ. ৪৪৩ ; ১৩। শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়, পৃ. ৪৮১।

বৃন্দাবনদাস যে শুধু পাণ্ডিত্যই অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। সঙ্গীত-বিজ্ঞাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি সঙ্গীত রচনা করিয়া তাহাতে রাগরাগিণী যোগ করিয়াছেন।

বৃন্দাবনদাস দেখুড়ে বসিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। সেইখানে তাঁহার শ্রীপাট বর্তমান।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচনা-কাল

শ্রীচৈতন্যভাগবত কবে রচিত হইয়াছিল তাহা ঠিকভাবে বলা যায় না। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকটি মুরারি গুপ্তের কড়চা হইতে উদ্ধৃত। মুরারি গুপ্তের রামাষ্টকের পঞ্চম ও সপ্তম শ্লোকও বৃন্দাবনদাস উদ্ধার করিয়াছেন (৩।৪।৪৩৫-৩৭)। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে মুরারির গ্রন্থ-রচনার পর শ্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছিল। এই অনুমান কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিম্নলিখিত উক্তি-দ্বারা সমর্থিত হয়—

দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি
মুখ্য মুখ্য লীলাসূত্র লিখিয়াছে বিচারি ॥
সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ ১।১৩।৪৯

অর্থাৎ মুরারির সূত্র বৃন্দাবনদাস বিস্তার করিয়া লিখিয়াছেন।

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা লিখিত হয়। তাহাতে আছে—

বেদব্যাসো য এবাসীদ্যাসো বৃন্দাবনোহধুনা।
সখা যঃ কুসুমাপীড়ঃ কাব্যতন্তং সমাবিশং ॥

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যভাগবতের খ্যাতি এত দূর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে তাঁহাকে বেদব্যাসের অবতার বলা হইয়াছে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে পাণ্ডিত্যের গুণে শ্রীজীব গোস্বামী যেমন শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠ সংসর্গে না আসিয়াও গৌরগণের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন, তেমনি বৃন্দাবনদাসও গৌরগণের মধ্যে সাদরে উল্লিখিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হইবার পর অন্ততঃ একপুরুষের জীবনকাল অতিক্রান্ত হইলে গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা রচিত হইয়াছিল মনে হয়। এরূপ মনে করিবার কারণ এই যে বৃন্দাবনদাস ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর শক্তিসম্পন্ন বহু কবি পুরাণাকারে শ্রীচৈতন্যের জীবনী লিখিবেন এবং তাঁহারা বেদব্যাস আখ্যা পাইবেন; যথা—

মধ্যখণ্ডে আছে আর কত কোটি লীলা
বেদব্যাস বর্ণিবেন সে সকল খেলা ॥—চৈ. ভা., ১।১।১১

দৈবে ইহা কোটি কোটি মুনি বেদব্যাসে ।

বর্ণিবেন নানামতে অশেষ বিশেষে ॥—চৈ. ভা., ২।২৬।৩৬৮

তিনি নিজে বেদব্যাসস্বের দাবী করেন নাই । কিন্তু গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা রচিত হইবার সময়েই স্থির হইয়াছিল যে, যে হেতু শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণলীলার বর্ণনা করিয়াছেন বেদব্যাস, সেই হেতু শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণনা যিনি করিয়াছেন তিনিই বেদব্যাস । শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনার পর অন্ততঃ ২৫।৩০ বৎসর গত না হইলে বৃন্দাবনদাস বেদব্যাসরূপে পূজিত হইতেন কি-না সন্দেহ । দুইখানি গ্রন্থ রচনাকালের মধ্যে এইরূপ ব্যবধান অনুমান করিবার আর একটি কারণ এই যে, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় সকল ভক্তের তত্ত্ব বা কৃষ্ণলীলার নাম লিখিত হইয়াছে, কিন্তু বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন যে—

নিত্যানন্দ স্বরূপের নিষেধ লাগিয়া ।

পূর্বনাম না লিখিল বিদিত করিয়া ॥—৩।৬।৪৭৩

২৫।৩০ বৎসর গত না হইলে নিত্যানন্দের আদেশ একরূপভাবে বিন্দুত হওয়ার সম্ভব কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না । শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচনার সময়ে সকল ভক্তের তত্ত্বও স্পষ্টরূপে নির্ণীত হয় নাই ; যথা —

ভাগবতরূপে জন্ম হইল সভার ।

কৃষ্ণ সে জানেন যার অংশে জন্ম যার ॥—১।২।১৬

এইরূপ যুক্তিবলে বলা যাইতে পারে যে ১৫৪৬ হইতে ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছিল । বৃন্দাবনদাসের জন্ম যদি ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি হয়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনার সময়ে তাঁহার বয়স হয় ২৮ হইতে ৩৩ বৎসর ।

Vrindavandas had advocated to 'kick' those who denounces Nityananda prabhu

শ্রীচৈতন্যভাগবত যে যুবকের রচনা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । গ্রন্থের বর্ণনায় অসহিষ্ণুতা ও যুবজনোচিত তেজস্বিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় । নিত্যানন্দের তত্ত্বকে ঋহারা মানেন না, কবি তাঁহাদের প্রতি বিন্দুমাত্র সহিষ্ণুতা দেখান নাই ।

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে ।

তবে লাগি মারো তার শিরের উপরে ॥

এই উক্তি তিনি পুনঃপুনঃ করিয়াছেন (পৃ. ৭১, ১৩৭, ২৪৩, ৩৪১ ও ৪৮৩) ।
কবি যদি যৌবনের মধ্য বা শেষভাগে গ্রন্থ লিখিতেন তাহা হইলে অধিকতর
ধৈর্য্য ও ক্ষান্তি প্রদর্শন করিতেন ।

জগদ্বন্ধু ভদ্র ও অচ্যুতচরণ চৌধুরীর মতে শ্রীচৈতন্যভাগবত ১৫৫৭ শকে
বা ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় । শ্রীগুরু স্বকুমার সেন মনে করেন যে
উহারও পূর্বে ইহার রচনা আরম্ভ হয় । তিনি বলেন, “সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যের
তিরোভাবের পূর্বেই গ্রন্থের পতন হইয়াছিল এবং নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র
গোস্বামীর জন্মের পূর্বেই গ্রন্থটি পরিসমাপ্ত হইয়াছিল ।” বৃন্দাবনদাস যখন
বলিয়াছেন যে বিশ্বস্তরের ২৩ বৎসর বয়সের সময়ে নারায়ণীর বয়স চার
বৎসর, তখন সে কথা অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই । বৃন্দাবনদাস যদি
১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ১৫৩৩ ও ১৫৩৫
খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বয়স হয় যথাক্রমে ১৫ ও ১৭ বৎসর । ঐ বয়সের বালক
যে অত গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের ও সঙ্গীতবিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন ইহা ধারণা
করা অসম্ভব ।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের কতকগুলি আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতেও বুঝা যায়
যে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের তিরোভাবের অন্ততঃ ১০।১২ বৎসর পরে
বৃন্দাবনদাস এই গ্রন্থ রচনা করেন ।

(ক) তৈর্য্যিক ব্রাহ্মণকে শিশু বিশ্বস্তর বলিতেছেন—

যাবত থাকয়ে মোর এই অবতার ।

তাবত কহিলে কারে করিব সংহার ॥—১।৩।৩৯

আবার দিগ্বিজয়ি-পরাভব-প্রসঙ্গে পণ্ডিত বিশ্বস্তর বলিতেছেন—

যে কিছু তোমায়ে কহিলেন সরস্বতী ।

তাহা পাছে বিপ্র ! আর কহ কাহো প্রতি ॥—১।২।১০০

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর এরূপ কাহিনীর প্রচলন এবং এই ধরনের
লেখা সম্ভব ।

(খ) সর্বশেষ ভূত্য তান বৃন্দাবনদাস ।

অবশেষ পাত্র নারায়ণী-গর্ভজাত ॥—৩।৭।৪৭৫

নিত্যানন্দ প্রভু ধরাধামে বর্তমান থাকিলে বৃন্দাবনদাস নিজেকে সর্বশেষ ভৃত্য বলিয়া অভিহিত করিতেন না। দলে দলে ভক্তগণ যেমন নিত্যানন্দের শিষ্য হইয়াছিলেন, তাহাতে প্রভুর জীবদ্দশায় লিখিত গ্রন্থে বৃন্দাবনদাস নিজেকে সর্বশেষ ভৃত্য বলিতে সাহসী হইতেন না।

(গ) অতাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে যার ধ্বনি।

চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী ॥—৩।৭।৪৭৫

নারায়ণী জীবিত থাকিলে “অতাপিহ” শব্দ ব্যবহৃত হইত না মনে হয়। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের তিরোভাবের ১০।১৫ বৎসর পরে রচিত না হইলে “অতাপিহ” শব্দ প্রয়োগের কোন সার্থকতা দেখা যায় না।

(ঘ) শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিবার সময়ে গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ কয়েকটি উপশাখায় বিভক্ত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ, গৌরাঙ্গ-নাগরবাদিগণ, যাহাদিগকে কটাক্ষ করিয়া বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

অতএব যত মহামহিম সকলে।

গৌরাঙ্গ-নাগর হেন স্তব নাহি বোলে ॥—১।১০।১১০

দ্বিতীয়তঃ, অদ্বৈত-সম্প্রদায়—

অদ্বৈতেরে গাইবেক শ্রীকৃষ্ণ করিয়া

যত কিছু বৈষ্ণবের বচন লজিয়া ॥—২।২২।৩১৮

অদ্বৈতেরে ভজে গৌরচন্দ্রে করে হেলা।

পুত্র হউ অদ্বৈতের তভু তিঁহ গেলা ॥—৩।৪।৪৬০

তৃতীয়তঃ, গদাধর-সম্প্রদায়—

অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া নিন্দে গদাধর।

সে অধম কভো নহে অদ্বৈত-কিঙ্কর ॥

—২।২৩।৩৪১, ২।২৪।৩৪৬

চতুর্থতঃ, নিত্যানন্দ-বিদ্বেষী সম্প্রদায়, যাহাদের মত-খণ্ডন ও নিত্যানন্দের মহিমা-ঘোষণা-উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত হইয়াছে—

এই অবতারে কেহো গৌরচন্দ্র গায়।

নিত্যানন্দ নাম শুনি উঠিয়া পালায় ॥—২।৩।১৭৮

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর ১০।১৫ বৎসর অতীত না হইলে অতগুলি পরম্পর বিবদমান উপশাখার সৃষ্টি হইতে পারিত না। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, বাংলা দেশে ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসে যাহা ঘটিয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে।

Why the book is named as Sri Chaitanyabhagavat

৬। মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, স্বরূপ-দামোদর প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বদগণ শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের জীবনীকে একেবারে কৃষ্ণলীলার ছাঁচে ফেলিবার চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই। একরূপ চেষ্টা বৃন্দাবনদাসই প্রথম করেন এবং সেইজন্তই তাঁহার গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত। অশুচি স্থানে বসিয়া কথা বলার সময়ে বিশ্বস্তরের দত্তাত্রেয়-ভাব, উপনয়ন-সময়ে বামন-ভাব, সাপের উপর শয়ন করিয়া অনন্তলীলা এবং পিতৃবিয়োগে ক্রন্দনের সময়ে রাম-ভাব দেখাইয়া কবি প্রমাণ করিতে চাহেন যে শ্রীচৈতন্যে সকল অবতার বর্তমান। বিশেষ করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণ! গঙ্গার ঘাটে তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া সকলে জগন্নাথ মিশ্রকে বলেন—

পূরবে শুনিলা যেন নন্দের কুমার।

সেই মত সব করে নিমাই তোমার ॥—১।৪।৬২

বিশ্বস্তর নবদ্বীপের মাঝে ভ্রমণকালে রজক, গন্ধবর্ণিক, মালাকার প্রভৃতির বাড়ীতে যান; কবি তাহা বর্ণনা করিয়া বলেন—

পূর্বে যেন মধুপুরী করিলা ভ্রমণ।

সেই লীলা করে এবে শ্রীশচীনন্দন ॥

Sri Chaitanya has not manifested four hoofs of Boar as per Murari Gupta in whose house the event of Boar Incarnation was taken place and only Murari Gupta had witnessed it (no body was present at that time)

এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে অনেক অলৌকিক ঘটনাও স্থান পাইয়াছে। মুরারি গুপ্ত নিজের গ্রন্থে এমন কথা বলেন নাই যে তিনি বরাহভাবাবিষ্ট বিশ্বস্তরের স্কুর দেখিয়াছিলেন, কিন্তু বৃন্দাবনদাস বলেন—

Wrong information by Vrindavandas on manifestation of Boar Incarnation of Sri Chaitanya

গর্জে যজ্ঞ-বরাহ প্রকাশে স্কুর চারি।

শ্রীচৈতন্যের জীবনী এইভাবে রূপান্তরিত হইতে তাঁহার তিরোভাবের পর অন্ততঃ ১৫ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করি। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত যে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের দুই-এক বৎসরের মধ্যে লিখিত হইতে

পারে না তাহা দেখান হইল। ঐ গ্রন্থ যে তাঁহার তিরোভাবের ৪০।৪২ বৎসর পরেও রচিত হইতে পারে না তাহা দেখাইতেছি।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অহুমান করেন যে শ্রীচৈতন্যভাগবত ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। অষ্টিকাচরণ ব্রহ্মচারী ও মুরারীলাল অধিকারীর মতে ১৪২৭ শকে বা ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ঐ গ্রন্থ লিখিত হয়। কিন্তু ১৫৭৩ বা ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিত হইলে, ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ তিন বা এক বৎসরের মধ্যে বৃন্দাবনদাস বেদব্যাস বলিয়া পূজা পাইতেন না।

১৫৭৩ বা ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নিত্যানন্দের ভগবতা স্মৃতিপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—
অন্ততঃ তাঁহার নিন্দাকারীর দল ঐ সময়ের মধ্যে নীরব হইয়াছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখা যায় যে নিত্যানন্দের বিরুদ্ধবাদিগণ অত্যন্ত প্রবল ;
যথা—

নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।

ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে ॥—১।৬।৬৯

না জানিয়া নিন্দে তাঁর চরিত্র অগাধ।

পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ ॥

—পৃ. ১৭৮, ১৮২, ১৮৭, ১৯৬

ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ।

নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ ॥—২।৯।২২৭

শাস্ত্র পড়িয়াও কারো কারো বুদ্ধিনাশ।

নিত্যানন্দ নিন্দা করে হবে সর্বনাশ ॥—২।১৩।২৪৯

গ্রন্থ পড়ি মুণ্ড মুড়ি কারো বুদ্ধিনাশ।

নিত্যানন্দ নিন্দে বৃথা যাইবার নাশ ॥—২।৬।১২৭

এই বিরুদ্ধবাদীদিগকে নীরব করিবার জন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রারম্ভে বলরামের রাসলীলার কথা শাস্ত্রে আছে কি না বিচার করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের জীবনী লিখিতে যাইয়া কবি বিংশ সংখ্যক পয়ায়েই আরম্ভ করিলেন—

যে জীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন।

তানিও রামের রাসে করেন শুবন ॥

বলরামের রাস যদি শাস্ত্রীয় বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে নিত্যানন্দের সহিত বন্ধু ও জাহ্নবীর লীলার সমর্থন পাওয়া যায় ; কেন-না

দ্বিজ বিপ্র ব্রাহ্মণ যে হেন নাম-ভেদ ।

এই মত নিত্যানন্দ অনন্ত বলদেব ॥—১।১।৮

নিত্যানন্দের তিরোধানের অল্প দিন পরে তাঁহার ভক্ত ও বিরুদ্ধবাদী দলের মধ্যে তুমুল বিতর্ক হওয়া সম্ভব । দিন যতই অতীত হয়, কুৎসা ততই চাপা পড়ে । এইজন্ত শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবে ৪০ বা ৪২ বৎসর পরে শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচনা হয় নাই বলিয়া মনে হয় ।

আর একটি কারণেও মনে হয় যে অত পরে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হয় নাই । শ্রীচৈতন্যভাগবতে একবার মাত্র বিষ্ণুপ্রিয়া নাম করা হইয়াছে ; যথা—

যেন কৃষ্ণ কৃষ্ণিণীতে অন্তোন্ত উচিত ।

সেই মত বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাই পণ্ডিত ॥—১।১০।১১১

অন্তোন্ত সকল স্থানে বিষ্ণুপ্রিয়াকে তত্ত্ব-হিসাবে লক্ষ্মী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে গ্রন্থরচনার সময় বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী জীবিত ছিলেন, এবং তাঁহার প্রতি সজ্জনবশতঃই কবি বার বার তাঁহার নাম করেন নাই ।

এইসব যুক্তিবলে আমি মনে করি যে শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবে আনুমানিক ১৫ বৎসর পরে রচিত হইয়াছিল । রামগতি ত্রায়রত্ন মহাশয় যে ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচনা-কাল নির্দেশ করিয়াছিলেন তাহাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয় ।

এই প্রকার কাল-নির্দেশের বিরুদ্ধে দুইটি যুক্তি উপস্থিত করা যাইতে পারে । প্রথমতঃ, কবি বলিতেছেন যে—

অস্তর্য্যামী নিত্যানন্দ বলিল কোতুকে ।

চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে ॥—৮ ও ১৩৬ পৃ.

নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা করি শিরে ।

সূত্রমাত্র লিখি আমি কৃপা অহুসারে ॥—১।১১।১১৭

তাঁহার আজ্ঞায় আমি রূপা অহরূপে ।

কিছুমাত্র সূত্র আমি লিখিল পুস্তকে ॥—২।২৬।৩৬৮

সেই প্রভু কলিযুগে অবধূত রায় ।

সূত্র মাত্র লিখি আমি তাহান আজ্ঞায় ॥—৩।৪।৪৩৫

নিত্যানন্দের আদেশে যে গ্রন্থ রচনার প্রবৃত্তি, তাহা শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের ১৫ বৎসর পরে লিখিত হইতে পারে কি? আমার মনে হয় তাহা অসম্ভব নহে। Vrindavandas is the disciple of Nityananda prabhu and heard many events of Sri Chaitanya from him. নিত্যানন্দ প্রভুর বৃদ্ধ-বয়সে বৃন্দাবনদাস তাঁহার শিষ্য হয়েন। তিনি নিত্যানন্দের নিকট অধিকাংশ বিবরণ শুনিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রন্থ-রচনা শেষ করিবার সময় নিত্যানন্দের তিরোভাব ঘটিয়াছিল। ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য রচনা করেন; তাহাতে বৃন্দাবনদাসের নাম বা শ্রীচৈতন্যভাগবতের কোন প্রভাব নাই। সূত্রাং ঐ গ্রন্থ রচনার পাঁচ-ছয় বৎসর পরে শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিত হইয়াছিল অহুমান করায় কোন দোষ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে—

অত্মাপিহ শ্রীবাসেরে চৈতন্য-রূপায় ।

দ্বারে সব উপসন্ন হইতেছে লীলায় ॥—৩।৫।৪৪৮

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে এই পয়ার লিখিবার সময় শ্রীবাস জীবিত ছিলেন। কিন্তু ইহার অর্থ একরূপও হইতে পারে যে শ্রীবাসের প্রতি শ্রীচৈতন্যের বরদান-হেতু আজও অর্থাৎ শ্রীবাসের তিরোভাবের পরও সমস্ত দ্রব্য তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীচৈতন্য বর দিয়াছিলেন যে—

সুখে শ্রীনিবাস তুমি বসি থাক ঘরে ।

আপনি আসিবে সব তোমার ছ্যারে ॥

শ্রীবাসের জীবদ্দশায় যে দ্রব্যসামগ্রী আসিবে তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি? “অত্মাপিহ” শব্দের অর্থ শ্রীবাসের তিরোধানের পরও।

Sri Chaitanyabhagavat was written at around 1548 CE i.e. 15 years after Sri Chaitanya prabhu's demise.

পূর্ব পক্ষের যুক্তি খণ্ডন করিয়া আপাততঃ সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে যে ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রামাণিকতা বিচার

শ্রীচৈতন্যের জীবনের ঘটনা-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনা কতটা নির্ভরযোগ্য তাহা বিচার করা প্রয়োজন। এই বিচার-কালে প্রথমে দেখিতে হইবে বৃন্দাবনদাস কিরূপে তথ্য-সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে Vrindavandas has not seen Sri Chaitnya, and collected information from others শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করেন নাই। তবে ষাঁহার শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ সঙ্গলাভ করিয়া ধৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের নিকট হইতে প্রভুর লীলাকাহিনী শুনিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল।

Vrindavandas is the son of Srivas's brother's daughter

বৃন্দাবনদাস শ্রীবাসের ভ্রাতৃপুত্রীর পুত্র। সন্ন্যাস-গ্রহণের এক বৎসর পূর্বে প্রভু যে অপূর্ব প্রেমভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার কেন্দ্র ছিল শ্রীবাসের বাড়ী। কিন্তু কবি কোথাও এরূপ ইঙ্গিত করেন নাই যে তিনি শ্রীবাস, শ্রীরাম বা নিজের জননী নারায়ণীর নিকট লীলাকাহিনী শুনিয়াছেন। যদি শ্রীবাসের বাড়ীর লোকে তাঁহাকে দোহিত্র বলিয়া স্বীকার না করিয়া থাকেন ও কবির বাল্যাবস্থায় নারায়ণীর পরলোকগমন ঘটয়া থাকে তাহা হইলে এরূপ নীরবতার অর্থ বুঝা যায়। কবি সাধারণভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে—

বেদগুহ চৈতন্যচরিত কেবা জানে।

তাহা লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্ত-স্থানে ॥—পৃ. ৮

এই ভক্তগণ-মধ্যে শ্রীবাসের বাড়ীর কেহ ছিলেন কি না নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার প্রধান উপজীবা ছিল নিত্যানন্দ প্রভুর উক্তি।

Vrindavandas has collected most informations from Sri Nityananda prabhu

নিত্যানন্দ প্রভু-মুখে বৈষ্ণবের তত্ত্ব।

কিছু কিছু শুনিলাও সবার মহত্ত্ব ॥—২।২:১৩০২

নিত্যানন্দ প্রভু বৃন্দাবনদাস ঠাকুরকে শ্রীচৈতন্যলীলার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছিলেন এবং কিভাবে গ্রন্থ লিখিতে হইবে তাহাও বলিয়াছিলেন মনে হয়; কেন-না নিত্যানন্দ ভক্তগণের পূর্ব-নাম লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন (পৃ. ৪৭৩)।

নিত্যানন্দ ব্যতীত শ্রীচৈতন্যের প্রধান পার্শ্বদগণের মধ্যে গদাধর গোস্বামীর নিকটও তিনি অনেক ঘটনার বিবরণ শুনিয়াছিলেন; যথা—

Vrindavandas has also collected informations from Sri Gadadhar Goswami and Advaita prabhu

যে রূপ কৃষ্ণের প্রিয় পাত্র বিজ্ঞানিধি ।

গদাধর শ্রীমুখের কথা কিছু লিখি ॥ ৩।১১।৫১৭

বৃন্দাবনদাস অদ্বৈত প্রভুর নিকটও কোন কোন কথা শুনিয়াছিলেন ।

অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা ।

ইহা যে না মানয়ে সে দুষ্কৃতি সর্বথা ॥—২।২৪।৩৪৪

অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা ।

ইহাতে সন্দেহ কিছু না কর সর্বথা ॥—২।১০।২৩৪

ভক্ত-মহিমা-বর্ণনা-উপলক্ষে কবি লিখিয়াছেন—

শ্রীমুখে অদ্বৈতচন্দ্র বারবার কহে ।

এ সব বৈষ্ণব দেবতারো দৃশ্য নহে ॥

The life events of Sri Chaitanya where Sri Nityananda prabhu was present can be taken as correct.

নিত্যানন্দ প্রভু ভাবের মানুষ । বৃন্দাবনদাস তাঁহার ভাবোন্মাদনার যে অপূর্ণ আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ অতিরঞ্জন নাই বলিয়া মনে হয় । যিনি পরনের কাপড় সামলাইয়া উঠিতে পারেন না, এক পথ ধরিতে অন্য পথে চলিয়া যান, তিনি যে বৃদ্ধবয়সে শ্রীচৈতন্যের বহিরঙ্গ জীবনের ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা যথাযথভাবে দিয়াছেন তাহা সম্ভব মনে হয় না । তবে যে-সব ঘটনা ঘটিবার সময়ে নিত্যানন্দ প্রভু উপস্থিত ছিলেন সেগুলির সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা মোটামুটিভাবে সত্য বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে ।

Sri Nityananda prabhu met Biswambhar Mishra after the later's return from Gaya, i.e. when

বিশ্বম্ভর মিশ্রের গয়া হইতে ফিরিয়া আসার পর অর্থাৎ তেইশ বৎসর বয়সের সময়ে নিত্যানন্দের সহিত তাঁহার মিলন হয় । শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের

Biswambhar Mishra was 23 years of age (1509-1486).

তৃতীয় অধ্যায় হইতে গ্রন্থের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত বর্ণিত ঘটনার মধ্যে অধিকাংশগুলির সহিত নিত্যানন্দ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন । শ্রীচৈতন্যের জীবনের যে-সকল ঘটনার সহিত নিত্যানন্দের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না, কবি সেগুলি হয় বাদ দিয়াছেন, না হয় অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন । উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভে সূত্ররূপে নিম্নলিখিত লীলার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থমধ্যে তাহার বর্ণনা করেন নাই ।—

শেষখণ্ডে সেতুবন্ধে গেলা গৌর বায় ।

ঝাড়িখণ্ড দিয়া পুন গেলা মথুরায় ॥

শেষথণ্ডে গৌরচন্দ্র গেলা বারাণসী ।
না পাইল দেখা যত নিদ্রুক সন্ন্যাসী ॥
শেষথণ্ডে পুন নীলাচলে আগমন ।
অহর্নিশ করিলেন হরি সঙ্কীর্তন ॥

Sri Nityananda prabhu was not present during Sri Chaitnya's going to 'Setubandha', 'Mathura'

নিত্যানন্দ প্রভু উল্লিখিত একটি ঘটনাও প্রত্যক্ষ করেন নাই ; বৃন্দাবনদাস 'Varanasi' and back to 'Puri'. Therefore Vrindavandas has not narrated those events in the book. হয়ত সেইজন্মই এ ঘটনাগুলি-সম্বন্ধে কোন প্রকার বিবরণ দেন নাই ।

শ্রীচৈতন্যভাগবত যে অসমাপ্ত গ্রন্থ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । এই গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে এত আদৃত হইয়াছিল যে লোকে যে ইহার শেষের অধ্যায়ত্রয় বাদ দিয়া পুঁথি নকল করিবে তাহা সম্ভব নহে । সেইজন্ম অধিকাচরণ ত্র্যম্বক-কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্ট বলিয়া কথিত অধ্যায়-ত্রয়কে অকৃত্রিম বলিয়া গ্রহণ করা যায় না ।

সে যাহা হউক, ক্রম-অনুসারে যেখানে শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ, বৃন্দাবন-গমন ও বারাণসীতে উপস্থিতি বর্ণনা করা উচিত ছিল সে-সব স্থানে বৃন্দাবনদাস কোন প্রকার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই । হয়ত কবির ভাবাবেশে এরূপ ঘটিয়াছে ; কিন্তু অধিকতর সম্ভাব্য অনুমান যে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট এ-সব কথা শুনে নাই বলিয়াই কিছু লেখেন নাই । শেষোক্ত অনুমান যদি যথার্থ বিবেচিত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে কবি বিশিষ্ট সাক্ষীর নিকট না শুনিলে কোন ঘটনা লিখিতে রাজী ছিলেন না ।

The four causes due to which events narrated in the book were not always historical.

বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার ঐতিহাসিক মূল্য কিন্তু চারটি কারণে কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে । প্রথমতঃ, তিনি নিত্যানন্দের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন । প্রত্যেক জীবনচরিত-লেখক নিজের অজ্ঞাতসারে আলোচ্য জীবনীতে ব্যক্তিগত আদর্শের ছায়াপাত করেন । নিজের ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া নৈর্ব্যক্তিক-ভাবে জীবনী লেখা এই বৈজ্ঞানিক যুগেও সম্ভবপর হয় নাই । ষোড়শ শতাব্দীতে এরূপ রচনার কল্পনা কাহারও মনে উদ্ভিত হয় নাই । নিত্যানন্দের চরিত্রে উদ্দামতার একটি ধারা বিদ্যমান ছিল । নিত্যানন্দ-ভক্ত বৃন্দাবনদাসের লেখায় শ্রীচৈতন্যের চরিত্রে সেই উদ্দামতা কিছু সংক্রামিত হইয়াছে মনে হয় । দুইটি উদাহরণ দিতেছি । অশ্বৈত ভক্তি হইতে জ্ঞানকে বড় বলায়

পিঁড়া হৈতে অশ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া ।

স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া ॥—২।১২।২২৭

কাজীদলন-প্রসঙ্গে—

ভাঙ্গিলেন সব যত বাহিরের ঘর ।
 প্রভু বোলে অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর ॥
 পুড়িয়া মরুক সর্বগণের সহিতে ।
 সর্ববাড়ী বেড়ি অগ্নি দেহ চারি ভিতে ॥

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক অগ্রাগ্র চরিতকার ও পদকর্তৃগণ যদি তাঁহার চরিত্র-বর্ণনায় অম্লরূপ কোন ইঙ্গিত করিতেন তাহা হইলে উল্লিখিত দুইটি বর্ণনাকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মানিয়া লইতাম। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের চরিত্রের সঙ্গে ঐরূপ ঘটনার এতই গভীর বিরোধ যে উহাকে বৃন্দাবনদাসের ব্যক্তিগত আদর্শের ছাপ বলিয়া ধরিয়া লওয়াই অধিকতর সঙ্গত।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের ঐতিহাসিক মূল্য আর একটি কারণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বৃন্দাবনদাস যখন গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন শ্রীচৈতন্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কবি নিমাইকে কৃষ্ণরূপে স্বীকার করিয়া লইয়া বাল্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য সহস্র সহস্র লোকের নিকট পরিচিত—তাঁহার সন্ন্যাস-জীবনের ভাব ও ঘটনা-সম্বন্ধে সমসাময়িক অনেক ব্যক্তিই অল্পাধিক খবর রাখিতেন; ঐ সময়ে তাঁহার বহিরঙ্গ জীবনের কোন কোন ঘটনার সহিত শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ-লীলার সাদৃশ্য পাওয়া কঠিন। ভাবের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে বিরহ-কাতরা শ্রীরাধার সহিত শ্রীচৈতন্যের সাদৃশ্য স্পষ্ট। এই হিসাবে স্বরূপ-দামোদর যে প্রকারে শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনের গোপস্বামিগণের রচিত সাহিত্যে যাহা প্রচারিত হইয়াছিল তাহার সহিত ঐতিহাসিক শ্রীচৈতন্যের অনেকটা মিল আছে। বৃন্দাবনদাসও দুই-এক স্থলে শ্রীচৈতন্যের জীবনে গোপীদের বিরহ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। যেমন গয়া হইতে প্রত্যাগত বিশ্বস্তুর মিশ্র গোপীভাবে বিভোর হইয়া বলিতেছেন—

প্রভু বোলে দম্য কৃষ্ণ কোন্ জন ভঞ্জে ॥
 রুতল হইয়া বলি মারে দোষ বিনে ।
 স্ত্রীজিত হইয়া কাটে স্ত্রীর নাক-কাণে ॥

সর্বস্ব লইয়া 'বলি' পাঠায় পাতালে।

কি হইবে আমার তাহার নাম লৈলে ॥—২।২৫।৩৫৩

এই অংশ শ্রীমদ্ভাগবতের ভ্রমরগীতার একটি শ্লোকের (১০।৪৭।১৫) ভাবানুবাদ।

কিন্তু গয়াগমনের পূর্বে বিশ্বস্তর মিশ্রের জীবনী বৃন্দাবনদাস কৃষ্ণলীলার ছাঁচে ঢালিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ সময়ে নিত্যানন্দের সহিত বিশ্বস্তরের সাক্ষাৎকার ঘটে নাই। বিশ্বস্তরের ভবিষ্যৎ খ্যাতি এবং অলৌকিক প্রেমভাব-প্রকাশের কথা তখন কেহ বুঝিয়া তাঁহার জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনা লিখিয়া রাখেন নাই নিশ্চয়ই; যাহারা বালক বিশ্বস্তরকে জানিতেন তাঁহাদের মধ্যে মাত্র মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যের জীবনী লিখিয়াছেন। মুরারির “শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরিতের” সহিত বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত আদি বা বাল্য লীলার তুলনামূলক বিচার করিলে দেখা যাইবে যে কি করিয়া বিশ্বস্তরের জীবনীতে শ্রীকৃষ্ণলীলার ছাপ পড়িতেছে।

এই তুলনামূলক বিচারের প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে মুরারি গুপ্তের গ্রন্থে বিশ্বস্তরের বাল্যলীলা-বর্ণনা-উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণলীলার সহিত তুলনার যে ইঙ্গিত আছে বৃন্দাবনদাস তাহাই বিস্তৃত করিয়া বলিয়াছেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। মুরারি লিখিয়াছেন—

তীর্থভ্রমণশীলশ্চ দ্বিজশ্রামং জনার্দনঃ ।

ভুক্ত্বা তং স্মরয়ামাস নন্দগেহ-কুতুহলম্ ॥—১।৬।৮

বৃন্দাবনদাস মুরারির এই একটি শ্লোকের ঘটনা লইয়া আদিখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৪ হইতে ৪২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লিখিয়াছেন। তৈরিক ব্রাহ্মণের অন্ন খাওয়ায় যখন নারীরা নিমাইকে বলিলেন—

কোথাকার ব্রাহ্মণ কোন্ কুল কেবা চিনে ।

তার ভাত খাই জাতি রাখিব কেমনে ॥

তাহার উত্তরে—

হাসিয়া কহেন প্রভু আমি যে গোয়াল ।

ব্রাহ্মণের অঙ্গে কি গোপের জাতি যায়ে ॥

তৃতীয় বার ব্রাহ্মণের অন্ন নষ্ট করার পর নিমাই তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

আর জন্মে এইরূপ নন্দগৃহে আমি ।

দেখা দিলাও তোমারে না স্মর তাহা তুমি ॥—১।৩।৩৯

এই পয়ারটি মুরারির পূর্বোক্ত শ্লোকের ভাবানুবাদ । কিন্তু ইহার পরই বৃন্দাবনদাসের নিমাই বলিতেছেন—

যাবত থাকয়ে মোর এই অবতার ।

তাবত কহিলে কারে করিব সংহার ॥

সকীর্তন আরম্ভে আমার অবতার ।

করাইমু সর্বদেশে কীর্তন-প্রচার ॥

ব্রজাদি যে প্রেমভক্তিয়োগ বাঞ্ছা করে ।

তাহা বিলাইমু সর্ব প্রাতি ঘরে ঘরে ॥

কথোদিন থাক তুমি অনেক দেখিবা ।

এ সব আখ্যান এবে কারো না কহিবা ॥—১।৩।৩৯

মুরারির নিমাই কদাচিৎ ভাবাবেশে নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া ঘোষণা করেন, আর বৃন্দাবনদাসের নিমাই শিশুকাল হইতেই লীলার উদ্দেশ্য কোন কোন ভক্তকে—যথা তৈথিক ব্রাহ্মণকে, পরাভূত দিগ্বিজয়ীকে (১।১০।১০০) ও তপন মিশ্রকে (১।১০।১০৬)—বলিয়াছিলেন ।

মুরারি গুপ্ত বিশ্বস্তরকে শিশুকাল হইতেই বৈষ্ণবরূপে অঙ্কন করেন নাই । বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

(ক) যত যত প্রবোধ করেন নারীগণ ।

প্রভু পুনঃ পুনঃ করি করয়ে রোদন ॥

হরি হরি বলি যদি ডাকে সর্বজনে ।

তবে প্রভু হাসি চান শ্রীচন্দ্রবদনে ॥—১।৩।২৯

(খ) নামকরণ-সময়ে—

সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন ।

ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥—১।৩।৩১

(গ) দিন দুই তিনে লিখিলেন সর্ব ফলা ।

নিরন্তর লিখেন কৃষ্ণের নামমালা ॥—১।৪।৪০

কবি বিশ্বস্তরকে বাল্যকাল হইতেই এইরূপ ভক্ত কয়িয়া অঙ্কন করা সত্ত্বেও তিনি বৈষ্ণবদের মুখ দিয়া আক্ষেপ করাইয়াছেন—

হেন দিব্যশরীরে না হয় কৃষ্ণ রস ।

কি করিব বিজ্ঞায় হইলে কাল-বশ ॥—১।৭।৭৭

মানুষের এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাই ।

কৃষ্ণ না ভজেন তবে এই দুঃখ পাই ॥—১।৮।৮৩

পূর্বে উদ্ধৃত তিনটি বর্ণনার সহিত উল্লিখিত দুইটি উক্তির সামঞ্জস্য করা কঠিন। মুরারি ও কবিকর্ণপুর বলেন না যে গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পূর্বে বিশ্বস্তরের ভক্তির কোন লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। সেইজন্য মনে হয় যে বৃন্দাবনদাস ভক্তিভাবের আতিশয়াবশতঃ শিশু নিমাইকে ভক্তরূপে অঙ্কন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের ঐতিহাসিক মূল্য ক্ষুণ্ণ হইবার তৃতীয় কারণ ক্রমভঙ্গ দোষ। কবি নিজেই বলিয়াছেন—

এ সব কথার নাহি জানি অমুক্রম ।

যে তে মতে গাই মাত্র কৃষ্ণের বিক্রম ॥—২।১৯।৩০২

এ সব কথার অমুক্রম নাহি জানি ।

যে তে মতে চৈতন্যের বল সে বাখানি ॥—৩।৫।৪৪৪

এইরূপ ক্রমভঙ্গ হইবার কারণ এই যে কবি ঐতিহাসিক পারম্পর্য বা ক্রমের দিকে দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তাঁহার নিকট প্রত্যেকটি লীলাই নিত্য। আর কালের যে বোধ ঐতিহাসিকের ঘটনা-বর্ণনার ভিত্তি, তাহা ভক্ত-কবির নিকট অসমগ্র দৃষ্টির পরিচায়ক। কবি বলেন—

বৎসরেক নাম মাত্র কত যুগ গেল ।

চৈতন্য-আনন্দে কেহ কিছু না জানিল ॥

যেন মহারাস-কৌড়া কত যুগ গেল ।

তিলান্দেক হেন সব গোপিকা জানিল ॥—২।৮।২১৬

শ্রীচৈতন্যভাগবতের ক্রমভঙ্গের কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। পূর্বেই বলিয়াছি যে তিনি স্মৃত্যুকারে প্রভুর দক্ষিণদেশ-গমন ও মথুরা, বারাণসী ভ্রমণ উল্লেখ

করিলেও গ্রন্থমধ্যে ঐ ঘটনাগুলি একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। মুরারি গুপ্ত কড়চায় বলিয়াছেন যে তিনি নবদ্বীপে শ্রীবাসের অঙ্গনে রামাষ্টক পাঠ করিয়াছিলেন (২১৭)। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য যখন নীলাচল হইতে গোড়ে আগমন করেন, তখন শান্তিপু্রে অষ্টৈতগৃহে মুরারি রামস্তব পাঠ করিয়াছিলেন (৩৮)। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত লৌকিক ঘটনা প্রায়শঃই ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া শ্রীচৈতন্যের জীবনীর ঘটনার ক্রমনির্ণয় করা নিরাপদ নহে।

ইতিহাস-হিসাবে শ্রীচৈতন্যভাগবতের চতুর্থ দোষ কবির বর্ণনায় পৌরাণিক রীতির অবলম্বন। জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধার-কাহিনী লিখিবার পর বৃন্দাবনদাস যম-চিত্রগুপ্ত-সংবাদ লিখিয়াছেন (২১১৪)। যম শ্রীচৈতন্যের মহিমা দেখিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেবগণও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিলেন।

Murari Gupta and Vrindavandas

মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবনদাস

শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলার অনেক ঘটনা বৃন্দাবনদাস মুরারির গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি লোচনের ত্রায় মুরারির গ্রন্থ সামনে রাখিয়া অনুবাদ করেন নাই। মুরারি যেমন ভাবে শ্রীচৈতন্যের জীবনীকে বিভক্ত করিয়াছেন, বৃন্দাবনদাসও অনেকটা তেমনি করিয়াছেন। গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন পর্য্যন্ত মুরারির প্রথম প্রক্রম, বৃন্দাবনদাসের আদিখণ্ড। মুরারির দ্বিতীয় প্রক্রমে ও বৃন্দাবনদাসের মধ্যখণ্ডে গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন ও নবদ্বীপে ভাব-প্রকাশ। মুরারির তৃতীয় প্রক্রমের ঘটনা লইয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ড লিখিত হইয়াছে। মুরারির চতুর্থ প্রক্রমে শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন-দর্শন। বৃন্দাবনদাস উহা বাদ দিয়াছেন। মুরারি-কর্তৃক লিখিত ঘটনাগুলিকে বৃন্দাবনদাস নিজের ভাবের রসে মজাইয়া মৌলিকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আক্ষরিক অনুবাদকে তিনি বিশেষ প্রীতির চোখে দেখিতেন না। শ্রীমদ্ভাগবতের যে-সকল শ্লোক তিনি উদ্ধার করিয়াছেন তাহার অনুবাদেও তাঁহার এই স্বাধীন রীতির পরিচয় পাওয়া যায়; যথা—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৫২।৩৭-এর সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের ২।১৮।২৮৬ তুলনীয়।

মুরারি গুপ্তের রামাষ্টকের দুইটি শ্লোক বৃন্দাবনদাস উদ্ধার করিয়াছেন। উহার অনুবাদেও এইরূপ স্বাধীনতা দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যভাগবতে মুরারির অল্প কোন শ্লোক উদ্ধৃত না হইলেও বৃন্দাবনদাস নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি মুরারির

গ্রন্থ হইতে লইয়াছিলেন মনে হয়। নিম্নে ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া প্রথমে শ্রীচৈতন্যভাগবতের, পরে মুরারির ও শেষে কবিকর্ণপুরের মহাকাব্যের অধ্যায় ও শ্লোকাদির নির্দেশ করিতেছি। ইহাতে প্রমাণিত হইবে যে ঐ ঘটনাগুলি শ্রীচৈতন্যের জীবনে সত্যই ঘটিয়াছিল। (মু. = মুরারির কড়চা, ভা. = শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, ক. = কবিকর্ণপুরের মহাকাব্য)

Historically correct events as mentioned in Sri Chaitanyabhagavat

(১) উচ্ছিষ্ট ইাড়ির উপর শ্রীচৈতন্যের উপবেশন এবং তদবস্থায় শচীমাতার প্রতি দত্তায়েয়ভাবে তত্ত্বাপদেশ—

মু. ১৬১৩-২১, ভা. ১৫৫৩, ক. ২৭০-৭৬

(২) জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শিশু নিমাইয়ের গমন-সময়ে নৃপুর-ধ্বনি—
মু. ১৬৩৪-৩৫, ভা. ১৩৩৩, ২৮৭-৮৯; বৃন্দাবনদাস নৃপুরধ্বনি শোনার কথা বলিয়াই ক্রান্ত হন নাই, নিমাইয়ের ভগবন্তার চাক্ষুষ প্রমাণও দিয়াছেন—

সব গৃহে দেখে অপরূপ পদচিহ্ন।

ধ্বজবজ্র পতাকা অঙ্কুশ ভিন্ন ভিন্ন ॥—১৩৩৩

মুরারি বা কবিকর্ণপুর এরূপ চিহ্নের কথা লেখেন নাই।

(৩) লক্ষ্মীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব—

মু. ১১৯, ভা. ১১৭, ক. ৩৫-৪৪

এই ঘটনাটির বর্ণনায় বৃন্দাবনদাস মুরারির লেখার অনুবাদ করিয়াছেন; যথা—

এবমুন্সে ততঃ প্রাহাচার্য্যঃ শৃণু বচো মম ॥

মিশ্রঃ পুরন্দর-স্বতঃ শ্রীবিষ্ণুস্তর-পণ্ডিতঃ ॥

স এব তব কন্যায় যোগ্যং সদগুণসংশ্রয়ঃ ।

পতিস্তেন বদাম্যচ্চ দেহি তস্মৈ স্বতাং শুভাম্ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য মিশ্রঃ কার্য্যং বিচার্য্য চ ।

উবাচ ক্ষয়তাং ভাগ্যবশাদেতত্ত্ববিজ্ঞাতি ॥

ময়া ধনবিহীনেন কিঞ্চিদাতুং ন শক্যতে ।

কণ্ঠকৈব প্রদাতব্যো তদ্রাজ্যং কর্ত্তুমহঁসি ॥

বৃন্দাবনদাস—

আচার্য্য বোলেন শুন আমার বচন ।

কন্যা-বিবাহের এক কর স্থলগন ॥

মিশ্র পুরন্দর-পুল্ল নাম বিশ্বস্তর ।
 পরম পণ্ডিত সৰ্ব্বগুণের সাগর ॥
 তোমার কণ্ঠার যোগ্য সেই মহাশয় ।
 কহিলাম এই কর যদি চিন্তে লয় ॥
 শুনিয়া বল্লভাচার্য্য বোলেন হরিষে ।
 সে হেন কণ্ঠার পতি মিলে ভাগ্যবশে ॥

... ..

সবে এক বচন বলিতে লজ্জা পাই ।
 আমি সে নিধন, কিছু দিতে শক্তি নাই ॥
 কণ্ঠামাত্র দিব পঞ্চ হরীতকী দিয়া ।
 এই আজ্ঞা সবে তুমি আনিবে মাগিয়া ॥

(৪) পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণ—

মু. ১১১৫-১৬, ভা. ১১০।১০৩, ক. ৩৮২-২৫

মুরারি বলেন, বিশ্বস্তর “ধন্যার্থঃ প্রযযৌ দিশি” (১১১৫) । বৃন্দাবনদাস ভগবানের এরূপ উদ্দেশ্যে গমন স্বীকার করিতে চাহেন না । তিনি বলেন—

তবে কথো দিনে ইচ্ছাময় ভগবান্ ।
 বঙ্গদেশ দেখিতে হইল ইচ্ছা তান ॥

মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যের সহিত এক টোলে পড়িতেন । শ্রীচৈতন্য ব্যাকরণের কোন টিপ্পনী লিখিলে তিনি তাহা উল্লেখ করিতেন, ঐ টিপ্পনী ভক্তগণ সাদরে রক্ষা করিতেন এবং আমরা উহা দেখিতে পাইতাম । বঙ্গ-ভ্রমণ-উপলক্ষে মুরারি ও কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যের কোন টিপ্পনীর পঠন-পাঠনের উল্লেখ করেন নাই । অথচ বৃন্দাবনদাস লিখিতেছেন যে বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণেরা আসিয়া বিশ্বস্তরকে বলিলেন—

উদ্দেশ্যে আমরা সবে তোমার টিপ্পনী ।
 লই পড়ি পড়াই শুনহ দ্বিজমণি ॥

(৫) ঈশ্বরপুরীর নিকট বিশ্বস্তরের দীক্ষা-গ্রহণ—

মু. ১১১৫, ভা. ১১২, ক. ৪৫৬-৬৮

বৃন্দাবনদাস বিশ্বস্তরের দীক্ষা-প্রার্থনাটিতে মুরারির আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন ।

(৬) মুরারি-গৃহে বরাহ-ভাব-প্রকাশ—

মু. ২।২।১১-২৬, ভা. ২।৩।১৭২, ক. ৫।১৫-২১

বৃন্দাবনদাস এই প্রসঙ্গে বিশ্বস্তরের ক্ষুর-প্রকাশের অলৌকিক কাহিনী অবতারণা করিয়াছেন।

(৭) শ্রীবাসের প্রতি বিশ্বস্তরের কৃপা—

মু. ২।৩।১-৪, ভা. ২।১৩।২৬২

(৮) শুক্লাশ্বর ব্রহ্মচারীর প্রতি কৃপা—

মু. ২।৩।৫-৯, ভা. ২।১৬।২৭৫, ক. ৬।৮।১১

(৯) মহা-অভিষেক ও একাদশ-প্রহরীয়া ভাব—

মু. ২।১২।২-১৭, ভা. ২।৯।২১৮

(১০) মুরারির রামস্তব ও কৃপা-লাভ—

মু. ২।৭।৭-২৫, ভা. ২।১০।২২৮ ও ৩।৪।৪৩৫, ক. ৬।৯২-১১০

(১১) নিত্যানন্দের পাদোদক পান—

মু. ২।১০।২০-২১, ভা. ২।১২।২৪৬, ক. ৭।৬৮-৬৯

(১২) শিবের গায়নের প্রতি কৃপা—

মু. ২।১১।১৪-২০, ভা. ২।৮।২০৮, ক. ৭।৮৬-২০

(১৩) বিশ্বস্তরের বলভদ্র-ভাবে মৃগ চাওয়া ও গঙ্গাজল খাইয়া মত্ত হওয়া—

মু. ২।১৪।১-২৬, ভা. ২।৩।১৭৭ ও ২।৫।১৮৪, ক. ৮।১২-৫০

(১৪) অভিনয়—

মু. ২।১৫।৭-১৯, ২।১৬।১-২৩ ও ২।১৭।১-৩, ভা. ২।১৮।২৮২
প্রভৃতি, ক. ১১।২-৩৮

এই তালিকায় সর্বজনবিদিত ঘটনা-হিসাবে বিশ্বস্তরের জন্ম, বিবাহ, গয়াযাত্রা, সন্ন্যাস-গ্রহণ প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ করিলাম না। কয়েকটি ঘটনা মুরারি লিখিলেও বৃন্দাবনদাস বাদ দিয়াছেন; যথা—শিশু নিমাই অন্তর্চিন্তানে বসিয়া মাকে খাপরা ছুড়িয়া প্রহার করিলেন। বৃন্দাবনদাস এই ঘটনাকে অস্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন :—

Historical events not accepted / written in Sri Chaitanyabhagavat

ধর্ম-সংস্থাপক প্রভু ধর্ম-সনাতন।

জননীয়ে হুস্ত নাহি তোলেন কখন ॥—১।৩।৬০

মুরারি গুপ্ত বিশ্বস্তরের প্রথম আবেশের কথা (১৭১৯-২৫) লিখিয়া কেন আবেশ হয় তাহা বলিয়াছেন । তাঁহার উক্তি যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । কিন্তু বৃন্দাবনদাসের নিমাই জন্মকাল হইতেই সজ্ঞানে বিভূতিপ্রকাশে তৎপর ; সুতরাং এইরূপ আবেশের কথা উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন তিনি দেখেন নাই ।

বৃন্দাবনদাস বিশ্বস্তরের মহিমা ও অলৌকিক ঐশ্বর্য্যচোতক এমন কতকগুলি ঘটনা সর্বপ্রথমে বর্ণনা করিয়াছেন, যেগুলির সত্যতা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া লওয়া প্রয়োজন ।

Events narrated in Sri Chaitanyabhagavat need further critical examination

(১) (ক) চৌরদ্বয়ের বৃত্তান্ত ; (খ) ঘরে কিছুই সম্বল নাই—মাতার মুখে এই কথা শুনিয়া মাতৃহস্তে দুই তোলা স্বর্ণদান—

যেই মাত্র সম্বল সন্কোচ হয় ঘরে ।

সেই এই মত সোণা আনে বারে বারে ॥—পৃ. ৬১

(গ) শ্রীবাসের মৃত পুত্রের সহিত বিশ্বস্তরের কথোপকথন (পৃ. ৩৪৭) । এই তিনটি ঘটনার অলৌকিকত্ব এত বেশী যে সেগুলি বিশ্বাস করা কঠিন । দ্বিতীয়তঃ, এরূপ অলৌকিক ঘটনা ঘটিলে প্রত্যক্ষদর্শী মুরারি নীরব থাকিবেন কেন ? যোগবিভূতি প্রকাশ করিয়া সোণা আনার সঙ্গে বিশ্বস্তরের উন্নত-চরিত্রের সামঞ্জস্য নাই ।

(২) মুরারি গুপ্ত প্রেমবশে শ্রীচৈতন্যের উদ্দেশে অন্ন নিবেদন করিলেন ; তাহা খাইয়া শ্রীচৈতন্যের অজীর্ণ হইল ও মুরারির জল খাইয়া অজীর্ণ সারিল । মুরারি গরুড়-ভাবে চতুর্ভূজ বিশ্বস্তরকে স্বন্ধে করিলেন । এই দুইটি ঘটনা বৃন্দাবনদাস বর্ণনা করিয়াছেন (২১২০।৩০৫-৬) । মুরারির জীবনে এমন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ঘটিলে তিনি নিশ্চয়ই উহা উল্লেখ করিতেন ।

Digvijayi parabhava prasanga

দিগ্বিজয়ি-পরাজয়-প্রসঙ্গ

(৩) দিগ্বিজয়ি-পরাজয়-প্রসঙ্গে (১৯ অধ্যায়) বৃন্দাবনদাস লিখিতেছেন যে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সমগ্র ভারতের পণ্ডিতদিগকে হারাইয়া দিয়া নবদ্বীপে আসিলেন । নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা ভয়ে অস্থির ! বিশ্বস্তর মিশ্র গোপনে তাঁহাকে পরাজিত করিলেন ; গোপনে পরাজয়ের উদ্দেশ্য এই যে

সভা-মধ্যে জয় যদি করিয়ে ইহায়ে ।
মৃততুল্য হইবেক সংসার-ভিতরে ॥

কিন্তু গঙ্গাতীরে যখন দ্বিধিজয়ী গঙ্গার মহিমা বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তখন
সহস্র সহস্র যত প্রভুর শিষ্যগণ ।
অবাক্য হইল। সতে শুনিঞা বর্ণন ॥

প্রভু দ্বিধিজয়ীর শব্দালঙ্কারের দোষ ধরিলেন । পরাজিত হইবার পর রাত্রিকালে
দ্বিধিজয়ী স্বপ্নে সরস্বতীর নিকট শুনিলেন যে বিশ্বস্তর স্বয়ং ভগবান্ । পর দিন
দ্বিধিজয়ী বিশ্বস্তরের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন । বিশ্বস্তর তাঁহাকে কৃপা
করিলেন ও বলিলেন—

যে কিছু তোমায়ে কহিলেন সরস্বতী ।
তাহা পাছে বিপ্র আর কহ কাহা প্রতি ॥
বেদ গুহ্য কহিলে হয় পরমায়ু ক্ষয় ।
পরলোকে তার মন্দ জানিহ নিশ্চয় ॥

দ্বিধিজয়ী তারপর

হস্তী ঘোড়া দোলা ধন যতেক সম্ভার ।
পাত্রসাং করিয়া সর্ব্ব স্ব আপনার ॥

নিঃসঙ্গভাবে চলিয়া গেলেন ।

দ্বিধিজয়ী জিনিলেন শ্রীগৌরসুন্দরে ।
শুনিলেন ইহা সব নদীয়া নগরে ॥
সকল লোকে হৈল মহাশর্ঘ্য জ্ঞান ।
নিমাই পণ্ডিত হয় বড় বিদ্যাবান্ ॥

ঘটনাটির বর্ণনার মধ্যে পরস্পর-বিরোধী অনেক উক্তি আছে । প্রভুর আদেশে
দ্বিধিজয়ী যদি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত কাহাকেও না বলিয়া থাকেন, তবে বৃন্দাবনদাস উহা
জানিলেন কিরূপে ? শ্রীচৈতন্য যদি গোপনে দ্বিধিজয়ীর গর্ক চূর্ণ করিবার
সকল করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নদীয়ার সকল লোকে দ্বিধিজয়ি-পরাস্তবের
কথা শুনিলেন কিরূপে ? হাতী, ঘোড়া বিলাইয়া দেওয়া হইল, নবদ্বীপে

সোরগোল পড়িয়া গেল, অথচ মুরারি গুপ্ত বা সমসাময়িক কোন পদকর্তা তাহা জানিলেন না। জানিয়াও কি তাঁহারা প্রভুর এ হেন গৌরব-কাহিনী-সম্বন্ধে নীরব রহিলেন? কবিকর্ণপুর ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে যখন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য লেখেন তখনও কি তাঁহার পিতা শিবানন্দ সেনের নিকট বা অন্য কোন ভক্তের নিকট প্রভুর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের এ হেন নিদর্শন-কাহিনী শুনিতে পায়েন নাই? আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, অত বড় একজন পণ্ডিত পরাজিত হইয়া চলিয়া গেলেন, অথচ তাঁহার নাম বৃন্দাবনদাস কাহারও নিকট শুনিতে পাইলেন না। আমার মনে হয়, শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর তাঁহার সম্বন্ধে যে-সকল কিংবদন্তী প্রচলিত হয়, তাহারই একটিকে অবলম্বন করিয়া কবি এখানে দিগ্বিজয়ি-পরাজয়ের কাহিনী লিখিয়াছেন।

Digvijayi parabhava has not actually happened i.e. not a historical fact

১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই ঘটনা-বর্ণনা-উপলক্ষে লিখিয়াছেন—

বৃন্দাবনদাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার।

শ্রুট নাহি করে দোষ গুণের বিচার ॥—চৈ. চ., ১।১৬।২৪

তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করিতে যাইয়া বৃন্দাবনদাসের সহিত কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আনিয়া ফেলিয়াছেন।

(ক) শ্রীচৈতন্যভাগবতের মতে দিগ্বিজয়ী প্রভুর কাছে আসিয়াই ভয় খাইয়া গেলেন।

পরম নিঃশঙ্ক সেই দিগ্বিজয়ী আর।

তভো প্রভু দেখিয়া সাধবস হৈল তার ॥—২৫ পৃ.

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মতে দিগ্বিজয়ী প্রভুর নিকট আসিয়া দম্ভভরে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন।

ব্যাকরণ পড়াই নিমাই পণ্ডিত তোমার নাম।

বাল্যশাস্ত্রে লোকে তোমার কহে গুণগ্রাম ॥—চৈ. চ., ১।১৬।২৮

(খ) শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

এই মত প্রহর খানেক দিগ্বিজয়ী।

পড়ে দ্রুত বর্ণনা তথাপি অস্ত নাহি ॥

চরিতামৃতে—“ঘটী একে শত শ্লোক গঙ্গার বর্ণিলা।”

(গ) শ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে প্রভু দিগ্বিজয়ীকে ব্যাখ্যা করিয়া যাইতে বলিলেন এবং ব্যাখ্যার দোষ ধরিলেন । চরিতামৃতে বিশ্বম্ভরকে প্রতিধররূপে অঙ্কন করা হইয়াছে । এক শত শ্লোকের মধ্যে তিনি একটি নির্বাচন করিয়া লইয়া, তাহা আবৃত্তি করিয়া পাঁচটি দোষ দেখাইলেন ।

(ঘ) শ্রীচৈতন্যভাগবতে কোন শ্লোকের উল্লেখ নাই ; কিন্তু চরিতামৃতে “মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমভাতি নিতরাম্” শ্লোকটি আছে । ঐ শ্লোকের একটি চরণে আছে “ভবানীভর্তা, য়া শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা ।” এই “ভবানীভর্তা”-সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে বিশ্বম্ভর বলিলেন—

ভবানী শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী ।

তার ভর্তা কহিলে দ্বিতীয় ভর্তা জানি ॥

শিবপত্নীর ভর্তা ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ ।

বিরুদ্ধমতিক্রম শব্দ শাস্ত্রে নহে শুদ্ধ ॥

“সাহিত্যদর্পণে” ঠিক এই দৃষ্টান্তটি দিয়াই বিরুদ্ধমতিক্রম দোষ দেখান হইয়াছে ; যথা—“‘ভূতয়েহস্ত ভবানীশঃ’ অত্র ভবানীশ-শব্দো ভবাগ্ৰাঃ পত্যস্তর-প্রতীতি-কারিত্বাদ্বিরুদ্ধমরগময়তি” (সপ্তম পরিচ্ছেদ) । সাহিত্যদর্পণ প্রাক্চৈতন্য যুগের বই । কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের যে সাহিত্যদর্পণের গ্ৰন্থ সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কারের গ্রন্থও পড়া ছিল না ইহা বিশ্বাস করা কঠিন । “গোবিন্দলীলামৃতের” গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের পক্ষে পঞ্চদোষ-যুক্ত একটি শ্লোক রচনা করিয়া দেওয়া কিছুই কঠিন নহে ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচনার প্রায় এক শত বৎসর পরে নরহরি চক্রবর্তী “ভক্তিরত্নাকরে” এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন (দ্বাদশ তরঙ্গ, পৃ. ৮৬১-৬৩) । তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অনুসরণ না করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনা মানিয়া লইয়াছেন । নরহরি চক্রবর্তী ঐ দিগ্বিজয়ীর নাম স্থির করিয়াছেন কেশব কাশ্মীরী । তিনি কেশব কাশ্মীরীর গুরু-প্রণালীও উল্লেখ করিয়াছেন । কেশব কাশ্মীরী নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ভুক্ত সুপ্রসিদ্ধ বৈদান্তিক । ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ভক্তমালের টীকায় প্রিয়াদাসজীও উক্ত দিগ্বিজয়ীর নাম কেশব কাশ্মীরী বলিয়াছেন (ভক্তমাল, নয়লকিশোর প্রেস সং., পৃ. ৫৬৬-৫৭০) । গদাধর-কৃত “সম্প্রদায় প্রদীপ” হইতে জানা যায় যে মথুরায় বল্লাভাচার্য্যের সহিত কেশব কাশ্মীরীর মিলন ঘটিয়াছিল এবং কেশব বল্লাভের ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলেন

(হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, Catalogue of Sanskrit Mss. of the Asiatic Society of Bengal, Vol. IV, p. 102)। “চৌরাশী বৈষ্ণবনকী বার্জা” নামক বল্লভ-সম্প্রদায়ী গ্রন্থে আছে যে কেশব কাশ্মীরী বল্লভাচার্যের নিকট শিষ্যভাবে ভাগবত শ্রবণ করেন। “জব শ্রীভাগবতকী কথা সম্পূর্ণ ভই, তব কেশব ভট্টনে শ্রীআচার্যজী মহাপ্রভুনসেঁ কহী জো কছু গুরুদক্ষীণা লেউ ; তব শ্রীআচার্যজী মহাপ্রভুননে কহো—জো হম কছু লেত নাই ; তব কেশব ভট্টনে কহ্যো জো মৈ তুমকে এক সেবক সমপিতহো, সো মধোভট্টোজী আচার্যজী মহাপ্রভুনকো সোপে” (চৌরাশী বৈষ্ণবনকী বার্জা, ১২২-২৩ পৃ., লক্ষ্মীবৈষ্ণবপ্রেস প্রেস সং)। এই-সব বিবরণ দেখিয়া মনে হয় যে ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম-সম্প্রদায়গুলি কেশব ভট্টকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত ছিল।

(৪) কাজী-দলন-প্রসঙ্গ—Kaji dalan prasanga

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে, যে সঙ্কীৰ্তনদল কাজীকে দলন করিতে বাহির হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মুরারি গুপ্ত ছিলেন (২১২৩৩২৫)। মুরারি গুপ্ত কিন্তু স্পষ্টভাবে কাজী-দলনের কোন ইঙ্গিত করেন নাই। তিনি শুধু লিখিয়াছেন—

Murari Gupta who was present during Harisankirtan procession in the town had not given any indication of Kaji Dalan

হরিসঙ্কীৰ্তনং কৃত্বা নগরে নগরে প্রভুঃ

শ্লেচ্ছাদীহৃদধারাসৌ জগতামীশ্বরো হরিঃ ॥—২১১৭/১১

কবিকর্ণপুর মহাকাব্যে অতীতকাল কোন শ্লোক লেখেন নাই বা কাজীর সহজে কোন কথা বলেন নাই।

বৃন্দাবনদাসের কাজী-দলন-বর্ণনায় আতিশয্য-দোষ দেখা যায় ; যথা—

চলিলেন মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে ।

লক্ষ কোটি লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে ॥

কোটি কোটি মহাতাপ জলিতে লাগিল ।

চন্দ্রের কিরণ সর্ব শরীরে হইল ।

... ..

জীব মাত্র চতুর্ভুজ হইল সকল ।

না জানিল কেহ কৃষ্ণ আনন্দে বিহ্বল ॥

কীর্তনানন্দে কোন কোন ভক্ত বলিতেছেন—

ভক্ত বিশ্বস্তর নহে করিগু সংহার ।—২।২৩।৩৩৩

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

ক্রোধে বোলে প্রভু আরে কাজিবেটা কোথা ।

বাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেলো মাথা ॥

নির্ব্বন করো আজি সকল ভুবন ।

পূর্বে যেন বধ কৈলুঁ সে কালযবন ॥

প্রাণ লঞা কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার ।

ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ প্রভু বোলে বার বার ॥ —২।২৩।৩৩৫

তাঁহার আদেশে ভক্তগণ কাজীর ঘর ভাঙ্গিলেন ও ফুলের বাগানের গাছ উপাড়িয়া ছারখার করিলেন । তারপর বিশ্বস্তর যখন বলিলেন, “অগ্নি দেহ ঘরে তোরা না করিহ ভয়,” তখন ভক্তেরাই তাঁহাকে বুঝাইয়া-জুঝাইয়া শাস্ত করিলেন ।

হাসে মহাপ্রভু সন্দর্ভদাসের বচনে ।

হরি বলি নৃত্যরসে চলিল তখনে ॥ —পৃ. ৩৩৭

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—

উদ্ধত লোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর পুষ্পবন ।

বিস্তারি বণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ॥

তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা ।

ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজীরে বোলাইলা ॥

দূর হৈতে আইলা কাজী মাথা নোয়াইয়া ।

কাজীরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া ॥

প্রভু বোলে আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত ।

আমা দেখি লুকাইলা এ ধর্ম্ম কি মত ॥

—চৈ. চ., ১।১৭।১৩৬-১৩৯

বৃন্দাবনদাসের মতে বিশ্বস্তর নিজে আদেশ দিয়া কাজীর ঘর-বাগান ভাঙ্গাইলেন ; কৃষ্ণদাস কবিরাজ দেখিলেন এইরূপ ব্যবহার করিলে, বিশেষতঃ ঘর পুড়াইবার

আদেশ দিলে শ্রীচৈতন্য-চরিত্রের মহিমা স্ফূর্ণ হয়। তাই তিনি বৃন্দাবনদাসের বর্ণনাকে একটু চূর্ণকাম করিয়া দিলেন। বিশ্বস্তর অভ্যাগত বা অতিথিরূপে কাজীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, কাজীর ঘর-পোড়ানর আদেশ দেওয়া তাহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হয় না।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে বিশ্বস্তরের সহিত কাজীর গোবধ লইয়া বিচার হইল। কাজী পরাজিত হইয়া স্বীকার করিলেন যে

তুমি যে কহিলে পণ্ডিত সেই সত্য হয়।
আধুনিক আমার শাস্ত্র বিচারসহ নয় ॥
কল্লিত আমার শাস্ত্র আমি সব জানি।
জাতি অন্তরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি ॥

অবশেষে কাজী—

প্রভুর চরণ ছুঁই কহে প্রিয় বাণী ॥
তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।

এই রূপা কর যে তোমাতে রহে ভক্তি।—চরিতামৃত, ১।১৭

Murari Gupta mentioned only Nagar-Sankirtan not anything about Kaji

মুরারি গুপ্ত শুধু নগর-সঙ্কীৰ্তনের উল্লেখ করিয়াছেন—বৃন্দাবনদাস নগর-সঙ্কীৰ্তনের মধ্যে কাজীকে দণ্ডদানের কথা লিখিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এমন করিয়া ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে কাজীকে দণ্ডদান নহে, উদ্ধার করাই প্রভুর নগর-সঙ্কীৰ্তনের প্রধান উদ্দেশ্য। নগর-সঙ্কীৰ্তন প্রধান উদ্দেশ্য হইলে তাহার মধ্যে কাজীর বাড়ীতে বসিয়া বিচার-বিতর্ক করিবার অবসর ও প্রবৃত্তি হয় না। জয়ানন্দ গ্রন্থমধ্যে কাজী-দলন বর্ণনা করেন নাই; তবে গ্রন্থের শেষে সূত্রাকারে বলিয়াছেন—

সিঙ্গলিয়া গ্রামেতে কাজীর ঘর ভাঙ্গি।
সাত প্রহরিয়া ভাবে হৈলা বড় রঙ্গী ॥
সিঙ্গলিয়া গ্রাম ছাড়ি পলাইল যবন।—পৃ. ১৪৭

সিঙ্গলিয়া বা সিঙ্গলিয়া গ্রাম ছাড়িয়া মুসলমানগণ অবশ্য স্থায়ীভাবে পলায়ন করেন নাই, কেন-না এখনও সেখানে মুসলমানদের প্রাচীন সমাধি আছে ও বসবাস আছে।

আমার মনে হয় যে কোন কোন মুসলমান নগর-সঙ্কীৰ্তনে বাধা দেওয়ায়

বিশ্বস্তর নগর-সঙ্কীর্ণনে বাহির হইয়াছিলেন, সঙ্কীর্ণন-বিরোধিগণের বাড়ীর পাশ দিয়া সজোরে কীর্তন করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন—তাহার দলের কোন কোন লোক বিরোধী মুসলমানদের গাছপালা নষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা সত্ত্বেও কীর্তনের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া বিরোধী দলের প্রধান ব্যক্তি ভক্তিবর্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

Vrindavandas on Sri Chaitanya's monastic life

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-জীবন-সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ড লিখিবার সময়ে মুখ্যতঃ নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলি লিখিয়াছেন। তাহার দৃষ্টি ছিল গোড়ীয় ভক্তগণের সহিত সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধ দেখানোর দিকে এবং বাংলাদেশে কি ভাবে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হইল তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করার দিকে। কাব্য-হিসাবে এইরূপভাবে অন্ত্যখণ্ড লিখিলে বিষয়বস্তুর ঐক্য বজায় থাকে। আদিখণ্ডে যে বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, মধ্যখণ্ডে তাহার বিকাশ দেখানো হইয়াছে, অন্ত্যখণ্ডে তাহারই পরিণতিমাত্র বর্ণনা করিয়া কবি কাব্যরসকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন। আদিখণ্ডে ভক্তগণের নবদ্বীপে সমাবেশ ও জনসাধারণের ভক্তিহীনতা দেখিয়া আক্ষেপ ও ভগবৎকৃপার জন্ম প্রার্থনা। মধ্যখণ্ডে ভক্তগণের মধ্যে ভাবমাধুরী-শোভিত শ্রীভগবানের প্রকাশ এবং নবদ্বীপে বিভিন্ন ভক্তের প্রতি কৃপা। অন্ত্যখণ্ডে সন্ন্যাসী হইয়া শ্রীভগবানের দেশান্তরে গমন; তথা হইতে আসিয়া পশ্চিম-বঙ্গে পূর্বতন ভক্তদের সহিত মিলন, নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারা প্রচারের সুব্যবস্থা, বিরহ-কাতর ভক্তদের সহিত নীলাচলে প্রভুর বিবিধ লীলা-বর্ণনা। বাংলাদেশের ভক্তমণ্ডলীকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিত হইয়াছে। বাংলার ভক্তমণ্ডলী যেখানে মূল বিষয়, সেখানে প্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ, রামানন্দের সহিত মিলন, উড়িয়া ভক্তদের সহিত ঘনিষ্ঠতা, বৃন্দাবন-গমন এবং বৃন্দাবনের বৈষ্ণবমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতাদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অবাস্তব বিষয়রূপে গণ্য হইতে পারে। সেইজন্যই হয়ত বৃন্দাবনদাস উক্ত ঘটনাগুলি-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখেন নাই। শ্রীচৈতন্যের জীবনচরিত ও ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এইরূপ অমূল্যত্বহেতু শ্রীচৈতন্যভাগবতকে আংশিক একদেশদর্শী গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঠিক এইজন্যই কাব্য-হিসাবে শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যসম্পর্কিত সংস্কৃত ও বাংলা সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি ও মধ্যখণ্ডে যে-সকল ভক্তের কথা বলা হয় নাই, এমন ভক্তদের বিবরণ অন্ত্যখণ্ডে খুব অল্পই দেওয়া হইয়াছে। যাহা কিছু আছে তাহার অধিকাংশ নিত্যানন্দ-ভক্তদের কথা। শ্রীচৈতন্য বিংশতিবর্ষকাল পুরীধামে অবস্থান করিলেন। সেই কালের মধ্যে বহু সহস্র লোক পুরীতে তাঁহার ভক্ত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে বৃন্দাবনদাস মাত্র সার্কভৌম, পরমানন্দ পুরী, দামোদরস্বরূপ, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, পরমানন্দ, রামানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, শঙ্কর পণ্ডিত, ভগবান আচার্য্য (৩৩৪০০-২), প্রতাপরুদ্র (৩৫৪৫০-৫৩), রূপ-সনাতন (৩১০৫০১-২) ও শিখি মাহাতীর (৩২৪২৩) কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের ৩৬২ হইতে ৫২০ পৃষ্ঠায় অর্থাৎ ১৫১ পৃষ্ঠায় অন্ত্যখণ্ড ছাপা হইয়াছে। তন্মধ্যে ঐ-সকল ভক্তের কথা মাত্র ১২টি পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। প্রভুর নীলাচল-লীলা বর্ণনা করিবার জন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লেখার প্রয়োজন ছিল। ঐ গ্রন্থের আলোচনাকালে উক্ত ভক্তদের সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার ঐতিহাসিকতা বিচার করিব। এই স্থানে শুধু বলিয়া রাখি যে বৃন্দাবনদাস ব্রজমণ্ডলের রঘুনাথদাস, গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ ভট্ট-সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নাই, এমন কি তাঁহাদিগের বন্দনা পর্য্যন্ত করেন নাই। নরহরি সরকার, রঘুনাথ ঠাকুর প্রভৃতি নাগরীভাবের ভক্ত-সম্বন্ধেও তিনি নীরব। উড়িষ্যার সর্কপ্রধান ভক্ত রায় রামানন্দের কথা তাঁহার গ্রন্থ হইতে বিশেষ কিছু জানা যায় না। জগন্নাথদাস, বলরামদাস, অচ্যুতানন্দ, কানাই খুঁটিয়া, মাধবী দেবী প্রভৃতি উড়িয়া ভক্তদের বিষয়েও তিনি কিছু লেখেন নাই।

Visit of Goud by Sri Chaitanya by Vrindavandas

শ্রীচৈতন্যের গোড়ভ্রমণ

বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যের গোড়ভ্রমণ বিশেষ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। অগ্রাণ্ড বর্ণনার সহিত ইহার তুলনামূলক বিচার করা যাউক। বৃন্দাবনদাস বলেন যে নীলাচলে কিছুকাল বাস করার পর শ্রীচৈতন্য

গঙ্গা প্রতি মহা অনুরাগ বাড়াইয়া।

অতি শীঘ্র গোড় দেশে আইলা চলিয়া ॥ —৩৩৪১২

(১) তিনি সার্কভৌমের ভ্রাতা বিষ্ণুবাচস্পতির গৃহে আসিলেন। তাঁহার বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় যে নবদ্বীপ হইতে বনজঙ্গল ভাঙ্গিয়া খানিক দূর গিয়া,

গঙ্গা পার হইয়া বিছাবাচম্পতির বাড়ীতে যাইতে হয়। বিছাবাচম্পতির গ্রামে বহু লোকের সংঘট হইতেছে দেখিয়া “নিত্যানন্দ-আদি জনকথো সঙ্গে লৈয়া” প্রভু গোপনে কুলিয়া নগরে যাইলেন।

(২) কিন্তু কুলিয়াতেও লোকে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিল। নবদ্বীপ হইতে দলে দলে লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিল।

খেয়ারির কত বা হইল উপার্জন।

কত কত হাট বা বসিল সেই ক্ষণ ॥

কুলিয়াতে বৈষ্ণব-নিন্দক একজন ব্রাহ্মণকে ও বক্রেশ্বরের কৃপাপ্রাপ্ত দেবানন্দ পণ্ডিতকে প্রভু কৃপা করিলেন।

(৩) কুলিয়া হইতে গঙ্গার তীরে তীরে চলিয়া তিনি গোড়ের নিকট রামকেলি গ্রামে যাইলেন। রামকেলি গ্রাম বর্তমান মালদহ জেলার ইংরাজ-বাজার হইতে প্রায় সাড়ে আট মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। সেইখানে হুসেন শাহ বহু সহস্র ভক্তের সহিত শ্রীচৈতন্যকে যাইতে দেখেন। হুসেন শাহের প্রধান প্রধান কর্মচারীর মধ্যে রূপ, সনাতন, কেশব ছত্রী, শ্রীখণ্ডের মুকুন্দ সরকার প্রভৃতি ছিলেন। প্রভুর রামকেলি-গমন-প্রসঙ্গে কিন্তু বৃন্দাবনদাস রূপ-সনাতনের সহিত সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করেন নাই।

(৪) শ্রীচৈতন্য রামকেলি হইতে মথুরায় না যাইয়া শান্তিপুরে গমন করিলেন। তিনি শান্তিপুরে পৌছিলে লোকে শচীমাতার নিকট বলিল—

শান্তিপুরে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।

চল আই ঝাট আমি দেখহ সত্বর। —৩।৪।৪৬২

শচীদেবী মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি ভক্তগণ-সঙ্গে শান্তিপুরে গেলেন এবং শ্রীচৈতন্যকে নিজের হাতে রাখিয়া থাওয়াইলেন।

(৫) কথোদিন থাকি প্রভু অদ্বৈতের ঘরে।

আইলা কুমারহট্ট শ্রীবাস-মন্দিরে ॥ —৩।৫।৪৪৫

কুমারহট্টের বর্তমান নাম হালিসহর।

(৬) কথোদিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।

তবে গেলা পানিহাটা রাঘব-মন্দিরে। —৩।৫।৪৪৮

(৭) তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে ।

মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে ॥ —৩।৫।৪৪৯

এই মত প্রতি গ্রামে গ্রামে গঙ্গাতীরে ।

রহিয়া রহিয়া প্রভু ভক্তের মন্দিরে ॥

সভারি করিয়া মনোরথ পূর্ণকাম ।

পুন আইলেন প্রভু নীলাচল ধাম ॥ —৩।৫।৪৫০

বৃন্দাবনদাসের এই বর্ণনার সঙ্গে মুরারি গুপ্তের বর্ণনার মোটামুটি মিল আছে ।
শ্রীচৈতন্যের গোড়-ভ্রমণ-বর্ণনার অন্তে মুরারি গুপ্ত লিখিতেছেন—

এবং শ্রীভক্তবর্গাণাং গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে ।

ভুক্তা পীত্বা স্তুতং কৃত্বা যযৌ শ্রীপুরুষোত্তম ॥ —৩।১৮।২১

বৃন্দাবনদাসের “এই মত প্রতি গ্রামে গ্রামে গঙ্গাতীরে” প্রভৃতি ইহারই
অনুবাদ মনে হয় । স্মৃতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে বৃন্দাবনদাস
নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট শুনিয়া ও মুরারি গুপ্তের বর্ণনা পড়িয়া আলোচ্য
ভ্রমণ-বিবরণ লিখিয়াছেন । মুরারি গুপ্ত বলেন যে প্রভু নীলাচল হইতে
বাহির হইয়া বাচস্পতি-গৃহে আসিলেন । সেখানে নবদ্বীপের লোকেরা
তাঁহাকে দর্শন করিয়া পরমানন্দলাভ করেন (৩।১৭।১৫) । তাঁহার বর্ণিত
দেবানন্দ-উদ্ধার-কাহিনীর সহিত বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার মিল আছে ।

মুরারি গুপ্ত এবং বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা অনুসরণ করিয়া জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যের
গোড়-ভ্রমণ লিখিয়াছেন । বেশীর ভাগ তিনি খবর দিয়াছেন যে—

রেমুনা বাঁশদা দিয়া

দাতনে রহিলা গিয়া

জলেশ্বরে রহিল শর্করী ।

ছাড়িয়া দেবশরণ

প্রবেশিলা মন্দারণ

বর্দ্ধমানে দিলা দরশন ॥ —পৃ. ১৪০

অর্থাৎ জয়ানন্দের মতে শ্রীচৈতন্য কটক হইতে মেদিনীপুর জেলা—মন্দারণ
পরগনা—বর্দ্ধমান হইয়া নবদ্বীপে আসিলেন । বর্দ্ধমানের নিকট আমাইপুরা
গ্রামে জয়ানন্দের মা রোদনীর হাতের রামা থাইয়া—

রোদনী ভোজন করি

চলিলা নদীয়া পুরী

বায়ড়ায় উত্তরিলা গিয়া ।

বিদ্যাবাচস্পতির গ্রামের নাম অত্র কোন লেখক দেন নাই। কিন্তু জয়ানন্দ বলিতেছেন যে নবদ্বীপের অন্তর্গত বায়ড়া গ্রামে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ। সেখানে মাত্র একরাত্রি তিনি বাস করিলেন। তারপর লোকের ভিড় দেখিয়া কুলিয়া গেলেন। সেখানে

উচ্চ দেখি মঞ্চ রহিল পূর্বমুখে ।
অর্কদ অর্কদ লোক দেখে ইংসা স্থখে ॥
বৃদ্ধ বাল্য যুবা জত নবদ্বীপে বসে ।
ধাইল অর্কদ লোক আউদর কোণে ॥
আই ঠাকুরাণী বিষ্ণুপ্রিয়া স্নলোচনা ।
মুরারি গুপ্ত গোপীনাথ বুদ্ধিমন্তথানা ॥

গঙ্গার অপর পার হইতে শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিলেন।

আই ঠাকুরাণী মূর্ছা গেল বিষ্ণুপ্রিয়া ।
চৈতন্য দেখিয়া কান্দে সকল নদীয়া ॥
মায়েরে দেখিয়া প্রভু হৈল নমস্কার ।
বধু লগ্না ঘরে যাহ ন হইহ গঙ্গাপার ॥

বায়ড়া হইতে শ্রীচৈতন্য রামকেলি গেলেন ; কিন্তু জয়ানন্দ রামকেলির নাম কৃষ্ণকেলি লিখিয়াছেন। প্রভুর শান্তিপুর-প্রবাস-কাহিনী জয়ানন্দ পূরাপুরি বৃন্দাবনদাস হইতে লইয়াছেন। শান্তিপুর হইতে কুমারহট্ট, পানিহাটী ও বরাহনগর গমন।

এই তিনজন লেখকের বর্ণনায় শ্রীচৈতন্যের ভ্রমণের যে ক্রম দেওয়া হইয়াছে তাহা কবিকর্ণপুর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বীকার করেন নাই।

কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে লিখিয়াছেন যে প্রতাপরুদ্রের রাজ্যের উৎকলের সীমান্ত হইতে নোকায় চড়িয়া প্রভু সর্বপ্রথমে পানিহাটী গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের নিকট গেলেন। সেখানে একরাত্রি থাকিয়া কুমারহট্টে শ্রীবাসের বাড়ী গেলেন। তথা হইতে কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়ায় কবির পিতা শিবানন্দ সেনের বাড়ী গেলেন। সেখানে “মুহূর্ত্তং স্থিত্বা” বাসুদেব-দত্তের গৃহে। তারপর শান্তিপুরে অষ্টমৈতের বাড়ী। তথা হইতে নোকাতেই

“নবদ্বীপস্ত পারে কুলিয়া-নাম-গ্রামে মাধবদাস-বার্ট্যামুত্তীর্ণবান্। নবদ্বীপ-লোকানুগ্রহহেতোঃ সপ্ত দিনানি তত্র স্থিতবান্।” নবদ্বীপ হইতে গোড়ে গমন এবং মথুরায় না যাইয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তন (২১১ প্রভৃতি)।

Sri Chaitanya's visit to Gouda as per Mahakavya of Kabikarnapur

কবিকর্ণপুর মহাকাব্যের বিংশসর্গে শ্রীচৈতন্যের গোড়ভ্রমণ-বর্ণনার সময়ে মুরারির মতকে পরিত্যাগ করিয়া নাটকে যেমন বর্ণনা করিয়াছেন তেমনি লিখিয়াছেন। কেবল পানিহাটিতে একরাত্রি থাকার পরিবর্তে ৫৬ দিন (২০১৩), তথা হইতে নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে খবর দিতে পাঠান (২০১৫), শ্রীবাসের বাড়ী ২৩ দিন, শিবানন্দের বাড়ী একরাত্রি (২০১৮), শাস্তিপু্রে ৬ দিন (২০২৪) এবং নবদ্বীপের পশ্চিম পাড়ে ৫৬ দিন থাকিয়া (২০৩০) পশ্চিম দিকে কোন স্থানে গমন করিলেন ; পরে গঙ্গাতীরে আগমন করিলেন (২০৩৩)।

কবিকর্ণপুর-বর্ণিত ভ্রমণক্রম অধিকতর সঙ্গত মনে হয় ; কারণ ভৌগোলিক হিসাবে তাঁহার বর্ণিত পথেই আসা সহজ। উড়িষ্যার সীমানা হইতে নৌকায় চড়িয়া পানিহাটি আসা স্বাভাবিক। রেনেলের ম্যাপ হইতে অনুমান হয় ষোড়শ শতাব্দীতে মেদিনীপুর জেলার কাঁসাই নদীর তীরবর্তী পিছলদা হইতে পানিহাটি আসিবার জলপথ থাকা অসম্ভব ছিল না। রাস্তাঘাট-সম্বন্ধে ভাবোন্মত্ত নিত্যানন্দ অপেক্ষা গোড়ীয় যাত্রিগণের পথপ্রদর্শক শিবানন্দ সেনের পুত্রের কথা অধিক নির্ভরযোগ্য। পানিহাটি হইতে বরাহনগর, হালিসহর, কাঁচড়াপাড়া হইয়া শাস্তিপু্রে যাওয়াই স্বাভাবিক।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মধ্যলীলার সূত্র লেখার সময় বৃন্দাবনদাসের ভ্রমণক্রম মানিয়া লইয়াছেন, অথচ গোড়ভ্রমণ-বর্ণনার সময় খানিকটা কবিকর্ণপুরের ক্রম গ্রহণ করিয়া উভয় ক্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে আছে যে প্রভু প্রথমে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে এবং পরে কুলিয়ায় যান (২১১১৪০-১)। কুলিয়া হইতে রামকেলি গমন (২১১১৫৬) ; রামকেলি হইতে কানাইয়ের নাটশালা (২১১২১৩) পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া অত লোকের সঙ্গে বৃন্দাবন যাইবেন না বলিয়া শাস্তিপু্রে আসিলেন (২১১২১৮)। শাস্তিপু্র হইতে নীলাচলে ফিরিলেন। এই বর্ণনায় বৃন্দাবনদাস অনুসৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রভুর কুমারহট্ট, পানিহাটি ও বরাহনগর যাইবার কথা ইহাতে নাই।

কবিরাজ গোস্বামী মধ্যলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদে প্রভুর গোড়ভ্রমণ-বর্ণনার

সময় কবিকর্ণপুরকে অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন যে ওড়দেশের সীমা পর্য্যন্ত আসার পর (২১৬।১৪৪) একজন যবন নৌকায় করিয়া

মস্ত্রেশ্বর দুষ্টনদ পার করাইল ।

পিছলদা পর্য্যন্ত সেই যবন আইল ॥ —২১৬।১২৬

তারপর

সেই নৌকা চড়ি প্রভু আইলা পানিহাটি ।

পানিহাটি হইতে কুমারহট, তথা হইতে বিজ্ঞাবাচম্পতির গৃহ এবং কুলিয়া হইয়া শান্তিপুর ; শান্তিপুর হইতে রামকেলি । রামকেলি ও কানাইয়ের নাটশালা হইতে ফিরিয়া

শান্তিপু্রে পুন কৈল দশ দিন বাস ।

বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস ॥ —২১৬।২১২

কিন্তু বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যের গোড়ভ্রমণ-বর্ণনায় প্রভুর দুই বার শান্তিপু্রে আসার কথা লেখেন নাই ।

বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা পড়িয়া একটি অমীমাংসিত সমস্তার কথা মনে পড়ে । শ্রীচৈতন্য প্রথমেই যদি নীলাচল হইতে নবদ্বীপে আসিয়া থাকেন, তবে তিনি কোন্ পথে আসিয়াছিলেন ? মস্ত্রেশ্বর নদ দিয়া জলপথে আসিয়া নিশ্চয়ই পানিহাটিতে নামেন নাই—কেন-না বৃন্দাবনদাসের মতে প্রভু সর্বশেষে কুমারহট, পানিহাটি প্রভৃতি গমন করেন । যদি জয়ানন্দের মত অনুসরণ করিয়া ধরিয়া লওয়া যায় যে প্রভু জলেশ্বর ও দাঁতন হইয়া, মন্দারণ পরগনা এবং বর্দ্ধমানের মধ্য দিয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্য মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবনদাস কেন প্রথমেই শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপের অপর পারে আসার কথা বলিলেন তাহার কারণ বুঝা যায় । কিন্তু ওড়দেশের সীমা হইতে জলপথে পানিহাটিতে না আসিয়া শ্রীচৈতন্য কি স্থলপথে—অত্যন্ত ঘোরা পথে—নবদ্বীপের নিকটে আসিয়াছিলেন ? কবিকর্ণপুর ও কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের স্থলপথে আসা স্বীকার করেন না ।

এক দিকে কবিকর্ণপুর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ, অন্য দিকে বৃন্দাবনদাস ও জয়ানন্দের মধ্যে গোড়-ভ্রমণ-বিষয়ে মতভেদ খুব গুরুতর নহে, কিন্তু এই সম্বন্ধে আমি যে বিস্তৃত আলোচনা করিলাম তাহার উদ্দেশ্য এই যে বাঙ্গালী লেখকেরা

শ্রীচৈতন্যের বাংলাদেশ-পরিভ্রমণ-বিষয়েই যখন এক মত হইতে পারেন নাই, তখন তাঁহার দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-বর্ণনায় যে তাঁহাদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ থাকিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই প্রসঙ্গে সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের সহিত শচীমাতার কয় বার দেখা হইয়াছিল আলোচনা করা যাইতে পারে। মুরারি গুপ্ত বলেন যে বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে প্রভু কুলিয়ায় আসেন। তিনি ভক্তগণের প্রার্থনায় কুলিয়া হইতে নবদ্বীপে আসেন এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে নিজমূর্ত্তি-স্থাপনের অমুমতি দেন। নবদ্বীপ হইতে তিনি গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে অধিকা-কালনায় গমন করেন এবং তথা হইতে শান্তিপুরে যান। শান্তিপুরে শচীমাতাও গিয়া কয়েক দিন বাস করেন (৪।১৪ ও ৪।১৫ সর্গ)। লোচন এই অংশ অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন—

মায়ের বচনে পুন গেল নবদ্বীপ ।
বারকোণা ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ ॥
শুক্লাক্ষর ব্রহ্মচারি-ঘরে ভিক্ষা কৈল ।
মায়ে নমস্কারি প্রভু প্রভাতে চলিল ॥

কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই লীলাটি বাদ দিয়াছেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর সন্ন্যাসী একবার মাত্র জন্মস্থানে আসিতে পারেন বলিয়া লোকাচার আছে। তাহা সত্ত্বেও প্রভুর নবদ্বীপে আসায় পাছে কোন দোষ স্পর্শে ভাবিয়া কি উহারা এ ঘটনা বর্ণনা করেন নাই?

Historical value of Sri Chaitanyabhagavat

শ্রীচৈতন্যভাগবতের ঐতিহাসিক মূল্য

বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের রচনায় ক্রমভঙ্গ, অতিশয়োক্তি ও অলৌকিক ঘটনা-সংযোজনায় প্রবৃত্তি থাকিলেও সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে তাঁহার গ্রন্থ ঐতিহাসিকের নিকট বিশেষ মূল্যবান। শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত বৈষ্ণবদের মধ্যে মতভেদ, নিত্যানন্দ প্রভুর বিবিধ কার্যকলাপ ও গোড়দেশে প্রেমধর্মপ্রচার-সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থই আমাদের একমাত্র উপজীব্য। গয়াপ্রত্যাগত বিশ্বম্ভরের নবদ্বীপ-লীলার যে চিত্র বৃন্দাবনদাস ঠাকুর অঙ্কন করিয়াছেন তাহা হইতে আমরা বিশ্বম্ভরের ভাবজীবন-সম্বন্ধে যতটা জ্ঞানলাভ করি, তাঁহার বহিরঙ্গ জীবনের শত শত খুঁটিনাটি ঘটনা যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিলেও আমরা

তাহার শতাংশের একাংশও জানিতে পারিতাম না। বৃন্দাবনদাসের কবিত্ব-
 শক্তি অতুলনীয়। কবির অস্তুদৃষ্টি লইয়া তিনি শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক প্রেমের
 যে আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন তাহা রসিকজনের পরম আদরের ধন।
 ঐতিহাসিকের বহিস্মৃখী দৃষ্টির নিকট খুঁটিনাটি ঘটনায় বৃন্দাবনদাসের সামান্য
 ক্রটিবিচ্যুতি ধরা পড়িলেও, ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি-
 বিষয়ে শ্রীচৈতন্যভাগবত ঐতিহাসিক তথ্যের আকরম্বরপ।

অষ্টম অধ্যায়

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল

গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয়

জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। ১৩০৪ ও ১৩০৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সর্বপ্রথমে এই গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি কালিদাস নাথ মহাশয়ের সহযোগিতায় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ইহা সম্পাদন করিয়া ১৩১২ সালে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন।

জয়ানন্দ বলেন যে শ্রীচৈতন্য যখন নীলাচল হইতে মথুরা-গমনের উদ্দেশ্যে গোড়ে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তিনি বর্দ্ধমানের অন্তর্গত আমাইপুরা গ্রামে জয়ানন্দের পিতা সুবুদ্ধি মিশ্রের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। জয়ানন্দের মাতা রোদনী দেবী শ্রীচৈতন্যকে রাখিয়া যাওয়াইয়াছিলেন

* 21 (পৃ. ১৪০*)। পূর্ব অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে শ্রীচৈতন্যের জলপথে গোড়ে আসাই অধিক সম্ভব। তাহা হইলে জয়ানন্দের বিবরণ ভ্রান্ত বলিতে হয়। কিন্তু জয়ানন্দ যেরূপভাবে সুবুদ্ধি মিশ্রের বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যের আগমন-কথা লিখিয়াছেন তাহাতে মনে হয় না যে তিনি সর্ব্বৈব মিথ্যা কথা বলিতেছেন। হয়ত তাঁহার শ্রীচৈতন্যের আগমনকাল-সম্বন্ধে ভুল হইয়াছিল। এরূপ ভুল হওয়া বিচিত্র নহে; কেন-না ঐ সময়ে জয়ানন্দ অত্যন্ত শিশু; নিজেই বলিয়াছেন “রোদনী রাখিল তার লঞা।” গোড় হইতে নীলাচলে ফিরিবার সময় শ্রীচৈতন্য কোন্ পথে গিয়াছিলেন তাহার কোন বর্ণনা কোন গ্রন্থে নাই। সেইজন্য মনে হয় গোড়ে আসার সময় অপেক্ষা গোড় হইতে ফেরার সময় শ্রীচৈতন্যের আমাইপুরা যাওয়া অধিকতর সম্ভব। বর্দ্ধমান হইয়া নীলাচলে যাওয়ার একটি মাত্র পথ ছিল। ঐ পথেই জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যকে নীলাচল হইতে তাঁহার বাড়ীতে আনিয়াছেন; যথা—

তুঙ্গনা ভদ্রথপাড়া

ছাড়িয়া অশ্বর গড়া

সরো নগরে বাসা করি।

রেমুনা বাঁশদা দিয়া দাতনে রহিলা গিয়া
জলেথরে রহিলা শরীরী ॥^১

ছাড়িয়া দেবশরণ প্রবেশিলা মান্দারণ^২

বর্দ্ধমানে দিলা দরশন । —পৃ. ১৪০

Father of Jayananda Sri Subuddhi Mishra was a disciple of Gadadhar Goswami

জয়ানন্দের পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র “গোস্বামীর পূর্ব শিষ্য” অর্থাৎ গদাধর গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। গ্রন্থের ভণিতা দেখিয়া মনে হয় জয়ানন্দ নিজেও গদাধর গোস্বামীর নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন।

তিনি প্রায়শঃ নিম্নলিখিত ভণিতা দিয়াছেন—

চিস্তিয়া চৈতন্য-গদাধর-পদদ্বন্দ্ব ।

আদিখণ্ড জয়ানন্দ করিল প্রবন্ধ ॥ —পৃ. ৯

বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের শিষ্য বলিয়া ভণিতা দিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ চান্দ জান ।

বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও লিখিয়াছেন, “যহ্নাথ দাস-কৃত শাখানির্ণয়ামৃত পার্শ্বে জানিতে পারি যে তিনি গদাধর পণ্ডিতের শাখাভূক্ত ছিলেন।”^৩ কিন্তু

১ পথের এই ক্রম ভুল। পুরী হইতে বাংলা দেশে আসার পথে প্রথমে জলেথর ও তাহার পরে দাতন পড়ে।

২ “Sarkar Mandaran extended from Nagor in western Birbhum over Raniganj, along the Damodar to above Burdwan, and thence from there over Khand Ghosh, Jehanabad, Chandrokona (western Hughli district) to Mandalghat, at the mouth of the Rupnarayan river.” Blochman's Note on Ain-i-Akbari. Vol. II, page 141

“The Orissa trunk road from Kola on the Rupnarayan through Midnapore to Danton on the frontier of Orissa and the pilgrim Road from Midnapore to Raniganj.”

—Imperial Gazetteer of Bengal, page 307

৩ নগেন্দ্রবাবু যহ্নাথের গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধার করেন নাই। শ্লোকটি এই—

বন্দে চৈতন্যদাসাখ্যং জয়ানন্দ-মহাশয়ম্ ।

প্রকাশিতঃ যেন যত্নাৎ শ্রীচৈতন্যবিলাসকম্ ॥

—শ্রীগোড়ভূমি পত্রিকা, ১৩০৮ সাল; ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩

বসু মহাশয় অগ্রজ লিখিয়াছেন, “তবে অভিরাম গোস্বামির পাদোদক-প্রসাদে—এই ভগিতা-অনুসারে যেন অভিরাম গোস্বামীকে তাঁহার মন্ত্রগুরু বলিয়া বোধ হয়” (চৈতন্যমঙ্গল, মুখবন্ধ পৃ. ৮০)। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পঞ্চম সং পৃ. ৩০৭) ও শ্রীযুক্ত স্বকুমার সেন (বঙ্গভাষা, ১৩৪১ পৌষ, পৃ. ৭৫৬) বসু মহাশয়ের শেষোক্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের ভগিতা, যদুনাথ দাসের শাখা-নির্গম ও গ্রন্থমধ্যে গদাধরের বন্দনা দেখিয়া আমার মনে হয় যে জয়ানন্দ গদাধরেরই শিষ্য।^১

Why the book of Jayananda was not popular

বৈষ্ণবসমাজে জয়ানন্দের গ্রন্থ অনাদৃত হইবার কারণ

যিনি গদাধর গোস্বামীর শিষ্য ও ঋহাকে শ্রীচৈতন্য রূপা করিয়াছিলেন তাঁহার গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে আদৃত হইল না কেন? আমার মনে হয় নিম্নলিখিত তিনটি কারণে বাংলার বৈষ্ণবসমাজ তাঁহার গ্রন্থের আদর করেন নাই :—

(১) জয়ানন্দ গ্রন্থরচনায় বৈষ্ণবীয় রীতি অবলম্বন করেন নাই এবং গোস্বামি-শাস্ত্রে প্রদত্ত শ্রীচৈতন্যের ধর্মমত ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি বাংলা পয়ারের প্রথমেই রাধাকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য বা গুরুদেবকে বন্দনা না করিয়া প্রচলিত হিন্দুরীতি-অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন—

প্রথমে বন্দিব দেব শিবের নন্দনে।

জাঁহার স্মরণে বিষ না রহে ভুবনে ॥

বৈষ্ণব কবিগণ বলেন যে শ্রীচৈতন্যের লীলা শ্রবণ করিলে ভক্তিলভ হয় বা কৃষ্ণরূপা বা শ্রীচৈতন্যরূপা লাভ হয়। কিন্তু জয়ানন্দ বলেন চৈতন্যমঙ্গল গুনিলে তীর্থযাত্রা, অশ্বদান, কন্যাদান, তুলাপুষ্কাদির ফল পাওয়া যায় (পৃ. ৮৪)। জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যের দ্বারা যোগ-সাধনার উপদেশ করাইয়াছেন; যথা—

আউট হাত ঘর থানি তাহে দশ দ্বার।

তার মধ্যে আছে ছয় রসের ভাণ্ডার ॥

১ চৈতন্যমঙ্গলের প্রারম্ভে—

শ্রীপণ্ডিত গোস্বামি বন্দে! বন্দে! নিরন্তর।

জার প্রেমে পূর্ণ হল জঙ্গম স্বাবর।

২৭ পৃষ্ঠায় গদাধরের উচ্চ প্রশংসা আছে। মঙ্গলাচরণে অভিরামের বন্দনা নাই।

একাদশ চোর তাহে দহ্য পাঁচজন ।

গঙ্গাযমুনা নদী বহে সর্বক্ষণ ॥

হংস ক্রীড়া করে তাহে চরে দশানুলে ।

ইকলা পিকলা নাড়ী সুষুম্নার মূলে ॥ —পৃ. ৭৭

এই বর্ণনা যেন বাউলদের দেহতত্ত্বের গানের মতন শোনায় । শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে একদল ভক্ত শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া শূন্যবাদ, একদল যৌগিক বা তাত্ত্বিক সাধনা, একদল কৃষ্ণভাব, একদল গোপীভাবের কথা বলাইয়াছেন । উড়িষ্যার অচ্যুতানন্দ ও শ্রীখণ্ডের নরহরি রূপ-সনাতন অপেক্ষা শ্রীচৈতন্যের কম অন্তরঙ্গ ছিলেন না ; জয়ানন্দও শ্রীচৈতন্যের বেশী পরবর্তী নহেন । এরূপ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকের পক্ষে অচ্যুতানন্দ, নরহরি, জয়ানন্দ প্রভৃতির মত শ্রীচৈতন্যের মত নহে, রূপ-সনাতন এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ-বর্ণিত মতই সত্য মত এরূপ নির্দেশ করা নিরাপদ নহে । তবে রূপ-সনাতনের মতই গোড়বঙ্গে বৈষ্ণবদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বহুলভাবে প্রচারিত হইয়াছে । ঐ মতের সহিত জয়ানন্দের মতের পার্থক্য এরূপ সুস্পষ্ট বলিয়া তাঁহার বই বৈষ্ণবসমাজে আদৃত হয় নাই ।

জয়ানন্দ বলেন যে জালিন্দ্র নামে এক মহাশূর ইন্দ্রপদ-প্রাপ্তির আশায় ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন । জালিন্দ্রের স্ত্রী বৃন্দা খুব সতী ছিলেন বলিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিতেছিলেন না । ইন্দ্রকে জয়ী করিবার জন্ত জনার্দন জালিন্দ্রের রূপ ধরিয়া বৃন্দার সহিত বিহার করিলেন । বৃন্দার সতীত্ব এইরূপে নষ্ট হওয়ায় জালিন্দ্র ইন্দ্র-কর্তৃক নিহত হইল । বৃন্দা জনার্দনের প্রবঞ্চনা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে শাপ দিলেন “পাষণ শরীর হউক সে দেহ ছাড়িঞা ।” কৃষ্ণ বলিলেন—

আমি দেহ ছাড়ি হব শালগ্রাম শিলা ।

তুমি তুলসী বৃন্দা পূর্বে লক্ষ্মী আছিল ।

মথুরা যে বৃন্দা তোমার বনস্থলী ।

সেই বৃন্দাবনে সে করিব রসকেলি ॥

তারপর

শালগ্রাম শিলা হৈলা গণ্ডকী-নিবাসী ।

দেহ ছাড়িয়া বৃন্দা হইলা তুলসী ॥ —পৃ. ১৩১-৩৩

কোন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব এরূপ কাহিনী শ্রদ্ধার সহিত পড়িতে পারেন না।

(২) জয়ানন্দ-বর্ণিত শ্রীচৈতন্যলীলা-বর্ণনা-মধ্যে ঐতিহাসিক ক্রম বিন্দুমাত্র নাই। তাহার ফলে শ্রীচৈতন্যের প্রেম-ভক্তির ক্রমবিকাশ লক্ষিত হয় না। তিনি শ্রীচৈতন্যলীলাকে নয় খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন। আদিখণ্ডে পাপ-ভারাক্রান্ত পৃথিবীর দুঃখ দেখিয়া হরি চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইবার সঙ্কল্প করিলেন। অনন্তর নদীয়াখণ্ডে শ্রীচৈতন্যের জন্ম, বাল্যলীলা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, পিতৃবিয়োগ, গয়াগমন, দুইবার বিবাহ, ভক্তগণ-সঙ্গে কীর্তন ও জগাই-মাধাই-উদ্ধার বর্ণিত হইয়াছে। জয়ানন্দ বিশ্বস্তরের পিতৃবিয়োগের পরই তাঁহার গয়াগমন ও ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা-গ্রহণ বর্ণনা করিয়াছেন ; তারপর একে একে তাঁহার দুই বিবাহের কথা লিখিয়াছেন। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের মনে যে কিরূপে প্রেমভক্তির উদয় হইল তাহা বর্ণিত হইল না। শ্রীচৈতন্যলীলার মাধুর্য্যের সর্বপ্রধান কথা এইরূপে অকথিত রহিয়া গেল। অতঃপর বৈরাগ্য-খণ্ড। জয়ানন্দের মতে শ্রীচৈতন্যের মনে সহসা বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি সংসারের অসারতা-সম্বন্ধে সকলকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। বৈরাগ্যখণ্ডে এইরূপ উপদেশ-প্রদান ছাড়া আর বিশেষ কোন ঘটনার উল্লেখ নাই। তারপর সম্মাসখণ্ডে কাটোয়া ও শান্তিপুরের ঘটনা। পঞ্চম, উৎকলখণ্ড—শান্তিপুর হইতে পুরী-যাত্রা ও প্রতাপরুদ্রের প্রতি রূপা। ষষ্ঠ, তীর্থখণ্ড, দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ (পৃ. ১০৪) ; সেতুবন্ধ-দর্শন বর্ণনা করিয়া কবি লিখিতেছেন—

সঙ্গীত উৎকল খণ্ড

অক্ষয় অমৃত কুণ্ড

কর্ণরঞ্জে জগজন পিয়ে।

পরে রামানন্দ-মিলনের সময় লিখিতেছেন—

চিস্তিয়া চৈতন্য-গদাধর পদদ্বন্দ্ব।

আনন্দেতে তীর্থখণ্ড গাএ জয়ানন্দ ॥ —পৃ. ১০৫

১০৫ হইতে ১০৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রত্যেক অঙ্কচ্ছেদের পর এইরূপ ভণিতা আছে। তারপর ১০৯ হইতে ১৩৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রকাশখণ্ড। কিন্তু ১৩৫ পৃষ্ঠায় কবি আবার লিখিতেছেন—

এই অবধি প্রকাশখণ্ড হৈল সাক্ষ।

তীর্থযাত্রা করিলেন ঠাকুর গৌরাক্ষ ॥

কবির মনে শ্রীচৈতন্যের তীর্থভ্রমণ-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ষষ্ঠ, তীর্থখণ্ডে, রায় রামানন্দ-মিলন, রামানন্দের পুরীতে আগমন, রামানন্দের প্রতি উপদেশ। তারপর সপ্তম, প্রকাশখণ্ডে শ্রীচৈতন্য-কর্তৃক জগন্নাথের মহিমার বর্ণনা, সার্বভৌম-উদ্ধার, প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা ও শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া বৃন্দা-জালিন্দ্রের কাহিনীর গ্রায় কতকগুলি কাহিনীর বর্ণনা। তারপর আবার সপ্তম নাম দিয়া তীর্থখণ্ডে বৃন্দাবন-দর্শন এবং

মথুরা দেখিয়া তবে গেলা সেতুবন্ধ ॥

শিবকাঞ্চি বিষ্ণুকাঞ্চি মধ্যে মহারণ্য।

দ্রাবিড় ডাহিনে খুঞা চলিলা চৈতন্য ॥ —পৃ. ১৩৬

অষ্টম, বিজয় খণ্ড—ইহাতে শ্রীচৈতন্যের গোড়যাত্রা ও তিরোধান-বর্ণনা। কবি উত্তরখণ্ডে সব ভুল সামলাইয়া লইয়াছেন। উত্তরখণ্ডের ১৪৫ হইতে ১৪৯ পৃষ্ঠা মুখ্যতঃ শ্রীচৈতন্যভাগবতের সংক্ষিপ্তসার। শ্রীচৈতন্যভাগবতে যে-সকল ঘটনার বর্ণনা আছে, অথচ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে নাই, সে-সকল ঘটনার সূত্র উত্তরখণ্ডে আছে। এরূপ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি—নিমাইকে চোরে লইয়া যাওয়া, জগদীশ হিরণ্যের ঘরে নৈবেদ্য খাওয়া, তৈথিক বিপ্লের কাহিনী, দিগ্বিজয়ীর পরাভব, বিশ্বস্তরের বঙ্গদেশে গমন। জয়ানন্দ বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত পড়িয়াছিলেন মনেহ নাই; তবে লীলা-বর্ণনার সময়ে শ্রীচৈতন্যভাগবত দেখিয়া লেখেন নাই।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে ঐতিহাসিক ঘটনার ক্রম-বিপর্যয় ঘটিবার অন্ততম কারণ হয়ত এই যে তিনি ক্রম-সম্বন্ধ সম্পূর্ণ গ্রন্থ লিখিতে বসেন নাই। তিনি নয়টি গানের পালা বাঁধিয়াছিলেন। এক একটি পালারচনার সময় মূল ঘটনার আনুশঙ্গিক যত ঘটনা সব দিয়াছেন। তাই জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর পরই বিশ্বস্তরের গম্মায় গমন-বর্ণনা—কেন-না মৃত্যু, শ্রীকৃষ্ণ, গম্মায় পিণ্ডান প্রভৃতি পরস্পর সংশ্লিষ্ট। সেইজন্মই উৎকলখণ্ডে একবার শ্রীচৈতন্যের তীর্থভ্রমণ-বর্ণনা, আবার তীর্থখণ্ডে আর একবার তাহারই বর্ণনা। জয়ানন্দ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তাহার বই পালাগানের বই; যথা—

ইবে শব্দ চামর সঙ্গীত বাস্তবসে।

জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল গাএ শেষে ॥ —পৃ. ৩

পালাগান করিয়া গৃহস্থ জনসাধারণের মনোরঞ্জন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার পালাগান শুনিবার জন্য অনেক জ্বীলোক উপস্থিত হইত ; যথা—

সর্ব লোক হরিবোল জয়ানন্দ বলে ।

জয় জয় দেহ তবে জ্বীলোক সকলে ॥ —পৃ. ৮৩

লোকে যাহাতে চৈতন্যমঙ্গল পালা গান করায় তাহার জন্য কবি আশীর্বাদ করিয়াছেন যে চৈতন্যমঙ্গল পালা দিলে মনের মতন ছেলে হইবে (পৃ. ১৫২)। গৃহস্থ-ঘরে যে পালা গান হইবে তাহাতে শুধু শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের কথা থাকিলে চলিবে কেন ? নানারূপ পৌরাণিক কাহিনী গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জন করা দরকার। তাই ছাপা ১৫২ পৃষ্ঠার বইয়ে ঋষচরিত্র (পৃ. ৬৩-৭০), জড়ভরত (পৃ. ৭৩-৭৬), কৃষ্ণলীলার সংক্ষিপ্তসার (পৃ. ১০৭-৮), জগন্নাথক্ষেত্র-মহিমা (পৃ. ১০৯-২৩), সত্যবতী-কাহিনী (পৃ. ১২৭-২৮), জুয়াড়ীর কাহিনী (পৃ. ৩১-৩৩), অজামিল উপাখ্যান প্রভৃতির দ্বারা তিনি প্রায় ৪৪ পৃষ্ঠা ভর্তি করিয়াছেন, আর দশ-বার পাতায় আছে সংসারের অনিত্যতা ও বৈরাগ্য-বিষয়ে শ্রীচৈতন্যের উপদেশ ।^১

(৩) বৈষ্ণবসমাজে জয়ানন্দের গ্রন্থ আদৃত না হইবার তৃতীয় কারণ এই যে তিনি বিশেষ অহুসন্ধান না করিয়া এমন অনেক সংবাদ লিখিয়াছেন যাহা ভ্রান্ত। ইহার দৃষ্টান্ত পরে দিব।

When Chaitanyamangal was written

চৈতন্যমঙ্গল-রচনার কাল

জয়ানন্দ বলেন যে তাঁহার গ্রন্থ রচনার পূর্বে সার্কভৌম চৈতন্যসহস্রনাম, বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবত, গোপাল বসু চৈতন্যমঙ্গল ও পরমানন্দ গুপ্ত গৌরাঙ্গবিজয়-গীত লিখিয়াছিলেন (পৃ. ৩)। সম্ভবতঃ জয়ানন্দের পরমানন্দ গুপ্ত বৃন্দাবনদাস-কথিত—

প্রসিদ্ধ পরমানন্দ গুপ্ত মহাশয় ॥

পূর্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের আশ্রয় ॥ —চৈ. ভা., ৩।৬।৪৭৫

গোপাল বসুর “চৈতন্যমঙ্গল”-এর কোন খবর পাওয়া যায় নাই।

জয়ানন্দ কোন্ সময়ে চৈতন্যমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ যদি ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রচিত হইয়া থাকে, তবে তাহার অন্ততঃ ১০।১২ বৎসর পরে জয়ানন্দের গ্রন্থ-রচনার কাল ধরিতে হয়; কেন-না বৃন্দাবনদাসের সময় হয়ত বীরভদ্রের প্রভাব বিশেষ বিস্তৃত হয় নাই, কিন্তু জয়ানন্দ “বীরভদ্র গোসাঞির প্রসাদ মালা পাঞা” (পৃ. ৩) পালা রচনা করিয়াছেন। আর বৃন্দাবনদাসের সময় বৈষ্ণবধর্ম জীবিকানির্বাহের উপায়রূপে ব্যাপকভাবে অবলম্বিত হয় নাই, অর্থাৎ churchianity খুব বেশী প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু জয়ানন্দের সময়ে অনেকে ঠাকুর-বাড়ী করিয়া পেট চালাইতেছেন দেখিতে পাই; যথা—

কোন দেবালয়ে কেহ সেই বৃত্তি করি।

পরিবার পুষিবেক বৈষ্ণব রূপ ধরি ॥ —পৃ. ৭১

বৈষ্ণব নেতৃবৃন্দের ঐশ্বর্য্য হইয়াছে !

নানা অলঙ্কারে কেহ দিবা পরিচ্ছেদে।

দোলাএ ঘোড়াএ জাব কেহো মহাস্ত সপদে ॥ —পৃ. ৭১

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মতে সন্ন্যাসের পঞ্চমবর্ষে বিজয়াদশমীর পর (২।১৬।৮৫, ৯৩) শ্রীচৈতন্য গোড়দেশে আসেন। ঐ সময় ১৪৩৬ শক, ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দ। ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে জয়ানন্দকে কোলে করিয়া রোদনীকে রাধিতে হইয়াছিল, সুতরাং তখন জয়ানন্দের বয়স এক বৎসরেরও কম; অর্থাৎ ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে জয়ানন্দের জন্ম। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি তিনি পালা রচনা শেষ করিয়াছিলেন ধরিলে, ঐ সময় তাঁহার বয়স হয় ৪৭ বৎসর। শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের দুই বৎসর পরে বীরভদ্রের জন্ম ধরিলে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বয়স হয় ২৫ বৎসর। ঐ সময়ে তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের বেশী পরে চৈতন্যমঙ্গল রচিত হইলে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচিত শাস্ত্রের ছাপ তাহার উপর পড়িত।

জয়ানন্দ শোনা কথার উপর নির্ভর করিয়া অনেক ঘটনা লিখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার গ্রন্থে এইসব মারাত্মক ভুল খবর রহিয়া গিয়াছে।

Serious misinformation in Jayananda's Chaitanyamangal

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে ভুল খবর

(১) জয়ানন্দ জগন্নাথ মিশ্রকে খুব বড়লোক করিয়া আঁকিয়াছেন ;
 যথা— Jagannath Mishra was very rich which is not true as he was a poor householder.

লিখিতে না পারি দাস দাসী যত
 মিশ্রের মন্দিরে খাটে । —পৃ. ১০

তাঁহার মতে নিমাইয়ের গায়ে “মণিমুক্তাপ্রবালহার” ছিল (পৃ. ১০)। মুরারি
 গুপ্ত দাসদাসী বা ঐশ্বর্যের কথা কিছুই লেখেন নাই। বৃন্দাবনদাস স্পষ্টই
 বলিয়াছেন—

শুনি জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের আখ্যান ।
 আনন্দে বিহ্বল বিপ্রে দিতে চাহে দান ॥
 কিছু নাই সুদরিদ্র তথাপি আনন্দে ।
 বিপ্রে চরণ ধরি মিশ্রচন্দ কান্দে ॥ —১।২।২৬

(২) জয়ানন্দ বলেন যে নিত্যানন্দ “অষ্টাদশ বৎসরে ছাড়িল গৃহবাস ।”
 নিত্যানন্দের প্রিয়শিষ্য বৃন্দাবনদাস বলেন— Nityananda Prabhu left home when he was
 12 years old not 18 years.

হেন মতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে ।
 নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে ॥ —১।৬।৬৬

নিত্যানন্দের জীবনী-সম্বন্ধে জয়ানন্দ অপেক্ষা বৃন্দাবনদাসের উক্তি ঢের বেশী
 নির্ভরযোগ্য। জয়ানন্দ নিত্যানন্দকে ঐশ্বরপুরীর শিষ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন
 (পৃ. ১১) ; কিন্তু বৃন্দাবনদাস বলেন নিত্যানন্দের সহিত মাধবেন্দ্রপুরীর
 সাক্ষাৎকার হইয়াছিল এবং তাঁহার

ঐশ্বরপুরী ব্রহ্মানন্দপুরী আদি যত ।
 সর্বশিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে রত ॥ —১।৬।৬২

Biswambhar seldom engaged in Kirtan not immersed in it when he was a student.

(৩) জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে বিশ্বম্ভর পড়ুয়া অবস্থাতেই কীর্তনে উন্মত্ত
 হইয়াছিলেন (পৃ. ২৫) ; কিন্তু অগ্রাণ্ড সকল চরিত-লেখকই বলেন যে
 কদাচিৎ ভাব প্রকাশ করিলেও গয়া হইতে ফিরিবার পূর্বে শ্রীচৈতন্য কীর্তনে
 বিশেষ রত ছিলেন না।

(৪) জয়ানন্দ বলেন যে জগন্নাথ মিশ্রের পরলোক-গমনের পরেই বিশ্বম্ভর গয়ায় শ্রাদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। গয়া হইতে ফিরিবার পর লক্ষ্মীকে বিবাহ, পূর্ববঙ্গে গমন, লক্ষ্মীর দেহ-ত্যাগ ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ—একুপ ঘটনা আর কোন চৈতন্যচরিতে নাই। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে মুরারি গুপ্ত নিমাইয়ের সহিত গয়ায় গিয়াছিলেন। এই মুরারি গুপ্ত তাঁহার কড়চায় বলেন যে

As per Murari Gupta Nimai went to Gaya after his marriage to Vishnupriya when he was a teacher.

বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিবাহের পর অধ্যাপক অবস্থায় নিমাই পণ্ডিত গয়ায় গিয়াছিলেন এবং গয়া হইতে ফিরিবার পর তাঁহার ভাব-প্রকাশ আরম্ভ হয় (১১৫ সর্গ)। জয়ানন্দ আরও বলেন যে

হরিদাস ঠাকুর পণ্ডিত গদাধর।

গোপীনাথ মুরারি মুকুন্দ বক্রেস্বর ॥

জগদানন্দ গোবিন্দ আচার্য্যরত্ন সঙ্গে।

গয়া যাত্রা করিলেন নবদ্বীপ-থণ্ডে ॥ —পৃ. ৩২

জয়ানন্দ ব্যতীত অন্যান্য চৈতন্যচরিত-লেখক যখন বলিতেছেন যে গয়া যাইবার পূর্বে নিমাই ভক্ত হয়েন নাই, তখন হরিদাস ঠাকুর বা বক্রেস্বরের দ্বারা প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তি যে তাঁহার সঙ্গে গয়ায় গিয়াছিলেন তাহা সম্ভব মনে হয় না। মুরারি গুপ্ত কোন সঙ্গীর নাম দেন নাই। কবিকর্ণপুর মহাকাব্যে লিখিয়াছেন যে বিশ্বম্ভরের সহিত তাঁহার মেসো আচার্য্যরত্ন গিয়াছিলেন (৪২১)। বৃন্দাবনদাস বলেন “যাত্রা করি চলিলা অনেক শিষ্য লইয়া” (১১২/১৩১)। সম্ভবতঃ গোপীনাথ, আচার্য্যরত্ন এবং কয়েকজন ছাত্র তাঁহার সহিত গয়ায় গিয়াছিলেন।

(৫) জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

দুর্গম পথ পরিহরি মগধে প্রবেশ করি

রাজগিরি ঈশ্বরপুরী বৈসে।

গোপালমন্ত্র দশাক্ষর প্রেমভক্তি শক্তিধর

ঈশ্বরপুরী কহিল উদ্দেশে ॥ —পৃ. ৩৩

As per Murari Gupta, Kabikarnapur and Vrindavandas Nimai's initiation had happened at Gaya from Ishwar Puri (Given Gopal mantra to Nimai), not at Rajgiri of Magadha.

মুরারি গুপ্ত (১১৫/১৬), কবিকর্ণপুর (৪৫৬) ও বৃন্দাবনদাস (১১২/১৩৩) বলেন যে শ্রীচৈতন্যের দীক্ষা গয়ায় হইয়াছিল। জয়ানন্দ যখন ইহাদের পরে বই লিখিয়াছেন তখন তাঁহার পক্ষে যে ইহাদের চেয়ে বেশী খবর পাওয়ায়

স্ববিধা হইয়াছিল তাহা মনে হয় না। শ্রীচৈতন্যের কোথায় দীক্ষা হইয়াছিল তাহা মুরারি নিশ্চয়ই জানিতেন।

Nimai met Madhavendra Puri at Gaya is not correct.

(৬) জয়ানন্দের মতে গয়ায় বিশ্বম্ভরের সহিত মাধবেন্দ্রপুরীর সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। কিন্তু বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিত্যানন্দ ও অষ্টমতের সহিত মাধবেন্দ্রের মিলন বর্ণনা করিলেও শ্রীচৈতন্যের সহিত মাধবেন্দ্রের দেখা-সাক্ষাতের কথা লেখেন নাই। খুব সম্ভব বিশ্বম্ভরের গয়া-গমনের পূর্বেই মাধবেন্দ্রপুরী পরলোক-গমন করিয়াছিলেন।

(৭) জয়ানন্দের মতে বিশ্বম্ভর—

After hearing the passing away of wife Lakshmi Nimai had danced in joy is not correct.

লক্ষ্মীর বিয়োগ-কথা লোক-মুখে শুনি।

প্রেমানন্দে কীর্তনে নাচেন দ্বিজমণি ॥ —পৃ. ৫০

বৃন্দাবনদাস বলেন—

পত্নীর বিজয় শুনি গৌরাজ শ্রীহরি।

ক্ষণেক রহিল কিছু হেট মাথা করি ॥

প্রিয়ার বিরহ-দুঃখ করিয়া স্বীকার।

তৃষ্ণা হই রহিলেন সর্ববেদ-সার ॥ —১।১০।১০৮

As per Kabikarnapur Nimai had taken monastic vow at the age of 24 not 28.

(৮) জয়ানন্দের মতে বিশ্বম্ভর বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও আটশ বৎসর সন্ন্যাস-জীবন যাপন করেন (পৃ. ১৮৭)। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের মাত্র নয় বৎসর পরে লেখা কবিকর্ণপুরের মহাকাব্যে পাওয়া যায় যে শ্রীচৈতন্য ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস লইয়া, তিন বৎসর তীর্থ-ভ্রমণাদি করেন ও বিশ বৎসর নীলাচলে বাস করেন। কবিকর্ণপুরের উক্তি জয়ানন্দের বর্ণনা অপেক্ষা অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। যে লেখক শ্রীচৈতন্য কত বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, কত দিন নীলাচলে ছিলেন, তাহার খোঁজ-খবর রাখিতেন না, তাহার প্রত্যেকটি কথা বিশেষভাবে যাচাই করিয়া দেখা প্রয়োজন।

(৯) সন্ন্যাস-গ্রহণ করিতে যাইবার সময়ে বিশ্বম্ভর নাকি

আগম নিগম গীতা গোবিন্দের কান্ধে।

করক কোপীন কটিমুত্র তাহে বান্ধে ॥ —পৃ. ৮৬

প্রেমাবেগে যিনি স্নেহময়ী জননী ও প্রেমময়ী পত্নীকে ছাড়িয়া চলিয়াছেন, তিনি আগম নিগম গীতা সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইবেন ইহা বিশ্বাস করা কঠিন।

(১০) জয়ানন্দের মতে সন্ন্যাসের সময়ে

শান্তিপু্রে গেলা গোবিন্দানন্দ আনন্দিত হৈঞা।

নবদ্বীপে মুকুন্দেরে দিলা পাঠাইঞা ॥ —পৃ. ২০

মুরারি গুপ্ত (৩৪১৩) ও বৃন্দাবনদাস (৩১১৩৭৪) বলেন যে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইয়াছিলেন।

As per Murari, Kabikarnapur, Vrindavandas disciple of Nityananda Nityananda was with Sri Chaitanya from Shantipur to Puri.

(১১) মুরারি, কবিকর্ণপুর, নিত্যানন্দ-শিষ্য বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিপুর্ হইতে নীলাচলে গিয়াছিলেন, কিন্তু জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে আগে যাইয়া পুরীতে বাস করিতে বলিলেন—

তুমি আগে রহ গিয়া জগন্নাথ-ক্ষেত্রে।

আমি সর্ব পারিষদে যাব তোমার পত্রে ॥

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শ্রীরামদাস সঙ্গে।

পরমেশ্বর সুন্দরানন্দ গেলা নিজ রঙ্গে ॥ —পৃ. ২০

পরে আবার সূত্র লেখার সময়ে তিনি বলিয়াছেন—

নিত্যানন্দ আগে পলাইল নীলাচলে।

নিভূতে রহিল কেহ দেখিতে না পারে ॥ —পৃ. ১৪৮

(১২) জয়ানন্দ বলেন মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে শান্তিপুর্ হইতে নীলাচলে গিয়াছিলেন।

মদ্রেশ্বর কূলে

বিষ্ণু হরি দেখিঞা

কহিলা মুরারি গুপ্তে। —পৃ. ২৬

মুরারি গুপ্ত নিজে কিন্তু বলেন নাই যে তিনি শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে গিয়াছিলেন। অত্ৰ কোন চরিতকারও মুরারি গুপ্তকে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।

(১৩) জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথের আদেশে কটকে

গিয়া প্রতাপরুদ্রকে রূপা করেন। শ্রীচৈতন্যের ন্যায় প্রেমোন্মত্ত সন্ন্যাসী রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কটকে যাইবেন, ইহা অসম্ভব। জয়ানন্দের মতে রাজা সদলবলে দিব্য পরিচ্ছদে হাতীতে চড়িয়া যাইতেছেন। রাজার পাট-হাতী শ্রীচৈতন্যকে দেখিয়া মাথা নোয়াইল।

দেখিয়া রাজার বড় বিস্ময় জন্মিল।

হস্তী হইতে লাফ দিঞা ভূমিতে পড়িল ॥ —পৃ. ১০৩

শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে রূপা করিলেন। তারপর

রাজার শতেক স্ত্রী প্রধান চন্দ্রকলা।

গৌরচন্দ্র দিলা তাঁরে গলার দিব্য মালা ॥ —পৃ. ১০৩

যাঁহারা “গোবিন্দদাসের কড়চা”য় বর্ণিত বারমুখী বেশার উদ্ধার-কাহিনী লইয়া ঘোর আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাঁহারা জয়ানন্দকে ছাড়িয়া দিলেন কেন?

জয়ানন্দ আর এক বার অন্য স্থানে (পৃ. ১২৬) প্রতাপরুদ্র-উদ্ধার-কাহিনী অন্য ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এ বারে রাজাই শ্রীচৈতন্যের কাছে পুরীতে আসেন।

সার্কভৌম-মুখে রাজা শুনিয়া সকল।

চৈতন্য ভেটিতে রাজা যায় নীলাচল ॥ —পৃ. ১২৫

শ্রীচৈতন্য যদি আগেই রাজাকে রূপা করিয়া থাকেন, তবে আর রাজার পক্ষে সার্কভৌমের নিকট সকল কথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্য দেখিতে আসিবার প্রয়োজন কি ছিল? যাহা হউক জয়ানন্দ বলেন, জ্যৈষ্ঠ মাসের “স্নানযাত্রা পৌর্ণমাসী দিনে শ্রীচৈতন্য প্রতাপরুদ্র”কে অষ্টবাহু রূপ দেখাইলেন। শ্রীচৈতন্য যদি রাজপণ্ডিত সার্কভৌমকে ষড়্ভূজ মূর্তি দেখাইয়া থাকেন, তাহা হইলে স্বয়ং রাজাকে আর দুইখানি বেশী হাত না দেখাইলে রাজসম্মান বজায় থাকে কিরূপে? তাই বোধ হয় জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যের অষ্টবাহুর কথা লিখিয়াছেন। প্রতাপরুদ্রের উদ্ধার-কাহিনীর ঐতিহাসিকতা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিচার-প্রসঙ্গে আলোচনা করিব।

(১৪) জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য রামানন্দকে কৃষ্ণভক্ত না হওয়ার জন্য অনেক ভৎসনা করিলেন (পৃ. ১০৪)।

শ্রীচৈতন্য বলিতেছেন—

শূকর কুটিরে তুমি হইয়াছ বিভোর ।
হেন দেখে না পাইলে বৈষ্ণবের কোল ॥

রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎকারের পূর্বেই “জগন্নাথবল্লভ নাটক” লিখিয়াছিলেন। যিনি ঐরূপ নাটক লিখিতে পারেন তাঁহাকে যে শ্রীচৈতন্য ঐভাবে ভৎসনা করিলেন ইহা অসম্ভব। রায় রামানন্দের সহিত শ্রীচৈতন্যের যেরূপ কৃষ্ণ-কথার আলোচনা হইয়াছিল বলিয়া অগ্ৰাণ্ণ লেখক বর্ণনা করিয়াছেন, জয়ানন্দ তাহার ইঙ্গিতও করেন নাই।

(১৫) জয়ানন্দ বলেন যে শ্রীচৈতন্য যখন বৃন্দাবন-ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন রূপ ও সনাতনের সহিত তাঁহার দেখা হয়।

হেন কালে দবির খাস ভাই দুইজনে ।
দেখিয়া চৈতন্য চিনিলেন ততক্ষণে ॥ —পৃ. ১৩৬

রূপ-সনাতনের জীবনী-সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য; কেন-না তিনি উহাদের সঙ্গ পাইয়াছিলেন। তিনি বলেন যে শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন হইতে যখন ফিরিতেছেন, তখন প্রয়াগে শ্রীরূপের সহিত ও কাশীতে সনাতনের সহিত তাঁহার দেখা হয়।

(১৬) জয়ানন্দ জগন্নাথ মিশ্রের পিতার নাম লিখিয়াছেন জনার্দন (পৃ. ৮৮)। কিন্তু কবিকর্ণপুর গৌরগণোদেশ-দীপিকায় (৩৫ শ্লোক) ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ চরিতামৃত (১১৩৭/৫৪) তাঁহার নাম লিখিয়াছেন উপেন্দ্র মিশ্র। চরিতামৃতের মতে জনার্দন জগন্নাথের ভাইয়ের নাম, স্বতরাং উহা উপেন্দ্র মিশ্রের নামান্তরও হইতে পারে না।

New information in Sri Chaitanyamangal on political & economical situation of 16th century

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে নূতন তথ্য

জয়ানন্দ এমন অনেক নূতন সংবাদ দিয়াছেন, যাহা ষোড়শ শতাব্দীর অণু কোন বইয়ে পাওয়া যায় না। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা-সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণনা সমসাময়িকের উক্তি-হিসাবে খুবই মূল্যবান। কিন্তু শ্রীচৈতন্য বা তাঁহার সঙ্গিগণের সম্বন্ধে তাঁহার প্রদত্ত এই প্রকার নূতন তথ্য কত দূর সত্য তাহা যাচাই করিয়া লইবার উপায় নাই। তিনি জনপ্রবাদ যেমন

ভাবে শুনিয়াছিলেন তেমনি লিখিয়াছেন। অত্ৰ কোন চরিতকার অমুরূপ কোন ঘটনা বা কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন নাই। জয়ানন্দ-প্রদত্ত এইরূপ কতকগুলি তথ্য নিয়ে লিখিতেছি।

(১) জয়ানন্দ বলেন যে

চৈতন্য গোসাঞির

পূর্বপুরুষ

আছিল যাজপুরে।

শ্রীহট্ট দেশে

পালাঞা গেল

রাজা ভ্রমরের ডরে ॥ —পৃ. ৯৬

As per some forefathers of Sri Chaitanya were from Jajpur, Odisha and left for Srihatta due to fear from King Kapilendra Deb (alias Bhramara)

নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন যে এই “ভ্রমর” কপিলেন্দ্র দেব, কেন-না তাঁহার গোপীনাথপুর শিলালিপিতে “ভ্রমর” উপাধি দেখা যায়। কিন্তু কপিলেন্দ্র ১৪৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের জন্মের ৫১৫২ বৎসর পূর্বে রাজ্যাধিরোহণ করেন। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে কপিলেন্দ্র রাজা হওয়ার পরেই শ্রীচৈতন্যের পূর্বপুরুষ যাজপুর হইতে শ্রীহট্টে পলায়ন করেন, তাহা হইলে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে মিশ্র-বংশের তিন বার (যাজপুর, শ্রীহট্ট, নবদ্বীপ) বাসস্থান-পরিবর্তনের কথা স্বীকার করিতে হয়। জয়ানন্দের কথায় বিশ্বাস করিয়া উড়িয়া লেখকেরা শ্রীচৈতন্যকে উড়িয়া বলিয়া দাবী করিতেছেন।^১ কিন্তু শ্রীচৈতন্য পাশ্চাত্য বৈদিককূলে বাৎস্রগোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মুরারি গুপ্তের কড়চা এবং শ্রীচৈতন্যের আত্মীয় ও কুটুম্বের বংশধরদের নিকট হইতে জানা যায়; আমি আমার উড়িয়া বন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—উড়িয়ার ব্রাহ্মণদের মধ্যে পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণী বলিয়া কোন শ্রেণী আছে কি না; তাঁহারা বলিলেন একরূপ শ্রেণী উড়িয়ায় নাই। সেইজন্য শ্রীচৈতন্যের পূর্বপুরুষ যাজগ্রামে বাস করিয়াছিলেন, এ কথা তর্কের খাতিরে স্বীকার করিলেও, তাঁহারা যে উড়িয়া ছিলেন তাহা মানিয়া লইতে পারিলাম না।

১ তারিখীচরণ রথ লিখিয়াছেন—

“Chaitanya himself emerged from a highly learned and respectable Oriya Brahmin family of Orissa and had migrated for a time to Bengal owing to disagreement with the king of Orissa.” J. B. O. R. S., Vol. VI, pt. III, p. 448

(২) জয়ানন্দের মতে শচীঠাকুরাণী গদাধর পণ্ডিতের নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন।

আই ঠাকুরাণী বন্দে। চৈতন্যের মাতা।

পণ্ডিত গোসাঞি যার দীক্ষামন্ত্র-দাতা ॥ —পৃ. ২

Basudha and Janhabī (wives of Nityananda Prabhu?)

(৩) সূর্য্যদাস সারথেলের কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীর নাম অশ্রাণ্ড গ্রন্থে পাওয়া যায়। জয়ানন্দ চন্দ্রমুখী নামে অশ্রাণ্ড একটি কন্যার নাম এমন ভাবে লিখিয়াছেন যে মনে হয় তিনিও নিত্যানন্দ-প্রভুর রূপাপাত্রী ছিলেন।

সূর্য্যদাস নন্দিনী শ্রীমতী চন্দ্রমুখী।

নিত্যানন্দ-প্রেমময়ী শ্রীবসুজাহ্নবী ॥ —পৃ. ৩

(৪) নিত্যানন্দ প্রভু একচাকা গ্রামে জন্মিয়াছিলেন। জয়ানন্দ বলেন একচাকা খলকপুর (পৃ. ৮)। তাঁহার মতে নিত্যানন্দের গার্হস্থ্যাশ্রমের নাম ছিল বোধ হয় অনন্ত।

একচাকা খলকপুর পদ্মাবতী কক্ষে।

জন্মিলা অনন্ত মাঘমাস শুক্লপক্ষে ॥ —পৃ. ১১

বৃন্দাবনদাস বহু বার ‘অনন্ত’ নাম উল্লেখ করিয়া বন্দনা করিয়াছেন। তবে তাঁহার লেখা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় না যে তিনি নিত্যানন্দকে অনন্ততত্ত্বরূপে স্তুতি করিয়াছেন কি না।^১

(৫) মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন যে জগন্নাথ মিশ্র রঘুনাথের উপাসক ছিলেন। কিন্তু জয়ানন্দ বলেন যে জগন্নাথ মিশ্র “শ্রীভাগবত পাঠ করেন গোবিন্দ-সমীপে” (পৃ. ১১)।

(৬) শ্রীচৈতন্য ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; বিশ্বরূপ তাঁহার অপেক্ষা বোধ হয় ৭৮ বৎসরের বড়; কেন-না জয়ানন্দ বলেন যে নিমাইয়ের চূড়ামঙ্গলিয়া (কর্ণবেধ) ও বিশ্বরূপের উপনয়ন একই সময়ে হইয়াছিল (পৃ. ১৭)।

১ বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন—

দ্বিজ বিপ্র ব্রাহ্মণ যে হেন নাম-ভেদ।

এই মত নিত্যানন্দ অনন্ত বলদেব ॥ —পৃ. ৫০

শ্রীচৈতন্যভাগবতে অনন্ত নাম ৩৫, ৪০, ৪৩, ৪৫, ৪৭, ৫০, ৫১, ৫৬, ৬২, ১২৪, ১৩১, ১৪২ ও ১৫৭ পৃষ্ঠায় আছে।

১৪৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালায় একপ্রকার অরাজকতা চলিতেছিল। জয়ানন্দ লিখিতেছেন যে বিশ্বরূপের জন্মের পর “আচক্ষিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।”

পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।

উচ্ছেদ করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ ॥

পিরল্যার বর্তমান নাম পারুলিয়া ; নবদ্বীপ ও পূর্বস্থলীর মাঝখানে এই গ্রাম।
ঐ অত্যাচারের সময়ে—

বিশারদ-স্মৃত সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য।

সবংশে উৎকলে গেলা ছাড়ি গোড়রাজ্য ॥

(৭) জয়ানন্দের মতে নিমাইয়ের ধাত্রীমাতার নাম নারায়ণী। ধাত্রীমাতা নারায়ণীর কথা বা নাম অত্র কোন চৈতন্যচরিতে নাই। দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনায় পাওয়া যায়—

শ্রীনারায়ণী দেবী বন্দিব সাবধানে।

আলবাটী প্রভু যাকে কহিলা আপনে ॥

(৮) হরিদাস ঠাকুরের পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে তাঁহার বাড়ী ভাটকলাগাছি গ্রামে এবং

উজ্জ্বলা মায়ের নাম বাপ মনোহর।

As per Murari and Kabikarnapur Haridas Thakur was muslim

কিন্তু হরিদাস ঠাকুর যে যবনকুলে জন্মিয়াছিলেন তাহা মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন এবং কবিকর্ণপুর গণোদ্দেশদীপিকায় মুরারির কথাটি উদ্ধৃত করিয়া সমর্থন করিয়াছেন (শ্লোক ২৪-২৫)।

(৯) বিশ্বম্ভরের সহিত মিলিত হইবার জন্ত নিত্যানন্দ বারাণসী হইতে নবদ্বীপে আসিলেন (পৃ. ৫৪)। নবদ্বীপে আগমনের অব্যবহিত পূর্বে নিত্যানন্দ কোথায় ছিলেন তাহা অত্র কোন গ্রন্থ হইতে জানা যায় না।

(১০) বিশ্বম্ভরের সম্মাস-গ্রহণ-বর্ণনা-উপলক্ষে জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যের বংশ-তালিকা নিম্নলিখিতভাবে দিয়াছেন—

- | | | |
|-------------------|---------------|----------------------------|
| (১) ক্ষীরচন্দ্র | (২) বিরূপাক্ষ | (৩) রামকৃষ্ণ দ্বিধ্বিজয় |
| (৪) ধনঞ্জয় মিশ্র | (৫) জনার্দন | (৬) জগন্নাথ মিশ্র। —পৃ. ৮৮ |

যে লেখক বিশ্বস্তর কত বৎসর বয়সে সম্যাস লইয়াছিলেন জানেন না, তাঁহার দেওয়া এই বংশতালিকা সত্য হইবার সম্ভাবনা অল্প।

(১১) বিশ্বস্তরের সম্যাস-গ্রহণের সময়ে কেশবভারতীর আশ্রমে নৃসিং-ভারতী, গোবিন্দভারতী, রামগিরি, ব্রহ্মগিরি, মহেন্দ্রগিরি, প্রহ্লাদগিরি, ব্রহ্মগিরি (২), সত্যগিরি, গরুড়াবধূত, ভার্গব সরস্বতী, বিশ্বপুরী, স্বরপুরী, রঘুনাথপুরী, রামচন্দ্রপুরী, গোপালপুরী, ব্রহ্মানন্দপুরী, হরিনন্দ, স্মৃথানন্দ, পরমানন্দপুরী শঙ্করাচার্য, অচ্যুতানন্দ, বামাচার্য, কাশীপুরাচার্য, নৃসিং যতি ও শুক্লানন্দ সরস্বতী উপস্থিত ছিলেন (পৃ. ৮৮)। এই সম্যাসিগণের মধ্যে গরুড়াবধূত, রঘুনাথপুরী, রামচন্দ্রপুরী, ব্রহ্মানন্দপুরী, স্মৃথানন্দ, পরমানন্দপুরী ও সম্ভবতঃ নৃসিং যতির নাম দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনায় পাওয়া যায়।

(১২) জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য বলিলেন—

নিত্যানন্দ গোসাঞি তোমার গোড়দেশ।

আজি হৈতে ছাড়াবোঞি অবধূতবেশ ॥

গোসাঞির মন বুঝি প্রতাপরুদ্র রাজা।

নানা ধন দিয়া নিত্যানন্দে করে পূজা ॥ —পৃ. ১৩৯

কিন্তু বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা দেখিয়া মনে হয়, নিত্যানন্দ প্রভু অবধূত-বেশে গোড়দেশে প্রত্যাবর্তনের পর অলঙ্কারাদি ধারণ করিতে আরম্ভ করেন।

(১৩) জয়ানন্দের মতে প্রতাপরুদ্র এক বার অদ্বৈত প্রভুকে নীলাচলে লইয়া গিয়াছিলেন ও তিন মাস ধরিয়া তাঁহাকে বহুবিধ সম্মান দেখাইয়াছিলেন। অদ্বৈতকে

রাজমহিষী সব প্রদক্ষিণ করে।

প্রভুর আজ্ঞায় কনকছত্র ধরে শিরে ॥ —পৃ. ১৩১

(১৪) নিত্যানন্দ গোড়দেশের কোন্ কোন্ গ্রামে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন তাহার একটি বিস্তৃত তালিকা জয়ানন্দ দিয়াছেন (পৃ. ১৪৩-৪৪)। বীরভদ্রের প্রসাদমালা পাইয়া জয়ানন্দের গ্রন্থ লেখার কথা সত্য হইলে, এই তালিকা যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

জয়ানন্দ যে-সমস্ত নূতন কথা বলিয়াছেন, তাহা সর্বাংশে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; কেন-না পূর্বে দেখাইয়াছি যে ঐতিহাসিক ঘটনা বা কালানুক্রমে ঘটনা-বর্ণনায় তিনি অত্যন্ত অসাবধান ছিলেন।

জয়ানন্দ-বর্ণিত শ্রীচৈতন্যের ভ্রমণপথ

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীচৈতন্যের ভ্রমণপথের যেরূপ বিস্তৃত বর্ণনা আছে, এমন আর অন্য কোন চরিত-গ্রন্থে নাই। জয়ানন্দ-বর্ণিত পথেই শ্রীচৈতন্য ভ্রমণ করিয়াছিলেন কি না বলা কঠিন ; তবে ষোড়শ শতাব্দীতে ঐ পথ ছিল এবং লোক উহাতে যাতায়াত করিত এই তথ্য জয়ানন্দ হইতে পাওয়া যায়।

(ক) নবদ্বীপ হইতে গয়া—

মুরারি গুপ্ত বলেন, বিশ্বস্তর নবদ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া চোরাঙ্গয়ক নদে স্নান করেন ; তারপর মন্দারে (ভাগলপুর জেলা) মধুসূদন দর্শন করিয়া, নদী পার হইয়া রাজগিরে উপস্থিত হইলেন ; রাজগির হইতে গয়ায় যান (১১১৫)। কবিকর্ণপুরও মহাকাব্যে ঠিক এই বিবরণ লিখিয়াছেন, কেবল চোরাঙ্গয়ককে চীর নদ বলিয়াছেন (৪১৫০)। বৃন্দাবনদাস কিন্তু লিখিয়াছেন যে বিশ্বস্তর মন্দার দেখিয়া পুনপুন আসেন (১১২১১৩২) এবং পুনপুন হইতে গয়ায় গমন করেন। তিনি বিশ্বস্তরের রাজগির-গমনের কথা উল্লেখ করেন নাই। রাজগির হইতে গয়ায় যাওয়ার সোজা পথ আছে ও ছিল। পুনপুন পাটনার নিকটবর্তী। সেইজন্য রাজগির হইতে পুনপুন আসিয়া তারপর গয়ায় যাওয়া কষ্টসাধ্য। লোচন কিন্তু মুরারি ও বৃন্দাবনদাসের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিতে যাইয়া লিখিয়াছেন যে মন্দারে মধুসূদন-দর্শনের পর প্রভু পুনপুনে আসিলেন, পুনপুনে স্নান ও শ্রাদ্ধাদি সারিয়া তিনি রাজগিরে যাইলেন। তথায় ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানদান সারিয়া গয়ায় গমন করিলেন। জয়ানন্দ পুনপুনে যাওয়ার কথা লেখেন নাই। তাঁহার বর্ণিত পথ এই—

অনেক সেবক সঙ্গে

হাস পরিহাস রঙ্গে

ইজ্জা নৈহাটী করি বামে।

অজয় নদী পার হয়।

আলকোণা ডাহিনে ধুঞা

উত্তরিল তিলপুর গ্রামে ॥

...

...

...

ডাহিনে বামে রাউতড়া

একতাল গৌড়পাড়া

বাহিয়া কানাকির নাটমালে।

পড়িলা পর্বত তলে

গঙ্গার দক্ষিণ কূলে

তপ্তসিকতা রবিজালে।

জয়ঢাক বীরঢাক পর্ষত লাখে লাখ
 মহারণ্য কর্কট কর্কশে ।
 দুর্গম পথ পরিহারি মগধে প্রবেশ করি
 রাজগিরি ঈশ্বরপুরী বৈসে ।
 গোপালমন্ত্র দশাক্ষর প্রেমভক্তি শক্তিদ্বর
 ঈশ্বরপুরী কহিল উদ্দেশে ॥
 পথশ্রমে জ্বর আইল বিপ্র-পাদোদক লইল
 সভারে কহিল হাসি হাসি ।
 ত্রাঙ্কণ-মহিমা যত কহি সব সজ্ঞাত
 কালি হব গয়াক্ষেত্রবাসী ॥ —পৃ. ৩২-৩৩

গয়াযাত্রীদের মধ্যে এখনও অনেকে পুনপুনে স্নানতর্পণ সারিয়া গয়ায় যান । সেই হিসাবে বৃন্দাবনদাসের কথা সত্য হইতে পারে । রাজগির হইতে সোজা গয়ায় যাওয়ার যেমন রাস্তা আছে, তেমনি পুনপুন হইতেও সোজা গয়ায় যাওয়া যায় । পুনপুন ও রাজগির দুই স্থান দেখিয়াই গয়া যাইতে হইলে, অনেক পথ ঘুরিয়া যাইতে হয় । মুরারি, কবিকর্ণপুর ও জয়ানন্দ যখন পুনপুনের কথা লেখেন নাই—সোজা রাজগির হইতে গয়াযাত্রা বর্ণনা করিয়াছেন, তখন বৃন্দাবনদাস ও লোচনের বর্ণিত পথ কষ্টকল্পিত মনে হয় ।

বিশ্বস্তর মিশ্র গয়া হইতে কোন্ পথে ফিরিলেন, তাহা জয়ানন্দ ব্যতীত অগ্ন্য কেহ লেখেন নাই । সেইজন্ম জয়ানন্দের বর্ণনার সত্যাসত্য যাচাই করিয়া লওয়ার উপায় নাই । জয়ানন্দ বলেন, বিশ্বস্তর গয়া হইতে ফিরিবার পথে মন্দারে যান । তথা হইতে হরিড়াযোড়ি, কংসনদ ও বৈষ্ণনাথ দিয়া গঙ্গাপার হইয়া নবদ্বীপে আসেন (পৃ. ৩৬) । এইরূপ একটি পথ অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান আছে ।^১

১ “There had long been at least two routes across this hilly country (Jharkhand), one leading from Benares and Gaya to the Midnapore, district through the Hazaribagh and Manbhum districts and the other through the Monghyr, Santal Parganas, Birbhum and Bankura districts via Deoghar, Baidyanath, Sarath and Vishnupur, followed by Hindu

(খ) কাটোয়া হইতে শান্তিপুর—

মুরারি গুপ্ত ও অত্যাচ্য চরিতকার লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসগ্রহণ করার পর ত্রজে যাইবার উদ্দেশ্যে রাঢ়ে ভ্রমণ করিয়াছিলেন (মু. ২।৩।১)। কিন্তু জয়ানন্দ বলেন—

কাটোয়ারে গৌরাজ্জ ভারতী গৃহবাসে ।

শান্তিপুরে চলিলেন অর্ধৈত সন্তাষে ॥

অনেক পারিষদ সঙ্গে গঙ্গাতীরে তীরে ।

সমুদ্রগড়ি পার হৈঞা গেলা শান্তিপুরে ॥ —পৃ. ৯৩

সমুদ্রগড়ি নবদ্বীপের ৫ মাইল দক্ষিণে, আর কাটোয়া নবদ্বীপের ২৪ মাইল উত্তরে। কাটোয়া হইতে সমুদ্রগড়ি বা সমুদ্রগড় আসিতে হইলে নবদ্বীপের নিকট দিয়া যাইতে হয়। নবদ্বীপের নিকট দিয়া যাইলে শচীমাতার বা নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দ যে শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিতেন না ইহা অসম্ভব। জয়ানন্দ এ স্থলে স্পষ্টতঃই কল্পিত কথা লিখিয়াছেন। গ্রন্থ-শেষে সূত্র লিখিবার সময়ে তিনি নিজেও ইহা বুঝিয়াছিলেন। তাই সূত্রে বলিয়াছেন—

বক্রেস্বর যাইতে পুন নিবর্ত্ত হইল ।

দ্বাদশ দিবস শান্তিপুরেতে রহিল ॥ —পৃ. ১৪৮

জয়ানন্দ ৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিলেন যে শ্রীচৈতন্য কাটোয়া হইতে গঙ্গাতীর ধরিয়া সমুদ্রগড়ে আসিয়া শান্তিপুরে গেলেন; আর ১৪৮ পৃষ্ঠায় কাটোয়া হইতে বক্রেস্বর যাওয়া বর্ণনা করিলেন। গঙ্গার তীরে তীরে যাইয়া কোন প্রকারে সিউড়ির নিকটবর্ত্তী বক্রেস্বরে পৌছান যায় না।

Vrindavandas who has written the path of pilgrimage of Sri Chaitanya based on Sri Nityananda's

description, who was with Sri Chaitanya after sannayasa / monastic vow.

তাহা তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট শুনিয়া লিখিয়াছেন। নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে ছিলেন। ঐ বর্ণনা জয়ানন্দের বর্ণনা অপেক্ষা অনেক বেশী

pilgrims to their sacred shrines at Benares, Gaya, Baidyanath and Jaggernath.”

—Oldham—‘Routes Old and New’ in *Bengal Past and Present*, July,

As per Sri Nityananda, Sri Chaitanya entered Radha / Bengal from Katoya and stayed at the banks of Ganges for one night. From that place Sri Chaitanya sent Nityananda prabhu to Nabadwip and

রাতে প্রবেশ করিলেন (৩১।৩৭১)। বক্রেখরের চার ক্রোশ দূর হইতে himself went to Phuliya's Haridas.

শ্রীচৈতন্য আবার পূর্বমুখে ফিরিলেন (৩১।৩৭২)। তারপর তিনি গঙ্গাতীরে আসেন, সেখানে একরাত্রি যাপন করেন। বীরভূম হইতে পূর্বদিকে ফিরিয়া প্রথমে শ্রীচৈতন্য কোথায় গঙ্গা দেখিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। যাহা হউক, সেই স্থান হইতে তিনি নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। নিত্যানন্দ গঙ্গায় ভাসিয়া নবদ্বীপে আসিলেন। শ্রীচৈতন্য ফুলিয়ায় হরিদাসের নিকটে গেলেন।

(গ) শান্তিপুর হইতে পুরী—

মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপুর, লোচন ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের শান্তিপুর হইতে যেমন। পর্য্যন্ত আসার পথের কোন বিবরণ দেন নাই। মুরারি ও লোচন বলেন, শ্রীচৈতন্য তমলুক হইতে যেমন। গিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ ও গোবিন্দদাস এই তিন জন লেখক তিনটি বিভিন্ন পথের বিবরণ দিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস বলেন যে শ্রীচৈতন্য শান্তিপুর হইতে আটিসারায় যান। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী অনুমান করেন যে আটিসারা ২৪ পরগনার অন্তর্গত বারুইপুরের নিকটবর্তী আটঘরা গ্রাম। আটিসারা হইতে প্রভু ছত্রভোগ যান। ছত্রভোগ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর-মজিলপুর হইতে ২।৩ ক্রোশ দক্ষিণে। ছত্রভোগ হইতে নৌকায় চড়িয়া প্রভু উৎকলের লীমানায় প্রয়াগ-ঘাটে পৌঁছিলেন। প্রয়াগ-ঘাট ডায়মণ্ড হারবারের নিকট মল্লেশ্বর নদের কোন ঘাট হওয়া সম্ভব।

এই মত মহাপ্রভু চলিয়া আসিতে।

কথোদিনে উত্তরিল। স্ববর্ণরেখাতে ॥

As per Vrindavandas Sri Chaitanya went to puri from Shantipur through Atsara (Atghara, near Baruipur of 24 Pragana), Chhatrabhog, by boat to Prayag Ghat on the border of Utkal, from the banks of Subarna-

rekha to Nalleshwar, Barghda, Remuna, Jajpur. শ্রীচৈতন্য স্ববর্ণরেখার তীর হইতে জলেশ্বর, বাঁশদা, রেমনা হইয়া যাজপুরে উপস্থিত হইলেন। এই বর্ণনায় দেখা যায় যে প্রভু শান্তিপুর হইতে বাহির হইয়া, গঙ্গাকে ডাহিনে রাখিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে জয়নগর-মজিলপুরের নিকট আসেন।

জয়ানন্দ বলেন, প্রভু—

নানা মহোৎসবে

রজনী বঞ্চিঞা

স্বরনদী করিঞা বামে।

কাচমনি বেতড়া ডাহিনে থুইঞা
উত্তরিল। কুলীন গ্রামে ॥

* * *
দেব নদ পার হঞা সেয়াখালি দিঞা
উত্তরিল। তমলিপ্তে ।
মহেশ্বর-কূলে বিষ্ণু হরি দেখিঞা
কহিল মুরারি গুপ্তে ॥ —পৃ. ২৬

অবশ্য মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে ছিলেন না। তারপর
রজনী প্রভাতে স্বর্ণরেখা নদী
পার হৈঞা উত্তরিল। বারাসতে ।
দাতন জলেশ্বর পার হঞা
উত্তরিল। আমরদাতে ॥
বাঁশদা ছাড়িঞা রামচন্দ্রপুর দিঞা
রেমুনাএ গোপীনাথ দেখি ।
সরো নগরের দেউলের ভিতরে
সিন্ধেশ্বর লিঙ্গ করি সাক্ষী ॥
রজনী প্রভাতে চৈতন্য গোসাঞি
বাঙ্গালপুরের মাঝ দিয়া
অস্থরগড় ডাহিনে করিঞা
ভদ্রকে উত্তরিল। গিঞা ॥

ভদ্রক হইতে যাজপুর। যাজপুর হইতে “মন্দাকিনী” নদী পার হইয়া
পুরুষোত্তমপুর এবং পরে আমবালে পৌঁছিলেন। তৎপরে কটকে “সাক্ষী-
গোপীনাথ” দেখিয়া একান্ত্রবনে যাইলেন (পৃ. ২৫-২৭) ।

গোবিন্দদাসের মতে শ্রীচৈতন্য শান্তিপুর হইতে বর্দ্ধমান—দামোদর—
হাজিপুর—মেদিনীপুর—নারায়ণগঞ্জ—স্বর্ণরেখা—হরিহরপুর—বালেশ্বর—
নীলগড়—বৈতরণী—সাক্ষীগোপাল দেখিয়া পুরীতে আসেন। এরূপ একটি
রাস্তা রেনেলের ম্যাপে দেখা যায়। কিন্তু এইটি সহজ পথ নহে। সব
চাইতে সোজা রাস্তা হইতেছে বৃন্দাবনদাস বর্ণিত পথ। ঐ পথেই শ্রীচৈতন্য
পুরীতে গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

(ঘ) পুরী হইতে বৃন্দাবন—

এই পথের কোন বিস্তৃত বিবরণ জয়ানন্দ দেন নাই। তিনি শুধু লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য অযোধ্যা হইতে দক্ষিণাভিমুখে যাইয়া মথুরায় পৌঁছিলেন (পৃ ১৩৬ ও ১৪২)। জয়ানন্দের লিখিত তীর্থপথের বিবরণ পড়িয়া মনে হয়, তিনি নিজে পশ্চিমে গয়া পর্য্যন্ত ও দক্ষিণে পুরী পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি যে-সকল অখ্যাত গ্রামের নাম করিয়াছেন, তাহা এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ফল।

Sri Chaitanya as described by Javananda

জয়ানন্দ-কর্তৃক অঙ্কিত শ্রীচৈতন্য-চরিত্র

মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনায় শ্রীচৈতন্যের চরিত্রে যে অপরূপ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার কোন আভাসও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে পাওয়া যায় না। জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্য বাল্যকাল হইতেই পরম ভক্ত। তিনি প্রথমা পত্নীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করেন—

লক্ষ্মীর বিয়োগ-কথা লোক-মুখে শুনি।

প্রেমানন্দে কীর্ণনে নাচেন দ্বিজমণি ॥ —পৃ. ৫০

তিনি মাতাকে সংসারের অনিত্যতা বুঝাইয়া দিয়া বৈরাগ্য উপদেশ দেন। কিন্তু অতি অল্পদিন পরেই যখন বিষ্ণুপ্রিয়াস সহিত বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত হইল তখন তিনি সানন্দে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন।

বৃন্দাবনদাস ও অন্যান্য চরিতকার বিশ্বস্তরের সম্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বের এক বৎসর কালের ভাব-বিকাশ এমন ভাবে নানা ঘটনার মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে তাঁহার পক্ষে আর ঘরে থাকা সম্ভব নহে। কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হইয়া তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন। কিন্তু জয়ানন্দ এমন ভাবে শ্রীচৈতন্যের চরিত্র আঁকিয়াছেন যে বিশ্বস্তর সাধারণ মানুষের মতন সংসারের অসারতা বুঝিয়া সম্যাসী হইলেন। জয়ানন্দের “বৈরাগ্যখণ্ডে” আছে শুধু শুধু বৈরাগ্যের উপদেশ। জয়ানন্দের নিমাই পণ্ডিত বৈরাগ্যের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করিলেও তিনি মনে মনে জানেন যে তিনি স্বয়ং ভগবান্। তিনি সম্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বুঝাইতেছেন—

শ্রীরামদাস জগদানন্দ বক্রেখর ।
 দ্বাদশ বিগ্রহ মুই সভাকার পর ॥
 আমি জদি বৈরাগ্য না করিব সংসারে ।
 বেদনিন্দা কলিযুগে ধর্ম না প্রচারে ॥
 কুলধর্ম যুগধর্ম আমি না পালিব ।

কেমতে সংসারে লোকধর্ম প্রচারিব ॥ —পৃ. ৮২

After taking monastic vow Sri Chaitanya had not mentioned himself as Sri Ram, Varaha, Nri-shingha which he had done sometimes during God intoxicated mood before monastic vow.

অগ্নাত চরিতকার বলেন যে সন্ন্যাসের পূর্বে ভাবাবেশে কখনও কখনও
 বিশ্বস্তর নিজেকে রাম, বরাহ, নৃসিংহ বলিয়া প্রচার করিলেও সন্ন্যাসের পর
 আর কখনও ঐরূপ করেন নাই, বরং ভক্তগণ তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া ঘোষণা
 করিলে তিনি যথাসাধ্য তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেন । কিন্তু
 জয়ানন্দের মতে তিনি ভক্তবৃন্দকে বলেন—

আমি কৃষ্ণচৈতন্য চৈতন্য জগন্নাথ ।

যুগাবতার হেতু ব্রহ্মকূলে জাত ॥ —পৃ. ১২৩

জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া যেভাবে ভবিষ্য বর্ণন করাইয়াছেন, তাহা
 শুধু শ্রীচৈতন্যের পক্ষে অসম্ভব নহে, যে-কোন বৈষ্ণব ভক্তের পক্ষে
 অশোভন (পৃ. ১৩৮) ।

জীবনচরিত-লেখক যদি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বা সমসাময়িক না হন, তাঁহার
 সত্যানুসন্ধিৎসা যদি প্রবল না হয়, এবং লোকরঞ্জনই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়,
 তাহা হইলে তাঁহার লিখিত জীবনচরিত উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে । জয়ানন্দ
 চৈতন্যমঙ্গল লিখিতে যাইয়া ঐতিহাসিক অনুসন্ধান অপেক্ষা নিজের বিজ্ঞাবুদ্ধি
 ও কল্পনা-শক্তির উপর নির্ভর করিয়াছেন । তিনি নিজের ধারণা-অনুযায়ী
 শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া পৌরাণিক কাহিনীর বিকৃত উপাখ্যান ও বৈরাগ্যের উপদেশ
 বলাইয়াছেন । এইজন্য আমার মনে হয় যে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের
 সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কিছু বিবরণ তাঁহার বই-এ পাওয়া গেলেও,
 শ্রীচৈতন্যের জীবনের ঘটনা বা মর্মোদ্ঘাটন-সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি নির্ভরযোগ্য নহে ।

জয়ানন্দের ঐতিহাসিক বোধ ছিল না বলিলেই হয় । তিনি লিখিয়াছেন
 যে রায় রামানন্দকে শ্রীচৈতন্য যখন সেতুবন্ধে সিংহাসনে বসিয়া থাকিতে
 দেখিলেন তখন তাঁহাকে বলিলেন—“তোমাকে বিধাতা এত বিড়ম্বনা করিলেন,
 তুমি জগন্নাথ চোখে দেখিলে না, তাঁহার সেবা করিলে না—

কৃষ্ণ সঙ্কীর্ণনে নৃত্যে হইঞাছ বৈমুখ

বিকৃতি শূকর জন্ম তারক পাএ,

দ্রুপদে কর্দমে যেন স্মৃতি নিদ্রা জাএ ।” —পৃ. ১০৪

নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের ভূমিকায় (পৃ. ১৮০) ঐ গ্রন্থের বিজয়খণ্ড হইতে আটটি পয়ার তুলিয়া দেখাইয়াছেন যে প্রতাপরুদ্র গৌড় জয় করিতে অভিযান করিতেছেন শুনিয়া শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে গৌড়ের যবন রাজের কথা বলিয়া নিবৃত্ত করিলেন। কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থের ১৩৯ পৃষ্ঠা হইতে ১৪৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বিজয়খণ্ডের মধ্যে এই পঙ্ক্তিগুলি পাওয়া গেল না। কুলজীশাস্ত্রের অনেক জালপুঁথি দেখিয়া বসু মহাশয় যেমন ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থের বেলাতেও কি তাঁহার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছিল? জয়ানন্দ অঙ্কিত শ্রীচৈতন্যের সহিত মুরারি, কর্ণপূর, রূপ, রঘুনাথদাস ও বৃন্দাবনদাস অঙ্কিত শ্রীচৈতন্যের এত বেশী পার্থক্য যে দুইকে এক বলিয়া চেনা কঠিন। অথচ এই গ্রন্থ যখন লিখিত হইয়াছিল তখন বৃন্দাবনদাস ও মুরারির গ্রন্থ স্পষ্টপ্রচারিত হইয়াছে ও অষ্টমতের পোত্রও জন্মিয়াছেন (পৃ. ১৫১)। জয়ানন্দ ১৪২ হইতে ১৪৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবতের সংক্ষিপ্তসার লিখিয়াছেন, অথচ গ্রন্থের পূর্বাংশে বৃন্দাবনদাসের বর্ণিত ঘটনার বিপরীত ঘটনা বহুস্থলে লিখিয়াছেন।

নবম অধ্যায়

Chapter 9

Lochan's Sri Chaitanyamangal
Who is Lochan

লোচনের “শ্রীচৈতন্যমঙ্গল”

গ্রন্থকারের পরিচয়

Son of Kamalakardas and Sadanandi of Kogran Village. Taken his education from maternal grand father Purushottam Gupta. Taken initiation from Narahari Sarkar Thakur of Shrikand

লোচন শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের শেষে নিজের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি কোগ্রাম-নিবাসী কমলাকরদাস ও সদানন্দীর পুত্র।^১ তাঁহার মাতামহের নাম পুরুষোত্তম গুপ্ত ; তিনি কবিকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। লোচন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য ; যথা—

শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর আমার ।

বিশেষ কহিব কিছু চরিত্র তাঁহার ॥

—সূত্রখণ্ড, পৃ. ৬৪ ; শেষখণ্ড, পৃ. ১১৭

রামগোপালদাস নরহরি-রঘুনন্দনের শাখা-নির্ণয়ে লিখিয়াছেন—

আর এক শাখা বৈষ্ণ লোচনদাস নাম ।

পূর্বে লোচনা সখী যার অভিমান ॥

শ্রীচৈতন্যলীলা যেহ করিলা বর্ণন ।

গুরুর অর্থে বিকাইলা ফিরিঙ্গি সদন ॥

শেষ চরণের অর্থ অস্পষ্ট। গুরুর জন্ত (অর্থে) ফিরিঙ্গিদের নিকট তিনি প্রতিভূ ছিলেন, এইরূপ অর্থ করিলে বলিতে হয় যে নরহরি সরকার ফিরিঙ্গিদের সহিত কোনরূপ ব্যবসা করিতেন।

লোচন সংস্কৃতভাষা আয়ত্ত করিয়া শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি যে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ খুব ভাল করিয়াই পড়িয়াছিলেন

১ মৃগালকান্তি ঘোষ-সম্পাদিত মূদ্রিত গ্রন্থে আছে—

“মাতা মোর পুণ্যবতী সদানন্দী নাম” ।

১৩০৪ বঙ্গাব্দের চতুর্থ সংখ্যা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত ১১০৬ সনের এক চৈতন্যমঙ্গলের পুঁথির বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে—

“মাতা সতী সুরপতি অরুণতি নাম”

তাহা তাঁহার বর্ণনায় ভাগবতের শ্লোকের স্পষ্ট প্রভাব দেখিয়া বুঝা যায় ; যথা—

“কোন তপ কৈল এই কোন ব্রতদান”

প্রভৃতি (আদিখণ্ড, পৃ. ৩৯) শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।২৪।১৪ শ্লোকের ভাব লইয়া লেখা। সেইরূপ “সুমধ্যমাগণ কেন রাতে কুঞ্জ মাঝে” প্রভৃতি (শেষখণ্ড) ভাগবতের ১০।২৯।১৮-২৯এর ভাবানুবাদ। “তুলসী মালতী যুথী তোমাকে সুধাই” প্রভৃতি (শেষখণ্ড, পৃ. ১০৩) ভাগবতের ১০।৩০।৭-৮ শ্লোকের অনুবাদ।

শ্রীমদ্ভাগবত ও মুরারি গুপ্তের কড়চা ছাড়া নিম্নলিখিত গ্রন্থ হইতে লোচন শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন :—(১) বৃহৎ সহস্রনাম স্তোত্র, (২) মহাভারত, শাস্তিপর্ক, (৩) ব্রহ্মসংহিতা, (৪) ভবিষ্যপুরাণ, (৫) জৈমিনিভারত, (৬) নারদ-পঞ্চরাত্র, (৭) শাস্তিশতক, (৮) বরাহসংহিতা, (৯) গৌতমীয়তন্ত্র, (১০) সনৎকুমার-সংহিতা। লোচন রাধা-সঙ্গকে লিখিয়াছেন, “বৃষভাস্তস্বতা নাম মূল যে প্রকৃতি” (মধ্যখণ্ড, পৃ. ৫) ; ইহা এবং শেষখণ্ডে (পৃ. ৯৯) “রাধাকে দেখিয়া নন্দ কহিল উত্তর” প্রভৃতি পড়িয়া মনে হয় যে তিনি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুসরণ করিয়াছেন।

ভাবানুবাদে লোচনের গ্রন্থ নিপুণ কবি বাংলাসাহিত্যে খুব অল্পই আছেন। মুরারি গুপ্তের কড়চার ভাব লইয়া তিনি চৈতন্যমঙ্গল লিখিয়াছেন। তিনি বারংবার মুরারির নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছেন (সূত্রখণ্ড, পৃ. ৪ ; মধ্যখণ্ড, পৃ. ৮৬ ; শেষখণ্ড, পৃ. ১১৮)। লোচন রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটকেরও ভাবানুবাদ করিয়াছেন।

When the book was written

গ্রন্থের রচনাকাল

লোচন মুখ্যতঃ মুরারি গুপ্তের কড়চা অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ লিখিলেও অগ্ৰাণ্য ব্যক্তির মুখে শুনিয়া বা রচনা পড়িয়া কোন কোন ঘটনা সংযোজিত করিয়াছেন। তাঁহার গুরু নরহরি সরকারের নিকট তিনি কোন কোন ঘটনা শুনিয়াছিলেন ; যথা—

তাঁহার প্রসাদে যেবা শুনিল প্রকাশ।

আনন্দে গাইল গুণ এ লোচনদাস ॥

শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলের পূর্বে যে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছিল, তাহা লোচনের নিম্নোক্ত বাক্য হইতে বুঝা যায়—

শ্রীবৃন্দাবনদাস বন্দিব একচিতে ।

জগতমোহিত যার ভাগবত গীতে ॥ —সূত্রখণ্ড, পৃ. ৩

লোচনের পূর্বে যে যে লেখক শ্রীচৈতন্যলীলা অথবা প্রেমধর্ম-বিষয়ে কিছু লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম কবি এইরূপে লইয়াছেন—

পরমেশ্বরদাস আর বৃন্দাবনদাস ।

কাশীশ্বর রূপ সনাতন পরকাশ ॥

গোবিন্দ মাধব ঘোষ বাসুঘোষ আর ।

সবে মিলি আসি কৈল ভকতি প্রচার ॥ —পৃ. ৩৪

লোচনের গ্রন্থ “গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা”র পূর্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় । ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐ গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের পরিকরগণের তত্ত্ব বা পূর্বলীলার নাম লিখিত হইয়াছিল । কিন্তু লোচন যখন চৈতন্যমঙ্গল লেখেন, তখন ঐরূপভাবে তত্ত্ব নির্ণীত হইলেও, উহা অন্তরঙ্গজনের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, সর্বসাধারণে প্রকাশিত হয় নাই । সেইজন্য লোচন বলিয়াছেন—

আমি অতি অল্পবুদ্ধি কি বলিতে জানি ।

অবতার-নির্ণয়-কথা কেমনে বাখানি ॥

মহান্তের মুখে যেই শুনিয়াছি কাণে ।

তাহা কহিবারে নারি সঙ্কোচ পরাণে ॥ —সূত্রখণ্ড, পৃ. ৩৩

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পর লোচন “চৈতন্যমঙ্গল” লিখিতে বসিলে এত “সঙ্কোচ পরাণে” বোধ করিতেন না ।

কালীপ্রসন্ন গুপ্ত “বঙ্গীয় কবি” নামক গ্রন্থে (পৃ. ৮৬) লিখিয়াছেন যে ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে লোচন জন্মগ্রহণ করেন ও চৌদ্দবৎসর বয়সের সময়ে ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে “চৈতন্যমঙ্গল” রচনা করেন । শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় এই প্রবাদে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই । চৌদ্দবৎসর বয়সের বালকের পক্ষে আদিরসের অত নিগূঢ় কথা জানা এবং বিভিন্ন শাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করা অসম্ভব । ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, “কথিত আছে যে তিনি ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার গুরু নরহরি সরকারের আদেশে এই গ্রন্থ রচনা

করেন” (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পঞ্চম সং, পৃ. ৩১৪)। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা লিখিত হয়, তখন তাহার ১০১৫ বৎসর পূর্বে শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের রচনাকাল অনুমান করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। ১৫৬০ হইতে ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচিত হইয়াছিল বলিয়া আমি বিবেচনা করি।

লোচনের চৈতন্যমঙ্গল সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও শেষখণ্ডে বিভক্ত। সূত্রখণ্ডে শ্রীচৈতন্যের অবতার-গ্রহণের কারণ ও তাঁহার অবতারত্বের প্রমাণ লিখিত হইয়াছে। এই খণ্ডে মুরারি গুপ্তের কড়চার বিশেষ কোন প্রভাব দেখা যায় না। মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন যে নারদ মুনি পৃথিবীতে বৈষ্ণব দেখিতে না পাইয়া বৈকুণ্ঠে হরির নিকট যাইয়া কলিকালদষ্ট জনগণের উদ্ধার প্রার্থনা করিয়া বলিলেন যে ভগবান্ যেন বাৎস্ত-জগন্নাথ-স্বত-রূপে অবতীর্ণ হন (১৩২০)। ইহাতে মনে হয় যে বিশ্বস্তর মিশ্র বাৎস্তগোত্রে জন্মিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের কলিকাতার পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে শ্রীচৈতন্য সামবেদী ভগ্নদ্বাজ গোত্রে জন্ম লয়েন (ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৪৭)। মুরারির উক্তিই অবশ্য এখানে প্রামাণ্য মনে করিতে হইবে। এই ঘটনাটুকুকে অবলম্বন করিয়া লোচন ২৭ পৃষ্ঠাব্যাপী কৃষ্ণ-কল্বিনী, শিব-পার্বতী, নারদ-ব্রহ্মা সংবাদ লিখিয়াছেন।

মুরারি শ্রীচৈতন্যকে যুগাবতার বলিয়াছেন (১১৪)। লোচন বলেন—

যুগ অবতার কৃষ্ণ এ বড় অশক্য ॥

আর যুগে অবতার অংশ কলা লখি।

আপনে সে ভগবান্ ভাগবতে সাক্ষী ॥ —সূত্রখণ্ড, পৃ. ২২

লোচনের মতে দ্বাপরে ও কলিতে পূর্ণ অবতার প্রকটিত হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে লোচন শ্রীমদ্ভাগবতের “এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ”, “আমন্ বর্ণাঙ্গয়ো হস্ত”, “কৃষ্ণবর্ণং দ্বিষাকৃষ্ণম্” শ্লোক উদ্ধার ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে “স্ববর্ণবর্ণো হেমাজ্ঞো” শ্লোকও শ্রীচৈতন্যের ভগবন্তার পোষকরূপে উদ্ধার করা হইয়াছে। আর এই-সব প্রাচীন শ্লোকের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যপুরাণের অর্কাচীন শ্লোকও স্থান পাইয়াছে, লোচন লিখিয়াছেন—

ভবিষ্যপুরাণে আর কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ।
কলি জনমিব তিনবার এই আজ্ঞা ॥

তথাহি ভবিষ্যপুরাণে—

অজায়ধ্বমজায়ধ্বমজায়ধ্বং ন সংশয়ঃ ।
কলৌ সঙ্কীর্ণনারস্তে ভবিষ্যামি শচী-সুতঃ ॥

—সূত্রখণ্ড, পৃ. ২৪^১

জৈমিনি-ভারতের দোহাই দিয়া লোচন লিখিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে বলিলেন তিনি কলিকালে অবতীর্ণ হইয়া “ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ ভুঞ্জাইব লোকে”

কহিতে কহিতে প্রভু গৌরতনু হৈলা ।

নিজ প্রেমা বিলাসিব প্রতিজ্ঞা করিলা ॥ —সূত্রখণ্ড, পৃ. ১৩

লোচন ব্রহ্মপুরাণ হইতে শ্রীচৈতন্য-অবতারের প্রমাণ বাহির করিয়াছেন, তবে ব্রহ্মপুরাণের ঐ অংশ বোধ হয় প্রতাপরুদ্রের সময়ে লিখিত হইয়াছিল ; যথা—

বিষ্ণু কাত্যায়নী-সনে সংবাদ ব্রহ্মপুরাণে
উৎকলখণ্ডেতে পরকাশ ।
রাজা সে প্রতাপরুদ্র সর্বগুণের সমুদ্র
ব্যক্ত কৈল পরম উল্লাস ॥

—সূত্রখণ্ড, পৃ. ১৮

ভবিষ্যপুরাণ, জৈমিনি-ভারত ও ব্রহ্মপুরাণের প্রমাণ মুরারি গুপ্তের সময়ে কল্পিত হয় নাই। কবিকর্ণপুর বা বৃন্দাবনদাস এগুলির কথা লেখেন নাই,

১ এই অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ হয়। কেন-না “অজায়ধ্বম” পদের অর্থ অতীতে আপনারা জন্মিয়াছিলেন। ইহার সহিত দ্বিতীয় পঙ্ক্তির কোন সম্বন্ধ নাই। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের আনন্দী টীকায়—

দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং ভক্তিরূপিণঃ ।

কলৌ সঙ্কীর্ণনারস্তে ভবিষ্যামি শচী-সুতঃ ॥

শ্লোকটি নারদীয়-পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ ভবিষ্য বা নারদীয়-পুরাণে এইরূপ কোন শ্লোক নাই।

যদিও তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা প্রমাণ করিবার জন্ত লোচন অপেক্ষা কম আগ্রহশীল ছিলেন না। সনাতন গোস্বামী সমস্ত পুরাণের পুঁথি ও অগ্ৰাণ্ড শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই-সমস্ত গ্রন্থের সাহায্যে শ্রীজীব গোস্বামী ঘটসন্দর্ভ লেখেন। শ্রীজীবের গ্রন্থ পণ্ডিত এ-সমস্ত শ্লোক খুঁজিয়া যখন পান নাই, তখন মনে হয় এগুলি পরবর্তী কালে রচিত হইয়াছে।

লোচনের আদিখণ্ডে বিশ্বস্তরের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন পর্য্যন্ত বিবরণ আছে। মুরারি গুপ্তের প্রথম প্রক্রমের ও বৃন্দাবনদাসের আদিলীলারও বিষয়বস্তু ঐরূপ। লোচনের মধ্যখণ্ডের বর্ণিতব্য বিষয় গয়া-প্রত্যাগত বিশ্বস্তরের ভাববিকার, সন্ন্যাস-গ্রহণ, পুরী-যাত্রা ও সার্কভৌম-উদ্ধার-কাহিনী। বৃন্দাবনদাসের মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাস-গ্রহণ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ বিষয়বিভাগ অধিকতর যুক্তিসঙ্গত (logical) মনে হয়। সার্কভৌম-উদ্ধারের দ্বারা শ্রীচৈতন্যের জীবনে তেমন কোন পরিবর্তন আসে নাই, সেইজন্ত এই ঘটনা দিয়া গ্রন্থের একখণ্ড শেষ করার কোন সার্থকতা নাই। লোচনের শেষখণ্ড নিতান্ত অসম্পূর্ণ। শ্রীচৈতন্যের ভাবজীবনের কোন বিশেষ পরিচয় ইহাতে নাই। শেষখণ্ডে মুরারিকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করা হইয়াছে। বৃন্দাবনদাস বা কবিকর্ণপুরের লেখার কোন ছাপ ইহাতে পড়ে নাই।

Chaitanyamangal and Chaitanyabhagavat

চৈতন্যমঙ্গল ও চৈতন্যভাগবত

লোচনের গ্রন্থের নাম চৈতন্যমঙ্গল কিরূপে হইল সে সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে। “শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব” নামক গ্রন্থে আছে—“কিছুদিনের মধ্যেই শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থরচনা সমাপ্ত করিয়া লোচন শ্রীখণ্ডে প্রত্যাগমন করত শ্রীনরহরির করে গ্রন্থ অর্পণ করিলেন। নরহরি গ্রন্থ দেখিয়া বলিলেন, পূর্বেই শ্রীবৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যমঙ্গল নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, অতএব এই গ্রন্থ-প্রচারের জন্ত তোমার শ্রীবৃন্দাবনদাসের অনুমতি লওয়া আবশ্যক। নরহরির আজ্ঞায় লোচন বৃন্দাবনদাসের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে এই গ্রন্থ অর্পণ করিয়া সমস্ত কথা বলিলেন। অতঃপর বৃন্দাবনদাস গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে প্রথমেই নিম্নলিখিত পয়ারটি দেখিয়া প্রেমমুচ্ছিত হইলেন।

অভিন্ন-চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত।

শ্রীনিত্যানন্দ বন্দ রোহিণীর স্তত ॥

শ্রীবৃন্দাবনদাস বলিলেন—‘লোচন ! তুমি নরহরির অঙ্গগ্রহে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছ, কারণ গৌর-নিত্যানন্দকে তুমি অভেদ মূর্তিতে বর্ণনা করিয়াছ। অতঃপরে তোমার গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও আমার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত হইল।’ যখন এই ঘটনা হয় তখন শ্রীবৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল বৈষ্ণবসমাজে সুপ্রচারিত হইয়াছে এবং ইহার সৌরভ শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের নিকট পহুছিয়াছে। এই জন্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনদাসের গ্রন্থকে ‘চৈতন্যমঙ্গল’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু গৌর-নিত্যানন্দকে অভেদ মূর্তিতে বর্ণনা করায় লোচনের নিকট নিত্যানন্দগতপ্রাণ বৃন্দাবনদাসের আর কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। এই জন্ত তিনি এক ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করিলেন যে আমি প্রভুর ভগবত্তা বর্ণনা করিয়াছি এবং লোচন মাধুর্য বর্ণন করিয়াছে। অতএব আমার গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত হইল। বৃন্দাবনদাসের এই ব্যবস্থাপত্র দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবন-বাসী গোস্বামিগণ বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন।” (শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব, পৃ. ৮০)। প্রেমবিলাসের ঊনবিংশ বিলাসেও আছে,

“শ্রীচৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।

বৃন্দাবনের মহাস্তগণে ভাগবত আখ্যা দিল।”

এই কিংবদন্তী কয়েকটি কারণে অবিশ্বাস্য। (১) ষোড়শ শতাব্দীতে কপিরাইটের আইন ছিল না। মনসামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি নাম দিয়া একাধিক লেখক বই লিখিয়াছেন। জয়ানন্দের বইয়ের নামও চৈতন্যমঙ্গল। সেইজন্য বৃন্দাবনদাসের অনুমতি লইয়া লোচনের গ্রন্থ-প্রচারের কোন প্রয়োজন ছিল না। নরহরির উপাসনা-প্রণালীকে যে বৃন্দাবনদাস স্বীকার করিয়াছেন, নরহরি যে তাঁহার শিষ্যকে সেই বৃন্দাবনদাসের অনুমতি লইতে বলিবেন তাহাও সম্ভব মনে হয় না। (২) বৃন্দাবনদাস নাগর গৌরাক্ষের উপাসনা-প্রণালী স্বীকার করেন না ; সুতরাং তিনি যে লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের প্রচারে সহায়তা করিবেন তাহাও বিশ্বাস করা যায় না। (৩) বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা বা ঐশ্বর্য্যতাব লিখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বইয়ের নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত হইবে কেন ? ভাগবতে কি শুধু শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যতাব আছে ? (৪) বৃন্দাবনদাসের ব্যবস্থা ও বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের মত অনুসারে যদি বৃন্দাবনদাসের বইয়ের নাম “শ্রীচৈতন্যভাগবত” হইয়া থাকে, তাহা হইতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ কি সে

সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না? তিনি লোচনের গ্রন্থরচনার অনেক পরে লিখিয়াছেন—

বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল ।

যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল ॥

(৫) লোচন নিজের গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন যে, বৃন্দাবনদাসের বইয়ের নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত ছিল ; যথা—

শ্রীবৃন্দাবনদাস বন্দিব এক চিতে ।

জগত মোহিত যার ভাগবত-গীতে ॥

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় অমুমান করেন—“গ্রন্থের নাম পরিবর্তিত হইবার পরও লোচন ঐ চরণদ্বয় লিপিবদ্ধ করিতে পারেন” (গৌরপদতরঙ্গিণীর ২য় সংস্করণের ভূমিকা, পৃ. ২৪১)। উল্লিখিত পাঁচটি যুক্তির পর এই অমুমান সঙ্গত হয় না।

আমার মনে হয় বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম প্রথম হইতেই চৈতন্যভাগবত ছিল—কিন্তু চণ্ডীর মাহাত্ম্যসূচক গান যেমন চণ্ডীমঙ্গল, মনসার মাহাত্ম্যসূচক গান মনসামঙ্গল, তেমনি শ্রীচৈতন্যের মাহাত্ম্যসূচক বাঙ্গালা বইকে চৈতন্যমঙ্গল নামে অভিহিত করা যায়। এইজন্যই কৃষ্ণদাস-কবিরাজ বৃন্দাবনদাসের বইয়ের নাম চৈতন্যমঙ্গল বলিয়াছেন।

লোচনের চৈতন্যমঙ্গল-সম্বন্ধে আর একটি কিংবদন্তী এই যে বৃন্দাবনদাস যেমন লোচনের গুরু নরহরির নাম উল্লেখ করেন নাই, লোচনও তেমনি বৃন্দাবনদাসের গুরু নিত্যানন্দের নাম উল্লেখ না করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। অবশেষে গুরুর মনোরঞ্জন করিবার জন্য লোচন লিখিয়াছেন—

“অভিন্ন-চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত।”

এই প্রবাদটি কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত “বঙ্গীয় কবি” নামক গ্রন্থে (পৃ. ৮৭-৮৮) উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু তিনি নিজেও ইহার উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের নানাস্থানে নিত্যানন্দের নাম, মহিমা ও স্তুতি আছে (সূত্রখণ্ড ২, পৃ. ৩৩ ; আদিখণ্ড ১, পৃ. ২৮ ; মধ্যখণ্ড ৭০-৭১, পৃ. ৭৫)। বস্তুতঃ নিত্যানন্দকে বাদ দিয়া গৌরাজলীলা লেখা একেবারে অসম্ভব।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-লেখার উদ্দেশ্য

লোচনদাস বলিয়াছেন যে মুরারি গুপ্তের সংস্কৃতে লিখিত শ্রীচৈতন্যচরিত পাঠ করিয়া পাচালী-প্রবন্ধে চৈতন্যলীলা লিখিবার লোভ তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। তাই তিনি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল লিখিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র সংস্কৃত গ্রন্থের স্বাধীন অনুবাদ করিয়া জনসাধারণকে শ্রীচৈতন্যলীলা শুনানই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। লোচন স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও, তাঁহার গ্রন্থ-পাঠে মনে হয় যে, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল লেখায় তাঁহার আরও তিনটি উদ্দেশ্য ছিল।

প্রথমতঃ, তাঁহার গুরু নরহরি সরকারের সহিত বিশ্বস্তরের ঘনিষ্ঠতার পরিচয় দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ, নরহরিকে পঞ্চতন্ত্রের মধ্য স্থান দেওয়া। তৃতীয়তঃ, নাগরীভাবের উপাসনাকে জনপ্রিয় করা।

পূর্বে দেখাইয়াছি যে নবদ্বীপ-লীলা-গ্রন্থে লোচন ব্যতীত অন্য কোন চরিতকার নরহরির নাম করেন নাই। তাঁহাদের এই ক্রটি সংশোধন করা লোচনের অভিপ্রায় ছিল। তিনি নবদ্বীপলীলা-বর্ণনা উপলক্ষে বহুস্থানে নরহরির উপস্থিতি ও তাঁহার প্রতি বিশ্বস্তরের প্রীতির কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে বিশ্বস্তরের গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর নরহরি তাঁহার সহিত মিলিত হন। লোচন আদিখণ্ডের কোন লীলায় নরহরির নাম করেন নাই। তিনি মধ্যখণ্ডে লিখিয়াছেন—

- (ক) মিলিলেন গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি।
নরহরি মিলিয়া রহিলা তায় ঠাঞি ॥ —পৃ. ৩
- (খ) নরহরি ভুজে আর ভুজ আরোপিয়া।
শ্রীবাসের ঘরে নাচে রাসবিনোদিয়া ॥
গৌরদেহে শ্যামতমু দেখে ভক্তগণ।
গদাধর রাধারূপ হইলা তখন ॥
মধুমতি নরহরি হইলা নেই কালে।
দেখিয়া বৈষ্ণব সব হরি হরি বোলে ॥ —পৃ. ৭
- (গ) শ্রীনিবাস ভুজে এক ভুজ আরোপিয়া।
গদাধর করে ধরি বাম কর দিয়া ॥
নরহরি অঙ্গে প্রভু শ্রীঅঙ্গ হেলিয়া।
শ্রীঘনুন্দন মুখ কান্দয়ে হেরিয়া ॥ —পৃ. ১৩

(ঘ) শ্রীবাসের বাড়ী একদিন অদ্বৈত আসিয়া দেখিলেন—

গদাধর নরহরি দুইদিগে রহে ।

শ্রীরঘুনন্দন যে শ্রীমুখচন্দ্র চাহে ॥ —পৃ. ২১

(ঙ) গদাধর নরহরি বৈসে দুই পাশে ।

শ্রীরঘুনন্দন পদ নিকটে বিলাসে ॥ —পৃ. ২৫

(চ) বিশ্বস্তর বলিতেছেন—

শ্রীনিবাস নরহরি আদি ভক্তগণ ।

তো সভারে লঞা মোর যজ্ঞের স্থাপন ॥ —পৃ. ৪২

লোচন নবদ্বীপ-লীলা বর্ণনা করিতে যাইয়া নরহরি-সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা অন্য কোন লীলা-গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এরূপ অনুল্লেকের নানা কারণ হইতে পারে। হয়তো নরহরি নবদ্বীপে ভাব-প্রকাশের এক বৎসর কালের মধ্যে সব সময়ে কাছে থাকিতেন না। সে সময়ে কত ভক্ত আসিতেন যাইতেন; সকলের কথা মুরারির পক্ষে লেখা সম্ভব হয় নাই; হয়তো নরহরির সহিত মতের পার্থক্যহেতু তাঁহার নাম মুরারি, কবিকর্ণপুর ও বৃন্দাবনদাস বাদ দিয়াছেন। কিন্তু মুরারি ও কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যের নীলাচল-লীলা-প্রসঙ্গে নরহরির নাম করিয়াছেন দেখিয়া মনে হয়, ইহাদের মনে সরকার ঠাকুরের প্রতি কোন বিরুদ্ধভাব ছিল না। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস প্রভৃতি নবদ্বীপ-লীলায় যেরূপ প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, নরহরি সেরূপ প্রাধান্য লাভ করেন নাই বলিয়াই হয়তো মুরারি ও কবিকর্ণপুর তাঁহার নাম নবদ্বীপের লীলাবর্ণনায় উল্লেখ করেন নাই।

লোচন লিখিয়াছেন যে বিশ্বস্তর সম্রাস-গ্রহণ-মানসে নবদ্বীপ হইতে কাটোয়ায় যাইবার পর ভক্তগণ তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইবার যুক্তি করিলেন। ভক্তেরা কেশব ভারতীর আশ্রমে যাওয়া স্থির করিলেন। নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখরাচার্য্য, দামোদর পণ্ডিত, বক্রেশ্বর প্রভৃতিকে লইয়া কাটোয়ায় আসিলেন। পরে

নবদ্বীপ হইতে গদাধর নরহরি ।

আসিয়া মিলিল। তাহা বলি হরি হরি ॥ —পৃ. ৬৩

শ্রীচৈতন্য রাঢ়দেশ ভ্রমণ করিয়া শান্তিপুরে আসিলেন। লোচনের মতে সেখানেও নরহরি উপস্থিত ছিলেন; যথা—

গদাধর নরহরি নাচে তারা পাশে ।

বাসুদেব ঘোষ নাচে গদাধর দাসে ॥ —পৃ. ৭২

শ্রীচৈতন্য শান্তিপুত্র হইতে যখন পুরী যাত্রা করিলেন তখনও নরহরি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন ; যথা—

পণ্ডিত শ্রীগদাধর অবধূত রায় ।

নরহরি আদি করি সঙ্গে চলি যায় ॥

শ্রিনিবাস মুরারি মুকুন্দ দামোদর ।

এই নিজ জন সঙ্গে চলিলা ঈশ্বর ॥ —পৃ. ৭৪

শ্রীচৈতন্য পুরীতে পৌঁছিয়া বাসুদেব সার্কভৌমের ঘরে গেলেন ও সার্কভৌমের পুত্রকে সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ-দর্শনে গমন করিলেন । শ্রীচৈতন্য যখন জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দে হরি হরি বলিয়া নাচিতেছেন, তখন—

গদাধর নাচে নরহরি নিত্যানন্দ ।

শ্রিনিবাস দামোদর মুরারি মুকুন্দ ॥ —পৃ. ৮৩

লোচনের লিখিত এই বিবরণে দেখা যায় যে সম্মাস-গ্রহণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া নীলাচলে জগন্নাথ-দর্শন পর্য্যন্ত সময় বরাবর নরহরি শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে ছিলেন । শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর বলেন—“প্রভু কণ্টক-নগরে গমন করিলে নরহরি সে সময়ে পুত্র-বিরহ-কাতরা শ্রীশচী মাতাকে সাস্তুনা করিবার নিমিত্ত নবদ্বীপেই ছিলেন । প্রভুর সহগামী হইতে পারেন নাই” (শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব, পৃ. ২০) । অতঃপর কোন চরিতকারও বলেন না যে নরহরি শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে রাঢ়ে ভ্রমণ করিয়াছিলেন বা নীলাচলে গিয়াছিলেন । লোচন বলেন মুরারি শ্রীচৈতন্যের সহিত নীলাচলে গিয়াছিলেন । মুরারি নিজের গ্রন্থে এরূপ কথা বলেন নাই ; যদি তিনি সত্যই যাইতেন তাহা হইলে সে কথা গোপন করিবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিত না । মনে হয় শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মুরারির ও নরহরির নীলাচলে গমন লোচনের কল্পনামাত্র ।

নরহরি শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে নীলাচলে গিয়া থাকিলে সে সম্বন্ধে শ্রীখণ্ডে কোন না কোন কিংবদন্তী প্রচলিত থাকিত । শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর এরূপ কোন প্রবাদের উল্লেখ করেন নাই, বরং তিনি লিখিয়াছেন “শ্রীমন্নহাপ্রভু শান্তিপুত্র ভক্তবৃন্দের সহিত কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়া যখন কয়েকটি মাত্র

ভক্ত সঙ্গে লইয়া শ্রীনীলাচলে যাইবার মানস করিলেন, তখন নরহরিও তাঁহার সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ; কিন্তু প্রভু নরহরির সে কার্যে বাধা দিয়া বলিলেন, মুকুন্দপুত্র রঘুনন্দন তোমা ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা সম্যকরূপে পালিত হইবেন না। আরও বলিলেন যে আমি যে জন্ত অবতীর্ণ, তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব তুমি জান। সুতরাং তুমি আমার সহিত গমন করিলে এদেশে আর সে ধর্ম প্রচারিত হইবে না। অতএব তোমাকে শ্রীখণ্ডেই অবস্থান করিতে হইবে।.....প্রভুর আজ্ঞায় বাধ্য হইয়া নরহরিকে শ্রীখণ্ডে আসিতে হইল।” নরহরি যে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে নীলাচলে গিয়াছিলেন লোচনের এই কথা শ্রীখণ্ডের ঠাকুর মহাশয়েরাও বিশ্বাস করেন নাই।

তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে এই যে লোচনের গ্রন্থ নরহরি সরকার ঠাকুর দেখিয়াছিলেন কি? যদি তিনি দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে যে ভুল সংবাদ তাঁহার শিষ্য দিয়াছেন তাহা সংশোধন করিয়া দিলেন না কেন? তিনি নিশ্চয়ই শিষ্যের দ্বারা গ্রন্থ লেখাইয়া নিজের সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইতে রাজী ছিলেন না। সেইজন্ত সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাবের পর লোচন “চৈতন্যমঙ্গল” লিখিয়াছিলেন। তিনি নরহরির সহিত শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠতার পরিচয় দিতে যাইয়া ঐতিহাসিক সত্য অপেক্ষা কল্পিত ঘটনার উপর অধিকতর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল লিখিবার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইতেছে নরহরিকে পঞ্চতন্ত্রের মধ্যে স্থান দেওয়া। স্বরূপ-দামোদর তত্ত্বনিরূপণে বলিয়াছেন যে গৌরচন্দ্র, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীনিবাস ও গদাধর পণ্ডিত এই পাঁচ জনকে লইয়া পঞ্চতন্ত্র। কবিকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় স্বরূপ-দামোদরের নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহার মতামুসারে পঞ্চতন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে নরহরির স্থান নাই। লোচন স্পষ্টতঃ স্বরূপ-দামোদরের মতের বিরুদ্ধে যাইতে সাহসী না হইলেও প্রকারান্তরে অন্য ভাবে পঞ্চতন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি মঙ্গলাচরণাংশে ও অন্যান্য স্থানে লিখিয়াছেন—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

জয় নরহরি গদাধর প্রাণনাথ।

কৃপা করি কর প্রভু শুভদৃষ্টিপাত ॥ —সূত্রধর, পৃ. ২

পুনশ্চ আদিখণ্ডের প্রথমেই—

জয় জয় গদাধর গৌরাঙ্গ নরহরি ।

জয় জয় নিত্যানন্দ সর্বশক্তিধারী ॥

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য মহেশ্বর ।

জয় জয় গৌরাঙ্গের ভক্ত মহাবর ॥

এইরূপ বন্দনায় শ্রীনিবাস বা শ্রীবাস প্রধান স্থান হইতে চ্যুত হইয়াছেন, এবং সেই স্থান নরহরি অধিকার করিয়াছেন ।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-রচনার তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিল নাগরীভাবের উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলন করা । বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

অতএব মহামহিম সকলে ।

গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে ॥

কিন্তু লোচনদাস লীলাবর্ণনা-উপলক্ষে সুষোগমত গৌরাঙ্গের নাগরভাব প্রচার করিয়াছেন । গৌরাঙ্গের রূপগুণ দেখিয়া নদীয়া-নাগরীরা তাঁহাকে দেহমন সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন ; গৌরাঙ্গ কচিং কদাচিং তাঁহাদের ভাবের কিঞ্চিৎ প্রতিদান দিতেছেন, ইহাই হইতেছে লোচনের অঙ্কিত নাগরীভাবের উপাসনার মূল সূত্র । লোচনের মতে নিমাইয়ের জন্ম-সময় হইতেই নাগরীভাবের আরম্ভ হইয়াছে ।

গৌর নাগরিয়া গঙ্গে ভরিল ব্রহ্মাণ্ড ।

প্রতি অঙ্গে রসরাশি অমৃত অখণ্ড ॥ —আদি খণ্ড, পৃ. ৩

নবজাত শিশুর রূপবর্ণনায় লোচন লিখিয়াছেন—

বিশাল নিতম্ব উরু কদলীর যেন । —ঐ, পৃ. ৩

এই শিশু দেখিয়া নদীয়া-নাগরীদের “অলসল অঙ্গ সভার ল্লথ নীবিবন্ধ” (পৃ. ৩) । এরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া লোচন সাধারণ ও ঐতিহাসিক বুদ্ধির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন । বিশ্বস্তরের প্রথম বিবাহে জল সাধারণ সময়ের বর্ণনা—

গৌরাঙ্গের নয়ন-সন্ধান শরঘাতে ।

মানিনীর মান-মুগ পলায় বিপথে ॥

অধির নাগরীগণ শিথিল বসন ।

মাড়ল ভূজঙ্গকুল খগেন্দ্র যেমন ॥ —পৃ. ৩৪

অঙ্গ-উদ্বর্তনের সময়ে পুরনারীদের—

হেরইতে পছমুখ কি ভাব উঠিল ।

মরমে মদনজ্বরে ঢলিয়া পড়িল ॥

কেহ কেহ বাহু ধরি অধির হইয়া ।

কেহ রহে উদ্বর্তন শ্রীঅঙ্গে লেপিয়া ॥

কেহ বুকে পদযুগ ধরিয়া আনন্দে ।

ভূজলতা দিয়া সে বাঙ্কিল পরবক্ষে ॥ —আদি, পৃ. ৩৪

বাসরঘরে কুলবধুদের—

বসন বচন সব স্থলিত হইল ।

নয়ান অলসযুত কাহারো হইল ॥

কেহ অঙ্গ পরশে অনঙ্গ-রঙ্গভরে ।

ঢুলিয়া পড়িলা রসে বিশ্বস্তর-কোলে ॥ —ঐ, পৃ. ৩৮

বিষ্ণুপ্রিয়া বিবাহের সময়ে—

পরম সুন্দরী যত

সভে হৈল উনমত

বেকত মনের নাহি কথা ।

রসে রসে আবেশে

লোলিপরে গৌরা পাশে

গর গর কামে উনমতা ॥ —ঐ, পৃ. ৫৪

নদীয়া-নাগরীর ভাব লইয়া রচিত ১৮টি পদ গৌরপদতরঙ্গিণীতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে সকলগুলি যে প্রাচীন পদকর্তাদের রচিত তাহা নহে। তবে অনেকগুলি পদ বাসুদেব, নরহরি সরকার, শেখর প্রভৃতি মহাজনের রচিত সন্দেহ নাই। নাগরী-ভাবের উপাসনা নরহরি প্রবর্তন করিয়াছেন; লোচনদাস তাহা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। গৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকায় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় “গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার” ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত রাজীবলোচন দাসের এক প্রবন্ধ উদ্ধার করিয়া নাগরীভাবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দাস মহাশয় লিখিয়াছিলেন “গৌরাক্ষ না দেখিলে নাগরীদের প্রাণ ছটফট করে, আনন্দান করে; এমন

কি তাঁহারা সোয়াস্তি পান না। গৌরহরি কিন্তু নারীদের পানে অপাঙ্গদৃষ্টিও করেন না। নাগরীসমূহ গৌরাজকে দেখিয়াই স্থখী। গৌর নাগরীদের পানে চান, আদপে তাঁহাদের মনে ভ্রমেও এ বাসনার ছায়াপাত হয় নাই। ইহাই নাগরীভাবের গুঢ় রহস্য” (গৌরপদতরঙ্গিনী, ১ সং, উপক্রমণিকা, পৃ. ১৫৭)। এই ব্যাখ্যা লোচনের নাগরীভাব-সম্বন্ধে সত্য নহে; কেন-না লোচনের মতে গৌরাজ “নয়ন সন্ধান শরাঘাত” করেন; যুবতীরা তাঁহার পদযুগে নিজেদের বুক দিলে এবং তাঁহাকে ভুজলতা দিয়া বাক্সিলে বা তাঁহার কোলে ঢলিয়া পড়িলে তিনি বাধা দেন না।

Narrations by Lochan Vs Murari Gupta

মুরারির সহিত লোচনের বিবরণের পার্থক্য

লোচন মুরারির কড়া অবলম্বন করিয়া চৈতন্যমঙ্গল লিখিলেও, তাঁহার বর্ণনার সহিত মুরারির প্রদত্ত বিবরণের কতকগুলি পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ঐ পার্থক্য আলোচনা করিলে দেখা যাইবে কিরূপে কালক্রমে ত্রীচৈতন্যের জীবনীর উপর ভক্তি ও কল্পনার রশ্মি-সম্পাত হওয়ায় অলৌকিক ঘটনার উদ্ভব হইয়াছে।

As per Murari Gods praised the pregnancy of Shachidevi not Advaita as mentioned by Lochan

(ক) নিমাই যখন শচীদেবীর গর্ভে ছিলেন, তখন অদ্বৈত আচার্য্য শচীর গর্ভ বন্দনা করিয়াছিলেন এইরূপ কথা লোচন লিখিয়াছেন (আদিখণ্ড, পৃ. ১-২)। মুরারি একরূপ কোন ঘটনার উল্লেখ করেন নাই, তিনি লিখিয়াছেন যে দেবগণ শচীর গর্ভ বন্দনা করিয়াছিলেন (১৫)। দেবগণের স্তবকে ভক্তের অত্যাক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায়, কিন্তু অদ্বৈত স্তব করিয়াছিলেন স্তনিলে মনে হয় ত্রীচৈতন্য যে স্বয়ং ভগবান্ এ কথা অদ্বৈত ত্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন।

(খ) নিমাই শিশুকালে এক কুকুরের বাচ্চা পুষিয়াছিলেন একথা জ্ঞানানন্দ ও লোচন লিখিয়াছেন। লোচন বলেন—

গৌরাজ-পরশে সে কুকুর ভাগ্যবান্ ।

স্বভাব ছাড়িয়া তার হৈল দিব্যজ্ঞান ॥

রাধাকৃষ্ণ গৌরাজ বলিয়া হাসে নাচে ।

নদীয়ার লোক সব ধায় পাছে পাছে ॥ —আদি, পৃ. ১৪

মুরারিতে একরূপ কোন বিবরণ নাই।

Murari had not mentioned any instance of Harisankirtan by Nimai during his boyhood days.

(গ) মুরারি তাঁহার কড়চার কোথাও এরূপ বলেন নাই যে নিমাই বাল্যকালে হরিসঙ্কীৰ্তন করিতেন। কিন্তু লোচন লিখিয়াছেন—

বয়স্ক বালক সব করি এক মেলা ।
হরিগুণ-কীর্তনে ভাল পাতিয়াছি খেলা ॥
চৌদিকে বেড়িয়া বালক হরি হরি বোলে ।
আনন্দে বিহ্বল গোরা ভূমে গড়ি বুলে ॥

লোচন নীলাচলে হরিনামোন্মত্ত শ্রীচৈতন্যের লীলা বালক নিমাইয়ে আরোপ করিয়া শ্রীচৈতন্যের ভগবদ্ভা প্রমাণ করিতে চাহেন।

As per Murari after the death of eight daughters of Shachidevi, Biswaroop was born and after him Nimai was born. So Nimai is the 10th child of Shachidevi.

(ঘ) মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন যে শচীদেবীর আটটি কন্যা মৃত হইবার পর বিশ্বরূপের জন্ম হয় ও তারপর বিশ্বস্তর জন্মেন, অর্থাৎ বিশ্বস্তর শচীর দশম গর্ভের সন্তান (১২১৫-৮)। কিন্তু লোচন বিশ্বস্তরকে কৃষ্ণের ঠায় অষ্টম গর্ভে জাত প্রমাণ করিতে চান। তিনি শচীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

সাত কন্যা মরি মোর এইটি ছাওয়াল ।
ইহা হৈতে কিছু হৈলে নাহি জীব আর ॥ —আদি, পৃ. ৭

এই পয়াসটি লিখিবার সময়ে লোচন ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে বিশ্বরূপ বিশ্বস্তরের বড় ভাই, সুতরাং শচীর সাত কন্যার পর ছেলে হইলেও বিশ্বস্তর নবম গর্ভে জাত হয়েন।

Murari and other writers had not mentioned any event where Nimai had eaten offerings of Goddess Shashthi before the beginning of the worship.

(ঙ) লোচন লিখিয়াছেন যে শচী ষষ্ঠীপূজা করিতে যাইবার জন্ত নৈবেদ্য সাজাইয়াছেন; নিমাই বলিলেন “আমার বড় ক্ষুধা লাগিয়াছে, আমি নৈবেদ্য খাইব।” ইহা বলিয়া তিনি নৈবেদ্য মুখে পুরিলেন। শচী রাগিয়া তাঁহাকে অনেক বকিলেন। তখন নিমাই বলিলেন—

তুন অবোধিনী আমি সব জানি
আমি তিন লোক সার ।
যত যত দেখ আমি মাত্র এক
ত্রিজগতে নাহি আর ॥ —আদি, পৃ. ১৬

মুরারি বা অন্ত কোন লেখক এরূপ বর্ণনা করেন নাই। শিশুকালেই বিশ্বস্তর জানিতেন যে তিনি ভগবান, ইহাই প্রমাণ করিবার জন্ত এই

প্রশ্নাব করা সম্ভবপর নহে। অবশ্য বলা যাইতে পারে নিমাই স্বয়ং ভগবান্—
সুতরাং তাঁহার দ্বারা সবই সম্ভব।

(ছ) লোচন বলেন বিশ্বস্তর উপবীত-গ্রহণ-সময়ে

যুগধর্ম সন্ন্যাস করিতে মন ছিল।

মুণ্ডনের কালে তাহা মনে পড়িল ॥

এই মন হইব বলি হইল আবেশ।

কলি সর্ব জীবের আমি ঘৃণাইব ক্রেশ ॥ —ঐ, পৃ. ২৪

বিশ্বস্তর জীবনে কি কি করিবেন তাহা বাল্যকাল হইতেই জানিতেন। ইহাই
প্রমাণ করা লোচনের উদ্দেশ্য। মুরারির গ্রন্থে এরূপ কোন কথা নাই।

(জ) বিশ্বস্তর পিতার পিণ্ড দিবার জন্ত গয়ায় যাইবার সময়ে শচীদেবী
তাঁহাকে বলিলেন—“মোর নামে এক পিণ্ড দিস্বে তথাই” (আদি, পৃ. ৫৫)।
মুরারিতে বা অগ্র কোন গ্রন্থে এরূপ কথা নাই। লোচন এখানে শচীদেবীতে
সর্বজ্ঞতা আরোপ করিয়াছেন। ছেলে পরে সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে, সেইজন্ত
গয়ায় তাঁহার পিণ্ড পড়িবে না—অতএব এখনই জীবিতকালে এক পিণ্ডের জন্ত
শচীদেবী ছেলেকে অনুরোধ করিলেন।

(ঝ) বিশ্বস্তরের বরাহ-ভাবের আবেশ বর্ণনা করিতে যাইয়া লোচন
(মধ্য, পৃ. ৪) মুরারির প্রাপ্ত আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন (২।২।২৪ প্রভৃতি)।
কিন্তু লোচনের মতে বিশ্বস্তর মুরারিকে রাধাকৃষ্ণ ভজনা করিতে উপদেশ
দিলেন; যথা—

ভজিবে পরম ব্রহ্ম নরাকৃতি তনু।

ইন্দ্রনীল বরণ ত্রিভঙ্গ করে বেতু ॥ —মধ্য, পৃ. ৫

As per Murari Sri Chaitanya had advised him to remain engaged in Sri Ramchandra's worship.

কিন্তু মুরারি নিজে লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে রামচন্দ্রের উপাসনাতেই
রত থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন (২।৭।১৮)।

As directed by Bishwambhar Murari had chanted 'Ramashataka' and Bishwambhar in a happy mood

(ঞ) মুরারি লিখিয়াছেন যে বিশ্বস্তরের আদেশে তিনি রামাষ্টক পাঠ
had written 'Ramdad' on the forehead of Murari.
করিলে প্রভু তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহার ললাটে “রামদাস” শব্দ লিখিয়া
দিলেন। লোচন তাহার উপর রং চড়াইয়া লিখিলেন—

রঘুনাথ বিনে তুমি তিলেক না জীয়।

মুঞি তোঁর রঘুনাথ জানিহ নিশ্চয় ॥

ইহা বলি রামরূপ দেখাইল তারে ।

জানকী সহিত সাক্ষোপাক সব মেলে ॥ —মধ্য, পৃ. ১৭

মুরারি বিশ্বম্ভরের রামরূপ দেখিয়া থাকিলে তাহা নিশ্চয়ই লিপিবদ্ধ করিতেন । আর যদি তর্ক উপস্থিত করা যায় যে ইষ্টমূর্তি দর্শন করার কথা প্রকাশ করিতে নাই বলিয়া তিনি তাহা লেখেন নাই, তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যে কথা তিনি লেখেন নাই তাহা যে কাহারও কাছে প্রকাশ করিয়াছেন ইহাও সম্ভবপর নহে । আর যিনি একমাত্র দ্রষ্টা, তিনি তাহা প্রকাশ না করিলে, অত্রে সে সম্বন্ধে কিছু বলিলে তাহা বিশ্বাস করা যায় না ।

As per Murari Bishwambhar initially refused to bless a leper as the leper had committed a sin against Srivas. But Srivas had requested Bishwambhar to bless the leper.

(ট) মুরারি লিখিয়াছেন যে, এক কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তি বিশ্বম্ভরের কৃপা প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন যে, বৈষ্ণবদেবীকে তিনি উদ্ধার করেন না । ঐ ব্যক্তির শ্রীবাসের নিকট অপরাধ হইয়াছিল । প্রভুর মুখে এই বিবরণ শুনিয়া শ্রীবাস বলিলেন যে, “আমার প্রতি যে অপরাধ করে তাহাকে আপনি উদ্ধার করুন” (২।১৩।৬-১৭) । লোচন এই ঘটনা লিখিবার পর যোগ করিয়াছেন যে, শ্রীবাসের পাদোদক কুষ্ঠীর গায়ে দেওয়ার পর—

স্বর্ণকাস্তি জিনি দেহ বিআধি পালায় ।

পালাইল ব্যাধি দেহ নির্মল হইল ।

হরি হরি বলি ব্যাধি নাচিতে লাগিল ॥ —মধ্য, পৃ. ৩৭

উক্ততাংশের শেষ চরণে “ব্যাধি” শব্দে রোগ না রোগী বুঝাইতেছে ? প্রত্যেক ধর্মমণ্ডলীতেই এইরূপে কালক্রমে অলৌকিক ঘটনার উৎপত্তি হয় ।

(ঠ) সন্ন্যাসের পূর্বে বিশ্বম্ভরের বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিলাস-সম্বন্ধে মুরারি কিছুই লেখেন নাই । লোচন ঐ সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন । পরবর্তী অধ্যায় “মাধবের চৈতন্য-বিলাস” আলোচনার সময়ে উহার বিচার করিব ।

Differences in narrations by Lochan vs Vrindavandas

বৃন্দাবনদাসের সহিত লোচনের বর্ণনার পার্থক্য

লোচন মঙ্গলাচরণে বৃন্দাবনদাসকে ভক্তিভরে বন্দনা করিয়াছেন । তাহা দেখিয়া মনে হইতে পারে যে, তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে কিছু কিছু ভাব ও ঘটনা লইয়াছেন । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তিনি বৃন্দাবনদাস-কর্তৃক বর্ণিত মুখ্য মুখ্য কয়েকটি ঘটনার একেবারেই উল্লেখ করেন নাই । উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, দিগ্বিজয়ী-পর্যাব, কাজীদলন, হরিদাস

ঠাকুরের কাহিনী, পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধির কথা, হুসেন শাহের কথা, অষ্টৈত-রচিত চৈতন্য-গীতি প্রভৃতির সম্বন্ধে লোচন একেবারে নীরব রহিয়া গিয়াছেন।

লোচনের যে বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত পড়িয়াছিলেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। বিশ্বস্তরের গয়া যাইবার রাস্তার বর্ণনায় মুরারি বলেন তিনি মন্দার হইতে রাজগিরি দিয়া গয়ায় যান। বৃন্দাবনদাস বলেন তিনি পুনপুন দিয়া গয়ায় গিয়াছিলেন। লোচনও লিখিয়াছেন যে মন্দার দর্শন করার পর বিশ্বস্তর—

“পুনপুনা নদীতীরে উত্তরিল গিয়া”

এবং তথা হইতে গয়ায় গেলেন। এ ক্ষেত্রে লোচন মুরারিকে অনুসরণ না করিয়া বৃন্দাবনদাসের মত গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, লোচন নিত্যানন্দের কথা বলিতে যাইয়া নিত্যানন্দের প্রিয় শিষ্য বৃন্দাবনদাসের বর্ণনাকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি জগাই-মাধাইর উদ্ধার-কাহিনী-সম্বন্ধে মুরারি গুপ্তের বইয়ে একটি ইঙ্গিত (২।১৩।১৭) ছাড়া কোন বর্ণনা পান নাই। কবিকর্ণপুরও Jagai Madhai event is only indicated by Murari in the verse 2/13/17, no details provided Kabikarnapur had not mentioned anything about Jagai & Madhai in his writings. এ বিষয়ে নাটকে বা মহাকাব্যে কিছু লেখেন নাই। লোচন বৃন্দাবনদাসের বই হইতে মূল ঘটনা লইয়া অনেক বিগয়ে আকর-গ্রন্থ হইতে পৃথক বর্ণনা দিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস বলেন যে একদিন নিত্যানন্দ রাত্রিকালে জগাই-মাধাইয়ের বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি “অবধূত” এই কথা শুনিয়া মাধাই তাঁহার মাথায় মুটুকী দিয়া মারিল; তাঁহার মাথা দিয়া রক্ত পড়িতেছে দেখিয়া জগাইয়ের দয়া হইল; সে মাধাইকে আর মারিতে নিষেধ করিল। এদিকে লোকে যাইয়া বিশ্বস্তরকে এই খবর দিল। বিশ্বস্তর সাক্ষোপাঙ্গ-সহ আসিয়া জগাই-মাধাইকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলেন। নিত্যানন্দ তাঁহাকে কোনমতে নিরস্ত করিয়া বলিলেন যে “মাধাই মারিতে প্রভু! রাখিল জগাই”। জগাই নিবারণ করিয়াছে শুনিয়া প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। জগাইয়ের মনে প্রেমভক্তির উদয় হইল। তাহা দেখিয়া মাধাইও উদ্ধার প্রার্থনা করিল। নিত্যানন্দ তাঁহাকে কৃপা করিলেন। লোচন বলেন যে নিত্যানন্দ একা যান নাই। বিশ্বস্তর জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিবেন বলিয়া কীৰ্ত্তনের দল লইয়া বাহির হইয়াছিলেন। কীৰ্ত্তনের সময়ে উহাদের নিভ্রাভক হওয়ায় উহারা ক্রুদ্ধ হইয়া বাহির হইয়া আসিল।

মাধাই কলসীর কানা ছুঁড়িয়া নিত্যানন্দের মাথায় মারিল। নিত্যানন্দ বলিলেন—

মেরেছিস মেরেছিস তোরা তাহে ক্ষতি নাই।

স্বমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই ॥

বিশ্বস্তর জগাই-মাধাইকে শাস্তি দিতে উত্তত হইলেন। নিত্যানন্দ তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। “ঘরে গেলা মহাপ্রভু নিজ জন লঞা”, অর্থাৎ বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা অনুসারে নিত্যানন্দকে আঘাত করা ও জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধার একই স্থানে একই কালে হইয়াছিল। লোচনের বর্ণনায় এক স্থানে আঘাত, অন্য স্থানে উদ্ধার। লোচন লিখিয়াছেন যে বিশ্বস্তর দলবল-সহ বাড়ী চলিয়া গেলে জগাই-মাধাইয়ের মনে অহুশোচনা হইল। তাহারা প্রভুর বাড়ীতে বাইয়া আত্ম-সমর্পণ করিল। প্রভু তাহাদের প্রতি করুণা করিলেন ও বলিলেন—

তোর পাপ পরিগ্রহ করিব রে আমি।

আপন সকল পাপ উৎসর্গহ তুমি ॥

ইহা বলি কর পাতে তুলসীর তরে।

তুলসী না দেই তারা দুই ভাই ডরে ॥

অনেক ইতস্ততঃ করিয়া তাহারা প্রভুর হাতে পাপের বোঝা-যুক্ত তুলসী দিল। তাহারা উদ্ধার পাইল।

জয়ানন্দ এই ঘটনার বর্ণনা উপলক্ষে বৃন্দাবনদাসকে অনুসরণ করিয়াছেন ; অর্থাৎ তাঁহার মতে নিত্যানন্দ যখন একা বাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে মাধাই মারিয়াছিল এবং “গোরচন্দ্রে দূত সব জানাইল গিঞা।” এই অংশে লোচনের সহিত জয়ানন্দের মিল নাই। কিন্তু বিশ্বস্তরের হাতে তুলসী-পত্র দিয়া জগাই-মাধাইয়ের পাপ-সমর্পণের বর্ণনায় লোচন ও জয়ানন্দের মিল আছে। জয়ানন্দ ঘটনাটিকে আর একটু অলৌকিক করিয়াছেন। তিনি বলেন—

জগাই মাধাই পাপ উৎসর্গিল হাতে।

প্রভুও অঞ্জলি গঙ্গাজল দিল মাথে ॥

কৃষ্ণবর্ণ মুখ হৈল দেখে লোকে ত্রাস।

নিমেষেকে হেম চান্দ মুখের প্রকাশ ॥ —জয়ানন্দ, পৃ. ৫৮

Vrindavandas's narration of Jagai & Madhai event is more reliable as he had received the information

এই ঘটনাটির সহিত নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠ সাক্ষ্য ছিল বলিয়া বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা লোচন ও জয়ানন্দ অপেক্ষা অধিক বিশ্বাস্য।

from Nityananda prabhu.

লোচনের বর্ণিত সার্কভৌমের সহিত বিচার ও প্রতাপরুদ্রের উদ্ধার-কাহিনীর সহিতও বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার মিল নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনার সময়ে ঐ দুই ঘটনার বিশদ বিচার করিব।

New information provided by lochan

লোচনের বর্ণিত নূতন তথ্য

লোচন এমন কয়েকটি নূতন সংবাদ দিয়াছেন যাহা মুরারি, বৃন্দাবনদাস বা অন্য কোন লেখক বলেন নাই, অথচ যাহা সত্য বলিয়া না মানিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। নিত্যানন্দের গার্হস্থ্যশ্রমের নাম যে কুবের ছিল একথা একমাত্র লোচনই বলিয়াছেন। লোচন রাঢ়ের লোক, সুতরাং একচাকা-গ্রামনিবাসী হাড়ে ওঝার পুত্রের নাম জানা তাঁহার পক্ষে সম্ভব। লোচন বলেন—

মা বাপে খুইল নাম কুবের পণ্ডিত ॥

সন্ন্যাস আশ্রমে নিত্যানন্দ সূচরিত ॥ —সূত্রখণ্ড, পৃ. ৩৩

Description of Sri Chaitanya's demise

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের বিবরণ

লোচন শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে গুজাবাড়ীর মধ্যে—

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।

জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে ॥

—শেষখণ্ড, পৃ. ১১৬-১৭

জয়ানন্দ বলেন—

নীলাচলে নিশাএ চৈতন্য টোটাগ্রামে।

বৈকুণ্ঠ যাইতে নিবেদিল ক্রমে ক্রমে ॥

আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা অঙ্গীকার করি।

রথ পাঠাইহ যাব বৈকুণ্ঠপুরী ॥

* * *

আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।

ইটল বাজিল বাম পাএ আচরিতে ॥

চরণ বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে ।

সেই লক্ষ্যে টোটার শরণ অবশেষে ॥

পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্বকথা ।

কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বকথা ॥ —জয়ানন্দ, পৃ. ১৫০

নির্দিষ্ট সময়ের সামান্য বিরোধ থাকিলেও জয়ানন্দ ও লোচনের মধ্যে
তিথি ও তারিখের মিল আছে। কিন্তু তিরোভাব-স্থানের মিল নাই।

As per Lochan SriChaitanya had left his mortal coil at Gunjabadi, as per Jayananda at Tota Gopinath

লোচনের মতে গুঞ্জাবাড়ীতে তিরোভাব, জয়ানন্দের মতে টোটা গোপীনাথের
মন্দিরে। শ্রীচৈতন্য যে সমুদ্রে তিরোহিত হন নাই তাহা ডা. দীনেশচন্দ্র সেন
মহাশয় স্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়াছেন।^১ শ্রীচৈতন্যের স্বাভাবিক মৃত্যু যদি বিশ্বাস
করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রিয় স্ত্রীদেবী গদাধরের নিকট টোটা গোপীনাথে
তিনি শেষ সময়ে ছিলেন, ইহাই অধিকতর সম্ভব।

উড়িয়া সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব-সম্বন্ধে অলৌকিক কাহিনীই
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক লেখক ও শ্রীচৈতন্যের কৃপাপাত্র

The disciple of Sri Chaitnaya and contemporary writer of Odisha has written in the 1st Chapter

অচ্যুতানন্দ তাঁহার শূন্যসংহিতায় প্রভুর জগন্নাথ-বিগ্রহে লীন হওয়ার কথা

of Shūnyasamhita that Sri Chaitanya's body entered/ become one with Sri Jagannath

লিখিয়াছেন; যথা—

এমন্তে কেতেহে দিন বহি গেলা শুনিমা অপূর্বরস ।

প্রতাপরুদ্র রাজন বিজে কলে কলারাত্রটর পাশ ॥

এমন্ত সময়ে গৌরান্ধচন্দ্রমা বেড়া প্রদক্ষিণ করি ।

দেউলে পশিলে সখাগণ সঙ্গে দণ্ড কমণ্ডলু ধরি ॥

মহাপ্রতাপ দেব রাজা ঘেণিন পাত্র মন্ত্রীমান সঙ্গে ।

হরি-ধ্বনিয়ৈ দেউল উছলই শ্রীমুখ দর্শন রঙ্গে ॥

চৈতন্য ঠাকুর মহানৃত্যকার রাধা রাধা ধ্বনি কলে ।

জগন্নাথ মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্করে বিদ্যাপ্রায় মিশি গলে ॥

—শূন্যসংহিতা, প্রথম অধ্যায়

অচ্যুতানন্দ প্রভুর তিরোভাবের কাল-সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই।

তবে তিনি বলেন যে প্রতাপরুদ্র প্রভুর তিরোভাবের পর মাধবী পূর্ণিমা বা

১ ভারতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৩৫, ডা. দীনেশচন্দ্র সেন “শ্রীগৌরাস্ত্রের লীলাবসান” প্রবন্ধে
শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব-সম্বন্ধে বিভিন্ন কিংবদন্তীর ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ করিয়াছেন।

বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে এক মাস কাল মহোৎসব করিয়াছিলেন। রাজা যে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের অব্যবহিত পরেই মহোৎসব করিয়াছিলেন এরূপ কথা অচ্যুতানন্দ বলেন নাই। পরবর্তী যুগের লেখক দিবাকরদাসও (সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ) অচ্যুতানন্দের অত্মরূপ বিবরণ লিখিয়াছেন—

এমস্ত কহি শ্রীচৈতন্য	শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন।
গোপন হইলে স্বদেহে	দেখি কাহার দৃষ্টি মোহে ॥
না দেখি শ্রীচৈতন্যরূপ	সর্বমনরে দুখ তাপ।
রাজা হোইলে মনে ছন্ন	হে প্রভু হেলে অস্তরূপান ॥
পূর্বে যহিঁ আসিথিলে	লেউটি তহিঁ প্রবেশিলে ॥

দিবাকরদাসেরও পরের যুগের লেখক ঈশ্বরদাস বলেন যে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ-অঙ্গে চন্দন লেপন করিতে করিতে প্রতাপরুদ্রের সমক্ষে বৈশাখের তৃতীয় দিবসে জগন্নাথ-বিগ্রহে লীন হয়েন (ঈশ্বরদাসের চৈতন্য-ভাগবত, অধ্যায় ৬৫)। প্রভুর তিরোভাবের কাল-সম্বন্ধে জয়ানন্দের সহিত ঈশ্বরদাসের বিরোধ দেখা যাইতেছে। জয়ানন্দ ঈশ্বরদাসের অনেক পূর্ববর্তী বলিয়া এ বিষয়ে তাঁহার মতই অধিক প্রামাণিক। কিন্তু পূর্বে উল্লিখিত অচ্যুতানন্দের ইচ্ছিতের সহিত ঈশ্বরদাসের বর্ণনা মিলাইয়া পড়িলে দৃঢ় ধারণা জন্মে যে উড়িয়া ভক্তদের মতে বৈশাখমাসেই প্রভুর তিরোভাব। অচ্যুতানন্দ ও জয়ানন্দের মধ্যে কাহার উক্তি অধিক প্রামাণিক তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর।

Historical value of Lochan's book

লোচনের গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য

শ্রীচৈতন্যের জীবনী হিসাবে লোচনের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের ঐতিহাসিক মূল্য বেশী নহে। তিনি যে কয়েকটি নূতন সংবাদ দিয়াছেন তাহা সত্য হওয়াই সম্ভব। কিন্তু ঘটনার বিবরণ দেওয়া অপেক্ষা ভাববর্ণনায় তাঁহার অধিক আবেশ ছিল। তিনি নাগরীভাবের উপাসক। সেইজন্ত ২০২ পৃষ্ঠার বইয়ে (যুগলকাস্তি ঘোষ সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ) ১৫৪ পৃষ্ঠা ধরিয়া তিনি নবদ্বীপ-লীলাই বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে অস্তালীলা মোটেই ফুটে নাই। লোচনের গ্রন্থে উজ্জল-নীলমণির ও “কৃষ্ণবর্ণঃ স্ত্রীকৃষ্ণম্” শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবের ঘটনাক্রমের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মতের সহিত তাঁহার মতের পার্থক্য বিস্তর। তাঁহার মতে

শ্রীগৌরাক্ষন্দের উপেন্ন, কেবল উপায়-মাত্র নহেন। বৈষ্ণব-ধর্মের ইতিহাসে লোচনের গ্রন্থ খুব মূল্যবান—কেন-না গোড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের একটি শাখার উপাসনা ও ভাব-সাধনা-প্রণালীর বিশদ ও অকুজিম বিবরণ ইহাতে পাওয়া যায়।

সংকীর্ণনামৃতে ধৃত লোচনের একটি পদ হইতে জানা যায় যে কবি নরহরি, রঘুনন্দন প্রভৃতির তিরোধানের পর জীবিত ছিলেন।

গোরাগুণে আছিল ঠাকুর নরহরি।

স্বরূপ রূপ সনাতন মুকুন্দ মুরারি ॥

প্রিয় গদাধর আর ঠাকুর শ্রীনিবাস।

প্রিয় বাহুঘোষ আর প্রাণ হরিদাস ॥

এ বড় রহল শেল মরম সহিতে।

একু বেলায় কোথা গেল, না পাই দেখিতে ॥

পরানের পরাণ গেল শ্রীরঘুনন্দন।

না মরে এসব শোকে এ দাস লোচন ॥

—সংকীর্ণনামৃত, পৃ. ১৬৫

মাধবের “চৈতন্যবিলাস”

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে আমি পুরীর মার্কণ্ডেশ্বরসাহীর অধিবাসী দুর্গাচরণ জগদেব-রায়ের গৃহে উড়িয়া ভাষায় লিখিত মাধবের চৈতন্যবিলাসের একখানি পুঁথি পাই। ইহারা রাধাকান্ত মঠের শিষ্য। দুর্গাবাবুর মাতাঠাকুরাণী শ্রীমতী মাতা নামে একজন বৈষ্ণবীর নিকট দীক্ষা লন এবং এই গ্রন্থ পান। শ্রীমতী মাতার অপর শিষ্যা রাধা মাতার নিকট “চৈতন্যবিলাসের” একখানি প্রাচীন পুঁথি ছিল দেখিয়াছিলাম। আমি ১৩৩০ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় “উৎকলে নবাবিকৃত শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধীয় পুঁথি” নামক প্রবন্ধে এই গ্রন্থের পরিচয় দিই। সম্প্রতি “প্রাচী অনুসন্ধান সমিতি” হইতে প্রকাশ করিবার জন্ত আমার সংগৃহীত পুঁথিখানি রায় সাহেব অধ্যাপক আর্ন্তবল্লভ মহাস্থি মহাশয় কটকে লইয়া গিয়াছেন।

Who is Madhav (disciple of Gadadhar) মাধব কে ?

চৈতন্যবিলাসের গ্রন্থকারের নাম মাধব। তিনি নিজের কোন পরিচয় দেন নাই। তবে তাঁহার গুরু যে গদাধর সে কথা বলিয়াছেন ; যথা—

সে হি শ্রীচৈতন্যকথা কিছিহি বর্ণিবি ।

এহি মনকু মোহর স্তফল করিবি যে ॥

বন্দই যে গদাধর গুরু মহেশ্বর ।

সে পাদ কমলে চিত্ত রহ মাধবর ॥—প্রথম ছান্দ, ৪৬-৪৭

তিনখানি বৈষ্ণব-বন্দনাতেই^১ মাধব পট্টনায়ক নামে একজন ভক্তের নাম পাওয়া যায়। তাহা হইতে বুঝা যায় যে ঐ নামের একজন ভক্ত শ্রীচৈতন্যের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন ও ভক্তদলের মধ্যে কোন কারণে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন চরিত-গ্রন্থে উড়িয়া মাধবের নাম নাই—অনেক উড়িয়া ভক্তের নামই বাঙ্গালা চরিত-গ্রন্থসমূহে নাই। মাধবের গুরু গদাধর

১ দেবকীনন্দনের ও দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাসের বৈষ্ণব-বন্দনা প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রকাশ করিয়াছেন। আমি শ্রীজীব গোস্বামীর লেখা সংস্কৃত বৈষ্ণব-বন্দনা পাইয়াছি।

শ্রীচৈতন্যের প্রিয় স্বহৃদ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী হইতে পারেন ; কেন-না গ্রন্থশেষে মাধব বলিতেছেন যে তিনি ঠাকুরের শ্রীমুখে বাহা শুনিয়াছেন, তাহাই উড়িয়া ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া বলিতেছেন ; যথা—

যেতে চরিত গৌরর ব্রহ্মাশিবে অগোচর
ঠাকুর শ্রীমুখে এহা কলে প্রকাশ ।
তাহাক ভাষাক মুহি উৎকল ভাষারে য়িহি
কহিলি প্রভু সন্ন্যাস রসবিলাস ॥
সাধুজনে ন ঘেন দোষ ।
কহই মাধব তুস্ত পাদরে আশ ॥—দশম ছান্দ, ১৭

ঠাকুর-শব্দ গুরু অর্থে ব্যবহৃত হয়। লোচন নিজের গুরুকে ঠাকুর বলিয়াছেন ; যথা—“শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর আমার” (সূত্রখণ্ড, পৃ. ৬৪)। মাধবের ঠাকুর নিশ্চয়ই বাক্সালী ছিলেন ; তাহা না হইলে ভাষান্তরিত করার কথা উঠে না। গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট যদি মাধব কোন কথা শুনিয়া তাহার অবিকল অনুবাদ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে উহা খুবই প্রামাণিক

Madhav & Lochan

মাধব ও লোচন

কিন্তু উদ্ধৃত পদ্যাংশের অর্থ এরূপও হইতে পারে যে লোচনদাস ঠাকুর বাক্সালী ভাষায় বাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই মাধব উড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করিলেন। এরূপ অনুমানের কারণ এই যে “চৈতন্যবিলাসের” দশটি ছান্দের মধ্যে প্রথম ও শেষ ছান্দ ব্যতীত অপর আটটি ছান্দের সহিত লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের—মধ্যখণ্ডে নবদ্বীপে কেশব ভারতীর আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া (পৃ. ৪৭) শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহ হইতে শ্রীচৈতন্যের নীলাচল-যাত্রা পর্য্যন্ত (পৃ. ৭৩)—বর্ণনার ভাব ও ভাষার সহিত মাধবের চৈতন্যবিলাসের অনেক মিল আছে। এইরূপ মিল দেখিয়া মনে হয় মাধব লোচনের বর্ণনার অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন—

তাহাক ভাষাক মুহি উৎকল ভাষারে য়িহি
কহিলি প্রভু সন্ন্যাস রসবিলাস ।

সাধু যেন নৌকা চড়ি যায় দূর দেশ ।
 ধন উপার্জন লাগি করে নানা ক্লেশ ॥
 আনিঞা বান্ধবজনে করয়ে পোষণ ।
 আমিহ ঐছন আনি দিব প্রেমধন ॥
 এ বোধে শুনিয়া কহে শ্রীবাস পণ্ডিত ।
 তোমা না দেখিয়া প্রভু কি কাজ জীবিত ॥
 জীবিত শরীরে বন্ধু করয়ে পোষণ ।
 দেহান্তরে করে তার আন্ধ তর্পণ ॥
 যে জীয়ে তাহারে তুমি দিও প্রেমধন ।
 তোমা না দেখিলে হৈবে সভার মরণ ॥—মধ্যখণ্ড, পৃ. ৪৮

মাধব লিখিয়াছেন—

শুন শুন দ্বিজপ্রিয় হে শ্রীনিবাস ।
 কহিবা কথাএ মনে ন পাও ত্রাস ॥
 প্রেমধন অর্জনকু যিবি বিদেশ ।
 আনিব তুন্তকু দেবি এহি মানস ॥
 কহে শ্রীনিবাস যার থিব জীবন ।
 তাঁকু তুষ্টে দেব আনি সে প্রেমধন ॥
 ক্ষণে তুন্তকু ন দেখি জীব ন থিব ।
 আন্তমানকু মারি সম্যাস করিব ॥—দ্বিতীয় ছান্দ, ১৭-২০

মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন—

ততঃ প্রোবাচ ভগবাৎ শ্রীবাসদ্বিজপুঙ্গবম্ ।
 ভবতামেব প্রেমার্থে গমিষ্যামি দিগন্তরম্ ॥
 সাধুভির্নাবমাকুহ যথা গতা দিগন্তরম্ ।
 অর্থমানীয় বন্ধুভ্যো দীয়তে তদহং পুনঃ ॥
 দিগন্তরাং সমানীয় দাস্তামি প্রেমসন্ততিম্ ।
 যয়া সর্বহরারাদ্যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরিপশুসি ॥
 পুনঃ প্রোবাচ তচ্ছ্রুত্বা শ্রীবাসঃ শ্রীহরিং প্রভুম্ ।
 যয়া বিবহিতো নাথ কথং দাস্তামি জীবিতঃ ॥—২।১৮।১৯-২২

লোচন নিজে বলিয়াছেন যে তিনি মুরারি গুপ্তের বইকে উপজীব্য করিয়া চৈতন্যমঙ্গল লিখিয়াছেন। মুরারির গ্রন্থে লোচন-কর্তৃক কথিত “জীবিত শরীরে বন্ধু করয়ে পোষণ” প্রভৃতি চারি চরণের কোন ইঙ্গিত নাই। মাধবের গ্রন্থে ১৯ সংখ্যক পয়ার ঐ ভাবের। মাধব যদি লোচন হইতে অনুবাদ করিতেন, তাহা হইলে তিনি কি মুরারি ও লোচনের “সাধু যেন নৌকা চড়ি যায় দূর দেশে” ও “জীবিত শরীরে বন্ধু করয়ে পোষণ” এই দুইটি উপমা বাদ দিতেন? লোচনের বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় যে তিনি মুরারির ও মাধবের লেখাকে অবলম্বন করিয়া নিজস্ব কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

আর একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। সম্যাস-গ্রহণের পর কাটোয়া হইতে প্রভু রাত্ দেশে যাইতেছেন, তাহার বর্ণনা করিয়া মুরারি লিখিয়াছেন—

মন্ত-করীন্দ্রবৎ কাপি তেজসা বরুধে কচিং ।
কচিদ্ গায়তি গোবিন্দ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি সাদরম্ ॥
তত্র দেশে হরেনাম শ্রদ্ধা চাতীৰ বিহ্বলঃ ।
প্রবিশ্বাহং জলে ক্ষিপ্তং ত্যজ্যামি দেহমাস্থনঃ ॥
ন শৃণোমি হরেনাম কথং ব্রাহ্মণসংস্থিতিঃ ।
ইতি নিশ্চিত্য তোয়শ্চ সমীপং স ব্রজন্ প্রভুঃ ॥
দদর্শ বালকাংস্তত্র গবাং সজ্জ-বিহারিণঃ ।
নিত্যানন্দাবধূতেন শিক্ষিতান্ হরিকীর্তনম্ ॥
তত্রৈকো বালকোহতু্যচৈহরিং বদ হরিং বদ ।
ইতি প্রোবাচ হর্ষণ পুনঃপুনরুদারধীঃ ॥
তচ্ছ্রুত্বা হর্ষিতো দেবঃ সংরক্ষন্ দেহমাস্থনঃ ।
তত্রৈব প্ররোদার্তো বিহ্বলশ্চাপতভুবি ॥—৩।৩।৫।১০

লোচন লিখিয়াছেন—

কদম্ব কেশর জিনি একটা পুলক ।
কণ্টকিত সব অঙ্গ আপাদ-মস্তক ॥
মন্ত করিবর যেন রঙ্গে চলি যায় ।
নির্ভর প্রেমায় ক্ষণে কৃষ্ণগুণ গায় ॥
ক্ষণেকে পড়েয়ে ভূমি রহে স্তব্ধ হঞা ।
ক্ষণে লক্ষ দিয়া উঠে হরিবোল বলিয়া ॥

ক্ষণে গোপিকার ভাব ক্ষণে দাস্তভাব ।
 ক্ষণে ধীরে ধীরে চলে ক্ষণে শীঘ্র ধাব ॥
 এই মনে দিবারাত্র না জানে আনন্দে ।
 রাঢ়দেশে না শুনিল কৃষ্ণনাম-গঞ্জে ॥
 কৃষ্ণনাম না শুনিঞা খেদ উঠে চিতে ।
 নিশ্চয় করিল প্রভু জলে প্রবেশিতে ॥
 দেখি সব ভক্তগণ করে অহুতাপ ।
 গৌরাজ গোলোকে যায় কি হবেরে বাপ ॥
 তবে নিত্যানন্দ প্রভু বলে বীরদাপে ।
 রাখিব চৈতন্য আমি আপন প্রতাপে ॥
 সেহি খানে শিশুগণ গোধন চরায় ।
 নিত্যানন্দ প্রভু তার প্রবেশে হিয়ার ॥
 যে কালে গেলেন প্রভু জলের সমীপে ।
 হরি বলি ডাকে সব শিশু আচম্বিতে ॥
 তাহা শুনি লেউটি আইলা গৌরহরি ।
 বোল বোল বোলে তার শিরে হস্ত ধরি ॥
 তোমারে করুন কৃপা প্রভু ভগবান্ ।
 কৃতার্থ করিলি যে শুনাইয়া হরিনাম ॥—মধ্যখণ্ড

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে মুরারির বর্ণনায় পাওয়া যায় না যে (১) শ্রীচৈতন্যের দেহ কদম্বকেশরের গ্রায় দেখাইতেছিল ; মাধবে ঐ উপমা আছে । (২) নিত্যানন্দ বলিয়াছেন যে তিনি আপন প্রতাপে শ্রীচৈতন্যের জীবন রক্ষা করিবেন ; (৩) শ্রীচৈতন্য কোন শিশুর মাথায় হাত রাখিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন । যদি সব শিশু হরিনাম উচ্চারণ করিয়া থাকে তবে প্রভু কেবলমাত্র এক জনকে আশীর্বাদ করিলেন কেন ? পূর্ব অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে জগন্নাথবল্লভের অহুবাদ করিতে যাইয়া লোচন নিজে অনেক কথা সংযোজনা করিয়াছেন—এখানেও তাহাই দেখা যায় ।

মাধব ঐ ঘটনা-বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

কদম্বকেশরপ্রায় পুলক ।

রোমাঞ্চ অঙ্গ আপাদ-মস্তক ॥

মস্তকরিবরপ্রায় চলই ।

আনন্দে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গাই ॥

পড়ই ভূমিরে ।

রহই কণ স্বকিত শরীরে ॥

কণে আশ্বাদই গোপী ভাবরে ।

কণে আশ্বাদই দাসভাবরে ॥

কেতে বেলে ধীরে ধীরে গমই ।

কেতে বেলে তুরিতে ধামই ॥

রজনী দিবস ।

ন জানই প্রভু হোই হরস ॥

প্রবেশ হেলে গোড় দেশরে ।

কৃষ্ণনাম না শুনিলে কর্ণরে ॥

বহুত চিন্তা লভিলে মনর ।

কেমন্তে এ জনে হেবে নিস্তার ॥

আচম্বিতে কৃষ্ণ ।

কোহিন বোলন্ত হোইলে তৃষ্ণ ॥

—অষ্টম ছান্দ, ১৬-১৮

হরিনাম না শুনিতে পাইয়া শ্রীচৈতন্যের জীবন-ত্যাগের সংকল্প একটি অতি সুন্দর ও প্রেমোদ্দীপক বর্ণনা । মাধব যদি লোচন হইতে অনুবাদ করিবেন তবে তিনি কদম্বকেশরের উপমাটি গ্রহণ করিয়া এমন একটি ঘটনা বর্ণন করিবেন কেন ? যদি লোচন হইতে মাধব অনুবাদ করিতেন তাহা হইলে রাঢ়দেশকে গোড়দেশ বলিতেন না । গদাধরের মুখে শুনিয়া মাধব গোড় ও রাঢ়ের পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া ঐরূপ করিয়াছেন মনে হয় ।

লোচনের গ্রন্থে আছে যে সন্ন্যাসের অব্যবহিত পূর্বে—

নবদ্বীপ হইতে গদাধর নরহরি ।

আসিয়া মিলিল তারা বলি হরি হরি ॥—মধ্য., পৃ. ৬৩

অদ্বৈত-ভবনেও নরহরি নিত্যানন্দাদির সহিত নাচিয়াছিলেন (মধ্য., পৃ. ৭১) ; অদ্বৈত-ভবন হইতে নীলাচল-যাত্রার সময়ে শ্রীচৈতন্যের সহিত নরহরি ছিলেন (পৃ. ৭৪) । মুরারির মতে চন্দ্রশেখর আচার্য্য নবদ্বীপ হইতে বিশ্বম্ভরের সঙ্গেই কাটোয়া গিয়াছিলেন (৩১৮) । লোচনও তাহাই বলেন । কিন্তু মাধব বলেন যে কাটোয়াতে বিশ্বম্ভর যখন কেশব ভারতীর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন চন্দ্রশেখর তথায় উপস্থিত হইলেন ; যথা—

এহি মতে দুহি জন ছন্তি ধৈউ ঠারে ।

চন্দ্রশেখর আচার্য্য গলে সে কালরে ॥

সন্ন্যাসকু নমি মহাপ্রভুঙ্ক বন্দিলে ।

আইলা উত্তম হেলা হসিন বোইলে ॥—সপ্তম ছান্দ

As per Vrindavandas Biswāmbhar went to Katoya for sannyasa alone which is possible.

বিশ্বম্ভর সন্ন্যাস করিতে যাইবার সময়ে একা চলিয়া গিয়াছিলেন, ইহাই সম্ভব মনে হয় । বৃন্দাবনদাসও তাহাই বলিয়াছেন ; যথা—

প্রভু বোলে “আমার নাহিক কারো সঙ্গ ।

এক অদ্বিতীয় সে আমার সর্ব রঙ্গ ॥”—২।২৬।৩৬২

তাহার মতে চন্দ্রশেখরাদি ভক্তগণ পরে কাটোয়া গিয়াছিলেন । মাধব গদাধর ও নরহরির কাটোয়া যাওয়া-সঙ্গক্ষে কিছুই লেখেন নাই । অদ্বৈত-ভবনে শ্রীচৈতন্যের অবস্থান বর্ণনা করিতে যাইয়া মাধব হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ দত্ত ও শ্রীনিবাসের নাম করিয়াছেন ; যথা—

তেজ দেখি আনন্দ সে হরিদাস ।

মুরারি মুকুন্দ দত্ত শ্রীনিবাস যে ॥

দণ্ড প্রণাম করি পড়ি ভূমিরে ।

বদন দেখি অশ্রুপূর্ণ নেত্রেরে ॥—নবম ছান্দ, ২৮

এ স্থলেও মাধব নরহরির নাম করেন নাই । অদ্বৈত-ভবন হইতে নীলাচলে যাত্রার সময়ে মাধবের মতে—

সঙ্গে অদ্বৈত গদাধর পণ্ডিত ।

নিত্যানন্দাদি আর যেতে ভকত যে ॥—নবম ছান্দ, ৫০

অদ্বৈত খানিকটা পথ যাইয়া ফিরিয়া আসেন (দশম ছান্দ, ৫) ।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, যে যে প্রসঙ্গে লোচন নরহরির নাম করিয়াছেন, সেই-সব ঘটনা-বর্ণনা-উপলক্ষে বা অথ কোথাও মাধব নরহরির নাম করেন নাই । লোচনের বইকে আদর করিয়া তাহার অনুবাদ করিতে বসিলে, মাধব বাছিয়া বাছিয়া লোচনের গুরু নরহরির নামটি বাদ দিবেন কেন, তাহা বুঝা যায় না ।

আর এক দিক্ দিয়া আলোচনা করিলেও মনে হয় মাধব লোচনের পূর্বে গ্রন্থ লিখিয়াছেন । ধর্ম-সম্প্রদায়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে যতই দিন যাইতে থাকে ততই অলৌকিক ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ।

মাধব লিখিয়াছেন যে শচীদেবী বিশ্বস্তরের সম্যাস-গ্রহণের সংকল্প গুনিয়া আকুল হইলেন ; বিশ্বস্তর তাঁহাকে নানারূপ তত্ত্বকথা বলিয়া প্রবোধ দিলেন । তখন—

গৌরাক্ষ-বাণী শুনি জননী বদন্তি নোহ তু মহুশ্য ।
জানিলি সাক্ষাৎ নন্দ-নন্দন তু একুপে হউছ প্রকাশ ॥

লোচন এই ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

সেই ক্ষণে বিশ্বস্তরে কৃষ্ণবুদ্ধি হৈল ।
আপনার পুত্র বলি মায়া দূরে গেল ॥
নবমেঘ জিনি ছাতি শ্যাম কলেবর ।
ত্রিভঙ্গ মুরলীধর বর পীতাম্বর ॥
গোপ গোপী গো গোপাল সনে বৃন্দাবনে ।
দেখিল আপন পুত্র চকিত তখনে ॥

মাধব লোচন হইতে অনুবাদ করিলে বিশ্বস্তরের দেহে শচীর কৃষ্ণদর্শন বাদ দিতেন না ।

মাধব বলেন বিশ্বস্তর বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রবোধ দিলে বিষ্ণুপ্রিয়া মনে করিলেন যে বিশ্বস্তর সাক্ষাৎ নন্দ-নন্দন ; যথা—

এতে কহিন গৌরাক্ষ হরি ।
সেহ বিষ্ণুপ্রিয়া মনোহারি ॥
সাক্ষাৎ নন্দ-নন্দন এ ।
এমন্ত সত্যকরি মনে অবধারি সে ॥—চতুর্থ ছান্দ, ২৬

লোচন এ স্থলে লিখিয়াছেন—

আপনে ঈশ্বর হঞা দূর করে নিজ মায়া
বিষ্ণুপ্রিয়া পরসন্ন চিত ।
দূরে গেল দুখ শোক আনন্দ ভরল বুক
চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিত ॥
তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া চতুর্ভুজ দেখিয়া
পতিবুদ্ধি নাহি ছাড়ে তত্ব ।—মধ্য., পৃ. ৫৬

এইসব দেখিয়া আমার অনুমান হয় যে লোচনদাস মাধবের গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া চৈতন্যমঙ্গলের ত্রিচৈতন্যের সম্যাস-সম্পর্কিত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন—

কিন্তু ইহা অসম্মানমাত্র। এ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে হইলে দৃঢ়তর
প্রমাণ আবশ্যক।

Valuable information in the Madhav's book

মাধবের গ্রন্থে মূল্যবান সংবাদ

বিশ্বস্তর সম্যাস-গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে বিষ্ণুপ্রিয়াস সহিত বিহারাদি
করিয়াছিলেন কি না, তাহার সত্যতা নির্ভর করে মাধবের বই সত্যই গদাধর
পণ্ডিতের নিকট শুনিয়া লেখা কি না তাহার উপর। যে ব্যক্তি শেষরাত্তিতে
চিরতরে গৃহত্যাগ করিবেন তাঁহার পক্ষে বিলাস করা সম্ভব কিনা, তাহা
কেবল মনস্তত্ত্বে স্থনিপুণ পণ্ডিত ব্যক্তিরাই বলিতে পারেন।

মাধবের প্রথম ও দশম ছান্দের বর্ণনার সহিত লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের
কোনরূপ মিল নাই। মাধব প্রথম ছান্দে শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব ও ভক্তির
প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ বর্ণনা হইতে জানা যায় যে শ্রীমদ্ভাগবতে
তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। দশম ছান্দে সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্যের শাস্তিপূর
হইতে যাত্রা, নীলাচলে গমন, জগন্নাথ-দর্শন, সার্কভৌম-উদ্ধার, দক্ষিণাপথ-
ভ্রমণ, নীলাচলে প্রত্যাগমন, বৃন্দাবন দর্শন করিয়া পুরীতে ফিরিয়া আসা
বর্ণিত হইয়াছে। মাধবের মতে পুরীতে পৌছিয়া শ্রীচৈতন্য প্রথমেই জগন্নাথ
দর্শন করেন। জগন্নাথ-মন্দিরে মূচ্ছিত হইয়া পড়ায় সার্কভৌম তাঁহাকে
নিজের বাড়ীতে লইয়া যান ; যথা—

প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধমকু করি ধন্য
আসি প্রবেশিলে নীল স্নন্দর গিরি।
জগন্নাথ দেখিন প্রেমে হোই অচেতন
বিকচ কঙ্ক নয়নু বহই বারি ॥
সার্কভৌম দেখিলে আসি।
কাহ আসিছন্তি অপরূপ সম্যাসী ॥
নেই আপনা সদনে রাখিলে দিব্য ভুবনে
এমন্তে মিলিলে সঙ্গ ভকতগণ।
ত্রিষাম হেইছি দিন প্রভু আবেশিত মন
প্রভুর সমীপে কলে নাম কীর্তন ॥
মহাপ্রভু হোই সচেত।
বোলে বেগে দেখি আস জগন্নাথ ॥

কবিকর্ণপুর ও লোচনের মতে শ্রীচৈতন্য প্রথমে সার্কভৌম-গৃহে বাইয়া, পরে সার্কভৌম-পুত্র-সহ জগন্নাথ-দর্শনে যান। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ কথা স্বীকার করেন নাই। মাধব যদি সত্যই গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট গুনিয়া বিবরণ লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার কথাই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হয় ; কেন-না গদাধর শ্রীচৈতন্যের অনুগামী হইয়াছিলেন।

মাধব বলেন যে শ্রীচৈতন্য রায় রামানন্দকে উৎকল-রাজ্যের প্রান্ত সীমা ছাড়িয়া পুরীতে যাইতে আদেশ দেন ; যথা—

তাক ঠাক মেলানি কালে ।

কহে এহ ছাড়ি যাও সে নীলাচলে ॥

বৃন্দাবন হইতে পুরীতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীচৈতন্য নীলাচলে বাস করিতেছেন, এই পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া মাধব গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন।

ভকতকু ঘেনি সঙ্গে

বঞ্চস্তি ভাবতরঙ্গে

তহুঁ নেউটি আইলা শ্রীনীলাচল ॥

কৃষ্ণ সূখে বঞ্চস্তি দিন ।

পরম হরষ ভক্তজনক মন ॥

গ্রন্থের প্রথম ছান্দেও মাধব বলিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য “এইখানে” অর্থাৎ নীলাচলে বাস করিতেছেন ; যথা—

চৈতন্যরূপে এহা কৃষ্ণ ভগবান্ ।

প্রকাশ করিঅছন্তি কহি শাস্ত্র মান যে ॥

“বঞ্চস্তি” ও “করিঅছন্তি” (Present Progressive Tense বা লট্) এইরূপ কালব্যবহারকে ঐতিহাসিক সত্যরূপে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের নীলাচল-বাস সময়েই গ্রন্থ লেখা হইয়াছিল মনে করা যায় কি না বলিতে পারি না ; কেন-না ভক্তগণের নিকট প্রভুর লীলামাত্রই নিত্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

গ্রন্থের প্রভাব ও পরিচয়

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের অপূর্ণ ও বিচিত্র সমাবেশ হইয়াছে। দার্শনিক চিন্তার গভীরতায় ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির নিবিড়তায় ইহার সমকক্ষ গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে আজও রচিত হয় নাই। নিছক কাব্য-হিসাবে বিচার করিলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত শ্রীচৈতন্যের ভাবোন্মাদ-বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের যে-কোন শ্রেষ্ঠ কবিতার অপেক্ষা কোনও অংশে হীন বলিয়া বিবেচিত হইবে না। অবশ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকে কাব্যরূপে আলোচনা করিবার সময়ে স্মরণ রাখিতে হইবে যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের যুগে নিজস্ব ও ব্যক্তিগত ভাবের বিশ্লেষণ করার রীতি প্রচলিত হয় নাই। কোন সংস্কৃত কাব্য, দেবদেবীর কাহিনী বা কোন মহাপুরুষের জীবনীকে অবলম্বন করিয়া কবিকে কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিতে হইত। শ্রীমদ্ভাগবত, কৃষ্ণকর্ণামৃত প্রভৃতির শ্লোককে অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজের অনুপম কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। একটি উদাহরণ লওয়া যাক—

কৃষ্ণকর্ণামৃতে একটি শ্লোক

কিমিহ কৃণুমঃ কশ্চ ক্রমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়ত কথামগ্ৰাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ ।
মধুর-মধুর-স্নেহাকারে মনো-নয়নোৎসবে
কুপণ-কুপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে ॥

ইহার বাঙ্গালা অর্থ—আমি এখন কি করিব? কাহাকেই বা বলিব?
শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার আশা যখন নাই, তখন তাঁহার কথা ছাড়িয়া অন্য ভাল
কথা বল। কিন্তু তিনি যে আমার হৃদয়ে শয়ন করিয়া আছেন; তাঁহার
মধুর মধুর ঈষৎ হান্তযুক্ত মৃতিখানি আমার মন ও নয়নের উৎসবস্বরূপ।
তাঁহাকে পাইবার উৎকণ্ঠা-হেতু আমার দীনা তৃষ্ণা চিরকাল বর্ধিত হইতেছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহার ভাবানুবাদ এইরূপে করিয়াছেন—

এই কৃষ্ণের বিরহে উদ্বেগে মন স্থির নহে
 প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায় ।
 যেবা তুমি সখীগণ বিবাদে বাউল মন
 কারে পুছোঁ কে কহে উপায় ॥
 হা হা সখী ! কি করি উপায় ।
 কাঁহা কঁরো কাঁহা যাও কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাও
 কৃষ্ণ বিহু প্রাণ মোর যায় ॥
 ক্ষণে মন স্থির হয় তবে মনে বিচারয়
 বলিতে হইল মতি ভাবোদগম ।
 পিঙ্গলার বচন শ্রুতি করাইল ভাব মতি
 তাতে করে অর্থ নির্ধারণ ॥
 দেখি এক উপায়ে কৃষ্ণের আশা ছাড়ি দিয়ে
 আশা ছাড়িলে স্থখী হয় মন ।
 ছাড় কৃষ্ণ-কথা অধন্য কহ অন্য কথা ধন্য
 যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ ॥
 বলিতেই হইল শ্রুতি চিতে হইল কৃষ্ণ-স্মৃতি
 সখীকে কহে হইয়া বিস্মিতে ।
 যারে চাহি ছাড়িতে সেই শুণ্য আছে চিতে
 কোন রীতে না পারি ছাড়িতে ॥
 রাধাভাবের স্বভাব আন কৃষ্ণে করায় কাম-জ্ঞান
 কাম-জ্ঞানে ত্রাস হৈল চিতে ।
 কহে যে জগত মারে সে পশিল অন্তরে
 এই বৈরী না দেয় পাসরিতে ॥
 ঔৎসুক্যের প্রাবীণ্যে জিতি অন্য ভাব সৈন্তে
 উদয় কৈল নিজ রাজ্য মনে ।
 মনে হৈল লালস না হয় আপন বশ
 দুঃখে মনে করেন ভংগ মনে ॥
 মন মোর বায় দীন জল বিহু যেন মীন
 কৃষ্ণ বিহু ক্ষণে মরি যায় ।

মধুর হান্ত বদনে মনোনেত্র বসায়নে
 কৃষ্ণ-তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায় ॥
 হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন হা হা পদ্মলোচন
 হা হা দিব্য সঙ্গুণ-সাগর ।
 হা হা শ্যামসুন্দর হা হা পীতাম্বর-ধর
 হা হা রাসবিলাস-নাগর ॥
 কাঁহা গেলে তোমা পাই তুমি কহ তাঁহা যাই
 এত কহি চলিল ধাইয়া ।
 স্বরূপ উঠি কোলে করি প্রভুরে আনিল ধরি
 নিজ স্থানে বসাইল লইয়া ॥—৩।১৭।৪৮-৫৭

উক্ততাংশ কৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্লোক অবলম্বন করিয়া লিখিত হইলেও, ভাষার মাধুর্য্যে, ভাব-বিশ্লেষণের চাতুর্য্যে ও নাটকোচিত ঘটনার সমাবেশে ইহা অত্যুৎকৃষ্ট মৌলিক কবিতার স্থান গ্রহণ করিয়াছে ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের উচ্চ শ্রেণীর কবি-প্রতিভার জন্ম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আজ শিক্ত জনগণ-মধ্যে আদৃত হইতেছে । বৈষ্ণবগণ কিন্তু কেবলমাত্র কবিত্বের জন্ম এই গ্রন্থের পূজা করেন না,—তাঁহারা প্রধানতঃ তিনটি কারণে এই গ্রন্থকে বেদের স্তায় প্রামাণ্য মনে করেন । প্রথমতঃ ইহাতে বৃন্দাবনের পাঁচ গোস্বামি-রচিত বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সিদ্ধান্তসমূহ অতিশয় সুকৌশলে বিস্তৃত হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ ইহাতে সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের বহিরঙ্গ-জীবনের এমন অনেক ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে যেগুলি বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ ও লোচনের গ্রন্থে পাওয়া যায় না । অনেক স্থলে কবিরাজ গোস্বামী এক্রপ ঘটনাও বর্ণনা করিয়াছেন যাহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মুরারি গুপ্তের কড়চা, রঘুনাথদাস গোস্বামীর স্তবাবলী, রূপ গোস্বামীর স্তবমালা, কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যেও নাই । আবার যে-সব ঘটনা মুরারি, কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি লেখকগণ বর্ণনা করিয়াছেন সেগুলিরও তিনি অনেক সময়ে পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন । পরবর্তী বিচারে এই সব স্রষ্ট্রের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখাইব । তৃতীয়তঃ শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ জীবনের ভাবান্বাদনের আলেখ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ এমন সুন্দরভাবে আঁকিয়াছেন যে তাহাতে আধ্যাত্মিক সাধনার যথেষ্ট অহুপ্রেরণা পাওয়া যায় । শ্রীচৈতন্যের

যে মূর্তি আমাদের মানস-পটে অঙ্কিত রহিয়াছে তাহাতে রেখা সম্পাত করিয়াছেন রূপ, রঘুনাথ, মুরারি, কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি ; কিন্তু বর্ণবিন্যাস করিয়া তাহাকে ভাস্বর ও জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ । ইহাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদরের প্রধান কারণ ।

পূর্বে যে ভাবানুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতেই এই তিনটি সূত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে । কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্লোকটির অনুবাদ করিতে যাইয়া উজ্জলনীলমণির রস-সিদ্ধান্তের একটি প্রধান অংশ প্রকট করিয়াছেন । শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জলনীলমণির উদ্ভাস্বর-প্রকরণে বিলাপের উদাহরণ দিতে যাইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন—

পরং সৌখ্যং হি নৈরাশুং শ্বৈরিণ্যপ্যাহ পিঙ্গলা ।

তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে তথাপ্যাশা দুরত্যয়া ॥—ভা., ১০।৪৭।৪৬

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন ঘটবার নহে, অথচ তাহাই আমাদের আকুল করিতেছে ; অতএব আমাদের পক্ষে নৈরাশুই শ্রেয় । শ্বৈরিণী পিঙ্গলাও কহিয়াছে নৈরাশুে পরম সুখ ; আমরা যদিও তাহা জানি তথাপি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের এ আশা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না ।

কৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্লোকের সঙ্গে এই শ্লোক মিলাইয়া কবিরাজ গোস্বামী “পিঙ্গলার বচন স্মৃতি” প্রভৃতি পদ লিখিয়াছেন । এই শ্লোকটি উদ্ধারের অব্যবহিত পূর্বে তিনি লিখিয়াছেন—

উদ্বিগ্ন বিষাদ মতি

ঔৎসুক্য ত্রাস ধৃতি স্মৃতি

নানা ভাবের হইল মিলন ।

কবি এই অনুবাদের সাহায্যে ব্যভিচারি-ভাবের দৃষ্টান্ত দিলেন । ভক্তিরসামৃত-সিদ্ধিতে নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্ত, মানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অকারণ পোপন, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, উৎসুকতা, উগ্রতা, অমর্ষ, অসুয়া, চপলতা, নিদ্রা, স্থপ্তি ও বোধ এই তেত্রিশটি ভাবকে ব্যভিচারী বলা হইয়াছে । উজ্জলনীলমণির মতে অতীষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তিতে মনে যে অস্থিরতা জন্মে তাহাকে উদ্বিগ্ন বলে—

হা হা সখী ! কি করি উপায় ।

কাঁহা কঁরো কাঁহা যাও

কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাও

—এই হইল শ্রীচৈতন্যের উদ্বেগের দৃষ্টান্ত । “কৃষ্ণ বিহু প্রাণ-মোর যায়”
—বিবাদের দৃষ্টান্ত । ‘মতি’ শব্দের অর্থ শাস্ত্রাদি বিচার করিয়া অর্থনির্দ্ধারণ
(ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি, দক্ষিণ, চতুর্থ লহরী, ৭২) । এখানে কবিরাজ গোস্বামী
‘মতি’ শব্দ শাস্ত্র বিচার করিয়া মনকে স্থির করা অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ;
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী বলেন যে মতিতে সংশয় ও ভ্রমের ছেদন-হেতু কর্তব্য-
করণ, শিষ্যদিগকে উপদেশ ও তর্ক-বিতর্ক প্রভৃতি হইয়া থাকে । কবিরাজ
গোস্বামী লিখিয়াছেন—

পিঙ্গলার বচন শ্রুতি

করাইল ভাব মতি

ইহা ‘মতি’র দৃষ্টান্ত নহে, পরন্তু উজ্জলনীলমণির মতে বিলাপের উদাহরণ ।
ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি-মতে (দক্ষিণ, ৪।৭২) অভীষ্ট বস্তুর দর্শনের ও প্রাপ্তির জন্ত
কালবিলম্বের অসহিষ্ণুতাকে ঔৎসুক্য কহে ।

ঔৎসুক্যের প্রাবীণ্যে

জিতি অগ্নি ভাব সৈন্তে

উদয় কৈল নিজ রাজ্য মনে ।

মনে হৈল লালস

না হয় আপন বশ

দুঃখে মনে করেন ভৎসনে ॥

ইহাই শ্রীচৈতন্যের ঔৎসুক্যের উদাহরণ । সহসা যে ভয় মনে জাগে তাহাকে
ত্রাস কহে ।

রাধা ভাবের স্বভাব আন

কৃষ্ণে করায় কাম-জ্ঞান

কাম-জ্ঞানে ত্রাস হৈল চিতে ॥

ত্রাস, কেন-না শ্রীকৃষ্ণ কাম বা মদন-স্বরূপ ; সেই মদন

যে জগত মাঝে

সে পশিল অন্তরে ॥

সদৃশ বস্তু-দর্শনের অথবা দৃঢ় অভ্যাসজনিত পূর্বানুভূত অর্থের প্রতীতির নাম
শ্রুতি (ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি, দক্ষিণ, ৪।৬৫) । শ্রীকৃষ্ণ শ্রুতির দৃষ্টান্ত দিতে
যাইয়া বলিয়াছেন, “আমি প্রমাদবশতঃ মনোযোগ না করিলেও কোথাও

কোন সময়ে হরিপাদপদযুগল আমার হৃদয়ে ফুঁটিশীল হয়।” কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণের আশা ছাড়িয়া দিবেন মনে করিতেই

বলিতেই হৈল স্মৃতি চিত্তে হৈল কৃষ্ণ-ফুঁতি
সখীকে কহে হইয়া বিস্মিতে ।
যারে চাহি ছাড়িতে সেই শুঞা আছে চিত্তে
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে ॥

এইরূপে অধিকাংশ স্থলে শ্রীচৈতন্যের ভাব-বিশ্লেষণ-উপলক্ষে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনস্থ গোস্বামিগণের শাস্ত্রার্থ প্রকট করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রেমভাবের দৃষ্টান্ত রাধাকৃষ্ণ-লীলা হইতে দিয়াছেন, আর কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যলীলা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন।

Sri Chaitanya had brought 'Krishnakarnamrita' book from south and with Swarupdamodar
উক্ত ভাবানুবাদে শ্রীচৈতন্যের বহিঃসংস্পর্শ-জীবনের এই সংবাদ দেওয়া হইল
he used to enjoy and remain immersed in its contents. This information is only given
যে, যে কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্য হইতে আনিয়াছিলেন, তাহা
by Krishnadas Kaviraj

তিনি স্বরূপদামোদরের সহিত আশ্বাদন করিয়া ভাবসমুদ্রে নিমগ্ন হইতেন। এই সংবাদ অত্র কোন গ্রন্থে নাই। শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ-জীবনের যে বর্ণনা এখানে দেওয়া হইল তাহা ভক্তজনের আদর্শ। তাঁহারা নিজ নিজ জীবনে ঐরূপ ভাব পাইবার জন্ত সাধনা করিবেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বাঙ্গালায় বৈষ্ণবীয় ভাব ও সংস্কৃতি প্রচারে যতটা সাহায্য করিয়াছে অত্র কোন গ্রন্থ তাহা করিতে পারে নাই। এই গ্রন্থের সম্বন্ধে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভকত মাঝ
যেহো কৈল চৈতন্যচরিত ।
গৌর-গোবিন্দ-লীলা শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহাতে না হৈল মোর চিত ॥

—প্রার্থনা

কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য বলিয়া খ্যাত মুকুন্দ তাঁহার সিদ্ধাস্তচন্দোদয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

জন্মে জন্মে প্রভু মোর কবিরাজ গোসাঞি ।
 তাঁহার তুলনা দিতে ত্রিভুবনে নাই ॥
 সর্বজ্ঞ সর্বতত্ত্বজ্ঞ বিজ্ঞ শিরোমণি ।
 শিলা দ্রবীভূত হয় তাঁর গুণ শুনি ॥
 কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা একত্র বর্ণন ।^১
 চৈতন্যচরিতামৃতে গোসাঞির লিখন ॥
 ভাবতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব রসতত্ত্ব আর ।
 ক্রমে ক্রমে লিখিয়াছেন করিয়া বিচার ॥
 জ্ঞান যোগ বিধিভক্তি রাগ নিরূপণ ।
 কাছ নাহি দেখি শুনি এমন বর্ণন ॥—পৃ. খ

প্রাচীন পদকর্তা উদ্ধবদাস কৃষ্ণদাস কবিরাজের স্মৃচক লিখিয়াছেন—

জয় কৃষ্ণদাস জয় কবিরাজ মহাশয়
 স্মৃকবি পণ্ডিত অগ্রগণ্য ।
 ভক্তিশাস্ত্র-সুনিপুণ অপার অসীম গুণ
 সবে যারে করে ধন্য ধন্য ॥
 শ্রীগৌরাজের লীলাগণ বলিলেন বৃন্দাবন
 অবশেষে যে সব রহিল ।
 সে সকল কৃষ্ণদাস করিলেন সুপ্রকাশ
 জগমাঝে ব্যাপিত হইল ॥
 কবিরাজের পয়ার ভাবের সমুদ্রাগর
 অল্প লোকে বুঝিবারে পারে ।
 কাব্য নাটক কত পুরাণাদি শত শত
 পড়িলেন বিবিধ প্রকারে ॥

১ অধ্যাপক হুকুমার সেন লিখিয়াছেন, “অনেকে মনে করিয়া থাকেন এবং বলিয়াও থাকেন যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের লীলার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার ঐক্য দেখাইবার জন্তই চরিতামৃত রচনা করিয়াছিলেন । এই ধারণা ও উক্তি সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক ।” (বঙ্গভী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪১, পৃ. ৩০১) । কিন্তু কৃষ্ণদাসের নিজের শিষ্যের বিচারবুদ্ধি বোধ হয় হুকুমারবাবুর অশেখা বেশী নির্ভরযোগ্য ।

চৈতন্যচরিতামৃত শাস্ত্র-সিদ্ধ মণি কত
 লিখে কবিরাজ কৃষ্ণদাস।
 পাষণ্ডী নাস্তিকাস্বর লভয়ে ভক্তি প্রচুর
 নাস্তিকতা সমূলে বিনাশ ॥
 শাস্ত্রের প্রমাণ যার লোকে মানে চমৎকার
 যুক্তিমার্গে সব হারি মানে।
 উদ্ধব মুঢ় মতি কি হবে তাহার গতি
 কবিরাজ রাখহ চরণে ॥

—গৌ. প. ত., ২য় সং, পৃ. ৩১৩।১৪

Who is Krishnadas Kaviraj

কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরিচয়

Krishnadas Kaviraj has written 'Govindalilamrita' which contains 2588 sanskrit verses which is undoubtedly the largest Vaishanva poetry.

কৃষ্ণদাস কবিরাজ “গোবিন্দলীলামৃত” নামক ২৫৮৮ শ্লোকময় সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়া অসাধারণ কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামীর গোপালচম্পু খানিকটা গণ্ডে, খানিকটা পণ্ডে লেখা। স্মরণ্য “গোবিন্দলীলামৃত”কেই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বৈষ্ণব-কাব্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়। সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ভাষায় ইহার অপেক্ষা আকারে বড় কাব্য আছে বলিয়া আমার জানা নাই। “গোবিন্দলীলামৃত” কেবল আকারেই বড় নহে, ইহার সূক্ষ্ম কারিগরিও আশ্চর্যজনক। ইহাতে নানারূপ ছন্দ ও অলঙ্কার ব্যবহৃত হইয়াছে।^১ তিনি এই গ্রন্থ লিখিয়াই “কবিরাজ” উপাধি পাইয়াছিলেন মনে হয়। রঘুনাথদাস গোস্বামী তাঁহার “মুক্তাচরিত্রের” শেষ শ্লোকে ইহাকেই “কবিভূপতি”রূপে উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা—

যশ্চ সঙ্গবলতোহুদ্ভুতাশয়া, মুক্তিকোত্তম-কথা প্রচারিতা।

তশ্চ কৃষ্ণকবিভূপতেত্র জে সঙ্গতির্ভবতু মে ভবে ভবে ॥

অর্থাৎ ঐহার সঙ্গ-বলে আমার দ্বারা এই উত্তম মুক্তাকথা প্রচারিত হইল সেই কবিভূপতি কৃষ্ণের সঙ্গ আমার জন্মে জন্মে হউক। এখানে কৃষ্ণদাস

১ ১১।১৮ সমাধিনাম অলঙ্কার, ১১।২২ সন্নেবাপ্রস্তুতপ্রশংসা, ১২।৩৯ ব্যতিরেকাতিশয়োক্তি, ১১।৪২ লুপ্তোপমা ও কাব্যলিঙ্গ, ১১।৫১ স্বভাবোক্ত্যুৎপ্রেক্ষা-রূপক-শ্লোকের সাক্ষ্য, ১।৫৩ রূপক, বিরোধ, ব্যতিরেক, শ্লেষ প্রভৃতি বহু অলঙ্কার ব্যবহৃত হইয়াছে। ত্রয়োদশ সর্গের ৭৩ হইতে ১৪৬ শ্লোকে বিবিধ ছন্দের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

কবিরাজও লক্ষিত হইয়াছেন কি না ঠিক করিয়া বলা যায় না ; কেন-না মুক্তাচরিত্রের শ্লোক উজ্জলনীলমণিতে (৫২৭ পৃ.) উদ্ধৃত হইয়াছে । যদি কৃষ্ণদাস কবিরাজের কথা এখানে আছে ধরা যায়, তাহা হইলে উজ্জলনীলমণি রচনার পূর্বেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ কবিত্বপতি হইয়াছিলেন বলিতে হয় । কিন্তু উজ্জলনীলমণির পূর্বে গোবিন্দলীলামৃতের রচনা সম্ভবপর মনে হয় না ।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মুকুন্দের “আনন্দরত্নাবলী”র প্রমাণ-বলে লিখিয়াছেন যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পঞ্চম সং, পৃ. ৩১৭) । কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে ধারণা জন্মে যে ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম হইতে পারে না । কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

অবধূত গোসাঞির এক ভৃত্য প্রেমধাম ।
মীনকেতন রামদাস হয় তার নাম ॥
আমার আলয়ে অহোরাত্র সঙ্কীৰ্তন ।
তাহাতে আইল তেঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ ॥

উৎসবাস্ত্রে গেলা তেঁহো করিয়া প্রসাদ
মোর ভাতা সনে কিছু হৈল বাদ ॥
চৈতন্য গোসাঞিতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস ।
নিত্যানন্দ প্রতি তাঁর বিশ্বাস আভাস ॥
ইহা শুনি রামদাসের দুঃখ হৈল মনে ।
তবে ত ভাতারে আমি করিছু ভৎসনে ॥
তুই ভাই এক তমু সমান প্রকাশ ।
নিত্যানন্দ না মান তোমার হবে সৰ্বনাশ ॥
একেতে বিশ্বাস অগ্রে না কর সম্মান ।
অর্ধ-কুকুটী গায় তোমার প্রমাণ ॥
কিংবা তুই না মানিয়া হওত পাষণ্ড ।
একে মানি আর না মানি এই মত ভণ্ড ॥
ক্রুদ্ধ হঞা বংশী ভাজি চলে রামদাস ।
তৎকালে আমার ভাতার হৈল সৰ্বনাশ ॥—১।৫।১৩৯-৫৬

Ardha Kukurti - Half Chicken
i.e. one legged chicken?

নিত্যানন্দকে না মানার জন্য তাইকে ভৎসনা করার নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া—

নৈহাটী নিকটে ঝামটপুর নামে গ্রাম ।

তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রায় ॥—১।৫।১৫২

নিত্যানন্দ স্বপ্নে তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন যে—

অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস না করহ ভয় ।

বৃন্দাবনে যাহা তাঁহা সর্ব লভ্য হয় ॥

Krishnadas may not have seen Nityananda prabhu alive.

এই বিবরণ হইতে মনে হয় যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিত্যানন্দ প্রভুকে সশরীরে কখনও দর্শন করেন নাই । সেরূপ দেখিলে মদনমোহনের প্রসাদমালা পাওয়া ও নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ পাইয়া বৃন্দাবনে যাওয়ার মতন তিনি তাহাও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতেন । শ্রীচৈতন্য ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিরোধান করেন, নিত্যানন্দ প্রভু ইহারও কয়েক বৎসর পরে তিরোহিত হয়েন ।^১ ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদাস জন্মগ্রহণ করিলে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ দর্শন পাইতেন । ঝামটপুর কাটোয়ার কাছে । নিত্যানন্দ প্রভুর লীলাস্থল—খড়দহ হইতে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত ছিল । এত কাছে নিত্যানন্দ ছিলেন আর তরুণ যুবক কৃষ্ণদাস যে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইবেন না ইহা সম্ভব নহে । কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর প্রকটকালে যদি কৃষ্ণদাস বালক হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে নিত্যানন্দ-দর্শন ঘটা অসম্ভব হইতে পারে ।

উক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া মনে হয় যে বৃন্দাবনে যাইবার পূর্বে কৃষ্ণদাস অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ছিলেন । তাঁহার বয়স অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল এবং তিনি নিজে তাঁহার বাড়ীর কর্তা ছিলেন । তাহা না হইলে তিনি “আমার আলায়ে অহোরাত্র সঙ্কীৰ্ত্তন” লিখিতেন না । তাঁহার বাড়ীতে ঠাকুর-মন্দির ছিল এবং সেই মন্দিরে একজন ব্রাহ্মণ পূজা করিতেন ; উক্ত বিবরণে আছে—

গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র আৰ্য্য ।

শ্রীমূর্তি নিকটে তেঁহো করে সেবা কার্য্য ॥

কৃষ্ণদাস জাতিতে বৈষ্ণব ছিলেন । হয়ত সেই জন্যই ঠাকুর-পূজা করার জন্য পূজারী ব্রাহ্মণ রাখার দরকার হইয়াছিল । যাহার বাড়ীতে পূজারী ব্রাহ্মণ

^১ প্রবাদ নিত্যানন্দ ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে আদিন কৃষ্ণাষ্টমীতে তিরোধান করেন (বৈষ্ণবদিগদর্শনী, পৃ. ৮৮) । Nityananda prabhu may have left his mortal coil in the year 1542 CE

থাকে, অহোরাত্র সঙ্কীৰ্তন-উপলক্ষে দেশ-বিদেশ হইতে বৈষ্ণবের আগমন হয়, তিনি অবস্থাপন্ন গৃহস্থ না হইয়া পারেন না। বৃন্দাবনে যাইবার পূর্বে কৃষ্ণদাসের বয়স যে অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল একরূপ ভাবিবার কারণ দুইটি। প্রথমতঃ ইহার অপেক্ষা কম বয়সের লোক ছোট ভাইয়ের সঙ্গে তত্ত্ব লইয়া তর্ক-বিতর্ক করেন ও অহোরাত্র সঙ্কীৰ্তন দেন ইহা সাধারণতঃ দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণদাস বাঙ্গালা দেশে থাকিতেই যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের বৈষ্ণবেরা “উদ্ধাহতত্ত্ব” ও “একাদশীতত্ত্ব” পঠন-পাঠন করিতেন না। অথচ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১১৫১৩ শ্লোক উদ্ধাহতত্ত্ব হইতে ও ১১২১৪ শ্লোক একাদশীতত্ত্ব হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয় যে ঝামটপুরে বাস করার সময়েই তিনি শ্বতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

Krishnadas may have born in 1527 and went to Vrindavan on 1557

এইরূপ বিচার হইতে বুঝা গেল যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না এবং অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্বে বৃন্দাবনে যান নাই। যদি তাঁহার জন্মকাল ১৫১৭ না ধরিয়া ১৫২৭ ধরা যায় তাহা হইলে সকল দিক্ দিয়া সুসঙ্গতি রক্ষা হয়; যথা—১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে গেলেন। সেই সময়ের মধ্যে মুরারি গুপ্তের কড়চা, কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য এবং বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছে। তিনি বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণের রচিত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বৃন্দাবনে গেলেন। ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বীরভদ্র প্রভুর প্রভাবও ব্যাপ্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

সেই বীরভদ্র গোসাঞির লইলু শরণ

যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পূরণ ॥—১১১১২

হরিশক্তিবিলাস-রচনার পূর্বে অর্থাৎ ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে^১ কৃষ্ণদাসের বৃন্দাবন-বাস ধরিলে বীরভদ্রের শরণ লওয়ার সঙ্গতি হয় না। ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তিনি বৃন্দাবন যাইয়া রূপ-সনাতন প্রভৃতির সঙ্গ

১ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১৪৬৩ শকে বা ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। উহাতে হরিশক্তিবিলাসের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে (পূর্ব বিভাগ, ২য় লহরী, ৯৪ শ্লোক)। সুতরাং হরিশক্তিবিলাস ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত হইয়াছে। হরিশক্তিবিলাসের মঙ্গলাচরণে একজন কৃষ্ণদাসের বন্দনা আছে। ঐ কৃষ্ণদাস কৃষ্ণদাস কবিরাজ হইতে পারেন না। সম্ভবতঃ ঐ কৃষ্ণদাস গদাধরশাখাভূক্ত এবং গণোদ্দেশে ইঁহাকে ইন্দুলেখা তত্ত্ব বলা হইয়াছে (পরিশিষ্টে ৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

লাভ করিলেন। তাঁহাদের অনুপ্রেরণায় ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তিনি “গোবিন্দলীলামৃত” রচনা করেন। ঐ গ্রন্থের প্রত্যেক সর্গের শেষে আছে “শ্রীচৈতন্যের পদাবিন্দের ভ্রমরস্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীর সেবার ফলে, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামি-কর্তৃক প্রেরিত, শ্রীমজ্জীব গোস্বামীর সঙ্গ হেতু সমুদ্ভূত এবং শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর বর-প্রভাবে শ্রীগোবিন্দলীলামৃত কাব্যে...” এই শ্লোকে সনাতন গোস্বামীর উল্লেখ কেন নাই বুঝিতে পারিলাম না। গ্রন্থ-লেখার সময়ে সনাতন গোস্বামীর তিরোধান ঘটিয়াছিল কি? একটি প্রবাদ-অনুসারে ১৪৮০ শকে (১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) সনাতনের তিরোভাব হয়। যাহা হউক, সনাতনের নাম কৃষ্ণদাস কবিরাজ কেন উল্লেখ করিলেন না, সে সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করা দরকার। গোপাল ভট্টের নাম না করার কারণ-সম্বন্ধে “অনুরাগবল্লীতে” উল্লিখিত কিংবদন্তী এই যে তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজকে তাঁহার নাম বা গুণ বর্ণনা করিতে মানা করিয়াছিলেন।

Books written by Krishnadas kaviraj

কবিরাজ গোস্বামীতে আরোপিত গ্রন্থসমূহ

গোবিন্দলীলামৃত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বাতীত কৃষ্ণদাস কবিরাজ “শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের” একখানি টীকা লিখিয়াছেন। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচিত বলিয়া “অদ্বৈত সূত্র কড়চা”, “স্বরূপ বর্ণন”, “রাগময়ী কণা” প্রভৃতি বাঙ্গালা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনখানি ছাড়া অন্য বই কৃষ্ণদাসের রচনা বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজ স্বীকার করেন না। শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য বলিয়া কথিত যদুনন্দনদাস গোবিন্দলীলামৃতের ভাবানুবাদ করিয়া শেষে লিখিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণদাস গোসাই কবিরাজ দয়াবান্ ।

কৃপা করি লীলা প্রকাশিলা অনুপাম ॥

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ প্রকাশিয়া ।

জীব উদ্ধারিলা অতি করুণা করিয়া ॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃত নিগূঢ় ভাণ্ডার ।

তাহা উখারিয়া দিলা কি কৃপা তোমার ॥

কৃষ্ণকর্ণামৃত ব্যাখ্যা কেবা তাহা জানে ।

তাহার নিগূঢ় কথা কৈলা প্রকটনে ॥

তিন অমৃতে ভাসাইলা এ তিন ভুবন ।

তোমার চরণে তেঁই করিয়ে স্তবন ॥

সহজিয়া পরকীয়া-বাদিগণ একজন জাল কৃষ্ণদাস কবিরাজ খাড়া করিয়া
তাহার দ্বারা “স্বরূপবর্ণনাপ্রকাশ” নামে এক গ্রন্থ প্রচার করাইয়াছেন।^১
ঐ গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিম্নলিখিত তথাকথিত আত্মকাহিনী আছে—

পতিত অধম আমি নীচ নীচাকারে ।

প্রভু নিত্যানন্দ অতি কৃপা কৈলা মোরে ॥

মস্তকে চরণ দিয়া কহিল আমারে ।

অবিলম্বে বৃন্দাবন কৃপা করু তোরে ॥

শ্রীনব রঘুনাথ ভট্ট পতিত পাবন ।

ভরসা করিয়া চিতে লইলু শরণ ॥

চরণ মাধুরী আমি কিছু না জানিল ।

তথাপি আমারে সবে অতি কৃপা কৈল ॥

আমার প্রভুর প্রভু গৌরাজ হৃন্দর ।

এত শুনি ভরসা মনে বাড়ে নিরন্তর ॥

তার গুণে লিখি সার লীলারস গুণ ।

কি লিখিব ভাল মন্দ না জানি সন্ধান ॥

শ্রীগৌরাজলীলামৃত করিলা বিস্তার ।

লীলাক্রমে না জানিয়ে মুক্তি সারাসার ॥

তথাপি লালসা বাড়এ অমুক্তগ ।

তবে রাধাকৃষ্ণলীলা করিএ লিখন ॥

একদিন আজ্ঞা কৈল ছয় মহাশয় ।

বন্দোহ গোবিন্দলীলামৃত রসময় ॥

আমার অভাগ্য কথা শুন সর্বজন ।

প্রাণে ত্যাগ নাহি হয় কহিতে কারণ ॥

১ এই গ্রন্থের পরিচয় ১৩০৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় দেওয়া হইয়াছে ।

পুঁথির অধিকারী কান্দি স্কুলের শিক্ষক বন্ধুবিস্তারী ঘোষ । পুঁথির তারিখ ১৬৮৪ শক বা ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দ ।

সভে মিলি একদিন রহিল নির্জীবে ।
 গৌরলীলা অপ্রকট-শুনিলাম কানে ॥
 শ্রীগোপাল ভট্ট গোসাঞির শিষ্য আচার্য্য নিবাস ।
 তার স্থানে রহি সদা বৃন্দাবনে বাস ॥
 শ্রীলোকনাথ গোসাঞির শিষ্য কহি তার নাম ।
 ঠাকুর শ্রীনরোত্তম অতি অল্পপাম ॥

এই বিবরণ নিম্নলিখিত কারণে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতার লেখা হইতে পারে না : (১) চরিতামৃতে নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশের কথা আছে, ইহাতে প্রত্যক্ষ আদেশের কথা আছে। (২) “স্বরূপবর্ণনাপ্রকাশের” মতে প্রথমে চরিতামৃত, পরে গোবিন্দলীলামৃত লিখিত হয়। ইহা অসম্ভব। (৩) ঐ বইয়ের মতে ছয় গোসাই কৃষ্ণদাস কবিরাজকে গোবিন্দলীলামৃত লিখিতে বলিলেন ; কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী গোবিন্দলীলামৃতে মাত্র চারজনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। (৪) এই বইয়ের মতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যখন বৃন্দাবনে তখন শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব হয়। পূর্বে দেখাইয়াছি যে ইহা সম্ভব নহে। ঐ বইখানি পরকীয়া-বাদ-প্রচারের উদ্দেশ্যে কবিরাজ মহাশয়ে আরোপিত হইয়াছিল।^১

Karcha / Kardcha - (usu written in verse) a chronicle, a biography, a narrative

১ সহজিয়া, সাই, বাউল ও দরবেশগণ অনেক পুঁথি লিখিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামে চালাইয়া দিয়াছেন। কি রকম জঘন্য বইও কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামে চালান হয় তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। দরবেশদের একখানি বইয়ের নাম “বীরভক্তের শিক্ষা মূল কড়চা।” বইখানি ১৩২৮ সালে ২৮৬ চিংপুর রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। উহার গ্রন্থকাররূপে কৃষ্ণদাস কবিরাজের নাম ছাপা হইয়াছে। উহাতে দেখা যায় যে নিত্যানন্দ বীরভক্তকে বলিতেছেন—

শীঘ্র করি যাহ তুমি মদিনা সহরে ।
 যথায় আছেন বিবি হজরতের ঘরে ॥
 তথা যাই শিক্ষা লহ মাধব বিবির স্থানে ।
 তাহার শরীরে প্রভু আছেন বর্তমানে ॥
 মাধব বিবি বিনে তোর শিক্ষা দিতে নাই ।
 তাঁহার শরীরে আছেন চৈতন্য গোসাঞি ॥

বীরভক্ত মদিনায় যাইয়া মাধব বিবিকে নানারূপ স্তব-স্তুতি করিলেন ও তাঁহার উপদেশ চাহিলেন ।
 তারপর

মনে মনে মাধব বিবি ভাবিতে লাগিল ।
 বীরভক্তে মনে করি উলঙ্গ হইল ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজের পাণ্ডিত্য

কৃষ্ণদাস কবিরাজের পাণ্ডিত্য অনগ্রসাধারণ ছিল সন্দেহ নাই। তিনি বাল্যকালে “সিদ্ধান্ত-কৌমুদী” ব্যাকরণ এবং “বিশ্বপ্রকাশ” ও “অমরকোষ” অভিধান পাঠ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ব্যাকরণ ও অভিধানের প্রমাণ দিতে যাইয়া তিনি মাত্র এইগুলিই ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি অভিজ্ঞান-শকুন্তল, রঘুবংশ, উত্তররামচরিত, নৈষধ ও কিরাতার্জুনীয় ইহাতে এক একটি শ্লোক চরিতামৃতে উদ্ধার করিয়াছেন। গোবিন্দলীলামৃত দেখিয়া মনে হয় তিনি অলঙ্কারের বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্য-চরিতামৃতে সাহিত্যদর্পণ ছাড়া আর কোন অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রমাণ তিনি উদ্ধার করেন নাই। “কাব্যপ্রকাশের” “যঃ কৌমারহরঃ” শ্লোক চরিতামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ শ্লোক শ্রীরূপ গোস্বামী পদ্মাবলীতেও ধরিয়াছেন। ভরতের নাট্যশূত্র ইহাতে একটি পদ্মংশ চরিতামৃতে ধৃত হইয়াছে। পূর্বে দেখাইয়াছি যে তিনি স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও স্মৃতির কিছু অংশ সে যুগে প্রত্যেক শিক্ষিত লোককেই পড়িতে হইত। ইহাতে অনগ্রসাধারণতা কিছু নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বৈশিষ্ট্য

উলঙ্গ দেখিয়া বীরের আনন্দিত মন ।

রূপের তুলনা দিতে নাহি ত্রিভুবন ॥

বিবি কহে শুন কথা ইহার কারণ ।

সাক্ষাতে দেখহ এই করহ ভজান ॥

কে কোণায় আছে দেহে কর দরশন ।

গোপ গোপী সাথে দেখ নন্দের নন্দন ॥

শ্রীরাধিকার দেহ দেখ সখীগণ সহ ।

এই দেহে বর্তে তাহা তুমি নিরিখহ ।

রসময়ী শ্রীরাধিকা দেহ ভিন্ন মন ।

গোপী তার অনুচরী বিযুক্ত না হন ।

... ..

মুই রাধা মুই কৃষ্ণ কায় মধ্যে স্থিত ।

কায় অর্থে দেহ দেহী জানিহ নিশ্চিত ।

কামগান্ধী কামবীজ প্রেমের গঠিত ।

কামানুগা ভজে যেই সেই সুপণ্ডিত ॥—পৃ. ৯

এই যে তিনি গীতা, ভাগবত, ব্রহ্মসংহিতা, বাম্‌নাচার্য্যস্তোত্র, গীতগোবিন্দ, কৃষ্ণকর্ণামৃত, গোপীচন্দ্রামৃত, নামকৌমুদী, হরিভক্তিসুখ্যোদয় জগন্নাথবল্লভ নাটক, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক এবং বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচিত গ্রন্থাদি উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিভিন্ন সংস্করণের সম্পাদকগণ বোধ হয় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চরিতামৃতে যে-সমস্ত গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাদের এক এক বিরাট তালিকা দিয়াছেন ও ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের” পাদটীকায় সেগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ. ৩২০, পঞ্চম সং.)। ঐ তালিকা নিভুল ও সম্পূর্ণ নহে। উহাতে উদ্বাহতত্ব, আখ্যাশতক, গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু বা স্তবাবলী প্রভৃতির নাম নাই; আবার “লঘুভাগবতামৃত” ও “সংক্ষেপ ভাগবতামৃত” একই বই হইলেও দুই নামে দুই স্থানে গণনা করা হইয়াছে। চরিতামৃতের সম্পাদকদের মধ্যে আধুনিকতম তালিকা করিয়াছেন রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়। তাঁহার তালিকায় ৭৫খানি আকর-গ্রন্থের নাম আছে। ঐ তালিকা হইতে “নাটকচন্দ্রিকা”র নাম বাদ গিয়াছে এবং “দ্বিধিজয়ী বাক্য,” “বঙ্গদেশীয় বিপ্রবাক্য” প্রভৃতি এক একখানি গ্রন্থ বলিয়া গণিত হইয়াছে।

চরিতামৃতের সম্পাদকগণ আকর-গ্রন্থের তালিকা করিবার চেষ্টা করিলেও, কোন্ গ্রন্থ হইতে কতগুলি শ্লোক কৃষ্ণদাস কবিরাজ উদ্ধার করিয়াছেন, এবং ঐ-সকল শ্লোক গোড়ীয় বৈষ্ণব-গ্রন্থের মধ্যে কৃষ্ণদাসের পূর্বে আর কেহ উদ্ধার করিয়াছেন কি না তাহা নির্ণয় করেন নাই। অথচ চরিতামৃতে ব্যবহৃত শ্লোকগুলির বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত তালিকা না করিতে পারিলে চরিতামৃত ঠিক ভাবে বিচার করা যাইবে না। শ্লোকগুলিকে অবলম্বন করিয়াই চরিতামৃতের বিচার ও অধিকাংশ স্থলে বিবরণ লিখিত হইয়াছে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আমি একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, উহার কিয়দংশ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

প্রাচীন পদকর্তা উদ্ধবদাস লিখিয়াছেন যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ

কাব্য নাটক কত

পুরাণাদি শত শত

পড়িলেন বিবিধ প্রকারে ॥

কিন্তু পরিশিষ্টে প্রদত্ত তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই গোস্থামিগণ যে-সকল পুরাণ-তন্ত্রাদি হইতে যে-সকল শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন ঠিক সেই শ্লোকগুলিই তুলিয়াছেন। ইহাতে তিনি সত্যই পুরাণাদি শত শত পড়িয়াছিলেন কি না বুঝা যায় না। চরিতামৃত উদ্ধৃত আদি পুরাণের ৩টি, কুর্খ পুরাণের ৩টি, গরুড় পুরাণের ২টি, বৃহন্নারদীয় পুরাণের ৩টি, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের ২টি, স্বন্দ পুরাণের ৩টি, বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্রের ২টি, সাত্বত তন্ত্রের ১টি, কাঠ্যায়ন সংহিতার ১টি, নারদ পঞ্চরাত্রের ৩টি, বিষ্ণুধর্মোত্তরের ১টি, মহাভারতের ৪টি, রামায়ণের ১টি শ্লোকের মধ্যে এমন একটি শ্লোকও নাই যাহা গোস্থামিগণের দ্বারা বা কবিকর্ণপুর ও বৃন্দাবনদাসের দ্বারা পূর্বে উদ্ধৃত হয় নাই। তিনি পদ্মপুরাণের ১৭টি শ্লোক তুলিয়াছেন, তন্মধ্যে আমি তাঁহার পূর্ববর্তী গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের গ্রন্থে ১৩টি শ্লোক পাইয়াছি। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তিনি পুরাণসমূহের মধ্যে অন্ততঃ ভাগবত ও পদ্মপুরাণ পাঠ করিয়াছিলেন।^১

চৈতন্যচরিতামৃত সর্বসমেত ১০১১ বার সংস্কৃত ও প্রাকৃত শ্লোক বা শ্লোকাংশ দ্রুত হইয়াছে, কিন্তু কতকগুলি শ্লোক একাধিকবার (কোন কোন শ্লোক ৫।৬ বার) উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্লোকগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে এক একবার উল্লেখ ধরিয়া গণনা করিলে সংখ্যায় দাঁড়াইবে ৭৬৩টি। তন্মধ্যে গোবিন্দ-লীলামৃতের ১৮টি ও চরিতামৃতের জ্ঞাত বিশেষভাবে রচিত ৮৩টি—একুনে ১০১টি শ্লোক বাদ দিলে অপর লেখকদের রচিত শ্লোকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৬২। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই ২৬৩টি শ্লোক ও ভাগবতের শ্রীধর ও সনাতন গোস্থামীর টীকা হইতে উদ্ধৃত ২টি শ্লোক—একুনে ২৭২টি শ্লোক। ভাগবতের ঐ শ্লোকসমূহের মধ্যে অনেকগুলি শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীজীব ও বৃন্দাবনদাস পূর্বেই উদ্ধার করিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। গীতা হইতে ৩৬টি শ্লোক এবং শ্রীকৃষ্ণের গ্রন্থাবলী হইতে ১৮১টি শ্লোক কবিরাজ গোস্থামী উদ্ধার করিয়াছেন; অর্থাৎ উদ্ধৃত ৬৬২টি শ্লোকের মধ্যে শতকরা ৪১ ভাগ ভাগবত ও তাহার টীকা হইতে, ২৭.৩ শ্রীকৃষ্ণের গ্রন্থ হইতে, ৫.৪ গীতা হইতে এবং পূর্বে যে-সমস্ত পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতির নাম করা হইয়াছে সেই-সকল হইতে প্রায় ৭ ভাগ শ্লোক—একুনে শতকরা ৮০.৭ কৃষ্ণদাস কবিরাজ লইয়াছেন।

বাকী ১২.৩ ভাগ শ্লোক ব্রহ্মসংহিতা, যামুনাতীর্থস্তোত্র, গীতগোবিন্দ, কৃষ্ণ-কর্ণামৃত, গোপীচন্দ্রামৃত, নামকৌমুদী, হরিভক্তি-সুধোদয়, জগন্নাথ-বল্লভ নাটক, চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে লইয়াছেন। এই গ্রন্থগুলির প্রতিও কৃষ্ণদাস কবিরাজই যে সর্বপ্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এ কথা বলা যায় না, কেন-না পূর্বেই গোস্বামিগণ ঐসব গ্রন্থ হইতে অগ্ৰাণু শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।

পরিশিষ্টে প্রদত্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি গ্রন্থের নাম কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতের পয়ারের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। পয়ারে যে-সমস্ত গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা ডক্টর সুনীলকুমার দে মহাশয় প্রস্তুত করিয়াছেন (Indian Historical Quarterly, March, 1933, p. 98)। ঐ তালিকায় আগম ও আগমশাস্ত্র, পাতঞ্জল ও যোগশাস্ত্র, ব্যাসসূত্র ও ব্রহ্মসূত্র, পুরাণ ও নিগম-পুরাণ, ভাগবত ও ভ্রমরগীতা প্রভৃতির নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হওয়ায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের পাণ্ডিত্য-বিচারে উহার উপযোগিতা অল্প। পরিশিষ্টে উদ্ধৃত গ্রন্থ ব্যতীত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সহিত কবিরাজ গোস্বামীর পরিচয় ছিল; কেন-না এগুলির নাম তিনি পয়ারে উল্লেখ করিয়াছেন : উপনিষদ, কলাপ ব্যাকরণ, কাব্যপ্রকাশ, গুণরাজ খানের কৃষ্ণবিজয়, কোরান, গোপালচম্পূ, চণ্ডীদাসের পদাবলী, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যমঙ্গল বা চৈতন্যভাগবত, শ্রায়, পাতঞ্জল-দর্শন, বৃহৎ সহস্র নাম, ব্রহ্মসূত্র, সনাতন গোস্বামীর বৃহৎ ভাগবতামৃত, রূপ গোস্বামীর মথুরা-মাহাত্ম্য, বিদ্যাপতির পদাবলী, শারীরক ভাষ্য, সাত্ব্য, সিদ্ধার্থ-সংহিতা ও হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র। মুরারি গুপ্তের কড়চা এবং কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যও তিনি ব্যবহার করিয়াছেন।

Character of Krishnadas Kabiraj

কবিরাজ গোস্বামীর চরিত্র

কৃষ্ণদাস কবিরাজ অতুলনীয় কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াও ষে রূপ বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন তাহা পণ্ডিত-সমাজে একান্ত দুর্লভ। তাঁহার বিনয়-প্রকাশের ভঙ্গী হইতেই “বৈষ্ণবীয় বিনয়” জন-সমাজে বিখ্যাত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাশিষ্ট।

পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লষিষ্ট ॥

মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্যক্ষয় ।

মোর নাম লয়ে যেই তার পাপ হয় ॥—১।৫।১৮৩-১৮৪

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মতন এক সুন্দর ও বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার মনে একটুও অহঙ্কার জন্মে নাই। পৃথিবীর কোন দেশের কোন লেখক পাঠকদের নিকট এমনভাবে নিবেদন জানান নাই—

সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন ।

যা সভার চরণকুপা শুভের কারণ ॥

চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে ।

তাঁহার চরণ ধুঞা করো মুক্তি পানে ॥

শ্রোতার পদরেণু করো মস্তকে ভূষণ ।

তোমরা এ অমৃত পীলে সফল হয় শ্রম ॥—৩।২০।১৪১-৪৩

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, “চৈতন্য-চরিতামৃত”, “চৈতন্য-ভাগবতে” ও “চৈতন্য-মঙ্গলে” স্থলভ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের চিহ্ন নাই (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পঞ্চম সং, পৃ. ৩১২)। এই উক্তি যথার্থ হইলে Krishnadas kabiraj cursed those who do not accept Sri Chaitanya as GOD (1/8/8/9; 2/49) সুখী হইতাম। যাহারা শ্রীচৈতন্যকে দৈব বলিয়া মানেন না তাঁহাদিগকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ দৈত্য ও অসুর বলিয়াও তৃপ্ত করেন নাই (১।৮।৮।২)। তাঁহাদিগকে খল ও শূকরও বলিয়াছেন (২।৪২)।

মুসলমান কাজীর মুখ দিয়া তিনি বলাইয়াছেন—

আধুনিক আমার শাস্ত্র বিচারসহ নয় ॥

কল্লিত আমার শাস্ত্র আমি সব জানি ।

জাতি অহরোধ তবু সেই শাস্ত্র মানি ॥—১।১৭।১৬২-৩

কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া যে ব্রহ্মবৈবর্তের শ্লোক উদ্ধার করাইয়া কাজীকে পরাজিত করাইলেন, তাহা মুসলমানের কোরান ও হাদিস অপেক্ষাও আধুনিক। এইরূপে বৌদ্ধদের (২।৯।৪৫), শাক্য-সম্প্রদায়ের (২।২৫।৭২) ও মাধ্ব-সম্প্রদায়ের (২।৯।২৪৭-৪৮) মত যে অসার ও কল্লিত তাহা তিনি বার বার বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্যে যাইবার সময়ে

“রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্ ।

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্ ॥”

As per Murari Gupta, Kabikarnapur & Krishnadas Sri Chaitanya had chanted Sri Ram's name while leaving for south. But still Krishnadas written in 2/15/142 that Sri Chaitanya had tried to convince Murari Gupta to chant Sri Krishna's name instead of Sri Ram's.

বলিতে বলিতে গিয়াছিলেন, ইহা মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপুর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি চরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে যে শ্রীচৈতন্য মুরারি গুপ্তকে রামভজন ছাড়াইয়া কৃষ্ণের ভজন করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন—

সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি হও কৃষ্ণাশ্রয় ।

কৃষ্ণ বিনা উপাসনা মনে নাহি লয় ॥—২।১৫।১৪২

মুরারি গুপ্ত নিজে শ্রীচৈতন্যের একরূপ চেষ্টার কোন কথা লেখেন নাই ; বরং তিনি লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে রাম-উপাসনায় উৎসাহ দিয়াছিলেন (২।৪।১২-১৪) । মধ্যযুগের আবহাওয়াই এমন ছিল যে তখনকার কোন গ্রন্থ সাম্প্রদায়িক না হইয়া পারিত না । অপর সম্প্রদায়ের উপাসনা-প্রণালী ভুল ইহা প্রমাণ না করিতে পারিলে স্ব-সম্প্রদায়ের প্রসার-সাধন করা তখন সম্ভব ছিল না, সেইজন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজকেও সাম্প্রদায়িক রীতিনীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছে ।

মধ্যযুগের ধর্মবোধ যুক্তিবিচারকে সহ্য করিতে পারিত না । কৃষ্ণদাস কবিরাজ সে যুগের অগ্রাণু লেখক অপেক্ষা যুক্তি-বিচার-সম্বন্ধে অধিকতর অসহিষ্ণু ছিলেন । তিনি এমন অনেক ঘটনা লিখিয়াছেন যাহাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি একেবারেই নাই । শ্রীচৈতন্যের জীবনীগুলির তুলনামূলক বিচারের দ্বারা ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পরে দেখাইব । কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করিতে দিতে নারাজ । যে একরূপ বিচার করিবে তাহার জন্য তিনি কুস্তীপাক নরকের ব্যবস্থা করিয়াছেন ; যথা—

তর্কে ইহা নাহি মানে যেই ছুরাচার ।

কুস্তীপাকে পচে তার নাহিক নিস্তার ।—১।১৭।২৯৮

কৃষ্ণদাস কবিরাজের অলৌকিক ঘটনা-বর্ণনার প্রতি আসক্তির একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি ; পরে আরও বহু দৃষ্টান্ত দিব । মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন—

অথাপরদিনে ভূমাবূপবিশ্রান্নাদয়ন্ ।

করতালৈর্দিশঃ প্রোচে পশু শৈলুষবেষ্টিতম্ ।

শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান

পশু পশাদুতং বীজং ভূমৌ সংরোপিতং ময়া ।

পশু পশাদুরো জাতো নিমিষেণ তরুঃ পুনঃ ॥

জাতঃ পশুশ্চ পুষ্পৌঘং পশু পশু ফলং পুনঃ ।

জাতং পশু ফলং পকং তশ্চ সংগ্রহণং পুনঃ ॥

ফলং বৃক্ষোহপি নাস্ত্যেব ক্ষণান্নায়াকৃতং যতঃ ।

প্রাপ্তয়ে তু কৃতং হেবং ন কিঞ্চিদপি লভ্যতে ॥

ঈশ্বরশ্রাগ্রতঃ কৃত্বা ধনং বিপুলমশ্রুতম্ ।

এবং ময়া-কৃতং কৰ্ম সৰ্ব্বক্ষেদমনর্থকম্ ॥—২।৪।৬-১০

Maya explained by Sri Chaitanya through an example of seed, tree and fruit which is written by Murari Gupta who was present at that time in karcha 2/4/6-10

এখানে বীজ, বৃক্ষ ও ফলের দৃষ্টান্ত দিয়া বিশ্বস্তর মিশ্র কৰ্মফল এবং ঈশ্বরে

তাহা অর্পণের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতেছেন।

Kabikarnapur also reflected upon the above example in his mahakavya 6/28-31 verses

কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যের ৬।২৮ হইতে ৬।৩১ শ্লোকে

ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। লোচন ঐ ফলের নাম করিয়াছেন আম।

তিনি উদ্ধৃত শ্লোকের ভাবানুবাদ এইরূপ করিয়াছেন—

Lochan has described the fruit's name as mango which is not mentioned by above writers.

আচক্ষিতে কহে প্রভু দিয়া করতালি ।

নিজ জনে প্রকাশ করয়ে ঠাকুরালি ॥

হের দেখ আম্রবীজ আরোপিল আমি ।

আমার অর্জিত তরু হইল আপনি ॥

তখন কহিল সর্বলোক আচক্ষিত ।

এখনি রুইল বীজ ভেল অঙ্কুরিত ॥

দেখিতে দেখিতে ভেল তরু মুঞ্জরিত ।

হইল উত্তম শাখা অতি স্নললিত ॥

দেখ দেখ সর্বলোক অপরূপ আর ।

মুকুলিত হৈল দেখ তরুটি আমার ॥

তখনি হইল ফল পাকিল সকালে ।

অঙ্গুলি লোলাঞা প্রভু দেখায় সভারে ॥

পাড়িয়া আনিল ফল দেখে সর্বলোকে ।

নিবেদন কৈল আসি ঈশ্বর-সম্মুখে ॥

তিলেকে তখনি লোক না দেখিয়ে কিছু ।

ফলমাত্র আছে বৃক্ষ মিথ্যা সব পাছু ॥

এছে মায়া ঈশ্বরের কহে সর্বলোকে ।

এত জানি না করিহ এ সংসার শোকে ॥

Lochan has described the fruit's name as mango without destroying the teaching which is present in the example. But Krishnadas has totally destroyed the innate teaching of the example by writing (1/17/73-80) that Sri Chaitanya had procured the mangoes from the tree and distributed to devotees for eating.

লোচনের হাতে পড়িয়া মুরারির শ্লোকের কোন ফল, আমে পরিণত ও তাহা ঈশ্বরে নিবেদিত পর্য্যন্ত হইল । কিন্তু মূলের কর্মফলের ও সংসারের উপমাটি লোচন নষ্ট করেন নাই । কৃষ্ণদাস কবিরাজ উপমার ভাবকে একেবারে নষ্ট করিয়া সঙ্কীর্ণনে ক্রান্ত ভক্তদিগকে আম খাওয়াইয়াছেন ; যথা—

একদিন প্রভু সব ভক্তগণ লৈয়া ।

সঙ্কীর্ণন করি বৈসে শ্রমযুক্ত হৈয়া ॥

এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল ।

তৎক্ষণে জন্মিল বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল ॥

দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত ।

পাকিল অনেক ফল সতেই বিস্মিত ॥

শতদুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল ।

প্রক্ষালন করি কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল ॥

রক্তপীতবর্ণ—নাহি আঠাংশ বঙ্কল ।

এক জনের উদর পূরে খাইলে এক ফল ॥

দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল শচীর নন্দন ।

সভাকে খাওয়াইল আগে করিয়া ভক্ষণ ॥

আঠাংশ বঙ্কল নাহি অমৃত রসময় ।

এক ফল খাইলে রসে উদর পূরয় ॥

এই মত প্রতিদিনে ফলে বার মাস ।

বৈষ্ণবে খায়েন ফল প্রভুর উল্লাস ॥—১।১৭।৭৩-৮০

Due to his love for supernatural stories Krishnadas who was not present at the time of the event like Murari Gupta had destroyed the innate teaching of Sri Chaitanya.

মুরারি গুপ্ত আলোচ্য ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ছিলেন । তিনি শ্রীচৈতন্যের অস্বরূপ ভক্ত । কবিরাজ গোস্বামি-বর্ণিত ম্যাজিকে আনা ফল ভক্তগণ খাইলে মুরারি নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ করিতেন । অলৌকিক ঘটনার প্রতি প্রীতির জন্মই কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঘটনাকে এইভাবে বিকৃত করিয়াছেন ।

আম খাওয়ার ঘটনাবর্ণনার মধ্যে আর একটি রহস্য নিহিত আছে । কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেখানেই স্বযোগ পাইয়াছেন সেইখানেই আহাৰ্য্য বস্তুর

বিরাট ফর্দ দিয়াছেন ; যথা—সন্ন্যাস-গ্রহণের পর অষ্টমত-গৃহে শ্রীচৈতন্যের ভক্ত্য দ্রব্যের বর্ণনা ২।৩।৪১ হইতে ২।৩।৫৩ পর্য্যন্ত ১৩টি পয়ার, প্রতাপ-কুন্দের প্রেরিত জগন্নাথের প্রসাদের বর্ণনা ২।১৪।২৩ হইতে ২।১৪।৩২ পর্য্যন্ত ১০টি পয়ার, সার্কভৌম-গৃহে শ্রীচৈতন্যের খাড়া-দ্রব্যের বর্ণনা ২।১৫।২০ হইতে ২।১৫।২৯ পর্য্যন্ত ১০টি পয়ার। উল্লিখিত ঘটনার সময়ে কোন ভক্ত কাগজ-কলম লইয়া খাওয়ার জিনিষের ফর্দ করিয়া রাখিয়াছিলেন ; রঘুনাথদাস গোস্বামী তাহা নকল করিয়া বৃন্দাবনে আনিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণদাস তাঁহার নিকট হইতে লইয়া ঐ তালিকা লিখিয়াছেন এরূপ যুক্তি আশা করি কোন ভক্ত উপস্থিত করিবেন না। কবিরাজ গোস্বামীর গোবিন্দলীলামৃত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া মনে হয় ভক্ত্যদ্রব্য-বর্ণনা করার প্রতি তাঁহার যৌক ছিল।^১ শুধু ঘটনা-বর্ণনার সময়ে নহে, ভক্তি-সিদ্ধান্ত-স্থাপনের সময়েও কৃষ্ণদাস কবিরাজ আহাৰ্য্য বিষয় হইতে উপমা সংগ্রহ করিয়াছেন ; যথা—

প্রেমবৃদ্ধি-ক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয় ।

রাগ, অহুঁরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥

যেছে বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, সার ।

শর্করা, সিতা, মিশ্রি, উত্তম মিশ্রি আর ॥—২।১৯।১৫২-৫৫

আবার

সাস্তিক-ব্যভিচারী ভাবের মিলনে ।

কৃষ্ণভক্তি রস হয় অমৃত আশ্বাদনে ॥

যেছে দধি, সিতা, ঘৃত, মরীচ, কর্পূর ।

মিলনে রসাল হয় অমৃত-মধুর ॥—২।১৯।১৫৫-৫৬

কবিরাজ গোস্বামী লীলার নিত্যত্বে বিশ্বাস করিতেন। কোন লীলা-পরিকর পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইয়াছেন এ কথা তিনি মানিতেন না। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ১।৫।১৮০ পয়ায়ে নিত্যানন্দের কৃপা লিখিতে

^১ নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবেরা বলেন যে কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণলীলায় কল্পরিকা মঞ্জুরী ছিলেন ও তাঁহার কাজ ছিল রাসায়ন পর্যবেক্ষণ করা। সেইজন্য তিনি এই লীলায় খাড়া দ্রব্যের এমন খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়াছেন।

গিয়া তিনি বলিলেন, “খাহা হইতে পাইহু শ্রীস্বরূপ আশ্রয়।” ইহা পড়িলে মনে হয় তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৫১০৯১ পয়ারে রঘুনাথদাসের কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।

স্বরূপের অন্তর্দানে আইলা বৃন্দাবন ॥

Swarupdamodar had left his mortal coil in Puri.

এখানে দেখা যায় যে স্বরূপ নীলাচলে বাস করিতেন ও সেইখানেই তাঁহার অন্তর্দান ঘটে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫১৮০ পয়ারে তত্ত্বতঃ স্বরূপের আশ্রয় পাওয়ার কথা বলিয়াছেন। তত্ত্ব ও ঘটনায় এইরূপ মেশামেশি হওয়ায় অনেক স্থলেই তাঁহার উক্তির ঐতিহাসিকতা বিচার করা কঠিন হয়।

Time of writing of Srichaitanyacharitamrita by Krishnadas

গ্রন্থের রচনাকাল

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অধিকাংশ পুথি ও মুদ্রিত পুস্তকের শেষে সমাপ্তিকাল-সূচক নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়—

শাকে সিন্ধুগ্নিবাণেন্দো জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।

সূর্য্যোহু্যসিত-পঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥

এই পাঠ খাহারা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা সিন্ধু অর্থে সাত ধরিয়া ১৫৩৭ শক জ্যৈষ্ঠ মাস রবিবার কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছিল স্থির করিয়াছেন।

কিন্তু সিন্ধু অর্থে সাত না ধরিয়া চার ধরা যাইতে পারে এবং চরিতামৃতের রচনাকাল ১৫৩৪ শক বা ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া নির্দেশ করা যায়।^১

১ সূধাকর দ্বিবেদী সূর্য্যসিদ্ধান্তের স্পষ্টাধিকার প্রকরণের টীকায় লিখিয়াছেন, “অক্ষয়ঃ সমুদ্রাশ্চন্দ্রারঃ প্রসিদ্ধাঃ।” পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের “লঃ সমুদ্রা গণঃ” সূত্রের টীকায় আছে, “সমুদ্রা ইতি চতুঃসংখ্যাপলক্ষণার্থম্।” বাচস্পত্যভিধানের “জলধিশ্চতুঃসংখ্যায়াম্ চ” ও আপ্তের অভিধানে সমুদ্র অর্থে চার আছে। ১৫৩৭ শকের জ্যৈষ্ঠ মাস কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি যে রবিবারে হইয়াছিল তাহা রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় বিহানিধি ও রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় গণনা করিয়া বাহির করিয়াছেন (নাথ—চরিতামৃত, পরিশিষ্ট ৩০ পৃ.)। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে ১৫৩৪ শকের জ্যৈষ্ঠ মাস কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিও কি রবিবারে পড়িয়াছিল?

এই বিষয়ে আমি আমার গণিতবিদ বন্ধু কণিষ্ঠুষণ দত্তের সহিত আলোচনা করিয়া রাধাগোবিন্দ

প্রেমবিলাসের চতুর্বিংশ বিলাসে ঐ শ্লোকের নিম্নলিখিত পাঠান্তর ও ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

শাকেহগ্নিবিন্দু-বাণেন্দো জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে ।
সূর্য্যোহহু্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ থাকি বৃন্দাবন ।
পনর শত তিন শকাব্দে যখন ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসের রবিবারে কৃষ্ণ পঞ্চমীতে ।
পূর্ণ কৈল গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥—পৃ. ৩০

চারিটি কারণে চরিতামৃতের রচনাকাল ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দ বলা যায় না।

১। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ ও যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি জ্যোতিষিক গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে “১৫০৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণপঞ্চমী রবিবারে হয় নাই—জ্যৈষ্ঠ মাসকে মৌরমাস ধরিলেও নয়, চান্দ্রমাস ধরিলেও নয়” (নাথ—চরিতামৃত-পরিশিষ্ট, পৃ. ৩০)।

২। ডঃ শশীলকুমার দে দেখাইয়াছেন যে চরিতামৃতে আছে—

গোপালচম্পু করিল গ্রন্থ মহাশূর ।
নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরস পূর ॥—২।১।৩২

আবার

গোপালচম্পু নাম গ্রন্থমার কৈল ।
ব্রজের প্রেমরস লীলাসার দেখাইল ॥—৩।৪।২২১

নাথ মহাশয়কে নিম্নলিখিত পত্র পাঠাই। “১৫৩৭ শকের গোণ চান্দ্র কৃষ্ণ জ্যৈষ্ঠ রবিবার ৯ই সৌর জ্যৈষ্ঠ, ইং ১৬১৫, ৭ই মে (পুরাতন প্রণালী)। ১৫৩৮ শকের গোণ চান্দ্র কৃষ্ণ জ্যৈষ্ঠ, ইং ১৬১২, ১০ই মে (পুরাতন প্রণালী)। ১৫৩৭ শকের গোণ কৃষ্ণ জ্যৈষ্ঠ যে রবিবারে তাহা আপনারাও গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন। ১৫৩৮ শকের গোণ কৃষ্ণ জ্যৈষ্ঠও যে রবিবারে ছিল তাহা অজ্ঞান্যাসেই বুঝিতে পারা যায়। উভয় শকের পার্থক্য তিন বৎসর। এই তিন বৎসরে তিথিটি তিন দিন আগাইয়া গিয়াছে এবং তিন বৎসরে বারটিও তিন দিন আগাইয়া গিয়াছে। উভয় তারিখের বার ও তিথি ঠিক রহিয়াছে। ১৫৩৮ শকের কৃষ্ণ জ্যৈষ্ঠ যখন রবিবারে হইতেছে তখন ১৫৩৮ শককে গ্রন্থ-সমাপ্তির কাল বলিয়া গ্রহণ করিলে কোন বাধা উপস্থিত হয় না।” ইহার উত্তরে নাথ মহাশয় কণিবাবুকে ৫।৩।৩৬ তারিখে লিখিয়াছেন, “আমি গণনা করিয়া দেখিলাম, আপনার গণনাও ঠিক।”

গোপালচম্পূর পূর্বভাগ ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ও উত্তরভাগ ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। সেইজন্ত ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দের পর চরিতামৃত রচিত হইয়াছিল সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

At the time of writing of Srichaitanyacharitamrita five goswamis of vrindavan were not alive.

৩। চরিতামৃতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে দেখা যায় যে এই গ্রন্থ যখন লিখিত হয়, তখন গোস্বামীদের মধ্যে কেহই জীবিত ছিলেন না। কবিরাজ গোস্বামী বলেন যে তিনি গদাধর গোস্বামীর প্রশিষ্য হরিদাস পণ্ডিতের ও চৈতন্যদাসের, কাশীখর গোস্বামীর শিষ্য গোবিন্দ গোস্বামীর, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী যাদবাচার্য্যের, অদ্বৈতের শিষ্য শিবানন্দ চক্রবর্তীর, প্রেমী কৃষ্ণদাস ও মুকুন্দ চক্রবর্তীর এবং অগ্র্য্য বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবের অনুরোধে চরিতামৃত রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন (১৮।৫০-৬৫)। যদি এই সময়ে ছয় গোস্বামীর মধ্যে কেহ কেহ বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে কি কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার বা তাঁহাদের অনুমতি বা আদেশ লইতেন না? গোবিন্দ-লীলামতে তিনি চারজন গোস্বামীর আদেশের কথা ত লিখিয়াছেন।

শ্রীজীব ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে গোপালচম্পূ শেষ করেন।

চরিতামৃত যদি ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে আরম্ভ করা হইত তাহা হইলে অন্ততঃ শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশের কথা ইহাতে লিখিত থাকিত।

চরিতামৃতে গোবিন্দ-বিগ্রহের সেবা-সম্বন্ধে লিখিত আছে—

রাজসেবা হয় তাঁহা বিচিত্র প্রকার।

দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার ॥

সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ ॥

সহস্র বদনে সেবা না যায় বর্ণন।—১৮।৪৮-৪৯

The temple of Govindaji of Vrindavan was constructed during the 34th year of Akbar's

ইহা পড়িয়া মনে হয় যে গোবিন্দের বিরাট মন্দির তখন নিৰ্ম্মিত হইয়াছে।

rule i.e. 1590. As in Srichaitanyacharitamrita detailed description of the services performed

পুরাতন মন্দিরের প্রস্তর-ফলক হইতে জানা যায় যে আকবরের রাজত্বের ৩৪

in the temple is mentioned therefore the process of writing of the book must have started

বর্ষে অর্থাৎ ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দের মন্দির নিৰ্ম্মিত হয়। সেইজন্ত

after 1590.

চরিতামৃতের আরম্ভ ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দের পরে হইয়াছিল।^১

১ শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় (বিচিত্রা, ১৩৪৫, ভ্রাবণ) উইল্‌সন, গ্রাইজ এবং মনিয়ার উইলিয়ামসের মত সমর্থন করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে চরিতামৃত ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। তাঁহার যুক্তি এই যে, শ্রীজীব ভূগর্ভ গোস্বামীর দেহত্যাগের সংবাদ এবং উত্তরচম্পূ-সংশোধন বাকী আছে, এই কথা শ্রীনিবাস আচার্য্যকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন।

Did Krishnadas kabiraj has committed suicide ?

কবিরাজ গোস্বামী কি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন ?

৪। প্রেমবিলাসের আগাগোড়া সবটা যদি অকৃত্রিম বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উহার ত্রয়োদশ বিলাসের ঘটনার সহিত সাড়ে-চব্বিশ বিলাসে বর্ণিত ঘটনার বিরোধ বাধে। ত্রয়োদশ বিলাসে আছে যে শ্রীনিবাস অবিবাহিত অবস্থায় যখন বৃন্দাবন হইতে গ্রন্থাদি লইয়া বাঙ্গালায় যাইতে-ছিলেন, তখন বিষ্ণুপুরে রাজা বীর হান্সীর তাঁহার গ্রন্থ চুরি করাইয়া লয়েন। সেই সংবাদ শুনিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দেন। তাঁহার হাত ধরিয়া রঘুনাথদাস গোস্বামী কাদিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ “মুদিত নয়নে প্রাণ কৈল নিষ্কামণ” (পৃ. ৯৪)।

সাড়ে-চব্বিশ বিলাসে শ্রীজীবের চারিখানি পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ পত্র কয়খানি ভক্তিরত্নাকরের শেষেও দেওয়া হইয়াছে। চতুর্থ পত্রের শেষে শ্রীজীব শ্রীনিবাসকে জানাইতেছেন, “ইহ কৃষ্ণদাসস্ত নমস্কারা ইতি।” প্রেমবিলাস বলেন—

এখানে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ।

নমস্কার করিয়াছে তোমাদের সমাজ ॥—পৃ. ৩০৮

প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত শ্রীজীবের তৃতীয় পত্র হইতে জানা যায় যে এই সময়ে শ্রীনিবাসের “বৃন্দাবনদাসাদি” পুত্রকণ্ঠা হইয়াছে। অবিবাহিত শ্রীনিবাস বৃন্দাবন হইতে প্রথমবার গ্রন্থ লইয়া যাজিগ্রামে পৌছিবার পূর্বেই

উত্তরচম্পু ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়, তাহার পূর্বে ভূগর্ভ দেহভাগ করিয়াছেন; কবিরাজ গোস্বামী ভূগর্ভের আদেশ লইয়া চরিতামৃত-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন—মৃতরাং ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে ভূগর্ভের মৃত্যুর পূর্বে চরিতামৃত লেখা আরম্ভ হয়। এই মতের বিরুদ্ধে বলা যায় যে চরিতামৃতে একরূপভাবে ভূগর্ভ গোস্বামীর উল্লেখ আছে (১৮৮৩-৬৪) যে তাহা পড়িয়া মনে হয় না যে কবিরাজ গোস্বামী ভূগর্ভের আদেশ পাইয়াছিলেন; ভূগর্ভের শিষ্য গোবিন্দপূজক চৈতন্যদাসের আদেশ পাইয়াছিলেন এইরূপ মনে হয়। চৈতন্যদাস যে প্রামাণিক ব্যক্তি তাহা দেখাইবার জন্য কবিরাজ গোস্বামী ভূগর্ভ গোস্বামীর নাম করিয়াছেন, যেমন হরিদাস পণ্ডিতের নাম করার সময়ে তিনি হরিদাসের গুরু অনন্ত আচার্য্যের নাম ও গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। দাশগুপ্ত মহাশয় মনে করেন যে উইল্‌সন প্রভৃতি ইংরাজ লেখকত্রয় কোন না কোন চরিতামৃতের পুথিতে ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ শেষ হয়—এরূপ উল্লেখ পাইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ তারিখ দেওয়া অন্ততঃ একখানি প্রাচীন পুথি না পাওয়া পর্যন্ত পূর্বে যে তারিখযুক্ত শ্লোক উদ্ধার করিয়াছি তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিতে পারি না।

যদি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গ্রন্থ-চুরির সংবাদ পাইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন, তাহা হইলে যখন শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্রকন্যা হইয়াছে তখন কি করিয়া সেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীনিবাসকে নমস্কার জানাইবেন ?

প্রেমবিলাসের এইরূপ পরস্পরবিরোধী বিবরণ হইতে দুইটি সিদ্ধান্তে আসা যায়। প্রথমতঃ ত্রয়োদশ বিলাসের রচনার অনেক পরে ভক্তিরত্নাকর দেখিয়া তাহা হইতে শ্রীজীবের পত্রগুলি সাড়ে-চব্বিশ বিলাসে উদ্ধৃত হইয়াছে। সাড়ে-চব্বিশ বিলাস হালের রচনা; সুতরাং তাহাতে প্রদত্ত চরিতামৃত-সমাপ্তির তারিখ মানিবার প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয়তঃ শ্রীজীবের পত্র যখন অকৃত্রিম তখন প্রেমবিলাসের ত্রয়োদশ বিলাসে বর্ণিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করার কথা অবিশ্বাস্য। এরূপ মনে করার কারণ তিনটি।

(ক) বৃন্দাবনের প্রধান প্রধান ভক্তদের অহরোধে যে চরিতামৃত লিখিত হইয়াছিল সেই গ্রন্থের কোন একখানি পুঁথি না রাখিয়াই কি ভক্তগণ মূল গ্রন্থখানি বাঙ্গালাদেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন ? শ্রীচৈতন্যের শেষ-লীলা শুনিবার জন্ম আগ্রহান্বিত হইয়া ঠাঁহার জরাতুর কৃষ্ণদাস কবিরাজের দ্বারা গ্রন্থ লিখাইলেন, তাঁহার কি সেই গ্রন্থ রচনার পর উহার একটি অমূল্যলিপিও প্রস্তুত করাইলেন না ? যদি তাঁহার অমূল্যলিপি রাখিয়া থাকেন, তাহা হইলে শ্রীনিবাসের গ্রন্থ-চুরির সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ আত্মহত্যা করিবেন কেন ?

(খ) কবিরাজ গোস্বামীর জায় ব্যক্তি গ্রন্থ-চুরির সংবাদ পাইয়া আত্মহত্যা-রূপ মহাপাতকে যে লিপ্ত হইবেন এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

(গ) শ্রীজীবের পত্রগুলি হইতে জানা যায় যে শ্রীনিবাস প্রথম বারে বৃন্দাবন হইতে গোস্বামিগণ-রচিত কতকগুলি গ্রন্থ আনিয়াছিলেন—সকল গ্রন্থ আনেন নাই। সনাতনের বৃহৎ ভাগবতামৃত পরে শ্রামদাস মাদ্ভিকের (খোল-বাজির) হাতে পাঠান হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত চরিতামৃতের পরিশিষ্টে (পৃ. ৩৮/০-৩৯/০) দেখাইয়াছেন যে প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ হইতে জানা যায় না যে শ্রীনিবাসের সহিত চরিতামৃত প্রেরিত হইয়াছিল কি না। তাঁহার প্রমাণ নীরবতা-মূলক (negative evidence), সুতরাং প্রবল নহে। “ভক্তিরত্নাকরে” একটি প্রবল প্রমাণ আছে, তাহা নাথ মহাশয়ের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। সেটি এই যে শ্রীনিবাস যখন দ্বিতীয় বার বৃন্দাবনে যান, তখন

শ্রীজীব তাঁহাকে “শ্রীগোপালচন্দ্র গ্রন্থারস্ত শুনাইলা” (পৃ. ৫৭০)। চরিতামৃত গোপালচন্দ্র উল্লেখ আছে ; সুতরাং চরিতামৃত গোপালচন্দ্র পরে লেখা। শ্রীনিবাস যদি দ্বিতীয় বারে বৃন্দাবনে গিয়া গোপালচন্দ্র আরস্ত শুনে, তাহা হইলে তিনি প্রথম বারে বাঙ্গালাদেশে চরিতামৃত লইয়া ঘাইতে পারেন না। এই-সব প্রমাণবলে প্রেমবিলাসে বর্ণিত চরিতামৃতের তারিখ ও কবিরাজ গোস্বামীর আত্মহত্যা করার কথা অগ্রাহ্য করিতে হয়।

উক্ত দুইটি বিষয় যদুন্দনদাসে আরোপিত কর্ণানন্দ গ্রন্থেও আছে। কিন্তু কর্ণানন্দেও প্রচুর প্রক্ষিপ্তাংশ ঢুকিয়াছে। কর্ণানন্দের সমাপ্তির তারিখ দেওয়া হইয়াছে ১৫২২ শক বা ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ। গ্রন্থখানি শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর আদেশে রচিত বলিয়া কথিত। কিন্তু বীর হাঙ্গীর কর্তৃক গ্রন্থ-চুরি ও তৎপরে শ্রীনিবাসের বিবাহ ঘটনাকে সত্য বলিয়া মানিলে ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে হেমলতার বয়স দীক্ষাদানের উপযোগী হইতে পারে না।^১ অথচ কর্ণানন্দে শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র, দৌহিত্র প্রভৃতির নাম

১ বীর হাঙ্গীর ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রাজা হইয়ে নাই। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তিনি গ্রন্থ চুরি করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীনিবাস আচার্য্যের বিবাহ হয়। তাহা হইলে ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে হেমলতার বয়স ৩৪ বৎসরের বেশী হইতে পারে না।

বীর হাঙ্গীরের তারিখ লইয়া অনেক কাল ধরিয়া অনেক লেখা-লেখি হইয়াছে। তাঁহার তারিখ-নির্ণয়ের মূল সূত্র হইতেছে মল্লাদের আরস্তকাল নির্ণয় করা। হাণ্টার (Statistical Account, Vol. IV, p. 235), বিখকোষ (বিষ্ণুপুর শব্দ) ও ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন (Vaishnava Literature, p. 108) বলেন ৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে মল্লাদ আরস্ত হয়। উক্তর ব্লক একটি মন্দিরে উৎকীর্ণ ১০৬৪ মল্লাদ=১৬৮০ শক দেখিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে ৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মল্লাদ আরস্ত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (Indian Historical Quarterly, 1927, pp. 180-1 এবং J. B. O. R. S., 1928, Sept. p. 337) ও নিখিলনাথ রায় (বঙ্গবাণী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৯) তাঁহার মত মানিয়া লইয়াছেন। O'Malley (District Gazetteer of Bankura), অভয়পদ মল্লিক (Vishnupur Raj, p. 82) এবং পরমেশপ্রসন্ন রায় (ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩২৪, পৃ. ৬৪) বলেন যে মল্লাদ ৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ভাদ্র মাসে আরস্ত হয়।

হাণ্টার সাহেবের মতে বীর হাঙ্গীর ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হইলেন। কিন্তু এই মত আধুনিক কোন গবেষকই মানেন না। বিখকোষ ও ডঃ সেনের মতে বীর হাঙ্গীর ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব গ্রহণ করেন। O'Malleyর মতে ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজত্বারস্ত। নিখিলনাথ রায় স্মৃষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে বীর হাঙ্গীর ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন (বঙ্গবাণী, ১৩২৯, অগ্রহায়ণ, ৪৭৫ পৃ.)। অভয়পদ মল্লিক বলেন যে বীর হাঙ্গীরের রাজত্বকাল ১৫৮৭ হইতে ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

আছে। নাথ মহাশয় আরও দেখাইয়াছেন যে কর্ণানন্দের ৫-৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা ভক্তিরত্নাকরের ৫৬০-৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণনা হইতে অবিকল চুরি করা হইয়াছে। এইরূপ প্রক্ষিপ্ত গ্রন্থের প্রমাণ মোটেই নির্ভরযোগ্য নহে।

এই-সব বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে যে চরিতামৃত ১৬১২ বা ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়।

Collection of materials / informations of Chaitanyacharitamrita

চৈতন্যচরিতামৃতের উপাদান-সংগ্রহ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণিত বিষয়কে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্যের লীলা বা জীবনের ঘটনা। দ্বিতীয়তঃ শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব, ভক্তিসাধনের ক্রম ও সাধ্যবস্তুনির্ণয় এবং শ্রীচৈতন্যের দ্বারা আশ্বাদিত পদ ও শ্লোক। প্রথম অংশকে ঘটনা ও দ্বিতীয় অংশকে তত্ত্ব বলা যায়। এখানে ঘটনাংশের উপাদান কবিরাজ গোস্বামী কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার আলোচনা করিব। তিনি নিজে তিনটি প্রধান আকরের নাম করিয়াছেন; যথা—স্বরূপ-দামোদর, মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবনদাস।

দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি ।
মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্র লিখিয়াছে বিচারি ॥
সেই অনুসারে লিখি লীলা সূত্রগণ ।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন ॥
চৈতন্যলীলায় ব্যাস বৃন্দাবনদাস ।
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ ॥
গ্রন্থ বিস্তারের ভয়ে তেঁহো ছাড়িল যে যে স্থান ।
সেই সেই স্থান কিছু করিব ব্যাখ্যান ॥
প্রভুর লীলামৃত তেঁহো কৈল আশ্বাদন ।
তাঁর ভুক্ত শেষ কিছু করি যে বর্ণন ॥—১।১৩।৪৪

বৃন্দাবনদাস সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি তিনি ১।১৮।৪১-৪৫ পয়ায়েও করিয়াছেন। তিনি ষথার্থই বলিয়াছেন—

নিত্যানন্দ-বর্ণনে হইল আবেশ ।
চৈতন্যের শেষ-লীলা রহিল অবশেষ ॥

বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সম্বন্ধ-বিষয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র বৃন্দাবনদাস ।
 শ্রীচৈতন্য-লীলার তেঁহো হয় আদি ব্যাস ॥
 তার আগে যতপি সব লীলার ভাণ্ডার ।
 তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর ॥
 যে কিছু বর্ণিল সৈঁহো সংক্ষেপ করিয়া ।
 “লিখিতে না পারি” গ্রন্থে রাখিয়াছে লিখিয়া ॥
 চৈতন্যমঙ্গলে তেঁহো লিখিয়াছে স্থানে স্থানে ।
 সেই বচন শুন সেই পরম প্রমাণে ॥
 সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় কথনে ।
 “বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিব বর্ণনে ॥”
 চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে স্থানে স্থানে ।
 সত্য কহে ব্যাস আগে করিব বর্ণনে ।
 চৈতন্যলীলামৃত-সিন্ধু দুগ্ধাকি সমান ।
 তুষান্নরূপ ঝারি ভরি তেঁহো কৈল পান ॥
 তাঁর ঝারি শেষামৃত কিছু মোরে দিলা ।
 ততেকে ভরিল পেট—তৃষ্ণা মোর গেলা ॥ ৩।২০।৭৩-৮০

এই তিনটি উদ্ধৃত অংশ হইতে জানা গেল যে (১) নিত্যানন্দের লীলা লিখিতে আবেশ হওয়ায় বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যের অস্ত্যলীলা লিখিতে পারেন নাই, কবিরাজ গোস্বামী তাহা লিখিয়াছেন; (২) কোন কোন লীলা বৃন্দাবনদাস বর্ণনা করিলেও সংক্ষেপে করিয়াছেন; তজ্জন্ত তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিস্তার করিয়া লিখিয়াছেন। এই দ্বিতীয় উক্তিসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে কাজী-দলন, শ্রীচৈতন্যের পুরীগমন, সার্কভৌম-উদ্ধার, প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা প্রভৃতি অনেকগুলি ঘটনা বৃন্দাবনদাস বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ পুনরায় সেগুলি নূতন করিয়া লিখিয়াছেন। এইরূপ লেখার উদ্দেশ্য—বৃন্দাবনদাসের ভ্রম সংশোধন করা ছাড়া আর কিছুই নহে। এইরূপ তথাকথিত ভ্রম-সংশোধন ব্যাপারে কাহার উক্তি অধিকতর বিশ্বাস্য তাহা পরে বিচার করিব। কাজী দলন-বর্ণনায় যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্পষ্টতঃ বৃন্দাবনদাসের

বর্ণনার উপর চূণকাম করিয়াছেন তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিচারে দেখাইয়াছি। মুরারি গুপ্তের কড়চাকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ কি ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা পরবর্তী বিচারে দেখা যাইবে।

Kadcha of Swarup-Damodar

স্বরূপ-দামোদরের কড়চা^১

স্বরূপ-দামোদরের কড়চা লইয়া কিছু গোলযোগ আছে। এই কড়চা পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মুদ্রিত সংস্করণগুলিতে আদি লীলার প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম হইতে চতুর্দশ শ্লোক “তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্” বলিয়া উল্লিখিত আছে। ডক্টর স্থশীলকুমার দে বলেন (Indian Historical Quarterly, March, 1933) যে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগৃহীত চরিতামৃতের পুথিগুলিতে “শ্রীস্বরূপ-গোস্বামি-কড়চায়াম্” উক্তি দেখিতে পান নাই। ঐ দশটি শ্লোক স্বরূপ-দামোদরের রচনা কি না জানিবার জন্য আমি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় চরিতামৃতের ২৩৭ সংখ্যক পুথি (১৬৮০ শকের অমূল্যপি), ২৩৮ সং (১৭০৮ শকের), ২৪১ সং (১১৯৯ বঙ্গাব্দের), ১৬৯৬ সং (১১৫২ সালের) এবং ১৬৪৭ সংখ্যক (১১৬১ বঙ্গাব্দের) পুথি খুলিয়া দেখি যে ঐ-সমস্ত পুথিতে উক্ত দশটি শ্লোকের প্রথমে কেবলমাত্র “তথাহি” লেখা আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ধৃত “শ্লোকমালা”

১ স্বরূপ-দামোদর যে প্রভুর কত প্রিয় ছিলেন তাহা রঘুনাথদাস গোস্বামী “স্ববাবলী”তে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দ্বিতীয় শ্লোকে মহাপ্রভুকে তিনি “স্বরূপস্ত প্রাণাবুদকমলীনী-রাজিত মুখঃ” ও “গৌরাস্তব-কল্পতরু”র দশম শ্লোকে “স্বরূপে যঃ স্নেহঃ গিরিধর ইব শ্রীল-মূবলে” বলিয়াছেন। কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে স্বরূপ-দামোদরের সহিত শ্রীচৈতন্যের প্রথম সাক্ষাৎ বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে স্বরূপ চৈতন্যানন্দ নামক গুরুর শিষ্য এবং তিনি গুরু-কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াও বেদান্ত পড়াইতে রাজী হয়েন নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে (১৩১৩৭-১৪২) পুরুষোত্তম আচার্য্য নামে তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (১৩১৪৩) লিখিত আছে ভাগ্যান্ পুরুষোত্তম আচার্য্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন ও রসস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া স্বরূপ-দামোদর নামে কথিত হইলেন। কবি বলেন (১৬৩১) যে নৃত্যকালে স্বরূপ-দামোদর প্রভুর সহিত একায় হইয়া যাতেন। প্রভুর সহিত স্বরূপের মন্দিরে গমন, হরিনাম-কীৰ্ত্তন প্রভৃতি কবি (১৮২১-২২) বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীস্বরূপ গোস্বামী পদ্মাবলীতে দামোদরের একটি, পুরুষোত্তম দেবের পাঁচটি ও পুরুষোত্তম আচার্য্যের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে দামোদর-নামোক্ত শ্লোক বোধ হয় দামোদর পণ্ডিতের ও পুরুষোত্তম-নামোক্ত শ্লোক প্রতাপরুদ্রের পিতার রচনা। পুরুষোত্তম আচার্য্য খুব

নামের আটখানি পুথিতেও শ্লোকগুলি কেবলমাত্র “তথাহি” বলিয়া লিখিত হইয়াছে। “ভক্তিরত্নাকরের” ৭১২ পৃষ্ঠায় ও মুরলীবিলাসের ৩৬ পৃষ্ঠায় “শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা” ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শ্লোকটি কেবলমাত্র “তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে” বলিয়া ধৃত হইয়াছে। এই-সব দেখিয়া মনে হয়, ঐ শ্লোক দশটি কৃষ্ণদাস কবিরাজেরই লেখা। কিন্তু দুইটি প্রমাণ-বলে আমি সিদ্ধান্ত করিতে চাই যে ঐ শ্লোক কয়টি স্বরূপ-দামোদরের রচনা হউক বা না হউক উহাদের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব স্বরূপ-দামোদরের দ্বারাই নির্ণীত। প্রথমতঃ “শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা” শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।

দামোদর-স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার ॥

স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।

তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ ॥—১।৪।২১-২২

পুনরায়

অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।

স্বরূপ গোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত ॥

সম্ভব স্বরূপ-দামোদর। তাঁহার শ্লোকটি হইতে তাঁহার পূর্বে মায়াবাদী সন্ন্যাসী থাকার আভাস পাওয়া যায়; যথা—

পুরতঃ ক্ষুরতু বিমুক্তিশ্চিরমিহ রাজ্যং করোতু বৈরাজ্যম্।

পশুপালবালকপতেঃ সেবামেবাভিবাঙ্কামি।

বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে (পৃ. ৫১৫) লিখিয়াছেন যে দামোদরস্বরূপ সঙ্গীতরসময় ছিলেন ও তাঁহার কাজ ছিল কীর্তন করা। তিনি আরও বলেন, “পূর্বাশ্রমে পুরুষোত্তম আচার্য্য নাম তান। প্রিয় সখা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নাম।” পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি গদাধর পণ্ডিতের মন্ত্রগুরু এবং প্রভু তাঁহাকে “বাপ” বলিয়া ডাকিতেন, স্মরণ্য মনে করা যাইতে পারে যে স্বরূপ-দামোদর তাঁহার বন্ধু-হিসাবে শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। কবিরাজ গোস্বামীই সর্বপ্রথমে আমাদিগকে বলিলেন—

পুরুষোত্তম আচার্য্য তাঁহার নাম সর্বপ্রথমে। নবদ্বীপে ছিল তেঁহো প্রভুর চরণে ॥

প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া। সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া ॥—২।১০।১০-১২

নবদ্বীপবাসী মুরারি গুপ্ত কিন্তু নবদ্বীপ-লীলা-বর্ণনা-প্রসঙ্গে পুরুষোত্তম আচার্য্যের নাম কোথাও উল্লেখ করেন নাই। কবিকর্ণপুর, রঘুনাথদাস গোস্বামী এবং বৃন্দাবনদাসও তাঁহার নবদ্বীপে বাড়ীর কথা লেখেন নাই।

যেবা কহো অণু জানে—সেহো তাঁহা হৈতে ।

চৈতন্য গোসাঁঞির তেঁহো অত্যন্ত মৰ্ম য়াতে ॥—১।৪।১৩৭-৮

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে এই তত্ত্বটি স্বরূপ-দামোদর প্রচার করিয়াছেন । দ্বিতীয়তঃ কবিকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় উদ্ধৃত ১৩।১৭ ও ১৪৯ সংখ্যক শ্লোক স্বরূপ গোস্বামীর রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।^১ গৌরগণোদ্দেশদীপিকার ত্রয়োদশ শ্লোক হইতে জানা যায় যে স্বরূপ-দামোদর শ্রীচৈতন্যকে মহাপ্রভু ও অদ্বৈত নিত্যানন্দকে প্রভু বলিয়াছেন । সপ্তদশ শ্লোক হইতে জানা যায় যে তিনি পঞ্চতত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন । চরিতামৃতের শ্লোকেও (১।১৪) পঞ্চতত্ত্বের উল্লেখ আছে । গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ১৪৯ শ্লোকে গদাধরকে স্বরূপ গোস্বামী “পুরা বৃন্দাবন-লক্ষ্মীঃ শ্রামসুন্দর-বল্লভা” বলিয়াছেন ।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ও ভক্তিরত্নাকরে স্বরূপ-দামোদরের যে শ্লোক বা যে মত উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন । কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

১। প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ-দামোদর ।

সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥—১।১৬।১৫

২। দামোদর-স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি ।

মুখ্য মুখ্য লীলাসূত্র লিখিয়াছে বিচারি ॥—১।১৩।৪৪

৩। চৈতন্যলীলারত্ন-সার স্বরূপের ভাণ্ডার

তেঁহো খুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে ।

তাহা কিছু যে অনিল তাহা ইহ বিবরিল

ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥—২।২।৭৩

১ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, “চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত কয়েকটি শ্লোক এবং কবিকর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় উদ্ধৃত একটি শ্লোক ছাড়া এই কড়চার বিষয়ে আর কিছুই জানা যায় না” (বঙ্গশ্রী, ১৩৪১, অগ্রহায়ণ) । কিন্তু তিনি ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইতেন যে গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় স্বরূপ গোস্বামীর একটি নহে, তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । ভক্তিরত্নাকরে (৫৪৭-৪৮ পৃষ্ঠায়) স্বরূপ-দামোদরের আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । সেটির অকৃত্রিমতার আমার সংশয় আছে ।

৪। স্বরূপ গোসাঞি আর রঘুনাথদাস।

এই দুই কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ ॥

সে কালে এই দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে।

আর সব কড়চা-কর্তা রহে দূর দেশে ॥

ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুই জন।

সংক্ষেপে বাহুল্য করে কড়চা-গ্রন্থন ॥

স্বরূপ সূত্রকর্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার।

তার বাহুল্য বর্ণি পাঞ্জিটিকা ব্যবহার ॥—৩।১৪।৬২

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিতেছেন যে স্বরূপ সংক্ষেপে ও রঘুনাথ বিস্তার করিয়া লীলা লিখিয়াছেন। রঘুনাথদাস স্তবাবলীতে শ্রীচৈতন্যষ্টক ও বারটি শ্লোক-সমন্বিত গৌরান্বিত-স্বকল্পতরু ব্যতীত অর্থাৎ সর্বসমেত বিশটি শ্লোক ছাড়া শ্রীচৈতন্য-লীলা-সম্বন্ধে আর কিছু লেখেন নাই। কবিরাজ গোস্বামী এই বিশটি শ্লোকের মধ্যে একটি শ্লোক অস্ত্য ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ও পাঁচটি শ্লোক অস্ত্য লীলার চতুর্দশ হইতে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে উদ্ধার করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ অস্ত্যের ত্রয়োদশ হইতে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে প্রভুর ভাবোন্মাদ বর্ণনা করিয়াছেন। লীলার প্রমাণস্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যষ্টক ও রঘুনাথদাস গোস্বামীর শ্রীগৌরান্বিত-স্বকল্পতরু উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্বরূপ-দামোদর যদি অস্ত্যলীলা লিখিতেন তবে কবিরাজ গোস্বামী তাহার একটি শ্লোকও উদ্ধার করিলেন না কেন? রঘুনাথদাস গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যলীলা-বিষয়ক ২০টি শ্লোককে কবিরাজ গোস্বামী যখন “বাহুল্যরূপে বর্ণন” বলিয়াছেন, তখন স্বরূপ-দামোদরের তত্ত্বসূচক শ্লোক কয়টিকে “সংক্ষেপ লেখা” বলায় দোষ হয় না। কেহ কেহ আপত্তি তুলিতে পারেন যে রঘুনাথদাস গোস্বামী লীলা-বিষয় আরও বিস্তার করিয়া লিখিয়াছিলেন; তাহা আমরা পাই নাই। কিন্তু এ তর্ক বিচার-সহ নহে। কেন-না রঘুনাথ অন্ত কিছু লিখিলে তাহা হইতে কবিরাজ গোস্বামী কিছুই উদ্ধৃত করিলেন না কেন? উপরন্তু ভক্তিরত্নাকরে প্রদত্ত রঘুনাথের গ্রন্থতালিকা হইতেও জানা যায় যে শ্রীচৈতন্যবিষয়ে তিনি আর কিছু লেখেন নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, স্বরূপ-দামোদর শ্রীচৈতন্য-তত্ত্ববিষয়ক

১০।১১টি শ্লোক লিখিলে কবিরাজ গোস্বামী তাহাকে লীলা বলিলেন কেন ? ইহার উত্তর এই যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্ব এরূপ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে ভক্তগণের নিকট লীলা ও তত্ত্বের ভেদ বিশেষ কিছু ছিল না। ইহা ছাড়া আরও বলা যাইতে পারে যে স্বরূপ-দামোদরের নির্ণীত তত্ত্বসমূহ লীলাসূত্রও বটে। “শ্রীচৈতন্য রাধাভাবহ্যুতি-স্ববলিত ও রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত মূর্তি”—এই উক্তি তত্ত্ব ও লীলা দুই-ই। ইহা লীলাসূত্র এইজন্ত যে, ইহার আলোকে শ্রীচৈতন্যের লীলা উপলব্ধি করা যায়।^১

Influence of Kabikarnapur's nataka and mahakavya on chaitanya-charitamrita

কবিকর্ণপুরের নাটক ও মহাকাব্যের নিকট চরিতামৃতের স্থান

আমরা যাহাকে তত্ত্ব বলি স্বরূপ-দামোদর তাহাই লিখিয়াছেন, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটি যুক্তি উপস্থিত করা যায়। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

দামোদর স্বরূপের কড়চা অমুসারে ।

রামানন্দ-মিলন-লীলা করিল প্রচারে ॥—২।৮।২৬১

কিন্তু তিনি রামানন্দ রায়-মিলন-সম্বন্ধীয় অধিকাংশ বিষয় লইয়াছেন কবি-

১ স্বরূপ-দামোদর শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন, স্বরূপের অন্তর্দ্বানের পর রঘুনাথদাস গোস্বামী বৃন্দাবনে আসেন। স্বরূপ শ্রীচৈতন্যের প্রকটকালেই তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন কি না নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। জীবদ্দশায় না হইলেও, মহাপ্রভুর তিরোধানের অতি অল্প কাল পরেই যে স্বরূপ-দামোদরের শ্লোকগুলি রচিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় উদ্ধৃত স্বরূপের শ্লোকগুলি হইতে জানা যায় যে স্বরূপ-দামোদর শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়ের অগ্রতম প্রতিষ্ঠাতা (Church Father)।

মালদহ জেলার কানসাটগ্রাম-নিবাসী হারাধনদাস বৈষ্ণব “আশ্রয়-সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়” বা স্বরূপ-দামোদর গোস্বামীর কড়চা নামে একখানি বাঙ্গালা পয়ারের বই চারখণ্ডে প্রকাশ করেন। বইখানি জাল প্রমাণ করার জন্ত কোন কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না; কেন-না বইয়ের মধ্যে আছে—

মালদহ অন্তঃপাতি পোষ্ট কানসাট

তথা নিবসতি মম, তথায় শ্রীপাট ॥

* * *

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদে লইয়া শরণ ।

আশ্রয়-সিদ্ধান্ত কহে দীন হারাধন ॥

কর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য হইতে ;
যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে মহাপ্রভু বলিলেন—

উবাচ কিঞ্চিৎ স্তনয়িত্ব ধীরং
সকৈতবং ভোঃ কবিতাং পঠেতি ।
তদা তদাকর্ণ্য মহারসজ্ঞঃ
পপাঠ বৈরাগ্যরসাত্যপদ্যম্ ॥

বৈরাগ্যং চেজ্জনয়তি তরাং পাপমেবাস্ত যস্মাৎ
সাস্ত্রং রাগং জনয়তি ন চেৎ পুণ্যমস্মাসু ভূয়াৎ ।
বৈরাগ্যেণ প্রমুদিতমনোবৃত্তিরভ্যেতি রাগং
রাগেণ স্ত্রীজঠরকুহরে তাম্যতি ব্রাহ্মণোহপি ॥
ইতীদমাকর্ণ্য স গৌরচন্দ্রো
বাহ্যতিবাহং বত বাহমেতৎ ।
ইতিশ্চুরদ্বাঘিভবোথ-তাপো-
দামাস্তকুরাতিমুদং প্রপেদে ॥

ততশ্চ সংস্কৃতমতিঃ স রামা-
নন্দো মহানন্দ-পরিপ্লুতাপঃ ।
পপাঠ ভক্তেঃ প্রতিপাদয়িত্রী-
মেকাশান্তকাস্তাং কবিতাং স্বকীয়াম্ ॥

নানোপচারকৃত-পূজনমার্তবন্ধোঃ
প্রেম্ণৈব ভক্ত-হৃদয়ং স্থখবিক্রতং স্ম্যৎ ।
যাবৎ ক্ষুদ্রস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ স্থগায় ভবতো নহু ভক্ষ্যপেয়ে ॥

ইথং চ সংশ্রত্য তথৈব বাহং
বাহং তদেতচ্চ পরং পঠেতি ।
জগাদ নাথোহথ কঠৈঃ সূদীর্ঘৈঃ
সংবেষ্ট্য নাথস্ত পদৌ পপাত ॥

নিকামলমোহ-ভরালসাদ্ধো
গাদ্ধেয়-গৌরং তমনকরম্যম্ ।
প্রভুং প্রণম্যথ পদাজমূলে
নিপত্য সংপ্রোথিত আননন্দ ॥

ততঃ স গীতং সরসালি-পীতং
বিদম্বয়োর্নাগরয়োঃ পরশ্চ ।
প্রেম্ণোহতিকাষ্ঠা-প্রতিপাদনেন
দ্বয়োঃ পরৈক্য-প্রতিপাতবাদীং ॥

ভৈরবীরাগঃ

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গভেল ।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ না হাম রমণী ।
তুঁছ মন মনোভব পেশল জানি ॥
এ সখি সো সব প্রেমকাহিনী ।
কাহুঠামে কহবি বিছুরল জানি ॥
না খোঁজলুঁ দূতী না খোঁজলুঁ আন ।
তুঁছকেরি মিলনে মধত পাঁচ বাণ ॥
অবসোই বিরাগ তুঁছ ভেলি দূতী ।
স্বপুরুষ প্রেমক ঐছন রীতি ॥
বর্দনকুজ নরাধিপমান ।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ ॥

ততস্তদাকর্গ্য পরাংপরং স
প্রভুঃ প্রফুল্লেক্ষণপদ্যুগ্মঃ ।
প্রেম-প্রভাব-প্রচলান্তরাঙ্গা

গাঢ়প্রমোদাত্তমথালিলিঙ্গ ॥—১৩।৩৮-৪৭

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই বর্ণনা হইতেই তিনটি বিষয় লইয়াছেন : (১) ক্রম-অনুসারে সাধ্য-নির্গয় ; (২) “নানোপচার-কৃত-পূজনং” শ্লোক এবং শ্রীচৈতন্যের ইহ বাহ্য উক্তি ; (৩) “পহিলহি রাগ” পদটি । কবিকর্ণপুরের

এই বর্ণনা শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের মাত্র নয় বৎসর পরে লিখিত হইয়াছিল। কবিকর্ণপুর সম্ভবতঃ তাঁহার পিতা শিবানন্দ সেনের নিকট এই ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনিয়াছিলেন। তিনি যদি স্বরূপ-দামোদরের কড়চা হইতে এই ঘটনা লইতেন তাহা হইলে যেমন গ্রন্থের প্রথমে ও শেষে মুরারির নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছেন, তেমনি স্বরূপ-দামোদরের নিকট ঋণ স্বীকার করিতেন। ঐরূপ ঋণ স্বীকার যে তিনি গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় করিয়াছেন তাহা পূর্বে দেখাইয়াছি। মহাকাব্যে প্রদত্ত “পহিলিহি রাগ” গানের শেষে প্রতাপরুদ্রের নামসম্বন্ধিত ভণিতা আছে। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ রামানন্দকে পরম ভক্তরূপে আঁকিয়াছেন বলিয়া রাজার নাম-যুক্ত ভণিতা বাদ দিয়াছেন।

কবিরাজ গোস্বামী উক্ত তিনটি বিষয় যেমন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য হইতে লইয়াছেন, তেমনি শ্রীচৈতন্য-রামানন্দ-প্রশ্নোত্তর-সমূহ লিখিতে যাইয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ের অবিকল অনুবাদ করিয়াছেন; যথা—

Important questions and answers on Devotion / Bhakti by Sri Chaitanya and Ramananda

ভগবান্—কা বিজ্ঞা? (নাটকে)

রামানন্দঃ—হরিভক্তিরেব ন পুনর্বোদাদিনিষ্কাততা। (নাটকে)

প্রভু কহে কোন্ বিজ্ঞা বিজ্ঞামধ্যে সার।

রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনা বিজ্ঞা নাহি আর ॥ (চরিতামৃতে)

ভ—কীর্ত্তিঃ কা?

রা—ভগবৎপরোহয়মিতি যা খ্যাতির্ন দানাদিজ্ঞা।

কীর্ত্তিগণমধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি।

কৃষ্ণপ্রেম-ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি ॥

ভ—কা শ্রীঃ?

রা—তৎপ্রিয়তা ন বা ধনজন-গ্রামাদি-ভূয়িষ্ঠতা।

সম্পত্তিমধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গনি।

রাধাকৃষ্ণপ্রেম যার সেই বড় ধনী ॥

ভ—কিং দুঃখম্?

রা—ভগবৎপ্রিয়তা বিরহো, নো হৃদ্যাদিষ্যাথা।

দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।

কৃষ্ণভক্তবিরহ বিহু দুঃখ নাহি আর ॥

ভ—ভদ্ৰম্, কে মুক্তাঃ?

রা—প্রত্যাশতিহরিচরণয়োঃ সান্ন্যাসাগে ন রাগে
 প্রীতিঃ প্রেমাতিশয়িনি হরেভক্তি-যোগে ন যোগে ।
 আস্থা তস্মৈ প্রণয়রভসশ্চোপদেহে ন দেহে
 যেষাং তে হি প্রকৃতি-সরসা হস্ত মুক্তা ন মুক্তাঃ ॥
 মুক্তমধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি ।
 কৃষ্ণপ্রেম যার সেই মুক্ত-শিরোমণি ॥

ভ—ভবতু, কিং গেষ্যম্ ?

রা—ব্রজকেলি-কর্ম ।

ভ—কিমিহ শ্রেয়ঃ ?

রা—সতাং সংগতিঃ ।

শ্রেয়োমধ্যে কোন শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার ।

কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ॥

ভ—কিং স্মর্তব্যম্ ?

রা—অঘারি-নাম ।

কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ ।

কৃষ্ণনাম গুণলীলা প্রধান স্মরণ ॥

ভ—কিমহুদ্যেয়ম্ ?

রা—মুরারেঃ পদম্ ।

দ্যেয়মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন্ ধ্যান ।

রাধাকৃষ্ণ-পদাষ্টজ-ধ্যান প্রধান ॥

ভ—ক স্বেয়ম্ ?

রা—ব্রজ এব ।

সর্বতাগী জীবের কর্তব্য কাঁহা বাস ।

ব্রজভূমি বৃন্দাবন কাঁহা লীলারাস ॥

—নাটক, ৭।৮-১০ ; চৈ. চ., ২।৮।২১-২২

During the meeting of Sri Chaitanya with Ramananda at the banks of Godavari, Swarup-Damodar and Shivananda father of Kabikarnapur were not present.

এই প্রলোভন কবিকর্ণপুরের মহাকাব্যে নাই । শ্রীচৈতন্য যখন দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী-তীরে রামানন্দের সহিত মিলিত হয়েন তখন স্বরূপ-দামোদর বা শিবানন্দ কেহই সঙ্গে ছিলেন না । তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের মুখে রামানন্দের সহিত কথোপকথনের সংক্ষিপ্ত-সার শুনিয়া থাকিবেন । তাহাই শুনিয়া

কবিকর্ণপুর নাটক ও মহাকাব্যে ঐ প্রসঙ্গ লিখিয়াছেন। যদি তিনি স্বরূপ-দামোদরের লিখিত কড়চা দেখিয়া বিষয়টি লিখিতেন তাহা হইলে তাঁহার বর্ণনায় রামানন্দ-কর্তৃক কথিত বৈরাগ্যসূচক শ্লোকটি নাটক ও মহাকাব্যে একরূপ থাকিত। কিন্তু নাটকে রামানন্দ-কথিত প্রথম শ্লোক—

মনো যদি ন নির্জিতং কিমধুনা তপস্যাদিনা
কথং স মনসো জয়ো যদি ন চিন্ত্যতে মাধবঃ ।
কিমশ্চ চ বিচিন্তনং যদি ন হস্ত চেতোদ্রবঃ
স বা কথমহো ভবেদ্ যদি না বাসনাঙ্কালনম্ ॥—নাটক, ৭।৭

আর মহাকাব্যের প্রথম শ্লোক—

“বৈরাগ্যং চেজ্জনয়তিতরাং” ইত্যাদি একরূপ নহে।

তাহা হইলে প্রমাণিত হইল যে কবিকর্ণপুর ও কৃষ্ণদাস একটি সাধারণ আকর (স্বরূপ-দামোদরের কড়চা) হইতে এই প্রসঙ্গ লয়েন নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কবিকর্ণপুরের দুইটি গ্রন্থে ইহার ইঙ্গিত পাইয়া গোস্বামি-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-সম্মত প্রণালীতে ক্রমবদ্ধভাবে সাধ্য-সাধন নির্ণয় করিয়াছেন। রামানন্দ রসিক ভক্ত ছিলেন। তিনি রাজপুরুষ, তাঁহার কাণ্ডজ্ঞানেরও অভাব ছিল না, তিনি যে চৈতন্যের গায় প্রেমোন্মত্ত সন্ন্যাসীর সাধ্য-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে “বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন” বলিবেন ইহা সম্ভব নহে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই প্রসঙ্গে কাস্তাপ্রেম যে কত উচ্চ বস্তু, সাধনার কত স্তরের পরে যে ইহা আশ্বাদন করা যায় তাহাই নাটকীয়ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি রামানন্দের মুখ দিয়া “ভক্তিরসামৃতসিন্ধু”র সিদ্ধান্তের হুবহু অভিব্যক্তি করাইয়াছেন (২।৮।৬৪-৬৯)। “উজ্জলনীলমণি”র “অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ”র ভাব লইয়া “রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা” উক্তিও রামানন্দের দ্বারা বলাইয়াছেন। তত্ত্ব-উদ্ঘাটন-হিসাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের রামানন্দ-সংবাদ অতি উচ্চস্তরের দার্শনিক রচনা সন্দেহ নাই; ঐ প্রসঙ্গের মূল বক্তব্য ঐতিহাসিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু ইহার অনেকখানি কবিরাজ গোস্বামীর সংযোজনা। তিনি কবিকর্ণপুর হইতে এই ঘটনার অনেকখানি লইয়াও স্বরূপ-দামোদরের দোহাই দিলেন কেন বলা কঠিন। আর এক স্থানেও তিনি মূল ঘটনা কবিকর্ণপুরের নাটক হইতে লইয়া বৃন্দাবনদাসের

নাম করিয়াছেন; যথা—কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যের গুণিচা-মার্জন ও অষ্টৈত
আচার্যের পুত্র গোপালের নৃত্য করিতে করিতে মুচ্ছা যাওয়া নাটকের
১০।৪২-৫১ অংশে বর্ণনা করিয়াছেন; কবিরাজ গোস্বামী ঐ ঘটনা চরিতামৃতের
২।১১।৭৭-১৪৬ পর্যায়ে লিখিয়া বলিতেছেন—

এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ।

অতএব সংক্ষেপ করি করিল বর্ণন ॥

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এই পয়ার-সম্বন্ধে বলেন, “আমাদের অবলম্বিত
কি মুদ্রিত, কি হস্তলিখিত, কোন একখানি চৈতন্যভাগবতেও এই লীলার
উদ্দেশ্যমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং বলিতে হয় শ্রীচৈতন্য-
ভাগবতের কিয়দংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।” কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের পূর্বে
লোচন, জয়ানন্দ প্রভৃতি অনেকে বৃন্দাবনদাসের বইয়ের কথা বলিয়াছেন।
১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের গৌরগণোদ্দেশদীপিকা হইতে জানা যায় যে, বৃন্দাবনদাস
বেদব্যাস-তত্ত্বরূপে সম্মানিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লেখার পূর্বে
যে গ্রন্থের এত বেশী সম্মান হইয়াছে এবং সেই সময় হইতে যাহার শত শত
অমূল্যপি হইয়াছে, তাহার একটি অংশ একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এ কথা
বিশ্বাস করা যায় না। কবিরাজ গোস্বামী কবিকর্ণপুরের নাটক হইতে ১৬টি
শ্লোক উদ্ধার করিলেও, যেখানেই তাঁহার আকর-স্বরূপ উপজীব্য গ্রন্থের
নাম করিয়াছেন সেইখানেই শুধু বৃন্দাবনদাস, মুরারি ও স্বরূপ-দামোদরের
নাম করিয়াছেন। কোথাও তিনি বৃন্দাবনদাস ও মুরারির গ্রন্থের আক্ষরিক
অনুবাদ করেন নাই; অথচ তিনি চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের আটশটি ঘটনার
প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন। তথাপি তিনি আকরগ্রন্থবর্ণনার সময়ে
Kishnadas although had taken almost ad verbatim 28 verses from Kabikarnapur's natak but
did not mention his name in Srichaitanyacharitamrita.
কবিকর্ণপুরের নাম করিলেন না কেন কে বলিবে?

মুরারি, কবিকর্ণপুর, রঘুনাথদাস গোস্বামী, বৃন্দাবনদাস ও সম্ভবতঃ স্বরূপ-
দামোদরের গ্রন্থ ছাড়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামি-কৃত তিনটি
চৈতন্যচন্দ্রোদয় মধ্য প্রথমটির ষষ্ঠ শ্লোক অবলম্বন করিয়া ৩।১৫ অধ্যায়
এবং সপ্তম শ্লোক অবলম্বন করিয়া ২।১৩ অধ্যায় লিখিয়াছেন। প্রথমোক্ত স্থলে
কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

প্রলাপ সহিত এই উদ্গাদ বর্ণন ।

শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামি ইহা করিয়াছে বর্ণন ॥—৩।১৫।৮৭

দ্বিতীয় স্থানে লিখিয়াছেন—

রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্য বিবরণ ।

চৈতন্যষ্টকে রূপ গোসাঞি করিয়াছে বর্ণন ॥—২।১৩।১৯৮

রঘুনাথ গোস্বামীর “শ্রীগৌরাস্তবকল্পতরু” ও “শ্রীচৈতন্যষ্টক” ছাড়া তাঁহার নিকট ঋত বিবরণ হইতেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; যথা—

স্বরূপ গোসাঞি কড়চায় যে লীলা লিখিল ।

রঘুনাথদাস মুখে যে সব শুনিল ॥

সেই সব লীলা লেখি সংক্ষেপ করিয়া ।—৩।৩।২৫৬-৭

কিন্তু রঘুনাথদাস গোস্বামীর প্রদত্ত মৌখিক বিবরণের দোহাই দিয়া কবিরাজ গোস্বামীর সমস্ত বর্ণনা নির্বিশেষে মানিয়া লওয়া যায় না। রঘুনাথদাস
Raghunath Das went to Nilachal to meet Sri Chaitanya after eight / nine years of the sannyasa of Sri Chaitanya
গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের-সন্ন্যাস গ্রহণের আট-নয় বৎসর পরে নীলাচলে যান—
এ কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজেই বলিয়াছেন ; যথা—

ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন ।

স্বরূপের অন্তর্দানে আইলা বৃন্দাবন ॥—১।১০।৯১

Sri Chaitanya had lived for another 24 years after taking sannyasa on 1509.

শ্রীচৈতন্য প্রায় ২৪ বৎসর সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিয়াছিলেন ; তাঁহার তিরোধানের পূর্বে স্বরূপের অন্তর্দান হয় নাই। রঘুনাথদাস যদি ষোল বৎসর স্বরূপের অন্তরঙ্গ সেবা করিয়া থাকেন তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-জীবনের আট-নয় বৎসরের ঘটনা-সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না। রঘুনাথদাসের শিক্ষাগুরু স্বরূপ-দামোদরের সহিতও শ্রীচৈতন্যের মিলন ঘটে তাঁহার দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের পর ; অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পূর্বে রঘুনাথের সহিত এবং মধ্য দশম পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পূর্বে স্বরূপ-দামোদরের সহিত সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের মিলন হয় নাই। অথচ কবিকর্ণপুরের পিতা শিবানন্দ সেন সন্ন্যাসের তৃতীয় বর্ষেই নীলাচলে আসেন। শিবানন্দের একটি পদ হইতে জানা যায় যে সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্বেই তাঁহার সহিত শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গতা ছিল (গৌরপদ-তরঙ্গিনী, পৃ. ২৪৮-৪৯)। শিবানন্দের পুত্র এবং মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাপাত্র

Events narrated by Kabikarnapur son of Shivananda is more reliable than Krishnadas Kaviraj.

কবিকর্ণপুরের বর্ণিত ঘটনার সহিত যখন কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনার অসামঞ্জস্য দেখা যাইবে, তখন কবিকর্ণপুরের কথা না মানিয়া কবিরাজ গোস্বামীর কথা মানা করিন। Kabikarnapur had written Mahakavya after 9 years of Sri Chaitanya's demise where as Krishnadas wrote it after 22 years of Sri Chaitanya's demise. আরও মনে রাখিতে হইবে যে কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের নয় বৎসর পরে মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন, আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রায় বিরাশী বৎসর পূর্বে চরিতামৃত লিখিয়াছিলেন। প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনীতেই কালক্রমে অলৌকিক ঘটনা সংযোজিত হইতে থাকে। শ্রীচৈতন্যের জীবনী আলোচনা করিতে যাইয়া সে কথাও ভুলিলে চলিবে না।

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বাহু ঘোষের পদের সহিতও কৃষ্ণদাস কবিরাজ পরিচিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—

বাহুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।

কাষ্ঠ-পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥—১।১১।১৬

এই-সমস্ত উপাদান লইয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরিত লিখিয়াছেন। ভক্তগণ সেই চরিতামৃত পান করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া অপার আনন্দ লাভ করিতেছেন।

Historical evaluation of Adilila of Srichaitanyacharitamrita

আদিলীলার ঐতিহাসিক বিচার

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার প্রথম নয়টি পরিচ্ছেদে প্রথমতঃ গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। তত্ত্ব-সম্বন্ধে বিচার করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে, সেইজন্য ঐ নয়টি পরিচ্ছেদ-সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করিব না। পঞ্চম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকারের প্রতি স্বপ্নে নিত্যানন্দের কৃপা ও তাঁহার বৃন্দাবনে গমন এবং অষ্টম পরিচ্ছেদে গ্রন্থের উৎপত্তি-বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ঐ সম্বন্ধে বিচার পূর্বেই করিয়াছি। সপ্তম পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী পঞ্চতত্ত্ব-নিরূপণ করিয়া মহাপ্রভু-কর্তৃক প্রেমদান বর্ণনা করিয়াছেন।

Historical evaluation of the story of Prakashananda in Srichaitanyacharitamrita

প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনীর বিচার

ঐ প্রসঙ্গে তিনি সহসা তত্ত্ব হইতে লীলায় আসিয়া পড়িয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনের ঘটনাবলীর কোনরূপ পৌরুষাপর্য্য না রাখিয়া কাশীর প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনী লিখিয়াছেন। আবার অষ্টম পরিচ্ছেদে তত্ত্ব

বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপভাবে প্রকাশানন্দ-কাহিনী লেখার কারণ কি হইতে পারে বিচার করা যাউক। মুরারি গুপ্তের কড়চায় প্রকাশানন্দ-উদ্ধারের কাহিনী নাই।

কড়চার ৪।১।১৮ ও ৪।১৩।২০ শ্লোকে

“কাশীবাসি-জনান্ কুর্সন্ হরিভক্তিরতান্ কিল”

ও “কাশীবাসি-জনান্ সর্দান্ কৃষ্ণভক্তি-প্রদানতঃ”

Murari Gupta has not mentioned the name of Prakashananda who is Guru of 10 thousand monks. But as per Krishnadas Prakashananda had received Sri Chaitanya's grace.

উক্তি আছে। শ্রীচৈতন্য প্রকাশানন্দের গায় দশ সহস্র সন্ন্যাসীর গুরুকে উদ্ধার করিয়া থাকিলে মুরারি গুপ্ত সে সম্বন্ধে নীরব থাকিবেন কেন?

কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে লিখিয়াছেন—

ব্রহ্মচারি-গৃহিভিক্ষুবনস্থা যাজ্ঞিকা ব্রতপরাশ্চ তমীষুঃ মংসরৈঃ

কতিপয়ৈযতিমুখৈরেব তত্র ন গতং ন স দৃষ্টঃ ॥—২।৩২, নির্ণয়সাগর সংস্করণ

As per Kabikarnapur some important monks had not visited Sri Chaitanya. He has not mentioned the event of grace by Sri Chaitanya to Prakashananda.

নাটকের কোথাও প্রকাশানন্দের উদ্ধার-কাহিনী বা নাম নাই। বরং আছে যে কতিপয় প্রধান প্রধান যতি মাংসসর্ষাবশতঃ শ্রীচৈতন্যকে দেখিতে যাবেন নাই।

শ্রীচৈতন্য এই-সকল সন্ন্যাসীর উদ্ধার করিতে পারিলেন না বলিয়া প্রতাপরুদ্র ও সার্কভোমের মনে ক্ষোভ রহিয়া গেল। দশম অঙ্কে দেখিতে পাই—সার্কভোম শ্রীচৈতন্যের অসমাপ্ত কাণ্ড সমাপ্ত করিবার জন্ত বারাণসী যাইতেছেন। তিনি স্বগতোক্তি করিতেছেন—“যতপি ভগবতোহস্মিন্নর্থো নাহুমতির্জাতা, তথাপি হঠাদেবাহং বারাণসীং গত্বা ভগবন্নতং গ্রাহয়ামীতি হঠাদেব তত্র গচ্ছমস্মি। ন জানে কিং ভবতি” (১০।৫)। সার্কভোম সত্য সত্যই বারাণসী গিয়াছিলেন কি না এবং গিয়া থাকিলে তাঁহার উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছিল সে বিষয়ে কবিকর্ণপুর কোন সংবাদ দেন নাই। পরবর্তী কোন গ্রন্থকারও এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। যাহা হউক ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে শ্রীচৈতন্য যদি তৎকালের শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক প্রকাশানন্দকে ভক্তিপথে আনয়ন করিতেন, তাহা হইলে আর সার্কভোমের বারাণসী-যাত্রার কথা কবিকর্ণপুর উল্লেখ করিতেন না।

কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যেও কোন স্থানে প্রকাশানন্দের নাম উল্লেখ করেন নাই। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত পড়িয়াও মনে হয় না

যে শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভু প্রকাশানন্দকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি নবদ্বীপ-লীলা-বর্ণনা-প্রসঙ্গে ভাবাবিষ্ট বিশ্বস্তর মিশ্রের দ্বারা মুরারির নিকট দুইবার প্রকাশানন্দের নাম উল্লেখ করাইয়াছেন (পৃ. ১৭৩, ৩০৪)। বরাহ-ভাবাবিষ্ট বিশ্বস্তর বলিতেছেন—

কাশীতে পড়ায় বেটা পরকাশানন্দ ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥
বাথানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে ।
সর্বক্ষে হইল কুষ্ঠ তবু নাহি জানে ॥

দ্বিতীয় বারের উল্লেখও ঠিক এইরূপ। ইহা পাঠ করিয়া মনে হয়, প্রকাশানন্দ শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়, কেন-না বিশ্বস্তরের বয়স যখন ২৩, তখন প্রকাশানন্দ এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন যে তাঁহার কথা লইয়া নবদ্বীপেও আলোচনা চলিতেছিল। লোচনদাস প্রকাশানন্দের নাম কোথাও উল্লেখ করেন নাই। শ্রীচৈতন্যের কাশী-গমন-সম্বন্ধে মাত্র লিখিয়াছেন—

ক্রমে ক্রমে উত্তরিল তীর্থ বারাণসী ।
অনেক বৈসয়ে তথা পরম সন্ন্যাসী ॥—পৃ. ২৫, শেষ খণ্ড

জয়ানন্দ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

গৌরচন্দ্র তীর্থযাত্রা গেলা বারাণসী ।
বিধিমতে বিড়খিলা পাষণ্ড সন্ন্যাসী ॥—পৃ. ১৪২

তৎপূর্বে ১৩৫ পৃষ্ঠায় বারাণসীর সন্ন্যাসীদের সহিত নীলাচলস্থ শ্রীচৈতন্যের চিঠি কাটাকাটির বিবরণ আছে। শ্রীচৈতন্য সিংহ ও পারাবতের তুলনা করিয়া পত্র লিখিলে

এই পত্র শুনি যত প্রাচীন সন্ন্যাসী ।
নীলাচল গেলা সতে ছাড়ি বারাণসী ॥

কিন্তু প্রকাশানন্দের নাম নাই।

In Gourpadatarangini during the narration of Sri Chaitanya's grace and divine play there is

গৌরপদতরঙ্গিনীতে প্রকাশানন্দের গুণ-বর্ণনামূলক কোন সূচক ত নাই-ই,
no mention of the name of Prakashananda.

এমন কি শ্রীচৈতন্যের রূপা ও লীলা-কাহিনী-বর্ণনা-উপলক্ষেও কোথাও ইহাদের নাম করা হয় নাই। কবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন যে মাৎস্যবশতঃ

কতিপয় যতি শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিতে আসেন নাই। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

প্রভুকে দেখিতে আইল যতেক সন্ন্যাসী।

প্রভুর প্রশংসা করে সর্ব বারাণসী ॥—২।৭।১৪৭

পুনশ্চ

এক বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ।

তাহা নিস্তারিয়া কৈলে আমা সবার সুখ ॥—২।২৫।১২৫

আদিলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে ক্রমভঙ্গ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী কেন প্রকাশানন্দের কাহিনী লিখিলেন বুঝা কঠিন। যদি এরূপ ব্যাপার নাই ঘটয়া থাকে, অথচ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বৈষ্ণব-সমাজ শ্রীচৈতন্যের মহিমা-খ্যাপনের জন্ত এইরূপ ঘটনার সংযোজন করা প্রয়োজন মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বুদ্ধ কবিরাজ গোস্বামী—যিনি লিখিতে লিখিতে পরলোকগমনের আশঙ্কা করিতেছিলেন—আগ্রহাতিশয়াবশতঃ শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াই ক্রমভঙ্গ করিয়া এরূপ লীলা লিখিয়াছেন অনুমান করিতে হয়।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আর্থার ভেনিস সাহেব বারাণসী হইতে প্রকাশানন্দ যতির “বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলী” নামে একখানি গ্রন্থ ইংরাজী অনুবাদ-সহ প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থের পুষ্পিকা হইতে জানা যায় যে প্রকাশানন্দ জ্ঞানানন্দের শিষ্য। লেখকের নিম্নলিখিত উক্তি হইতে বুঝা যায় যে তিনি দাস্তিক প্রকৃতির লোক ছিলেন—

শৃণু প্রকাশ-রচিতাং সদ্বৈত-তিমিরাপহাম্

বাদীভকুন্তনির্ভেদে সিংহদংষ্ট্রাধরীকৃতাম্।

বেদান্তসারসর্বস্বমজ্জ্যৈষমধুনাতনৈঃ

অশেষণ ময়োক্তং তৎ পুরুষোত্তমযত্নতঃ ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজও প্রকাশানন্দকে দাস্তিকরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। “বেদান্ত-সিদ্ধান্তমুক্তাবলী”র গ্রন্থকারই কবিরাজ গোস্বামীর লক্ষ্য কি না বলা কঠিন। বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলীর বাক্য রামতীর্থ ও অন্নয় দীক্ষিত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অতএব প্রকাশানন্দ উহাদের পূর্ববর্তী। অগ্নয় দীক্ষিতের কাল ১৫২০-১৫২১ খ্রী. অ.^১ এবং রামতীর্থের কাল ১৪৯০ হইতে ১৫২০ খ্রী. অ। সেইজন্য প্রকাশানন্দ ১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের সমকালে জীবিত ছিলেন মনে করা যাইতে পারে (রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ—অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা, পৃ. ৩৮)।

Historical evaluation of Sri Chaitanya's childhood as per Krishnadas

কবিরাজ গোস্বামি-অঙ্কিত শ্রীচৈতন্যের বাল্যজীবনী

আদিলীলার নবম পরিচ্ছেদে ভক্তিকল্পতরু বর্ণিত হইয়াছে এবং দশম, একাদশ ও দ্বাদশে যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যের, নিত্যানন্দের ও অদ্বৈতের শাখা বা পরিকরবর্গের নাম ও অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যের জীবনের লীলাসূত্র বর্ণনার পর কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভুর জন্মগ্রহণের বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি যদিও বলিয়াছেন যে মুরারি গুপ্তের ও বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা-অনুসারে আদিলীলা লিখিত হইল, তথাপি ঐ দুই লেখক এ কথা বলেন নাই যে শ্রীচৈতন্য দশ মাসের অধিক কাল গর্ভে ছিলেন। কবিকর্ণপুর মহাকাব্যে (২।২৪) লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য তের মাস গর্ভে ছিলেন। তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন যে ১৪০৬ শকের মাঘ মাসে গর্ভে আসিয়া ১৪০৭ শকের ফাল্গুনে শ্রীচৈতন্য ভূমিষ্ঠ হইলেন (১।১৩।৭৭-৭৮)। লোচন লিখিয়াছেন—

Murari Gupta & Vrindavandas did not mention that Nimai was in womb for more than 10 months. Only Kabikarnapur had mentioned it as 13 months which was followed by Krishnadas.

দশ মাস পূর্ণ গর্ভ ভেল দিশে দিশে।

আপনা পাসরে শচী মনের হরিষে ॥—আদি, পৃ. ২

তের মাস গর্ভবাসরূপ অলৌকিক কোন ঘটনা ঘটিলে তাহা একমাত্র মুরারির পক্ষেই জানার সম্ভাবনা। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে নীরব।

কবিরাজ গোস্বামী জগন্নাথ মিশ্রকে বেশ সজ্ঞতিসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের জন্মের পর জগন্নাথ

১ ডঃ শ্রীলকুমার দের মতে অগ্নয় দীক্ষিতের কাল ১৫৪৯-১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁহার এই মত কেহ কেহ খণ্ডন করিয়াছেন। মোটের উপর অগ্নয় দীক্ষিত ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন।

যৌতুক পাইল যত ঘরে বা আছিল কত
সব ধন বিপ্রে দিল দান ।

যত নর্ত্তক গায়ন ভাট অকিঞ্চন জন

ধন দিয়া কৈল সভার মান ॥—১।১৫১০৮

As per Murari Gupta and Vrindavandas father of Nimai was not a wealthy householder, but Krishnadas mentioned him as wealthy.

মুরারি গুপ্ত বলেন দ্বিজাতিকে জগন্নাথ মিশ্র তাম্বুল, চন্দন ও মালা দিয়া-
ছিলেন—ধন দেওয়ার কথা তিনি লেখেন নাই। বৃন্দাবনদাস বলেন যে
জ্যোতিষী বিপ্র নবজাত নিমাইয়ের ভবিষ্যৎ বলিলেন, জগন্নাথ মিশ্র

আনন্দে বিহ্বল বিপ্রে দিতে চাহে দান ॥

কিছু নাহি স্মরিত্র তথাপি আনন্দে ।

বিপ্রে'র চরণ ধরি মিশ্রচন্দ্র কান্দে ॥—চৈ. ভা., ২।১।২৬

আবার অস্ত্র

দেখি শচী জগন্নাথ বড়ই বিস্মিত ।

নিধন তপাপি দৌহে আনন্দিত ॥—১।৩।৩১

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে একদিন শচী নিমাইকে থৈ-সন্দেশ
খাইতে দিয়া গৃহকর্ম করিতে গেলে, নিমাই মাটি খাইতে লাগিলেন।
তাহা দেখিয়া শচী আসিয়া মাটি কাড়িয়া লইলেন। তাহাতে নিমাই
বলিতেছেন—

থৈ সন্দেশ অন্ন যত মাটির বিকার ।

এহো মাটি, সেহো মাটি, কি ভেদ বিচার ॥

মাটি দেহ, মাটি ভক্ষ্য, দেখহ বিচারি ।

অবিচারি দেহ দোষ, কি বলিতে পারি ।

অস্তরে বিস্মিতা শচী বলিল তাঁহারে ।

মাটি খাইতে জ্ঞান যোগ কে শিখাইল তোরে ॥

মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয় ।

মাটি খাইলে রোগ হয় দেহ যায় ক্ষয় ॥

মাটির বিকার ঘটে পানি ভরি আনি ।

মাটি পিণ্ডে ধরি যবে শোষি যায় পানি ॥

আত্ম লুকাইতে প্রভু কহিল তাঁহারে ।

আগে কেনে ইহা মাতা না শিখাইলে মোরে ।

এবে তো জানিহু আর মাটি না খাইব ।

কৃষ্ণা লাগিলে তোমার স্তনদুগ্ধ পিব ॥—১।১৪।২৫-৩১

Kabikarnapur & Vrindāvandās had narrated the principle of purity & impurity through the mouth of 6/7 years old child Nimai. But Krishnadas has narrated the principle of satkaryavad and asatkaryavad through the mouth of infant Nimai.

কবিকর্ণপুর ও বৃন্দাবনদাস ৬/৭ বৎসরের শিশু নিমাইয়ের মুখ দিয়া শুচি-

and asatkaryavad through the mouth of infant Nimai.

অশুচির তত্ত্ব বলাইয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ একেবারে দুধের ছেলের মুখ দিয়া সংকার্যবাদ ও অসংকার্যবাদ উপদেশ করাইয়াছেন।

গঙ্গার ঘাটে নিমাই লক্ষ্মীর সহিত “বাল্যভাব ছলে” হাস্য-পরিহাস করিতেছেন, এমন সময়েও কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার দ্বারা ভাগবতের (১০।২২।২৫) শ্লোক বলাইয়াছেন। “শ্লোক পড়ি তাঁর ভাব অঙ্গীকার কৈল” (১।১৪।৬৫)। তখনও নিমাইয়ের হাতেখড়ি হয় নাই।

Biswambhar's educational pursuit as per Srichaitanyacharitamrita

বিশ্বস্তরের বিদ্যাশিক্ষা

কবিরাজ গোস্বামী পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বিশ্বস্তরের অধ্যয়ন, বিশ্বরূপের সন্ন্যাস ও বিশ্বস্তরের বিবাহ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে অল্প কালেই শ্রীচৈতন্য ব্যাকরণ-শাস্ত্রে প্রবীণ হইলেন। তাঁহার মতে দ্বিবিজয়ী পণ্ডিত নিমাইকে বলিয়াছিলেন

ব্যাকরণ পড়াহ নিমাই পণ্ডিত তোমার নাম ।

বাল্য শাস্ত্রে লোক তোমার কহে গুণগ্রাম ॥—১।১৬।২৯

ইহা হইতে মনে হয় শ্রীচৈতন্য কাব্য, অলঙ্কার ও ব্যাকরণ ছাড়া আর বিশেষ কিছু পড়েন নাই। সেইজন্তই ডঃ দে লিখিয়াছেন,

“His studies, however, appear to have been chiefly confined to Sanskrit Grammar, especially Kalapa Grammar, and possibly to some literature and rhetoric to which allusion is made (Padyāvali, Introduction, p. xviii).

এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় “ভারতবর্ষে” একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অধ্যাপক মিত্রও মুরারির গ্রন্থ ব্যবহার করেন নাই। মুরারি বলেন যে বিশ্বস্তর কাব্য

ও “লৌকিক সং ক্রিয়া বিধি” পড়াইতেন (১১৫।১-২)। লোচনও তাহাই বলেন (আদি ৫৫ পৃ.)। বিশ্বস্তরের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-সম্বন্ধে মুরারির উক্তি সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য, কেন-না তিনি শ্রীচৈতন্যকে ছাত্র-হিসাবে জানিতেন।

শ্রীচৈতন্য গার্হস্থ্য জীবনে স্মৃতিশাস্ত্র পড়াইতেন ইহা বৈষ্ণবগণ স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তাই তাঁহার ব্যাকরণ অধ্যয়ন-অধ্যাপনার উপরই তাঁহারা জোর দিয়াছেন। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় শ্রীচৈতন্য গ্রামশাস্ত্র পড়েন নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে

কেহো বোলে “এ ব্রাহ্মণ যদি গ্রাম পড়ে।

ভট্টাচার্য্য হয় তবে, কখন না নড়ে ॥”—চৈ. ভা., ১১৯।১০১ পৃ.

জয়ানন্দের মতে—

স্মৃতি তর্ক সাহিত্য পড়িল একে একে—পৃ. ১৮

কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কর্তৃক যোড়শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত দ্বিধিজয়ি-পরাজয়ের বিচার শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিচার-প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। কবিরাজ গোস্বামী গোবিন্দ-লীলামতে অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে অপূর্ণ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন তাহারই কিঞ্চিৎ নিদর্শন এই পরিচ্ছেদে দিয়াছেন। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

তবে শুক্লাস্বরের কৈল তগুল ভঞ্জন।

“হরেনাম” শ্লোকের কৈল অর্থ বিবরণ ॥—১।১৭।১৮

তিনি বলেন এই সময়ে বিশ্বস্তর “তৃণাদপি সুনীচেন” শ্লোকের ভাবানুবাদও করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস “শুক্লাস্বরের তগুল ভঞ্জন” লীলা লিখিয়াছেন, কিন্তু “হরেনাম” শ্লোকের বা “তৃণাদপি” শ্লোকের উল্লেখ করেন নাই। মুরারি গুপ্ত বলেন শ্রীবাস-গৃহে বিশ্বস্তর হরেনাম শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন। চরিতামৃতের প্রদত্ত ব্যাখ্যা (১।১৭।১৯-২২) মুরারির ব্যাখ্যার প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ। কিন্তু মুরারি এই প্রসঙ্গে “তৃণাদপি সুনীচেন” শ্লোকের অবতারণা করেন নাই। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর প্রভু উহা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

কবিরাজ গোস্বামী আদিলীলাতেও চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি নাটকের ২।২২ (বহরমপুর সংস্করণ) লইয়া লিখিয়াছেন—

শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন ।
 প্রভু তারে নিজ রূপ করাইল দর্শন ॥
 দেখিহু দেখিহু বলি হৈল পাগল ।

প্রেমে নৃত্য করে হৈল বৈষ্ণব আগল ॥—১।১৭।২২৪-২৫
 A muslim tailor was converted by Biswambhar at Srivas's house by revealing his true form as per Krishnadas. This event was not mentioned by Murari, Vrindavandas and other writers. এই ঘটনা অত্র কোন চরিতগ্রন্থে নাই ।

এই ঘটনা-বর্ণনার পর কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

আবেশে শ্রীবাসে প্রভু বংশিকা মাগিল ।
 শ্রীবাস কহে—গোপীগণ বংশী হরি নিল ॥
 শুনি প্রভু বোল বোল কহেন আবেশে ।
 শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দালনলীলা রসে ॥

তারপর ১।১৭।২২৮ হইতে ২৩২ পর্য্যন্ত কৃষ্ণলীলা-বর্ণন । মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন যে বিশ্বস্তুর বেণু কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীবাস বলিলেন, “ভীষ্মকাত্মজয়া পরিরক্ষিতোহস্তি সঃ” (২।১৫।৩-৪) । লোচন তাহার অনুবাদ করিয়াছেন, “রাগিল ভীষ্মক-কন্যা মুরলী তোমার” (মধ্য, পৃ. ৪১) । বৃন্দাবনদাস এ ঘটনা লেখেন নাই । কবিরাজ গোস্বামী এ স্থানে মুরারি গুপ্তের মত ছাড়িয়া দিয়া কবিকর্ণপুরের মহাকাব্যের মত অনুসরণ করিয়াছেন । তিনি বৃন্দাবন-লীলার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা কবিকর্ণপুর মহাকাব্যে বিশদ করিয়া ৮।৫৬ হইতে ১০।৮০ শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন । কবিকর্ণপুরের নিম্নলিখিত শ্লোকের

ততশ্চাতিশয়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা মহাপ্রভুঃ
 ক্রহি ক্রহীতি সততমুচ্চৈস্তং নিজগাদ সঃ ।—মহাকাব্য, ৮।৫৯

অনুবাদ করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন

“শুনি প্রভু বোল বোল কহেন আবেশে ।”

Historical evaluation of Madhya lila i.e. pilgrimage after taking sannayasa by Nimai as written in Srichaitanyacharitamrita

মধ্যলীলার বিচার

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-জীবনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লইয়া মধ্যলীলা লিখিয়াছেন ; যথা—

তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন ।
 নীলাচল গোড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন ॥

তাহা যেই লীলা তার মধ্যলীলা নাম ।

তার পাছে লীলা—অন্ত্যলীলা অভিধান ॥—২।১।১৪-১৫

বৃন্দাবনদাসের মধ্যখণ্ড গয়া-প্রত্যাগত বিশ্বস্তরের জীবনের তের মাসের ঘটনা লইয়া লিখিত । তাহার গ্রন্থে সন্ন্যাস হইতে শেষ খণ্ডের আরম্ভ । ঘটনার স্থান ও কাল-হিসাবে বিভাগ করিতে গেলে কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিভাগ বৃন্দাবনদাসের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর । নবদ্বীপের ঘটনাকেই আদি ও মধ্য নামে বিভক্ত না করিয়া, নবদ্বীপের লীলাকে আদি, নানা স্থানে ভ্রমণকে মধ্য এবং নীলাচলে শেষ জীবন-যাপনকে অন্ত্যলীলা বলার মধ্যে গ্রন্থসঙ্গতভাবে বিষয়-বস্তুর বিভাগ দেখা যায় ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় ২৫টি পরিচ্ছেদ আছে । তন্মধ্যে প্রথম দুই পরিচ্ছেদে লীলাসূত্র-বর্ণন । তৃতীয় হইতে ষোড়শ পরিচ্ছেদের ঘটনা প্রধানতঃ কবিকর্ণপুরের নাটক ও মহাকাব্যকে অবলম্বন করিয়া লেখা ।

সপ্তদশ হইতে পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে ঘটনাংশ খুব কম । ঐ পরিচ্ছেদ কয়টিতে Events related to Rup and Sanatan goswami narrated by Krishnadas from 17th to 25th chapter of madhyalila of srichaitanyacharitmrita.

রূপ ও সনাতনের জীবন-সঙ্গন্ধে যে তথ্য দেওয়া হইয়াছে তাহার ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী, কেন-না কবিরাজ গোস্বামী তাঁহাদের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন ।

অন্য কোন গ্রন্থ হইতে আমরা রূপ-সনাতন-সঙ্গন্ধে এত তথ্য জানিতে পারি না ।

মধ্যলীলার ঘটনাংশ কৃষ্ণদাস কবিরাজ কোথা হইতে পাইলেন তাহা বলেন নাই । তিনি মাত্র বলিয়াছেন—

চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিলা বর্ণন ।

সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন ॥

তাঁর সূত্র আছে তেঁহো না কৈল বর্ণন ।

যথা কথঞ্চিত করিল লীলা কথন ॥

অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার ।

তাঁর পায়ে অপরাধ নহক আমার ॥—২।১।৬-৮

ইহা পড়িয়া মনে হয় যে যাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতে নাই, তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজ রঘুনাথদাস প্রভৃতির নিকট শুনিয়া লিখিয়াছেন । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কবিকর্ণপুরের গ্রন্থাদি অবলম্বন করিয়া বৃন্দাবনদাস যে লীলা লেখেন নাই তাহা লিখিয়াছেন, বা বৃন্দাবনদাস যাহা লিখিয়াছেন তাহার খণ্ডন করিয়াছেন । উদাহরণ-দ্বারা এই সূত্রকে স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করা যাউক ।

বিশ্বম্বরের সন্ন্যাস-গ্রহণ ও পুরীযাত্রা

১। সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে রাঢ় ভ্রমণ করিয়া আসিয়া শ্রীচৈতন্য যখন গঙ্গা দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি ভাবাবেশে তাহাকে যমুনা বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু বৃন্দাবনদাসের মতে এরূপ ভ্রম তাঁহার হয় নাই। তিনি এক রাখালের মুখে হরিনাম শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন গঙ্গা কত দূরে? গঙ্গা এক প্রহরের পথে আছে শুনিয়া বলিলেন, “এ মহিমা কেবল গঙ্গার।” তারপর সন্ধ্যাবেলা নিত্যানন্দের সঙ্গে গঙ্গাতীরে আসিয়া গঙ্গায় স্নান করিলেন ও “গঙ্গা গঙ্গা বলি করিলা ক্রন্দন” (চৈ. ভা, ৩।১।৩৭৩)।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন যে নিত্যানন্দ গোপবালকদিগকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন যে প্রভু যদি তোমাদিগকে বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করেন ত তোমরা গঙ্গাতীরের পথ দেখাইয়া দিও (২।৩।১৪-১৫)। তারপর প্রভুকে গঙ্গাতীরে আনিয়া নিত্যানন্দ বলিলেন, “কর এই যমুনা দর্শন।”

এত বলি তাঁরে নিল গঙ্গা-সন্নিধানে।

আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গায় যমুনা জানে ॥

তিনি যমুনার স্তব করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনাটি কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক হইতে লওয়া (নাটক, ৫।৯ হইতে ৫।১৪, বহরমপুর সংস্করণ)। একটি স্থানে আক্ষরিক অনুবাদ আছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—

প্রভু কহে শ্রীপাদ তোমার কোথাকো গমন।

শ্রীপাদ কহে তোমার সঙ্গে যাব বৃন্দাবন ॥

নাটক—

ভগবান্—শ্রীপাদ, কথয় কুতো ভবন্তঃ ?

নিত্যানন্দঃ—দেবশ্চ বৃন্দাবন-জিগমিষামাশ্রিত্য ময়াপি তদ্দৃশ্যম্

চলতা ভবৎসঙ্গো গৃহীতঃ ।

Nityananda prabhu was with Sri Chaitanya when he came at the banks of Ganga and took bath and cried by repeating Ganga, Ganga. This event authentic then that of Krishnadas's description of Sri Chaitanya

নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে ছিলেন; তিনি এ বিষয়ে বৃন্দাবনদাসকে যাহা

mistook Ganga as Yamuna.

বলিয়াছেন ও বৃন্দাবনদাস যাহা লিখিয়াছেন তাহা কবিকর্ণপুর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি অপেক্ষা বিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়।

As per Vrindavandas no supernatural event had happened at Remuna's Khirachora Gopinath temple which is authentic. The description by Vrindavandas is not.

২। রেমুণার গোপীনাথ-মন্দিরে শ্রীচৈতন্যের কোন অলৌকিক বিভূতির কথা বৃন্দাবনদাস লেখেন নাই। কবিকর্ণপুর বলেন—

দণ্ডবজ্রবি নিপত্য ববন্দে তাং স সাপি তমপূজয়চ্ছৈঃ ।

অশ্রু-মুগ্ধি পততালমকস্মাচ্ছেথরেণ শিরসঃ স্থলিতেন ॥

—নাটক, ৬৯, নি. স.

[অমরূপ শ্লোক—মহাকাব্য, ১১।৭৮]

চরিতামৃতে—

রেমুণাতে গোপীনাথ পরম মোহন ।

ভক্তি করি কৈল প্রভু তাঁর দরশন ॥

তাঁর পাদপদ্ম-নিকট প্রণাম করিতে ।

তাঁর পুষ্পচূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে ॥—২।৪।১২-১৩

ইহার পর কবিরাজ গোস্বামী ক্ষীরচোরা গোপীনাথের কাহিনী বলিতে যাইয়া গোবর্দ্ধনে গোপালের প্রকাশ-কথা বলিয়াছেন ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ক্ষীরচোরা গোপীনাথের বিবরণটি (২।৪।১২২-১৩৫) প্রবাদ-অবলম্বনে লিখিয়া থাকিবেন । তিনি লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য মাধবেন্দ্রপুরী-রচিত ‘অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ’ শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন । ঐ শ্লোকটি শ্রীরূপ গোস্বামী পড়াবলীতে সঙ্কলন করিয়াছেন ।

Vrindavandas had not written any story on Sakhi-gopal.

৩। বৃন্দাবনদাস সাক্ষীগোপালের কাহিনী লেখেন নাই । কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৬।১২) সংক্ষেপে সাক্ষীগোপালের কথা বলিয়াছেন ।

কবিকর্ণপুরের বিবরণ ও স্থানীয় প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী পঞ্চম পরিচ্ছেদের ৯ হইতে ১৩২ পয়ার লিখিয়াছেন । পুরুষোত্তম দেব কাকিকাবেরী-বিজয়-কালে সাক্ষীগোপালকে লইয়া আসিয়া সত্যবাদীতে স্থাপন করেন ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা ।

—J. B. O. R. S., Vol. V, Pt. I, P. 148.

তারপর কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি ।

ভক্তগণ দেখে যেন দৌহে এক মূর্তি ॥

দৌহে এক বর্ণ দৌহে প্রকাণ্ড শরীর ।

দৌহে রক্তাশ্রয় দৌহার স্বভাব গভীর ॥

মহা তেজোময় দৌহে কমলনয়ন ।

দৌহার ভাবাবেশ মন চন্দ্রকলন ॥—২।৫।১৩৪-১৩৬

ইহার মূল কবিকর্ণপুরের মহাকাব্যের শ্লোকার্দ্ধ :

উভৌ গৌরশ্যামদ্যতিকৃত-বিভেদৌ ন তু মহা-

প্রভাবাঐত্বেভিন্নৌ সপদি দদৃশাতে জনচর্যৈঃ ॥—১১।৭২

কবিরাজ গোস্বামী বলেন, “দৌহে একবর্ণ,” কবিকর্ণপুর বলেন, সাক্ষী গোপীনাথের বর্ণ শ্যাম ।

As per Vrindavandas Nityananda prabhu broken the stick of Sri Chaitanya before arriving at Jaleswar which is authentic

৪। বৃন্দাবনদাস বলেন যে জলেশ্বরে পৌঁছবার আগেই নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলেন । দণ্ডভঙ্গের পর প্রভু আর সঙ্গীদের সঙ্গে থাকিতে চাহিলেন না ।

মুহূর্ত্তেকে গেলা প্রভু জলেশ্বর গ্রামে ।

বরাবর গেলা জলেশ্বর দেব স্থানে ॥—চৈ. ভা., ৩।২।৩৮২

কৃষ্ণদাস বলেন যে ভুবনেশ্বরে আসিয়া নিত্যানন্দ “তিন খণ্ড করি দণ্ড দিল ভাসাইয়া” (২।৫।১৪০-১৪২) । এখানেও নিত্যানন্দ-শিষ্যের বিবরণ না মানিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের অনুকরণ করিয়াছেন (৬৫, নি. স) ।

বৃন্দাবনদাসের মতে—

আরে রে দণ্ড ! আমি যারে বহিয়ে হৃদয়ে ।

সে তোমারে বহিবেক এত যুক্তি নহে ॥

বলিয়া নিত্যানন্দ দণ্ড ভাঙ্গিয়া তিন খান করিলেন । পরে শ্রীচৈতন্য যখন নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন

কি লাগি ভাঙ্গিলা দণ্ড কহ দেখি শুনি ?

তখন নিত্যানন্দ নির্ভয়ে কোন চাতুরী বা রসিকতা না করিয়া বলিলেন—

ভাঙ্গিয়াছি বাঁশ খান ।

না পার ক্ষমিতে, কর যে শাস্তি প্রমাণ ॥—৩।২।৩৮২

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন, নিত্যানন্দকে দণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা করিলে নিত্যানন্দ উত্তর দিলেন—

প্রেমাবেশে পড়িলে তুমি তোমারে ধরিলু ।
 তোমা সহ সেই দণ্ড উপরে পড়িলু ॥
 দুই জনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল ।
 সেই খণ্ড কাঁহা পড়িল কিছু না জানিল ॥
 মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড ।
 যেই যুক্তি হয় মোর কর তার দণ্ড ॥

দণ্ড-ভঙ্গের পর নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যকে কি বলিয়াছিলেন তাহা চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে নাই, কিন্তু মুরারির কড়চায় ও মহাকাব্যে আছে। নিত্যানন্দ বলিলেন, “মাটিতে হঠাৎ পা পিছলাইয়া যাওয়ায় দণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আমি তাহার কি করিব” (মুরারি, ৩।১।১৫ ; মহাকাব্য, ১১।৮১) । by Vrindavandas is more reliable.

এই ঘটনা-বর্ণনায় মুরারি, কবিকর্ণপুর বা কৃষ্ণদাস কবিরাজের হাতে নিত্যানন্দ-চরিত্র ভাল ফোটে নাই। মুরারি শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে ছিলেন না, কিন্তু বৃন্দাবনদাসের বর্ণিত নিত্যানন্দের নির্ভীক উক্তি সত্য বলিয়া মনে হয়। কবিকর্ণপুর বা কৃষ্ণদাস কবিরাজের পক্ষে নিত্যানন্দের কার্যকলাপ বৃন্দাবনদাস অপেক্ষা বেশী জানা সম্ভব নয়। গঙ্গাকে যমুনা বলায় এবং দণ্ড-ভঙ্গের ব্যাপারে দেখা গেল কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিত্যানন্দ প্রভুকে কুতূহি-রূপে চিত্রিত করিতে চাহেন।

৫। উল্লিখিত চারিটি ঘটনার মধ্যে তিনটির বর্ণনায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনদাসের প্রদত্ত বিবরণ অগ্রাহ্য করিয়া কবিকর্ণপুরের বর্ণনার অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের প্রথম জগন্নাথ-দর্শন লিখিতে যাইয়া তিনি মুরারি ও কবিকর্ণপুরের প্রদত্ত বিবরণ না মানিয়া বৃন্দাবনদাসকে অনুসরণ করিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস বলেন প্রভু নীলাচলে পৌছিয়াই জগন্নাথ-দর্শনে চলিলেন। জগন্নাথের শ্রীমুখ-দর্শনে আনন্দে বিহ্বল হইয়া তিনি শ্রীবিগ্রহকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিলেন। যাইতে যাইতে প্রভু ভাবাবেশে মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। জগন্নাথের সেবকগণ তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইল। সার্বভৌম সেই সময়ে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া লোক দিয়া প্রভুকে কাঁধে করাইয়া ঘরে আনিলেন। সেই সময়ে নিত্যানন্দাদি সঙ্গিগণ সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আর জগন্নাথ-

দর্শন না করিয়া সার্কভৌম-গৃহে চলিলেন। পরে সার্কভৌমের লোকের সহিত তাঁহারা শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে গেলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঠিক এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন ; কেবল মাত্র পার্থক্য এই যে তাঁহার মনে শ্রীচৈতন্যকে সার্কভৌমগৃহে বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার পর নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে আসিয়া শুনিলেন যে একজন সন্ন্যাসীকে ধরাধরি করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাঁহারা ইহা শুনিয়া গোপীনাথ আচার্য্যের সহিত সার্কভৌমের গৃহে উপস্থিত হইলেন (২।৬।২-৩২)।

মুরারির কড়চায় দুই বার দুই রকম কথা দেওয়া হইয়াছে। এক বার বলা হইয়াছে যে তিনি ভুবনেশ্বর হইতে সোজা যাইয়া পুরুষোত্তম দর্শন করিলেন (৩।১০।১৭)। আবার পর অধ্যায়ে মুরারি বলেন যে আগে সার্কভৌমের গৃহে যাইয়া তাঁহার “অমৃতের” সহিত জগন্নাথ-দর্শনে গমন করেন (৩।১।৪-১৬)। কবিকর্ণপুরের মহাকাব্যেও ঠিক এইরূপ গোলমাল রহিয়াছে। ১।১।৮৫-৮৬ শ্লোকে শ্রীচৈতন্যের বরাবর জগন্নাথ-মন্দিরে গমন ও দর্শন বর্ণনার পর, আবার পরের অধ্যায়ে কবিকর্ণপুর বলিতেছেন যে শ্রীক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তিনি সার্কভৌম-গৃহে গেলেন (১২।১) এবং সার্কভৌম স্বপুত্রকে পাঠাইয়া শ্রীচৈতন্যকে জগন্নাথ-দর্শন করাইয়া আনিলেন (১২।৫-৬)। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে কিন্তু স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে শ্রীচৈতন্য প্রথমে জগন্নাথ-দর্শন না করিয়া সার্কভৌমের গৃহেই গিয়াছিলেন। যিনি জগন্নাথকে দর্শন করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া আবেগে শাস্তিপুর হইতে ছুটিয়া আসিতেছেন, তিনি যে আগে শ্রীমুক্তি দর্শন না করিয়া সার্কভৌমের বাড়িতে যাইবেন ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু কবিকর্ণপুর বিশ্বাস করার পক্ষে একটি যুক্তি দিয়াছেন। নাটকে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গীরা বলিতেছেন, “ভগবতো নীলাচলচন্দ্রস্ত বিলোকনং পরিচারকাণামেব স্থলভং নাগ্বেষাম্ ; বিশেষতঃ পরদেশীকানামস্মাকং দুর্লভমেব, বিনা রাজপুরুষসাহায্যেন স্থলভং ন ভবতি (৬।২৯, ব. স.)।” তখন মুকুন্দ বলিলেন এক উপায় আছে : এখানে সার্কভৌমের ভগিনীপতি প্রভুর নবদ্বীপলীলার সঙ্গী গোপীনাথচার্য্য আছেন। তাঁহার দ্বারা সার্কভৌমের সাহায্য লইয়া জগন্নাথ-দর্শন করা যাইতে পারে। গোপীনাথ ঠিক সেই সময়েই দর্শন করিতে যাইতেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গিগণ তাঁহাকে বলিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সার্কভৌমের গৃহে গেলেন। সার্কভৌম শ্রীচৈতন্যের পরিচয় জানিতে পারিয়া স্বপুত্র চন্দনেশ্বরকে সঙ্গে দিয়া

During 1510 CE there a war was going on between Husen Sah and Prataprudra.

তাহাকে মন্দিরে পাঠাইলেন। ১৪৩১ শক—১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে হুসেন সাহের সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ চলিতেছিল। সে সময়ে অপরিচিত বিদেশী লোককে মন্দিরে যাইতে দেওয়া নিরাপদ নহে বলিয়াই হয়ত শ্রীক্ষেত্রে পৌছিয়াই সর্ব প্রথমে শ্রীচৈতন্যকে সার্কভৌম-গৃহে যাইতে হইয়াছিল।

সনাতন গোস্বামী বৃহত্তাগবতামৃতে লিখিয়াছেন—

বশচক্রবর্তী তত্রতাঃ স প্রভোমুখ্যসেবকঃ ।

শ্রীমুখং বীক্ষিতুং ক্ষেত্রে যদা যাতি মহোৎসবে ॥

সজ্জনোপদ্রবোচ্চানভঙ্গাদৌ বারিতেহপ্যথ ।

মাদৃশোহকিঞ্চনাঃ শ্বেবং প্রভুং দ্রষ্টুং ন শক্যুয়ঃ ॥

(বৃহত্তাগবতামৃত, ২য় খণ্ড, ১ম অধ্যায়, ১৮২-১৮৩ শ্লোক; নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী—দেবনাগর স.।) এই উক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে প্রতাপ-রুদ্রের রাজত্বকালে কোন কোন সময়ে কোন কোন বিশেষ কারণবশতঃ জগন্নাথ-মন্দিরে যাওয়া সর্বসাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইত। ১৪৩০ শকে ফাল্গুন মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলায় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছিল। তবে সমসাময়িক চরিতকার মুরারি ও কবিকর্ণপুর যে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া দুই জায়গায় দুই রকম কথা বলিয়াছেন, সে বিষয়ে জোর করিয়া কোন কথা বলা সমীচীন নহে।

Historical evaluation of the event of grace to Sarvabhauma by Sri Chaitanya

সার্কভৌম-উদ্ধার-কাহিনীর বিচার

(১) সার্কভৌম-উদ্ধার-বর্ণনায় কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা একেবারেই গ্রাহ্য করেন নাই। বৃন্দাবনদাসের মতে সার্কভৌম-উদ্ধার এক দিনেই হইয়াছিল। চরিতামৃত-অনুসারে উহা অন্ততঃ ১২ দিনের ঘটনা। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় শ্রীচৈতন্যের রূপা পাইবার পূর্বেই সার্কভৌম ভক্ত এবং ঈশ্বরে দাস্ত-বুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণের অনৌচিত্য দেখাইবার জন্য বলিলেন—

তাহারে সে বলি ধর্ম কর্ম সদাচার ।

ঈশ্বরে যে প্রীতি জন্মে সম্মত সত্যার ॥

তাহারে সে বলি বিদ্যা মন্ত্র অধ্যয়ন ।

কৃষ্ণ-পাদপদ্মেতে করায় স্থির মন ॥

সভার জীবন কৃষ্ণ জনক সভার ।

হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব ব্যর্থ তার ॥

• যদি বোল শঙ্করের মত সেহ নহে ।

তাঁর অভিপ্রায় দাস্ত তাঁরি মুখে কহে ॥—৩।৩।৪০২

এই-সব শুনিয়া শ্রীচৈতন্য সার্কভৌমের নিকট উপদেশ লইবার ছলে “আত্মা-রামাশ্চ মুনয়ো” (ভা., ১।৭।১০) শ্লোকের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন । সার্কভৌম উহার তের প্রকার অর্থ করিলেন । শ্রীচৈতন্য তখন

শ্লোক ব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হকার ।

আত্ম-ভাবে লইয়া ষড়্ভুজ অবতার ॥

সার্কভৌম ষড়্ভুজ মূর্তি দেখিয়া মূর্ছা গেলেন । শ্রীচৈতন্য “পাদপদ্ম দিলা তাঁর হৃদয় উপর ।” তখন সার্কভৌম শ্রীচৈতন্যের স্তব করিতে লাগিলেন । শ্রীচৈতন্য সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—

শত শ্লোক করি তুমি যে কৈলে স্তবন ।

যে জন করয়ে ইহা শ্রবণ পঠন ॥

আমাতে তাহার ভক্তি হইবে নিশ্চয় ।

“সার্কভৌম শতক” বলি লোকে যেন কয় ॥—৩।৩।৪০৭

Nityananda prabhu was not present at the time of the event of grace to Sarvabhauma by Sri Chaitanya. So the narration by Vrindavandas is not acceptable.

বৃন্দাবনদাসের প্রদত্ত এই বিবরণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গ্রহণ না করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন । নৈয়ায়িক সার্কভৌম যদি পূর্ব হইতেই ভক্তিপথের পথিক হইবেন, তবে আর তাঁহাকে ভক্ত করায় শ্রীচৈতন্যের মহিমা কোথায় ? একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মত পরিবর্তন করার পক্ষে এক দিনের ঘটনা যথেষ্ট নহে । সার্কভৌম-উদ্ধারের সময় নিত্যানন্দ প্রভু কাছে বসিয়া ছিলেন না ; সুতরাং এ বিষয়ে বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা সত্য বলিয়া স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই ।

কবিরাজ গোস্বামী ছয়টি ঘটনা বর্ণনা করিয়া সার্কভৌম-উদ্ধার-কাহিনী লিখিয়াছেন :

১। সার্কভৌম-কর্তৃক শ্রীচৈতন্যের পরিচয়-গ্রহণ এবং শ্রীচৈতন্যের বেদান্তে পাঠ-লওয়া-সম্বন্ধে অমুরোধ (২।৬।৪৭-৬২) ।

২। শ্রীচৈতন্য ঈশ্বর কি না তাহা লইয়া গোপীনাথ অচোর্ব্যের সহিত সার্কভৌম ও তাঁহার শিষ্যদের বিচার (২।৬।৬৬-১০৫)।

৩। সার্কভৌমের নিকট সাত দিন পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যের বেদান্ত শ্রবণ ও অবশেষে বেদান্ত-বিচার এবং “আত্মারামাশ্চ মুনয়ো” শ্লোকেয় ব্যাখ্যা (২।৬।১১০-১২৫)। তারপর শ্রীচৈতন্য সার্কভৌমকে চতুর্ভূজ মূর্তি দেখান ও সার্কভৌম শত শ্লোকে তাঁহার স্তব করেন।

৪। অন্য দিন সার্কভৌম মুখ না ধুইয়াই শ্রীচৈতন্য-প্রদত্ত প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন (২।৬।১২৬-২১৫)।

৫। অন্য দিন সার্কভৌম দুইটি শ্লোকে শ্রীচৈতন্যের স্তব লিখিয়া পাঠাইলেন (২।৭।২১৬-২৩০)।

৬। আর একদিন সার্কভৌম ভাগবতের একটি শ্লোকের “মুক্তি পদে”র স্থানে “ভক্তি পদে” পরিবর্তন করিয়া উহা পাঠ করিলেন (২।৬।২৩৩-২৫২)।

এই ছয়টি ঘটনা কৃষ্ণদাস কবিরাজ কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের ষষ্ঠাঙ্ক ও মহাকাব্যের দ্বাদশ সর্গ হইতে লইয়াছেন। কর্ণপুরের মহাকাব্যে আছে (১২।২১)—“প্রভোঃ সমীপে ধরণী সুরাগ্র্যো বভূব সংপাধ্যিতুং প্রবৃত্তঃ” অর্থাৎ সার্কভৌম শ্রীচৈতন্যের নিকট নিজ শিষ্যদিগকে বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন (শ্রীচৈতন্যকে নহে)। কর্ণপুর চৈতন্যের মুখে বলাইয়াছেন (১২।২৩)

“কিমুচ্যতে কঃ খলু পূর্বপক্ষ কিম্বা স্ত রাঙ্কাস্তিতমাতলোষি।

বেদান্তশাস্ত্রস্ত নচায়মর্থ, তচ্ছ্ৰুতাং যত্ত্ব নিরূপয়ামঃ।”

অর্থাৎ, আপনি কি বলিতেছেন? পূর্বপক্ষই বা কি? আর ইহার সিদ্ধান্তই বা কি করিতেছেন? বেদান্তশাস্ত্রের ইহা অর্থ নহে, আমি যাহা নিরূপণ বা ব্যাখ্যা করিতেছি, তাহাই শ্রবণ করুন।

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বেদান্ত ও ভাগবত-বিচারের কথাই নাই এবং সার্কভৌমের মুক্তি শব্দে বিভীষিকার কথাও নাই। শেষোক্ত ঘটনাটি সম্পূর্ণভাবে চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য হইতে লওয়া। বিচারের ঘটনাটি কবিরাজ গোস্বামী মহাকাব্য ও নাটকোক্ত সার্কভৌমের কথা যোগ করিয়া দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য চারিটি ঘটনা পূরাপুরি নাটক হইতে অনূদিত। দৃষ্টান্ত দিতেছি। নাটকে আছে—শ্রীচৈতন্য সার্কভৌম-গৃহে আসিলে,

সার্কভৌম-ভট্টাচার্য্য :—নমো নারায়ণায় । (ইতি প্রণমতি)

ভগবান্—কৃষ্ণে রতিঃ, কৃষ্ণে মতিঃ ।

সার্কভৌম-ভট্টাচার্য্য :—(স্বগতম্) অহো, অপূৰ্ণমিদমাশংসনম্ । তর্হ্যয়ং
পূৰ্ণাশ্রমে বৈষ্ণবো বা ভবিষ্যতি ।

চৈ. চ.—“নমো নারায়ণ” বলি নমস্কার কৈল ।

“কৃষ্ণে মতিরস্তু” বলি গোসাঞি কহিল ॥

শুনি সার্কভৌম মনে বিচার করিল ।

বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ইহো বচনে জানিল ॥—২।৬।৪৭-৪৮

নাটক—

সার্কভৌম-ভট্টাচার্য্য :—আচার্য্য, অয়ং পূৰ্ণাশ্রমে গোড়ীয়ে বা ।

গোপীনাথচার্য্য :—ভট্টাচার্য্য, পূৰ্ণাশ্রমে নবদ্বীপবর্তিনো নীলাম্বর-
চক্রবর্তিনো দৌহিত্রো জগন্নাথমিশ্রপুৰন্দরস্ত তনুজঃ ।

সা—(সন্নেহাদরম্) অহো, নীলাম্বরচক্রবর্তিনো হি মন্ত্রাতসতীর্থাঃ । মিশ্র-
পুৰন্দরশ্চ মন্ত্রাতপাদানামতিমাণ্ডঃ ।

চৈ. চ.—গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহে সার্কভৌম ।

গোসাঞির জানিতে চাহি পূৰ্ণাশ্রম ॥

গোপীনাথ আচার্য্য কহে নবদ্বীপে ঘর ।

জগন্নাথ নাম পদবী মিশ্র পুৰন্দর ॥

বিশ্বম্ভর নাম ইহার তাঁর ইহো পুত্র ।

নীলাম্বর চক্রবর্তীর হয়েন দৌহিত্র ॥

সার্কভৌম কহে নীলাম্বর চক্রবর্তী ।

বিশারদের সমাধায়ী এই তাঁর খ্যাতি ॥

মিশ্র পুৰন্দর তাঁর মাণ্ড হেন জানি ।

পিতার সম্বন্ধে দৌহা পূজ্য হেন মানি ॥

নাটক—

সার্কভৌম—তন্ময়ৈবং ভগ্যতে ভদ্রতরসাম্প্রদায়িকভিক্ষাঃ পুনর্যোগপট্টং
গ্রাহয়িত্বা বেদাস্তশ্রবণেনায়ং সংস্করণীয়ঃ ।

চৈ. চ.—নিরন্তর ইহারে আমি বেদাস্ত শুনাইব ।

বৈরাগ্য অর্হিত মার্গে প্রবেশ করাইব ॥

কহেন যদি পুনরপি যোগ পট্ট দিয়া ।
সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায় আনিয়া ।

নাটক—

গোপীনাথঃ—(সাস্থ্যমিব) ভট্টাচার্য্য, ন জায়তেহস্ম মহিমা ভবন্তিঃ ।

ময়া তু যত্তদৃষ্টমস্তি তেনানুমিতময়মীশ্বর এবেতি ।

চৈ. চ.—শুনি গোপীনাথ মুকুন্দ দৌহে দুঃখী হৈলা ।

গোপীনাথ আচার্য্য কিছু কহিতে লাগিলা ॥

ভট্টাচার্য্য তুমি ইহার না জান মহিমা ।

ভগবত্তা লক্ষণের ইহাতেই সীমা ॥

তাহাতে বিখ্যাত ইহো পরম ঈশ্বর ।

অজ্ঞস্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর ॥

নাটক—

শিষ্যঃ—কেন প্রমাণেন ঈশ্বরোহয়মিতি জ্ঞাতম্ ভবতা ?

গোপীনাথঃ—ভগবদনুগ্রহজগজ্জানবিশেষেণ হলৌকিকেন প্রমাণেন ।

ভগবত্ত্বং লৌকিকেন প্রমাণেন প্রমাতুং ন শক্যতে,
অলৌকিকত্বাৎ ।

শিষ্যঃ—নায়ং শাস্ত্রার্থঃ । অনুমানেন ন কথমীশ্বরঃ সাধ্যতে ?

গোপীনাথঃ—ঈশ্বরস্তেন সাধ্যতাং নাম । ন খলু তত্ত্বং সাধয়িতুং শক্যতে ।

তত্ত্ব তদনুগ্রহজগজ্জানেনৈব, তস্ম প্রমাকরণত্বাৎ ।

শিষ্যঃ—ক দৃষ্টং তস্ম প্রমাকরণত্বম্ ?

গোপীনাথঃ—পুরাণবাক্য এব ।

শিষ্যঃ—পঠ্যতাম্ ।

গোপীনাথঃ—তথাপি তে দেব পদানুজয়-

প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্নহিনো

ন চাশ্র একোহপি চিরং বিচিন্তন ইতি শাস্ত্রাদিবদ্ব্যম্ ॥

শিষ্যঃ—তর্হি শাস্ত্রেঃ কিং তদনুগ্রহো ন ভবতি

গোপীনাথঃ—অথ কিম্, কথমগ্রথা বিচিন্তনিত্যুক্তম্ ?

চৈ. চ —

শিষ্যগণ কহে—ঈশ্বর কহ কোন প্রমাণে ।
 আচার্য্য কহে—বিজ্ঞ মত ঈশ্বর লক্ষণে ॥
 শিষ্য কহে—ঈশ্বর-তত্ত্ব সাধি অনুমাণে ।
 আচার্য্য কহে—অনুমাণে নহে ঈশ্বর জ্ঞানে ॥
 ঈশ্বরের রূপালেশ হয় ত যাহারে ।
 সেই ত ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥

তথাহি—‘তথাপি তে দেব পদানুজয়-’ প্রভৃতি ।

(২) বেদান্ত বিচারের কথা মহাকাব্যে আছে, নাটকে নাই । কবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন—

অমৌ বিতণ্ডাচ্ছলনিগ্রহাঠে-

নিরন্তরধীরপাথ পূর্বপক্ষম্ ।

চকার বিপ্রঃ প্রভুণা স চাশু

স্বসিদ্ধসিদ্ধান্তবতা নিরন্তঃ ।—মহাকাব্য, ১২।২৬

As per Kabikarnapur Sri Chaitanya had taken the help of vitanda during Vedanta discourse with Sarvabhauma. Vitanda is used by the opponent here Sri Chaitanya was opponent.

মঃ মঃ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় ইহার অর্থ করিয়াছেন—

Vitanda ---n unnecessary argument , sophistical debate , (phil) sophistry

“অমৌ বিপ্রঃ (সার্কভৌমঃ) বিতণ্ডা-চ্ছল-নিগ্রহাঠে: নিরন্তরধীরপি

(নিরন্তবুদ্ধিরপি) অথ (অনন্তরং) পূর্বপক্ষঃ চকার । সচ (পূর্বপক্ষঃ)

স্বসিদ্ধসিদ্ধান্তবতা প্রভুণা (শ্রীচৈতন্যদেবেন) আশু (শীঘ্রং) নিরন্তঃ । তাহা

হইলে বুঝা যায় যে কবিকর্ণপুরের মতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুই ‘বিতণ্ডা’ ও ‘চ্ছল’

প্রভৃতির দ্বারা সার্কভৌমকে নিরন্তবুদ্ধি করিয়াছিলেন । সার্কভৌম শ্রীচৈতন্যদেব-

কর্তৃক বিতণ্ডাদির দ্বারা নিরন্তবুদ্ধি হইয়াও পরে একটি পূর্বপক্ষ করিয়াছিলেন ।

শ্রীচৈতন্যদেব সেই পূর্বপক্ষেরও শীঘ্রই খণ্ডন করিয়াছিলেন । কবিরাজের

মতে সার্কভৌমই শ্রীচৈতন্যের নিকট বিতণ্ডাদি করিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য

সেই-সমস্ত খণ্ডন করিয়াছিলেন । বিনা মধ্যস্থে বিতণ্ডা হয় না—সার্কভৌমের

ইহা জানা থাকার কথা ; অতএব কবিরাজের ভুল । কিন্তু বিতণ্ডা শব্দের

The inquisitive opponent without establishing own doctrine / tenent expresses disagreement
 অর্থ—“জিগীষু প্রতিবাদী নিজপক্ষের স্থাপনা না করিয়া কেবল বাদীপক্ষেরই
 against the opinion of the other.

খণ্ডন করিলে সেই বিচারের নাম বিতণ্ডা ।” কৃষ্ণদাস কবিরাজের কথা ঠিক

হইতে পারে না, কেননা বিতণ্ডা করিতে হইলে প্রতিবাদী চৈতন্যদেবই তাহা

করিতে পারেন। কিন্তু কবিরাজ চৈতন্য সম্বন্ধে “ছলের” প্রয়োগ কারণ দেখান যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই।” (ভারতবর্ষ, ১৩৪৩, কার্তিক, পৃ. ৬৯১)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—

এইমত কল্পনাভাণ্ডে শতদোষ দিল।

ভট্টাচার্য্য পূর্বপক্ষ অপার করিল ॥—১৬০

বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল।

সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল ॥—১৬১

মহাকাব্য-অনুসারে ভাগবতের শ্লোক লইয়া কোন বিচার হয় নাই। বেদান্ত বিচারের পর সার্কভৌম একাদশ স্বন্ধের দুইটি শ্লোকের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীচৈতন্য

পৃথক্ পৃথক্‌স্থানবধা চকার

ব্যাখ্যাং স পণ্ডিতৈশ্চ শঙ্কং ।

অষ্টাদশার্থানুভয়োনিশম্য

মহাবিমুক্তোহভবদেষ বিপ্রঃ ॥—১২।৮১

শ্রীচৈতন্য এক একটি শ্লোকের নয় প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন এবং সার্কভৌম উভয় শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার অর্থ শুনিয়া বিমুক্ত হইলেন। নাটকে ভাগবতের শ্লোক-ব্যাখ্যার কথাই নাই। বৃন্দাবনদাস “আত্মারামাশ্চ মুনয়ো” শ্লোকের ব্যাখ্যার কথা বলিয়াছেন। ঐ শ্লোক প্রথম স্বন্ধের,—একাদশ স্বন্ধের নহে। কবিরাজ গোস্বামী কবিকর্ণপুরের একাদশ স্বন্ধ ভাগবতের শ্লোক-ব্যাখ্যার কথা না লইয়া বৃন্দাবনদাসোক্ত “আত্মারাম” শ্লোক লইয়াছেন। বৃন্দাবনদাস কিন্তু বলেন যে সার্কভৌম নিজে

ত্রয়োদশ প্রকার শ্লোকার্থ বাখানিয়া ।

কহিলেন আর শক্তি নাহিক বলিয়া ॥

তারপর শ্রীচৈতন্য শ্লোক ব্যাখ্যা করিলেন। কয় প্রকারের ব্যাখ্যা করিলেন তাহা বৃন্দাবনদাস বলেন নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন শ্রীচৈতন্য ভট্টাচার্য্য-কৃত “নব অর্থ মধ্যে এক না ছুঁইল” এবং শ্লোকের অষ্টাদশ অর্থ করিলেন।

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর দিন যতই যাইতে লাগিল ততই শ্রীচৈতন্য-কৃত ভাগবতের শ্লোক-বিশেষের বিভিন্নপ্রকার ব্যাখ্যার সংখ্যা বাড়িতে

লাগিল। কবিকর্ণপুর বলিলেন নয় প্রকার, বৃন্দাবনদাস ত্রয়োদশাধিক প্রকার, কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই প্রসঙ্গে আঠার প্রকার এবং সনাতন গোদামীকে শিক্ষাদান-প্রসঙ্গে একষটি প্রকার ব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করিলেন (মধ্যলীলা, ২৪ পরিচ্ছেদ)।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বেদান্ত-বিচার-প্রসঙ্গে যে-সব কথা শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, তাহার অনেকগুলি কবিকর্ণপুর নাটকে সার্কভোমের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে আছে যে সার্কভোম শ্রীচৈতন্য-প্রদত্ত জগন্নাথের প্রসাদ মুখ না ধুইয়াই খাওয়ার পর, একদিন শ্রীচৈতন্যের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া স্তব করিলেন। শ্রীচৈতন্য কাণে হাত দিলেন। তারপর সার্কভোম নিজেরই নানা যুক্তির দ্বারা অদ্বৈত-মত খণ্ডন করিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ সার্কভোমের উক্তির অনেকগুলি শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া বলাইয়া সার্কভোমের যুক্তিকে খণ্ডন করাইয়াছেন। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। নিম্নে নাটকের ষষ্ঠ অঙ্ক হইতে উদ্ধৃত প্রত্যেকটি অংশ সার্কভোমের উক্তি এবং চরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত প্রত্যেকটি অংশ শ্রীচৈতন্যের উক্তি।

নাটক—

যস্মিন্ বৃহত্তাদথ বৃংহণত্বান্মুখ্যার্থবদে সবিশেষতায়াম্।

যে নির্বিশেষত্বমুদীরয়ন্তি তে নৈব তৎ সাধয়িতুং সমর্থঃ ॥

তথাহি—হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রম্

যা যা শ্রুতির্জল্লতি নির্বিশেষং, সা সাভিধন্তে সবিশেষমেব।

বিচারযোগে সতি হস্ত তাসাং, প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥

চৈ. চ.—বেদ পুরাণে কহে ব্রহ্ম বৃহদ্বস্ত ঈশ্বর লক্ষণ ॥

সর্বৈশ্বর্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।

তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান ॥

নির্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।

প্রাকৃত নিষেধি অপ্রাকৃত করয়ে স্থাপন ॥

তথাহি—যা যা শ্রুতির্জল্লতি নির্বিশেষম্

নাটক—তথাহি, ‘আনন্দাক্ষেপ খল্লিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেনৈব জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।’ ইত্যাদিকর্যা শ্রুত্যা অপাদানকরণকর্মাদিকারকত্বেন বিশেষবস্থাপত্তেঃ।

চৈ. চ.—ব্রহ্ম হইতে জন্মে ব্রহ্মেতে জীবয় ।

সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥

অপাদান করণাধিকরণ কারক তিন ।

ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিন্ ॥

শ্রুতিতে “আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি” থাকায় নাটকে কৰ্মকারকের কথা আছে ; কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে হেতু উহার অনুবাদ করিয়াছেন—“সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়” সেই হেতু অধিকরণ কারক লিখিয়াছেন ।

নাটক—

“তথা চ ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে” স্বপক্ষরক্ষণগ্রহ গ্রহিণাস্ত মুখ্যার্থাভাবাবেহপি লক্ষণয়া নিরূপয়িতুমশক্যমপি নির্বিশেষত্বং যে প্রতিপাদয়ন্তি তেষাং দুরাগ্রহমাত্রম্ ।

চৈ. চ.—সূত্রের মুখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান ।

কল্পনা অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন ॥

উপনিষদ্ শব্দের সেই মুখ্য অর্থ হয় ।

সেই মুখ্য অর্থ ব্যাস সূত্রে সব কর ॥

মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গোণার্থ কল্পনা ।

অভিধা বৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ লক্ষণা ॥

(৩) সার্কভৌম মুখ না ধুইয়া প্রসাদ খাইলেন, এ ঘটনা কবিকর্ণপুরের নাটকে ও মহাকাব্যে (১২।৭১) আছে ; কবিরাজ গোস্বামী উভয়েরই ভাব লইয়া স্বগ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ।

(৪) “বৈরাগ্যবিদ্যা নিজভক্তিযোগে” প্রভৃতি দুইটি শ্লোক লিখিয়া পাঠানোর কথাও কবিকর্ণপুরের উভয় গ্রন্থেই আছে । কৃষ্ণদাস কবিরাজের

প্রভু শ্লোক পড়ি পত্র চিরিয়া ফেলিল ।

ভিত্তে দেখি ভক্ত সব শ্লোক কণ্ঠে কৈল ॥

—ইহা মহাকাব্যের নিম্নলিখিত শ্লোকের অনুবাদ :

ইতি প্রপঠ্যৈব বিহঙ্গ্য দোৰ্ভ্যাঃ

বিদারয়ামাস কৃপাসুধিস্তাম্ ।

ভিত্তৌ বিলোক্যথ সমস্তলোক-

শ্চকার কণ্ঠে মণিবত্তদৈব ॥—১২।৮৮

সার্কভৌমের শ্রীচৈতন্যস্বপ্ন পড়িয়া প্রভু যে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, সে কথা নাটকেও আছে ।

(৫) ভাগবতের শ্লোকের মধ্যে “মুক্তি পদে” শব্দ “ভক্তি পদে” পরিবর্তন করার কথা মহাকাব্যের ১২।২১ শ্লোকে আছে । কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে মহাপ্রভু মুক্তি শব্দের অর্থ করিলেও সার্কভৌম বলিলেন—

যতপি তোমার অর্থ এই শব্দে কয় ।

তথাপি অশ্লীল দোষে কহনে না যায় ॥

এটি কবিকর্ণপুরের ভাবানুবাদ ; যথা—

তথাপ্যসত্যস্বতিহেতুবদ্ধা-

দশ্লীলদোষোহয়মিতি ব্রবীমি ।—মহাকাব্য, ১২।২৩

সার্কভৌম উদ্ধার কোন সময়ে হইয়াছিল তাহার বিচার করা প্রয়োজন । স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দেখাইয়াছেন (ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩৪৭, পৃ. ৪২৩) যে সার্কভৌম অদ্বৈতমকরন্দের টীকার শেষে লিখিয়াছেন—

কর্ণাটেশ্বর-কৃষ্ণরায়নৃপতে-গর্ভাগ্নিনির্কাপকো

যত্র নৃপভরোহভবৎ গজপতিঃ শ্রীকৃষ্ণভূমিপতেঃ ॥

তস্ম ব্রহ্মবিচারচারু মন সঃ শ্রীকৃষ্ণবিজ্ঞাধর

শ্রানন্দো মকরন্দ শুদ্ধিবিধিনা সাক্ষোময় মদ্বিতঃ ॥

তিনি বলেন যে কর্ণাটরাজ কৃষ্ণরায় ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ এবং ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে উৎকল আক্রমণ করেন । সুতরাং অদ্বৈতমকরন্দের টীকা ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হওয়া সম্ভব নহে । ঐ টীকায় অদ্বৈতবাদ প্রচার করা হইয়াছে । সুতরাং শ্রীচৈতন্যের মত গ্রহণের পূর্বে উহা রচিত হইয়াছিল । ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন—“চৈতন্য-চরিতকারদের মতে ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেব সার্কভৌমকে প্রথম দর্শনকালেই স্বমতে আনয়ন করিয়াছিলেন ।” এই উক্তি ঠিক নহে, কেন-না চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ; তারপর কয়েকদিন রাঢ়ে ভ্রমণ করিয়া অদ্বৈতগৃহে শাস্তিপুরে যান ; সেখানে দশ দিন থাকিয়া উড়িষ্যায় যাত্রা করেন । কিন্তু তখন হুসেন সাহের সহিত উৎকলের যুদ্ধ চলিতে থাকায়

পথ বিহীন ছিল এবং প্রভুর পুরীতে পৌছাইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। পুরীতে যেদিন পৌছাইলেন সেইদিনই যে প্রভু সার্কভৌমকে উদ্ধার করিলেন এমন কথা কোন চৈতন্যচরিতকারই বলেন নাই। স্মরণ্য ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে অধৈতমকরন্দের টীকা লেখার পর ঐ সালেই সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিলে টীকার রচনার তারিখের সহিত চরিতগ্রন্থসমূহে প্রদত্ত বিবরণের সামঞ্জস্য হয়।

সার্কভৌমের চৈতন্যচরণাশ্রয় গ্রহণ একটি প্রধান ঘটনা। কেন-না বাহুদেব সার্কভৌম পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে এক ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত। দীনেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনুমান করেন যে তিনি ১৪৮০-১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নব্যাত্ম্যের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মত রঘুনাথ শিরোমণির “অনুমানদীপ্তি”র বহুস্থলে সার্কভৌম-মত বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। সার্কভৌমের পুত্রও প্রতাপরুদ্রের নিকট হইতে বাহিনীপতি এই military title পাইয়াছিলেন। এই পুত্রের নাম জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্র ভট্টাচার্য্য। তাঁহার গ্রন্থের নাম শঙ্কালোকোচ্চতি। মঃ মঃ গোপীনাথ কবিরাজ এই গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের কৃপায় সার্কভৌমবংশ যে বৈষ্ণব হইয়াছিলেন তাহার অত্যন্ত প্রমাণ হইতেছে যে জলেশ্বরের পুত্র স্বপ্নেশ্বরচাৰ্য্য শাণ্ডিল্যসূত্রের ভাষ্য লেখেন। শাণ্ডিল্যসূত্র ভক্তিশাস্ত্রের একটি সূত্র।

Sri Chaitanya's pilgrimage to south of India as narrated by Krishnadas

প্রভুর দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ

কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ লিখিতে যাইয়া সপ্তম, অষ্টম ও নবম পরিচ্ছেদে নিম্নলিখিত কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন। এইগুলির মধ্যে দুইটি ছাড়া আর সবগুলিই হয় কবিকর্ণপুরের গ্রন্থদ্বয়ে, না হয় মুরারির কড়চায় আছে। কবিরাজ গোস্বামী ঐ-সব ঘটনা লইয়া কোন কোন স্থলে উহাদের উপর একটু অলৌকিকতার রং চড়াইয়াছেন।

(ক) দক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্যের প্রেম-প্রচারের প্রণালী-সম্বন্ধে মুরারি বলেন—

কঙ্কিৎ পথি জনং দৃষ্টমালিঙ্গং শক্তিসঙ্কয়েঃ ।

স তত্র প্রেমবিবশো নৃত্যন্ গায়ন্মুদৈব চ ॥

নিজগেহং জগাম স প্রেমধারাশতধৃতঃ ।

অনুগ্রামজনান্ দৃষ্ট্বা প্রেমালিঙ্গমকারয়ৎ ॥

তে পুনঃ প্রেমবিশ্রান্তঃ গায়ন্তি চ রমন্তি চ ।

এবং পরম্পরা যেষু তান্ সৰ্কান্ সমকারয়ৎ ॥—৩।১৪।১৮-২০

চৈ. চ.—

কতক্ষণ রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া ।

বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥

সেই জন নিজ গ্রামে করয়ে গমন ।

কৃষ্ণ বোলে হাসে কান্দে নাচে অলুক্ষণ ॥

যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণ নাম ।

এই মত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম ॥

গ্রামান্তর হৈতে দৈবে আইসে যত জন ।

তাহার দর্শন-রূপায় হয় তার সম ॥

সেই যাই নিজ গ্রাম বৈষ্ণব করয় ।

অনুগ্রামী আসি তাঁরে দেখি বৈষ্ণব হয় ॥—২।৭।৯৬-১০০

(খ) শ্রীচৈতন্য যখন দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন, তখন সার্কর্ভোম তাঁহাকে রামানন্দের সহিত দেখা করিতে অলুপ্ত করেন ।

—চৈ. চ., ২।৭।৬১-৬২ ; মহাকাব্য, ১২।১২০

(গ) কূর্ম নামক ব্রাহ্মণ-গৃহে শ্রীচৈতন্যের ভিক্ষা-গ্রহণ ।

—চৈ. চ., ২।৭।১১৮-১৩২ ; মহাকাব্য, ২।১০২-১০৫

(ঘ) কুঞ্জী বাসুদেবের কাহিনী । —মহাকাব্য, ১২।১০৮-১১২

কৃষ্ণদাস কবিরাজ-ধৃত ভাগবতের শ্লোক “কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়া” —
উভয় গ্রন্থেই আছে (চৈ. চ., ২।৭।১৩৩-১৪৪) ।

এই কয়টি ঘটনাই কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার পূর্ববর্তীদের লিখিত গ্রন্থে
পাইয়াছেন কিন্তু অধ্যায়ের (৭ম) শেষে বলিয়াছেন—

চৈতন্যলীলার আদি অস্ত নাহি জানি ।

সেই লিখি যেই মহাস্তের মুখে শুনি ॥—২।৭।১৪৯

শ্রীচৈতন্য তাঁহার ভ্রাতা বিশ্বরূপকে খুঁজিতে দক্ষিণ-ভ্রমণে যাইতেছেন এই

কথাটি কোন লিখিত গ্রন্থে নাই—কবিরাজ গোস্বামী কোন লোকের মুখে শুনিয়া থাকিবেন।

(ঙ) রামানন্দ-মিলন-সংবাদ লইয়া অষ্টম পরিচ্ছেদ লিখিত হইয়াছে। ইহার মূলমন্ত্র যে কবিকর্ণপুরের গ্রন্থ হইতে লওয়া তাহা পূর্বে বলিয়াছি। কবিরাজ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি-বর্ণিত সাধন ও উজ্জলনীলমণি-বর্ণিত সাধ্যাত্ত্ব কবিকর্ণপুরের বর্ণনার সহিত যোগ করিয়া এই অধ্যায় লিখিয়াছেন। চরিতামৃতে লিখিত শ্রীচৈতন্য-রামানন্দ-সংবাদ যে প্রকৃত কথোপকথনের রিপোর্ট নহে, তাহা প্রকারান্তরে কবিরাজ গোস্বামী নিজেই বলিয়াছেন। তিনি স্বকৃত গোবিন্দলীলামৃতের শ্লোক (চৈ. চ., ২।৮।৪০ ও ৪৪-৫৫ শ্লোক) রামানন্দের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। তিনি রামানন্দের মুখ দিয়া ব্রহ্মসংহিতার দুইটি শ্লোক (চৈ. চ., ২।৮।২২ ও ৩০) উদ্ধার করাইয়াছেন, কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়ে কবিরাজ নিজেই বলিয়াছেন যে রামানন্দ-মিলনের বহুপরে কৃষ্ণবেধাতীর হইতে মহাপ্রভু ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং রামানন্দ তাহা লিখিয়া লইয়াছিলেন।

(চ) নবম পরিচ্ছেদের প্রথমে কৃষ্ণদাস কবিরাজ দক্ষিণাপথের ধর্মের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যের প্রচারের ফলে কিরূপে বিভিন্ন মতাবলম্বী কৃষ্ণভজনপরায়ণ হইলেন তাহা বলিয়াছেন। নাটকের সপ্তমাস্ত্রে আছে, “যথোত্তরমেব দক্ষিণশ্রাং দিশি ক্রিয়ন্তঃ কৰ্ম্মনিষ্ঠাঃ, কতিচিদেক-জ্ঞাননিষ্ঠা, বিরলা এব সাত্বতাঃ, প্রচুরতরাঃ পাশ্চপতাঃ, প্রচুরতমাঃ পাষণ্ডিনঃ। আকস্মিকপ্রবেশমাত্রেণৈব তস্মা যতিপতেদিশি বিদিশি সানন্দচমৎকারং সমুচ্ছোবালবৃদ্ধতরুণেষু লোকেষু দিদৃক্ষয়োনতেষু পণ্ডিতমণ্ডলেষপি পরমনয়ন-শুভগয়া বপুলৈশ্চ্যব প্রকটীকৃতং মহিমানমত্ত্বভূয় বিনোপদেশেনাপি কেহোবং শ্রাম ইতি তৎকালসমুদিত্তরবাসনাবিশেষেণ জাতপুলকান্রবঃ সৰ্ব্ব এব স্ব-স্ব-মত-প্রচ্যাবেন তৎপথ-প্রবিষ্টা বভূবুঃ।”

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

দক্ষিণাদেশের লোক অনেক প্রকার।

কেহো জ্ঞানী কেহো কৰ্ম্মী পাষণ্ডী অপার ॥

সেই সব লোক প্রভুর দর্শন প্রভাবে।

নিজ নিজ মত ছাড়ি হইল বৈষ্ণবে ॥

(ছ) শ্রীচৈতন্য ষাইবার পথে এক ব্রাহ্মণকে রামনাম করিতে দেখেন, ফিরিবার পথে দেখেন যে তিনি কৃষ্ণনাম করিতেছেন। এই ঘটনাটি নাটক হইতে অনুবাদ করিয়া চরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী “রমন্তে যোগিনোহনন্তে”, “কৃষিভূঁবাচকঃ শব্দঃ”, “সহস্রনামভিষ্মন্যম্” এই তিনটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—ঐ তিনটি শ্লোকই নাটকে আছে।

(জ) চরিতামৃতে বর্ণিত শ্রীচৈতন্যের বিরুদ্ধে বৌদ্ধদের ষড়যন্ত্রের কাহিনীও নাটক হইতে লওয়া। তবে এই ঘটনা বর্ণনা করিতে ষাইয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন।

নাটকে আছে—পাষণ্ডিনো ‘বৈষ্ণবোহয়ং ভবতি ভিক্ষুর্ভগবৎ-প্রসাদ-নাট্মবেদং গ্রহীয়াতি। তদেতদন্নমেনমাশয়ামঃ’ ইতি স্বভোজনযোগ্যমুচিত-তরামং স্থাল্যাং নিধায় পুরো গত্বা, স্বামিন্ ভগবৎ-প্রসাদমিমং গৃহাণেতি শ্রাবয়িত্বা সমুচিরেহচিরেণ। ভগবান্ সৰ্ব্বজ্ঞোহপি ভগবৎপ্রসাদনাম্না তত্ত্যাগমসহমান এব পাণৌ গৃহীত্বা তৎসহিতমেব পাণিমুদ্রয়া চলিতবান্। সমনস্তরমেব মহতা কেনাপি বিহগেন চক্ষুপুটে কৃত্বা তদন্নং ভগবৎকরতলতঃ সমাদায় সমুড্ডীনম্। (সপ্তম অঙ্ক)

চরিতামৃতে ইহার অনুবাদ

প্রভুকে বৈষ্ণব জানি বৌদ্ধ ঘর গেলা।
সৰ্ববৌদ্ধ মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈলা ॥
অপবিত্র অন্ন থালিতে করিয়া।
প্রভু আগে আনিল বিষ্ণুপ্রসাদ করিয়া।
হেন কালে মহাকায় এক পক্ষী আইল।
ঠোটে করি অন্ন সহ থালি লঞা গেল ॥

কিন্তু এই ঘটনার পূর্বে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণনা করিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যের সহিত দার্শনিক বিচারে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ পরাজিত হইলেন। পূর্বে নাটকের ও তদনুগত চরিতামৃতের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে অন্ত্যস্ত ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোকে “বিনোপদেশেন” শ্রীচৈতন্যকে দেখিয়াই বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যকে তর্কপ্রিয়রূপে অঙ্কন করিবার স্বযোগ জুটিলে, কবিরাজ গোস্বামী তাহা ছাড়েন নাই। যাহা হউক, নাটকে পাণীতে থালিস্তর অন্ন লইয়া ষাইবার কথা পর্য্যন্ত আছে। অন্য কিছু নাই। কিন্তু

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে সেই খালি তেরছা ভাবে বৌদ্ধাচার্যের মাথায় পড়িল, তাঁহার “মাথা কাটা গেল”। তাঁহার শিক্তেরা হাহাকার করিয়া কাঁদিলে লাগিল এবং প্রভুর পদে শরণ লইল। প্রভু তখন বলিলেন, “গুরুকর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি।” কৃষ্ণনাম শুনিয়া বৌদ্ধাচার্যের মূর্ছাভঙ্গ হইল এবং “কৃষ্ণ বলি আচার্য্য প্রভুকে করয়ে বিনয়।”

(খ) চরিতামৃতের বেকট ভট্টের সহিত মিলন-প্রসঙ্গ কবিকর্ণপুরের নাটকে নাই, মহাকাব্যে আছে (১৩৪-৫)। কবিরাজ গোস্বামী মহাকাব্যের সূত্র লইয়া ঐ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু গোপাল ভট্টের নাম করেন নাই।

(ঞ) শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে যেখানে বেকট ভট্ট থাকিতেন সেইখানে এক ব্রাহ্মণ অন্তরূপে গীতাপাঠ করিতেন। এই বিপ্লব কাহিনী নাটকে নিম্নলিখিতরূপে আছে : “এবং কচন স্থলে কমপি ব্রাহ্মণমতিমুখতয়া শকার্থাববোধবিরহেণ শুদ্ধিবর্জিতং ভগবদগীতাং পঠন্তঃ প্রায়শঃ সর্বৈরেব বিহস্তমানমথ চ যাবৎপাঠং তাবদেব পুলকাক্রবিবশং বিলোক্য, অহে অয়মুত্তমোহধিকারীতি ভগবাংস্তম্বাদীং ‘ব্রহ্মন্, যৎ পঠ্যতে তন্ত্ৰ কোহর্থঃ’ ইতি। স প্রত্যাচে ‘স্বামিন্ নাহমর্থং কিমপি বেদ্বি, অপি তু পার্থরথস্থং তোত্রপাণিঃ তমালম্ভ্যামং শ্রীকৃষ্ণং যাবৎ পঠামি তাবদেব বিলোকয়ামি’ ইতি। তদা ভগবতোক্তম্ ‘উত্তমোহধিকারী ভবান্ গীতাপাঠন্ত’ ইতি তমালিলিঙ্গ। তদনু স খলু গীতাপাঠজাদানন্দাদপি প্রচুরতরমানন্দমাসাণ্ড, ‘স্বামিন্ স এব ত্বম্’ ইতি ভূমৌ নিপত্য প্রণমন্নতিশয়-বিস্মলো বভূব।”

চরিতামৃতে ইহার অবিকল-অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে ; কেবল বেশীর ভাগ বলা হইয়াছে যে এ ঘটনা শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে ঘটিয়াছিল ; যথা—

সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।

দেবালয়ে বসি করে গীতা আবর্তন ॥

অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ আবেশে।

অন্তরু পড়েন—লোকে করে উপহাসে ॥

কেহো হাসে, কেহো নিন্দে, তাহা নাহি মানে।

আবিষ্ট হইয়া গীতা পড়ে আনন্দিত মনে ॥

পুলকাক্র কম্প স্বেদ যাবৎ পঠন।

দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন ॥

মহাপ্রভু পুছিল। তাঁরে শুন মহাশয় ।
 কোন্ অর্থ জানি তোমার এত স্তুত হয় ॥
 বিপ্র কহে মূর্থ আমি শব্দার্থ না জানি ।
 শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু আজ্ঞা মানি ॥
 অর্জুনের রথে কৃষ্ণ হঞা বজ্জুধর ।
 বসিয়াছে হাতে তোত্র শ্যামল সুন্দর ॥
 অর্জুনেরে কহিতেছেন হিত-উপদেশ ।
 তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ অশেষ ॥
 যাবৎ পড়ো তাবৎ পাও তাঁর দরশন ।
 এই লাগি গীতা পাঠ না ছাড়ে মোর মন ॥
 প্রভু কহে গীতা পাঠে তোমারি অধিকার ।
 তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থসার ॥
 এত বলি সেই বিপ্রে করেন স্তবন ॥
 তোমা দেখি তাহা হৈতে দ্বিগুণ স্তুত হয় ॥
 সেই কৃষ্ণ তুমি হেন মোর মনে লয় ॥

(ট) চরিতামৃতে তারপর ঋষভ পর্বতে (মাছুরা জেলায়) পরমানন্দ পুরীর সহিত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকারের কথা বর্ণিত আছে। মুরারির কড়চায় (৩।১৫।১০-২৫) এবং মহাকাব্যেও ঠিক ঐ ঘটনা আছে (১৩।১৪-১৬); কিন্তু কোথায় ঐ মিলন ঘটিয়াছিল তাহা মুরারির গ্রন্থে বা শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের নয় বৎসর পরে মাত্র লিখিত মহাকাব্যে কথিত হয় নাই।

(ঠ) সীতাকে রাবণ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন বলিয়া রামভক্ত একজন ব্রাহ্মণ খাওয়া দাওয়া ছাড়িয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে কৃষ্ণপুরাণের শ্লোক দেখাইয়া প্রবোধ দিলেন যে রাবণ ছায়া-সীতা মাত্র লইয়াছিল। এই ঘটনা মহাকাব্যে (১৩।২-১৩) বর্ণিত হইয়াছে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহাই অবলম্বন করিয়া ঐ বিবরণ চরিতামৃতে লিখিয়াছেন। মহাকাব্যে চরিতামৃত-ধৃত “সীতয়ারাধিতো বহিঃ” ও “পরীক্ষাসময়ে বহিঃ” এই দুইটি শ্লোকও আছে।

চরিতামৃতে আছে যে শ্রীচৈতন্য রামেশ্বর আসিয়া কৃষ্ণপুরাণ শুনেন এবং সেইখানে উক্ত দুইটি শ্লোক-সম্বন্ধিত পুথির পুরাতন পাতাটি আনিয়া সেই

বিপ্রকে দেখান। ঐ পাতা দেখিয়া বিপ্র আনন্দিত হইয়া শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন, “তুমি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণনন্দন।” মহাকাব্যে কিন্তু আছে যে শ্রীচৈতন্য

পুরাণপঞ্চদ্বয়মিত্যকস্মা-

দদর্শৎ স্বাক্ষরতো বিকৃত্য ॥

এই ঘটনা কোথায় ঘটিয়াছিল তাহার সম্ভাবন মহাকাব্যে পাওয়া যায় না ; চরিতামৃত বলেন উহা দক্ষিণ মথুরায় ঘটিয়াছিল।

(ঙ) কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের অমূল্য কৃষ্ণদাসের কাহিনীও মহাকাব্য হইতে লইয়া কিঞ্চিৎ অলৌকিকত্ব যোগ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মহাকাব্যের (১৩।২৩-৩০) প্রদত্ত বর্ণনার সহিত কবিরাজ গোস্বামীর প্রদত্ত বিবরণের তিনটি পার্থক্য আছে।

১। কবিকর্ণপুর বলেন পাষাণিগণ কৃষ্ণদাসকে শরীরে স্বর্গে লইয়া যাইবার লোভ দেখাইয়াছিল। কবিরাজ বলেন “দ্রীধন দেখাইয়া তাঁহার লোভ জন্মাইল।”

২। কবিকর্ণপুর বলেন শ্রীচৈতন্য ভট্টমারিদিকে বুঝাইয়া “কথংকথঞ্চি-
দ্বিমুখীচকার।” কবিরাজ গোস্বামী বলেন যে শ্রীচৈতন্যের কথা—

শুনি সব ভট্টমারি উঠে অঙ্গ লঞা।

মারিবারে আইসে সব চারিদিকে ধাঞা ॥

তার অঙ্গ তার অঙ্গে পড়ে হাথ হৈতে।

থণ্ড থণ্ড হৈল ভট্টমারি পলায় চারিদিকে ॥

৩। কবিকর্ণপুর বলেন যে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণদাসকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলেন “কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিলা গমন।” কবিকর্ণপুরও বলেন যে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণদাসকে একেবারে ছাড়েন নাই, কেন-না নীলাচলে পৌছিয়া শ্রীচৈতন্য সর্বজন সমক্ষে কৃষ্ণদাসকে বর্জন করিলেন ; যথা—

অথৈষ নাথঃ পুরতো হমীষাং

সাক্ষিভ্রমাধায় চ কৃষ্ণদাসম্।

তং ক্ষেত্রমানীতমতিপ্রযত্না-

দগচ্ছতি সম্যগ্ধিসমর্জ তত্র ॥—১৩।৫৪

(ঢ) তারপর কৃষ্ণদাস কবিরাজ সপ্ততাল-বিমোচনরূপ অলৌকিক ঘটনাটি

(চৈ. চ., ২।২।২৮৩-২৮৭) মুরারির কড়চা (৩।১।১-২) এবং কবিকর্ণপুরের মহাকাব্য (১৩।১৭-১৯) হইতে লইয়াছেন। কোন্ স্থানে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা মুরারি বা কবিকর্ণপুর বলেন নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন উহা দণ্ডকারণ্যে ঘটিয়াছিল।

চরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-প্রসঙ্গে সর্বসমেত ১৭টি ঘটনা আছে। তন্মধ্যে উল্লিখিত ১৪টি কবিকর্ণপুর ও মুরারির নিকট হইতে লওয়া। বাকী তিনটির মধ্যে একটি হইতেছে শ্রীচৈতন্যের ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত সংগ্রহ করা। কবিরাজ গোস্বামী কর্ণামৃতেই টীকা লিখিয়াছেন, স্মৃতরাং ঐ গ্রন্থ কিরূপে উত্তর-ভারতে আসিল তাহা তাঁহার জানাই বিশেষ সম্ভব।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ-বর্ণিত পাণ্ডুরে (পাণ্ডারপুর) শ্রীচৈতন্যের সহিত শ্রীরঙ্গপুরীর মিলন-বৃত্তান্ত অত্র কোন চরিতগ্রন্থে পাওয়া যায় না।

তত্ত্ববাদী বা মাধ্বমতাবলম্বীদের সহিত বিচারও কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কর্তৃক সর্বপ্রথমে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলার সপ্তম, অষ্টম ও নবম পরিচ্ছেদ আলোচনা করিয়া দেখা গেল যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ কবিকর্ণপুর হইতে প্রায় সবগুলি ঘটনা লইয়াছেন। কিন্তু কবিকর্ণপুর (ছ)-বর্ণিত ঘটনায় লিখিয়াছেন “অগ্নেছার-গুহ্র,” কবিরাজ বলেন ঐ ঘটনা সিদ্ধবট-নামক স্থানে ঘটিয়াছিল। (জ)-বর্ণিত ঘটনা কোন্ স্থলে ঘটিয়াছিল তাহা কবিকর্ণপুর বা কবিরাজ কেহই বলেন নাই। (এ)-বর্ণিত ঘটনা কোথায় ঘটিয়াছিল তাহা কবিকর্ণপুর বলেন নাই, কবিরাজ বলেন শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে। (ট)-বর্ণিত ঘটনা কবিরাজ ঋষভ পর্বতে ঘটাইয়াছেন, কিন্তু মহাকাব্যে কোন স্থান-নির্দেশ নাই। (ঠ)-বর্ণিত ঘটনা কবিরাজ দক্ষিণ মথুরায় ঘটিয়াছিল বলিয়াছেন, কিন্তু মহাকাব্যে কোন স্থান-নির্দেশ নাই। ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে কবিকর্ণপুর যে স্থানের নাম সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে কবিরাজ গোস্বামী তাহা কোথা হইতে পাইলেন? কোন লোকমুখে হয়ত শুনিয়া থাকিবেন। স্বরূপ-দামোদরের কড়চায় ঐ-সব স্থানে এবং চরিতামৃত-লিখিত অত্রাণ্ড স্থানের নাম থাকিলে, কবিকর্ণপুর তাহা ব্যবহার করিতেন। আরও কথা এই যে স্বরূপ-দামোদর সন্ন্যাসী ছিলেন। সেকালে সন্ন্যাসীরা সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিতেন, ঋহারা করিতেন না তাঁহারাও তীর্থের বিবরণ ভাল করিয়া জানিতেন। যদি স্বরূপ-দামোদর শ্রীচৈতন্য-কর্তৃক

দৃষ্ট স্থানগুলির নাম লিখিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে ভূগোল-ঘটিত এত বেশী গোলমাল চরিতামৃতের ভ্রমণ-কাহিনীতে থাকিত না। উক্ত গ্রন্থে ভ্রমণের বর্ণনায় নিম্নলিখিত অসম্ভবতা দৃষ্ট হয়।

(ক) চরিতামৃতের মতে শ্রীচৈতন্য গোদাবরী টেশনের নিকটবর্তী গৌতমী গঙ্গা দর্শন করিয়া “মল্লিকার্জুন তীর্থে যাই মহেশ দেখিলেন।” মল্লিকার্জুন কুর্গলের নিকটবর্তী শ্রীশৈলে। আবার শ্রীরঙ্গক্ষেত্র হইতে মাদুরা জেলায় ঋষভ পর্বত দেখিয়া “মহাপ্রভু চলি আইলা শ্রীশৈলে” (৭।১৫২)। তারপর কুর্গল জেলার শ্রীশৈল হইতে (১৬°৫' ল্যাটি. উ.) পুনরায় তাজোর জেলার কামকোষ্ঠী (১০°৫৮' ল্যাটি. উ.) আসিলেন। উত্তরে এক স্থান দেখিয়া দক্ষিণে আসিলেন, আবার সেই স্থান দেখিবার জন্য উত্তরে গেলেন এবং পুনরায় দক্ষিণে আসিলেন। এরূপভাবে ভ্রমণ করা সম্ভব মনে হয় না।

(খ) গজেন্দ্র-মোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষ্ণুমূর্তি।

পানাগড়ি তীর্থে আসি দেখে সীতাপতি ॥

চামতাপুরে আসি দেখে শ্রীরামলক্ষণ।—২।২।২০৪-৫

গজেন্দ্র-মোক্ষণ তীর্থ ত্রিবাঙ্কুরের সূচিন্দ্রাম গ্রামে, পানাগড়ি তিনাভেলি জেলায়, চামতাপুর ত্রিবাঙ্কুরের চেকাপুর গ্রাম। তিনাভেলি জেলায় নয়ত্রিপদী, তিলকাঞ্চী প্রভৃতি দেখিয়া শ্রীচৈতন্য ত্রিবাঙ্কুর জেলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। পুনরায় ত্রিবাঙ্কুর হইতে তিনাভেলি আসা ও ত্রিবাঙ্কুরে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব নহে। আবার ত্রিবাঙ্কুর হইতে তিনাভেলির শ্রীবৈকুণ্ঠ দেখিতে যাওয়া, তথা হইতে ত্রিবাঙ্কুরের মলয় পর্বত ও কন্যাকুমারী দেখিয়া পুনরায় তিনাভেলির আমলকীতলা, এবং মল্লার দেশে তমাল-কার্ত্তিক দেখার মধ্যে কোন ক্রম পাওয়া যায় না। ত্রিবাঙ্কুর, তিনাভেলি ও মালাবারের স্থানগুলির ক্রম লইয়া আরও গোলমাল আছে।

(গ) শ্রীচৈতন্য উদিপিতে তত্ত্ববাদীদের গর্ক চর্ণ করিয়া

ত্রিতকুপ বিশালার করি দরশন।

পঞ্চাপুরা তীর্থ আইলা শচীর নন্দন ॥—২৫১-৫২

দক্ষিণ কানাড়ায় উদিপি হইতে অনন্তপুর জেলার ফকততীর্থে আসা সম্ভব। কিন্তু অনন্তপুর জেলা হইতে ফের ত্রিবাঙ্কুরের উত্তরস্থ কোচিন রাজ্যের

ত্রিতরুপে এবং তথা হইতে একেবারে অবন্তীর নামান্তর বিশালায় আসা এবং বিশালা হইতে পুনরায় অনন্তপুর জেলার পঞ্চান্নরা তীর্থে আসা একেবারে অসম্ভব। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র শ্রীমানী মহাশয় “শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণ-ভ্রমণ,” প্রথম খণ্ড, নামক পুস্তকে (আঘাট, ১৩৪২ প্রকাশিত) বিশালাকে মহীশূরের গিরিবন্ধ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তথায় কোন প্রকার দেবদেবী নাই। ভাগবতের (১০।৭৮।১০) বৈষ্ণবতোষণী টীকা হইতে বিশালা অবন্তীতে ছিল জানা যায়। বৃহত্তাগবতামৃতের ১ম খণ্ডের ৪র্থ অধ্যায়ের টীকায় “বিশালায়াং বদর্যাং” অর্থাৎ বদরিকাশ্রমে বলা হইয়াছে। কোনটিই এখানে খাটে না।

(ঘ) গোকর্ণ শিব দেখি আইলা দ্বৈপায়নী।

সূর্য্যারক তীর্থে আইলা গ্রাসী শিরোমণি ॥—২।৯।২৫৩

গোকর্ণ উত্তর কানাড়ায় ও সূর্য্যারক থানা জেলায়, কিন্তু দ্বৈপায়নী কোথায় বলা কঠিন। ভাগবতে আছে বলদেব গোকর্ণে শিব এবং দ্বৈপায়নী-আর্য্যা দর্শন করিয়া সূর্য্যারকে গমন করেন (১০।৭৯।১২, ২০)। শ্রীধর ঐ স্থানে আর্য্যা-দ্বৈপায়নী শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন আর্য্যার বিশেষণ দ্বৈপায়নী, “দ্বীপম্ অয়নং যন্তাস্তাম্।” শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র শ্রীমানী অনুমান করেন দ্বৈপায়নী অর্থে বোম্বের মুন্না দেবী। যাহা হউক, এখানে ভাগবতবর্ণিত বলদেবের ভ্রমণ-ক্রমের সঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনার ক্রমের মিল দেখিয়া সন্দেহ হয় যে চরিতামৃতে প্রদত্ত কতকগুলি স্থানের নাম ভাগবত হইতে গৃহীত হইয়াছে।

(ঙ) চরিতামৃত-মতে শ্রীচৈতন্য থানা জেলার সূর্য্যারক পর্য্যন্ত যাইয়া আবার দক্ষিণে আসিয়া কোলাপুর (২।৯।২৫৪) এবং কোলাপুর হইতে আবার উত্তর দিকে যাইয়া শোলাপুর জেলার পাণ্ডুর (পাণ্ডারপুর) আসেন, ইহা সম্ভব নহে। তারপর শ্রীচৈতন্য তাপ্তীস্নান করিয়া নন্দদার তীরে আসেন (৭।৩৮২)। নন্দদা পর্য্যন্ত আসার পর আবার পশ্চিম ফিরিয়া ব্রোচ জেলায় যাইয়া ধনুতীর্থ দেখেন।

“কুদ্রামুখ্য পর্ব্বতে আইলা দণ্ডক অরণ্যে।”—২।৯।২৮৩

কুদ্রামুখ পর্ব্বত (Kudramukh) পশ্চিমঘাটের একটি চূড়া, আর দণ্ডক-অরণ্য খান্ডেশে। তারপর—

প্রভু আসি কৈলা পদ্মা সরোবরে স্নান ।
 পঞ্চবটী আসি তাঁহা করিলা বিশ্রাম ॥
 নালিক ত্র্যম্বক দেখি গেলা ব্রহ্মগিরি ।
 কুশাবর্তে আইলা ধাহা জন্মিলা গোদাবরী ॥
 সপ্ত গোদাবরী দেখি তীর্থ বহুতর ।
 পুনরপি আইলা প্রভু বিজয়নগর ॥—২।২।২৮-২০

কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভ্রমণ-বর্ণনায় এত গোল আছে বলিয়াই তিনি লিখিয়াছেন—

তীর্থযাত্রায় তীর্থক্রম করিতে না পারি ।
 দক্ষিণ-বামে তীর্থগমন হয় ফেরাফেরি ॥
 অতএব নাম মাত্র করিয়ে গণন ।
 কহিতে না পারি তার যথা অমুক্রম ॥—২।২।৪-৫^১

মধ্যলীলার দশম পরিচ্ছেদের প্রথমে দেখি সার্কভৌমের নিকট রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন (২।১০।১২) এবং শ্রীচৈতন্যের প্রত্যাবর্তন-আশায় কাশীমিশ্রের গৃহে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিতেছেন । এই অংশ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের সপ্তমাক্ষের প্রথমাংশের অন্তর্ভুক্ত ।

চরিতামৃতে আছে যে কাশীমিশ্রের গৃহে প্রভু উঠিলেন ।

প্রভু চতুর্ভুজমূর্তি তাঁরে দেখাইল ।
 আত্মসাৎ করি তাঁরে আলিঙ্গন কৈল ॥—২।১০।৩১

১ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত “Govinda's Kadchā, a black forgery” নামক গ্রন্থে Epigraphica Carnatica হইতে নিম্নলিখিত তাম্রলিপি উদ্ধার করিয়াছেন: “When the Mahamandalesvara Virapratapa Vira Achynta Deva Maharaja was ruling the kingdom of the world, Chennapa, son of Rayapa Vodeyar, the Mahaprabhu of Sigalnadu, granted to our holy guru, Chaitanyadeva, the two villages of the Annigehalli sthala as a guttiage.” তাঁহার মতে উল্লিখিত চৈতন্যদেব, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু ও তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে গ্রাম দুইখানি দেওয়া হইয়াছিল । কিন্তু শ্রীচৈতন্য বিজয়-নগরাধিপতি কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকালে (১৫০২-১৫৩০ খ্রী.) দক্ষিণাপথ ভ্রমণ করিয়াছিলেন । অচ্যুতের রাজত্বকাল ১৫৩০-৪২ খ্রী. অ. । মহাপ্রভু লীলাসম্বরণের তিন বৎসর পূর্বে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না ।

নাটকে এইরূপ কোন কথা নাই। কবিকর্ণপুর মহাকাব্যে চারিটি শ্লোকে (১৩৬৪-৬৭) কাশীমিশ্রের সৌভাগ্য বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু চতুর্ভুজমূর্তি-দর্শনের কথা লেখেন নাই। মুরারি বা বৃন্দাবনদাসও এরূপ কথা বলেন নাই।

তারপর সার্কভৌম-কর্তৃক উৎকলবাসী ভক্তবৃন্দকে শ্রীচৈতন্যের নিকট পরিচয় করাইয়া দেওয়া চরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে (২।১০।৩২-৪৮)। ঐ অংশ নাটকের অনুবাদ।

চরিতামৃতে তৎপরে কালাকৃষ্ণদাসের বর্জ্জন বর্ণিত হইয়াছে (২।১০।৬০-৬৪)। উহা মহাকাব্যের ১৩৫৪ শ্লোকের ভাব লইয়া লিখিত। কৃষ্ণদাসকে গোড়ে প্রেরণ ও গোড়বাসী ভক্তবৃন্দের উল্লাস-বর্ণনা কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিজস্ব।

তারপর চরিতামৃতে স্বরূপ-দামোদরের, গোবিন্দের ও ব্রহ্মানন্দ ভারতীর সহিত শ্রীচৈতন্যের প্রথম সাক্ষাৎকার বর্ণিত হইয়াছে। উহা নাটকের (৮।১০-২৩, নি. স.) অনুবাদ মাত্র।

Historical evaluation of the event of grace to King Prataprudra of Odisha by Sri Chaitanya

প্রতাপরুদ্র-উদ্ধার-কাহিনীর বিচার

প্রতাপরুদ্র-উদ্ধার শ্রীচৈতন্যের জীবনের ও গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসের এক প্রধান ঘটনা। ইহা চরিতামৃতের মধ্যলীলার একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। দশম পরিচ্ছেদের পঞ্চম পয়ায়ে রাজা সার্কভৌমের নিকট শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিবার অভিলাষ জানাইয়াছেন। উহা এবং সার্কভৌমের উত্তর, নাটকের সপ্তমাক্ষের প্রথমাংশের অনুবাদ। তারপর চরিতামৃতের একাদশ পরিচ্ছেদে দেখা যায় যে প্রথমে সার্কভৌম শ্রীচৈতন্যের নিকট রাজার অভিলাষ জানাইলেন। শ্রীচৈতন্য উত্তর দিলেন, “সন্ন্যাসীর রাজ-দর্শন বিষ ভক্ষণের তুল্য।” ঐ অংশ যে নাটকের অনুবাদ তাহা কবিরাজ গোস্বামী নাটকের শ্লোক উদ্ধার করিয়া নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। ‘সার্কভৌমের নিকট শ্রীচৈতন্যের উত্তর শুনিয়া রাজার দুঃখের কথা (চৈ. চ., ২।১১।৩২-৩২) যে নাটকের অনুবাদ নাটক হইতে উদ্ধৃত শ্লোক দেখিয়া তাহা বুঝা যায়। সার্কভৌম রাজাকে শ্রীচৈতন্য-দর্শনের উপায় বলিয়া দিলেন (২।১১।৪১-৪৭) ; ইহাও নাটকের অনুবাদ (নাটক, ৯।২৮-৩১, নি. স.)। তৎপরে নাটকে আছে যে শ্রীচৈতন্য রথের সময় নৃত্যানন্দ অনুভব করার পর উপবনে আসিয়া বসিলেন ; রাজা দীনবেশে তাঁহার নিকট যাইয়া চরণ-যুগল-

আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীচৈতন্য নিম্নলিখিত হইয়াই রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন ও বলিলেন—

কো হু রাজমিঙ্গিয়বানু কুন্দ-চরণানুজম্

ন ভজ্যে সর্বতো মৃত্যুরূপাশ্রমমরোত্তমৈঃ ।—৮।৫৪, নি. স.

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের মতে এইখানেই প্রতাপরুদ্রের উদ্ধার হইয়া গেল।

চরিতামৃতে এই ঘটনার সহিত আরও অনেক কথা যোগ করা হইয়াছে ; যথা—নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ ও রামানন্দ রায় প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দিবার জন্য শ্রীচৈতন্যকে অহরোধ জানাইলেন ; শ্রীচৈতন্য রাজদর্শন সঙ্গত নহে বলিয়া রাজপুত্রকে দেখা দিতে সম্মত হইলেন ; রাজপুত্র আসিলে প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া পরমানন্দ পাইলেন—

তাঁরে দেখ মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা ।

এবং প্রতাপরুদ্র—

পুলে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ।

তারপর রথযাত্রার সময় শ্রীচৈতন্য যখন ‘মণিমা’ বলিয়া উচ্চ ধ্বনি করিতেছিলেন তখন রাজা “স্ববর্ণমার্জ্জুনী লৈয়া করে পথ সম্মার্জন ।” “মহাপ্রভু পাইলা স্নখ সে সেবা দেখিতে ॥” এইরূপ-ভাবে রাজার পথ বা রথ সম্মার্জন করা প্রতাপরুদ্রের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব নহে। উড়িষ্যার প্রত্যেক রাজাকেই এরূপ করিতে হইত। “কাঞ্চিকাবেরী” গ্রন্থে আছে যে প্রতাপরুদ্রের পিতা পুরুষোত্তম দেব বিজয়নগরের রাজকন্যাকে বিবাহ করিবেন স্থির হয়। কিন্তু বিজয়নগরাধিপতি যখন শুনিলেন যে পুরীর রাজাকে সোণার কাড়ু দিয়া রথ পরিষ্কার করিতে হয়, তখন তিনি চণ্ডালের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিবেন না বলিলেন। পুরুষোত্তম দেব সেই কথায় অপমানিত বোধ করিয়া বিজয়নগর আক্রমণ করেন ও জোর করিয়া রাজকন্যা পদ্মাবতীকে লইয়া আসেন। পদ্মাবতীর গর্ভে প্রতাপরুদ্রের জন্ম হয় (J. B. O. R. S., Vol. V, Pt. I, p. 147)। তারপর প্রভু নৃত্য করিতে করিতে—

প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে ॥

সম্মুখে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল ।

তাঁহাকে দেখিতে প্রভুর বাহুজ্ঞান হৈল ॥

রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিকার ।

ছি ছি বিষয়িস্পর্শ হইল আমার ॥

—চৈ. চ., ২।১৩।১৭২-৭৪

ভক্তের বর্ণনার অতিশয়োক্তির মধ্যে ভগবানের লীলা বুঝা ভার । রাজপুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার কৃষ্ণস্মৃতি হইল, অথচ আর্ত-ভক্ত রাজাকে অকস্মাৎ স্পর্শ করায় তাঁহার মনে ধিকার জাগিল ।

তারপর কবিরাজ গোস্বামী চতুর্দশ পরিচ্ছেদে উপবনে রাজার প্রতি শ্রীচৈতন্যের রূপার কথা লিখিয়াছেন । এ স্থানে মহাকাব্যের বর্ণনা তাঁহার উপজীব্য হইয়াছে । কবিকর্ণপুর মহাকাব্যে লিখিয়াছেন—

দণ্ডবৎ ভূবি নিপত্য চ ধ্বজা

পাদপদ্ম-যুগলং গলদশ্রুঃ ।

অস্তবৎ সহজমেব মহাত্মা

রাসলান্তমমূৰ্ণ্য বিশেষম্ ॥

স স্তবম্নিতি তদা সমুদাসে

দোষ য়ৈন দৃঢ়মেব নিবধ্য ।

মন্তবারণকরপ্রতিমেন

শ্রীমতা পরমকারুণিকেন ॥—১৩।৮২-৮৩

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

রাসলীলার শ্লোক পড়ি করয়ে স্তবন ।

‘জয়তি তেহধিকং’ অধ্যায় করহ পঠন ॥

শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার ।

বোল বোল বুলি উচ্চ বোলে বার বার ॥

‘তব কথামৃতং’ শ্লোক রাজা যে পড়িল ।

উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন দিল ॥

তারপর কবিরাজ গোস্বামীর নিজস্ব—

তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন ।

মোর কিছু দিতে নাহি, দিহু আলিঙ্গন ॥

এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বার বার ।

হৃদনার অঙ্গে কস্প—নেত্রে জলধার ॥—২।১৪।১০-১১

তারপর—

প্রভু কহে—কে তুমি করিলে মোর হিত ।
 আচক্ষিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণ-লীলামৃত ॥
 রাজা কহে—আমি তোমার দাসের অহুদাস ।
 ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে—এই মোর আশ ॥
 তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য দেখাইল ।
 কাঁহা না কহিও ইহা নিষেধ করিল ॥

মহাকাব্যের ঐ প্রসঙ্গে আছে—

তং বিহায় নিজগাদ স ভূয়ঃ
 কস্তমিত্যাতিশয়ার্দ্ৰতনূকঃ ।
 দাস এষ জন এব তবৈত-
 দ্বেহি দাস্তমিতি সোহপি জগাদ ॥

ক্বাপি নাহমভিধেয় এব ভো-
 স্তাদৃশেতি নিজগাদ স প্রভুঃ ।
 নির্ভরং প্রমুদিতো ভূশং তথা
 রুদ্রদেব উদবোচতুংস্ককঃ ॥

সত্বরং তত ইতো মুদিতায়া
 নির্ঘো বহুল-হর্ষভারাত্যঃ ।
 ভাগ্যবন্তিরতিভূরিশ্চর্চৈষ্টে-
 দক্ষিণে সতি বিধৌ কিমলভ্যম্ ॥—১৩।৮৫-৮৭

কবিকর্ণপুরের এই বর্ণনায় দেখা যায় যে শেষ পর্য্যন্ত মহাপ্রভু অজ্ঞাতসারেই প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করিলেন । মহাকাব্যে বা নাটকে কোথাও কবিকর্ণপুর এরূপ লেখেন নাই যে শ্রীচৈতন্য প্রতাপরুদ্রকে কোনরূপ ঐশ্বর্য দেখাইয়া-
 ছিলেন ।

মুরারি গুপ্তের বর্ণনায় দেখা যায় যে শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের
 পর প্রতাপরুদ্রকে উদ্ধার করিলেন । মুরারি আবার রাজার (৪।১৬)
 নিত্যানন্দ-সহ শ্রীচৈতন্যের কৃপা-প্রাপ্তির কথা লিখিয়াছেন । নিত্যানন্দ

তঁাহাকে কৃপা করিলে বৃন্দাবনদাস তাহা বর্ণনা করিতেন। যাহা হউক, মুরারি বলেন শ্রীচৈতন্য প্রতাপরুদ্রকে ষড়্ভুজমূর্তি দেখাইয়াছিলেন (৪।১৬।২০)।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মুরারিগুপ্ত-বর্ণিত প্রতাপরুদ্র-উদ্ধার-লীলার বিবরণ একটুকুও গ্রহণ করেন নাই, কেবলমাত্র ঐ ষড়্ভুজমূর্তি-প্রদর্শন-রূপ ঐশ্বর্য বর্ণনাটুকু লইলেন। ঐ বিষয়ে বৃন্দাবনদাসের (চৈ. ভা., ৩।৫) বর্ণনারও কোন অংশ তিনি গ্রহণ করেন নাই। বৃন্দাবনদাসও প্রতাপরুদ্রকে কোনরূপ ঐশ্বর্য দেখানোর কথা লেখেন নাই।

Events at Puri before Sri Chaitanya's visit to Gouda

শ্রীচৈতন্যের গোড়-ভ্রমণের পূর্ব পর্য্যন্ত নীলাচল-লীলা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার একাদশ পরিচ্ছেদে গোপীনাথ আচার্য্য নীলাচলে আগত গোড়ীয় ভক্তগণের পরিচয় দিতেছেন। এই বর্ণনা (২।১১।৬০-২৪) নাটকের (৮।৩৩-৩৪) অনুবাদ। ঐ পরিচ্ছেদে বর্ণিত গোড়ীয় ভক্তগণের সহিত প্রভুর মিলন (২।১১।১১২-১৪৫) নাটকের (৩।৩৮-৪১, নি. স.) ভাব লইয়া লিখিত। মুরারির দৈন্ত (চৈ. চ., ২।১১।১৩৭-১৪৩) মহাকাব্যের (১৪।১০৩-১১২) ছায়া লইয়া লিখিত। হরিদাসের আগমন মহাকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তঁাহার দৈন্ত-বর্ণনা কবিরাজ গোস্বামীর নিজস্ব। তারপর ভক্তগণ-সহ শ্রীচৈতন্যের কীর্তন, নাটকের (৮।৪৭-৫০) বিবরণ লইয়া চরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে।

চরিতামৃতের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত গুণ্ডিচামার্জন-লীলা (২।১২।৬৬-১৪৭) নাটকের দশমাক্ষের (৩০-৪০) ভাব লইয়া লিখিত। দুইটি উদাহরণ দিতেছি।

- (১) কেচিৎপদপঙ্কজোপরি ঘটৈঃ সিঞ্চন্তি সন্তোষত
স্তংকেহপ্যঞ্জলিনা পিবন্তি দদতে কেচিচ্চ মূর্ধ্ণাপি ॥

—না., ১০।৩৬, নি. স.

হেনকালে এক গোড়িয়া স্রবুন্ধি সরল।
প্রভুর চরণযুগে দিল ঘট জল ॥
সেই জল লইয়া আপনে পান কৈল।
তাহা দেখি প্রভুর মনে দুঃখ রোষ হৈল।

নতিহা ক্ষণমেব চাক্ষুধুরং গোবো হরির্নর্তয়াং-
চক্রেহৈবত-তনুজমেকমধুরং গোপালদাসাভিধম্ ।
নৃত্যমেব স মূচ্ছিতঃ স্থখবশাদ্বেহাস্তুরং যম্বিবা-
দ্বৈতে খিত্ততি পাণি-পদ্য-বলনাদেবঃ স তং প্রাণয়ং ॥

চৈ. চ., অহুবাদ—

এইমত কথোক্ষণ নৃত্য করিয়া ।
বিজ্ঞাম করিল প্রভু সময় বুঝিয়া ॥
আচার্য্য গোসাঞির পুত্র শ্রীগোপাল নাম ।
নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিলা ভগবান্ ॥
প্রেমাবেশে নৃত্য করি হইলা মূচ্ছিতে ।
অচেতন হঞা তেঁহো পড়িলা ভূমিতে ॥
আন্তে-বাস্তে আচার্য্য গোসাঞি তারে লইলা কোলে ।
শ্বাসরহিত দেখি আচার্য্য হইলা বিকলে ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিজস্ব—

নৃসিংহের মস্ত পটি মারে জল কাঁটি ।
হুহুকার শব্দে ত্রস্কাণ্ড যায় ফাটি ॥
অনেক করিল তবু না হয় চেতন ।
আচার্য্য কান্দেন, কান্দেন সব ভক্তগণ ॥
তবে মহাপ্রভু তার বুকে হাত দিল ।
উঠহ গোপাল বলি উচ্চস্বরে কৈল ॥
শুনিতোই গোপালের হইল চেতন ।
হরি বলি নৃত্য করে সব ভক্তগণ ॥
এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাসবৃন্দাবন ।
অতএব সংক্ষেপ করি করিলা বর্ণন ॥

এই লীলা বৃন্দাবনদাস বর্ণন করেন নাই । উদ্ধৃত দুইটি অংশ পড়িয়া কাহারও
মনেহ থাকিতে পারে না যে দ্বিতীয়টি প্রথমটির অহুবাদ ।

এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত নিত্যানন্দ-অষ্টভৈরব কোন্দল কৃষ্ণদাস কবিরাজের
নিজস্ব । “আর দিন জগন্নাথের নেত্রোৎসব নাম” প্রভৃতি নাটকের দশমাস্কের
সূত্র লইয়া লিখিত ।

মধ্যলীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে, যাহাতে শ্রীচৈতন্যের রথাগ্রে নর্তন, সাত সম্প্রদায়ের কীর্তন, রাসের শ্রীকৃষ্ণের জায় ঘূর্ণপং শ্রীচৈতন্যের “এককালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস”—

সতে কহে প্রভু আছেন এই সম্প্রদায় ।

অন্য ঠাঞি নাহি যায় আমার দয়ায় ॥

জগন্নাথ “কীর্তন দেখেন রথ করিয়া স্থগিত” প্রভৃতি আলৌকিক ঘটনা কবিরাজ গোস্বামী জনশ্রুতি হইতে লিখিয়াছেন । এরূপ অলৌকিক ঘটনার কথা মুরারি, কবিকর্ণপুর ও বৃন্দাবনদাস কিছুই জানিতেন না । চতুর্দশ পরিচ্ছেদে প্রতাপকন্দের উদ্ধার বর্ণনার পর কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের বলগণ্ডিতোগের কথা লিখিয়াছেন । ভোগের বিবিধ আহাৰ্য্য দ্রব্যের তালিকা তাঁহার নিজস্ব । যখন মত্ত হস্তিগণও রথ টানিয়া লইয়া যাইতে পারিতেছে না, তখন শ্রীচৈতন্য

আপনে রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া ।

হড় হড় করি রথ চলিল ধাইয়া ॥—২।১৪।৫৩

এইরূপ ঘটনা মুরারি, কবিকর্ণপুর ও বৃন্দাবনদাস বর্ণনা করেন নাই । শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী বা রঘুনাথদাসও স্তবের মধ্যে এই ঘটনার কোন ইঙ্গিত করেন নাই । ভক্তগণ প্রভুকে কিরূপে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন, তাহার বর্ণনাও কবিরাজ গোস্বামীর নিজস্ব ।

তারপর চরিতামৃতে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে জলকেলির কথা আছে । ঐ অংশ মহাকাব্য অবলম্বন করিয়া লিখিত । একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি ।

মহাকাব্য :

স্থনিপাত্য কৃপানিধিস্তদা

প্রভুমদৈতমধোজলাস্তরে ।

তদুপর্যাপি সালসঃ স্নয়ং

পরিস্পৃঃ স যযৌ সনিদ্রতাম্ ॥—১৮।১৪

হাসি মহাপ্রভু তবে অদৈতে আনিল ।

জলের উপরে তাঁরে শেষ শয্যা কৈল ॥

আপনে তাহার উপর করিল শয়ন ।

শেষশায়ি-লীলা প্রভু কৈল প্রকটন ॥—২।১৪।৮৬-৮৭

চতুর্দশ পরিচ্ছেদের ১১১ হইতে ২২৮ পয়ার পর্যন্ত হোড়া পঞ্চমীর ঘটনা-উপলক্ষে নায়িকা-ভেদের বর্ণনা আছে । ঐ বর্ণনা যে “উজ্জলনীলমণি” হইতে লওয়া সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, যদিও স্বরূপ-দামোদরের মুখ দিয়া ধীরা, অধীরা, ধীরা-ধীরা, মুগ্ধা, প্রগল্ভা, বামা প্রভৃতির লক্ষণ বলান হইয়াছে ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত কৃষ্ণজন্ম যাত্রার বিবরণ মহাকাব্যের ১৮।৪৮-৫১ অবলম্বনে লিখিত ; যথা—

চৈ. চ. : তবে লগুড় লৈয়া প্রভু ফিরাইতে লাগিলা ।
 বার বার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা ॥
 শিরের উপরে পৃষ্ঠে সম্মুখে দুই পাশে ।
 পাদমধ্যে ফিরায় লগুড়, দেখি লোক হাসে ॥

মহাকাব্য : কৃষ্ণমুক্তিপতি কৃষ্ণং পদা
 কৃষ্ণপতি ভ্রাময়তি কৃষ্ণস্ত তম্ ।
 ভূজকক্ক-তটৌরুজাতুপাং
 কমলাধোবধ ইত্যন্ততঃ প্রভুঃ ॥—১৮।৫০

নিত্যানন্দকে গোড়ে প্রেরণের কাহিনীর সূত্র বৃন্দাবনদাস হইতে লওয়া । কিন্তু শ্রীচৈতন্য যে শচীমাতার জন্ম বস্ত্র-প্রসাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে

 নিত্য যাই দেখি মুই তাঁহার চরণে ।
 ক্ষুণ্ণি জ্ঞানে তেঁহো তাহা সত্য নাহি মানে ॥

এবং তিনি নীলাচলে থাকিলেও শচীর রক্ষন আবির্ভাব রূপে ভোজন করেন, এ-সব কথা চরিতামৃত ছাড়া অন্য কোন চরিতগ্রন্থে নাই ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ-বর্ণিত অন্ত্যান্ত ঘটনা কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিজের সংগ্রহ । ঐ পরিচ্ছেদের শেষ দিকে একটি অলৌকিক ঘটনা আছে । সার্বভৌমের জামাতা অমোঘ শ্রীচৈতন্যের ভোজনের পরিমাণ দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

 এই অম্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন ।

একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন ॥—২।১৫।২৪৫

এই অপরাধে তাঁহার বিন্দুচিকা হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য আসিয়া তাঁহার বুকে হাত দিলেন ও কহিলেন—

উঠহ অমোঘ তুমি কহ কৃষ্ণ নাম ।
অচিরে তোমাকে কৃপা করিবে ভগবান্ ॥
শুনি “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলি অমোঘ উঠিলা ।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হৈয়া নাচিতে লাগিলা ॥

মধ্যলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদের ঘটনা প্রধানতঃ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের দশমাক্ষ হইতে গৃহীত। গোড়ীয় ভক্তদের নীলাচলে আগমন-বর্ণনা নাটকের দশমাক্ষের প্রথম অংশের ভাব লইয়া লিখিত। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক।

নাটকে—“তেষামভিভাবকতয়া শিবানন্দনামা কশ্চিত্তশ্চৈব ভগবতঃ পার্শ্বদো বসুর্নঃ কণ্টকায়মানানাং ঘটুপালানাং ঘটুদেয়াদিনিস্ববিষ্ম নিবারক আচণ্ডালমপি প্রতিপাল্য নয়তি ॥”

শিবানন্দ সেন করে সব সমাধানে ।
ঘাটিয়াল প্রবোধি দেন সভারে বাসস্থানে ॥
ভক্ষ্য দিয়া করেন সভার সর্বত্র পালনে ।
পরম আনন্দে যান প্রভুর দর্শনে ॥

Sri Chaitanya's coming to Goud

শ্রীচৈতন্যের গোড়ে আগমন

ষোড়শ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যের গোড়ে আগমন বর্ণিত হইয়াছে। ঐ ঘটনাও নাটক অনুসরণ করিয়া লেখা। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

(ক) তুরস্করাজার বা রাজপুরুষের সাহায্যে প্রভুর উড়িষ্যা সীমানা হইতে পানিহাটী আগমন—

না. ২১৬-২২ (ব. স.); চৈ. চ. ২১৬১৫৪-১২২। কবিরাজ মূল ঘটনা নাটক হইতে লইলেও কিছু নূতন কথা বলিয়াছেন—

যথা—

যবন বলিল, “বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেন না জন্মাইলে।”

নাটকে এক নৌকায় প্রভু ও নৌকাস্তরে তুর্কীর গমন বর্ণিত আছে। কিন্তু চরিতামৃতে আছে “দশনৌকা ভরি সৈন্য সঙ্গে নিল।”

(খ) শ্রীচৈতন্যের গঙ্গাতীর হইতে শ্রীবাসের বাড়ী যাইবার পথ প্রভুর চরণধূলি লওয়ায় জন্ম গর্ত হইয়া গেল।

—না. ২১৩১ ; চৈ. চ. ২।১৬।১৫৪-৫৫

(গ) হুসেন সাহ-কর্তৃক কেশব ছত্রীকে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে অত লোক যাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা—

—না. ২১৩৪ ; চৈ. চ. ২।১।১৫৭-৬৪

গদাধর গোস্বামি-কর্তৃক প্রভুর অমুসরণ এবং প্রভু-কর্তৃক তাঁহার প্রবোধ ও শাস্তিপুর্বে রঘুনাথদাসের সহিত শ্রীচৈতন্যের মিলন-ঘটনা-বর্ণনা কবিরাজ গোস্বামীর নিজস্ব। রঘুনাথদাসের কাহিনী-সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা নির্ভরযোগ্য।

চরিতামৃতের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে প্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রা, প্রকাশানন্দ-কাহিনী ও বৃন্দাবন-দর্শন বর্ণিত হইয়াছে। প্রকাশানন্দ-কাহিনীর ঐতিহাসিকতা পূর্বেই বিচার করিয়াছি। প্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রার কোন বিশদ বিবরণ কৃষ্ণদাস কবিরাজের পূর্বে কেহ লেখেন নাই। কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

প্রভু কহে ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’, ব্যাঘ্র উঠিল।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল ॥

আবার—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ করি প্রভু যবে কৈল।

কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র মৃগ নাচিতে লাগিল ॥

নাচে-কুন্দে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ সঙ্গে।

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব রঙ্গে ॥

ব্যাঘ্র মৃগ অগ্নোত্তে করে আলিঙ্গন।

মুখে মুখ দিয়া করে অগ্নোত্তে চুম্বন ॥—২।১৭।৩৭-৩৯

মুরারি গুপ্ত বৃন্দাবন-যাত্রার সংক্ষিপ্ত ও বৃন্দাবন-দর্শনের অতি বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বৃন্দাবন-যাত্রা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বৃন্দাবন-যাত্রা সম্বন্ধে মুরারি গুপ্ত বলেন—

সোৎকর্গঃ ধাবতন্তশ্চ মত্তসিংহশ্চ বৈ প্রভোঃ

সঙ্গিনো বলদেবাণা ধাবন্তি তমুত্ততাঃ ।—৪।১।১১

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলদেবের নাম বলভদ্র ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন। নাটকে আছে যে প্রভুর সঙ্গে—

ভিক্ষাযোগ্যাঃ কিয়ন্তো বিপ্রাঃ প্রেষিতাঃ সন্তি ।

—নবমাক ১৮, নি. স.

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

এই বিপ্র বহি নিবে বস্ত্রানুভাজন ।

ভট্টাচার্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন ॥—২।১৭।১৮

মুরারির বর্ণনায় কাশীতে প্রভুর সহিত তপন মিশ্র ও তংপুত্র রঘুনাথের (ভট্ট) মিলন, ও প্রভুর চন্দ্রশেখর বৈষ্ণবের গৃহে স্থিতির কথা পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে প্রভু কাশীবাসিজনকে হরিভক্তরত করিয়াছিলেন। প্রকাশানন্দের কথা মুরারি কিছু লেখেন নাই।

মুরারির কড়চায় আছে—

ততঃ প্রয়াগমাসাত্ত দৃষ্ট্বা শ্রীমাধবং প্রভুঃ ।

প্রেমানন্দ-সুধাপূর্ণো ননর্ত্ত স্বজনৈঃ সহ ॥

শ্রীলাক্ষ্মণবটং দৃষ্ট্বা ত্রিবেণীস্নানমাচরন্ ।

যমুনায়াঞ্চ সংমজ্জ্য নৃত্যন্ বারেন্দ্রলীলয়া ॥

ভৃঙ্কারগভীরারাবৈঃ প্রেমাশ্রুপুলকৈর্বৃতঃ ।

ব্রজন্ ক্রমাত্তমুত্তীৰ্য্য বনং চাগ্রং দদর্শ হ ।—৪।২।১-৩

চরিতামৃতে আছে—

প্রয়াগে আসিয়া প্রভু কৈল ত্রিবেণীস্নান ।

মাধবে দেখিয়া প্রেমে কৈল নৃত্যগান ॥

যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া ।

আন্তে ব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া ॥

এই মত তিন দিন প্রয়াগ রহিল ।

কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥

মথুরা চলিতে প্রেমে যাহা রহি যায় ।

কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায় ॥

মুরারি বলেন এক ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্যকে বৃন্দাবনের বিভিন্ন স্থান দেখাইয়াছিলেন।

কবিরাজ গোস্বামী এই ব্রাহ্মণের নাম বলেন নাই বটে, কিন্তু তিনি যে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য হইয়াছিলেন তাহা জানাইয়াছেন।

বৃন্দাবন-দর্শনে প্রভুর যে ভাবোন্মাদের চিত্র কবিরাজ গোস্বামী আঁকিয়াছেন তাহার কিছু উপাদান নাটক হইতে মিলিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী স্বকৃত গোবিন্দলীলামৃতের তিনটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী বলেন যে আরিতে প্রভু রাধাকুণ্ডবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কোন খবর পান নাই। তখন তিনি “দুই ধাতুক্ষেত্রে অল্পজলে কৈল স্নান” (২।১৮) এবং উহাই রাধাকুণ্ড স্নানকুণ্ড। ১১৩০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি লেখা লক্ষ্মীধরের কৃত্যকল্পতরুর তীর্থবিবেচন খণ্ডে (পৃ. ১৯০) বরাহপুরাণ হইতে উদ্ধার করিয়া রাধাকুণ্ড-মাহাত্ম্য দেওয়া আছে।^১

At approx 1130 CE written Krityakalpataru book's Tirthavivechan part (Pg. 190) the writer

Image of Gopal / Sri Nath of Gobardhan hill

গোপাল বিগ্রহের বিবরণ

মধ্যলীলার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন-দর্শন-বর্ণনা উপলক্ষে কবিরাজ গোস্বামী গোপাল বিগ্রহের বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি তৎপূর্বে চতুর্থ পরিচ্ছেদে মাধবেন্দ্র পুরী-কর্তৃক গোবর্দ্ধন পর্বতে গোপাল বিগ্রহের উদ্ধার ও প্রতিষ্ঠার বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—

গোড় হৈতে আইলা দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ।

পুরী গৌসাই রাখিল তাঁরে করিয়া যতন ॥

সেই দুয়ে শিষ্য করি সেবা সমর্পিল।

রাজ সেবা হয় পুরীর আনন্দ বাড়িল ॥^২

Socio Economic History of Northern India (1030 - 1194 CE)

১ আমার পুত্র ভক্তপ্রসাদ মজুমদার তাহার “Socio-Economic History of Northern India” (1030-1194 A. D.) গ্রন্থে (৪৯০ পৃষ্ঠায়) লক্ষ্মীধরদ্বারা এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া আমার দৃষ্টি তৎপ্রতি আকর্ষণ করিয়াছে—রাধাকুণ্ডে বিখ্যাত তন্মিন ক্ষেত্রে পরমঃ মম। তত্র স্নানম্ তু কুর্ষ্বীত একরাত্রোষিত নবাঃ ॥

২ ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এই বিবরণ দেখিয়া অনুমান করেন যে মাধবেন্দ্র পুরী বাঙ্গালী ছিলেন। কিন্তু টাওন মহাশয় “শ্রীনাথজীকি প্রাকটা বার্তা” নামক পুথির উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন—

“Vallabhacharya had entrusted Madhavendra Puri, a Tailang Brahman Sannyasi of the Madhva School, with the duty of worshipping Sri Nath on the mount of Govardhan.” (Allahabad University Studies, Vol. xi, 1835).

বল্লভচারী সম্প্রদায় দাবী করেন যে শ্রীচৈতন্যের পরম গুরু মাধবেন্দ্র পুরীকে বল্লভাচার্য্যই গোপাল বা শ্রীনাথের সেবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ মাধবেন্দ্র বল্লভাচার্য্যের অনুগত ছিলেন। আর চরিতামৃতের মতে বল্লভাচার্য্য শ্রীচৈতন্যের অনুগত হইয়াছিলেন। এই দুই পরস্পর-বিরোধী উক্তির মধ্যে কোনটি সত্য বিচার করা যাউক।

Vallavacharya and Sri Chaitanya an analysis

ষোড়শ শতাব্দীতে বল্লভাচার্য্য ও শ্রীচৈতন্যদেব প্রায় একই সময়ে প্রেমধর্ম প্রচার করিয়া দুইটি প্রবল ধর্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। বল্লভাচার্য্য (১৪৭২-১৫৩১ খ্রী. অ.) বয়সে শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা সাত বৎসরের বড়। শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎকারের পূর্বেই তিনি একটি বৃহৎ ধর্ম-সম্প্রদায় গঠন ও বহু গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলনের ফলে শেষ বয়সে তাঁহার ধর্মমতের কিছু পরিবর্তন হইয়াছিল বলিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্যলীলা, সপ্তম পরিচ্ছেদ) লিখিত আছে। চরিতামৃতের এই বর্ণনা সত্য বলিয়া মনে হয়; কেন-না (১) বল্লভাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের সুবোধিনী টীকায় বা “ষোড়শ গ্রন্থে” শ্রীরাধার নাম উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু “কৃষ্ণপ্রেমামৃতে” ও “কৃষ্ণস্তুবে” রাধার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। হয়ত “ষোড়শ গ্রন্থ” শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎকারের পূর্বে লেখা; আর উক্ত স্তোত্র দুইটি শ্রীচৈতন্যের কৃপাপ্রাপ্তির পরে লেখা। (২) তিনি পরলোকগমনের পূর্বে পুত্রদিগকে নিম্নলিখিত শিক্ষা-শ্লোক বলিয়াছেন—

ময়ি চেদন্তি বিশ্বাসঃ শ্রীগোপীজনবল্লভে
তদা কৃতার্থা যুয়ং হি শোচনীয়ং ন কহিচিৎ ।
মুক্তির্হিদ্ভাগ্যধারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ।

(Von Glasenapp কর্তৃক Z. D. M. G. ১৯৩৪ খ্রী. অ., পৃ. ৩১১)
বল্লভাচার্য্য সারাজীবন বালগোপালের উপাসনা প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু দেখিতেছি শেষ সময়ে “গোপীজনবল্লভে” আস্থা স্থাপন করিতেছেন। কিশোর-গোপাল-সম্বন্ধেই “গোপীজনবল্লভ” বিশেষণ প্রযোজ্য, বালগোপাল-সম্বন্ধে নহে। শ্রীচৈতন্য বা গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর প্রভাবেই তাঁহার মতের পরিবর্তন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। (৩) বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিট্ঠলেশ্বর শ্রীরাধাকে বহুস্থানে ‘স্বামিনি’ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। বোধ হয় শেষ বয়সে পিতার মত-পরিবর্তন-হেতু পুত্রের লেখায় শ্রীরাধা এরূপ প্রাধান্য

পাইয়াছেন। (৪) কবিকর্ণপুর ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় বল্লভাচার্য্যকে গৌরাঙ্গের পরিকর বলিয়া ধরিয়াছেন এবং শুকদেব বলিয়া তাঁহার তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। উক্ত বল্লভাচার্য্য যদি ভাগবতের স্তবোদ্ভিনী টীকার রচয়িতা না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে “শুকদেব” বলার কোন অর্থ হইত না। যদুনাথ দাস “শাখানির্ণয়ামতে” বল্লভাচার্য্যকে গদাধর-শাখাভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিবরণের সহিত চরিতামৃতের মিল আছে। শ্রীজীবের “বৈষ্ণব-বন্দনায়” বল্লভাচার্য্যের বন্দনা আছে। পরে যখন শ্রীনাথের বিগ্রহ লইয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন হয়ত গোড়ীয় সম্প্রদায় তাঁহার নাম গৌরগণের মধ্যে উল্লেখ করিতে অস্বীকার করেন। তজ্জগুই দেবকীনন্দনের ও দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাসের বৈষ্ণব-বন্দনায় ইহার নাম দেওয়া হয় নাই। কিন্তু দেবকীনন্দনের বৃহৎবৈষ্ণব-বন্দনার পুথিতে বল্লভাচার্য্যের নাম আছে।

যখন শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনে গমন করেন তখন—

অন্নকূট নামে গ্রামে গোপালের স্থিতি।

রাজপুত লোকের সেই গ্রামেতে বসতি ॥

When Sri Chaitanya went to Vrindavan at that time Gopal image was in Annakut village

এই সময়ে গোড়ীয় ব্রাহ্মণই গোপালের সেবাস্থিকারী ছিলেন কি না জানা যায় না। গোপাল তখন স্বেচ্ছভয়ে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে গাঁঠুলি গ্রামে দর্শন করেন। শ্রীকৃপের যখন বৃদ্ধবয়স, তখন তাঁহার গোপালদর্শনের ইচ্ছা হইল। তখন—

স্বেচ্ছভয়ে আইল গোপাল মথুরা নগরে।

এক মাস রহিল বিট্ঠলেশ্বর ধরে ॥

তবে রূপ গোসাঞি সব নিজগণ লঞা।

এক মাস দর্শন কৈলা মথুরা রহিঞা ॥

শ্রীকৃপের সঙ্গে গোপাল ভট্ট, রঘুনাথদাস, রঘুনাথ ভট্ট, লোকনাথ, ভৃগুর্ভ, শ্রীজীব, যাদব আচার্য্য, গোবিন্দ গোসাঞি, উদ্ধবদাস, মাধব, গোপালদাস, নারায়ণদাস, গোবিন্দ ভট্ট, বাণী কৃষ্ণদাস, পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান, লঘু হরিদাস প্রভৃতি গোপাল দর্শন করিতে গিয়াছিলেন (চরিতামৃত, ২।১৮।৪১-৪৮)।

এখন সমস্তা হইতেছে এই যে, মাধবেন্দ্র পুরী দুই গোড়ীয়াকে যে

গোপালের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তিনি কি করিয়া বলভাচার্যের পুত্র বিট্ঠলেশ্বরের আয়ত্তে আসিলেন। এক সম্প্রদায়ের সেবিত বিগ্রহ অল্প সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত হইল কি করিয়া? শ্রীকৃপ যদি কেবল মাত্র গোপাল দর্শন করিতে যাইবেন তবে অত লোক সঙ্গে করিয়া গেলেন কেন? আর শ্রীকৃপের গোপাল-দর্শন করিতে যাওয়া এমনই কি প্রধান ঘটনা যাহা লিখিতে যাইয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার সঙ্গীদের নামের তালিকা দিলেন।

এই-সব প্রশ্নের আংশিক সমাধান হয় বলভাচার্যী সম্প্রদায়ের প্রামাণিক গ্রন্থ “শ্রীপুষ্টিমাগীয়া শ্রীআচার্য্যাজী মহাপ্রভুনকে নিজসেবক চৌরাশী বৈষ্ণবনকী বার্তা” হইতে। এই গ্রন্থখানি কাল হিসাবে হিন্দী গদ্য সাহিত্যের দ্বিতীয় বই বলিয়া গণ্য। এখন যে হিন্দী অপ্রচলিত, সেই ভাষায় লিখিত। শ্রীনাথজী কি করিয়া বাঙ্গালীর অধিকার হইতে বলভাচার্যী সম্প্রদায়ের হাতে

Sri Nathji = Gopal = Gobardhanji

আসিলেন তাহার বিবরণ ঐ গ্রন্থে আছে। শ্রীনাথজী গোপালেরই নামান্তর, কেন-না ঐ গ্রন্থে আছে যে মানসিংহ গোপালপুরে গোবর্দ্ধননাথজীর দর্শন করিতে যান—অনেক স্থলে গোবর্দ্ধননাথজীকে সংক্ষেপে শ্রীনাথজী বলা হইয়াছে (পৃ. ৩২৬-৩৩১)। ঐ গ্রন্থের বিবরণ নিয়ে লিখিত হইল।

First priests of Sri Nathji are bengali's as per the 2nd book of Hindi prose literature
 শ্রীনাথজীর সেবা প্রথমে বাঙ্গালী করিত (ঔর প্রথম সেবা শ্রীনাথজীকী 'SriPushti margiya Sri Acharyaji Mahaprabhunke nijsevak Chaourashi vaishanvki varta' বংগালী করিতে)। যাহা কিছু ভেট আসিত সমস্তই খরচ হইয়া যাইত।

একদিন আচার্য্যাজী মহাপ্রভু (বলভাচার্য্য) কৃষ্ণদাসকে আজ্ঞা দেন যে তুমি গোবর্দ্ধনে থাকিয়া সেবা টহল কর। এইরূপে কৃষ্ণদাস অধিকারী হইলেন। একদিন অবধূত দাস নামক মহাপুরুষ কৃষ্ণদাসকে বলিলেন, “শ্রীনাথজীর বৈভব বাড়াইতে হইবে।” “তুম্ বংগালীন্কে দূর কেঁভা নেহী কর্ত ? শ্রীনাথজী আমাকে বলিয়াছেন যে বাঙ্গালী তাঁহাকে খুব কষ্ট দেয়।” কৃষ্ণদাস বলিলেন, “শ্রীগৌসাইজীর (বিট্ঠলেশ্বর) বিনা আজ্ঞায় কিরূপে বাঙ্গালীকে তাড়াই?” অবধূত দাস তাঁহাকে অডেল যাইয়া আজ্ঞা লইয়া আসিতে বলিলেন। কৃষ্ণদাস অডেল যাইয়া গৌসাইজীকে বলিলেন—

“বাঙ্গালীরা বড়ই মাথা উঠাইয়াছে। শ্রীনাথজীর যাহা ভেট আসে সব লইয়া যাইয়া নিজের গুরুকে দেয় (বাংগালীনে বহত্ মাথোঁ উঠায়ো হৈ, জে ভেট আবত হৈ সো লেজতে হৈ, সো সব অপনে গুরুনকে দেত হৈ)।” গৌসাইজী এই কথা সমর্থন করিলেন, কিন্তু বলিলেন যে আচার্য্যাজী মহাপ্রভু যখন বাঙ্গালীকে রাখিয়াছেন, তখন তাহাদিগকে তাড়ান যায় কি করিয়া।

কৃষ্ণদাস অধিকারী বলিলেন, “আপনি টোডরমল্ল ও বীরবলের নামে দুইখানি চিঠি দিন, আমি সব ঠিক করিয়া লইব।” কৃষ্ণদাস বিট্ঠলেশ্বরের পত্র লইয়া ঐ দুই প্রভাবশালী রাজপুরুষের সহিত আগ্রায় দেখা করিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কৃষ্ণদাস শ্রীনাথজীর মন্দিরে আসিলেন। রুদ্রকুণ্ডের উপর বাঙ্গালীরা কুটীর বাধিয়া থাকিতেন, তিনি উহাতে আগুন লাগাইয়া দিলেন। খুব সোরগোল হইল। বাঙ্গালীরা সেবা ছাড়িয়া পর্বতের নীচে আসিলেন। তখন কৃষ্ণদাস পর্বতের উপর নিজের লোক পাঠাইয়া দিলেন। বাঙ্গালীরা যখন দেখিলেন যে কৃষ্ণদাস কুটীরে আগুন লাগাইয়াছেন, তখন তাঁহারা কৃষ্ণদাসের সহিত লড়াই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণদাস তাঁহাদিগকে দুই-চার লাঠি মারিলেন, বাঙ্গালীরা সেখান হইতে পলাইয়া মথুরায় আসিয়া রূপসনাতনকে সব কথা বলিলেন (সো বে বাংগালী সব রুদ্রকুণ্ড উপর রহতে, উই উনকী বোপরী হতী। সো কৃষ্ণদাসনে জরায় দীনী তব সোর ভয়েউ তব বাংগালী সেবা ছোড়কে পর্বতকে নীচে আইয়। তব কৃষ্ণদাসনে পর্বত উপর আপনে মন্তুয়া পাঠায় দীয়ে, তব বাংগালী দেখে তৌ কৃষ্ণদাসনে বোপরীমে আগ লগায় দীনী হৈ, তব সব বাংগালী কৃষ্ণদাসসৌ শরণ লাগৈ। তব কৃষ্ণদাসনে দৈ দৈ চার চার লাঠি সবনকে দীনী। তব বে বাংগালী তাহাঁসে ভাজো সো মথুরা আয়ে তব রূপসনাতনকে পাস আয়কে সব বাত কহী)।

কৃষ্ণদাসও রূপসনাতনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রূপসনাতন বলিলেন, “তুমি শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণকে মারিলে!”

কৃষ্ণদাস বলিলেন, “আমি ত শূদ্র; তোমরাও ত অগ্নিহোত্রী নহ। তোমরাও ত কায়স্থ।” সনাতন বলিলেন, “এই কথা বাদশাহ শুনিলে কি জবাব দিবে?” কৃষ্ণদাস বলিলেন, “আমি যাহা হয় জবাব দিব, কিন্তু তুমি যে কায়স্থ হইয়া ব্রাহ্মণদের প্রণাম লও, তোমরাও জবাব দেওয়া মুশ্কিল হইবে।” এই কথা শুনিয়া সনাতন চূপ করিয়া গেলেন। এইখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে শ্রীজীব গোস্বামী লঘুতোষণী-নামক ভাগবতের টীকায় শ্রীরূপসনাতনকে ব্রাহ্মণ-বংশজাত বলিয়াছেন। রূপসনাতন কায়স্থ নহেন। বল্লভাচারী সম্প্রদায় নিজেদের অত্যাচারের সমর্থনকল্পে সনাতনকে কায়স্থ বলিয়াছেন।

যাহা হউক, বাঙ্গালীরা মথুরার হাকিমের নিকট নালিশ করিলেন।

হাকিমের কাছে কৃষ্ণদাস বলিলেন, “এরা আমার চাকর ছিল। সেবা ছাড়িয়া যখন চলিয়া আসিয়াছে, তখন আর সেবা পাইতে পারে না। এদের কুটীর যদি আশুনে পুড়িয়াই যাইত, আমি নূতন কুটীর বানাইয়া দিতাম। কুটীর রক্ষার জন্ত সেবা ছাড়িয়া ইহারা চলিয়া আসিল কেন?” হাকিম বোধ হয় টোডরমল্ল ও বীরবলের নিকট হইতে আগেই ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন। সেই জন্ত তিনি কৃষ্ণদাসের এবং বিধ অগ্নায়ের কোন প্রতীকার করিলেন না।

কৃষ্ণদাস গৌসাইজীকে সব বিবরণ লিখিয়া প্রার্থনা জানাইলেন যে তিনি একবার আসিলে ভাল হয়। গৌসাইজী শ্রীনাথজীর মন্দিরে আসিলেন। বাঙ্গালীরা যাইয়া তাঁহার নিকট নালিশ করিলেন। তিনিও কৃষ্ণদাসের গ্নায় জবাব দিলেন। তখন বাঙ্গালীরা বলিলেন, “মহারাজ অব হম খায়ঙ্গে ক্যা?” গৌসাইজী তখন তাঁহাদিগকে মদনমোহনের সেবা সমর্পণ করিলেন। বাঙ্গালীরা সেই হইতে গোবর্দ্ধনবাস ছাড়িয়া দিলেন। শ্রীনাথের সেবায় গুজরাতী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইল (পৃ. ৩৪৩-৩৫০, কল্যাণ, বোধে লক্ষ্মীবিকটেশ্বর প্রেস সংস্করণ)।

বল্লভাচার্যী সম্প্রদায়ের এই বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কৃষ্ণদাস ছল-চাতুরী, মিথ্যাকথা ও অবৈধ বলপ্রয়োগের দ্বারা বাঙ্গালীকে অধিকারচ্যুত করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণের সহিত এই বিবরণ মিলাইয়া পড়িলে মনে হয় শ্রীরূপের সঙ্গিদল-সহ গোপাল-দর্শনে যাওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মথুরার হাকিমের নিকট নালিশ করিতে যাওয়া।

Von Glasenapp বলেন যে শ্রীচৈতন্য ও বল্লভ-সম্প্রদায়ীদের মধ্যে সম্ভাব ছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের ভক্তদের নিকট হইতে বিটর্ঠলেশ্বর যখন প্রসিদ্ধ শ্রীনাথ-বিগ্রহ কাড়িয়া লইয়া নিজের পূর্ণ অধিকারে আনিলেন এবং ঐ বিগ্রহ গোবর্দ্ধন হইতে মথুরায় স্থানান্তরিত করিলেন তখন হইতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের সকল ঘটনাই কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিজস্ব সংগ্রহ। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় “পাঠান রাজকুমার বিজুলি খা” নামক প্রবন্ধে এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত একটি ঘটনা যে ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।^১ তবে কৃষ্ণদাস-কবিরাজ কাজীদলন

১ প্রমথ চৌধুরী, “নানা চর্চা”, পৃ. ১১১-১২৭। তাঁহার মতে বিজুলি খাঁ কালিঞ্জর দুর্গাধিপতি বিহার খান আকগানের পালিত পুত্র।

এবং শ্রীচৈতন্যের গোড়ে আগমনে নোকা-প্রদানকারী তুর্কী রাজপুরুষের প্রতি কৃপা বর্ণনার জায়, এ স্থানেও শ্রীচৈতন্যের দ্বারা মুসলমান শাস্ত্র খণ্ড খণ্ড করাইয়াছেন ও এক পীরের দ্বারা বলাইয়াছেন—

অনেক দেখিহু মুঞি স্নেহ শাস্ত্র হইতে ।

সাধ্য সাধন বস্তু নারি নির্দারিতে ॥—২।১৮।১৯২

চরিতামৃতের উনবিংশ পরিচ্ছেদে রূপ-সনাতনের বিষয়-ত্যাগ ও বৃন্দাবন-গমন বর্ণিত হইয়াছে। ঐ বিবরণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য ; কেন-না কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীরূপ ও শ্রীজীবের অন্তরঙ্গ সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন।

এই পরিচ্ছেদে শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর শিক্ষা বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য ভক্তিরসামৃতসিদ্ধুর বিষয়বস্তু সমস্ত শ্রীরূপকে বলিয়া দিয়াছিলেন এবং শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্যের প্রদত্ত সূত্রগুলির কেবলমাত্র পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন।

Teachings to Sanatan

সনাতন-শিক্ষা

বিংশ পরিচ্ছেদ হইতে পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদের মূলঘটনা সনাতন-শিক্ষা। এই কয়টি অধ্যায়ে কবিরাজ গোস্বামী গোড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন—যাহা সনাতন গোস্বামী বৃহত্তাগবতামৃতে এবং শ্রীজীব গোস্বামী ষট্‌সন্দর্ভ ও সর্বসম্বাদিনীতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—তাহার সংক্ষিপ্তসার দিয়াছেন। বিংশ পরিচ্ছেদের শেষে (২।২০।২৬৯-৩৩৪) শ্রীরূপ-কৃত লঘু-ভাগবতামৃতের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইয়াছে।

কবিরাজ গোস্বামী একবিংশ পরিচ্ছেদে বৃহত্তাগবতামৃতের অনেক কথা লইয়াছেন। কৃষ্ণ-ব্রজা সংবাদটি ঐ গ্রন্থেই বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ভক্তিরসামৃতসিদ্ধুর সংক্ষিপ্তসার। চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে পুনরায় “আত্মারাম” শ্লোকের ব্যাখ্যা। এ বারে একষটি প্রকার।

If Sanatan Goswami had heard 61 different explanations of the verse "Atmarama", then he must have expounded on those in the sub commentary of Bhagavat.

যদি সনাতন একরূপ ব্যাখ্যা শ্রীচৈতন্যের নিকট শুনিতেন, তাহা হইলে তিনি নিজে ভাগবতের টীকায় ঐরূপ ভাবের ব্যাখ্যা করিতেন বা শ্রীজীবের দ্বারা করাইতেন।

“আত্মারাম” শ্লোক ব্যাখ্যা করার পর কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের দ্বারা সনাতনকে বৈষ্ণব শ্রুতি লেখার উপদেশ দেওয়াইয়াছেন। উনিশ

হইতে পঁচিশ পরিচ্ছেদের উপাদান কি করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। তিনি যে বইয়ের সংক্ষিপ্তসার দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন, সেই বইয়ের মুখ্য মুখ্য কথা তিনি শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। যেমন হরিভক্তিবিলাসখানি হাতে লইয়া তিনি তাহার সূচীপত্র তৈয়ার করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যের দ্বারা ঐ সূচীপত্র বলাইয়া সনাতনকে আদেশ করা হইল “এই ভাবে বই কর।” যথা—

(ক) চরিতামৃতে—

তথাপি সূত্ররূপ শুন দিগ্‌দরশন ।

সর্ব কারণ লিখি আদৌ গুরু আশ্রয়ণ ॥—২।২৪।২৪১

হরিভক্তি বিলাস—

আদৌ সকারণং লেখ্যং শ্রীগুরুশ্রয়ণং ততঃ ।—১।৪

(খ) চৈ. চ.—গুরুলক্ষণ শিষ্যলক্ষণ, দোহার পরীক্ষা ।

সেব্য ভগবান্, সব মন্ত্র বিচারণ ॥

হ. ভ. বি.—গুরুঃ শিষ্যঃ পরীক্ষাদিভগবান্ মহুরস্ত চ ।

সেব্য ভগবান (১।৫৫-৭৪)

সবমন্ত্র বিচারণ (১।৭৫-৮২) ॥

(গ) চৈ. চ.—মন্ত্র-অধিকার মন্ত্রশুদ্ধাদি শোধন ।

হ. ভ. বি.—মন্ত্রাধিকারী সিদ্ধাদিশোধনং মন্ত্রসংশ্রিয়া ।

(ঘ) চৈ. চ.—দীক্ষা, প্রাতঃস্মৃতিকৃত্য, শৌচ, আচমন ।

হ. ভ. বি.—দীক্ষা নিত্যং ব্রাহ্মকালে শুভোখানং পুবিজ্ঞতা ।

প্রাতঃকৃত্যাদি কৃষ্ণস্ত বাজ্যতৈশ্চ প্রবোধনম্ ॥

নির্মাল্যোত্তারণাত্মাদৌ মঙ্গলারাত্রিকং ততঃ ।

(ঙ) চৈ. চ.—দস্তধাবন, স্নান, সঙ্ক্যাতি বন্দন ।

গুরুসেবা, উর্দ্ধপুণ্ড, চক্রাদি ধারণ ॥

হ. ভ. বি.—মৈত্রাদিকৃত্যং শৌচাচমনং দস্তস্ত ধাবনম্ ।

স্নানং তাত্ত্বিকসঙ্ক্যাতি দেবসদ্বাদিসংক্রিয়া ॥

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে পুনরায় প্রকাশানন্দ-কাহিনী। এই পরিচ্ছেদে যে বিচার আছে, তাহা মূলতঃ শ্রীজীব গোস্বামীর তত্ত্বসন্দর্ভ হইতে লওয়া। এখানেও শ্রীচৈতন্যের দ্বারা কবিরাজ গোস্বামী আবার “আত্মারাম” শ্লোকের ব্যাখ্যা করাইয়াছেন।

Evaluation of Antylila (Last / Ultimate Lila)

অন্ত্যলীলার বিচার

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলায় প্রধানতঃ শ্রীমন্নহাপ্রভুর ভাবোন্মাদ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃপ গোস্বামী ও রঘুনাথদাস গোস্বামীর কয়েকটি স্তবে যে সামান্য উপকরণ গ্রহণকার পাইয়াছিলেন, তাহারই সদ্যবহার করিয়া তিনি শ্রীচৈতন্যের ভাবজীবনের অপূর্ণ আলেখ্য আঁকিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের বিরহ ভাবের যে সামান্য চিত্র আমরা মুরারি, কবিকর্ণপুর, প্রবোধানন্দ ও বৃন্দাবন-দাসের গ্রন্থে পাই, তাহার সহিত এই আলেখ্যের কোন মূলগত বিরোধ নাই—অথচ অত্র কোন চরিতকার কবিরাজ গোস্বামীর দ্বায় সজীব চিত্র অঙ্কন করিতে পারেন নাই। চরিতামৃতের অন্ত্যলীলা রসিক জনের চিত্তহারী, কবিগণের কল্পলোক ও সাধক-ভক্তের কণ্ঠহার।

প্রথম পরিচ্ছেদে শিবানন্দ সেন প্রভৃতি ভক্তের নীলাচলে আগমন এবং শ্রীকৃপ গোস্বামীর নাটকের আশ্বাদন বর্ণিত হইয়াছে। শিবানন্দের কুকুরের প্রসঙ্গটি চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক (১০।৩) হইতে গৃহীত হইয়াছে (চৈ. চ. ৩।১।১২-২৮)। নাটকে আছে, “মন্ত্রে তেনৈব শরীরেণ রূপান্তরং লব্ধা লোকান্তরং প্রাপ্তঃ।”

চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

আর দিন কেহো তার দেখা না পাইল।

সিদ্ধ দেহ পাঞা কুকুর বৈকুণ্ঠেতে গেল ॥

বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটকের রচনা-কাল

শ্রীকৃপ গোস্বামীর বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে আগমন ও তাঁহার “বিদগ্ধ-মাধব” ও “ললিতমাধবের” আলোচনা-বর্ণন কবিরাজ গোস্বামীর নিজস্ব। এই আলোচনাকে ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণ করিলে উক্ত নাটকদ্বয়ের রচনা-কাল লইয়া কিছু গোল বাধে। শ্রীকৃপ কোন্ সময়ে নীলাচলে আসিয়াছিলেন

তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঠিক করিয়া বলেন নাই। তবে তাঁহার বর্ণনার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় যে শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের কিছু পরে, অর্থাৎ ১৪৩৭ শকের কিছু পরে, শ্রীরূপ পুরীতে আসিয়াছিলেন। এরূপ অনুমান করার কারণ এই যে শ্রীচৈতন্য শ্রীরূপকে সনাতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরূপ বলিতেছেন—

আমি গঙ্গাপথে আইলাম তেঁহো রাজপথে ।

অতএব আমার দেখা নহিল তাঁর সাথে ॥

প্রয়াগে শুনিল তেঁহো গেলা বৃন্দাবন ।

অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি কৈল নিবেদন ॥—৩।১।৪৭-৪৭

অনুপমের গোড়দেশে আসিয়া গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছিল। সেইজন্য শ্রীরূপের “অনুপম লাগি তাঁর কিছু বিলম্ব হইল।” ধরা যাউক ১৪৩৮ শকে শ্রীরূপ নীলাচলে আসিয়াছিলেন। ১৪৩৬ শকের চৈত্র মাসে শ্রীচৈতন্য সনাতনকে উপদেশ দিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই পরিচ্ছেদে বিদগ্ধমাধবের প্রথমাক্ষের ১, ২, ১৩, ১৫, ৩৩, ৩৬, ৪১, ৪২, ৪৯, ৪৮, ৬০—এই এগারটি, দ্বিতীয় অঙ্কের ১৬, ১৯, ২৬, ৩০, ৪৮, ৫৩, ৫৯, ৬০, ৬৯, ৭০, ৭৮—এই এগারটি, তৃতীয় অঙ্কের ২ ও ১৩, চতুর্থ অঙ্কের ৯ এবং পঞ্চম অঙ্কের ৪, ১০, ৩১—একুনে ২৮টি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। কাব্যের শ্লোক হইলে, যখন তখন যেটি সেটি লিখিয়া পরে যথাস্থানে সন্নিবেশ করিয়া দিলেও চলে, কিন্তু নাটকে ঘটনার ক্রমবিকাশ-অনুসারে পাত্রপাত্রীর উক্তি লিখিতে হয়। সেই জন্য কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় ১৪৩৮ শকে বিদগ্ধমাধব-রচনা শেষ হইয়াছিল, তাহা না হইলে পঞ্চম অঙ্কের পর্য্যন্ত শ্লোকের বিচার ১৪৩৮ শকে কিরূপে হইবে? কিন্তু বিদগ্ধমাধব নাটকের শেষে আছে—

নন্দসিদ্ধুরবাণেন্দু-সংখ্যে সংবৎসরে গতে ।

বিদগ্ধমাধবং নাম নাটকং গোকুলে কৃতম্ ॥

নন্দ ৯, সিদ্ধুর ৮, বাণ ৫, ইন্দু ১ = ১৫৮৯ সম্বৎ = ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ।

এই শ্লোকটি অতুলিপির কালবাচক হইতে পারে না, কেন-না ইহাতে “গোকুলে কৃতম্” উক্তি আছে; আর ইহার অর্থ প্রাচীন টীকাতে করা হইয়াছে। বিদগ্ধমাধব শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পরেই লিখিত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে তিরোহিত হয়েন ; তাহার কয়েক মাস পরেই এই গ্রন্থ যে রচিত হইয়াছিল তাহার ইঙ্গিত সূত্রধারের উক্তি হইতে পাওয়া যায় ; যথা—

“তদিদানীমেষতশ্চ ভক্তবৃন্দশ্চ মুকুন্দ-বিল্লোষোদীপনেন বহির্ভবন্তঃ প্রাণাঃ কমপি তশ্চৈব কেলিস্বধাকল্লোলিনীমূল্যসয়তা পরিরক্ষণীয়া ভবতা ।”

শ্রীচৈতন্যের সহিত কৃষ্ণের অভিন্নত্ব সকল ভক্তই স্বীকার করিতেন ; শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর ভক্তগণের মুকুন্দবিচ্ছেদের উদীপনা হইয়াছিল ; তাই শ্রীকৃষ্ণলীলা শুনাইয়া তাঁহাদিগের আনন্দ-বিধানের জন্ত শ্রীরূপগোস্বামী এই নাটক রচনা করিয়াছিলেন । নাটকীয় বাক্যভঙ্গির দ্বারা শ্রীরূপগোস্বামী এখানে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবে ক্রিষ্ট ভক্তগণের অবস্থার কথা ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় ।

যদি ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বা ১৪৫৫ শকে বিদগ্ধমাধব-রচনা শেষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ১৪৩৮ শকে রামানন্দের সহিত ইহার আলোচনা কিরূপে হইতে পারে ? কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মানিতে হইলে বলিতে হয় যে ১৪৩৮ শকে বিদগ্ধমাধবের বিভিন্ন অঙ্কের ২৮টি শ্লোক রচনা করিয়া শ্রীরূপ তাহা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, সতের বৎসর পরে ঐ নাটক তিনি শেষ করেন । কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি তাহা হইতে পারে না, কেননা নাটকের পঞ্চম অঙ্কের পর্য্যন্ত শ্লোক লইয়া রামানন্দ রায় আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণনা করিয়াছেন । আমার মনে হয়, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, হরিভক্তিবিনাশাদি গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার যেমন কবিরাজ গোস্বামী স্ক্রকোশলে শ্রীচৈতন্য-সনাতন-সংবাদে দিয়াছেন, এখানে তেমনি তিনি বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধবের সহিত বৈষ্ণবমণ্ডলীকে পরিচিত করাইবার উদ্দেশে ও নিজের গ্রন্থকে গোস্বামি-শাস্ত্রের মঞ্জুস্বরূপ করার জন্ত ঐরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ।

ললিতমাধবের প্রথম অঙ্কের ১, ৪, ২০, ৪২, ৫০, ১০২, ১০৬—এই সাতটি, দ্বিতীয় অঙ্কের ২২ ও ২৩ এবং চতুর্থ অঙ্কের ২৭ সংখ্যক শ্লোক—একুনে ১০টি শ্লোক আলোচ্য পরিচ্ছেদে ধৃত হইয়াছে । কিন্তু ললিতমাধব নাটক বিদগ্ধ-মাধবের চার বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয় ; যথা—

নন্দেষু বেদেন্দুমিতে শকাব্দে

শুক্লমাসে তিথৌ চতুর্থ্যাম্ ।

দিনে দিনেশস্ত হরিং প্রণম্য
সমাপয়ং ভক্তবনে প্রবন্ধম্ ॥

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ললিতমাধবের টীকাকার লিখিয়াছেন যে শ্রীরূপ উজ্জলনীলমণিতে যে সমৃদ্ধিমান্ সন্তোগের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার জন্য “ললিতমাধব” নাটক আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু এ উক্তি ঠিক নহে, কেন-না উজ্জলনীলমণিতে ললিত-মাধবের নাম করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজদ্বারা শ্লোকগুলির মধ্যে তিনটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য শ্রীরূপকে আদেশ করিলেন—

কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।

ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাঁহাতে ॥—৩।১।৬১

এই উক্তির সহিত ললিতমাধব-বর্ণিত ঘটনার সামঞ্জস্য করা বড়ই কঠিন। কেন-না ঐ নাটকের প্রথম দুই অঙ্কে বৃন্দাবনে শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী, ললিতা প্রভৃতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে; তৃতীয় অঙ্কের প্রথমেই পৌর্ণমাসির উক্তি হইতে জানা যায় যে অক্রুর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গিয়াছেন (৩৩)। তৃতীয় অঙ্কে শ্রীরাধার বিরহ বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী সাতটি অঙ্কের ঘটনা ব্রজের বাহিরে ঘটে। কবিরাজ গোস্বামিকথিত শ্রীচৈতন্যের উক্তির সহিত ললিতমাধব নাটকের ঘটনার সামঞ্জস্য করিবার জন্য উক্ত পয়ারের ব্যাখ্যায় শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় লিখিয়াছেন—“শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার পুরলীলা-সম্বন্ধীয় (ললিতমাধব) নাটকে গত দ্বাপরের পুরলীলা বর্ণনা করেন নাই; অতএব এক কালের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। সেই কল্পে নানা ঘটনার ভিতর দিয়া স্বয়ং চন্দ্রাবলী রুক্মিণীরূপে, স্বয়ং শ্রীরাধাই সত্যভামারূপে এবং ষোলহাজার গোপসুন্দরীই ষোলহাজার দ্বারকা-লীলার পরিকর হইয়াছিলেন। এই পুরলীলাটি যদি ব্রজলীলার সঙ্গে একই নাটকে গ্রথিত হইত, তাহা হইলে সাধারণ পাঠক ইহাকে প্রকট-লীলা-সম্বন্ধীয় নাটক বুঝিতে পারিলেও হয়ত মনে করিত যে প্রত্যেক প্রকট লীলায়ই বুঝি স্বয়ং শ্রীরাধিকা সত্যভামা, স্বয়ং চন্দ্রাবলী রুক্মিণী ইত্যাদি হইয়া দ্বারকা-লীলা করিয়া থাকেন।” ভাল কথা, কিন্তু ললিতমাধবের প্রথম দুই অঙ্কে যে

ব্রজলীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কোন্ কল্পের লীলা, প্রকট কি অপ্রকট লীলা, সে সম্বন্ধে নাথ মহাশয় নীরব কেন ?

অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নকুল ব্রজচারীর ও ছোট হরিদাসের কাহিনী আছে। নকুল ব্রজচারীর বিবরণ নাটক (২৭, নি. স.) হইতে গৃহীত। বৃদ্ধা বৈষ্ণবী মাধবীর নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করার জন্ত ছোট হরিদাসকে বর্জন করার কাহিনী কবিরাজ গোস্বামীর নিজের সংগ্রহ।

Haridas Thakur

হরিদাস ঠাকুরের কাহিনী

তৃতীয় পরিচ্ছেদে হরিদাস ঠাকুরের কথা আছে। এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

বৃন্দাবনদাস যাহা না করেন বর্ণন।

হরিদাসের গুণ কিছু শুন ভক্ত জন ॥

তিনি ৩৩২৬-১৩৫ পর্য্যন্ত পয়াবে লিখিয়াছেন যে এক বেষ্ঠা হরিদাস ঠাকুরকে প্রলুব্ধ করিবার জন্ত নিযুক্ত হইয়াছিল। হরিদাস ঠাকুর এক মাসে কোটীনাম-গ্রহণ যজ্ঞ করিতেন। বেষ্ঠা বসিয়া বসিয়া শুনিত। হরিদাস প্রথম দিনের পর বলিলেন—

কালি দুঃখ পাইলে অপরাধ না লইবে মোর।

অবশ্য করিব আমি তোমাতে অঙ্গীকার ॥

তাবৎ ইহা বসি শুন নাম সংকীৰ্ত্তন।

নাম পূর্ণ হৈলে পূর্ণ হৈবে তোমার মন ॥

এইরূপ তিন দিন ঘটিল। শেষে বেষ্ঠা নাম-শ্রবণের গুণে বৈষ্ণবী হইল।

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈলা পরম মহান্ত।

বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান ত ॥—৩৩১৩৪

ইহার পূর্বে অধ্যায়ে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন যে মাধবী দেবী

বৃদ্ধ তপস্বিনী আর পরম বৈষ্ণবী ॥

প্রভু লেখা করে রাধাঠাকুরাণীর গণ।

জগতের মধ্যে পাত্র সার্ক তিন জন ॥

স্বরূপ গোসাঞি আর রায় রামানন্দ ।

শিখি মাহিতী আর তাঁর ভগিনী অর্দ্ধ জন ॥—৩।২।১০৩-৫

Chhoto / Junior Haridas was banished by Sri Chaitanya as by the instruction of Bhagavan Acharya Junior Haridas had brought some rice from an old woman Madhavidēvi.

ছোট হরিদাস এহেন মাধবীদেবীর নিকট হইতে ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে “ওবাইয়া চাউল এক মণ” আনার জন্ত প্রভু-কর্তৃক বর্জিত হইয়াছিলেন । প্রভু বলিয়াছিলেন যে কাষ্ঠের নারী পুতুলও মূনির মন হরণ করে (৩।২।১১৭) । কিন্তু যে যে “বড় বড় বৈষ্ণব” হরিদাসের রূপা-প্রাপ্তা পূর্বতন বেশ্যাকে দর্শন করিতে যাইতেন, তাঁহাদের কি কেহ বর্জন করেন নাই ?

যাহা হউক, কবিরাজ গোস্বামী ২১৪ হইতে ২৩৯ পয়ারে বেশ্যারূপিণী মায়ার কাহিনী বলিয়াছেন । ঐ বেশ্যাও (প্রকৃতপক্ষে মায়ী) হরিদাসের মুখে হরিনাম শুনেন—

এই মত তিনদিন করে আগমন ।

নানা ভাব দেখায় যাতে ব্রজার হরে মন ॥—৩।৩।২৩২

পরে তিনি হরিদাসকে বলিলেন যে তিনি মায়ী । বোধ হয় পূর্বলিখিত বেশ্যার কাহিনীই পরে রূপান্তরিত হইয়া এই মায়ার কাহিনীতে পরিণত হইয়াছিল ; তাহা না হইলে দুইটি গল্পের মধ্যে এমন আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পাওয়া যায় না । কৃষ্ণদাস কবিরাজ দুইটি কাহিনীই শুনিয়াছিলেন এবং দুইটিই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ।

এই পরিচ্ছেদে হরিদাস-শ্রীচৈতন্য-সংবাদে হরিদাস তথাকথিত নৃসিংহ-পুরাণের নিম্নোক্ত শ্লোক তুলিয়া বলিয়াছেন যে, যে-হেতু মুসলমানগণ বার বার “হারাম, হারাম” বলে, সেইজন্ত রামনামের আভাসের মাহাত্ম্যে তাহারা উদ্ধার পাইবে ।

দংষ্টি-দংষ্ট্রাহতো স্নেচ্ছা হারামেতি পুনঃ পুনঃ ।

উক্তাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥

এই শ্লোক অন্ততঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে নৃসিংহপুরাণের মধ্যে প্রবেশ করে নাই । সরল-বিখ্যাসী কবিরাজ গোস্বামী এরূপ শ্লোককেও শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলিয়া ধরিয়াছেন ।

বল্লভ ভট্টের বিবরণ

সপ্তম পরিচ্ছেদে বল্লভ ভট্টের সহিত শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় বার মিলনের কথা আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন যে বল্লভ ভট্ট শ্রীধরস্বামীর^১ টীকা খণ্ডন করিয়াছিলেন বলায়—

প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যেই জন।

বেশার ভিতরে তারে করিয়ে গণন ॥

কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীধরের কয়েকটি প্রধান প্রধান মত যে মানেন নাই তাহার প্রমাণ দিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবতের ২।১০।৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর বলেন, “স্বরূপেণ ব্রহ্মতয়া ব্যবস্থিতির্মুক্তিঃ।” শ্রীজীব বলেন, “মুক্তিরিতি স্বরূপেণ ব্যবস্থিতির্নাম স্বরূপসাক্ষাৎকার উচ্যতে। স্বরূপং চাত্ত মুখ্যং পরমাত্ম-লক্ষণমেব। রশ্মিপরমাণুনাং ত্বয়্য ইব স এব হি জীবানাং পরমোহংশিস্বরূপঃ।” ভাগবতের ৩।২৫।৩৩ শ্লোকের ব্যাখ্যাতেও শ্রীধর ও শ্রীজীবে এইরূপ পার্থক্য। ভাগবতের ১।১।৩৪-৩৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর বলেন, “জ্ঞানং ভক্তি-যোগাস্তবতি”; শ্রীজীব বলেন, “ভক্তিযোগঃ কীর্তন-স্মরণাদিরূপঃ। তৎসমব্রিহতেন সমবেতং যজ্জ্ঞানং ভাগবতং তদপি তদধীনং তদব্যভিচারিফলমিত্যর্থঃ ॥” শ্রীবিগ্রহ-পূজা-সম্বন্ধে শ্রীধর ভাগবতের ৩।২৯।২০র ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, “যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্গভূতেশ্ববহিতং” তাবৎকাল মাত্রেই বিগ্রহ-পূজা বিধেয়। শ্রীজীব বলেন কখনও কোন অবস্থায় বিগ্রহ-পূজা ত্যাগ করিবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের ২।৭।৫২র ব্যাখ্যায় শ্রীধর ভগবানের লীলাকে “মায়াশ্রয়া” বলেন; কিন্তু শ্রীজীব বলেন, “মায়াময়ং তদৈভবং বিরাড়্রূপমপি বর্ণয়েত্যমাহ।” এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং “স্বামী না মানিলে তারে বেশামধ্যে গনি” বাক্য শ্রীচৈতন্যের উক্তি বলিয়া স্বীকার করা গেল না।

Sridhar Swami must be from 13th century. As Hemadri Devagiri was the minister of Maharaj Mahadev during the middle of 13th century and had written a sub commentary on Bopadev's "Muktaphala" where the view of Sridhar swami was quoted.

১ হেমাদ্রি শ্রীধর স্বামীর মত বোপদেব-কৃত “মুক্তাফলের” টীকা লিখিতে বাইয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। হেমাদ্রি দেবগিরির যাদব-বংশীয় মহারাজা মহাদেবের মন্ত্রী ছিলেন ও খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হইলেন। সুতরাং শ্রীধরের কাল অন্ততঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী। ভাগবতের টীকায় শ্রীধর কোথাও মাধ্বাচার্য্য, নিম্বার্ক বা রামানুজের নাম উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু ১।৭।৬ ও ৩।১২।২ টীকায় বিষ্ণুস্বামীর মত উদ্ধার করিয়াছেন।

চরিতামৃতে প্রদত্ত বল্লভ ভট্ট-কাহিনীর শেষে আছে যে—

বল্লভ ভট্টের হয় বাল্য উপাসনা ।
 বালগোপাল মস্ত্রে তেঁহো করেন সেবনা ॥
 পণ্ডিতের সনে তাঁর মন ফিরি গেল ।
 কিশোর গোপাল উপসনায় মন হৈল ॥
 পণ্ডিতের ঠাঁঞি চাহে মস্ত্রাদি শিখিতে ।
 পণ্ডিত কহে কৰ্ম্ম নহে আমা হৈতে ॥—৩৭।১৩২-৪

তারপর বল্লভ ভট্ট শ্রীচৈতন্যের শরণাপন্ন হইলেন এবং গদাধর পণ্ডিত তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন ।

গদাধর পণ্ডিতের নিকট বল্লভ ভট্ট যে মস্ত্র লইলেন একথা স্পষ্ট করিয়া না বলিয়া কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ।
 প্রভু তাঁহা ভিক্ষা কৈল লঞা নিজগণ ॥

এই ঘটনার মধ্যে যে কিছু সত্য নিহিত আছে, তাহা পূর্বেই দেখাইয়াছি ।

The story of Sri Chaitanya's falling in the sea

প্রভুর সমুদ্রপতন-লীলা

কবিরাজ গোস্বামী অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে প্রভুর সমুদ্র-পতন, এক ধীবর-কর্তৃক তাঁহার ভাববিকৃত দেহ সমুদ্র হইতে উত্তোলন ও প্রভু-কর্তৃক জলকেলির প্রলাপ-বর্ণন লিখিয়াছেন । অম্লরূপ কোন লীলা রঘুনাথদাস গোস্বামী বর্ণনা করেন নাই । কবিরাজ গোস্বামি-বর্ণিত লীলার প্রমাণ-স্বরূপ ৩।১৪ পরিচ্ছেদে গৌরাজ-স্তবকল্পতরুর চতুর্থ ও অষ্টম শ্লোক, ৩।১৫ পরিচ্ছেদে শ্রীরূপের শ্রীচৈতন্যষ্টকের ১।৬ শ্লোক ও স্বরূত গোবিন্দলীলামৃতের তিনটি শ্লোক, ৩।১৬ পরিচ্ছেদে কেবল মাত্র গোবিন্দলীলামৃতের শ্লোক, ৩।১৭ পরিচ্ছেদে গৌরাজ-স্তবকল্পতরুর পঞ্চম শ্লোক, ৩।১৯ পরিচ্ছেদে উক্ত স্তবকল্পতরুর ষষ্ঠ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ৩।১৯।৭৩-৯৬ বর্ণিত লীলা নবম শ্লোক-অবলম্বনে লিখিয়াছেন । মাঝখানে ৩।১৮ পরিচ্ছেদে সমুদ্রপতন-লীলা লিখিতে যাইয়া তিনি কোন প্রমাণ উদ্ধার করেন নাই । অতএব কোন গ্রন্থেও সমুদ্রপতন-লীলা নাই । বৃন্দাবনদাস (৩।১।৫১৫-৫১৬) লিখিয়াছেন—

একদিন মহাপ্রভু আবিষ্ট হইয়া ।
 পড়িলা কূপের মাঝে আছাড় খাইয়া ॥
 দেখিয়া অঈত আদি সম্মোহ পাইয়া ।
 ক্রন্দন করেন সতে শিরে হাত দিয়া ॥
 কিছু না জানেন প্রভু প্রেমভক্তিরসে ।
 বালকের প্রায় যেন কূপে পড়ি ভাসে ॥
 সেই ক্ষণ কূপ হইল নবনীতময় ।
 প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কিছু ক্ষত নাহি হয় ॥

শ্রীচৈতন্যের ভাবোন্মাদ বর্ণনা করিতে যাইয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজের লেখা গোবিন্দলীলামৃতের বহু শ্লোক শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন ; যথা—

(ক) কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন ।
 বিশাখারে কহে আপন উৎকণ্ঠা-কারণ ॥
 সেই শ্লোক পড়ি আপনে করে মনস্তাপ ।
 শ্লোকের অর্থ শুনায় দৌহাকে করিয়া বিলাপ ॥—৩।১৫।১১-১২

তৎপরে গোবিন্দলীলামৃতের ৮।৩ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে—

(খ) বিশাখাকে রাধা যৈছে শ্লোক কহিলা ।
 সেই শ্লোক মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলা ॥—৩।১৫।৫৫

তৎপরে গোবিন্দলীলামৃতের ৮।৪ শ্লোক ধৃত হইয়াছে । আবার ৩।১৫ পয়ারের পর গোবিন্দলীলামৃতের ৮।৭ শ্লোক ও ৩।১৬।১১০ পয়ারের পর ৮।৮ শ্লোক শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া বলা হইয়াছে । কবিরাজ গোস্বামী নিজের কাব্যের অষ্টম সর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম শ্লোক ত্রিপদী ছন্দে ব্যাখ্যা করিয়া চরিতামৃতের প্রথমেই লিখিত “শ্রীরাধার ভাবকাস্তি অঙ্গীকার করিয়া যে শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন” তাহা প্রমাণ করিলেন । ইহার ফলে কালানোচিত্য দোষ ঘটিয়াছে ।

অন্ত্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাষ্টক প্রদত্ত হইয়াছে । পত্নাবলীতে যে আটটি শ্লোক শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী “শ্রীশ্রীভগবতঃ” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই কয়টি একত্র করিয়া এই পরিচ্ছেদে ধৃত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে । চরিতামৃতের বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় যে শ্রীচৈতন্য কোন একসময়ে বসিয়া স্বরূপ ও রামানন্দকে এই-সব শ্লোক বলিয়াছিলেন । শিক্ষাষ্টকের সব

কয়টি শ্লোক একভাবেই নয় ; সুতরাং এক সময়ে সব কয়টি রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না ।

Summary of Srīchaitanyacharitamrita's evaluation

চরিতামৃত-বিচারের সার-নির্দর্শন

কৃষ্ণদাস কবিরাজ যুগপৎ উচ্চশ্রেণীর কবি ও দার্শনিক । দার্শনিকরূপে তিনি শ্রীচৈতন্যের নিত্যলীলায় বিশ্বাস করিতেন । শ্রীরূপগোস্বামী বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব নাটকে ও দানকেলিকৌমুদীতে যেমন শ্রীকৃষ্ণের এমন অনেক লীলা লিখিয়াছেন যাহা কোন পুরাণে নাই, তথাপি সেগুলি ভক্ত ও রসিক-জনের হৃৎকর্ণরসায়ন, তেমনি কৃষ্ণদাস কবিরাজ কবি ও দার্শনিকের দৃষ্টি লইয়া শ্রীচৈতন্যের এমন অনেক লীলা লিখিয়াছেন যাহা শ্রীচৈতন্যের প্রকট লীলায় ঘটে নাই ; কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীয় শ্রায় পরমভক্তের হৃদয়ে উহা স্মৃতিত হওয়ায় স্বীকার করিতে হইবে যে, উহা অপ্রকট লীলায় সত্য । এইভাবেই বৈষ্ণবগণ এতাবৎ কাল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকে আশ্বাদন করিয়া আসিতেছেন । সম্প্রতি গবেষকগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ঐতিহাসিকতার বিচার করিতে বসিয়া বলিতেছেন, “চৈতন্যচরিত হিসাবে কি ঐতিহাসিকত্ব, কি রসজ্ঞতা, কি দার্শনিক তত্ত্ব-বিচার, সব দিক্ দিয়া চৈতন্যচরিতামৃত শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ ।” “কৃষ্ণদাস যখন ইচ্ছা করিয়াই বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা হইতে স্বাতন্ত্র্য দেখাইয়াছেন তখন মনে হয় যে, কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনাটাই সত্য” (বঙ্গশ্রী, অগ্রহায়ণ ১৩৪১, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস) । এইরূপ উক্তি দেখিয়া সত্য সত্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য যে কত দূর তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম ।

Krishnadas kabiraj had the tendency to add non existent events and modify actual events

এই বিচারে দেখা গেল কৃষ্ণদাস কবিরাজের অলৌকিক ঘটনা-বর্ণনার

প্রতি ষোল্লক অত্যন্ত বেশী । তিনি পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থ অনুসরণ করিতে

করিতে সহসা তাহার আশ্চর্য্য ছাড়িয়া অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশ

The events of eating mango in adilila, cutting of head and resurrection of a Buddhist monk,

করিয়াছেন ; যথা—আদিলীলায় আম্রভক্ষণ-লীলা, মধ্যলীলায় বৌদ্ধ পণ্ডিতের

Showing of four hands to Kashi Mishra and Prataprudra, presence in seven different places

মাথা কাটা যাওয়া ও পুনরুজ্জীবন, কাশীমিশ্র ও প্রতাপ রুদ্রকে চতুর্ভুজ মূর্তি

while dancing and chanting in front of the carriage, pushing the carriage of Sri Jagannath

বা ঐশ্বর্য্য দেখানো, রথাগ্রে কীৰ্ত্তন করিতে করিতে এক কালে সাতটি সম্প্রদায়ে

from behind to make it roll where elephants were unable to pull it, eating from Sachidevi

উপস্থিতি, যে রথ যন্ত হস্তী টানিতে পারিত না তাহা শ্রীচৈতন্য-কর্তৃক চালানো,

in physical form while present at somewhere else, curing disease by chanting the name of Krishna,

আবির্ভাবরূপে শচীর অন্ন খাওয়া, কৃষ্ণনাম কহিয়া অমোঘের বিস্মৃতিকা আরাম

on the way to vrindavan made tiger and deer to chant the name of Hari simultaneously

করা, বৃন্দাবনের পথে যাইতে যাইতে বাঘ-হরিণকে একসঙ্গে হরিনাম বলানো ;

in the Antylila the length of hands of Sri Chaitanya were one and half yards,

অন্ত্যলীলায় ভাবাবেশে শ্রীচৈতন্যের এক একখানি হাত দেড় গজ দীর্ঘ হওয়া,
Going out of the house without opening three doors, defeating digvijayi, grace to

তিন দ্বারে কপাট লাগানো থাকা সত্ত্বেও প্রভুর বাহির হইয়া যাওয়া প্রভৃতি।

Prakashananda are based on weak historical data.

দ্বিগ্বিজয়ি-পরাজয়, প্রকাশানন্দ-উদ্ধার প্রভৃতি বিষয়ে পণ্ডিতদের সহিত বিচার ও তাঁহাদিগকে পরাজয় করার ঐতিহাসিক ভিত্তি নিতান্ত দুর্বল। এইগুলি ছাড়া আদি ও মধ্য-লীলায় বর্ণিত ঘটনা-সমূহের মধ্যে অতি অল্প অংশই কবিরাজ গোস্বামীর মৌলিক অনুসন্ধানের ফল।

তাঁহার বর্ণনায় অতিশয়োক্তির প্রতি আগ্রহও বেশী। শ্রীচৈতন্যকে তিনি নম্র ও বিনীতভাবে আকিতে যাইয়া কাহারও কাহারও মনে এমন ভাব জাগাইয়াছেন যেন রামানন্দের নিকটই শ্রীচৈতন্য রাধাতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব প্রচারের কিছু অপ্রাচুর্য্য ছিল না। ভাগবতের যে-সব শ্লোক রামানন্দ আবৃত্তি করিয়া রসতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন তাহাও শ্রীচৈতন্যের অজ্ঞাত ছিল না। ইংলণ্ডের পিউরিট্যানগণ যেমন বাইবেলের উক্তি দিয়া নিজেদের কথাবার্তা চালাইতেন, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি এবং নিত্যানন্দের সহিত শ্রীচৈতন্যের মিলনের বর্ণনা পড়িয়া জানা যায় নবদ্বীপে বিশ্বস্তর মিশ্র ও তাঁহার অনুগত ভক্তগণও তেমনি ভাগবতের শ্লোক দিয়া আলাপ-পরিচয় করিতেন। সনাতনের দৈন্ত-বিষয়ে অতিশয়োক্তি করিয়া তিনি এমন ধারণা জন্মাইয়াছেন যে সনাতন সত্যই বুঝি নীচবংশের লোক।

শ্রীচৈতন্যের জীবনের বহিঃস্থ ঘটনা বা ঐতিহাসিক তত্ত্ব আমের আঁঠির গায় নিতান্তই রসহীন। কিন্তু আঁঠি না থাকিলে আম একটুতেই বিকৃত হইয়া যাইত, হাড় না থাকিলেও মানুষ বাঁচিত না। সেইজন্য সত্য সত্যই তাঁহার জীবনে কি কি ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা বাহির করিতে যাইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বর্ণিত কতকগুলি ঘটনার প্রতি সংশয় প্রকাশ করিলাম।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বাঙ্গালা সাহিত্যের অভ্রভেদী স্তম্বরূপ। ইহাতে কাব্য ও দার্শনিকতার অপূর্ব সমাবেশ হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় গোস্বামিগণ যে-সমস্ত দুরূহ তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজ যথাসম্ভব সরল করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যে পালগ্রেভ যে কার্য্য করিয়াছেন, গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ সংস্কৃত গ্রন্থ-সমূহের সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের ভাবকে আশ্বাদন করিয়া যদি সাধন-পথে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ছাড়া আর গতি নাই।

দ্বাদশ অধ্যায়

Kadcha of Govindadas

গোবিন্দদাসের কড়চা

বাক্সালার বৈষ্ণব-সাহিত্যের মধ্যে অনন্ত বড় চণ্ডীদাসের “কৃষ্ণকীর্তন” ও গোবিন্দদাসের কড়চা লইয়া যত আলোচনা ও আন্দোলন হইয়াছে, এত আর কোন গ্রন্থ লইয়া হয় নাই। গোবিন্দদাসের কড়চার প্রামাণিকতার স্বপক্ষে ডা. দীনেশচন্দ্র সেন ও বিপক্ষে শ্রীযুক্ত যুগলকান্তি ঘোষ মহাশয় এত বিবিধ প্রকারের যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন যে এ সম্বন্ধে কিছু নূতন কথা বলার চেষ্টা দুঃসাহসিকতা মাত্র। কিন্তু এই দুইজন সুবিজ্ঞ ও প্রবীণ গ্রন্থকারের যুক্তিগুলি ঠিক ‘যুক্তি’ নামে অভিহিত করা যায় কি না, সে সম্বন্ধে আমার খটকা লাগিয়াছে। ডা. সেন লিখিয়াছেন, “যদি তিনি (জয়গোপাল গোস্বামী) দিতেন এবং অমৃতবাজার পত্রিকা অফিস হইতে পুস্তকখানি বাহির হইত, তবে ইহার বিরুদ্ধে সম্ভবতঃ কোন আন্দোলন হইত না” (কড়চার ২য় সংস্করণের ভূমিকা, পৃ. ২২)। অতঃপর “গোবিন্দদাসের কড়চার প্রামাণিকতাসম্বন্ধে কতিপয় স্বার্থপর লোক ও সংস্কারাঙ্ক পণ্ডিত একটা রুথা হৈঠে তুলিয়াছিলেন” (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পঞ্চম সংস্করণ)।

শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় এইরূপ গালাগালির পান্টা জবাব দিয়া লিখিয়াছেন, “এই ত্রিশ বৎসরে বহু পরিশ্রমের ফলে হয়ত তাঁহার (ডা. সেনের) মাবেক মস্তিষ্কের পীড়া প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল, এবং সেই জগুই হয়ত এই ঘটনাটী সম্বন্ধে তিনি বিষম ধাঁধায় পড়িয়াছিলেন” (গৌরপদতরঙ্গিনীর ২য় সং, ভূমিকা, পৃ. ১৩৮)।

আমি বাল্যকাল হইতে ডা. সেনের ও শ্রীযুক্ত যুগলবাবুর স্নেহ পাইয়া আসিতেছি। এই গ্রন্থ লেখার জগু উভয়েই কৃপা করিয়া আমাকে গ্রন্থাদি ও উপদেশ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। ঐতিহাসিক যতই সত্যানুসন্ধিৎসু হউক না কেন, সংসর্গ ও আবেষ্টনীর প্রভাব তিনি সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারেন না। সেইজগু আশঙ্কা হয় যে এ সম্বন্ধে আমার বিচার হয়ত নিরপেক্ষ হইবে না। আমি ডা. সেনের ও যুগলবাবুর ব্যবহৃত যুক্তির পুনরুল্লেখ না করিয়া এই বিষয়টি-সম্বন্ধে আমার মস্তব্য সংক্ষেপে প্রকাশ করিব।

কড়চা-সম্বন্ধে আন্দোলনের ইতিহাস

কড়চা-সম্বন্ধে আন্দোলনের বিবরণ ডা. সেন ও ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন ; কিন্তু ইহারা কতকগুলি প্রয়োজনীয় সংবাদ দেন নাই। সেইজন্য সংক্ষেপে এই আন্দোলনের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস দিতেছি। এই ইতিহাস হইতে দেখা যাইবে যে প্রথমে কড়চার স্বপক্ষের ও বিপক্ষের লেখকগণ স্বীকার করিয়াছিলেন যে উহার খানিকটা অংশ প্রামাণিক নহে—খানিকটা প্রামাণিক। পরে ডা. সেন কড়চার সমগ্র অংশই প্রামাণিক ও শ্রীযুক্ত ঘোষ সমগ্র অংশই অপ্রামাণিক স্থির করিয়াছেন।

Govinda's kadcha as per Mahatma Shishirkumar Ghosh on 1897

১। কড়চা-প্রকাশের দুই বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ৪০৭ চৈতন্যাব্দ, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ কার্তিক তারিখের বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় (তৃতীয় বর্ষ, ১৫ সংখ্যা) মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ লিখিয়াছিলেন, “শ্রীগোবিন্দের কড়চা বলিয়া একখানি অতি সুন্দর গ্রন্থ আছে। গ্রন্থকার শ্রীগৌরাজের সমকালীন লোক, কায়স্থ, বেশ পয়ার লিখিতে পারেন, বর্ণনা শক্তিও সুন্দর আছে, সংস্কৃত ভাষায়ও উত্তম অভিজ্ঞতা ছিল স্পষ্টই বোধ হয়।” পাণ্ডুলিপি খোঁওয়া গিয়াছে ও কড়চার অত্র পুথি পাওয়া যাইতেছে না জানিয়াও শিশিরবাবু সে সম্বন্ধে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেন নাই।

২। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি হইতে গোবিন্দদাসের কড়চা প্রকাশ করেন। গ্রন্থ-প্রকাশের কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি শিশিরবাবুকে উক্ত গ্রন্থের খানিকটার পাণ্ডুলিপি পড়িতে দেন ও পরে তাহা খোঁওয়া যায়। ডা. সেন বলেন যে তৎপরে গোস্বামী মহাশয় “শান্তিপুরবাসী ৩৭৭৭৭৭ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত আর একখানি খণ্ডিত পুথি-দৃষ্টে এবং তাঁহার নিজরূত নোট হইতে বহু কষ্টে লুপ্ত পত্রগুলির পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন।” এরূপভাবে খণ্ডিত পুথি ও নোটের সাহায্যে সঙ্কলিত পুস্তকের আগাগোড়া সব কথা প্রামাণিক হওয়া সম্ভব নহে।

৩। কড়চা-প্রকাশের অব্যবহিত পরেই মতিলাল ঘোষ মহাশয় বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় লেগেন যে, “ইটু ধরি রাম রায় করেন ক্রন্দন” তক (অর্থাৎ প্রথম সংস্করণের ৫১ পৃষ্ঠা তক, দ্বিতীয় সংস্করণের ২২ পৃষ্ঠার ১০ পয়ার পর্যন্ত) প্রক্ষিপ্ত (বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ৪১০ চৈতন্যাব্দ, কার্তিক, পৃ. ৫৩১-৪৩৬)। কিন্তু তিনি ইহাও বলেন যে, “ইহার পরে গ্রন্থে যাহা আছে তাহা সমস্তই সত্য।”

এই কথা লিখিত হইবার চল্লিশ বৎসর পরে আজ মতিবাবুর ভাতুপুত্র মৃণালবাবু কড়চার পুথি সংগ্রহ ও তাহার কিয়দংশ হারাইবার ইতিহাস লিখিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে কড়চার আগাগোড়া সমস্ত অংশই জয়গোপাল গোস্বামীর নিজের রচনা (শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ-কৃত “গোবিন্দ-দাসের কড়চা-রহস্য,” পৃ. ১৫১)।

৪। কড়চা-প্রকাশের তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী Calcutta Review পত্রে (Vol. CCXI) The Diary of Govindadasa এবং Topography of Govindadasa's Diary নামক দুইটি প্রবন্ধ লেখেন।^১ প্রথম প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে গ্রন্থখানি মোটামুটি প্রামাণিক। তবে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত ব্যক্তিগণ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব লাভ করেন এবং তাঁহাদের চক্রান্তেই নরহরি সরকার ও গোবিন্দ কর্মকারের হত্য ব্যক্তির নাম বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে বাদ যায়। এই যুক্তি যে প্রমাণসহ নহে, তাহা প্রথম অধ্যায়ে দেখাইয়াছি।

৫। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নবেম্বর রবিবারে দীনেশবাবু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে গোবিন্দদাসের কড়চা-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি বলেন, “গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রামাণ্য কি না সে বিষয়ে মতভেদ আছে। অবশিষ্ট অংশ যে প্রামাণ্য তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। তিনি শেষ অংশের উপর নির্ভর করিয়াই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন” (সাহিত্য-পরিষদের ১৩০৮ সালের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণী, পৃ. ৪)। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ডা. সেন কড়চার সর্বাংশ প্রামাণিক বলিয়া মনে করেন নাই। কিন্তু কড়চার দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি

১ ঐ প্রবন্ধ দুইটির নাচে শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বাক্ষর নাই। কিন্তু Indian Historical Quarterlyর হরপ্রসাদ-স্মৃতি সংখ্যায় উক্ত প্রবন্ধদ্বয় শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ডা. সেনকে আমি এই সংবাদ দিলে তিনি বলেন যে তিনি নিজেও উক্তপত্রে গোবিন্দদাসের কড়চা-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমোক্ত প্রবন্ধটির এক স্থানে আছে, ‘It has been suggested by Babu Dines Chandra Sen that the modern Trimallaghari, near Hydrabad, was ancient Trimalla’ (ঐ, পৃ. ৯১)। সুতরাং এই প্রবন্ধটি দীনেশবাবুর লেখা নহে—শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনা।

লিখিয়াছেন যে, “অপরূপ প্রাচীন পুথি-সম্পাদকগণের গ্রন্থ তিনিও (জয়গোপাল গোস্বামী) প্রাচীন বর্ণ-বিজ্ঞাসের প্রাকৃত রীতি কতকটা বদলাইয়াছেন। তাহা ছাড়া মাঝে মাঝে অপ্রচলিত শব্দও পরিবর্তন করিয়াছেন। এবং পরার ছন্দের যেখানে কোনরূপ ব্যতিক্রম পাইয়াছেন, সেখানে দুই-একটি শব্দ কমাইয়া-বাড়াইয়া তাহা নিয়মিত করিয়াছেন।…… এইরূপ পরিবর্তন সত্ত্বেও যদি চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ ও কাশীদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগকে মানিয়া লওয়া হয়, তবে কড়চা কি দোষে অপাংক্ত্যেয় হইয়া থাকিবে?” অর্থাৎ গোস্বামী মহাশয় কড়চার মূল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই ; অতএব ইহার সবটাই প্রামাণিক।

পূর্বোক্ত সভার সভাপতি ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। তিনি বলেন, “গ্রন্থখানি অতি চমৎকার। তবে স্থানে স্থানে সন্দেহ হয়। আশা করা যায় শীঘ্রই আরও পুথি পাওয়া যাইবে।” রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলেন, “তিনি এই পুথির আরও সংবাদ পাইয়াছেন, বিশেষ সংবাদ লইবেন।” ত্রিবেদী মহাশয়ের এই উক্তিটি খুব মূল্যবান। তিনি বিশেষ প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন কথা বলিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি গোবিন্দদাসের কড়চার অগ্র পুথি যে আছে সে সংবাদ পাইয়াছিলেন। দীনেশবাবু বাকুলার লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে হুগলীর সন্নিহিত কেওটা গ্রামে গোরাচাঁদ চক্রবর্তীর নিকট ঐ কড়চার একখানি পুথি ছিল (ভূমিকা, পৃ. ১২)। মৃণালবাবু তর্কচূড়ামণির কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই (করচা-রহস্য, পৃ. ৫১)। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিবেদী মহাশয় যে কথা বলিয়াছেন তাহা অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কঠিন। ১৩০৮ সালের আষাঢ় মাসের “সাহিত্য” পত্রিকায় সেন মহাশয় লেখেন যে কড়চা শ্রীচৈতন্যের জীবন-চরিতগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক।

৬। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় গৌরপদতরঙ্গিনীর উপক্রমণিকায় লেখেন, “কাঞ্চননগর-নিবাসী কড়চা-লেখক কণ্ঠকার কুলোদ্ভব গোবিন্দদাস, ইনি স্ত্রী-দ্বারা লাক্ষিত হইয়া শ্রীগৌরাজের শরণাপন্ন হইলেন এবং শ্রীগৌরাজের দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ-সময়ে দুই বৎসর কাল তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া গোবিন্দদাস যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহাই কড়চায় লিপিবদ্ধ করেন” (পৃ. ২২)। ভদ্র মহাশয়ের গ্রন্থ পণ্ডিত ব্যক্তির মনে কড়চার প্রামাণিকতা-সম্বন্ধে কোন সন্দেহের উদয় হয় নাই।

৭। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের Dacca Review পত্রিকাতে H. S. Stapleton সাহেব লেখেন যে খ্রীষ্টতত্ত্বের জীবন-সম্বন্ধে গোবিন্দদাসের কড়চা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ (পৃ. ৩৬)।

৮। ১৩১৭ সালের আষাঢ় সংখ্যার “সাহিত্য” পত্রিকায় অমৃতলাল শীল মহাশয় প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে গোবিন্দদাসের কড়চার বর্ণিত দক্ষিণ-ভ্রমণ সত্য নহে।

৯। ১৩৩৪ সালের চৈত্র সংখ্যার “সেবা” পত্রিকায় যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় কড়চার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন।

১০। ১৩৪২ সালের আষাঢ় মাসে চারুচন্দ্র শ্রীমানী, বি. ই., মহাশয় “খ্রীষ্টতত্ত্বদেবের দক্ষিণ-ভ্রমণ” দ্বিতীয় খণ্ডে কড়চার সবটাই প্রক্ষিপ্ত প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন।

১১। ১৩৪৩ সালের শ্রাবণ মাসে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় “গোবিন্দ দাসের করচা-রহস্য” প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে কালিদাস নাথের সহিত কড়চার কোন সম্পর্ক ছিল না, এবং কড়চার সবটাই জয়গোপাল গোস্বামীর লেখা।

১২। সম্প্রতি ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত “Govinda's Kadcha : a Black Forgery” নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

যে রীতিতে আমি খ্রীষ্টতত্ত্বের অগ্ন্যাগ্ন জীবনীর বিচার করিয়াছি সেই রীতিতে দৃঢ়নিষ্ঠ হইলে কড়চাকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা কঠিন হয়। নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে কড়চার অকৃত্রিমতায় সন্দেহ হয়।

Doubts regarding genuine nature of Govinda's kadcha

কড়চার অকৃত্রিমতায় সন্দেহের কারণ

কড়চার মতে “পৌষমাস সংক্রান্তি দিন শেষ রাত্রে” (পৃ. ৭) বিশ্বস্তুর মিশ্র গৃহত্যাগ করেন ; কিন্তু মুরারি গুপ্ত বলেন যে মাঘের সংক্রান্তি দিনে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নবদ্বীপ-লীলা-সম্পর্কিত কোন ঘটনা-সম্বন্ধে গোবিন্দদাস অপেক্ষা মুরারি গুপ্ত অধিক প্রামাণিক।

মুরারি গুপ্ত বিশ্বস্তরের নবদ্বীপ-লীলার অনেক সঙ্গীর নাম করিয়াছেন। ঠাহাদের নাম তিনি করেন নাই, বা বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের নিকট শুনে নাই, তাঁহাদের মধ্যে কেহ যে খ্রীষ্টতত্ত্বের নীলাচল-গমনের সঙ্গী হইবেন তাহা সম্ভব মনে হয় না ; কেন-না তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তরাই তাঁহার অনুগমন

করিয়াছিলেন। কিন্তু কড়চায় উল্লিখিত “বাণেশ্বর, শঙ্কুচন্দ্র” (পৃ. ১২-১৩) প্রভৃতি কাহারও নাম নবদ্বীপ-লীলা-প্রসঙ্গে কোন চরিতকার বা পদকর্তা বলেন নাই।

গোবিন্দদাসের কড়চার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বিচার করিয়া ইহাকে জয়গোপাল গোস্বামীর রচনা বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত মহাশয় এইরূপ চেষ্টা করিয়াছেন। কড়চার ৬৬ পৃষ্ঠায় আছে—

জানালা হইতে দেখি এ সব ব্যাপার।

বারমুখী মনে মনে করয়ে বিচার ॥

উদ্ধৃত পয়ারে পদ্যগীত শব্দের অপভ্রংশ “জানালা” শব্দের প্রয়োগ নিতান্ত সন্দেহজনক। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত মহাশয় দেখাইয়াছেন যে কড়চার প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ব্যবধানকাল-মধ্যে নূতন বা পুরাতন কোন আকর পুথি আবিষ্কৃত না হইলেও, প্রথম সংস্করণে ব্যবহৃত “পেয়ে”, “ধেয়ে”, “ওহে” প্রভৃতি শব্দকে “যথাক্রমে দ্বিতীয় সংস্করণে “পাইয়া”, “ধাইয়া”, “অহে” রূপে পরিবর্তন করা হইয়াছে। তিনি এরূপ পরিবর্তনের ৬২টি উদাহরণ দিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে এরূপ পরিবর্তনের সমর্থন করা যায় না; কিন্তু কেবলমাত্র আধুনিক শব্দের প্রয়োগের দ্বারাই সমগ্র গ্রন্থখানি জয়গোপাল গোস্বামীর স্বকপোলকল্পিত এরূপ সিদ্ধান্ত করাও সুবিবেচনার কার্য্য নহে; কেন-না পুথিতে ঠিক যে ভাষা, যেরূপ বানান থাকিবে, ছাপিবার সময়ও তাহাই ছাপিয়া দিতে হইবে—এই রীতি এ দেশে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎই প্রথম প্রচার করেন। তৎপূর্বে যে-সব প্রাচীন পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে সম্পাদকগণ যথেষ্টভাবে কলম চালাইয়াছেন। যদি গোস্বামী মহাশয় সত্যি কোন কীটদষ্ট পুথি পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে হয়ত তিনি তাঁহার ভাষাকে আধুনিক জনের সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; এবং যেখানে পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই, সেখানে নিজে “জানালা” প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়া পয়ার রচনা করিয়া দিয়াছেন। এরূপ অনুমান-দ্বারা আমি প্রমাণ করিতে চাহি না যে তিনি সত্যি প্রকাশিত কড়চার আদর্শ পুথি পাইয়াছিলেন; আমি কেবলমাত্র একটি সম্ভাবনার ইঙ্গিত করিতেছি।

শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত মহাশয় কড়চায় উল্লিখিত কয়েকটি ভৌগোলিক তথ্যের

প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কড়চার ৮২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত “রসালকুণ্ডা” ও ৫২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত “পূর্ণনগর”-সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য শ্রবণে যদুনাথ সরকার মহাশয় সমর্থন করিয়াছেন। দাশগুপ্ত মহাশয়ের গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রবণে যদুনাথ লিখিয়াছেন, “Russell-konda is quite a modern town, founded in 1836 and named after a Madras Civil Servant, Mr. George Russell. It had no existence in 1511, in which year Jaygopal Goswami makes our saint visit it.” “In 1511 Poona was a very small and obscure village with a scanty population and without any temple to attract pilgrims.” গোবিন্দদাসের কড়চার প্রামাণিকতার পক্ষে রাসেলকোণ্ডা ও পূর্ণনগরের উল্লেখ মারাত্মক। শ্রীযুক্ত মুণালবাবু ও বিপিনবাবু কড়চার উল্লিখিত ভৌগোলিক বিবরণ ও ঐতিহাসিক তথ্যের আরও অনেক অসঙ্গতি দেখাইয়াছেন।

যে-সকল গ্রন্থের প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে বা যাহাদের উল্লেখ প্রামাণিক বৈষ্ণব-গ্রন্থে আছে, অথচ যাহাদের বর্ণনার মধ্যে অসম্ভব রকমের অসামঞ্জস্য নাই, সেই-সকল গ্রন্থকেই আমি প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করি। গোবিন্দদাসের কড়চার প্রাচীন পুথি পাওয়া যাইতেছে না—কড়চার উল্লেখ বৈষ্ণব-সাহিত্যের কোথাও নাই এবং মুরারি, কবিকর্ণপুর প্রভৃতির বর্ণনার সহিত ইহার অনেক অসামঞ্জস্য। সেইজন্য আমার পক্ষে এই কড়চাকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা কঠিন।

জয়গোপাল গোস্বামীর কি কোন স্বার্থ ছিল ?

কিন্তু যে-সকল গ্রন্থকে আমি জাল বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, সেই-সকল গ্রন্থ প্রচার করায় কাহারও-না-কাহারও স্বার্থ ছিল। একখানি বই জাল করার মতন কষ্ট স্বীকার করিতে হইলে, লোকে ভাবিয়া দেখে তাহাতে তাহার কি লাভ হইবে। জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় কোন স্বার্থবশে এরূপ একখানি গ্রন্থ জাল করিবেন ? তিনি অদ্বৈতবংশীয় ব্রাহ্মণ—কর্মকার নহেন। গোবিন্দ কর্মকার শ্রীচৈতন্যের যে “খড়ী ও খরম” লইয়া সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাহা গোস্বামী মহাশয় দৈববলে পাইয়াছেন এরূপ কথাও তিনি বলেন নাই—বা খড়ী-খড়ম দেখাইয়া পয়সা রোজগারের চেষ্টাও করেন নাই।

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িকের লেখা বলিয়া কথিত বই প্রকাশ করিয়া দুই পয়সা লাভ করিবার আশাতেই যে তিনি এই কড়চা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও মনে হয় না ; কেন-না তিনি অনেক বই লিখিয়াছিলেন, সেইজন্ত জানিতেন যে কবিতার বই প্রকাশ করিয়া পয়সা পাওয়া যায় না। জয়গোপাল গোস্বামীর যদি চ্যাটার্টনের গ্রায় হালের লেখা প্রাচীন বলিয়া চালাইয়া দিয়া একটা চাকল্য ও রহস্যের সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে তিনি শ্রীচৈতন্যকে লইয়া উহা করিতেন না ; কেন-না তিনি অদ্বৈত-বংশের লোক ও শান্তিপুরের অধিবাসী ; শ্রীচৈতন্যের চরিত্র বিকৃত করিয়া আকিয়া তিনি নাম-যশ পাইবার চেষ্টা করিতেন না। তারপর আরও বিবেচ্য এই যে দক্ষিণ-দেশ-সম্বন্ধে কড়চায় এমন সব সংবাদ আছে যাহা সাধারণ ভূগোলে, মাপে বা গেজেটিয়ারেও পাওয়া যায় না ; যথা—পহুগুহা, নান্দীশ্বর, নাগ পঞ্চ নদী, দেবলেশ্বর, চোরানন্দীবন প্রভৃতি। গোস্বামী মহাশয় নিজে দক্ষিণ-দেশে ভ্রমণ করেন নাই। তাহা হইলে এত সংবাদ তিনি কিরূপে পাইলেন ? যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যায় যে তিনি বহুকাল ধরিয়া পুথিপত্র খুঁজিয়া, লোক মারফৎ শুনিয়া ও পত্রাদি লিখিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও প্রশ্ন উঠে যে কি স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি এইরূপ ব্যয় ও পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্য করিয়াছিলেন।

Who is Govinda (writer of Govinda's Kadcha)

গোবিন্দ কে ?

ডা. সেনের মতে পুরীতে শ্রীচৈতন্যের ভৃত্য গোবিন্দদাস ও কড়চাকার এক ব্যক্তি (ভূমিকা, পৃ. ৭৬)। মৃণালবাবু বলেন যে উভয় ব্যক্তি এক হইতে পারেন না ; কেন-না কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চরিতামৃত্তে আছে যে দ্বৈতপুরীর শিষ্য গোবিন্দদাস পুরীতে শ্রীচৈতন্যের সহিত প্রথম বার মিলিত হইলেন (করচা-রহস্য, পৃ. ৮৬-৮৯)।

মৃণালবাবুর যুক্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে চরিতামৃত্তের উক্ত বর্ণনা কবিকর্ণপুরের নাটক অবলম্বনে লেখা। কবিকর্ণপুর নাটকে গোবিন্দকে রঙ্গমঞ্চে আনিবার অব্যবহিত পূর্বে স্বরূপ-দামোদরের পরিচয় একরূপভাবে দিয়াছেন যে তিনি যেন শ্রীচৈতন্যের সহিত এইখানেই প্রথম বার মিলিত হইলেন। নাটকে কবিকর্ণপুর এমন কথা বলেন নাই যে স্বরূপ-দামোদরের সহিত শ্রীচৈতন্যের পূর্বে কখনও জানা-শুনা ছিল। অথচ শ্রীচৈতন্যভাগবতে

আছে স্বরূপ-দামোদরের গার্হস্থ্যশ্রমে নাম ছিল পুরুষোত্তমাচার্য্য (৩।১।৫১৫) ।
চরিতামৃতে আছে—

পুরুষোত্তম আচার্য্য তাঁর নাম পূর্বাশ্রমে ।

নবদ্বীপে ছিলা তেঁহো প্রভুর চরণে ॥

প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্নত হইয়া ।

সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া ॥—২।১০।২০১-৪

যে রূপ স্বরূপ-দামোদরের বেলায় সেইরূপ গোবিন্দদাসের বেলায়ও নাটকীয় রসপরিপুষ্টির জন্ত কবিকর্ণপুর এমনভাবে ঘটনার সন্নিবেশ করিয়াছেন যে মনে হয় গোবিন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের এই প্রথম সাক্ষাৎকার । যদি কবিকর্ণপুরের বর্ণনা সত্ত্বেও ভক্তগণ বিশ্বাস করেন যে স্বরূপ-দামোদরের সহিত শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপেই আলাপ ছিল, তাহা হইলে গোবিন্দের সহিত পূর্ব ঘনিষ্ঠতা স্বীকার করায় দোষ কি ?

ঈশ্বরপুরীর শিষ্য গোবিন্দ ও কড়চাকার গোবিন্দ অভিন্ন মনে করার পক্ষে আর একটি কথা বলা যায় । শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের নয় বৎসর পরে কবিকর্ণপুর-কর্তৃক লিখিত “শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে” গোবিন্দের পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকটি আছে—

অথ শুদ্ধমতির্মহাশয়ঃ

স তু গোবিন্দ ইতি প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

বহুতীর্থপরিভ্রমাদ্বহিঃ

স্বমহান্ পুণ্যপয়োনিধৌ যযৌ ॥—১৩।১৩০

কবিকর্ণপুর গোবিন্দকে বহু তীর্থ পরিভ্রমণকারী বলিয়াছেন, আর কড়চা হইতে জানা যাইতেছে যে কড়চাকার গোবিন্দ বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন ।

শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণ-ভ্রমণে তাঁহার সঙ্গে গোবিন্দ গিয়াছিলেন, এরূপ কোন কথা শ্রীচৈতন্যের কোন চরিতগ্রন্থে, কোন শ্লোকে, স্তবে বা প্রমাণিক পদে নাই । কিন্তু একজন যে তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন এ কথা মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপুর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন । মুরারি গুপ্তের মতে শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণ-ভ্রমণের সঙ্গীর নাম বিষ্ণুদাস ; যথা—

শ্রীবিষ্ণুদাসেন দ্বিজেন সার্ক-
 মালালনাথং স জনার্দনং প্রভুঃ ।
 দৃষ্ট্ৱা প্রণম্য নিবসন্ কিয়দ্দিন-
 মায়াতি সর্কেশ্বর-নীল-কন্দরম্ ॥

কবিকর্ণপুর ও কবিরাজ গোস্বামীর মতে ঐ ব্যক্তির নাম কৃষ্ণদাস দ্বিজ, বা কালা কৃষ্ণদাস । যদি তিন জন চরিতকারের মধ্যে এক জন ঐ ব্যক্তির নাম বিষ্ণুদাস, ও অপর দুই জন কৃষ্ণদাস লেখেন, তাহা হইলে সঙ্গীটির নাম গোবিন্দদাস হওয়া কিছু বিচিত্র নহে । বিষ্ণুদাস, কৃষ্ণদাস, গোবিন্দদাস সমান অর্থবাচক । কবিকর্ণপুর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে শ্রীচৈতন্য কালা কৃষ্ণদাসকে বর্জন করিয়াছিলেন । যদি প্রভু তাঁহার ভ্রমণের সঙ্গীকে বর্জন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যচরিতকারগণ তাঁহার নাম উল্লেখ না করিয়া ঐ নামের সমানার্থবাচক কোন নাম উল্লেখ করিয়াছেন, এরূপ অসম্ভব করা যাইতে পারে । কিছুদিন পরে ঐ সঙ্গী আসিয়া প্রভুকে সেবা করার জন্য আকুতি প্রকাশ করিলে প্রভু তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া সেবা-ভার অর্পণ করেন, এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে । কিন্তু এ কল্পনার সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যায় না ।

Is Govinda's Kadcha is purely based on imagination ?

কড়চা কি একেবারে কাল্পনিক ?

কড়চার স্বপক্ষের ও বিপক্ষের সমস্ত যুক্তি পর্যালোচনা করিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে প্রকাশিত গ্রন্থের কোন উক্তিই আপাততঃ শ্রীচৈতন্য-চরিতের ঐতিহাসিক উপাদানরূপে গ্রহণ করা যায় না । কিন্তু তাই বলিয়া কড়চার আগাগোড়া সমস্তটাই যে জয়গোপাল গোস্বামীর কল্পনাপ্রসূত, তাহার কোন প্রকার প্রাচীন ভিত্তি নাই, একথা বলাও সঙ্গত মনে হয় না । কোন প্রকার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না পাইলেও আমার বিশ্বাস যে গোস্বামী মহাশয় হয়ত কোন কীটদৃষ্ট প্রাচীন পুথিতে সংক্ষিপ্তভাবে যাহা পাইয়াছিলেন, তাহাই পল্লবিত করিয়া নিজের ভাষায় লিখিয়া “গোবিন্দদাসের কড়চা” নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন ।

আর কয়েকখানি নাতিপ্রামাণিক গ্রন্থ

Other not so authoritative books on Sri Chaitanya

প্রদ্যুম্ন মিশ্রের “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী”

Pradyumna Mishra's Srikrishnachaitanyodyavali

৪০৭ শ্রীচৈতন্যোদয়ে, ১৮৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, চৈতন্যচরণ দাস নামক এক ব্যক্তি শ্রীহট্টের “নূতন পরিদর্শক” যন্ত্রে মুদ্রণ করাইয়া “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী” প্রকাশ করেন। আমি নবদ্বীপ-নিবাসী বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ঐ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ দেখিয়াছি। প্রথম সংস্করণের মুদ্রিত পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ২৫, আর গ্রন্থের মাঝে মাঝে হাতে লিখিয়া তিনখানি পাতা বা ছয়টি পৃষ্ঠা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। কয়েকটি শ্লোক ও তাহার বঙ্গানুবাদ হাতে লিখিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে প্রকাশক বলেন,— “এই সংস্করণে যে সমস্ত ভোল ছিল, তাহা পৃথক কাগজে লিখিয়া পত্রাক্ষ বৃদ্ধি করিয়া দিলাম।”^১ মুদ্রিত পুস্তকের মলাটের চতুর্থ পৃষ্ঠায় “ফৌজদারী নজীর সংগ্রহের” বিজ্ঞাপন আছে; তাহা হইতে জানা যায় যে “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী”র প্রকাশক “অভিজ্ঞ উকিল”।

ভূমিকায় প্রকাশক বলেন যে তিনি “অতি প্রাচীন একখানা হস্তলিখিত গ্রন্থ (কোথায় পাইলেন, তাহা লেখা নাই) ও প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির সংগৃহীত একখানি পুথির নকল মিলাইয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন।” কিন্তু এরূপভাবে দুইখানি পুথি মিলাইয়া প্রকাশ করিলেও ৮-১৩, ২৪-২৮, ৫৯-৬০ শ্লোকে ও গ্রন্থসমাপ্তি-কালসূচক পুষ্পিকা কি করিয়া বাদ গিয়াছিল, ঐ শ্লোক কয়টি কোথায় পাওয়া গেল, এবং নূতন শ্লোক-যোজনা কিরূপে “যে সমস্ত ভোল ছিল” তন্মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, সে-সব সম্বন্ধে প্রকাশক কিছু বলেন নাই।

১ ১৩৪২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের “ব্রহ্মবিজ্ঞা” পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় উদ্ধৃত অংশের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “এইরূপ কোন উক্তিই ঐ ভূমিকায় নাই।” শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামীর নিকট যে বইখানি আছে তাহাতে ঐরূপ লেখা আছে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। হয় অচ্যুতবাবুর নিকট যে বইখানি আছে তাহা অল্প কোন সংস্করণের অথবা তাহার বইখানিতে হাতে লিখিয়া কিছু দেওয়া হয় নাই, কেন-না তিনি ত প্রকাশকের আপন লোক।

হাতে লেখা পুস্পিকায় আছে—

শাকে পক্ষাগ্নি-বেদেন্দুমিতে তুলাগতে রবৌ ।

শ্রীহরিবাসরে শুক্রে গ্রন্থোৎসং পূর্ণতাং গতঃ ॥

অর্থাৎ ১৪৩২ শকের কান্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশী দিবসে এই গ্রন্থ-প্রণয়ন-কার্য্য পূর্ণ হইল।^১ গ্রন্থকর্তা প্রদ্যুম্ন মিশ্র-সম্বন্ধে প্রকাশক বলেন—
“গ্রন্থকার প্রদ্যুম্ন মিশ্র শ্রীহট্ট-দেশবাসী উপেন্দ্র মিশ্রের বংশসম্ভূত, মহাপ্রভুর

১ ১৩৪২ অগ্রহায়ণ “ব্রহ্মবিদ্যা” অচ্যুতবাবু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলীর প্রকাশের ইতিহাস দিয়াছেন। তিনি বলেন যে ৮কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী ঐ পুথি সংগ্রহ করেন; মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ৮রাজীবলোচন দাসকে পত্র লিগিয়া ঐ পুথির নকল লয়েন। ৮চৈতন্যচরণ দাস আর একখানি পুথি সংগ্রহ করেন ও প্রথমোক্ত পুথির নকলের সহিত মিলাইয়া গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কিন্তু অচ্যুতবাবু একথা স্পষ্ট করিয়া অস্বীকার করেন নাই যে ৮-১৩, ২৪-২৮, ৫৯-৬০ শ্লোক হাতে লিখিয়া যোজনা করা হয় নাই। যদি এইরূপ যোজনা হইয়া থাকে তবে কিরূপে উহা হইল? চৈতন্যবাবু ত উভয় পুথি মিলাইয়াই বই ছাপিয়াছিলেন; এই হাতে লেখা শ্লোকগুলি কোথা হইতে পাওয়া গেল? আর ৮কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরীর পুথিরই না বয়স কত?

আমি শ্রীহরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের বইখানিতে হাতে লেখা উদ্ধৃত পুস্পিকা দেখিয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অচ্যুতবাবু ঐ পুস্পিকার সম্বন্ধে একেবারে কোন প্রকার উচ্চবাচ্য না করিয়া লিখিতেছেন—“গ্রন্থখানি কত কালের? গ্রন্থের শেষ শ্লোকটীতে এ সম্বন্ধে সাহায্য পাওয়া যায়। তাহা এই—

তদৈবাদেশতঃ কৃষ্ণচৈতন্য দয়ানিধেঃ

প্রদ্যুম্নাখ্যোন মিশ্রেণ কৃতেন্দুমদয়াবলী ॥”

আমার উদ্ধৃত পুস্পিকা যদি তাঁহার বইখানিতে না থাকিত তাহা হইলে তিনি স্পষ্ট করিয়া সে কথা বলিত পারিতেন। ঐ পুস্পিকা দাকাতোই বুঝা যায় যে বইখানি জাল, কেন-না ১৪৩২ শকে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের ২৫ বৎসর বয়সে কোন প্রদ্যুম্ন মিশ্রের সহিত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকারই হয় নাই।

অচ্যুতবাবু আরও লিখিয়াছেন যে উল্লিখিত দুইখানি পুথি ছাড়া তিনি শ্রীযুক্ত রামসদয় মিশ্র মহাশয়ের গৃহে “যুক্তত্বকে (পিঠাকরা গাছের বন্ধনে) লিখিত একখানা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী পুথি” দেখিয়াছেন। “উহার বয়স ৪০০ বৎসর (ব্রহ্মবিদ্যা, ১৩৪২ অগ্র., পৃ. ৩৭৯)।” শ্রীযুক্ত রামসদয় মিশ্র উপেন্দ্র মিশ্রের বংশধর বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া থাকেন। “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী” অকৃত্রিম ও প্রাচীন প্রমাণ করা তাঁহার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু এরূপ করিতে হইলে তাঁহার পুথিখানি কলিকাতায় “সাহিত্য-পরিষদে” বা “কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে” পাঠানো প্রয়োজন। তাহা হইলে প্রাচীন লিপি-বিশারদগণ উহার কাল-নির্ণয় করিতে পারেন। তাঁহার বাড়ীর পুথিকে বিনা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় আমি ৪০০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

সমসাময়িক এবং তাঁহার খুল্লতাত-ভ্রাতা ছিলেন বলিয়া কথিত হয়। আমি বৃদ্ধা এবং ঢাকার দক্ষিণের কোন কোন ব্রাহ্মণের নিকট গ্রন্থকারের বিষয় অন্বেষণ করিয়াছিলাম। সকলেই বলিলেন যে প্রদ্যুম্ন মিশ্র তাঁহাদের বংশেরই একজন ছিলেন, কিন্তু কেহ তৎসম্বন্ধে বিস্তার বিবরণ বলিতে পারিলেন না। কেহ বলিলেন যে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের বংশধর কেহ নাই।^১ “শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলাতে দুইজন প্রদ্যুম্ন মিশ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। একজন উৎকলবাসী, অপরজন বিদেশী অপরিচিত লোক। তিনি পুরীতে অত্র সকলের নিকট অপরিচিত হইলেও মহাপ্রভুর নিকট পরিচিত ছিলেন” কেন-না তাঁহাকে মহাপ্রভু রায় রামানন্দের নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

গ্রন্থের প্রামাণ্য-বিচার

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দুইজন প্রদ্যুম্নের নাম আছে সত্য, কিন্তু একজন প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, যাহার নাম প্রভু নৃসিংহানন্দ রাখিয়াছিলেন,^২ অত্র প্রদ্যুম্ন মিশ্র, যাহার নাম উৎকলবাসী ভক্তদের সহিত করা হইয়াছে।^৩ শ্রীচৈতন্যভাগবতে^৪ স্বরূপ-দামোদরের সহিত মিলনের পর দুইজন প্রদ্যুম্নের সহিত মহাপ্রভুর মিলন বর্ণিত হইয়াছে, অর্থাৎ ১৪৩১ শকের মাঘ মাসে সন্ন্যাস করিয়া, ১৪৩২ শকের প্রথমে দাক্ষিণাত্য যাত্রা করিয়া, ১৪৩৪ শকে পুরীতে ফিরিবার পূর্বে ইহাদের মধ্যে একজনের সহিতও শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ হয় নাই। কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে^৫ দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীচৈতন্যের সহিত প্রদ্যুম্ন মিশ্রের সাক্ষাৎকার বর্ণনা করিয়াছেন। উৎকলবাসী প্রদ্যুম্ন মিশ্র ও কাঞ্চনপল্লীর নিকটবর্তী কোন স্থানবাসী শিবানন্দের বন্ধু প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী ব্যতীত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের

১ উক্ত অংশে লক্ষ্য করিলেন যে যাহারা প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে নিজেদের বংশের লোক বলিয়া দাবী করিতেছেন তাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই “বিস্তার” অর্থাৎ সঠিক সংবাদ দিতে পারিলেন না। আবার কেহ বলিলেন যে তাঁহার বংশধরই নাই। এরূপ পরস্পর-বিরোধী উক্তি হইতে কি কোনরূপ ঐতিহাসিক সত্য নিষ্কাশন করা যায় ?

২ চৈ. চ., ১১০।৩৩ ও ১১০।৫৬

৩ চৈ. চ., ১১০।১২২

৪ শ্রীচৈতন্যভাগবত, পৃ. ৪০৯

৫ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, ১৩।৭০

অসুখথেও অপর কোন “বিদেশী অপরিচিত প্রহ্ম মিশ্রের” কথা, যাহা আলোচ্য গ্রন্থের প্রকাশক ভূমিকায় বলিয়াছেন, তাহা পাইলাম না। প্রহ্ম মিশ্র একজনই—দুইজন নহে—অপর ব্যক্তি প্রহ্ম ব্রহ্মচারী। প্রহ্ম মিশ্র ১৪৩৪ শকের পূর্বে মহাপ্রভুর সহিত পরিচিত হয়েন নাই; সুতরাং ১৪৩২ শকে তাঁহার পক্ষে শ্রীচৈতন্যের জীবনী লেখা অসম্ভব।

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী”তে শ্রীচৈতন্যের জীবনী-সম্বন্ধে বিশেষ কোন খবর নাই, কেবল তিনি যে শ্রীহট্টের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের তৃতীয় শ্লোকে আছে—মধুকর মিশ্র নামক একজন পাশ্চাত্য বৈদিক (অন্য পুথিতে পাঠান্তর, দাক্ষিণাত্য বৈদিক^১) ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে উপেন্দ্র একজন।^২ উপেন্দ্র বুরঙ্গা ত্যাগ করিয়া ঢাকার দক্ষিণে বাস করেন। তাঁহার কংসারি, পরমানন্দ, জগন্নাথ, সর্পেশ্বর, পদ্মনাভ, জনার্দন এবং ত্রিলোকনাথ নামে সাতটি পুত্র হয়।^৩ জগন্নাথ মিশ্র পড়িবার জন্য নবদ্বীপে যাইয়া নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যাকে বিবাহ করেন ও তথায় বাস করিতে থাকেন। জগন্নাথের আট কন্যা হইয়া মারা যায়। তৎপরে বিশ্বরূপ নামে পুত্র হয়। বিশ্বরূপের

১ প্রহ্ম মিশ্র যদি সত্যি উপেন্দ্র মিশ্রের বংশসম্মত হইতেন তাহা হইলে কি তাঁহার বইয়ের দুইখানি পুথিতে “পাশ্চাত্য বৈদিক” ও “দাক্ষিণাত্য বৈদিক” লইয়া মতভেদ থাকিত? প্রহ্ম মিশ্র কি নিজের জাতি-সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ ছিলেন না?

২ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী, ১৫

৩ যশোদানন্দ তালুকদার-প্রকাশিত প্রেমবিলাসের চতুর্বিংশ বিলাসে (পৃ. ২৪২) এই সাতটি নাম আছে; যথা—

কংসারি পরমানন্দ আর জগন্নাথ।

পদ্মনাভ সর্পেশ্বর জনার্দন ত্রৈলোক্যনাথ ॥

গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় উপেন্দ্রের সাতপুত্রের কথা আছে (৩৫) কিন্তু তাঁহাদের নাম নাই। যদি “প্রেমবিলাস” ও “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী”র তালিকা ঠিক হয়, তাহা হইলে অচ্যুতবাবু যে বলিতেছেন, “কবি জয়ানন্দের গ্রন্থে উপেন্দ্র মিশ্রের নাম জনার্দন” (ব্রহ্মবিদ্যা, ১৩৪২, পৃ. ৩৮১) তাহা জয়ানন্দের অজ্ঞতা মনে হয়। উপেন্দ্রের এক পুত্রের নাম যদি জনার্দন হয় তবে উপেন্দ্রের নামান্তর কিছুতেই জনার্দন হইতে পারে না। ভক্তের লীলাস্বাদনের সহিত ঐতিহাসিকের বিচারের তফাৎ এই যে ভক্ত এক বইয়ে জগন্নাথ মিশ্রের পিতার নাম উপেন্দ্র, অন্য বইয়ে জনার্দন দেখিলে উভয়ই সত্য মনে করেন। ঐতিহাসিক বলেন যদি নামান্তরের প্রমাণ না থাকে তবে একটি বইয়ের কথা সত্য, অপরটির মিথ্যা।

বৈষয়িক কৰ্মে মন নাই দেখিয়া জগন্নাথ ভাবিলেন মা-বাপ বাঁচিয়া থাকিতে তাঁহাদিগকে তিনি দেখেন না। এইজন্তই তাঁহার “ঐদৃশী গতিঃ”। এই ভাবিয়া তিনি মা-বাপকে দেখিবার জন্ত “ভাৰ্ঘ্যার সহিত” স্বদেশে শীঘ্র গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া কিছু দিন থাকার পর একবার শচী ঋতুস্নাতা হইলে শচীর শাশুড়ী শোভাদেবীর নিকট দৈববাণী হইল “আমি পুত্রবধূতে আবিভূত হইব। শীঘ্র তাহাকে নবদ্বীপে পাঠাও।” “অন্তথাচরণাভ্রদ্রে ভবিষ্যন্তি বিপত্তয়ঃ।”^১ ইহার পর জগন্নাথ সঙ্গীক নবদ্বীপে পুনরাগমন করিলেন।^২

এই বিবরণ-সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্গীক নবদ্বীপ হইতে শ্রীহটে গমনাগমন এত সহজ ছিল না। তখনও হুসেন সাহ সুলতান হইলেন নাই। দেশের মধ্যে তখন অরাজকতা প্রবল। সেই সময়ে গর্তবতী স্ত্রীকে লইয়া জগন্নাথ মিশ্রের নবদ্বীপে আসা কিছু অসম্ভব মনে হয়। আরও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে কবিকর্ণপুরে গৌরগণোদ্দেশদীপিকার মতে^৩ শচীদেবীর শাশুড়ীর নাম কমলাবতী, শোভা নহে।

তারপর “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী”তে ছাপা হইয়াছিল যে জগন্নাথ মিশ্র বিশ্বস্তরকে লক্ষ্মীর সহিত বিবাহ দিয়া পরলোকগমন করেন।^৪ কিন্তু পরে ঐ শ্লোক হাতে কাটিয়া দিয়া লেখা হইয়াছে যে বিশ্বস্তরের সমাবর্তন-কৰ্ম্মান্তে জগন্নাথ পরলোকে গমন করেন ও তৎপরে লক্ষ্মীর সহিত বিশ্বস্তরের বিবাহ হয়,^৫ তারপর বিশ্বস্তর বঙ্গদেশে গমন করেন ও লক্ষ্মীর মৃত্যু হয় (৩১৫)।

১ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী, ২।২৪

২ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী, ২।৩০

৩ গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ৩৬

৪ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী, ৩১২

৫ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী (হাতে লেখা) ৩১৮-১২

অচ্যুতবাবু (ব্রহ্মবিদ্যা ১৩৪২, পৃ. ৬৮৩) লিখিতেছেন যে তাঁহার বইয়ে ঐরূপ কাটা নাই, তাহাতে “ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত এই শ্লোকটি আছে—

সমাবর্তনং কৰ্ম্মান্তং কৃত্বা তন্তু দ্বিজোত্তমঃ।

বিবাহং কারয়ামাস লক্ষ্ম্যা লক্ষণযুক্তয়া ॥”

শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর, কৃষ্ণাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি সকলে এত বড় একটা ব্যাপারে ভুল করিবেন, আর প্রচ্যন্ন মিশ্র ঠিক কথা বলিবেন, ইহা

তারপর বিশ্বস্তরের সন্ন্যাস-গ্রহণ।^১ শান্তিপু্রে শচীদেবী শ্রীচৈতন্যকে বলেন যে তাঁহার শান্তিপুরী শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্বে বলিয়াছেন যে “তোমার গর্ভে যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে শীঘ্র আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে; তাহাকে দেখিতে আমার ইচ্ছা আছে।”^২ তখন শ্রীচৈতন্য প্রপিতামহের স্থান “বরগঙ্গায়” যাইলেন।^৩ কিন্তু মুদ্রিত ৩২১ শ্লোকটি হাতে কাটিয়া তাহার পাশে “ভোল” লেখা হইয়াছে। তৎপরিবর্তে ৩২৪-২৮ শ্লোক হাতে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক ব্রাহ্মণীর অহরোধে শ্রীচৈতন্য “চণ্ডীমেকাং লিখিত্বা তু প্রাদান্তমৈ যথেন্সিতাম্।”^৪ তৎপরে প্রভুর পিতামহী বলিলেন, “তোমার পিতামহের পৌত্রেরা কি খাইয়া বাঁচিবে?” প্রভু বলিলেন, “পালয়ামি ভবং-পৌত্রান্ সসন্তানানিহ স্থিতঃ।”^৫ সেখান হইতে প্রভু কৈলাসে যাইয়া অমৃতকুণ্ডে স্নান করিলেন।

৩৫২ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে “যাঁহার মায়ায় ব্রহ্মাদি দেবতা পর্য্যন্ত মুগ্ধ, আমাদ্বারা তাঁহার লীলা বর্ণন করা সম্ভব হয় কি?” ৩৬০ শ্লোকে গ্রন্থ-শেষ। আর লীলা-বর্ণনার প্রয়োজনও ছিল না। শ্রীচৈতন্যের জন্ম না হউক অন্ততঃ গর্ভে আগমন শ্রীহট্টে হইয়াছিল ও সন্ন্যাসের পর আসিয়া তিনি “দ্বয়ীমূর্ত্তি” রাখিয়া^৬ মিশ্র-পরিবার-প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিলেন, ইহা যখন প্রমাণ হইয়া

বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। উক্ত সকল গ্রন্থকারই বলেন যে জগন্নাথের পরলোকগমনের পরে বিশ্বস্তরের সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ হয়। জয়ানন্দ (পৃ. ৪৬) বলেন যে,

পূর্বে নিগ্র পূরন্দর আচায়া পুরন্দরে ।

কৃতকৃত্য হইয়াছে সম্বন্ধ-করিবারে ॥

কিন্তু সম্বন্ধ হওয়া এক কথা, আর “বিবাহং কারয়ামান” সম্পূর্ণ অন্য কথা।

১ ঐ ৩১৬-১৮

২ ঐ ৩২০-২১

৩ ঐ ৩২১

৪ ঐ ৩৩৩। ভাবোন্মত্ত শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে শান্তিপুর হইতে নীলাচলে যাইবার সময় নিত্যানন্দাদি সঙ্গী ছিলেন। তাঁহারা কেহ শ্রীচৈতন্যকে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত অহুসরণ করিলেন না, ইহা কি বিশ্বাস করা যায়? আর সন্ন্যাস-গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্যের যেরূপ ভাব-বিকাশ হইয়াছিল, তাহাতে যদি বা তিনি শ্রীহট্টে যাইয়া থাকেন, তাহা হইলেও সেই অবস্থায় “চণ্ডী” নকল করিয়া দেওয়া কি তাঁহার পক্ষে সম্ভব?

৫ ঐ ৩৫১

৬ ঐ ৩৫৬

গেল, তখন আর লীলাবর্ণনে শক্তি-ব্যয় ও ছাপার খরচ স্বীকার করার প্রয়োজন কি ?

গ্রন্থখানিতে “পাদ্মে শ্রীভগবদ্বাক্য” বলিয়া—

দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং হি সুরেশ্বরঃ ।

কলৌ সঙ্কীৰ্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥ ১।১৫র পর

এবং “তথা চোক্তং বিশ্বসারতন্ত্রে” বলিয়া

গঙ্গায় দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে মনোরমে ।

ফাল্গুণ্যং পৌৰ্ণমাস্যং বৈ নিশায়াং গৌরবিগ্রহঃ ।

আবিরাশীচ্ছচী-গেহে চৈতন্তো রসবিগ্রহঃ ॥

উদ্ধৃত হইয়াছে । সনাতন গোস্বামী তাঁহার “বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী”র ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে তিনি পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন । তিনি অথবা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কি পদ্মপুরাণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই ? শ্রীজীব গোস্বামীর গ্রন্থ পণ্ডিতের চোখে যদি পদ্মপুরাণে শ্রীচৈতন্তের অবতারত্ব-সূচক এমন স্থম্পষ্ট প্রমাণ পড়িত, তাহা হইলে তিনি কি তাহা “ষট্‌সন্দর্ভে” বা “সর্বসম্বাদিনী”তে উদ্ধৃত করিতেন না ? কবিকর্ণপুর কি ঐরূপ প্রমাণ পাইলে মহাভারতের ও ভাগবতের দুইটি শ্লোক লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন ? বলদেব বিদ্যাভূষণ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন । তাঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ আর শ্রীচৈতন্তের ভগবত্ত্বপ্রমাণের জন্য আকৃতি প্রবল ছিল । তিনিও কি “পদ্মপুরাণ” বা “বিশ্বসারতন্ত্রে” ঐ রকম শ্লোক দেখিতে পাইলেন না ? ফল কথা এই যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ঐ-সব জাল শ্লোক বৈষ্ণবগণ রচনা করেন নাই । কোন বইয়ে ঐরূপ শ্লোক থাকিলে তাহা যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরবর্ত্তী কালের রচনা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে ।

তথাকথিত প্রদ্যুম্ন মিশ্র-লিখিত “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তোদয়াবলী” যে জাল, তাহা উহার প্রকাশের ও ছাপার ইতিহাস দেখিলেই বুঝা যায় । এই গ্রন্থ কবে রচিত হইয়াছিল, বলিতে পারি না ; তবে বলদেব বিদ্যাভূষণের সময়ের পরে রচিত হইয়াছিল নিশ্চয় । অচ্যুতবাবু বলিতেছেন যে “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তোদয়াবলী” অবলম্বন করিয়া বা অনুবাদ করিয়া তিনখানি বাঙ্গালা পয়ারের পুথি ও বই আছে, যথা—(ক) যোগজীবনমিশ্র-কৃত মনঃসন্তোষিণী, (খ) ১২৮৫ মালে

প্রকাশিত রামশরণ দেব চৈতন্যবিলাস, (গ) রামরত্ন ভট্টাচার্য্য-কৃত শ্রীচৈতন্য-রত্নাবলী।^১ কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে এই অনুবাদগুলি কত দিনের প্রাচীন? যে পুথি কোন সাধারণ গ্রন্থালয়ে রক্ষিত নাই তাহার বয়স-নির্ণয় হইবে কিরূপে? অচ্যুতবাবুও স্পষ্ট করিয়া কোথাও বলেন নাই যে অনুবাদগুলি খুব প্রাচীন।

প্রবীণ বৈষ্ণব সাহিত্যিক প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—“অনেক স্বার্থপর লোক হয় নিজের পূর্বপুরুষকে একজন অসাধারণ লোক বলিয়া পরিচিত করিবার নিমিত্ত, নয় কোন অপসিদ্ধান্ত প্রচারের নিমিত্ত, কিংবা কোন সম্মানিত বংশকে অবমানিত করিবার নিমিত্ত, অথবা আপন অধিকারে কোন প্রাচীন নিদর্শনের অস্তিত্ব-থ্যাপনের নিমিত্ত, শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থকারের বা পদকর্তার নামে ঐরূপ গ্রন্থ বা পদ প্রচার করিয়া থাকে। সুতরাং ঐ শ্রেণীর গ্রন্থ বা পদগুলিকে খুব সাবধানেই গ্রহণ করিতে হয়।” বৈষ্ণবগ্রন্থ-বিচারে এই সাবধানবাণী বিশেষভাবে মনে না রাখিলে সত্যনির্ধারণ করা অসম্ভব। আলোচ্য গ্রন্থখানির মধ্যে সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্যের বিরোধী এত কথা আছে যে ইহাকে শ্রীচৈতন্যের আদেশে রচিত এবং তাঁহার অনুগত জ্ঞাতীভ্রাতার লিখিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না।

Ishan Nagar's "Advaita prakash"

ঈশান নাগরের “অদ্বৈত-প্রকাশ”

শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় ১৩০৩ সালের মাঘ মাসের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সর্বপ্রথমে এই গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করেন।^২ ঈশান

১ ব্রহ্মবিজ্ঞা ১৩৪২, পৃ. ৩৭১-৩৮৫। অচ্যুতবাবু “ব্রহ্মবিজ্ঞার” ১৩৪২ অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় আমার ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদ বাহির করেন। তাঁহার সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করিয়া উক্ত পত্রিকার ১৩৪৩ বৈশাখ-সংখ্যায় আমি আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি। সেই সময় হইতে অচ্যুতবাবু নীরব আছেন।

২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩০৩, ৩-৪ ভাগ, পৃ. ২৫৪, পাদটীকায় তিনি লিখিয়াছেন, “আমরা বহু পরিগ্রহে ১৭০৩ শকের লিখিত অদ্বৈত-প্রকাশের একখানি প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছি। স্বাকপালে আদি গ্রন্থ আছে, এখানি তদৃষ্টে লিপিত। ...গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইলে বাঙ্গলার ও বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রচুর উপকার হইবে।” রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (১৩১৪ সাল, ২য় ভাগ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৯২) হইতে জানা যায় যে পুস্তকখানি বটতলার কৃপায় ছাপা হইয়াছিল; “কাঠের খোদাই অক্ষরে লেখা।”

নাগরের অদ্বৈত-প্রকাশ যদি অকৃত্রিম গ্রন্থ হয়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যের জীবনী ও ধর্মমত-সম্বন্ধে ইহার প্রামাণিকতা মুরারি গুপ্তের কড়চার তুল্য, এমন কি কোন কোন বিষয়ে উহার অপেক্ষাও বেশী বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। শ্রীচৈতন্যকে স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার জীবনী লিখিয়াছেন তিনজন—মুরারি, কবিকর্ণপুর ও জয়ানন্দ। কবিকর্ণপুর ও জয়ানন্দ উভয়েই বাল্যকালে শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিয়াছিলেন। জয়ানন্দের অনুসন্ধিৎসা একেবারেই ছিল না, তিনি কতকগুলি প্রবাদমাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কবিকর্ণপুর খুব অনুসন্ধিৎসু ও সন্নিবেচক ছিলেন; কিন্তু শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলা-সম্বন্ধে তাঁহার কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না। মুরারি নীলাচল-লীলা-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার অধিকাংশই কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু ঈশান নাগর নিজে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা সত্য হইলে, তিনি শ্রীচৈতন্যের বাল্যকাল হইতে তিরোধান পর্যন্ত সময়ের ঘটনা হয় নিজের চোখে দেখিয়াছেন, না হয় প্রভুর অন্তরঙ্গজনের নিকট শুনিয়াছেন, বলিতে হয়।

ঈশান নাগর বলেন যে অদ্বৈতপুত্র অচ্যুতের পাঁচ বৎসর বয়সে যে দিন হাতেখড়ি হয়, সেই দিন পঞ্চবৎসরক ঈশানকে লইয়া তাঁহার মাতা আসিয়া অদ্বৈত-গৃহে উপস্থিত হইলেন (একাদশ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৪৫, তৃতীয় সং)। তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় যে ১৪১৪ শকে বৈশাখী পূর্ণিমায় অচ্যুতের জন্ম (১১ অ., পৃ. ৪৫)। তাহা হইলে অচ্যুত ও ঈশান শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা মাত্র ছয় বৎসর দুই মাসের ছোট। ১৪১৪ শক হইতে ১৪৮০ শক, অর্থাৎ অদ্বৈতের তিরোভাব-কাল পর্যন্ত, তিনি অদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। তিনি কি কাজ করিতেন, কত দূর পড়াশুনা করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই; তবে কয়েক স্থলের ইঙ্গিত হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে টংলদারী, অর্থাৎ ভোগ রান্নার জোগান দেওয়ার কাজ, তাঁহাকে করিতে হইত। অদ্বৈত, তাঁহার পত্নী সীতাদেবী ও অচ্যুত তাঁহাকে খুবই স্নেহ করিতেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের জীবনের যে যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্বৈত জ্ঞান-ব্যাখ্যা করিতেছিলেন বলিয়া বিশ্বস্তর ও নিত্যানন্দ যে দিন শান্তিপুরে তাঁহার সহিত বুঝাপড়া করিতে আসেন সে দিন সীতাদেবী অনেক জিনিষ রান্না করিয়াছিলেন। ঈশান বলেন—

মুঞি অধম কৈলা তাঁর জলের টহল ।—১৪ অ., পৃ. ৬০

আবার নীলাচলে যে দিন অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সেই দিন “গৌরের পদ ধৌত লাগি মুঞি কীট গেহু” (১৮ অ., পৃ. ৮০)। শ্রীচৈতন্যের আহ্বারের পর অদ্বৈত তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যের পদসেবা করিতে বলিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে উপদেশও দিয়াছিলেন।

তবে মুঞি কীট হর্ষে কহিহু চৈতন্যে ।

দয়া করি কহ কিছু এই ভক্তিশূন্যে ॥

সহাস্ত্রে মধুর ভাষে গৌরাঙ্গ কহিলা ।

শুনহ ঈশান শাস্ত্র যাহা প্রকাশিলা ॥—১৮ অ., পৃ. ৮২

ঈশান বলেন যে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, অচ্যুত, পদ্মনাভ চক্রবর্তী, শ্যামদাস প্রভৃতি তাঁহাকে অনেক ঘটনা বলিয়াছিলেন ; যথা—

(ক) শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্ব হইতে অচ্যুতের জ্ঞানোদয় পর্যন্ত ঘটনার অধিকাংশ তিনি অদ্বৈতের নিকট শুনিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের উপবীত-গ্রহণ পর্যন্ত বর্ণনা করিয়া তিনি লিখিতেছেন—

কুদ্ৰ মুঞি অপার গৌরলীলার কিবা জানি ।

তার সূত্র লিখি যেই প্রভু মুখে শুনি ॥—১০ অ., পৃ. ৪৫

(খ) নিত্যানন্দপ্রভু ঈশানকে নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের সহিত জল-ক্রীড়ার কথা বলিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর মুখাজনিঃসৃত ।

এই লীলারসামৃত পিয়া হইহু পূঁত ॥—১৫ অ., পৃ. ৬৬

(গ) অচ্যুত বিশ্বম্ভর মিশ্রের টোলে পড়িয়া আসিয়া শ্রীচৈতন্যের অধ্যাপক-জীবন, পূর্ববঙ্গ-গমন, লক্ষ্মীর তিরোধান ও বিষ্ণুপ্রিয়াসহিত বিবাহের কথা বলিয়াছিলেন।

শ্রীঅচ্যুত কহে মোরে এই শুভাখ্যান ।

তার সূত্র লব মাত্র করিহু ব্যাখ্যান ॥—১৩ অ., পৃ. ৫৫

(ঘ) ঈশান মুরারির কড়চা, বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত বা কবিকর্ণ-

পূর্বের কোন বই পড়েন নাই, এমন কি এগুলি যে তাঁহার গ্রন্থ-রচনার পূর্বে লিখিত হইয়াছিল তাহাও তিনি জানিতেন না। তিনি অদ্বৈতের জীবনী-সম্বন্ধে একখানি মাত্র বই পড়িয়াছিলেন ; আর সব ঘটনা নিজের চোখে দেখিয়া বা অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, অচ্যুত প্রভৃতির দ্বারা প্রামাণিক ব্যক্তির নিকট শুনিয়া লিখিয়াছেন ; যথা—গ্রন্থশেষে আছে :

বিভাবুদ্ধি নাহি মোর কৈছে গ্রন্থ লিখি ।

কি লিখিতে কি লিখি ধরম তার সাঙ্গী ॥

লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলা-স্মৃতি ।

যে গ্রন্থ পড়িলে হয় ভুবন পবিত্র ॥

যে পড়িছে যে শুনিছে কৃষ্ণদাস-মুখে ।

পদ্মনাভ শ্যামদাস যে কহিলা মোকে ॥

পাপচক্ষে যে লীলা মুণ্ডি করিছে দর্শন ।

প্রভু আজ্ঞা মতে তাহা করিছে গ্রন্থন ॥—২২ অ., পৃ. ১০৪

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে এই গ্রন্থ অকৃত্রিম হইলে, ইহার প্রামাণিকতা মুরারির গ্রন্থের তুল্য হওয়া উচিত ।

কিন্তু এক হিসাবে মুরারির গ্রন্থের অপেক্ষাও ইহা মূল্যবান্ । মুরারি কোথাও সন-তারিখ উল্লেখ করেন নাই । কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ কতকগুলি ঘটনার সময়-নির্দেশ করিয়াছেন । তবু আমরা জানি না যে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও হরিদাস কবে জন্মিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা কত দিনের বড় ছিলেন, শ্রীচৈতন্য কত দিন কি কি বিষয় পড়িয়া-ছিলেন, অদ্বৈত কবে তিরোধান করিলেন । ঈশান নাগর এ-সমস্ত ঘটনার তারিখ ত দিয়াছেনই, অদ্বৈতের পুত্রেরা কে কবে জন্মিয়াছিলেন তাহাও লিখিয়াছেন ; যথা—

ক । হরিদাস ১৩৭২ শক বা ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন :

ত্রয়োদশ শত দ্বিসপ্ততি শকমিতে ।

প্রকট হইলা ব্রহ্মা বুড়ন গ্রামেতে ॥—৭ অ., পৃ. ২৬

খ । অদ্বৈত শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা ৫২ বৎসরের বড় ছিলেন :

শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান

অহে বিভূ আজি দ্বিপঞ্চাশ বর্ষ হইল ।

তুয়া লাগি ধরাধামে এ দাস আইল ॥—১০ অ., পৃ. ৪৩

অদ্বৈত

সওয়া শত বর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে ।

অনন্ত অর্বুদ লীলা কৈলা যথাক্রমে ॥—২২ অ., পৃ. ১০৩

অর্থাৎ অদ্বৈত ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মিয়া ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন ।

গ । ১ । গোবরের বয়স যবে পাঁচ বৎসর হইল ।

শুভক্ষণে মিশ্র তার হাতে খড়ি দিল ॥—১০ অ., পৃ. ৪৪

২ । প্রথমে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে ।

দুই বর্ষে ব্যাকরণ কৈলা সমাপনে ॥

দুই বর্ষে পড়িলা সাহিত্য অলঙ্কার ।

তবে গেলা শ্রীমান্ বিষ্ণু মিশ্রের গোচর ॥

তঁাহা দুই বর্ষ স্মৃতি জ্যোতিষ পড়িলা ।

সুদর্শন পণ্ডিতের স্থানে তবে গেলা ॥

তঁার স্থানে ষড়্ দর্শন পড়িলা দুই বর্ষে ।

তবে গেলা বাসুদেব সার্কভৌম পাশে ॥

তঁার স্থানে তর্কশাস্ত্র পড়িলা দ্বিবৎসরে ।

এবে তুয়া পাশ আইলা বেদ পড়িবারে ॥—১২ অ., পৃ. ৪৮

“তুয়া” মানে অদ্বৈত । কিন্তু এ বিবরণ হইতে জানা যায় না যে বিশ্বস্তর কত বৎসর বয়সে অদ্বৈতের নিকট পড়িতে আসিলেন । তাই ঈশান বলিয়া দিতেছেন যে সে সময়ে অদ্বৈতের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণদাসের বয়স পাঁচ বৎসর । কৃষ্ণদাস জন্মিয়াছিলেন :

চৌদশত অষ্টাদশ শক অবশেষে ।

মধুমাসে কৃষ্ণ ত্রয়োদশী নিশি শেষে ॥—১২ অ., পৃ. ৪৬

তাহা হইলে শ্রীচৈতন্য ১৪২৩ বা ১৪২৪ শকে অর্থাৎ ১৬১৭ বৎসর বয়সে অদ্বৈতের নিকট পড়িতে আসিয়াছিলেন ।

কত দিন তিনি অদ্বৈতের নিকট পড়িয়াছিলেন তাহাও গ্রন্থকার বলিয়াছেন :

গৌরের এক বর্ষ হৈল অতিক্রম ।

তাহে বেদ ভাগবত হইল পঠন ॥

ঘ। নিত্যানন্দ

তেরশত পঁচানব্বই শকে মাঘ মাসে ।

শুক্লা ত্রয়োদশীতে রামের পরকাশে ॥—১৪ অ., পৃ. ৫৭

ঙ। ঈশান অদ্বৈতের পুত্রগণের জন্মের তারিখ নিম্নলিখিতরূপ দিয়াছেন :

অচ্যুত, ১৪১৪ শক বৈশাখী পূর্ণিমা (১১ অ., ৪৫ পৃ.)

কৃষ্ণদাস, ১৪১৮ শক চৈত্র কৃষ্ণ ত্রয়োদশী (১১ অ., ৪৬ পৃ.)

গোপাল, ১৪২২ শক কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী (১১ অ., ৪৭ পৃ.)

বলরাম, ১৪২৬ শক পৌষ মাস (১৫ অ., ৬০ পৃ.)

স্বরূপ ও জগদীশ, ১৪৩০ শক জ্যৈষ্ঠ মাস (১৫ অ., ৬১ পৃ.)

সীতাদেবীর চার বছরের আজা ছিল, দেখা যাইতেছে। ঈশান যদি তিথির সঙ্গে বারটিও উল্লেখ করিতেন তবে জ্যোতিষিক গণনা করিয়া তাঁহার স্মৃতিশক্তি কতদূর প্রবল ছিল তাহার পরিচয় দেওয়া যাইত। কিন্তু ঈশান নিজে যে-সব তারিখ দিয়াছেন ও ঘটনা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে কোথাও পরস্পর বিরোধ নাই। নিত্যানন্দের জন্মের ও অদ্বৈতের তিরোভাবের তারিখ ছাড়া আর সব তারিখ সত্য কি না যাচাই করিয়া লওয়ারও উপায় নাই, কেন-না অন্য কোন বৈষ্ণব গ্রন্থকার তারিখ উল্লেখ করেন নাই।

দাক্ষিণাত্য-দেশ-ভ্রমণের পর শ্রীচৈতন্য যখন পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন কৃষ্ণ মিশ্র তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতে চাহিলেন। সীতাদেবী কৃষ্ণকে বলিলেন, “তোরা ভাব্যা শ্রীবিজয়া সহ যন্ত্র লহ” (১৫ অ.)। সন্দেহ হয় যে কৃষ্ণদাসের তখনও বিবাহের বয়স হয় নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্য ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে পুরীতে ফিরিয়াছিলেন ; এই জ্ঞাত তারিখের সহিত মিলাইয়া দেখিলে, তাঁহার বয়স তখন ১৬ বৎসর, স্মরণ্য বিবাহ হওয়া অসম্ভব নহে। শ্রীচৈতন্য অদ্বৈতকে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য যখন বুঝাপড়া করিতে আসিলেন, তখন

সীতাদেবী অনেক প্রকার জিনিষ রাঁধিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন। আমার সন্দেহ হয়, সীতাদেবী তখন পূর্ণগর্ভা বা সন্তঃপ্রসূতা নহেন ত। গয়া হইতে আসার পর এক বৎসর কাল বিশ্বস্তর গৃহে ছিলেন। সুতরাং এই ঘটনা ১৪৩১ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের পর হইয়াছিল, কেন-না জ্যৈষ্ঠ মাসেই তিনি ভাবাধিক্য-বশতঃ অধ্যাপনা বন্ধ করেন এবং ১৪৩১ শকের ২৯ মাঘ সম্মাস লয়েন। ১৪৩১ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে সীতাদেবীর কোলের যমজ ছেলে দুইটির বয়স এক বৎসর। এইরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম ঈশানের গণনা নিভুল। তিনি কোথাও পরস্পর-বিরোধী উক্তি করেন নাই। ঈশান নাগরের বর্ণনা সুস্থ গণনা করিয়া লেখা, তাই বোধ হয় গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় বলিয়াছেন, “অদ্বৈত-প্রকাশে কিছুমাত্র অসঙ্গত উক্তি নাই। স্থূল দৃষ্টিতে যাহা অসঙ্গত বোধ হয় তাহাতে বিচিত্র ঐতিহাসিক তত্ত্বই নিহিত আছে।” উক্ত ভূমিকা-লেখক মহাশয় আরও জানাইয়াছেন যে অদ্বৈত-প্রকাশে “শ্রীমদ্রাহাপ্রভুর লীলা-ঘটিত অনেক অভিনব আখ্যান আছে বলিয়া সম্মানিত।” যে-সমস্ত ঘটনা মুরারি, কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস, লোচন, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীকৃষ্ণ, রঘুনাথদাস গোস্বামী, প্রবোধানন্দ, গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব, বাসু ঘোষ, নরহরি সরকার প্রভৃতি চরিতকার এবং স্তব ও পদকর্তারা বলেন নাই বা জানিতেন না, এরূপ অনেক ঘটনা অদ্বৈত-প্রকাশে আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি।

Information on undisclosed events till Ishan's Advaita prakash

১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায় যে শ্রীচৈতন্য মাধব বা তত্ত্ববাদীদের সহিত বিচার করিয়াছিলেন, অথচ গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীচৈতন্যকে মাধব-সম্প্রদায়ভুক্ত বলা হইয়াছে। ঈশান বলিতেছেন, অদ্বৈত তীর্থ-ভ্রমণকালে “মধ্বাচার্য্য স্থানে” মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ও তাঁহার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ও মাধব ভাষ্য পাঠ করিয়াছিলেন। ঈশানের কথাকে প্রামাণিক মনে করিলে গোড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে মাধব-সম্প্রদায়ের শাখা বলিতেই হইবে। অদ্বৈত ১২ বৎসর বয়সের সময় শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন (২ অ., পৃ. ৮); তৎপরে (ধরা যাক তিন-চার বৎসর) ষড়্‌দর্শন পড়েন; তারপর “বর্ষদ্বয়ে বেদ শাস্ত্র পড়ে সমুদয়” (৩ অ., পৃ. ৯); তারপর পিতামাতার “সেবায় এক বৎসর হইল অতীত” (৪ অ., পৃ. ১০)। তখন নব্বই বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা ও মাতা পরলোক-গমন করেন, অর্থাৎ ১৮১৯ বৎসর বয়সে, ১৪৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, অদ্বৈত তীর্থযাত্রায় বাহির হয়েন।

দুই বৎসরের মধ্যে মাধ্বাচার্যের স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন, বোধ হয়।
১৪৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট অনন্তসংহিতা দেখিয়া অদ্বৈত

তাহা পড়ি প্রভু মহা আনন্দিত হৈলা ॥
প্রভু কহে নন্দমুখত ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ।
গৌররূপে নবদ্বীপে হৈলা অবতীর্ণ ॥
হরি নাম প্রেম দিয়া জগত তারিবে ।
মো অধমের বাঞ্ছা তবে অবশ্য পূরিবে ॥
কহিতেই হৈল প্রভুর প্রেম উদ্দীপন ।
প্রহরেক গৌরনামে করে সঙ্কীৰ্ত্তন ॥
“গৌর মোর প্রাণপতি যাহা তারে পাও ।
বেদধর্ম্ম লজ্জি মুই তাহা চলি যাও ॥”—৪ অ., পৃ. ১২

২। মিথিলায় অদ্বৈতের সহিত বিদ্যাপতির সাক্ষাৎকার হয় ।

—পৃ. ১৩

৩। মাধবেন্দ্র বৃন্দাবন হইতে পুরী যাইবার পথে শান্তিপুরে আসিয়া
অদ্বৈতকে বিবাহ করিতে বলেন ; কেন-না।

কৃষ্ণ রূপায় হৈবে তাঁহার বহুত সম্ভান ।
জীব নিস্তারিবে সতে দিয়া কৃষ্ণ নাম ॥—৫ অ., পৃ. ১৮

৪। হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈতের নিকট দর্শনশাস্ত্র ও ভাগবত পড়িয়াছিলেন
(৭ অ., পৃ. ২৬)। হরিদাস ঠাকুরের নিকট তর্কে যে তর্কচূড়ামণি হারিয়া
গিয়া বৈষ্ণব হইয়াছিলেন তিনিই চরিতামৃতের অদ্বৈত শাখাগণনে উল্লিখিত
শ্রীষদ্বন্দনাচার্য্য । কবিকর্ণপুরের নাটক হইতে জানা যায় যে রঘুনাথদাস
গোস্বামীর মন্ত্রগুরু ছিলেন ষদ্বন্দনাচার্য্য । স্মতরাং ঈশান নাগর হইতে জানা
যাইতেছে যে চরম ব্রজলীলাবাদী রঘুনাথদাস অদ্বৈত-পরিবারেরই শিষ্য ।
হরিদাসের নিকট আসিয়া যখন একজন বেণী কুপ্রস্তাব করিল, তখন হরিদাস
তাহাকে বলিলেন :

ইহা হইতে আজি তুহু করহ প্রস্থান
যেজন তুলসী কণ্ঠি না করে ধারণ ॥

যেই নাহি করে ভালে তিলক রচন ।

যার মুখে কৃষ্ণ নাম না হয় স্মরণ ॥

সেই সব জন হয় পাষণ্ডী অধম ।

নির্যাস জানিহ তারা কৃষ্ণ বহিস্মৃৎ ।

কভু সাধু নাহি দেখে তা সভার মুখ ॥

এছে সদ বৈশ্য করি যদি কর আগমন ।

তবে কৃষ্ণ তোর বাঞ্ছা করিবে পূরণ ॥—৯ অ., পৃ. ৩৪, ৩৫

সেই বেশা বৈষ্ণবী হইলে তাহার নাম হইয়াছিল কৃষ্ণদাসী ।

৫ । অদ্বৈত শচী ও জগন্নাথকে মন্ত্র দেন । সেই মন্ত্র হইতেছে “চতুরাক্ষর গৌর-গোপাল-মহামন্ত্র” । শচীর দীক্ষার পর বিশ্বরূপের জন্ম হয় (১০ অ., পৃ. ৪১) ।

৬ । শচী দীক্ষা গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু হরিনাম লইলেন না, তাই নিমাই জন্মিয়া তাঁহার স্তন্য পান করিলেন না । (১০ অ., পৃ. ৪৩) ।

৭ । কোন ভারতী নাকি বিশ্বস্তরকে যজ্ঞসূত্র দেন এবং জগন্নাথ মিশ্র নাকি তাঁহাকে বিষ্ণুমন্ত্র দেন ।

কালে তানে ভারতী দিলেন যজ্ঞসূত্র ।

শাস্ত্রমতে মিশ্ররাজ দিল বিষ্ণুমন্ত্র ॥—পৃ. ৪৫

তাহা হইলে গয়ায় ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা লওয়ার পূর্বে শ্রীচৈতন্যের আর একবার দীক্ষা হইয়াছিল ।

৮ । বিশ্বস্তর কোন্ বিষয় কত দিন কাহার কাছে পড়িয়াছিলেন তাহার বিবরণ অদ্বৈত-প্রকাশ হইতে লইয়া পূর্বেই দিয়াছি ।

৯ । পঞ্চবর্ষবয়স্ক শিশু কৃষ্ণ মিশ্র একদিন ‘মাকে না বলিয়া “গৌরায় নমঃ” মহামন্ত্র উচ্চারণ-পূর্বক কলা খাইয়াছিলেন । সে দিন গৌরান্ন আর ভাত খান নাই ।

এত কহি তিহঁ এক ছাড়িলা উদগার ।

রস্তার গন্ধ পাঞা সতে হৈল চমৎকার ॥—১২ অ., পৃ. ৪৯

১০ । অদ্বৈতের নিকট লোকনাথ ও গদাধর ভাগবত পড়িতেন ; বিশ্বস্তর তাহা শুনিয়া মুগ্ধ করিতেন (১২ অ., পৃ. ৫০) ।

১১। অচ্যুতানন্দ নবদ্বীপে গৌরাজের টোলে ব্যাকরণ ও অলঙ্কার পড়িয়াছিলেন। ঈশান বোধ হয় পাঠের সময় উপস্থিত থাকিতেন। বিশ্বম্ভর সামান্য সামান্য প্রশ্নের যাহা উত্তর দিতেন, তাহাও ঈশান কড়চা করিয়া রাখিতেন, বোধ হয় ; যথা—

একদিন শ্রীঅচ্যুত কহে গৌরচন্দ্রে ।
মুখের উপমা ভালি কৈছে হয় চন্দ্রে ॥
মৃগাঙ্কে কলঙ্ক বহু দেখি বিচ্যমান ।
অনুজ্জল রৌপ্যবর্ণ সেহ অপ্রধান ॥
তাহা শুনি নিমাই বিদ্যাসাগর আনন্দে ।
সন্নেহ প্রশংসি কহে শ্রীঅচ্যুতানন্দে ॥
আল্লাদের অংশে হয় মুখের উপমা ।
কোন বস্তুর সর্ব অংশে না হয় তুলনা ॥—১২ অ., পৃ. ৫২

১২। বিশ্বম্ভর যখন পূর্ববঙ্গে গিয়াছিলেন তখন অচ্যুত তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন (১৩অ., পৃ. ৫৩)।

১৩। গয়া-প্রত্যাগত নিমাই—

দ্বাদশ অঙ্কেতে কৈল তিলক ধারণ ।
সর্ব অঙ্কে হরিনাম করিল লিখন ॥
তুলসী কাষ্ঠের মালা কর্ণেতে পরিলা ।
শঙ্খচক্রাকার চিহ্ন কেন বা ধরিলা ॥—১৪ অ., পৃ. ৫৬

১৪। মুরারি ও লোচন বলেন বিশ্বম্ভর “লৌকিক সংক্রিয়া-বিধি” পড়াইতেন। বৃন্দাবনদাস ও কবিরাজ গোস্বামী বলেন যে তিনি ব্যাকরণ পড়াইতেন। ঈশান বলেন তিনি দর্শনশাস্ত্রও পড়াইতেন।

কেহ ব্যাকরণ পড়ে কেহ দর্শন । —১৪ অ., পৃ. ৫৬

১৫। অদ্বৈত গীতা ও যোগবাণীষ্টের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন ও উহাতে ভক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন (১৫ অ., পৃ. ৫৭)।

১৬। সীতাদেবী যখন মদনগোপাল বা বিশ্বম্ভরের জন্ম রাখিতেন তখন “বস্ত্রে মুখ বান্ধি রাঙ্কে হরিষ অন্তরে” (১৬ অ., ৬০ পৃ.)।

১৭। বৃন্দাবনে যাইবার পথে শ্রীচৈতন্য ত্রিবেণীর যমুনায় “দিন ব্যাপী গোরা যমুনায় ডুবি রৈলা” (১৬ অ., পৃ. ৬৮)।

১৮। শ্রীচৈতন্য পুরী হইতে বৃন্দাবন যাইলে অচ্যুতও শান্তিপুর হইতে তথায় যাইয়া মিলিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য কয়েক দিন মাত্র বৃন্দাবনে ছিলেন বলিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়। শ্রীচৈতন্য যদি সেখানে যাইয়া পত্র লিখিয়া অচ্যুতকে লইয়া গিয়াছিলেন—এরূপ কথা ঈশান লিখিতেন, তাহা হইলে চরিতামৃতের সহিত অসামঞ্জস্য হইত। সেইজন্য ঈশান বলেন :

আয় আয় আয় বুলি গোরা কৈলা আকর্ষণ।

যোগী সম তাঁহা আইলা সীতার নন্দন ॥

শান্তিপুর হৈতে ব্রজ বহু দিনের পথে।

অচ্যুত আইলা গোরার আজ্ঞা-পুষ্পরথে ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তের অচিন্ত্য শক্তি হয়।

সকলি সম্ভবে ইথে নাহিক বিস্ময় ॥—১৬ অ., পৃ. ৬৯, ৭০

অচ্যুত যদি এইরূপ “আজ্ঞা-পুষ্পরথে” বৃন্দাবন না আসিতেন, তাহা হইলে ঈশান শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন-ভ্রমণ, কাশীতে পণ্ডিতদের সহিত বিচার, রূপ ও সনাতনকে শিক্ষা প্রভৃতি লিখিতে পারিতেন না; কেন-না কেবল মাত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এ-সব কথা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ গ্রন্থ ঈশানের গ্রন্থ-লেখার ৪৭ বৎসর পরে লিখিত হয়।

১৯। শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাভর্তনের পথে কাশীতে একজন দিগম্বর সন্ন্যাসীকে কৃপা করেন (১৭ অ., পৃ. ৭৫, ৭৬)।

২০। প্রকাশানন্দই যে চৈতন্যচন্দ্রামৃত-প্রণেতা প্রবোধানন্দ, এ কথা ঈশানের নিকটই আমরা প্রথম শুনিলাম। (১৭ অ., পৃ. ৭৭)। আর কোন প্রামাণিক বৈষ্ণব-গ্রন্থে এ কথা নাই। চরিতামৃতের শাখাবর্ণনে প্রবোধানন্দের নাম নাই; যদিও হরিভক্তিবিলাসের প্রথম শ্লোকে গোপাল ভট্ট নিজেকে প্রবোধানন্দের শিষ্য বলিয়াছেন।

২১। বৃন্দাবনদাস বলেন যে বিশ্বস্তর ব্যাকরণের টিপ্পনী লিখিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশান বলেন তিনি তর্কশাস্ত্রের এবং ভাগবতের টীকাও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু পাছে তাঁহার টীকা পড়িয়া শ্রীধরের ও অন্যান্য টীকার আদর কমিয়া যায়, সেই ভয়ে তিনি উহা নষ্ট করিয়া ফেলেন (১৯ অ.; পৃ. ৮৫)।

২২। খড়দহের শ্যামসুন্দর-মূর্তি বীরচন্দ্রের স্থাপিত বলিয়া প্রবাদ। ডা. দীনেশচন্দ্র সেন “বঙ্গবাণী”র একটি প্রবন্ধে ও মুরারিলাল গোস্বামী “বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শনী”তে এইরূপ কথাই লিখিয়াছেন। কিন্তু ঈশান বলেন নিত্যানন্দপ্রভু ঐ মূর্তি স্থাপন করেন (২০ অ., পৃ. ২১)।

২৩। শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ-মন্দিরে তিরোধান করেন (২১ অ., পৃ. ২৫)।

২৪। কৃষ্ণ মিশ্রের দুই পুত্র রঘুনাথ ও দোলগোবিন্দ শ্রীগৌরাক্ষ ও নিত্যানন্দের অবতার ; যথা—

স্বপ্নে মহাপ্রভু আসি কহে অদ্বৈতেরে ।

মো বিচ্ছেদে নাড়া দুঃখ না ভাব অন্তরে ॥

তো প্রেমাকর্ষণে মুঞি আইবু তোর ঘরে ।

কৃষ্ণ মিশ্রের পুত্ররূপে দেখিবা আমারে ॥

প্রভু নিত্যানন্দ চাঁদে দিন কত পরে ।

কৃষ্ণ মিশ্রের পুত্ররূপে পাইবা নিজ ঘরে ॥—১১ অ., পৃ. ২৭

২৫। বীরচন্দ্রপ্রভু বিশ বৎসর বয়সে দীক্ষা লয়েন। প্রথমে তিনি অদ্বৈতের নিকট আসেন, কিন্তু অদ্বৈত তাঁহাকে জাহ্নবীর নিকট দীক্ষা লইতে বলেন (২২ অ., পৃ. ১০২)।

২৬। অদ্বৈত ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিরোধান করেন। ঐ সময় পর্য্যন্ত দামোদর পণ্ডিত, গৌরীদাস পণ্ডিত ও নরহরি সরকার ঠাকুর জীবিত ছিলেন ; কেন-না তাঁহারা অদ্বৈতপ্রভুর তিরোভাবের পূর্বে শাস্তিপুরে আসেন (২২ অ., পৃ. ১০৩)।

২৭। মুরারি, কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি কোন চরিতকার এমন কথা লেখেন নাই যে অদ্বৈত ভক্তগণের নিকট চতুর্ভুজ এবং ষড়্‌ভুজরূপে দেখা দিতেন। ঈশান সে কথা বলেন ; যথা—

এক দিগ্বিজয়ীকে অদ্বৈত “সিদ্ধমূর্তি দেখাইলা অতি চমৎকার ॥”

—ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২২

নৃসিংহ ভাট্টা ভাগ্যে প্রভুর চতুর্ভুজ দেখিলা ॥

—অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৯

গ্রন্থের অকৃত্রিমতায় সংশয়

ক। তারিখের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক ও আধুনিক সমস্যা-সমাধানের বাহ্যিক দেখিয়া গ্রন্থখানির প্রতি আমার সন্দেহ জন্মে। অতীত কোন প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থে এত তারিখের ছড়াছড়ি নাই।

শ্রীচৈতন্য মাধব-সম্প্রদায়-ভূক্ত ছিলেন কি না, প্রবোধানন্দ ও প্রকাশানন্দ একই ব্যক্তি কি না, শ্রীচৈতন্য কিভাবে তিরোহিত হইলেন, ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালায় বেদের চর্চা ছিল কি না, এ-সব প্রশ্ন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লোকের মনে বিশেষ করিয়া জাগিয়াছিল। এগুলির এক প্রকার উত্তর পাওয়াতে গ্রন্থখানি সত্যই প্রাচীন ও অকৃত্রিম কি না তাহা জানিয়া সন্দেহ জন্মে। এই সন্দেহের কারণ কিন্তু দুর্বল। শুধু এই কারণে আলোচ্য গ্রন্থকে জাল বলা চলে না।

খ। কিন্তু অতীত কয়েকটি কথা বিবেচনা করিলে উক্ত সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হয়। সন্দেহের দ্বিতীয় কারণ হইতেছে প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থের বর্ণনার সঙ্গে ও ঐতিহাসিক কয়েকটি ঘটনার সঙ্গে অদ্বৈত-প্রকাশের বর্ণনার বিরোধ।

(১) অদ্বৈত-প্রকাশে প্রদত্ত শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলার অধিকাংশ ঘটনা অচ্যুত শ্রীচৈতন্যের নিকট পড়িতে যাইয়া দেখিয়াছিলেন। অচ্যুত শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে পূর্ববঙ্গে ও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। অচ্যুতের নিকট শুনিয়া ঈশান অনেক ঘটনা লিখিতেছেন, বলিয়াছেন। অচ্যুত শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা মাত্র ছয় বৎসর দুই মাসের ছোট। ঈশান-বর্ণিত এই উক্তি সত্য প্রমাণ করিতে পারিলে, অদ্বৈত-প্রকাশ অনেকটা নির্ভরযোগ্য হয়। কিন্তু বৃন্দাবনদাস যে তথ্য দিয়াছেন ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে ঈশানের উক্তিকে স্বীকার করা কঠিন।

বৃন্দাবনদাস বলেন যে শ্রীচৈতন্য নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া শান্তিপুরে আসেন, অর্থাৎ ১৪৩৫ শকের হেমন্ত কালে ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে অচ্যুতের বয়স পাঁচ বৎসরের কিছু বেশী ; যথা—

পঞ্চবর্ষ বয়স মধুর দিগম্বর।

খেলা খেলি সর্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর ॥—চৈ. ভা., ৩।৪।৪২২

এই উক্তি যদি সত্য হয় তাহা হইলে অচ্যুতের জন্ম হয় ১৪২২ শকে। সম্যাসের পূর্বে অর্থাৎ ১৪৩০ শকে যখন বিশ্বম্ভর শান্তিপুরে যান তখন—

অদ্বৈতের তনয় অচ্যুতানন্দ নাম ।

পরম বালক সেহো কান্দে অবিরাম ॥—২।৬।১৯২

তখন অচ্যুত এক বৎসর বয়সের বলিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনদাস পরম বালক বলিয়াছেন । সন্ন্যাস-গ্রহণ করার পর শ্রীচৈতন্য যখন শান্তিপু্রে যান, তখন অর্থাৎ ১৪৩১ শকের ফাল্গুনে

দিগম্বর শিশুরূপ অদ্বৈত-তনয় ।

নাম শ্রীঅচ্যুতানন্দ মহা জ্যোতির্ময় ॥

পরম সর্বজ্ঞ তিহো অতর্ক্য প্রভাব ।

যোগ্য অদ্বৈতের পুত্র সেই মহাভাগ ॥—চৈ. ভা., ৩।১।৩৭৭

নীলাচল হইতে গোড়ে যখন শ্রীচৈতন্য আসেন তখন তিনি অদ্বৈতের গৃহে একটি ছোট ছেলেকে দেখেন । বৃন্দাবনদাস বলেন তাঁহার বয়স পাঁচ বৎসরের কিছু বেশী । অবশ্য তিনি অচ্যুতের কোম্পি দেখিয়া ঐ বয়স বলেন নাই । অচ্যুতের চেহারা দেখিয়া বছর-পাঁচেকের শিশু বলিয়া মনে হইয়াছিল বলিয়া বৃন্দাবনদাস পঞ্চবর্ষ বয়স বলিয়াছেন । ঈশানের মতে ১৪৩৫ শকে অচ্যুতের বয়স ২১ বৎসর । ছয়-সাত বৎসরের ছেলেকে পাঁচ-বছরের বলা যায় ও বলে ; কিন্তু ২১ বৎসরের পূর্ণ যুবা পুরুষকে কি কেহ পাঁচ-বছরের ছেলে বলিয়া ভুল করিতে পারে ? অদ্বৈতের পুত্রদের জন্ম-তারিখ-সম্বন্ধে ঈশানের বর্ণনায় আর একটি অসামঞ্জস্য দেখা যায় । ঈশানের মতে অদ্বৈতের ৫৮ বৎসর বয়সে প্রথম সন্তান অচ্যুতের ও ৭৪ বৎসর বয়সে শেষ সন্তান-স্বরূপ জগদীশের জন্ম । ইহা অসম্ভব না হইলেও অসাধারণ ।

অবশ্য সাধারণ ঐতিহাসিক বিচারে এ বিষয়ে ঈশান বৃন্দাবনদাস অপেক্ষা বেশী প্রামাণিক ; কেন-না ঈশান অচ্যুতের সঙ্গে আবাল্য পরিবর্দ্ধিত এবং বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের মুখে শুনিয়া ঘটনা লিখিয়াছিলেন । কিন্তু এ ক্ষেত্রে এরূপ বৃদ্ধি চলিবে না ; কারণ ঈশান যে সত্যই অদ্বৈতের বাড়ীতে বাল্যকাল হইতে ছিলেন তাহার সমর্থক প্রমাণ বৈষ্ণব-সাহিত্যে কোথাও নাই ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অদ্বৈত-শাখা-গণনে ঈশানের নাম নাই । ঈশান অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের ও স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের রূপা পাইয়াছিলেন বলিতেছেন ; সুতরাং তাঁহার নাম কৃষ্ণদাস কবিরাজের বা বৈষ্ণববন্দনার লেখকগণের দ্বারা

উল্লিখিত হওয়া উচিত ছিল। শ্রীবাসের বাড়ীর জলজোগানো বি দুঃখী (২১২১২ ; ২১২৫।৩৪৬, ৩৪৭) কথা ও গৌরান্দের বাড়ীর একজন ভৃত্য ঈশানের কথা বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন (২১৮।২০৭, ২০৮)। আর তিন প্রভুর প্রিয়পাত্র ঈশানের কথা কেহ লিখিলেন না কেন? আরও ভাবিবার কথা এই যে ঈশানের বর্ণনা-অনুসারে অদ্বৈতের তিরোভাব-সময় অর্থাৎ ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যখন অচ্যুত বাঁচিয়া ছিলেন, তখন বৃন্দাবনদাস নিশ্চয়ই তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। একটি লোককে দেখিলে সে কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে ৫।৬ বৎসরের কি ২১ বৎসরের ছিল তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। প্রামাণিক গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাসের কথা বিশ্বাস করিব, কি অজ্ঞাতকুলশীল ঈশানের কথা মানিয়া লইব? যদি শ্রীচৈতন্যের গোড়-ভ্রমণ-কালে অচ্যুতের বয়স পাঁচের কাছাকাছি হয়, তাহা হইলে তিনি বিশ্বস্তরের টোলে পড়িতে পারেন না; বিশ্বস্তরের সঙ্গে পূর্ববঙ্গে যাইতে পারেন না; তাঁহার সঙ্গে বৃন্দাবনে মিলিত হইতে পারেন না। এক কথায় ঈশানের “অদ্বৈত-প্রকাশ” তাঙ্গের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া পড়ে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বীকার করিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যের গোড়-ভ্রমণ-কালে অচ্যুতের বয়স বৃন্দাবনদাস বর্ণিত পাঁচ বৎসর ছিল; কেন-না পূর্ববর্ত্ত শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্য চতুর্থ অধ্যায়ের ঘটনাকে স্বীকার করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

অচ্যুতানন্দ বড়শাখা আচার্য্যনন্দন।

আজন্ম সেবিলা তিঁহো চৈতন্য-চরণ ॥

চৈতন্য গোসাঞির গুরু কেশব ভারতী।

এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইল অতি ॥

জগদগুরুতে কর এঁছে উপদেশ।

তোমার এই উপদেশে নষ্ট হইল দেশ ॥

চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাঞি।

তাঁর গুরু অণু এই কোন শাস্ত্রে নাই ॥

পঞ্চম বর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।

শুনিয়া পাইল আচার্য্য সন্তোষ অপার ॥—১।১২।১১-১৫

(২) ঈশান বলেন অদ্বৈত প্রণাম করায় শচীর আঁট বার গর্তপাত

হইয়াছিল (পৃ. ৪০) ; তারপর অদ্বৈতের নিকট মন্ত্র লইলে বিশ্বরূপের জন্ম হয় । নবদ্বীপ-লালার ঘটনা-সম্বন্ধে মুরারির কড়চাকে কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি সকলেই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ।

মুরারি বলেন—

তত্র কালেন কিয়তা তন্ত্ৰাষ্টৌ কণ্ঠকাঃ শুভাঃ ।

বভূবুঃ ক্রমশো দৈবাত্তাঃ পঞ্চত্বং গতাঃ শচী (?) ॥—১।২।৫

কবিকর্ণপুর বলেন—

ক্রমেণ চাষ্টৌ তন্ত্ৰজাঃ পুরোহভবন্

তথৈব পঞ্চত্বমুপাযযুশ্চ তাঃ ।—মহাকাব্য, ২।১৭

নিত্যানন্দ-শিষ্য অভিরাম-সম্বন্ধে পরবর্ত্তী গ্রন্থে লিখিত আছে যে তিনি যাহাকে প্রণাম করিতেন সে মরিয়া যাইত ।

(৩) ঈশানের মতে বাসুদেব দত্ত অদ্বৈতের শিষ্য (পৃ. ৯০) । কিন্তু চরিতামৃতে বাসুদেব দত্তকে শ্রীচৈতন্য-শাখায় গণনা করা হইয়াছে (১।১০।৩৯) ; যথা—

বাসুদেব দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয় ।

সহস্র মুখে তাঁর গুণ কহিলে না হয় ॥

চরিতামৃতে আছে যে যদুনন্দনাচাৰ্য্য বাসুদেব দত্তের রূপার ভাজন ছিলেন ; যথা—

শ্রীযদুনন্দনাচাৰ্য্য অদ্বৈতের শাখা ।

তাঁহার শাখা উপশাখার নাহি হয় লেখা ॥

বাসুদেব দত্তের তিঁহো রূপার ভাজন ।

সৰ্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ ॥—১।১২।৪৫

তিঁহো মানে ‘তিনি’—‘তাঁহার’ নহে ।

(৪) ঈশান বলেন বিশ্বস্তর ১৪ হইতে ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সার্কভৌমের নিকট গ্রায়শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন । দুই-তিন বৎসর ধরিয়া যাহাকে পড়ানো যায়, ২৪ বৎসর বয়সে তাহাকে না চিনিতে পারা বড় আশ্চর্য্যের কথা !

কবিকর্ণপুর বলেন যে গোপীনাথ আচার্যের নিকট সার্কভৌম শ্রীচৈতন্যের পরিচয় পাইয়া বলিলেন :

অহো নীলাম্বর-চক্রবর্তিনো হি মত্তাতসতীর্থাঃ ।

মিশ্রপুরন্দরশ্চ মত্তাতপাদানামতিমাণ্ডঃ ॥—নাটক, ৬।৩৬

চরিতামৃত ইহার অনুবাদ করিয়াছেন (২।৬।৭৫-১০৯)। কবিকর্ণপুর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণ পড়িয়াও কি কোন সন্দেহ থাকে যে সার্কভৌমের নিকট শ্রীচৈতন্য একেবারে অপরিচিত ছিলেন ?

(৫) ঈশান বলেন নিত্যানন্দ ১৩৯৫ শকের মাঘ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু নিত্যানন্দের প্রিয় শিষ্য বৃন্দাবনদাস বলেন যে—

হেন মতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে ।

নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে ॥

তীর্থযাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর ।

তার শেষে আইলেন চৈতন্য-গোচর ॥—চৈ. ভা., ১।৬।৬৬

বিশ্বম্ভর গয়া হইতে আসিয়া ভাব প্রকাশ করেন ১৪৩০ শকের পৌষান্তে (কবিকর্ণপুর, মহাকাব্য, ৪।৭৬)। তৎপরে ও ১৪৩১ শকের মাঘের বহু পূর্বে নিত্যানন্দের নবদ্বীপে আগমন ঘটিয়াছিল। ১৪৩১ শকের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত শ্রীচৈতন্য ছাত্রদের পড়াইয়াছিলেন ; অনুমান হয় তারপর নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসেন। ১৪৩১ শকে যাহার ৩২ বৎসর বয়স ছিল, তাঁহার জন্ম ১৩৯৯ শকে হয়, কিন্তু ১৩৯৫ শকে কিছুতেই হইতে পারে না। নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাসের উক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণিক ইহা বলাই বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ঈশান বলেন নবদ্বীপে যখন নিত্যানন্দ আসিলেন তখন তাঁহার ললাটে তিলক, গলায় তুলসীর মালা (পৃ. ৫৮), কিন্তু বৃন্দাবনদাস বলেন যে তাঁহার অবধূত-বেশ, হাতে দণ্ডকমণ্ডলু ছিল (২।৫।১৮৫)।

There is no description of Sri Chaitanya and Nityananda prabhu ever wore mala and tilak as per

বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ মালাতিলক ধারণ করিয়াছিলেন এরূপ বর্ণনা কোন প্রামাণিক চৈতন্য-চরিত-গ্রন্থে পাই নাই।

authentic books on Sri Chaitanya

(৬) ঈশান বলেন, শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনের নিকট রাধাকুণ্ড আবিষ্কার করিয়া “রাধাকুণ্ডে ডুব দিয়া শ্যামকুণ্ডে গেল।” কৃষ্ণদাস কবিরাজ দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। রাধাকুণ্ডের ইতিহাস-সম্বন্ধে তাঁহার কোনরূপ

ভ্রম হইতে পারে না। তিনি বলেন, “দুই ধাতুক্ষেত্রে অল্প জলে কৈল স্নান”
In Bhaktiratnakar (p.195-6) it is mentioned that Raghunathdas Goswami dug Radhakunda and Shyamkunda
 (২।১৮।৪)। “ভক্তিরত্নাকর” বলেন যে রঘুনাথদাস গোস্বামী রাধাকুণ্ড,
and filled water

শ্যামকুণ্ড খনন করাইয়া কুণ্ড জলপূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন (পৃ. ১৯৫-৯৬)।

ইহাই হইল প্রামাণ্য চৈতন্য-চরিত গ্রন্থগুলির সহিত ঈশানের বিরোধ।

ঈশান যদি অদ্বৈতের সমসাময়িক হয়েন তবে সেই যুগের ইতিহাসঘটিত কোন ভুল তাঁহার হইতে পারে না। তিনি বলেন যে অদ্বৈতের সহিত বিজ্ঞাপতির সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। কিন্তু অধুনা (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ‘কীর্তিলতা’র ভূমিকায় ও Journal of Letters Vol. XVI, 1927; এবং ‘Vidyapati’ by Basanta Kumar Chatterjee) স্বরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে বিজ্ঞাপতি ১৪৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বেশী পরে জীবিত ছিলেন না। পূর্বে দেখাইয়াছি যে ঈশানের মতান্তরে অদ্বৈত ১৪৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মাধবাচার্য্য-স্থানে যাত্নেন নাই; তাহারও পরে মিথিলায় যাত্নেন। বিজ্ঞাপতি তখন পরলোকে, তাঁহার সহিত অদ্বৈতের সাক্ষাৎকার কিরূপে হইতে পারে?

ঈশান বলেন যে লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ শান্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈতের নিকট দীক্ষা লয়েন ও কৃষ্ণদাস নামে পরিচিত হয়েন। তিনি শান্তিপুরের নিকট

বহু পুষ্পোদ্যানে সুশোভিত কৈলা বাটী।

তদবধি গ্রামের নাম হৈল ফুলবাটী ॥

ফুলবাটী বলিতে ঈশান ফুলিয়াকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। ফুলিয়ায় কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষগণও বাস করিতেন। সুতরাং ফুলিয়া গ্রামের নাম অদ্বৈতের অপেক্ষা অন্ততঃ ১০০।১৫০ বৎসরের প্রাচীন।

গ। ঈশান নাগরের অদ্বৈত-প্রকাশের অকৃত্রিমতায় সন্দেহের তৃতীয় কারণ এই যে ইহাতে চরিতামৃতের, এমন কি নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার ভাষার প্রতিধ্বনি পাইতেছি। ঈশান বলেন, তিনি ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বই লিখিয়াছেন, সুতরাং ইহা চরিতামৃতের পূর্ববর্তী। যেমন এ যুগে কোন বঙ্গীয় কবির পক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়াইয়া যাওয়া বড়ই কঠিন, তেমনি চরিতামৃতকে অতিক্রম করিয়া শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে কিছু লেখাও দুঃসাধ্য। “অদ্বৈত-প্রকাশ” পাকা হাতের রচনা, উহাতে শুধু যে হিসাবের ভুল নাই তাহা নহে, উহাতে চরিতামৃতের একটি সম্পূর্ণ পঙ্ক্তিও পাওয়া যায় না।

তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রকাশ-ভঙ্গীর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। “অদ্বৈত-প্রকাশে” সেই বৈশিষ্ট্যের ছাপ নিম্নলিখিত স্থানে পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় :

(১) চরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যের তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে আছে—

তীর্থযাত্রায় তীর্থক্রম কহিতে না পারি ।
দক্ষিণ-বামে তীর্থ-গমন হয় ফেরাফেরি ॥

অদ্বৈত-প্রকাশে অদ্বৈতের তীর্থভ্রমণে আছে—

কভুবা দক্ষিণে চলে কভু চলে বামে ।
প্রেমে মাতোয়ারা তার নাহি কোন ক্রমে ।—পৃ. ১১

(২) বৃন্দাবনদাস বলেন, হরিদাস

তিন লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ ।—১।১১।১২৪

চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

কোটীনাম গ্রহণ যজ্ঞ করি একমাসে ।
এই দীক্ষা করিয়াছি হৈল আজি শেষে ॥—চৈ. চৈ., ৩।৩।১১৬

অদ্বৈত-প্রকাশে আছে, হরিদাস

একমাসে কোটী নাম করয়ে গ্রহণ ।—পৃ. ৩৪

(৩) অদ্বৈত-প্রকাশে দেখি, হরিদাস একজনকে বুঝাইতেছেন—

বস্তুতত্ত্বে ঈশ্বরে জীবতে নাহি ভেদ ।
অগ্নির সত্তা যৈছে সর্বদীপেতে অভেদ ॥
তথাপি মূল অগ্নির যৈছে হয় প্রাধান্যতা ।
তৈছে সর্বেশ্বর হরি সকলের ধাতা ॥—পৃ. ৩

চরিতামৃতে আছে—

দীপ হইতে যৈছে বহু দীপের জলন ।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥—১।২।৭৫
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জলিত জলন ।
জীবের স্বরূপ যৈছে ফুলিঙ্গের কণ ॥—১।৭।১১৬

(৪) অদৈত-প্রকাশে আছে, হরিদাসের কৃপা পাইয়া

দেখিতে দেখিতে সর্প সিদ্ধ দেহ পাঞা ।

দিব্য বৃন্দাবনে গেলা চতুর্ভুজ হঞা ॥

চরিতামৃতে আছে, শিবানন্দের কুকুর

সিদ্ধ দেহ পাঞা কুকুর বৈকুণ্ঠেতে গেলা ।—৩।১।২৭

(৫) লক্ষ্মীকে সাপে কামড়াইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার তিরোধান ঘটে ।

—মুরারি, ১।১১।২১-২৩

তিরোধান-বর্ণনায় ঈশান লিখিয়াছেন :

হেথা শ্রীগৌরান্দ-বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গ-দর্শনে ।

নবদ্বীপে লক্ষ্মী দেবী হৈলা অন্তর্দানে ॥

চরিতামৃতে আছে, “প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল ।”—১।১৬।১৮

(৬) ঈশান বলেন, শ্রীচৈতন্য প্রতাপরুদ্রকে

ভক্তবাঞ্ছা পূরাইতে ঐশ্বর্য্য প্রকাশে ।

চরিতামৃতে আছে—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য্য দেখাইল ।—২।১৪।১৭

এ স্থলে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে কবিকর্ণপুর ও বৃন্দাবনদাস ঐশ্বর্য্য-প্রকাশের কথা বলেন নাই ।

(৭) অদৈত-প্রকাশে আছে—

প্রেমাবেশে গৌরা অদৈতেরে শোয়াইল ।

মোর প্রভু জলে শুস্তি ভাসিতে লাগিল ॥

কিবা ভাবাবেশে গৌর উঠে তান বুকে ।

মহাপ্রভু লঞা প্রভু ভাসে অহুরাগে ॥

যেছে মহাবিশু শুইয়া অনন্তশয্যায় ।

তৈছে অদৈতাক শয্যায় গৌর লীলোদয় ॥—পৃ. ৬৬

চরিতামৃতে আছে—

আপনে তাহার উপরে করিল শয়ন ।

শেষশায়িলীলা প্রভু কৈল প্রকটন ॥—২।১৪।৮৭

কবিকর্ণপুর মহাকাব্যে এই লীলা বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেখানে শেষশায়ী বা অনন্তশয্যার সঙ্গে তুলনা করেন নাই । এই তুলনা কবিরাজ গোস্বামীর নিজস্ব, এবং ঈশান-কর্তৃক উহা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ।

(৮) বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্য যাইলে চরিতামৃত-অনুসারে

বাংসল্যে গাভী প্রভুর চাটে সব অঙ্গ ।—২।১৭।১৮৪

ঈশান বলেন—

হেনকালে গৌরে ঘিরি গাভী বৎসগণ ।

কৃষ্ণগন্ধে গৌর অঙ্গ করয়ে লেহন ॥—পৃ. ৬৯

(৯) অদ্বৈত-প্রকাশে আছে—

কাষ্ঠের পুতুলী সম জানিহ মোরে ।

সেই মত নাচো যেই তব ইচ্ছা ক্ষুরে ॥—পৃ. ৭১

চরিতামৃতে আছে—

আমার শরীর কাষ্ঠ পুতুলী সমান ।—৩।২০।১৩

সেই লিখি মদনগোপাল যে লিখায় ।

কাষ্ঠের পুতুলী যেন কুহকে নাচায় ॥—১।১৮।৭৪

(১০) অদ্বৈত-প্রকাশে আছে—

রূপ কহে চাতকের ভাগ্য বাঁকতি ।

কৃষ্ণ মেঘ বিনা নাহি হয় তৃপ্তি ॥—পৃ. ৭৪

চরিতামৃতে আছে—

লীলামৃত বরিষণে

সিঞ্জে চৌদ্রভুবনে

হেন মেঘ যবে দেখা দিল ।

হৃদৈব বাক্স পবনে

মেঘ নিল অগ্ন স্থানে

মরে চাতক পিতে না পাইয়া ॥—৩।১৫।৬০

(১১) অদ্বৈত-প্রকাশ-মতে কাশীর একজন দিগম্বর সন্ন্যাসী অচ্যুতকে বলিতেছেন :

শুনিয়াছি তিঁহো ইন্দ্রজাল বিছাওণে ।

ভুলাইলা উড়িয়ার জ্ঞানী সার্কভোমে ॥—পৃ. ৭৫

চরিতামৃতে প্রকাশানন্দ বলিতেছেন :

সার্কভোম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবল ।

শুনি চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল ॥

সন্ন্যাসী নাম মাত্র মহা ইন্দ্রজালী ।—২।১৭।১১৫

(১২) নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনায় আছে—

গৌরান্ধ বলিতে হবে পুলক শরীর ।

হরি হরি বলিতে নয়নে ববে নীর ॥

অদ্বৈত-প্রকাশে আছে—

গোরা নাম শুনি যার পুলক উদ্ভম ।

সেই জনে জানো মুণ্ডি সাধক উত্তম ॥

গৌরান্ধ বলিতে যার বহে অশ্রুধার ।

সেই জন নিত্যসিদ্ধ ভক্ত অবতার ॥—পৃ. ৭৮

ঘ । চরিতামৃতে এমন কতকগুলি ঘটনার বর্ণনা আছে যেগুলি মুরারি, কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস, শ্রীরূপ, রঘুনাথদাস প্রভৃতি কোন প্রামাণিক লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজের পূর্বে লেখেন নাই । এরূপ ঘটনার উল্লেখ যদি অদ্বৈত-প্রকাশে পাওয়া যায় তাহা হইলে সন্দেহ হয় যে উহা চরিতামৃত হইতেই লওয়া হইয়াছে । নিম্নে এইরূপ কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি :

(১) হরিদাস-সম্বন্ধে ঈশান বলেন—

যার সদৃশ্যে গোসাঞি রঘুনাথদাস ।

ভক্তি-বীজ পাই হৈল চৈতন্য-বিলাস ॥

চরিতামৃতের ৩।৩।১৬২-৬৩-এ এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে ।

(২) ঈশান বলেন যে সন্ন্যাসের পর শ্রীচৈতন্য যখন শান্তিপুত্রের নিকট আসিলেন তখন

প্রেমাবিষ্ট গৌর অদ্বৈতেরে দেখি ভণে ।

কিবাশ্চর্য্য আচার্য্য হে আইলা বৃন্দাবনে ॥—পৃ. ৬২

চরিতামৃতের আছে—

তুমি তো অদ্বৈত গোসাঞি হেথা কেনে আইলা ।

আমি বৃন্দাবনে তুমি কি মতে জনিলা ॥—২৩২২

(৩) চরিতামৃতের দ্বায় অদ্বৈত-প্রকাশেও আছে যে শ্রীচৈতন্য যখন ঝাড়িখণ্ডের পথে বৃন্দাবনে যান তখন

প্রেমে পশুগণ কৃষ্ণ বলিয়া কঁদয় ।—পৃ. ৬৭

(৪) বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনকালে শ্রীচৈতন্য রূপকে প্রয়াগে ও সনাতনকে কাশীতে শিক্ষা, উপদেশ দিয়াছিলেন; এই কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণনা করিয়াছেন। অদ্বৈত-প্রকাশে আছে—

তবে গৌরা রূপ অল্পম দুইজনে ।

সাধ্য সাধন শিক্ষা দিলা ভক্তাত্মসন্ধান ॥—পৃ. ৭৪

সনাতন শিক্ষার কথাও ঈশান লিখিয়াছেন (পৃ. ৭৭)।

Kabikarnapur had received grace of Sri Chaitanya during his childhood

(৫) কবিকর্ণপুর যে বাল্যকালে শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইয়াছিলেন ইহা চরিতামৃত হইতেই জানা যায়।

ঈশান বলেন—

গৌর কৃপায় সেন শিবানন্দের নন্দন ।

অতিবাল্যে সর্কশাস্ত্রে হইল স্কুরণ ॥

কবিকর্ণপুর নামে হৈলা তিঁহ খ্যাত ।—পৃ. ৮২

কবিকর্ণপুরের খ্যাতি শুনিলেও এবং অদ্বৈতের তিরোভাবের পূর্বে তাঁহাকে দেখিলেও, ঈশান তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়াছেন এমন কথা কোথাও বলেন নাই।

(৬) ছোট হরিদাস-বর্জন, ব্রজ হরিদাসের নির্য্যান, শ্রীকৃষ্ণের নাটকদ্বয়ের

কথা, সনাতনের নীলাচল-আগমন ও গায়ে কণ্ঠরস দেখা দেওয়া, জগদানন্দকে নবদ্বীপে প্রেরণ, এবং অদ্বৈতের তর্জা পাঠানো চরিতামূর্তেই সর্বপ্রথমে বর্ণিত হয়।

ঈশান এই ঘটনাগুলি সংক্ষিপ্তভাবে লিখিয়াছেন। এই ঘটনাগুলি ঈশান অপেক্ষা কৃষ্ণদাস কবিরাজের জানার সম্ভাবনা অধিক, কেন-না অদ্বৈতপ্রভু সময়ে সময়ে নীলাচলে যাইতেন, আর রঘুনাথদাস গোস্বামী বার মাস তথায় বাস করিতেন।

Revolution on Gourmantra

গৌরমন্ত্রের আন্দোলন

অদ্বৈত-প্রকাশের অকৃত্রিমতায় সংশয়-প্রকাশের পঞ্চম কারণ বলিতে হইলে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বৈষ্ণব-সমাজের একটি দলাদলির ইতিহাস আগে উল্লেখ করা দরকার। অদ্বৈত-প্রকাশের বহু স্থানে গৌরমন্ত্রের কথা আছে। গৌরমন্ত্র নরহরি সরকার ঠাকুরের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। শ্রীখণ্ডের ঠাকুরেরা আমাকে বলিয়াছেন যে তাঁহারা বংশান্ত্রক্ৰমে গৌরমন্ত্র দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু শ্রীগৌরাজের স্বতন্ত্র মন্ত্রের অস্তিত্ব কোন দিনই সকল শ্রেণীর লোকের দ্বারা স্বীকৃত হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ২৫১০ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত গৌরমন্ত্রের স্বাভাব্য লইয়া ভীষণ দলাদলি চলিয়াছিল। আমি যখন ফোর্থ
The writer of this book was present during a gathering in the year 1913/14 CE in Nabadwip's
 কি থার্ড ক্লাসে পড়ি, অর্থাৎ ১৯১৩/১৪ খ্রীষ্টাব্দে, তখন নবদ্বীপের বড় আখড়ার
Bada Akhada, where many vaishnava scholars were present to discuss on Gourmantra. For the
 নাটমন্দিরে গৌরমন্ত্র-বিচারের একটি সভায় উপস্থিত ছিলাম, মনে পড়ে।
first time in his life the writer had witnessed fighting with sticks in a vaishnava akhada
 বৃন্দাবন, পুরী, কালনা প্রভৃতি স্থান হইতে বড় বড় বৈষ্ণব পণ্ডিত সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বদেশী-সভায় লাঠালাঠি হয় পরে দেখিয়াছি, কিন্তু বৈষ্ণব-সভায় লাঠি চলিতে সেই প্রথম দেখি। সভা আধ ঘণ্টার মধ্যেই ভাঙ্গিয়া যায়। পর দিন “মোণার গৌরাজের” বাড়ীতে কয়েকজন পণ্ডিত মিলিয়া কি এক সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, মনে নাই।

সিপাহি-বিদ্রোহের সময় বৃন্দাবনে গৌরমন্ত্র লইয়া প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে বৃন্দাবনের কয়েকজন প্রধান প্রধান গোস্বামী ও বৈষ্ণব একখানি ব্যবস্থাপত্র দেন (শ্রীচৈতন্যমতবোধিনী পত্রিকা, চৈতন্যাব্দ ৪০৭, ১ম বর্ষ, পৃ. ২৬০-৬৬)।

বৃন্দাবনের যে বিবাদের ইঙ্গিত এই ব্যবস্থাপত্রে পাওয়া যায়, গত শতাব্দীর

শেষ দশকে আবার তাহা সমগ্র গোড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে উপস্থিত হইয়াছিল। এ বায়ে গৌরমন্ডের স্বপক্ষে বাহির হইল বাগবাজার হইতে বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, আর তাহার বিপক্ষে বৃন্দাবন হইতে শ্রীচৈতন্যমতবোধিনী।^১ বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় অদ্বৈতবংশীয় রাধিকানাথ গোস্বামী মহাশয়ের নাম সম্পাদক-হিসাবে ছিল। কিন্তু তিনি বৃন্দাবনের জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিলেন, “আমি কিছুই মধ্যে প্রায়ই থাকি না, তথাপি আমার প্রারব্ধ দোষে বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্পাদক-স্থলে আমার নাম থাকায় ব্যক্তি বিশেষের বিদ্বেষভাজন হইতেছি। শ্রীযুক্ত শিশিরবাবু ৬ বৈষ্ণবনাথে আছেন, তিনি আসিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা হইতে নামটা তুলিয়া লইব।

“মহাপ্রভুর মন্ত্র কোন প্রামাণিক তন্ত্রে উল্লিখিত নাই এবং প্রধান প্রধান অচার্য্যস্থলে যেখানে শ্রীমহাপ্রভুর বিগ্রহ-সেবা আছে সেখানে প্রায়ই শ্রীদশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রে অর্চনা হইয়া থাকে; যথা—শ্রীঅম্বিকা ও খেতুরী প্রভৃতিতে” (শ্রীচৈতন্যমতবোধিনী, ৪০৭ চৈ. অ., ভাদ্র, ১১২ সংখ্যা, পৃ. ২১১-১৩)।

গৌরমন্ডের বিরোধী দলের নেতা ছিলেন অদ্বৈতবংশীয় পরম পণ্ডিত নীলমণি গোস্বামী মহাশয়। এই সময়ে অদ্বৈতবংশীয় সমস্ত গোস্বামীরা নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপত্র প্রচার করেন—

“দশাক্ষর-গোপালমন্ত্রেণৈব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবশ্রোতাসনা বিধেয়া ত্র্যন্তোনেতি। চৈতন্যভাগবতাদৌ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যপাদানাং তথৈব তদর্চনদর্শনাং। চরিতামৃতাদাবাচার্য্যমন্ত্ৰথাকৃত্য প্রবর্তমানানাং পাষণ্ডিত্বপ্রবণাচ্চ। যন্তোপাসনয়া বশীকৃতো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ কলাবপ্যবতীর্ণঃ শ্রীসীতানাথ এব তৎপ্রীতি সম্পাদকোপাদানানামভিজ্ঞো নাত্যঃ। বিশেষতঃ শ্রীমহাপ্রভুপাদানাং দশাক্ষর-বিজ্ঞায়াং প্রীত্যতিশয়ো লক্ষ্যতে, পরমাগ্রহপূর্বকং শ্রীমদীশ্বর-পুরী-মহাহুতবতো লোকশিক্ষার্থং তথৈব দীক্ষিতত্বাৎ” (চৈতন্যমতবোধিনী, ৪০৭ চৈ. অ., জ্যৈষ্ঠ,

১ কাশীমবাজার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সম্পূর্ণ বিবরণ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, “বৈষ্ণবসাহিত্য” : রাসবিহারী সান্ন্যাতীর্থ-লিখিত প্রবন্ধে আছে—“বলাগড়ির রামরতন বিজ্ঞাভূষণ ও নীলমাধব ভক্তিভূষণ প্রভৃতি কৃষ্ণ অপেক্ষা গৌরাক্ষকে অধিক ভক্তি করেন ও অনেকে কৃষ্ণমন্ডের পরিবর্তে গৌরমন্ডে দীক্ষিত হন। এইমতে শ্রীগৌরাক্ষ মহাপ্রভুর পৃথক্ ধ্যান ও মন্ত্রে উপাসনা ও তদীয় জন্মতিথিতে উপবাস-ব্যবস্থা আছে।.....প্রথম প্রথম গৌরাক্ষবাদ ঢাকা, শ্রীহট্টাদি দেশে হীন শূত্রাদি-মধ্যে প্রচারিত হয়।”

১১৬, পৃ. ১২৩)। অর্থাৎ দশাক্ষর গোপালমন্ত্রের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উপাসনা করা কর্তব্য, অগ্র মন্ত্রের দ্বারা কর্তব্য নহে; কেন-না চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থে স্পষ্টই দেখা যায় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু তদ্রূপেই অর্থাৎ দশাক্ষর মন্ত্রের দ্বারাই তাঁহাকে অর্চনা করিয়াছেন। শ্রীআচার্য্য-মতকে অগ্রাধা করিয়া বাহারা ভিন্ন মতে প্রবৃত্ত হয়, চরিতামৃতাদি গ্রন্থে তাহাদিগের পাষণ্ডিত্ব শুনা যায়। ষাঁহার উপাসনায় বশীভূত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কলিকালেও অবতীর্ণ হইলেন, সেই শ্রীসীতানাথ প্রভুই তাঁহার প্রীতি-সম্পাদক উপকরণ-সমূহের একমাত্র জ্ঞাতা, অন্যে নহে। বিশেষতঃ দশাক্ষর গোপাল-বিদ্যাতেই শ্রীমহাপ্রভুর অতিশয় প্রীতি লক্ষিত হইতেছে; কেন-না লোকশিকার নিমিত্ত পরমাগ্রহপূর্বক শ্রীঈশ্বর পুরী মহানুভবের নিকটে ঐ দশাক্ষরী গোপাল-বিদ্যাতেই তিনি দীক্ষিত হয়েন। এই ব্যবস্থাপত্রে বা অন্তরূপ ব্যবস্থাপত্রেও শাস্তিপূর এবং অগ্রাণ্ড স্থাননিবাসী অদ্বৈতবংশীয় প্রায় সমস্ত নেতার স্বাক্ষর ছিল।

উথলী-নিবাসী অদ্বৈতবংশীয় শ্রীনাথ গোস্বামী মহাশয় লাউড় হইতে অদ্বৈত-প্রকাশের পুথি আনাইয়া “বহু যত্নে ইহা সংশোধন করিয়াছেন” বলিয়া শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন। কিন্তু উথলীর নেতৃস্থানীয় অদ্বৈতবংশীয় গোস্বামিগণ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন—“প্রচ্ছন্নবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীশচীনন্দন মহাপ্রভুকে শ্রীনন্দনন্দনরূপে কৃষ্ণমন্ত্রের দ্বারাই সাধুগণ উপাসনা করেন এবং পূর্বাচার্য্যগণের ব্যবহারও তদ্রূপ। সাধুগণের ব্যবহৃত অর্থাৎ প্রামাণিক কোন তন্ত্রে তাঁহার পৃথক্ মন্ত্র দেখা যায় না; অতএব কল্পিত মন্ত্র-দ্বারা দীক্ষা-সিদ্ধি হইতে পারে না।”—চৈতন্যমতবোধিনী, ৪০৭, পৃ. ২০৬, ভাদ্র, ১১২ সংখ্যা।

এই দুইখানি ব্যবস্থাপত্রের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে অদ্বৈতবংশের গোস্বামীরা এবং বৈষ্ণব-সমাজের অগ্রাণ্ড অনেক ব্যক্তি জানিতেন না ও মানিতেন না যে গৌরাক্ষের স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে।

“চৈতন্যমতবোধিনী”তে গৌরমন্ত্র-সম্বলিত তন্ত্রগুলি-সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল—“ঈশান-সংহিতা প্রভৃতি তন্ত্র গৌরবাদীরাই কল্পনা করিয়াছে, এইরূপ কত তন্ত্র যে কল্পিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তিন শত বৎসরের ভিতরে অন্যান্য সহস্র তন্ত্র কল্পিত হইয়াছে। প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের বৈষ্ণবামৃত-নামক তন্ত্র-সংগ্রহে অনেক আধুনিক তন্ত্রের প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

মহাপ্রভুর অবতারের অনেক পরে যে এই-সকল তন্ত্র রচিত হইয়াছে চক্ষুমান-দিগকে তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন করে না।.....প্রাচীন নিবন্ধকারেরা যে-সকল তন্ত্রের উদ্দেশ্য করিয়াছেন, বিদ্বজ্জনেরা সেই-সকল তন্ত্রেরই প্রামাণ্য স্বীকার করেন। মন্ত্রকোষ, মন্ত্রমহোদধি, মন্ত্রার্ণব, তন্ত্রসার, ক্রমদীপিকা এবং হরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি নিবন্ধগ্রন্থে কোথাও গৌরমন্ত্রের নাম-গন্ধ নাই।”—চৈতন্যমতবোধিনী ৪০৭, পৃ. ১৬১, আষাঢ়, ১৭৭ সংখ্যা

সন ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২১ অগ্রহায়ণ তারিখে নিত্যানন্দ-বংশীয় পণ্ডিতপ্রবর উপেন্দ্রমোহন গোস্বামী লিখিয়াছিলেন, “উৎকালীয় সংহিতাদি পৃথক্ গৌরমন্ত্র-প্রতিপাদক গ্রন্থগুলি কখনও দেখি নাই, প্রাচীন মুখেও নাম শুনি নাই ও নিবন্ধগ্রন্থেও বচন প্রাপ্ত হই নাই। কিন্তু গৌরমন্ত্রের স্পষ্টোল্লেখ আছে শুনিয়াই পুস্তক কয়খানি আধুনিক বলিয়া বোধ করি। কারণ শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে শ্রীগৌরানন্দ প্রভুর মন্ত্রধ্যানাদির উল্লেখ থাকিলে তাঁহার ভগবত্তা প্রতিপাদন নিমিত্ত শ্রীমদ্ গোস্বামিগণ সেই প্রমাণগুলির সংগ্রহ না করিয়া কৃষ্ণবর্ণং প্রভৃতি শ্লোকের অবশ্যই কষ্টার্থ কল্পনা করিতেন না।”—চৈতন্যমত-বোধিনী, ৪০৮, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা, পৃ. ১২

উদ্ধৃত উক্তির শেষ অংশে উপেন্দ্রপ্রভু ঐতিহাসিক বিচারের একটি মূলমন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন। ‘অদ্বৈত-প্রকাশ’ যখন বাহির হইল তখন তাহাতে ঈশান-সংহিতা, উৎকালীয়-সংহিতা প্রভৃতির দোহাই দেওয়া হইল না, কেন-না ঐগুলির অকৃত্রিমতা-সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছিল। তাই “অদ্বৈত-প্রকাশে” অনন্ত-সংহিতার দোহাই দেওয়া হইয়াছে ; যথা—

মাধবেন্দ্রপুরী অদ্বৈতকে বলিলেন :

ধর্মসংস্থাপন হেতু এই কলিযুগে ।

স্বয়ং ভগবান্ প্রকট হইবেন অগ্রে ॥

অনন্ত-সংহিতা তার সাক্ষী শ্রেষ্ঠতম ।

মধ্যস্থ শ্রীভাগবত ভারত আগম ॥—৪ অ., পৃ. ১২

এবং গৌরমন্ত্র আছে কি না প্রশ্ন উঠিয়াছিল। নব আবিষ্কৃত “অদ্বৈত-প্রকাশে” পাওয়া গেল যে শুধু যে গৌরমন্ত্র আছে তাহা নহে, ঐ মন্ত্রেই শচী ও জগন্নাথ মিশ্র অদ্বৈত-কর্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন ; যথা—

তবে শচী দেবী আসি করিলা প্রণতি ।
 প্রভু কহে বাছা তুমি হও পুত্রবতী ॥
 শুনি মহানন্দে কহে মিশ্র দ্বিজ রাজ ।
 যাহে তুয়া বাক্য রহে কর সেই কাজ ॥
 প্রভু কহে এক মন্ত্র পাইলু স্বপনে ।
 ভক্তি করি সেই মন্ত্র লহ দুই জনে ॥
 সর্ব অমঙ্গল তবে অবশ্য খণ্ডিবে ।
 পরম পণ্ডিত দিব্য তনয় লভিবে ॥
 আজ্ঞা শুনি আইলা দৌহে করিয়া সিনানে ।
 তবে প্রভু যথাবিধি পূজি নারায়ণে ॥
 দৌহাকারে মন্ত্র দিলা শ্রীঅদ্বৈত-চন্দ্র ।
 চতুরক্ষর শ্রীগৌরগোপাল মহামন্ত্র ॥—১০ অ., পৃ. ৪১

অদ্বৈত যদি শচী ও জগন্নাথকে দীক্ষা দিতেন এবং গৌরগোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা দিতেন, তবে সে সম্বন্ধে কি অদ্বৈত-বংশের গোস্বামীদের মধ্যে কোন প্রবাদ থাকিত না? উদ্ধৃত ব্যবস্থাপত্রে তাঁহারা স্পষ্ট বলিয়াছেন যে গৌরমন্ত্রের কথা তাঁহারা কখনও শোনে নাই। মুরারি গুপ্ত, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি কেহ কি এ সম্বন্ধে কিছু বলিতেন না?

“অদ্বৈত-প্রকাশের” স্বপক্ষীয়গণ হয়ত বলিবেন যে গৌরগোপাল-মহামন্ত্র মানে গৌরমন্ত্র নহে। যদি গৌরমন্ত্র হয় তাহা হইলে পিতামাতার সম্বন্ধ থাকে না, শুদ্ধ বাৎসল্য-ভাবের ব্যাঘাত হয়। অদ্বৈতপ্রভু হেমাভ গোপালের মন্ত্রে শচী-জগন্নাথকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। “যদি বল মহাপ্রভুর পার্শ্বদ শ্রীশিবানন্দ সেন চতুরক্ষর বালগোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, মন্থধবীজ পুটিত কৃষ্ণরূপ চতুরক্ষর বালগোপাল মন্ত্রকেই চরিতামৃত গ্রন্থে গৌরগোপাল মন্ত্র নামে উক্ত করিয়াছেন। ঐ মন্ত্রের প্রতিপাদ্য শ্রীবালগোপাল দেবের ধ্যানে হেমাভ শব্দ থাকাতেই ঐ মন্ত্র গৌরগোপাল মন্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্শ্বদগণের মধ্যে অনেকে বালগোপালের উপাসক ছিলেন।”—চৈতন্যমতবোধিনী, ৪০৭, আশাঢ়, ১১৭, পৃ. ১৫২। কিন্তু অদ্বৈত-প্রকাশে যে স্বকোশলে গৌরমন্ত্র-প্রচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অদ্বৈতপ্রভুর পুত্র কৃষ্ণদাস

আগে প্রণব মহামন্ত্র করি উচ্চারণ ।

গৌরায় নমঃ বলি কৈল নিবেদন ॥—১২ অ., পৃ. ৪২

“অদ্বৈত-প্রকাশ” যে কৃত্রিম ও প্রক্ষিপ্ত, জোর করিয়া ইহা বলা যায় না। তবে যে পাঁচটি প্রধান কারণে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলাম। কেহ “অদ্বৈত-প্রকাশের” অন্ততঃ তিনখানি প্রাচীন (অন্ততঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের) পুঁথি দেখাইয়া আমার সন্দেহ-ভঞ্জন করিলে সুখী হইব। মুরারি গুপ্তের কড়চার প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু উহা হইতে কবিকর্ণপুর ও লোচন যে শব্দান্তর ও ভাষান্তর করিয়াছেন তাহা ভক্তিরত্নাকরের উদ্ধৃত বহু শ্লোকে পাওয়া যায় এবং তাহার সহিত মুদ্রিত গ্রন্থের মিল আছে। “অদ্বৈত-প্রকাশের” নাম কোন প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। “অদ্বৈত-প্রকাশের” গ্রাম্য পুস্তকে আমরা দেখিতে চাই শ্রীচৈতন্য যখন নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন, তখন কিভাবে অদ্বৈত গোড়দেশে ধর্মপ্রচার করিলেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে একটি কথাও উহাতে নাই। ঈশান অদ্বৈতের বাড়ীতে মানুষ হইলেন, সেইখানেই সর্বদা থাকিতেন, অদ্বৈতের জীবনী লিখিবেন বলিয়া কলম ধরিলেন, অথচ শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-বর্ণনার পর হইতে বরাবর শ্রীচৈতন্যের জীবনীই লিখিয়া গেলেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনী-সম্বন্ধেও যে-সব ঘটনা ঈশান উল্লেখ করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটি শ্রীচৈতন্যভাগবতে ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে পাওয়া যায়; শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর বিষ্ণুপ্রিয়াস সাধন-প্রণালী যাহা ঈশান স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, তাহাও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে ও প্রেমবিলাসে পাওয়া যায়। ঐ বর্ণনার সহিত অবশ্য জয়ানন্দ অপেক্ষা প্রেমবিলাসের সাদৃশ্য অধিক।

Haricharan Das's Advaitamangal

হরিচরণ দাসের “অদ্বৈতমঙ্গল”

১৩০৩ সালে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা) রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় ১৭১৩ শকের (১৭২১ খ্র. অ.) এক পুঁথি অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করেন। সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালায় এই বইয়ের যে পুঁথিখানি আছে (২৬৬ নং) তাহারও অনুলিপির তারিখ ১৭১৩ শক। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে রসিকবাবু যে পুঁথি ব্যবহার

আবার

প্রভুর নন্দন আর শিষ্যাদি সকলে ।
আমারে আজ্ঞা দিলা হৃদয় প্রবালে ॥
আমি প্রভুর ভৃত্য তাঁহার আজ্ঞাবলে ।
সাহস করিয়া লিখি শ্রীচরণ বলে ॥—পৃ. ১২

বন্দে শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভুর তনয় ।
বলরাম কৃষ্ণ মিশ্র আর যত হয় ॥
তোমার আজ্ঞায় লিখি যতন করিয়া ।—পৃ. ১২

বার বার আজ্ঞাবলে লেখার কথায় লেখকের অকৃত্রিমতায় সন্দেহ হয় । গ্রন্থ-
খানি তেইশটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ । ইহাতে কি কি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহা
লেখক স্বয়ং গ্রন্থের শেষে বলিয়াছেন । একটু উদ্ধৃত করিতেছি ।

প্রথম সংখ্যায় হয় গুর্কাদি বর্ণন ।
কৃষ্ণলীলা অম্বুক্রম বস্তু নিরূপণ ॥
দ্বিতীয় সংখ্যায় পঞ্চ অবস্থার সূত্র ।
বিজয়পুরী আগমন পরম চরিত্র ॥
তৃতীয় সংখ্যায় বিজয়পুরীর সম্বাদ ।
শ্রীভাগবত অর্থ প্রভুর আশ্বাদ ॥
প্রেমে গদগদ পুরী দুর্কাসা সাক্ষাৎ ।
শ্রীমাধবেন্দ্র সতীর্থ হয় যে বিখ্যাত ॥

অদ্বৈতের পঞ্চ অবস্থায় কি কি লীলা করিয়াছিলেন তাহা গ্রন্থের দ্বিতীয়
পরিচ্ছেদে লেখক সংক্ষেপে বলিয়াছেন ; যথা—

বাল্যাবস্থাতে হয় জন্মলীলা আদি ।
প্রথম অবস্থা বলি সর্ব কার্য সাধি ॥
পোগণ্ড অবস্থাতে শান্তিপুত্র আইলা ।
দ্বিতীয় অবস্থা বলি বর্ণনা হইলা ॥
কৈশোর অবস্থাতে তীর্থ পর্যটন ।
বৃন্দাবন আগমন গোপাল প্রকটন ॥

ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যা দিগ্বিজয়ী জয় ।
 অদ্বৈতনাথ প্রকট তাহাতেই হয় ॥
 তৃতীয় অবস্থা করি বলিয়ে তাহারে ।
 কৈশোরে শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটন করে ॥
 যৌবনে যতেক লীলা করিলা প্রকাশ ।
 তপশ্চাদি আচরণ শাস্তিপুরে বাস ॥
 চতুর্থ অবস্থা সেহি বর্ণনা করিব ।
 যাহার শ্রবণে লোক পবিত্র হইব ॥
 বৃদ্ধ অবস্থাতে লিখিব সীতার পরিণয় ।
 নিত্যানন্দ চৈতন্য অবতার করয় ॥

এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শাস্তিপুরে আগমন ও অদ্বৈত-গৃহে জলকেলি ও দান-লীলার অভিনয় পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে । গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-জীবন বর্ণনা করেন নাই ; তাহার কারণ-সম্বন্ধে তিনি বলেন :

চৈতন্যলীলা বর্ণিলা কবিকর্ণপুর ।
 তাহাতে জানিবা সব রসের প্রচুর ॥
 অদ্বৈত চৈতন্য প্রসন্ন রসের অপার ।
 বর্ণনা করিলা তেঁহো অনেক প্রকার ॥
 আমি বর্ণিতে যে হয় পুনরুক্তি ।
 তাহাতে না বর্ণিল তারে করি ভক্তি ॥
 শ্রীপ্রভু মঙ্গলের আগ্রহ লাগিয়া ।
 জন্মলীলা কিছু লিখি প্রণতি করিয়া ॥—পুথির পাতা ৭৬-৭৭

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অদ্বৈত শাখায় উল্লিখিত হরিচরণ সত্যই এই গ্রন্থের রচয়িতা হইতে পারেন কি না তাহা বিচার করিয়া দেখা যাউক । নিম্নলিখিত কারণে মনে হয় শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ব্যক্তি-কর্তৃক এই গ্রন্থ লিখিত হয় নাই :

১। অদ্বৈতমঙ্গলের পুথির ৭৪ পাতায় আছে যে নিত্যানন্দ জন্মিলে হাড়াই পণ্ডিত শাস্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈতকে একচাকা গ্রামে লইয়া গেলেন । অদ্বৈত নবজাত নিতাইয়ের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং

তাহার নাম নিত্যানন্দ রাখিলেন। অদ্বৈতের সহিত নিত্যানন্দের একুপ সম্বন্ধের কথা বৃন্দাবনদাস লেখেন নাই। নিত্যানন্দের জীবনের এত বড় একটা কথা কি বৃন্দাবনদাস জানিতেন না? জানিলে তাহা লিখিলেন না কেন?

২। অদ্বৈতমঙ্গলে বর্ণিত হইয়াছে যে নিত্যানন্দ মাতাপিতার অন্তর্দ্বানের পর উদ্ধারণ দত্তের সহিত তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর অবস্থা।

মাতা পিতা অন্তর্দ্বান রহে যথা তথা ॥

উদ্ধারণ দত্ত হয় সখা অন্তরঙ্গ।

তাহারে লইয়া তীর্থ করে ... ॥—পুথির পাতা ৭৫

বৃন্দাবনদাস বলেন যে একজন সরাসী হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে অতিথি হইয়া যাইবার সময় নিত্যানন্দকে চাহিয়া লইয়া চলিয়া যান। হাড়াই পণ্ডিতের জীবনকালেই দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক নিত্যানন্দ গৃহত্যাগ করেন।

নিত্যানন্দ গেলে মাত্র হাড়াই পণ্ডিত।

ভূমিতে পড়িল বিপ্র হইয়া মূচ্ছিত ॥

তিন মাস না করিলা আগ্নের গ্রহণ।

চৈতন্য-প্রভাবে সবে রহিল জীবন ॥—চৈ. ভা., ২।৩।১৭৫

শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত নিত্যানন্দের জীবনের কোন ঘটনার বর্ণনার সহিত যদি অন্য কোন গ্রন্থের বর্ণনার পার্থক্য দেখা যায়, তাহা হইলে নিত্যানন্দের প্রিয় শিষ্য বৃন্দাবনদাসের কথাই বিশ্বাস করিতে হইবে। অদ্বৈতমঙ্গলের রচয়িতা যদি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক হইলেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই নিত্যানন্দের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা শুনিয়াছিলেন, স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অদ্বৈতমঙ্গলে এত বড় ভুল সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে উহা সমসাময়িকের লেখা কি না সন্দেহ হয়।

৩। শ্রীচৈতন্যের বাল্যজীবন-সম্বন্ধে মুরারি গুপ্তের কড়চার প্রামাণিকতা সর্বজনস্বীকার্য। মুরারি বলেন যে শচী-জগন্নাথের আটটি কন্যা হইয়া

মৃত্যুমুখে পতিত হয় ; তৎপরে বিশ্বরূপের জন্ম ; তারপর বিশ্বস্তরের জন্ম, অর্থাৎ বিশ্বস্তর দশম গর্ভজাত (মুরারি, ১।২।৫-১১) ।

কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে বলেন—

ক্রমেণ চাষ্টৌ তনুজাঃ পুরোহভবন্ ।—২।১৭

শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত, সূতরাং শ্রীচৈতন্যকেও শচীর অষ্টম গর্ভজাত বলিয়া পরবর্তী কালে বর্ণনা করা হইয়াছে ।

অদ্বৈতমঙ্গলে এইরূপে শ্রীচৈতন্যকে শচীর অষ্টম গর্ভজাত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ; যথা—

নন্দ যশোদার প্রকাশ শচী জগন্নাথ ।

শ্রীহট্ট দেশে জন্ম পত্নী পুত্র সাত ॥

ছয় পুত্র হইল মরিল ক্রমে ক্রমে ।

পুত্র-শোকে গঙ্গাবাসে আইলা সন্ত্রসে ॥

নবদ্বীপে আসিয়া দৌহে গঙ্গাবাস কৈল ।

জগন্নাথ মিশ্রকে সন্মান বহু কৈল ॥

এহিরাপে কথ দিনে এক পুত্র হইল ।

বিশ্বরূপ নাম তারে পিতাএ রাখিল ॥—পুথির পাতা ৭৭

বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-গ্রহণের পর শচী-জগন্নাথ অদ্বৈতের নিকট আসিয়া বলিলেন—

প্রথমে পুত্র হইল গেল পরলোক ।

এবে এক সন্ন্যাসী হইল তাহার যে শোক ॥

কৃপা করি আজ্ঞা দেও তুমি নারায়ণ ।

শোক দুঃখ যায় দূর পাই তোমার চরণ ॥

প্রভু কহে দুঃখ শোক আর না করিহ ।

কৃষ্ণের ইচ্ছাতে সব এমতি জানিয় ॥

তোমাকে দিব এক পুত্র হয় চমৎকার ।

সপ্তদিন বাস এথা করহ অঙ্গীকার ॥—পুথির পাতা ৭৭

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে “অদ্বৈতমঙ্গল”-মতে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া ষাওয়ার পর শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয় । কিন্তু মুরারি গুপ্ত বলেন

যে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস লইয়া চলিয়া গেলে বিশ্বস্তর মাতাপিতাকে সাক্ষনা দিয়াছিলেন (১।৭।২)।

কবিকর্ণপুরও ঐ কথা বলেন (মহাকাব্য, ২।১০৫)। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যে বিশ্বরূপ অদ্বৈতের গৃহে যাইলে বিশ্বস্তর তাঁহাকে ডাকিতে যাইতেন (১।৫।৪৮) ও বিশ্বরূপ সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলে

ভাইর বিরহে মূর্ছা গেল গৌররায়।—১।৫।৫৪

অদ্বৈতমঙ্গলের বর্ণনা মুরারি, কবিকর্ণপুর ও বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার বিরুদ্ধ। সুতরাং উক্ত তিনজন সুপ্রসিদ্ধ লেখকের কথা না মানিয়া “অদ্বৈতমঙ্গলের” বর্ণনা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। “অদ্বৈতমঙ্গল” অদ্বৈত বা শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক লোকের লেখা হইলে তাহাতে শ্রীচৈতন্যের জীবন-সম্বন্ধে এত বেশী ভুল সংবাদ থাকিত না।

হাড়াই পণ্ডিতের নবজাত শিশুকে অদ্বৈত আশীর্বাদ করিয়া তাহার নাম নিত্যানন্দ রাখিলেন ও শ্রীচৈতন্য অদ্বৈতের আশীর্বাদে জন্মিলেন—এই সব কথা অদ্বৈত-বংশের লোকেরা বা তাঁহাদের শিষ্যেরা পরবর্ত্তী কালে অদ্বৈতের মহিমা ঘোষণা করিবার জন্য রচনা করিয়াছিলেন, মনে হয়। অদ্বৈতের মহিমা ঘোষণা করিবার জন্যই “অদ্বৈতমঙ্গলের” লেখককে মুরারি ও বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার বিরুদ্ধে নূতন ঘটনা বর্ণনা করিতে হইয়াছে।

৪। “অদ্বৈতমঙ্গলে” আছে যে অদ্বৈত সাত দিন হুঙ্কার করার পর বৃন্দাবনের একটি তুলসীমঞ্জরী গঙ্গার জলে ভাসিয়া আসিল। তাহার খানিকটা শচীকে ও খানিকটা সীতাকে খাওয়ান হইল। তাহারই ফলে শচীগর্ভে শ্রীচৈতন্যের ও সীতাগর্ভে অচ্যুতের জন্ম হইল (পুথি, পৃ. ৭৮)। “অদ্বৈত-প্রকাশের” বিচারে দেখাইয়াছি যে বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে শ্রীচৈতন্য যখন সন্ন্যাসের পর গৌড়ে পুনরাগমন করেন, তাহার কিছু পূর্বে অচ্যুতের বয়স পাঁচ বৎসর ছিল, অর্থাৎ অচ্যুত শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা ২৩ বৎসরের ছোট। “অদ্বৈতমঙ্গল”-মতে শ্রীচৈতন্য ও অচ্যুত সমবয়সী এবং “অদ্বৈত-প্রকাশ”-মতে অচ্যুত চৈতন্য অপেক্ষা ছয় বৎসর দুই মাসের ছোট। বৃন্দাবনদাসের উক্তির সহিত বিরোধ বলিয়া “অদ্বৈত-মঙ্গলকে” অপ্রামাণিক গ্রন্থ বলিতে চাই।

৫। “অদ্বৈতমঙ্গলে” বর্ণিত হইয়াছে যে অদ্বৈত শচীকে কৃষ্ণমস্ত্র দিলে

তবে নিমাই মাতৃস্তুত পান করিলেন (৭২ পাতা)। “অদ্বৈত-প্রকাশে” আছে যে শ্রীচৈতন্য গর্ভে আসিবার পূর্বে

দৌহাকারে মন্ত্র দিলা শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র ।

চতুরাঙ্গর শ্রীগৌরগোপাল মহামন্ত্র ॥—পৃ. ৪১

অদ্বৈতের দুই শিষ্যের বর্ণনার মধ্যে এখানেও গুরুতর পার্থক্য। একরূপ ঘটনা শ্রীচৈতন্যের কোন জীবনীতে বর্ণিত হয় নাই। বৃন্দাবনদাস-লিখিত অদ্বৈতের নিম্নলিখিত উক্তি পড়িলে কি কাহারও মনে হয় যে অদ্বৈত শচীদেবীর মন্ত্রগুরু ?

যে আইর চরণধূলির আমি পাত্র ।

সে আইর প্রভাব না জান তিলমাত্র ॥—চৈ. ভা., ২।২২।৩১৫

৬। গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় কবিকর্ণপুর অচ্যুতানন্দকে “শ্রীমৎপণ্ডিত-গোস্বামিশিষ্যঃ” বলিয়াছেন (৮৭)। যদুনাথদাসের শাখা-নির্ণয়ে ও শ্রীজীবের বৈষ্ণব-বন্দনাতেও ঐরূপ বর্ণনা আছে। কিন্তু “অদ্বৈতমঙ্গলে” অচ্যুতকে “সীতার শিষ্য তেঁহো মোহনমঞ্জরী” (পুথির পাতা ৮৫) বলা হইয়াছে। এখানেও সীতার মহিমাঘোষণার জন্য এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

৭। “অদ্বৈতমঙ্গলের” ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে যে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস-গ্রহণের পর শান্তিপু্রে আসিয়া দানলীলা অভিনয় করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে অভিনয় করার মত মানসিক অবস্থা শ্রীচৈতন্যের ছিল না। ঐরূপ ঘটনা ঘটিলে মুরারি প্রভৃতি চরিতকার ও শিবানন্দ, বাসুঘোষ প্রভৃতি পদকর্তা উহার উল্লেখ করিতেন।

৮। “অদ্বৈতমঙ্গলে” লিখিত হইয়াছে যে অদ্বৈতপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সাত শত বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; যথা—

সাত শত বৎসর মহাপ্রভুর আগে ।

অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু প্রকট এহি যুগে ॥

“সাত শত”কে “সওয়া শত” পড়িলেও অর্থ-সঙ্গতি হয় না, কেন-না “অদ্বৈত-প্রকাশের” মতে অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যের ৫২ বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ও সওয়া শত বৎসর জীবিত ছিলেন। সমসাময়িক ব্যক্তি ভ্রমপ্রমাদবশতঃ কখন কখন ভুল সংবাদ দিয়া থাকেন ; কিন্তু “অদ্বৈতমঙ্গলের” এই সংবাদটি

এই জাতীয় ভুল নহে। এখানে অদ্বৈতকে বিশেষরূপে অলৌকিক প্রভাব-সম্পন্ন সপ্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনকালের কথা বলা হইয়াছে। সীতা ও অদ্বৈতের মহিমার কথা এই গ্রন্থে যথেষ্ট আছে। কিন্তু যখন শ্রীচৈতন্য নীলাচলে বাস করিতেছিলেন তখন সীতা ও অদ্বৈত কিভাবে গোড়দেশে প্রেমধর্ম প্রচার করিলেন সে কথা নাই। অথচ আমরা অদ্বৈতপ্রভুর জীবনীতে বিশেষ করিয়া সেই কথাই জানিতে চাই। “অদ্বৈতমঙ্গলের” যে পুঁথি সাহিত্য-পরিষদে আছে তাহা যে ১৪৫ বৎসরের প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং “অদ্বৈতমঙ্গল” গ্রন্থ দুই শত কি আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন হওয়া অসম্ভব নহে।

Laudiya Krishnadas's Bayalila-Sutram

লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের “বাল্যলীলা-সূত্রম্”

অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় ১৩২২ বঙ্গাব্দে (১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে) এই গ্রন্থ স্বকৃত পড়াম্ববাদ-সহ প্রকাশ করেন। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন, “ঢাকা উখলি-নিবাসী অদ্বৈত-বংশীয় শ্রীমৎ শ্রীনাথ গোস্বামী প্রভু লাউড় পরিভ্রমণকালে এই গ্রন্থ তথাকার এক ব্রাহ্মণ-গৃহে পাইয়া পরম যত্নে সংগ্রহ করেন। তিনি ইহা গৃহে লইয়া গিয়া নিজ ভ্রাতা স্বর্গীয় মধুসূদন গোস্বামী প্রভুকে, তৎপরে শান্তিপুর-নিবাসী অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক সুবিখ্যাত ৩মদন-গোপাল গোস্বামী প্রভুকে এবং তাহার পরে পাবনা-নিবাসী সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন গোস্বামী প্রভুকে প্রদর্শন করেন। যে গ্রন্থখানা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা বোধ হয় সংস্কৃত-জ্ঞানহীন ব্যক্তির লিখিত বলিয়া ভ্রমপূর্ণ ছিল। ইহার পাঠকালে অনেকাংশে লিপিকার-প্রমাদ সংশোধন করেন।” অচ্যুতবাবু একখানি পুঁথি দেখিয়াই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। পাবনার মুরলীমোহন গোস্বামীর নিকটে যে পুঁথি আছে তাহা ঐ পুঁথিই। ঐ এক পুঁথি হইতে তিনজন ব্যক্তি শ্লোক উদ্ধার করিতে যাইয়া কিরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন পাঠ দিয়াছেন তাহা পরে দেখাইতেছি। উহা হইতে সংশোধনের মাত্রা বুঝা যাইবে।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের” প্রথম সংস্করণে এই গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে আমি এই গ্রন্থের প্রামাণিকতায় সন্দিহান হইয়া রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, নগেন্দ্রনাথ বসু ও উখলীর মুরলীমোহন গোস্বামীর

নিকট অত্মসন্ধান করি। এই অত্মসন্ধানের ফলে আমার সন্দেহ আরও দৃঢ়ীভূত হয়। আমি যথাসাধ্য প্রমাণ-প্রয়োগ-সহকারে বাল্যলীলা-স্মৃত্ত্বের প্রামাণিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়া আচার্য্য বিজয়চন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত “বঙ্গবাণী” মাসিক পত্রিকায় “রাজা গণেশ”-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখি। ঐ প্রবন্ধের ঐতিহাসিক অংশ সমালোচনা করিয়া ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় একটি প্রবন্ধ পর সংখ্যায় “বঙ্গবাণী” পত্রিকায় লেখেন। কিন্তু অচ্যুতবাবু বা অন্য কেহ বাল্যলীলা-স্মৃত্ত্বের প্রামাণিকতার সম্বন্ধে একটি কথাও এ পর্য্যন্ত লেখেন নাই।

উক্ত গ্রন্থের অকৃত্রিমতায় সন্দিহান হইবার কারণ-নির্দেশ করিতেছি।

১। ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৪০২ শকে শ্রীচৈতন্যের জন্মের দুই বৎসর পরে, বাল্যলীলা-স্মৃত্ত্ব লিখিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত গ্রন্থেই প্রকাশ (৮৩৮)। অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় আমাকে বলেন যে তিনি পাবনা-নিবাসী মুরলীমোহন গোস্বামীর নিকট উহার পুথি নিজে দেখিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া আমি উক্ত গ্রন্থের গণেশের রাজ্যাধিরোহণের কালসূচক শ্লোক চারটি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে আনাই। তিনি নিম্নলিখিত চারটি শ্লোক লিখিয়া পাঠান :

যশঃ-প্রসূনে স্মৃতিতে নৃসিংহ-
নাম্নঃ সদা লোক-সুগীত-কীর্ত্তেঃ ।
তদগন্ধ-সন্দোহ-বিমোহিতায়া
রাজা গণেশো বহুশাস্ত্রদর্শী ॥
দূতৈস্তমানীয় স্বকীয়-ধাম্নি
দীনাজ-পুরাণ্যে বহুসভ্যযুক্তে ।
তস্মিন্ নৃসিংহে নাডুলীতু্যপাধৌ
সংগ্ৰস্ত মন্ত্ৰিত্বমবাপ ভদ্রম্ ॥
তদ্যুক্তিচাতুর্য্যবলেন রাজা
শ্রীমান্ গণেশো বরদস্বরূপান্ ।
গৌড়স্ত পালান্ যবনাস্রজান্ হি
জিত্বা চ গৌড়েশ্বরতামবাপ ॥
গ্রহপক্ষাঙ্কিশশধৃৎ-
মতে শাকে সুরুদ্ধিমান্ ।

গণেশো যবনান্ জিত্বা
গৌড়ৈকচ্ছত্রধ্বগভূং ॥

মুদ্রিত গ্রন্থে এই শ্লোক কয়টির পাঠ :

শ্রীমন্ নৃসিংহস্য মহাত্মনো বৈ
যশঃ-প্রসূনে স্মৃতিতে মনোজ্ঞে ।
তৎসৌরভব্যাহ-বিমোহিতাত্মা
রাজা গণেশো বহুশাস্ত্রদর্শী ॥
সদ্বংশশৈলে দ্বিজরাজকল্লো
বেদজ্ঞসদ্বিপ্র-সমাশ্রয়ো যঃ ।
দুষ্টস্য শাস্তা কিল সাধুপালো
দাতা গুণজ্ঞো হরিভক্ত-চূড়ঃ ॥
দূর্তৈস্তমানীয় চ রাজধাত্মাং
দিনাজ-পুরাণো বহুসত্যযুক্তো ।
তস্মিন্ নৃসিংহে বহুনীত্যভিজ্ঞে
সংগ্ৰাস্ত মস্ত্রিমবাপ তদ্রম্ ॥
তদযুক্তি-চাতুর্যাবলেন রাজা
শ্রীমদগণেশো বরদস্যরূপান্ ।
গৌড়স্য পালান্ যবনাত্মজান্ হি
জিত্বা চ গৌড়েশ্বরতামবাপ ॥
গ্রহপক্ষাক্ষিশধুতিমিতে শাকে স্ববুদ্ধিমান্
গণেশো যবনং জিত্বা গৌড়ৈকচ্ছত্রধ্বগভূং ॥—১।৪৮-৫২

ছাপা বইয়ের সহিত পুথির পাঠের অনেক প্রভেদ । পুথির সহিত ছাপা বইয়ের প্রথম শ্লোকটির শেষ চরণ ছাড়া অল্প কোন চরণের মিল নাই । ছাপা বইয়ের দ্বিতীয় শ্লোকটি পুথিতে নাই । অদ্বৈত-বংশের মহিমা আর একটু বাড়াইবার জন্ত এইটি সংযোজিত হইয়াছে । ছাপা বইয়ের তৃতীয় শ্লোকের সহিত পুথির দ্বিতীয় শ্লোকের মোটামুটি মিল আছে—কেবল পুথির “নাডুলীতুপার্ধো” স্থানে “বহুনীত্যভিজ্ঞে” পাঠ ছাপা হইয়াছে । আর দুইটি শ্লোকে পুথির সহিত ছাপা বইয়ের মোটামুটি মিল আছে ।

“বাল্যলীলা-সূত্র” মুদ্রিত হইবার দুই বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৩২০ সালে ত্রিযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন তাঁহার “বগুড়ার ইতিহাসের” দ্বিতীয় খণ্ডের ৮৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় ঐ গ্রন্থ হইতে উক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধার করেন। তাহাতে কিন্তু শ্লোকসংখ্যা ও পাঠ অন্তরূপ আছে। ছাপা বইয়ে যে শ্লোকের সংখ্যা ৪৮ প্রভাসবাবু সেই শ্লোকের সংখ্যা দিয়াছেন ৪৬, অর্থাৎ ১৩২০ হইতে ১৩২২ সালের মধ্যে দুইটি শ্লোকের জন্ম হয়। প্রভাসবাবুর ধৃত পাঠ এই—

যশঃপ্রসূনে স্মৃতিতে নৃসিংহ-
 নামঃ সদা মাহুঘরাজকশ ।
 তদগন্ধসন্দোহ-বিমোহিতায়া
 রাজা গণেশো বহুশাস্ত্রদর্শী ॥
 কায়স্থবংশাগ্র্য-বরগুণজ্ঞো
 লোকানুকম্পী বরধর্মযুক্তঃ ।
 দাতা সুধীরো জনরঞ্জকশ্চ
 শ্রীবিষ্ণুপাদাজয়ুগানুরক্তঃ ॥
 দূতৈঃ সমানীয় নিজস্ত ধাম্নো
 দিনাজপুরে বহুসভ্যযুক্তো ।
 তস্মিন্ নৃসিংহঃ লাড়ুলীতু্যপাধৌ
 সংগ্ৰস্ত মস্ত্রিঅমবাপ ভদ্রম্ ॥

পরবর্তী দুইটি শ্লোকের সহিত ছাপা বইয়ের মোটামুটি মিল আছে, কেবল ছাপার “শশধৃতিমিতে” স্থানে “শশধৃমিতে” ও “যবনং জিত্বা” স্থানে “যবনান্ জিত্বা” পাঠ আছে। প্রভাসবাবুর ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকে রাজা গণেশের গুণগান আছে, ছাপা বইয়ে সে স্থানে নরসিংহ নাড়িয়ালের গুণগান। একখানি পুঁথি দেখিয়া তিনজন ব্যক্তি এরূপ বিভিন্ন শ্লোক কি করিয়া উদ্ধৃত করিলেন তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে পারিলাম না। হয়ত পুঁথিখানির লেখা অত্যন্ত অস্পষ্ট ; যিনি যাহা বুঝিয়াছেন বসাইয়া দিয়াছেন ; আবার কেহ কেহ নিজ নিজ স্বার্থানুযায়ী নূতন শ্লোকও যোজন করিয়াছেন।

এইবার “বাল্যলীলা-সূত্রে” প্রদত্ত গণেশের রাজ্যাধিরোহণের কাল কতদূর সত্য দেখা যাউক। গণেশের রাজত্বকাল ফেরিস্তার মতে ১৩৮৬ হইতে ১৩৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, রিয়াজ-উস-সালাতিনের মতে ১৩৮৫ হইতে ১৩৯২ খ্রীষ্টাব্দ,

ব্রহ্মানন্দ মতে ১৪০৭ হইতে ১৪১৪ পর্য্যন্ত, এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গণেশকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া স্বীকার করেন না (প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩১২)। তাঁহার মতে দ্বিতীয় সামন্তদিন ১৪০৬ হইতে ১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্থলতান ছিলেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালী দ্বিতীয় সামন্তদিনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন ১৪১০ হইতে ১৪১৫ পর্য্যন্ত গণেশ, নামে না হইলেও কাজে, রাজা ছিলেন ও ১৪১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে নামে ও কাজে রাজা হইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ-লিখিত তারিখের সহিত বাল্যলীলা-সূত্র-নির্দিষ্ট ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দের মিল আছে। কিছু আধুনিক গবেষকদের নির্দিষ্ট তারিখের সহিত বাল্যলীলা-সূত্রের তারিখের মিল নাই। অদ্বৈতের বাল্যজীবনী লেখার পক্ষে গণেশের রাজ্যাধিরোহণের তারিখ দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মানন্দের প্রবন্ধ (J.A.S.B., 1873, p. 234) প্রকাশিত হইবার পর হয়ত ঐ সম্বন্ধে কোন খবর শুনিয়া কেহ “বাল্যলীলা-সূত্রে” উক্ত কাল-নির্বাচক শ্লোকটি ঢুকাইয়া দিয়াছে।

২। “বাল্যলীলা-সূত্র” শ্রীচৈতন্যের জন্মের দুই বৎসর মাত্র পরে লিখিত বলিয়া প্রকাশ। অথচ এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার কথা ও তাহার প্রমাণমূলক শাস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়; যথা—

নবদ্বীপে শচীগর্ভে যোহবতীর্ণঃ পুরন্দরাং

মৎপ্রভোঃ সিদ্ধমন্ত্ৰেণাকৃষ্টঃ সন্ জীবমুক্তয়ে।

বন্দে শ্রীগৌরগোপালং হরিং তং প্রেমসাগরং

অনন্তসংহিতাগ্রন্থে যন্নাহং স্ববর্ণিতম্ ॥—১।২-৩

শ্রীচৈতন্যের যখন বয়স মাত্র দুই বৎসর তখনই কি তাঁহার খ্যাতি এত ব্যাপ্ত হইয়াছিল যে কৃষ্ণদাস গ্রন্থের প্রারম্ভে তাঁহাকে বন্দনা করিবেন? শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে দেখা যায় যে অদ্বৈতপ্রভু নানারূপ পরীক্ষার পর তবে বিশ্বস্তরূপে ভগবান্ বলিয়া পূজা করিয়াছেন। অদ্বৈত-শিষ্য কৃষ্ণদাস গৌরগোপালকে হরি বলিয়া জানিলেন কি করিয়া?

আরও বিবেচ্য এই যে “অনন্ত-সংহিতায়” শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার প্রমাণ আছে—এই কথা “বাল্যলীলা-সূত্রে” ও “অদ্বৈত-প্রকাশে” লিখিত হইয়াছে। “অনন্ত-সংহিতায়” নিত্যানন্দের অল্পগত দ্বাদশ গোপালের নাম, শ্রীপাট

প্রভৃতির কথা আছে। স্মরণ্য উক্ত সংহিতা খ্রীষ্টতত্ত্বের বিরোধাবের বহু পরে লিখিত হইয়াছে, মনে হয়।

যদি কোন প্রাচীন সংহিতায় খ্রীষ্টতত্ত্বের অবতারত্বের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর কবিকর্ণপুর, শ্রীজীব, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বলদেব বিদ্যভূষণ প্রভৃতি অশেষশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ শুধু মহাভারত ও ভাগবতের অস্পষ্ট প্রমাণ মাত্র তুলিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন না।

To prove Sri Chaitanya as incarnation scriptural scholars like Kabikarnapur, Sriji, Krishnadas Kabiraj etc had only quoted not so clear proofs from Mahabharat & Bhagavat

“অদ্বৈত-প্রকাশ” (পৃ. ৫৬) ও “প্রেমবিলাসের” ২৪ বিলাসে “বাল্যলীলা-সূত্রের” উল্লেখ আছে। কিন্তু উক্ত উভয় গ্রন্থই যে আধুনিক জনের রচনা তাহা পূর্বে দেখাইয়াছি।

৩। অচ্যুতবাবু বলেন যে লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ অদ্বৈতের কৃপায় ভক্তি লাভ করিয়া কৃষ্ণদাস নামে পরিচিত হয়েন ও “বাল্যলীলা-সূত্র” রচনা করেন। যিনি সংসারে বীতরাগ হইয়া রাজ-ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি যে গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া সামাজিক কুলজীর কথা লিখিবেন, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। অথচ “বাল্যলীলা-সূত্রে” গাঞি, শ্রোত্রীয়, বংশজ, কাপ প্রভৃতির কথা লইয়া প্রথম দুই সর্গ রচিত হইয়াছে। প্রেমবিলাসের চতুর্বিংশ বিলাস ছাড়া অন্য কোন বৈষ্ণব-গ্রন্থে এরূপ কুলজী বর্ণিত হয় নাই।

৪। অদ্বৈতের পূর্বপুরুষদের নাম বাল্যলীলা-সূত্রে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত অদ্বৈতের বংশের বিভিন্ন শাখায় রক্ষিত নামের তালিকার মিল নাই। পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত তালিকা হইতে উহা বুঝা যাইবে। “বাল্যলীলা-সূত্র” যদি প্রামাণিক গ্রন্থ হইত তাহা হইলে তাহার বংশ-তালিকার সহিত শাস্তিপুত্রের গোস্বামীদের বংশ-তালিকার মিল থাকিত। “প্রেমবিলাসের” চতুর্বিংশ বিলাসে “বাল্যলীলা-সূত্রের” কথা থাকিলেও উক্ত গ্রন্থে লিখিত তালিকা প্রেমবিলাসে প্রদত্ত হয় নাই। “বন্ধে ব্রাহ্মণ”, “সম্বন্ধ-নির্ণয়” এবং নগেন্দ্রবাবু-সংগৃহীত কুলজী গ্রন্থসমূহের যদি কিছু মাত্র প্রামাণিকতা থাকে, তাহা হইলে অদ্বৈত নরসিংহ নাড়িয়ালের পঞ্চম অধস্তন পুরুষ হয়েন। কিন্তু “বাল্যলীলা-সূত্রের” মতে অদ্বৈত নরসিংহের পৌত্র। যদি বাল্যলীলা-সূত্র অপেক্ষা কুলজীগ্রন্থ বেশী প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দে নরসিংহ বর্তমান থাকিবেন এবং ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে অদ্বৈত জন্মগ্রহণ করিবেন, ইহা সম্ভব হয় না (সূত্র, ৩।২৫)। এই-সব কারণে এই গ্রন্থের প্রাচীনতায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের বংশতালিকা

বালামীলা-সূত্র ও উৎসার গোষ্ঠীদের তালিকা	প্রেমবিলাস (পৃ. ২৫৮) ও নগেন্দ্রনাথ বসুর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-কাণ্ড (পৃ. ২৭৫ ও ২৭৬)	শান্তিপুত্রের অদ্বৈত- বংশীয়দের তালিকা (Dacca Review, March, 1913)	ডা. সেনের History of Bengali Literature, p. 496-প্রদত্ত তালিকা
১। আরু ওঝা	১। আরু ওঝা	১। জটধর ভারতী	১। স্বধাকর
২। যদু	২। যদু	২। বাণীকান্ত সরস্বতী	২। সিদ্ধেশ্বর
৩। শ্রীপতি	৩। শ্রীপতি	৩। সাকুতিনাথ পুরী	৩। টিকারি
৪। কুলপতি	৪। কুলপতি	৪। গণেশচন্দ্র শাস্ত্রী	৪। নরসিংহ
৫। বিভাকর	৫। ঈশান	৫। নরসিংহ	৫। কুবের
৬। প্রভাকর	৬। বিভাকর	৬। কুবের	৬। অদ্বৈত
৭। নরসিংহ	৭। প্রভাকর	৭। অদ্বৈত	
৮। কুবের	৮। নরসিংহ		
৯। অদ্বৈত	৯। বিভাকর		
	১০। ছকরি		
	১১। কুবের		
	১২। অদ্বৈত		

Sitagun kadamba

“সীতাপুণ-কদম্ব”

অধ্যাপক অমূল্যচরণ ঘোষ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয় আমার জন্ম এই অজ্ঞাত-পূর্ব ও অপ্রকাশিত-পূর্ব গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে আমি পরিষদের পুথিশালায় এই পুথি হইতে আমার প্রয়োজনীয় বিষয় লিখিয়া লই এবং পরিষদে উহার নকল রাখিয়া পুথির অধিকারীকে উহা ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। পুথির শেষে লিখিত আছে, “ইতি সন ১১২৬ (১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে)তে ৭ই ভাদ্র রোজ বৃহস্পতিবার, স্বাক্ষর শ্রীগোরাচন্দ্র দেবশর্মা সাং দুর্গাপুর।” পুথিখানি যে ১৪৭ বৎসরের প্রাচীন তাহা হইবার হস্তাক্ষর ও কাগজের অবস্থা দেখিলেই বুঝা যায়।

এই গ্রন্থের রচয়িতা বিষ্ণুদাস । তিনি গ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন—

বিনামূলে বিকাইলু অচ্যুত-চরণে ।
বৈষ্ণবের পদধূলি করি আভূষণে ॥
সীতা সহিত অদ্বৈতের পাদপদ্ম আশ ।
সীতাগুণ-কদম্ব রচিল বিষ্ণুদাস ॥

এই গ্রন্থের প্রথমে তিনি বলিয়াছেন যে সাতকুলিয়ার নিকট বিষ্ণুপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম । তাঁহার পিতার নাম মাধবেন্দ্র আচার্য্য ।

বিষ্ণুপুরে মাধবেন্দ্র আচার্য্য আশ্রয় ।
বুদ্ধিহীন মূঢ় আমি যাহার তনয় ॥
কুলিয়া নিকটেতে বিষ্ণুপুর গ্রাম ।
পূর্বে সপ্ত মুনি ষাঠা করিল। বিশ্রাম ॥

লেখক বলিতে চান যে তিনি সীতা ও অদ্বৈতের লীলা স্বচক্ষে দেখিয়া সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । গোবিন্দ-নামক ব্রাহ্মণ সীতাকে পুষ্পবনে প্রাপ্ত হইলেন । সীতা একদিন গঙ্গাস্নান করিতে আসিলে অদ্বৈতের সহিত তাঁহার দেখা হয় । প্রথম দর্শনেই উভয়ের মধ্যে অহুরাগ জন্মে । লেখক বিষ্ণুদাস স্বয়ং গোবিন্দের বাড়ীতে যাইয়া অদ্বৈতের সহিত সীতার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন ; যথা—

সেই দিন গেলাম আমি গোবিন্দের ঘরে ।
দেবীর বিবাহ লাগি কহিলাম তারে ॥—৩ পাতা

অদ্বৈতের ছয়টি পুত্র হইয়াছিল । বিষ্ণুদাসের মতে তাঁহাদের নাম অচ্যুত, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল, জগদীশ, বলরাম ও রূপ । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মতে পাঁচ পুত্র—অচ্যুত, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল এবং

আচার্য্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম ।
আর পুত্র স্বরূপ-সখা জগদীশ নাম ॥—১।২।১৫

নগেন্দ্রনাথ বসুর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-কাণ্ডে (পৃ. ২৮০) ছয় পুত্রের নাম দেওয়া হইয়াছে ; ষষ্ঠ পুত্রের নাম স্বরূপ । সীতাগুণ-কদম্ব আছে :

রূপ সখা নামে ষষ্ঠ পুত্র যে প্রচণ্ড ।

সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ করে খণ্ড খণ্ড ॥—৫ পাতা

এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের সময় লেখা হইয়াছে ১৪০৭ শকে ২৩শে ফাল্গুন রাতি একদণ্ড গতে দুই প্রবেশের ক্ষণে (৬ পাতা)। এই সময়ের সহিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী-কর্তৃক প্রদত্ত সময় ও জ্যোতিষিক গণনা-দ্বারা প্রাপ্ত সময় আশ্চর্য্য রকমে মিলিয়া যাইতেছে। শ্রীচৈতন্যের জন্ম-সময়ে সীতা বলিতেছেন :

আমি আজি দেখিতে পাব চৈতন্যচরণ ।—৬ পাতা

বিশ্বস্তর অদ্বৈতের নিকট ভাগবত পড়িয়াছিলেন, ইহা এই গ্রন্থের দশম পত্রাঙ্কে বর্ণিত হইয়াছে ।

সীতা, অদ্বৈত ও অচ্যুতের মহিমা ঘোষণা করিবার জন্ত অগ্ন্যাগ্ন অদ্বৈত-চরিত গ্রন্থে যেমন-সব কথা লিখিত হইয়াছে, এই গ্রন্থেও সেইরূপ বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সীতা স্নান করিতে গেলে অচ্যুত অদ্বৈতের গৃহে অধ্যয়নকারী বিশ্বস্তরকে হৃদ্ধ নিবেদন করিয়া খাইয়া ফেলেন। সীতা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন ছেলে দুধ খাইয়াছে। তিনি অচ্যুতের গায়ে এক চাপড় মারিলেন। সেই চাপড়ের দাগ বিশ্বস্তরের গায়ে দেখা গেল (১১ পাতা)।

“সীতাগুণ-কদম্বে” ঈশান-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আছে। “সীতা-চরিত্রে” যেমন শ্রীচৈতন্যভাগবত-বর্ণিত ঈশানের সহিত শচীর প্রিয় সেবক ঈশানের অভিন্নত্ব দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে, এই গ্রন্থেও সেইরূপ হইয়াছে ; যথা—

ঈশান অদ্বৈত পদ করিয়া বন্দন ।

শচীর মন্দিরে তবে দিলা দরশন ॥

শচী কহে কোথা হইতে আইলা কিবা নাম ।

ঈশান কহে ঘর মোর শান্তিপুত্র ধাম ॥—২৫ পাতা

“অদ্বৈত-প্রকাশে” ঈশান নাগর বলিয়াছেন যে তাঁহার বয়স যখন ৭০ বৎসর তখন সীতা ঠাকুরাণী তাঁহাকে বিবাহ করিতে আদেশ দেন ।

বংশ রক্ষা করি প্রভুর আজ্ঞা পালিবারে ।

ঝাট চলি আইলু মুই শ্রীধাম লাউড়ে ॥

ইহা রহি এই গ্রন্থ করিহু লিখন ।

গুরু আজ্ঞা মাত্র মুই করিহু রক্ষণ ॥—পৃ. ১০৪

অচ্যুতবাবু “অদ্বৈত-প্রকাশের” ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বগু খাসিয়া জাতি-কর্তৃক লাউড়-রাজ্য ধ্বংসের পর ঈশানের বংশধরেরা লাউড় ত্যাগ করিয়া গোয়ালন্দের নিকট ঝাটপাল গ্রামে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন ।

কিন্তু বিষ্ণুদাস “সীতাগুণ-কদম্বে” বলেন যে সীতাদেবী ঈশানকে “ঝাটপাল” গ্রামে যাইয়া বাস করিতে আদেশ দেন । এখানে “অদ্বৈত-প্রকাশের” সহিত “সীতাগুণ-কদম্বে” বিরোধ এই যে শেষোক্ত গ্রন্থের মতে ঈশান লাউড়ে বাস করেন নাই, তিনি ঝাটপালেই বাস করেন । তাঁহার বংশধরেরা এখনও সেইখানে আছেন । “অদ্বৈত-প্রকাশে” পাওয়া যায় যে ঈশান অচ্যুতের পাঁচ বৎসর বয়সের সময় অদ্বৈত-গৃহে আসিয়া বাস করিতে থাকেন । আর বিষ্ণুদাস বলেন যে তিনি সীতার বিবাহের ঘটকালী করিয়াছেন । “অদ্বৈত-প্রকাশে” ঈশান বলিতেছেন যে তিনি ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে লাউড়ে যাইয়া বাস করেন ও তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকা-লেখক বলেন যে এই ঘটনার ১৪২ বৎসর পরে ঈশানের বংশধরেরা ঝাটপালে বাস করিতে আরম্ভ করেন । আর বিষ্ণুদাস বলিতেছেন যে প্রথম হইতেই ঈশান ঝাটপালে বাস করেন ;^১ যথা—

শুনিয়া ঈশান তবে লাগিলা কান্দিতে ।

নবীন অঙ্কুর যেন ভাঙ্গে বজ্রাঘাতে ॥

তবে তারে কৃপা করি সীতাঠাকুরানী ।

কহিতে লাগিলা তারে মধুর যে বাণী ॥

দুঃখ না ভাবিহ মনে তুমি সাধুজন ।

জাহ্নু সঙ্গে পূর্বদেশে করহ গমন ॥

না কর রোদন বাছা স্থির কর মতি ।

ঝাটপাল গ্রামে যাইয়া করহ বসতি ॥

১ খ্রীষ্ট দৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় ঈশানের যে বংশ-বিবরণ অদ্বৈত-প্রকাশের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে ঐ বংশের কোন শাখায় ঈশান হইতে বর্তমানে নবম পুরুষ, কোন শাখায় দশম ও কোন শাখায় একাদশ পুরুষ চলিতেছে । ১৫৬২ হইতে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ব্যবধান ৩৭০ বৎসর ; ঐতিহাসিক গণনায় এই সময়ের মধ্যে ১৪১৫ পুরুষ হওয়ার কথা ।

সেই গ্রামের মধ্যে ভগ্নমন্দিরে ।

জগন্নাথ বলরাম তাহার ভিতরে ॥

শ্বেত শ্যামল তনু সুরেন্দ্র-বদন ।

সঙ্গে তোমারে দরশন দিব দুই জন ॥—২৭ পাতা

“অদ্বৈত-প্রকাশ” ও “সীতাগুণ-কদম্ব” উভয় গ্রন্থই যদি অকৃত্রিম হইত, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে বিরোধের স্থলে সত্য নির্ণয় করা দুর্লভ হইত। কিন্তু “অদ্বৈত-প্রকাশের” অকৃত্রিমতায় সন্দেহের কারণ পূর্বেই দিয়াছি। “সীতাগুণ-কদম্ব”ও যে জাল তাহার বহু প্রমাণের মধ্যে একটি মাত্র প্রমাণ দিতেছি।

“সীতাগুণ-কদম্ব” পুথির ১৫-১৬ পাতায় বিশ্বস্তরের সন্ন্যাসের পূর্বে বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীর বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে। এ অংশ ছবছ লোচনের চৈতন্যমঙ্গল হইতে লওয়া। যে ব্যক্তি সীতার বিবাহে ঘটকালী করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই লোচনের পূর্বে গ্রন্থ লিখিয়াছেন—পরে লিখিলেও তিনি লোচনের গ্রন্থ হইতে উক্ত বর্ণনা চুরি করিতেন না। লোচন যে বিষ্ণুদাসের গ্রন্থ হইতে ঐ অংশ লইয়াছেন তাহা সম্ভব মনে হয় না, কেননা লোচনের কবিত্বগুণের বহু পরিচয় পাওয়া যায় এবং বিষ্ণুদাস যে কোনরূপে খোঁড়ান ছন্দে পয়ার লিখিতেন তাহা “সীতাগুণ-কদম্বের” অন্যান্য বিষয়ের বর্ণনায়ও দেখা যায়।

Loknath Das's Sita charitra

লোকনাথ দাসের “সীতা-চরিত্র”

অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় ১৩০৪ সালের সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় এই গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করেন। তৎপরে তিনি “শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী” বা “ভক্তিপ্রভা” পত্রিকার দ্বাবিংশ বর্ষের প্রথম হইতে চতুর্থ সংখ্যায় ইহা প্রকাশ করেন। ১৩৩৩ সালে আলাটি ছগলি হইতে মধুসূদন দাস ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেন। তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন যে এই লোকনাথ দাস বৃন্দাবনবাসী নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের গুরু লোকনাথ দাস। হরিভক্তি-বিলাসের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে লোকনাথের নাম মাথুর-মণ্ডলবাসীদের মধ্যে আছে। হরিভক্তিবিলাসের শ্লোক ভক্তিরসামৃতসিদ্ধিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি ১৪৬৩ শকে বা ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দের বহু পূর্বেই লোকনাথ বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। প্রেমবিলাসের কাহিনী বিশ্বাস

করিলে বলিতে হয় তিনি যশোর জেলার তালগড়ি গ্রাম হইতে ১৪৩১ শকের অগ্রহায়ণ মাসে নবদ্বীপে বিশ্বস্তরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; যথা—
বিশ্বস্তর তাঁহাকে বলিতেছেন—

মধ্যে পৌষ মাস আছে মাঘ শুক্ল পক্ষে ।

তৃতীয় দিবসে সন্ন্যাস করিব যেন দেখে ॥

—সপ্তম বিলাস, পৃ. ৪১

বিশ্বস্তর তাঁহাকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন । যিনি ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে চলিয়া যাইয়া ভজন করিতে লাগিলেন, যাহাকে ছয় গোস্বামী আদর ও সম্মান করিতেন ও যাহাকে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গুরুরূপে নির্বাচন করিয়াছিলেন, তিনি যে “সীতা-চরিত্রের” ন্যায় গ্রন্থ লিখিবেন নিম্নলিখিত কারণে ইহা সম্ভব মনে হয় না :

১। প্রথমতঃ সীতা-চরিত্র যে ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে লিখিত হয় তাহার প্রমাণ এই গ্রন্থ-মধ্যেই আছে ; যথা—

ইহার অশেষ যত কবিরাজ ঠাকুর ।

চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছে প্রচুর ॥—পৃ. ১০

চৈতন্যচরিতামৃত ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত । লোকনাথ ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে অন্ততঃ ২০ বৎসর বয়স্ক ছিলেন । ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বয়স হয় ১২৫ বৎসর । ১২৫ বৎসর বয়সের পরও তিনি “সীতা-চরিত্র” লিখিতে বসিয়াছিলেন, ইহা অবিশ্বাস্য ।

২। দ্বিতীয়তঃ, “সীতা-চরিত্রে” আছে যে অদ্বৈত-পন্থী সীতার নন্দিনী নামে একজন পুরুষশিষ্য (প্রকৃত নাম নন্দরাম, পৃ. ১২) নারীর বেশ ধারণ করিয়া সখীভাবে ভজন করিতেন । তাঁহার নাকি স্ত্রীলোকের মত ঋতু হইত । তাহা শুনিয়া

অতঃপর নবাব এক উত্তরিল। তথি ।

সহস্র লক্ষের সঙ্গে উষ্ট্র ঘোড়া হাতী ॥

এক গৃহী ব্রাহ্মণ আছিল। সেই গ্রামে ।

সকল কহেন গিয়া সাহেবের কানে ॥—পৃ. ২০

নবাব আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে নন্দিনী সত্যই রজস্বলা ।

সীতার অপর পুরুষশিষ্য জঙ্গলী (নাম—যজ্ঞেশ্বর, পৃ. ১)

এক রাখালকে মন্ত্র দিয়া স্ত্রীবেশ পরাইলেন ও তাঁহার নাম রাখিলেন হরিপ্রিয়া ।

অরণ্যেতে গুরুশিষ্য আনন্দে রহিল ।

লঙ্কর সহিতে সুবা তাঁহা প্রবেশিল ॥—পৃ. ২১

Akbar conquered Bengal on 1576

আকবর বাদশাহ ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা জয় করিয়া একটি সুবা স্থাপন করেন। সুবা শব্দের প্রয়োগ-দ্বারা বুঝা যাইতেছে এ ঘটনা ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে ঘটিয়াছিল। লোকনাথ কি বৃন্দাবনে বসিয়া ধ্যান-যোগে এই-সব ঘটনা অবগত হইতেছিলেন, না জরাগ্রস্ত অবস্থায় বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়া “সীতা-চরিত্র” লেখার জন্ত তথ্য-সংগ্রহ করিতেছিলেন ?

৩। লোকনাথ গোস্বামীর ত্রায় সজ্জন নিম্নলিখিত ঘটনার ত্রায় অভদ্রোচিত ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিতে পারেন না। অদ্বৈত-গৃহিণী সীতা পুরুষ নন্দিনী ও জঙ্গলীকে মন্ত্র দিয়া বলিতেছেন :

সীতা বলে যে বলিলে সেই সত্য হয় ।
প্রকৃতি না হইলে দাসী কেমনেতে হয় ॥
এই বলি দুই শিষ্যে শঙ্খ দিল হাতে ।
ললাটে সিন্দূর দিল বেণী বান্ধে মাথে ॥
ধাউতের তাড় দুই হাতেতে পড়িল ।
কাঁচুলি খাণ্ডরি পরি গোপীবেশ কৈল ॥

এই রকম বেশ পরাইয়া সীতাদেবীর মনে সন্দেহ হইল যে শিষ্যদ্বয় সত্যই নারী হইয়া গিয়াছে কি না। তখন শিষ্যপ্রবরদ্বয় কহিলেন—

তাতে রাধা বীজ অতি তেজমন্ত হয় ।
পুংবেশ ছাড়াইয়া করে প্রকৃতি উদয় ॥
হয় কিনা ঠাকুরাণী ইথে দেহমন ।
এত বলি দুইজন এড়িল বসন ॥
ইহা শুনি শিষ্যপানে চায় ঠাকুরাণী ।
প্রকৃতি স্বভাব দোহার দেখিল তখনি ॥—পৃ. ২৪

কোন ভদ্রমহিলা উল্লঙ্ঘ শিষ্যদ্বয়কে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এ কথা লোকনাথ গোস্বামী কেন, কোন ভদ্রলোক লিখিতে পারেন না।

৪। “সীতা-চরিত্রে” শ্রীচৈতন্যগায়ত্রী ও স্বতন্ত্র গৌরমন্ত্রের কথা আছে। সীতাদেবী শিষ্যদ্বয়কে বলিতেছেন—

তবে বিশ্বস্তর-ধ্যান করিহ মানস ।
শ্রীচৈতন্য-গায়ত্রী জপিহ বার দশ ॥
পাণ্ড অর্ঘ্যে পূজিহ তাঁকে নানা উপহারে ।
যাহার প্রসাদে প্রেম বাড়য়ে বিস্তারে ॥—পৃ. ১৩

শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এই পুস্তকে আছে। নিমাই জন্মিলে পর সীতাদেবী তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। তখনকার ঘটনা “সীতা-চরিত্র”-অনুসারে অতিশয় অদ্ভুত :

তবে সীতাঠাকুরাণী মায়া আচ্ছাদিল ।
অচেতনরূপে শচীদেবীয়ে রাগিল ॥

তবে হাসি মহাপ্রভু চক্ষু মেলি চায় ।
রাধা বলি সীতাপানে শ্রীভূজ বাড়ায় ॥—পৃ. ৩

ঈশান নাগরের “অদ্বৈত-প্রকাশে”র গ্রন্থ এই বইয়েতেও আছে যে বিশ্বস্তর অদ্বৈতের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ঈশানের মতে অচ্যুত বিশ্বস্তরের কাছে পড়িয়াছিলেন, আর “সীতা-চরিত্রের” মতে অচ্যুত ও বিশ্বস্তর একসঙ্গে অদ্বৈতের নিকট পড়িতেন ; যথা—

শান্তিপুুরের দ্বিজ পণ্ডিত মহাশূর ।
তথায় পড়িতে আইলা নিমাই ঠাকুর ॥
দেখিয়া আনন্দে বলে আচার্য্য গৌসাই ।
কৃপা করি মোর ঘরে চলহ নিমাই ॥
প্রভু বলে ভাল যুক্তি আমি ইহা চাই ।
অচ্যুতের সঙ্গে আমি পড়িব হেথাই ॥
তোমা বিনা আর কেবা আছয়ে এমন ।
কাহার মন্দিরে আমি করিতাম ভোজন ॥—পৃ. ৫

বিশ্বস্তর যখন অধৈতের বাড়ীতে পড়িতে আসিলেন তখন সীতাদেবী তাঁহাকে

কোলে করি আক্লিনাতে নাচে আচার্য্যিনী ।

কৌতুকে ধারণ করে চরণ দুখানি ॥

ঈশান নাগর যেমন লিখিয়াছেন কৃষ্ণদাস কলা থাইয়াছিলেন ও বিশ্বস্তর টেকুর তুলিয়াছিলেন, তেমনি লোকনাথ দাস বলেন যে অচ্যুত দুধের সর থাইয়াছিলেন এবং চৈতন্য উদ্গার তুলিয়াছিলেন (পৃ. ৭) ।

ঈশানের সহিত লোকনাথ দাসের আর একটি মিল হইতেছে মহাপ্রভুর তিরোধান-সম্বন্ধে । সীতা-চরিত্রে আছে—

একদিন মহাপ্রভু সিংহদ্বারে গমন ।

আরম্ভিল সংকীৰ্ত্তন লইয়া ভক্তগণ ॥

ভাবাবেশে মন্দিরেতে প্রবেশ করিল ।

সবে বলে প্রভু সিংহাসনেতে চড়িল ॥

মহাপ্রভু না দেখিয়া সব ভক্তগণ ।

মুচ্ছিত হইলা সবে নাহিক চেতন ॥

নিশ্চয় করিলা প্রভু লীলা-সম্বরণ ।

মহাপ্রভুর বিরহেতে করেন ক্রন্দন ॥—পৃ. ১০

ঈশান নাগরের সঙ্গে লোকনাথ দাসের তফাৎ ঈশান নাগরের জীবনী লইয়াই । ঈশান এমন কথা কোথাও বলেন নাই যে তিনি শচীদেবীকে সেবা করিবার জন্ত নবদীপে গিয়াছিলেন ; কিন্তু “সীতা-চরিত্রে” তাহাই আছে । সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্ত ঈশান-সম্বন্ধে তথাকথিত লোকনাথ দাস এরূপ বলিয়াছেন । বৃন্দাবনদাস বলেন বিশ্বস্তর-গৃহে—

ঈশান দিলেন জল ধুইতে চরণ ।—২।৮।৬২

ঈশান করিল সব গৃহ উপস্থার ।

যত ছিল অবশেষ সকল তাঁহার ॥

সেবিলেন সৰ্বকাল আইরে ঈশান ।

চতুর্দশ লোক-মধ্যে মহাভাগ্যবান্ ॥ ২।৮।৮৩-৮৪

শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত ঈশান “সৰ্বকাল” শচীকে সেবা করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি অধৈতের বাড়ীর ঈশান নহেন ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় আছে “নন্দিনী জঙ্গলী জেয়া জয়া চ বিজয়া ক্রমাৎ” (৮৯)।

যে “ভক্তিপ্রভা” পত্রিকায় “সীতা-চরিত্র” বাহির হইয়াছিল, তাহাতেই বাসুদেব দাসমণ্ডল নামক এক ভক্ত লিখিয়াছেন, “লোকনাথ দাস বঙ্গদেশী ভেকধারী কোন সহজীয়া বৈষ্ণব ছিলেন।” আমি মণ্ডল মহাশয়ের উক্তি যথার্থ বলিয়া বিবেচনা করি।

General view on books based on lives of Sita and Advaita

সীতা-অদ্বৈত-চরিত গ্রন্থগুলি-সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য

আমি সীতা ও অদ্বৈত-চরিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে পাঁচখানির পরিচয় দিলাম। আমার বিচারে পাঁচখানি গ্রন্থই জাল প্রমাণিত হইল। জাল শব্দের অর্থ যে গ্রন্থগুলি যে যে ব্যক্তির দ্বারা লিখিত বলিয়া প্রকাশ, তাঁহারা উহা লেখেন নাই। পাঁচখানি গ্রন্থের প্রত্যেকখানিই সীতা বা অদ্বৈতের রূপাপাত্র ও প্রত্যক্ষদর্শী লেখকের দ্বারা লিখিত বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। “বালা-লীলা-সূত্রের” গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস অদ্বৈতের পিতার সমসাময়িক রাজা দিব্যসিংহ; “অদ্বৈত-প্রকাশের” গ্রন্থকার অদ্বৈতের গৃহে পালিত ও তাঁহার শিষ্য ঈশান নাগর; “সীতা-চরিত্রের” গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের গুরু লোকনাথ; “সীতাগুণ-কদম্বের” গ্রন্থকার সীতার বিবাহের ঘটক বিষ্ণুদাস; আর “অদ্বৈতমঙ্গলের” লেখক হরিচরণ অদ্বৈতের শিষ্য ও অচ্যুতের আদেশে গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত। ইহারা যদি সত্যসত্যই গ্রন্থগুলির রচয়িতা হইতেন, তাহা হইলে ইহাদের বর্ণনার সহিত মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপুর ও বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার গুরুতর বিরোধ দেখা যাইত না। অথচ উক্ত লেখকগণের বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে গেলে অদ্বৈতকে শচী-জগন্নাথের মন্ত্রগুরু বলা যায় না, অদ্বৈতের নিকট বিশ্বস্তরের ভাগবতপাঠের কথা বলা যায় না, অচ্যুতকে বিশ্বস্তরের ছাত্র করা যায় না এবং সীতা, অদ্বৈত ও অচ্যুতের নানারূপ অলৌকিক ঐশ্বর্য-প্রদর্শনের কথাও লেখা চলে না। তাই এই-সমস্ত গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতারা মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি প্রামাণিক লেখকের উক্তির বিরুদ্ধে কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। উক্ত পাঁচখানি গ্রন্থের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী উক্তি আছে যথেষ্ট। গ্রন্থগুলির বিচারকালে উহাদের উল্লেখ করিয়াছি।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে কোন্ সময়ে এই-সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

“বাল্যলীলা-সূত্রের” পুঁথি প্রায় দেড় শত বৎসরের প্রাচীন। “অদ্বৈত-প্রকাশের” ১৭০৩ শকের, ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের (১৫৫ বৎসরের পূর্বে) পুঁথি হইতে যে প্রতিলিপি করা হইয়াছিল তাহা হইতে গ্রন্থ-সম্পাদন করা হইয়াছে বলিয়া অচ্যুতবাবু জানাইয়াছেন। “সীতাশুণ-কদম্বের” পুঁথি ১৪৭ বৎসরের ও “অদ্বৈতমঙ্গলের” পুঁথি ১৪৫ বৎসরের প্রাচীন। “সীতা-চরিত্রের” কোন প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাই নাই। উক্ত প্রাচীন পুঁথিগুলিতে যাহা আছে তাহাই যে ছাপা হয় নাই তাহার প্রমাণ “বাল্যলীলা-সূত্র”-বিচারে দেখাইয়াছি। “বাল্যলীলা-সূত্র” ও “অদ্বৈত-প্রকাশ” ছাপার সময় সংশোধনের নামে অনেক কিছু অদল-বদল ও সংযোজনা করা হইয়াছিল। বইগুলি যে ১৫০ বৎসরেরও পূর্বে রচিত হইয়াছিল তাহা জানা গেল। কিন্তু ১৫০ বৎসরের কত পূর্বে রচিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা বড় কঠিন।

শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায় যে অদ্বৈতের কোন কোন পুঁত্র শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন নাই এবং নিজেদের পিতাকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনায় প্রাচীন পুঁথিতে (অর্থাৎ ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ও ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দের) ও দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাসের বৈষ্ণব-বন্দনায় অচ্যুত ব্যতীত অন্য কোন অদ্বৈত-পুঁত্রের বন্দনা নাই। শ্রীজীবের “বৈষ্ণব-বন্দনা”য় আছে যে অদ্বৈতের যে-সকল পুঁত্র শ্রীচৈতন্যকে সর্বেশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া ত্যাগ করা হইল। তিনিও অদ্বৈতের পুঁত্রগণের মধ্যে কেবলমাত্র অচ্যুতকে বন্দনা করিয়াছেন। অচ্যুত ব্রহ্মচারী ছিলেন, তাঁহার কোন সম্ভানাদি হয় নাই। সেইজন্য অদ্বৈতের বংশধরদের লইয়া বৈষ্ণব-সমাজে কিছু আন্দোলন চলিতেছিল। সম্ভবতঃ সেই আন্দোলনের গতি প্রতিরোধ করার জন্য উক্ত পাঁচখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

Jagadananda's (disciple of Sri Chaitanya) Premvivarta published by Goudiya Math

জগদানন্দের “প্রেমবিবর্ত্ত”

গৌড়ীয় মঠ হইতে মহাপ্রভুর পার্শ্বদ জগদানন্দ পণ্ডিতের “প্রেমবিবর্ত্ত” প্রকাশিত হইয়াছে। আমি ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ঐ গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ দেখিয়াছি। গ্রন্থখানির ভাষা, ভাব, তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক তথ্য দেখিয়া মনে হয় যে ইহা জগদানন্দ পণ্ডিত লেখেন নাই। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের

জীবনী-সম্পর্কে এমন খুব কম ঘটনাই আছে যাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায় না। লেখক বলেন—

চৈতন্যের রূপ গুণ সদা পড়ে মনে ।
পরান কাঁদায় দেহ কাঁপায় সঘনে ॥

দেখেছি অনেক লীলা থাকি প্রভু-সঙ্গে ।
কিছু কিছু লিখি তাই নিজ মন রঙ্গে ॥
মন কাঁদে প্রাণ কাঁদে কাঁদে দুটি আঁখি ।
যখন যাহা মনে পড়ে তখন তাহা লিখি ॥—পৃ. ৭৮

জগদানন্দ নিজের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

ধন্য কবিকর্ণপুর স্বগ্রাম নিবাসী ।
নামের মহিমা কিছু রাখিল প্রকাশি ॥
...যারে কৃপা করে বিশ্বে সেই ধন্য ।
সপ্তবর্ষ বয়সে হৈল মহাকবি মান্য ॥
ধন্য শিবানন্দ কবিকর্ণপুর পিতা ।
মোরে বাল্যে শিখাইল ভাগবত গীতা ॥
নদীয়া লইয়া মোরে রাখে প্রভু-পদে ।
শিবানন্দ ভ্রাতা মোর সম্পদে বিপদে ॥
তার ঘরে ভোগ রাঁধি পাক শিক্ষা হইল ।
ভাল পাক করি শ্রীগোবিন্দ সেবা কৈল ॥—পৃ. ২৬

অন্যত্র তিনি বলেন—

গদাই গোবিন্দরূপে গৃঢ় লীলা কৈল ।
টোটা গোপীনাথে দেব গদাধর ছিল ॥
মোরে দিল গিরিধারী সেবা সিন্ধুতটে ।
গৌড়ীয় ভকত সব আমার নিকটে ॥
দামোদর স্বরূপ আমার প্রাণের সমান ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যার দেহমন প্রাণ ॥

গ্রন্থখানিতে চরিতামৃতে উক্ত ঘটনাবলী ছাড়া কতকগুলি অলৌকিক বিষয়

স্থান পাইয়াছে ; যথা—বাল্যকালে গৌর, গদাধর ও অন্ত একজন গঙ্গাতীরে এক বনে যাইয়া এক শুক পাখী ধরিয়াছিলেন ।

গৌরাদ

শূকে ধরি বলে তুই ব্যাসের নন্দন ।

স্বাধাকৃষ্ণ বলি কর আনন্দ বর্দ্ধন ॥—পৃ. ১১

গৌরদহ-নামক স্থানে এক নঞ ছিল । গৌরাদ্ধের কীর্তনে মোহিত হইয়া সে তীরে উঠিয়া আসিল । তখন সে দেবশিশুরূপে কথা কহিতে লাগিল (পৃ. ৪৭-৪৮) ।

জগদানন্দ বিজ্ঞ ও প্রবীণ সনাতন গোস্বামীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা নিজেই লিখিয়াছেন—

গেলাম ব্রজ দেখিবারে

রহি সনাতনের ঘরে

কলহ করি তোর সন ।

রক্তবস্ত্র সন্ন্যাসীর

শিরে বাঁধি আইলা ধীর

ভাতের হাঁড়ি মারিতে কৈলু মন ॥—পৃ. ১৭

গৌড়ীয় মঠ যে-সমস্ত মত প্রচার করিতেছেন তাহাদের নমুনা এই গ্রন্থে পাওয়া যায় । সমস্ত বৈষ্ণব-গ্রন্থে আছে যে কোনরূপে যাহার তাহার সঙ্গে হরিনাম করিলেই প্রেমলাভ হয় ।

জগদানন্দ বলেন—

অসাদু সঙ্গে তাই কৃষ্ণনাম নাহি হয় ।

নামাক্ষর বাহিরায় বটে তত্ব নাম কত্ব নয় ॥

কত্ব নামাতাস হয় সদা নাম অপরাধ ।—পৃ. ১৭

গৌড়ীয় মঠ বর্ণাশ্রমের প্রাধান্ত দেন না । প্রেমবিবর্তে আছে—

কিবা বর্ণী কিবা শ্রমী কিবা বর্ণাশ্রমহীন ।

কৃষ্ণবেত্তা যেই সেই আচার্য্য প্রবীণ ॥

আসল কথা ছেড়ে তাই বর্ণে যে করে আদর ।

অসদ্গুরু করি তার বিনষ্ট পূর্ক্যাপর ॥—পৃ. ৩৫

The false information on the birth place of Sri Chaitanya was not circulated before 18th

শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান যে মায়াপুরে এ কথা অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে অর্থাৎ century (i.e. Mayapur)

ভক্তিরত্নাকরের পূর্বে লিখিত কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। গোড়ীয় মঠ-কর্তৃক প্রকাশিত “নবদ্বীপ-শতকে”^১ ও “প্রেমবিবর্তে” এই কথা পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়াছে।^২ মায়াপুরের যে স্থানে শ্রীগৌরানন্দের মন্দির উঠিয়াছে, ঠিক সেই স্থানেই যে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ী ছিল তাহা সুস্পষ্টভাবে “প্রেমবিবর্তে” লিখিত হইয়াছে :

গোড়ে নবদ্বীপ ধন্য অষ্ট ক্রোশ জগৎমাণ্ড ॥

মধ্যে স্রোতস্বতী ধন্য ভাগীরথী বেগবতী ।

তাহাতে মিলেছে আসি শ্রীযমুনা সরস্বতী ॥

তার পূর্ব তীরে সাক্ষাৎ গোলোক মায়াপুর ।

তথায় শ্রীশচীগৃহে শোভে গৌরানন্দ ঠাকুর ॥—পৃ. ৩৪

As per Murari Gupta & Vrindavandas father of Sri Chaitanya was a poor man and used to live in a mud house near the banks of Ganga and was destroyed by the river.

মুরারি ও বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা-অনুসারে জগন্নাথ মিশ্র দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন। গঙ্গাতীরে তাঁহার কাঁচা বাড়ী ছিল, তাহা গঙ্গাগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই জন্ম শ্রীগৌরানন্দের জন্মভিটা ঠিক কোথায় ছিল তাহা নির্ণয় করা এখন কঠিন, এমন কি অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। ভক্ত মহাপুরুষগণ স্বপ্নে, আকাশবাণীতে বা তুলসীগাছ জয়ানো দেখিয়া যাহা নির্ণয় করেন তাহা ঐতিহাসিক প্রমাণ নহে। এ সম্বন্ধে কোনরূপ বাদবিতণ্ডায় এখানে প্রবৃত্ত হইব না।

জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত-সম্বন্ধে আমার সংশয়ের কয়েকটি কারণ এখানে নির্দেশ করিলাম। জগদানন্দের ন্যায় শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ সূহৃদ শ্রীচৈতন্যের লীলা লিখিলে তাহা যে কোন বৈষ্ণব লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না ইহা সম্ভব মনে হয় না। যদি ঐ গ্রন্থের কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথি দেখিতে পাই তাহা হইলে ইহার বিশদ বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

১ নবদ্বীপ-শতকের ৪, ৬, ৮৭ শ্লোকের চতুর্থ চরণে মায়াপুরের এবং ৩৬ শ্লোকে গোদ্রম দ্বীপের উল্লেখ আছে।

২ প্রেমবিবর্তের ১২ পৃষ্ঠার ১৫শ পঙ্ক্তিতে, ১৫ পৃষ্ঠার ৩য় পঙ্ক্তিতে, ১৯ পৃষ্ঠার ২০ শ পঙ্ক্তিতে, ৩৪ পৃষ্ঠার ৫ম পঙ্ক্তিতে, ৪৪ পৃষ্ঠার ১৫শ পঙ্ক্তিতে এবং ৫০ পৃষ্ঠার ২য় পঙ্ক্তিতে মায়াপুরের উল্লেখ আছে।

“মুরলী-বিলাস” ও “বংশী-শিক্ষা”

“মুরলী-বিলাস” ও “বংশী-শিক্ষা” এই দুইখানি গ্রন্থ প্রায় একই সময়ে একই স্থান হইতে প্রকাশিত হয়। বংশী-শিক্ষা ৪০৭ শ্রীচৈতন্যাব্দে, ১২৯৯ সালে এবং মুরলী-বিলাস ৪০৯ শ্রীচৈতন্যাব্দে, ১৩০১ সালে বাঘনাপাড়া হইতে প্রচারিত হয়। উভয় গ্রন্থেরই প্রতিপাত্ত বিষয় হইতেছে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী বংশীবদন ঠাকুর ও তাঁহার পৌত্র রামাই ঠাকুরের মহিমার কীর্তন। মুরলী-বিলাস প্রধানতঃ জীবনচরিত-জাতীয় এবং বংশী-শিক্ষা সাধনতত্ত্ব-প্রকাশক গ্রন্থ। বংশী-শিক্ষার চতুর্থ উল্লাসে মুরলী-বিলাসের ভাষা ও বর্ণিত বিষয় গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রথমে মুরলী-বিলাসের কথাই আলোচনা করিব। প্রকাশের পূর্বে বোধ হয় “মুরলী-বিলাস” “বংশী-বিলাস” নামে পরিচিত ছিল, কেন-না “বংশী-শিক্ষা”য় ইহার প্রমাণ “বংশী-বিলাস” নামেই ধৃত হইয়াছে ; যথা—

শ্রীরাজবল্লভ কৈলা শ্রীবংশীবিলাস।

বংশীর মহিমা যাহে বিস্তার প্রকাশ ॥

—২য় সং, চতুর্থ উ., পৃ. ২৩৫

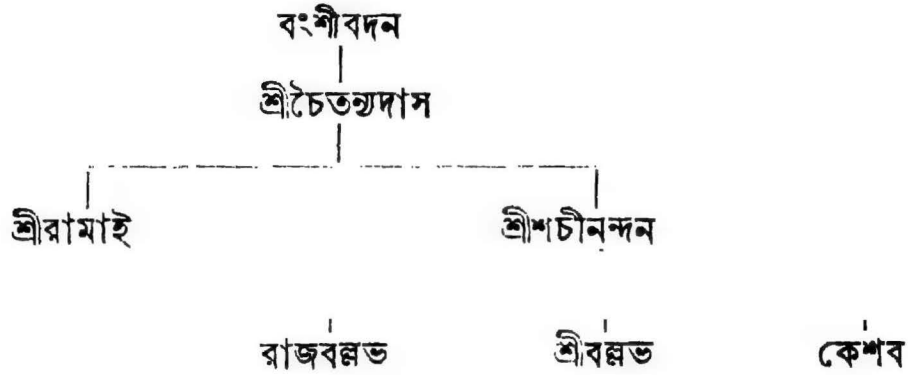
“মুরলী-বিলাস” অপেক্ষা “বংশী-বিলাস” নামই অধিকতর সঙ্গত, কেন-না বংশীবদন ঠাকুরের ও তাঁহার অবতারস্বরূপ রামাই ঠাকুরের লীলাকীর্তনই আলোচ্য গ্রন্থের উদ্দেশ্য। বংশী অপেক্ষা মুরলী নামটি অধিকতর শ্রুতিস্বত্বকর বলিয়া বোধ হয় এই পরিবর্তন করা হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই পরিবর্তনের ফলে গ্রন্থের নাম দেখিয়া প্রতিপাত্ত বিষয় ঠিক করা কঠিন হইয়াছে।

মুরারি গুপ্তের কড়চায়, কবিকর্ণপুরের নাটকে ও মহাকাব্যে, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে, শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বংশীবদন ঠাকুরের নাম বা প্রসঙ্গ একেবারেই নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শাখা-বর্ণনাতেও বংশীর নাম করেন নাই। দেবকীনন্দন দাসের ও দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাসের বৈষ্ণব-বন্দনাতেও বংশীর নাম উল্লিখিত হয় নাই। “গৌরপদতরঙ্গিণী”তে বংশীর মহিমামুচক যে তিনটি পদ আছে, তাহার মধ্যে দুইটি মুরলী-বিলাস হইতে ও একটি বংশী-শিক্ষা হইতে লওয়া। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে বংশীবদন শ্রীচৈতন্যের পরিকরগণের মধ্যে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেন নাই। গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় তাঁহার নাম আছে ; যথা—

বংশী কৃষ্ণপ্রিয়া ঘাসীং সা বংশীদাস-ঠাকুরঃ ।—পৃ. ১৭৯

প্রেমবিলাসে বংশীবদনের সম্বন্ধে মাত্র এই কথা আছে যে শ্রীনিবাস আচার্য যখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে দর্শন করিতে নবদ্বীপে আসেন, তখন বংশীবদন-সহ তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল (চতুর্থ বিলাস, পৃ. ২১)। ভক্তিরত্নাকরেও অল্পরূপ ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে (চতুর্থ তরঙ্গ, পৃ. ১২২-১২৩)।

মুরলী-বিলাসের গ্রন্থকার বংশীবদনের প্রপৌত্র ও রামাইয়ের শিষ্য রাজবল্লভ। গ্রন্থের শেষে সম্পাদক নিম্নলিখিত বংশ-তালিকা দিয়াছেন—



মুরলী-বিলাসে গ্রন্থকার নিজের কথা বলিতে যাইয়া লিখিয়াছেন যে রামাই যখন বাঘনাপাড়ায় বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করেন, তখন শচীনন্দন গ্রন্থকারকে লইয়া তথায় গমন করেন। রামাই ছোট ভাই শচীনন্দনকে বলিলেন—

তব জ্যেষ্ঠ পুত্র মোরে দেহ অকাতরে।

সেবা সমর্পণ আমি করিব তাহারে ॥—২০ বি., পৃ. ৩৯৩

তারপর একদিন—

প্রভাতে উঠিয়া পিতা আমারে লইয়া।

প্রভুর চরণপদ্মে দিলা সমর্পিয়া ॥

দণ্ডবৎ কৈলা পিতা তাঁর পদতলে।

দুই ভাইএ কোলাকুলি মহাকুতূহলে ॥

মোরে প্রভু শিষ্য কৈলা করিয়া করণা।

সদাচার শিখাইলা করিয়া তাড়না ॥

সেবা শিখাইলা মোরে হাতে হাতে ধরি।

শান্ত্রভক্তি শিখাইলা বহু কৃপা করি ॥

প্রভু-সঙ্গে রহে যেই বৈষ্ণব সৃজন।

তিঁহ করিলেন বহু কৃপার সেচন ॥

তাঁর মুখে যে শুনিমু প্রভুর চরিত ।

তার অল্প মাত্র গ্রন্থে হইল লিখিত ॥—২০ বি., পৃ. ৩২৫

বংশী-শিষ্যের চতুর্থ উল্লাস হইতেও জানা যায় যে রাজবল্লভ শচীনন্দনের পুত্র (পৃ. ২৩৫)। অথচ বংশী-শিষ্যের ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় ডা. ভাগবতকুমার শাস্ত্রী রাজবল্লভকে কেন যে শচীনন্দনের পৌত্র বলিলেন বুঝিলাম না (ভূমিকা পৃ. ১০ ; পৃ. ৪৪)।

রামাই জাহুবীর শিষ্য, বীরভদ্রের বন্ধু। রামাইএর ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য রাজবল্লভ যদি কোন গ্রন্থ লেখেন, তবে জাহুবী ও বীরভদ্র-সম্পর্কিত ঘটনা-সমূহে উহার প্রামাণিকতা “ভক্তিরত্নাকর” অপেক্ষা বেশী হয়। সেইজন্য গ্রন্থখানি অকৃত্রিম কি-না তাহা বিশেষ সাবধানতার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্তব্য।

দশমূলরসে বিপিনবিহারী গোস্বামী লিখিয়াছেন—

পূর্বভক্ত শ্রীরূপ আদি অনুসারে ।

বংশীলীলামৃত গ্রন্থ হইল প্রচারে ॥

তাহার সংক্ষেপ সার মুরলীবিলাস ।

শ্রীরাজবল্লভ প্রভু করেন প্রকাশ ॥—পৃ. ১০০১

কিন্তু বংশীলীলামৃতে দেখা যায় :

বংশী কৃষ্ণপ্রিয়া যাসীং বংশীবদনঠকুরঃ ।

ইত্যাদি দীপিকাদৌ চ কবিভির্গীয়েতে পুরা ॥—পৃ. ৭১৪

দীপিকা অর্থে এখানে কবিকর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকা। বংশী-বদনের শিষ্য জগদানন্দ কবিকর্ণপুরের প্রায় সমসাময়িক হইবার কথা। তিনি গ্রন্থ লিখিলে কবিকর্ণপুরের সম্বন্ধে “কবিভির্গীয়েতে পুরা” লিখিবেন কেন? যদি মুরলী-বিলাসের পূর্ববর্তী বংশীলীলামৃতই প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে মুরলী-বিলাসের অকৃত্রিমতায় সন্দেহ জন্মায়।

আপাতদৃষ্টিতে এই গ্রন্থের অকৃত্রিমতা-সম্বন্ধে সংশয় করিবার কিছুই নাই। ইহার ভাষা প্রাজল, হৃদয়গ্রাহী ও প্রাচীনপন্থী; গোস্বামিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ তত্ত্বকথা কিছুই ইহাতে নাই। তারপর গ্রন্থকারের বংশের লোক বিনোদবিহারী গোস্বামীর নিকট পুথিখানি পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থখানি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের

অনুসরণে লেখা ; তাহাতেও সন্দেহের কিছুই নাই ; কেন-না চরিতামৃত রচিত হইবার পর হইতে প্রত্যেক বৈষ্ণব লেখকের উপর উহার প্রভাব পড়িয়াছে। গ্রন্থ-মধ্যে পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে সর্বসমেত ১৩৩টি শ্লোক ধৃত হইয়াছে, কিন্তু চরিতামৃতে যেমন শ্লোকগুলির সহিত বস্তুব্য বিষয়ের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, মুরলী-বিলাসে তাহা নহে, যেন এখানে জোর করিয়া শ্লোক-সংযোজনার জগুই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত ১৩৩টি শ্লোকের মধ্যে ৬৪টি কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কর্তৃক পূর্বেই ধৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজে পদ্ম-পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ, ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু, ব্রহ্মসংহিতা, গোবিন্দ-লীলামৃত, যামল প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িয়া শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।^১

গ্রন্থের অকৃত্রিমতার স্বপক্ষে এতগুলি যুক্তি থাকিলেও নিম্নলিখিত কারণে ইহাকে জাল বই বলিয়া মনে হয় :

বংশীবদন ঠাকুরের বংশোদ্ভব ডা. ভাগবতকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ই মুরলী-বিলাসের বিরুদ্ধে সন্দেহ জাগাইয়া দিয়াছেন। তিনি বংশী-শিক্ষার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, ‘মুদ্রিত বংশী-শিক্ষা গ্রন্থের অগ্ণাণ স্থানেও নানারূপ প্রমাদ ও প্রক্ষেপের আশঙ্কা হয়। চতুর্থ উল্লাসে মধ্য মধ্য মুরলী-বিলাস হইতে প্রায় অবিকল অনেক অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ রামচন্দ্রের জীবনচরিত্ত একরূপ মুরলী-বিলাসের ছাঁচেই ঢালা ; এ-সকল অংশ মূল পুথিতে ছিল কি না সন্দেহ হয়। থাকিলেও মুরলী-বিলাস দেখিয়া অনেকাংশ যে পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয় ; অবশ্য বংশী-শিক্ষা যখন মুদ্রিত হয় তখন মুরলী-বিলাস মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই বটে ; কেন-না বংশী-শিক্ষার প্রকাশ-বর্ষ ৪০৭ চৈতন্যাব্দ এবং মুদ্রিত মুরলী-বিলাসের প্রকাশ-বর্ষ ৪০৯ চৈতন্যাব্দ। কিন্তু তাহা হইলেও ঐ সময়ে বংশী-শিক্ষা-সংগ্রাহকের গুরুদেবের গৃহে যে মুরলী-বিলাসের প্রাচীন পুথির নকল সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা ৬হরেকৃষ্ণ দাস বাবাজী মহাশয় নিশ্চয়ই দেখিয়াছিলেন। এইজগুই বংশী-

১ ১ম বিলাসের ৩, ৪, ৮ ; ২ বিলাসের ২, ৪, ৫, ৮, ৯, ১২ ; ৪ বিলাসের ২, ৩, ৪, ৫ ; ৫ বিলাসের ১ ; ৬ বিলাসের ১, ৩, ৪, ৬, ৯, ১৪, ১৭ ; ৭, ৮ ও ৯ বিলাসের ১ হইতে ৪ ; ১০ বিলাসের ১ ; ১১ বিলাসের ৫ ; ১২ বিলাসের ২, ৪ ; ১৩ ও ১৪ বিলাসের ১ ; ১৫ বিলাসের ৩ ; ১৬ বিলাসের ১, ২ ; ১৭ বিলাসের ৩ ; ১৮ বিলাসের ২, ৩, ৫ ; ১৯ বিলাসের ২ ; ২০ বিলাসের ১, ২, ৩, ৯ ; এবং ২১ বিলাসের ২, ৩, ৭, ৯, ১০, ১৩, ১৭, ১৮, ১৯, ২১ হইতে ২৪ শ্লোক চরিতামৃতে ধৃত হইয়াছে।

শিক্ষার এই-সমস্ত অংশে মুদ্রিত মুরলী-বিলাস অপেক্ষা পূর্বোক্ত নকল পুথির পাঠের সহিত যেন অধিক সামঞ্জস্য দেখা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ আবির্ভাব ও তিরোভাব-বর্ষের কথা উদ্ধার করা যাইতে পারে।

‘মুদ্রিত মুরলী-বিলাসে “চৌদ্দশত পঞ্চাশে জনম লভিলা। পঞ্চদশ চতুর্থে স্বেচ্ছায় লীলা সংবরিলা” এইটুকু নাই। নকল করা পুথিতে আছে। তদনুসারেই যেন রচনা একটু পরিবর্তিত করিয়া বংশী-শিক্ষায় ১৪৫৬ শকে জন্ম এবং ১৫০৫ শকে রামের তিরোধান বর্ণিত হইয়াছে। মনে রাখা আবশ্যক কেহ অতীত শকে, কেহ বা বর্তমান শকে বর্ষ নির্দেশ করিতেন। যাহা হউক কিন্তু বাঘনাপাড়ার বলরাম মন্দিরের চূড়াতলে ক্ষোদিত লিপি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় রামচন্দ্র ৫৪৮ শকেও জীবিত ছিলেন। এই লিপি বংশীবদনের জীবন-চরিতে উদ্ধার করিয়াছি। সুতরাং বলিতে হয় গ্রন্থকার স্বয়ং মুরলী-বিলাস দেখিয়া ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, না হয় বংশী-শিক্ষার সংগ্রাহক এই-সমস্ত অংশ সংযোজন করিয়াছিলেন। এইরূপে বংশীর তিরোভাবে পূর্বে পুত্র-বধূর সহিত সংবাদ ও তাঁহাকে আশীর্বাদ-প্রদানের বিবরণও হয় ভ্রম-দৃষ্ট, না হয় প্রক্ষিপ্ত।

‘বংশীচরিতে দেখিয়াছি বংশীর পুত্র তখন শিশুমাত্র। প্রকৃত কথা এই, নিজ মুরলী-বিলাসের অনেক অংশ সমগ্র বৈষ্ণব-ইতিহাসের বিরুদ্ধ। এমন কি গ্রন্থের কোন কোন অংশ পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ। মূল গ্রন্থকার রাজবল্লভ গোস্বামীই হউন, আর যিনিই হউন, পরবর্তী কালে ইহাতে অনেক অংশ সংযোজিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। বংশী-শিক্ষার গ্রন্থকার বা প্রকাশক অথবা উভয়েই মুরলী-বিলাসের অনুকরণ করিয়াছেন ; সেইজন্য ইতিবৃত্ত-বিষয়ে স্থানে স্থানে বিড়ম্বিত হইয়াছেন, ইহাই আমার ধারণা’ (ভূমিকা, পৃ. ১৮, ১৯)।

ডা. ভাগবতকুমার শাস্ত্রীর ভূমিকা হইতে সুদীর্ঘ অংশ উদ্ধার করার কারণ এই যে বৈষ্ণব-গ্রন্থ-সম্পাদন করিতে যাইয়া এ পর্য্যন্ত অত্র কোন সম্পাদক সম্পাদিত গ্রন্থের, পুথির ও তাহা প্রক্ষিপ্ত হইবার বিবরণ এমন সাধুতা ও সরলতার সহিত দেন নাই। তাঁহার বর্ণনায় আমরা জানিতে পারিতেছি, কি করিয়া বৈষ্ণব পুথি জাল হয়। তাঁহার আর সমস্ত উক্তি মানিয়া লইয়া একটি কথার প্রতিবাদ করা প্রয়োজন মনে করি। তিনি বলেন মুরলী-বিলাসে পরবর্তী কালে অনেক অংশ সংযোজিত হইয়াছে, আমি দেখাইব যে ইহার সবটাই হালের রচনা।

মুরলী-বিলাসের সবটাই আধুনিক মনে করার কারণ এই যে রাজবল্লভের দ্বারা এই গ্রন্থ লিখিত হইলে বংশীবদনের বংশের ইতিহাস, বিশেষতঃ রামাইয়ের বিবরণ, ভাসা-ভাসা রকমে লিখিত হইত না। উদাহরণ দিতেছি—

(ক) বংশীর বিবাহ-সম্বন্ধে মুরলী-বিলাস বলেন—

এক বিপ্র মহাশয় পরম পণ্ডিত।

কণ্ঠাদান দিব বলি করেন নিশ্চিত ॥—পৃ. ৪৪

রাজবল্লভ কি নিজের প্রপিতামহীর কোন খবর রাখিতেন না? সেকালে প্রপিতামহীর বা তাঁহার পিতার নাম ত আদ্যাদি করার জ্ঞান প্রত্যেক হিন্দুর ছেলেকে মুখস্থ করিতে হইত।

(খ) রামাই গ্রন্থকারের গুরুদেব। তাঁহার জীবনীর প্রধান প্রধান ঘটনা-সম্বন্ধে ভুল সংবাদ মুরলী-বিলাসে থাকা উচিত নয়। অথচ ইহাতে আছে যে রামাই জাহ্নবার সঙ্গে বৃন্দাবন যাইয়া “একক্রমে পঞ্চ বর্ষ তথায় রহিল” (পৃ. ৩৪৮)। তারপরই বাঘনাপাড়ায় আসিয়া মন্দির-স্থাপন করিলেন। বাঘনা-পাড়ার মন্দির যে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় তাহার প্রমাণ মন্দিরের উপরে ক্ষোদিত লিপি। তাহা হইলে রামাই ১৬১০ হইতে ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে ছিলেন। মুরলী-বিলাসে আছে যে রামাই জাহ্নবাসহ বৃন্দাবনে যাইয়া ছয় গোস্বামীর প্রত্যেকের সহিতই দেখা-সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সনাতন ও রূপ যে ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এ কথা কোথাও পাওয়া যায় না এবং অসম্ভব। তাঁহারা উভয়েই খ্রীষ্টচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন; সুতরাং ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদের বয়স ১২৫ বৎসরের অনেক বেশী হয়। মুরলী-বিলাসের বর্ণনায় দেখা যায় জাহ্নবার সঙ্গে ছয় গোস্বামী বনে-বনে ভ্রমণ করিতেছেন।

(গ) মুরলী-বিলাস বলিতেছেন যে রামাই নীলাচলে যাইয়া দেখিলেন যে গদাধর পণ্ডিত, রায় রামানন্দ ও সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য জীবিত আছেন এবং—

শ্রীপ্রতাপরুদ্র মহারাজ চক্রবর্তী।

বিষয় ছাড়িয়া ভাবে চৈতন্য-মুরতি ॥—পৃ. ১৮৯

লেখক পূর্বে বলিয়াছেন যে—

চৈতন্য গোস্বামী যবে অপ্রকট হৈলা।

তিনি মাত্র বংশীদাস লীলা-সম্বরিল। ॥—পৃ. ৪৭

বংশীদাস লীলা-সম্বরণের পূর্বে পুত্রবধূকে বলিলেন যে তিনি তাঁহার গর্ভে জন্মিবেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে রামাই ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে জন্মিয়াছিলেন। তিনি ষোল বৎসর বয়সের পূর্বে নীলাচলে যান নাই। ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপরুদ্র জীবিত ছিলেন না। ইতিহাস হইতে জানা যায় যে তিনি ১৬৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পরলোক-গমন করেন। রামাইয়ের নীলাচল-ভ্রমণকালে প্রতাপরুদ্রের জীবিত থাকা অসম্ভব।

(ঘ) মুরলী-বিলাসে রামাইয়ের তীর্থভ্রমণ, চরিতামৃতের ভাবে ও ভাষায় বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত কথোপকথন ও বাঘনাপাড়ায় মন্দির-স্থাপন ছাড়া রামাই-সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ নাই। অন্ততঃ রামাইয়ের তিরোধানের বিবরণ, যাহা রাজবল্লভ নিজের চোখে দেখিয়াছিলেন, তাহা অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সাক্ষ্যে পরিপূর্ণ থাকা উচিত ছিল। কিন্তু মুরলী-বিলাসে আছে যে রামাই ঠাকুর তিরোধানের পূর্বে শিক্ষাষ্টকের, কর্ণামৃতের ও গোবিন্দলীলামৃতের শ্লোক পড়িতেন। একদিন—

এই শ্লোক পড়ি প্রভু পড়িলা ভূমিতে ।

অর্দ্ধবাহু দশায় লাগিলা প্রলাপিতে ॥

রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ কহিতে কহিতে ।

সিদ্ধিপ্রাপ্ত হৈল এই নামের সহিতে ॥—২১ বি., পৃ. ৪৩৫-৬

এরূপ বর্ণনা যে কোন ব্যক্তি যে কোন ভক্ত-সম্বন্ধে লিখিতে পারে। শিষ্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রের বর্ণনা এরূপ হয় না।

“মুরলী-বিলাস” জাল বলিবার আরও কারণ এই যে ইহাতে প্রেমবিলাসে ও ভক্তিরত্নাকরে প্রদত্ত সমস্ত বিবরণের বিরুদ্ধ কথা বলা হইয়াছে। ঐ দুই গ্রন্থের মতে শ্রীনিবাস যখন বৃন্দাবনে যান তখন রূপ ও সনাতন তিরোধান করিয়াছেন। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া খেতুরীর মহোৎসবে যোগ দেন। তারপর জাহ্নবদেবী বৃন্দাবনে যান। মুরলী-বিলাস বলেন জাহ্নবদেবী বৃন্দাবন যাইয়া রূপসনাতনের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াছিলেন ও কাম্যবনে গোপীনাথের মন্দিরে তিনি অন্তর্দান করেন। প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক না হইলেও ঐ দুই গ্রন্থে বৃন্দাবনের ও গোড়ের বৈষ্ণব-নেতাদের সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে এবং বৈষ্ণব-

সমাজ তাহা আদরের সহিত পড়িয়া আসিতেছেন। একরূপ গ্রন্থদ্বয়ের বর্ণনার বিরুদ্ধতা যখন কোন অজ্ঞাতকুলশীল গ্রন্থকার করেন, তখন স্বভাবতঃই সেই গ্রন্থের প্রতি সন্দিগ্ধ হইতে হয়।

মুরলী-বিলাসে শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে নূতন তথ্য কিরূপভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার নমুনা দিতেছি—

বংশী জনিবামাত্র—

শচী-কুমার দেগি স্কুমার
বালক লইয়া কোলে।
পুলকিত অঙ্গ অধীর ত্রিভঙ্গ
আমার মুরলী বলে ॥—পৃ. ৪

মেদিনীপুর জেলার বিশ্বম্ভর দাসের “বংশীবিলাস”-নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে বংশী শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা নয় বৎসরের ছোট। নয় বৎসরের ছেলে আঁতুড় ঘরে প্রবেশ করিয়া নবজাত শিশুকে কোলে তুলিয়া বংশী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন এ কথা কাব্য-হিসাবে উত্তম, কিন্তু ইহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। বংশী বিশ্বম্ভরের সঙ্কীৰ্ত্তনদলের মধ্যে ছিলেন; যথা—

কৈশোর বয়সে আরম্ভিলা সংকীৰ্ত্তন।
গৌরান্দের সঙ্গে নাচে ভুবনমোহন ॥—পৃ. ৪৩

এই সংবাদ সত্য হওয়ার সম্ভাবনা। বংশীর বিবাহ-সময়ে বিশ্বম্ভর বংশীকে বলিতেছেন—

গদাধরদাস সঙ্গে থাকিবে সদাই।
জগন্নাথ রহিব দেগিবে সবে যাই ॥—পৃ. ৪৬

সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্বে বিশ্বম্ভর কোথায় যাইয়া থাকিবেন তাহা স্থির করেন নাই; কেন-না সন্ন্যাসের পর তিনি বৃন্দাবন-অভিগুণ্ঠে যাত্রা করিয়াছিলেন।

“বংশী-শিক্ষা”র একখানি মাত্র ছেঁড়া ও কীটদষ্ট পুথি পাওয়া গিয়াছিল; তাহাও হারাইয়া গিয়াছে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদক প্রেমদাস ইহার লেখক।

শকাদিত্য ষোল শত চৌত্রিশ শকেতে।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক স্মৃতেতে ॥

লৌকিক ভাষাতে মুদ্রি করিহু লিখন ।

ষোল শত অষ্টত্রিংশ শকের গণন ।

শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষা গ্রন্থ করিহু বর্ণন ॥—বংশী-শিক্ষা, পৃ. ২৪১

১৬৩৮ শক, ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ লিখিত হয় । শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের ১৮৩ বৎসর পরে লিখিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের জীবনী ও উপদেশ-সম্বন্ধে নূতন ঐতিহাসিক তথ্য পাইবার সম্ভাবনা কম ।

বংশী-শিক্ষার মূল বর্ণনার বিষয় হইতেছে সম্রাসের পূর্বে বংশীর প্রতি শ্রীচৈতন্যের উপদেশ । ঐ উপদেশে রসরাজ-উপাসনা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে । ঐরূপ উপাসনার মাধুর্য ও চমৎকারিত্ব কতদূর তাহার বিচার আমার গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের বহির্ভূত । তবে প্রেমদাসের বর্ণনায় কালানৌচিত্য (anachronism) দোষের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । বিশ্বস্তর বংশীকে “কচিহুপপুরাণের” নিম্নলিখিত শ্লোক শুনাইলেন—

কৃষ্ণকরে স্থিতা যা সা দূতিকাংশিকা তথা ।

শ্রীবংশীবদনো নাম ভবিষ্যতি কলৌ যুগে ॥

প্রভুবাক্য শুনি বংশী শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া ।

কানে হাত দিয়া কন বিনয় করিয়া ॥

ওহে প্রভু বাউলামী করিয়া বর্জন ।

শুনাও প্রকাশ তত্ত্ব করি কৃপেক্ষণ ॥—পৃ. ৪৩-৪৪

গুরুতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য বংশীকে বলিতেছেন—

রসরাজ কৃষ্ণ লাগি বিপ্র পত্নীগণ ।

আপন আপন স্বামী করেন বর্জন ॥

সংসার মোচন আর সম্ভাপ হরণ ।

করিতে ক্ষমতা যার নাহিক কখন ॥

তিঁহত গুরুর যোগ্য নহে কদাচন ।

তঁারে ত্যাগ করি কর সদগুরু গ্রহণ ॥

সদগুরুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে—

সেইকালে কৃষ্ণরূপী সদগুরু-চরণে ।

সর্বস্ব অর্পণ করি লইবে শরণে ॥

সর্বস্ব অর্পণ অর্থে শুদ্ধ অর্থ নয় ।

প্রাণমন আদি এই বেদাগমে কয় ॥—পৃ. ৫৩

বিশ্বস্তর মিশ্র গোবিন্দদাসের এবং বড়ু অনন্ত চণ্ডীদাসের পরবর্তী কোন চণ্ডীদাসের পদ উদ্ধার করিয়া বংশীকে শিক্ষা দিয়াছেন । শ্রীগুরু-প্রসাদে আনুকূল্য ভক্তি^১ করিলে কিরূপ হয়—

কামশূণ্য হঞা করে কামের করম ।

সাপের মাথায় ভেকে করায় নর্তন ॥—পৃ. ২২

বিশ্বস্তর বংশীকে সারদীপিকা হইতে কোন্ তিথিতে স্ত্রী ও পুরুষের কোন্ অঙ্গে কামভাব থাকে তাহাও বলিয়াছেন এবং অবশেষে উপদেশ দিয়াছেন—

যেই দিন যথা কাম অধিষ্ঠান হন ।

সেই দিন তথা তাঁরে করিবে মথন ॥—পৃ. ১৩৪-৩৬

এই-সব দেখিয়া মনে হয় প্রেমদাস বৃন্দাবনস্থ গোস্বামিগণের মত প্রচার করিতেছেন না ।

বিপিনবিহারী গোস্বামী মহাশয় দশমূলরস গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

বংশীলীলামৃত অনুসারে প্রেমদাস ।

সেই সব নিজ গ্রন্থে করিলা প্রকাশ ॥

তন্মধ্যে বিরুদ্ধ যাহা হয় দরশন ।

সহজ-বাদীর তাহা প্রক্ষিপ্ত বর্ণন ॥

Premvilas

প্রেমবিলাস

শ্রীখণ্ডের নিত্যানন্দদাস (বৈষ্ণব) প্রেমবিলাস-নামক একখানি গ্রন্থে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্রীমানন্দের চরিত-কথা লিখিয়াছেন । গ্রন্থকার বারংবার বলিয়াছেন—

১ বাউল সাধুদের নিকট সাধন-তত্ত্ব শিক্ষা করিতে গেলে তাহারা কিছু দিন শিক্ষা দিবার পর শিষ্যকে বলেন “বাবা এইবার আনুকূল্য করিতে হইবে ।” বাউলদের মধ্যে আনুকূল্য অর্থ গুরুকে শিষ্যের নায়িকাকে সম্প্রদান করা ।

শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র আজ্ঞায় লিখি কথা ।

শুনিয়া এসব কথা না পাইবা ব্যথা ॥

শ্রীমতী ঠাকুরাণী যবে গেলা বৃন্দাবন ।

মুণ্ডি পামর সঙ্গে রহি করিয়াছো দর্শন ।—পৃ. ৪৮

এবে লিখি খণ্ডতে গমন যেন রীতে ।

দেখিয়াছি আমি যার সেই হৈল প্রীতে ॥—পৃ. ১০৩

এই ঠাকুরাণী পদ করিয়া আশ্রয় ।

সেই আজ্ঞায় লিখি আমি হইয়া নির্ভয় ॥

আজ্ঞাবলে লিখি মোর নাহি অন্ততব ।

পুনঃ পুনঃ কহিলেন লিখিতে এ সব ॥—পৃ. ১১২

এই-সব উক্তি পড়িয়া মনে হয় গ্রন্থখানি খুব প্রামাণ্য । কিন্তু যেমন নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিন দিন বাড়েন, তেমনি বৈষ্ণবদের আলয়ে “প্রেমবিলাস” দিন দিন বাড়িলেন । কান্দীর কিশোরীমোহন সিংহের নিকট যে প্রেম-বিলাসের পুঁথি আছে তাহাতে ইতি “চান্দ রায় নিস্তার নামক ষোড়শ বিলাস” পর্যন্ত বর্ণনা করিয়া গ্রন্থ শেষ করা হইয়াছে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৮, পৃ. ৫২) । বিষ্ণুপুরের রাণী ধ্বজমণি পট্টমহাদেবী স্বহস্তে যে প্রেমবিলাসের পুঁথি লিখিয়াছিলেন তাহা সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত আছে । উহাতেও ষোল বিলাস পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে (বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ৩৩, পৃ. ৫২, ৬১) । রামনারায়ণ বিচারত্ব মহাশয় প্রথম বারে এই গ্রন্থ-প্রকাশের সময় অষ্টাদশ বিলাস পর্যন্ত মুদ্রিত করেন । দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি উনবিংশ ও বিংশ বিলাস যোগ করিয়া দেন । তৎপরে যশোদানন্দন তালুকদার সাড়ে চব্বিশ বিলাসযুক্ত এক সংস্করণ প্রকাশ করেন । আমি এই সংস্করণের পৃষ্ঠাদি উল্লেখ করিয়া প্রমাণাদি বিচার করিব ।

“প্রেমবিলাসের” এক পুঁথির বিলাস বা পরিচ্ছেদ-বিভাগের সহিত অষ্ট পুঁথির বিভাগ একরূপ নহে ; যথা—তালুকদারের সংস্করণের যেখানে অষ্টাদশ বিলাস সম্পূর্ণ (পৃ. ১৬৮), বিষ্ণুপুরের রাণীর লেখা পুঁথিতে সেই স্থানে ষোড়শবিলাস এবং গ্রন্থ সম্পূর্ণ । তালুকদারের সংস্করণের বিংশ বিলাসে শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের শাখা-বর্ণনা ও গ্রন্থকারের নিম্নলিখিত পরিচয় আছে :

মোর দীক্ষাগুরু হয় জাহ্নবা দেবরী ।
 যে কৃপা করিলা মোরে কহিতে না পারি ॥
 বীরচন্দ্র প্রভু মোর শিক্ষাগুরু হয় ।
 আমারে করুণা তিহো কৈলা অতিশয় ॥
 মাতা সৌদামিনী পিতা আত্মারাম দাস ।
 অস্বৰ্ণ কুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস ॥
 আমি এক পুত্র মোরে রাখিয়া বালক ।
 মাতা পিতা দৌহে চলি গেলা পরলোক ॥
 অনাথ হইয়া আমি ভাবি অনিবার ।
 রাত্রিতে স্বপন এক দেখি চমৎকার ॥

বলরামদাস নাম পূর্বে মোর ছিলা ।
 এবে নিত্যানন্দদাস শ্রীমুখে রাখিলা ॥
 নিজ পরিচয় আমি করিহু প্রচার ।
 গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব পদে কোটী নমস্কার ॥
 শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে যার আশ ।
 প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস ॥—পৃ. ২১৩

সাধারণতঃ দেখা যায় আত্মপরিচয় দিয়াই প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ শেষ হয় । ইহার পরও সাড়ে চারি বিলাস কি করিয়া লেখা হইল বুঝা কঠিন । নিত্যানন্দদাস শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের চরিতকথা লিখিবার উদ্দেশে গুরু জাহ্নবা দেবীর আদেশে প্রেমবিলাস লেখেন বলিয়া প্রকাশ । তাহাতে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, গদাধর প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ভক্তগণের জীবনী ও বংশ-পরিচয় লেখার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না । বিশেষতঃ দেখা যায় যে তালুকদারের সংস্করণের শেষ সাড়ে চারি বিলাস কুলজীশাস্ত্রে পূর্ণ । বৈষ্ণবগণ কুলজীর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন না । এই-সব কারণে “প্রেমবিলাসের” শেষ সাড়ে চারি বিলাস নিত্যানন্দদাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করা যায় না ।

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবার অল্প দিন পরে, ১৩০২ সালের ভাদ্র মাসে, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, বৃন্দাবন, খড়দহ, জীরাট,

কলিকাতা প্রভৃতির বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ ঐ পুস্তকের শেষ দুই বিলাস জাল প্রমাণ করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তিকার নাম “জাল প্রেমবিলাস”। উহার ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে। “মূল গ্রন্থ চব্বিশ বিলাসে বিভক্ত ছিল, তাহাকেই সুশৃঙ্খল করিয়া অষ্টাদশ বিলাসে পরিণত করা হয়।”

মূল গ্রন্থ হয়ত সত্যই চব্বিশ বিলাসে বিভক্ত ছিল ; কেন-না রাসবিহারী সাদ্য্যতীর্থ মহাশয় “বৈষ্ণবসাহিত্য”-নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস-নিবাসী মণীন্দ্রনাথ বিদ্যারত্নের গৃহে ১৫৭২ শক, ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের হস্ত-লিখিত সার্ক চতুর্বিংশতি বিলাস গ্রন্থ তিনি দেখিয়াছিলেন (কাশিমবাজার সাহিত্য-সম্মিলনের বিবরণ, পৃ. ১২)।

আমি তালুকদারের সংস্করণের সহিত বিষ্ণুপুরের রাণীর হাতে লেখা পুথি মিলাইয়াছি। তাহাতে বহু স্থানে মুদ্রিত গ্রন্থের সহিত পুথির গুরুতর প্রভেদ দেখিতে পাইয়াছি। রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের সংস্করণের সহিত অগ্ৰাণ্ড পুথির পার্থক্য কেহ কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন। ১৩০৬ সালের “সাহিত্য” পত্রিকায় ঠাকুরদাস দাস মহাশয় লিখিয়াছিলেন, “আমাদের সংগৃহীত প্রেমবিলাসগুলির মধ্যে পরস্পর মিল আছে, কিন্তু (বহরমপুরে) মুদ্রিত গ্রন্থের সহিত তাহাদের আদৌ মিল নাই” (পৃ. ৬৬২)। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সাহিত্যিক হারাধন দত্ত মহাশয় (৪০৮ চৈতন্যদে, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, ১৬ আশ্বিন তারিখের বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায়) লিখিয়াছেন, “আমার বাড়ীতে দুইশত বৎসরের অধিককালের হস্তলিপি যে একখানি প্রেমবিলাস গ্রন্থ আছে, তাহার সহিত মুদ্রিত পুস্তকের অনেক স্থলে প্রসঙ্গের মিল নাই। কেবল বর্তমান কাল বলিয়া নহে, প্রাচীনকাল হইতেই এই প্রেমবিলাসের নানা স্থানে নানা জনের কারিগিরি আছে। অতএব এই গ্রন্থ বিশেষ তলাইয়া পাঠ করা উচিত” (পৃ. ৩৮২)। দত্ত মহাশয়ের এই সতর্ক-বাণী বিফল হইয়াছে।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী গৌরপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শিষ্য গুরুচরণ দাস “প্রেমামৃত” নামে শ্রীনিবাস আচার্য্যের একখানি জীবনী লেখেন। সেই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন—

নিত্যানন্দদাসের পদধূলি শিরে নিল।

টার গ্রন্থমতে লীলার অমুসার পাইল ॥

অগ্ৰ—

জাহ্নবার আজ্ঞাবলে নিত্যানন্দদাস কৈলে
শেষ লীলার বিস্তার বর্ণন ।
তঁার স্মৃত মত লয়ে গুরুপদ স্পর্শ পাঞা
গায় কিছু এ গুরুচরণ ॥

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৬, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ. ২৬৩, গ্রন্থের অধিকারী
শশিভূষণ ঠাকুর, দক্ষিণখণ্ড, পো. বনোয়ারীআবাদ, মুর্শিদাবাদ)

এই-সব বিবরণ পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে “প্রেমবিলাস” নামে একখানি
প্রাচীন গ্রন্থ ছিল। কিন্তু উহাতে বিস্তর প্রক্ষিপ্ত অংশ স্থান পাইয়াছে।
গ্রন্থখানি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ও দৈববাণীতে পরিপূর্ণ। যিনি যখন যাহা স্বপ্নে
দেখিয়াছিলেন তাহা কি কড়চা করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলেন ও নিত্যানন্দদাস
সেই-সমস্ত কড়চা সংগ্রহ করিয়া বই লিখিয়াছেন? যদি একরূপও হইয়া
থাকে তাহা হইলেও স্বপ্ন-বৃত্তান্ত হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা
চলে না। প্রেমবিলাসের প্রথম বিলাসে ৫টি, তৃতীয়ে ২টি, চতুর্থে ৫টি
স্বপ্ন ও শ্রীনিবাসের সহিত নিত্যধামগত অদ্বৈতের সাক্ষাৎকার, পঞ্চমে ১টি,
ষষ্ঠে ৩টি, নবমে ২টি স্বপ্ন ও দৈববাণী, দশমে ২টি স্বপ্ন, একাদশে ১টি, ত্রয়োদশে
১টি ও চতুর্দশে ১টি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থখানি পরস্পর-বিরোধী বাক্যে পরিপূর্ণ; যথা—প্রথম পৃষ্ঠাতেই :

নিত্যানন্দ প্রভুকে গোড়ে দিলা পাঠাইয়া ।
তৈঁহো গোড় ভাসাইলা প্রেমভক্তি দিয়া ॥
গোড়দেশ হইতে যে যে বৈষ্ণব আইসে ।
জিজ্ঞাসিলা মহাপ্রভু অশেষ বিশেষে ॥
কেহ কহে গোড়দেশে নাহি হরিনাম ।
(সজ্জন দুর্জ্জন লোকের নাহি পরিজ্ঞান) ॥ (ছাপা পুথির পাঠ)
(কেহ কহে গৌর নাহি সঙ্কীৰ্তন) । (বিষ্ণুপুরের পুথির পাঠ)
কেহো কহে ভক্তি ছাড়ি আচার্য্য গোসাঞি ।
মুক্তিকে প্রধান করি লওয়াইলা ঠাঞি ঠাঞি ॥
কেহো কহে মুক্তি বিনা বাক্য নাহি আর ।
মুক্তি কহি কহি গোসাঞি ভাসাইল সংসার ॥

যদি নিত্যানন্দ গোড়দেশকে প্রেমে ভাসাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আবার অদ্বৈত মুক্তি কহিয়া সংসার ভাসান কিরূপে ?

প্রেমবিলাসের বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া কোন প্রকার কাল নির্দেশ করা নিরাপদ নহে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

(১) প্রেমবিলাসের ছাপা বই ও বিষ্ণুপুরের রাণীর হাতে লেখা পুথিতে আছে যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চরিতামৃত চুরি গিয়াছে শুনিয়া রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করেন। এই বিবরণ যে সত্য হইতে পারে না, তাহা চরিতামৃতের বিচার অধ্যায়ে দেখাইয়াছি। এই স্থানে “প্রেমবিলাসের” বর্ণনায় কালানৌচিত্য দোষ দেখাইব। চরিতামৃতে যখন “গোপালচম্পু”র উল্লেখ আছে, তখন ইহা ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কিছুতেই লেখা হইতে পারে না। ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দের পরে লেখা বই সঙ্গে করিয়া শ্রীনিবাস আচার্য যদি বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসেন ও তারপর বিবাহাদি করেন তাহা হইলে ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার তিন পুত্র ও তিন কন্যার কি দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণ করার বয়স হইতে পারে। প্রেমবিলাসের চতুর্বিংশ বিলাসে (পৃ. ৩০১) লিখিত আছে যে এই গ্রন্থ ১৫২২ শক ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয় ; আর উহার বিংশ বিলাসে (পৃ. ২৬৪) আছে যে—

আচার্যের তিন পুত্রে তিনজনে ।

মন্ত্র প্রদান করিলেন আনন্দিত মনে ॥

(২) “প্রেমবিলাস”, “অনুরাগবল্লী” ও “ভক্তিরত্নাকরে” শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনচরিত লিখিত হইলেও তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার কাল-নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। “প্রেমবিলাসের” প্রথম বিলাসে দেখা যায় যে শ্রীচৈতন্য পৃথিবীকে চৈতন্যদাসের খোঁজ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। পৃথিবী তিন দিন পরে আসিয়া চৈতন্যকে বলিতেছেন—

চাকন্দিতে বাস তাঁর অতি শুদ্ধাচার ।

তাঁর দেহে নাহি কিছু পাপের সঞ্চার ॥

পুত্র নিমিত্তে পুরস্চরণ আরম্ভিলা ।

জগন্নাথে রাখি তিঁহো অল্পকালে গেলা ॥

এথায় চৈতন্যদাস বিপ্র পুরস্চরণ করে ॥

শত পুরস্চরণ কৈল গঙ্গার সমীপে ।

স্বপ্নচ্ছলে আজ্ঞা হৈল গৌর বর্ণরূপে ॥

স্বপ্ন-দর্শনের পর চৈতন্যদাসের পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া বলিতেছেন—

আমার শরীরে দেখ মহাপুরুষ অধিষ্ঠান ।

নানারূপ মঙ্গলের সূচনা দেখা গেল । তাহাতে কবি বলিতেছেন “গর্ভেতে প্রবেশ মাত্র এত ফল হৈল ।” ইহা পড়িয়া মনে হয় যে শ্রীচৈতন্যের প্রকট-কালেই শ্রীনিবাসের জন্ম হয় ।

অনুরাগবল্লীর মতে শ্রীনিবাস নীলাচল যাইবার সময়—

পথে যাইতে শুনি মহাপ্রভুর অন্তর্দ্বান ।

মূচ্ছিতে পড়িয়া ভূমে গড়া গড়ি যান ॥—পৃ. ১৮

ভক্তিরত্নাকরেও অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায়—

মনের আনন্দে শ্রীনিবাসের গমন ।

কতদূরে শুনিল চৈতন্য সংগোপন ॥—পৃ. ১০০

১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের তিরোধান ; শ্রীনিবাসের জন্ম ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি না হইলে তিনি শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের অব্যবহিত পূর্বে পুরীর পথে একা চলিতে পারেন না । শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস “বৃন্দাবন কথায়” লিখিয়াছেন যে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধরদের গৃহে রক্ষিত পুথি হইতে জানিয়াছেন যে শ্রীনিবাস ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিরোহিত হয়েন । জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় “গৌরপদ-তরঙ্গিনীর” ভূমিকায় (পৃ. ৪৫) ১৪২৮ শকে, ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্মকাল ধরিয়াছেন ।

যদি ১৫১৬ বা ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিবাস জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি তরুণ বয়সে বৃন্দাবনে যাইলে সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট ও শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন না কেন ? শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে যাইতেই শুনিলেন—

প্রথমেই সনাতনের হৈল অপ্রকট ।

তাহা বহি কতকদিন রঘুনাথ ভট্ট ॥

শ্রীকৃষ্ণ গোসাঞি তবে হইলা অপ্রকট ।

শরীরে না রহে প্রাণ করে ছটফট ॥—পঞ্চম বিলাস, পৃ. ৩১

অমুরাগবল্লীতে (পৃ. ৪২) ও ভক্তিরত্নাকরে (পৃ. ১৩৩) অমুরূপ উক্তি আছে । সনাতন গোস্বামী অন্ততঃ ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন ; কেন-না শ্রীজীব লঘুতোষণীতে বলিয়াছেন যে ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সনাতন বৃহৎ-বৈষ্ণবতোষণী ও ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীজীব লঘুতোষণী সমাপ্ত করেন । শ্রীনিবাস তাহা হইলে ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পরে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন । সেই সময়ে তাঁহার বয়স ৩৬ বৎসরের বেশী হয় । কিন্তু বৃন্দাবনে যাওয়ার অব্যবহিত পূর্বে শ্রীনিবাসকে “বালক” বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (পঞ্চম বিলাস, পৃ. ২৭) ।

শ্রীনিবাস কতদিন বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না । তবে তিনি যখন পাঠ সমাপ্ত করিয়া বৃন্দাবন হইতে গোস্বামিশাস্ত্র লইয়া বিষ্ণুপুরে আসিতেছিলেন তখন বীর হাঙ্গির বিষ্ণুপুরের রাজা । নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের মতে বীর হাঙ্গির ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন (বঙ্গবাণী, ১৩২২, অগ্রহায়ণ) । হাণ্টারের মতে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বীর হাঙ্গিরের রাজ্যাধিরোহণ । কিন্তু এই মত আধুনিক গবেষকেরা গ্রহণ করেন নাই । (রাধাগোবিন্দ নাথ—চরিতামৃত পরিশিষ্টে ৪।০ পৃ., ডা. নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মত) । শ্রীনিবাস ১৫১৬ বা ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিলে বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ-চুরির সময় তাঁহার বয়স সত্তর বৎসরের উপর হয় । গ্রন্থ-চুরির কয়েক বৎসর পরে শ্রীনিবাসের প্রথম বার বিবাহ হয়, তৎপরে দ্বিতীয় বার বিবাহ হয় (সপ্তদশ বিলাস, পৃ. ১৩৭-৩৮) । এত বৃদ্ধ বয়সে শ্রীনিবাস বিবাহ করিয়াছিলেন ও তাঁহার ছয়টি পুত্র-কন্যা হইয়াছিল ইহা বিশ্বাস করা যায় না । তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পূর্বে শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্ম হইয়াছিল এ কথা বিশ্বাস্য নহে তাহা বুঝা যাইতেছে । রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় অনেক বিচার করিয়া স্থির করিয়াছেন শ্রীনিবাসের জন্ম ১৪১৪-১৮ শকে বা ১৫৭২-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে । যদি শ্রীনিবাস শ্রীচৈতন্যের প্রায় ৪০ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রেমবিলাসে ও ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে বর্ণিত তাঁহার সহিত গদাধর পণ্ডিত, নরহরি সরকার, বিষ্ণুপ্রিয়া, সীতাদেবী প্রভৃতির সাক্ষাৎকার অসম্ভব হয় । ফলতঃ কাল-বিচার করিতে গেলে প্রেমবিলাস, অমুরাগবল্লী ও ভক্তিরত্নাকরের উক্তি অনেক স্থলেই পরস্পর-বিরোধী হয় ।

প্রেমবিলাসের মতে সনাতনের অগ্রকটের চার মাস পরে শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান । এ কথাও সত্য নহে ; কেন-না শ্রীকৃষ্ণের আষাঢ়ী পূর্ণিমা সনাতনের ও শ্রাবণ শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ।

বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন যে নিত্যানন্দ বার বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করেন, কিন্তু প্রেমবিলাসের মতে “চতুর্দশ বর্ষ কৈল গৃহে গৃহে খেলা” (পৃ. ৩৮, সপ্তম বিলাস)। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ প্রেমবিলাস সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ চরিতামৃত-রচনার পরে লিখিত হইলেও ইহার লেখক নিত্যানন্দদাস বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া অনেক কথা লিখিয়াছেন ও তাহার উপর অনেক দিন ধরিয়া প্রক্ষেপকারীদের অত্যাচার চলিয়াছে। অন্য প্রামাণিক গ্রন্থের সমর্থন না পাইলে শুধু প্রেমবিলাসের কথার উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্তে আসা নিরাপদ নহে।

Bhakti Ratnakar and Narottamvilas

ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাস

“ভক্তিরত্নাকর” নিষ্ঠাবান্ ভক্তদের নিকট শ্রদ্ধা পাইয়াছে। ইহার লেখক নরহরি চক্রবর্তী। তাঁহার নামান্তর ঘনশ্যাম। তিনি নিজের পরিচয় দিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সর্বত্র বিখ্যাত ।
তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ ॥
না জানিকি হেতু হৈল মোর দুই নাম ।
নরহরিদাস আর দাস ঘনশ্যাম ॥

গ্রন্থখানি “অনুরাগবল্লী”র পরে লিখিত ; কেন-না ইহাতে (১৪১ ও ১০১৮ পৃষ্ঠায়) অনুরাগবল্লীর প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। অনুরাগবল্লী ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভাগবতের টীকা-রচনা সমাপ্ত করেন। সেইজন্য অনুমান করা যাইতে পারে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে “ভক্তিরত্নাকর” রচিত হইয়াছিল।^১

“ভক্তিরত্নাকরের” লেখক বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর মন্দিরে স্থপকার ছিলেন বলিয়া প্রবাদ। তিনি যে ব্রজমণ্ডলের ভৌগোলিক বিবরণ-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন তাহা তাঁহার লিখিত শ্রীনিবাসাদির বৃন্দাবন-পরিভ্রমণ-বর্ণনা হইতে জানা যায়। তিনি তৎকালে ব্রজমণ্ডলের প্রচলিত সমস্ত বৈষ্ণব-গ্রন্থ

১ বরাহনগণ গ্রন্থ-মন্দিরে “ভক্তিরত্নাকরের” যে পুঁথি আছে, উহা আনন্দনারায়ণ মৈত্র ভাগবতভূষণ মহাশয় ১২৬৪ সালের ২৪এ কার্তিক নকল করিতে আরম্ভ করিয়া ২৬এ পৌষ শেষ করেন। রামনারায়ণ বিহারী মহাশয় ১২৯৫ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

ও পুরাণাদি পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ-সমস্ত গ্রন্থ হইতে তিনি নানা স্থানে প্রমাণাদি উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি এমন গ্রন্থের নাম করিয়াছেন যাহা এখন পাওয়া যায় না; যথা—(১) গোবিন্দ কবিরাজ-কৃত “সঙ্গীত-মাধব-নাটক” (১৭, ১৯, ২০, ৩৩, ৩৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত), (২) রাধাকৃষ্ণ গোস্বামীর “সাধনদীপিকা” (৮৯, ৯২, ১৩৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত), (৩) নৃসিংহ কবিরাজ-কৃত “নবপদ্ম” (১০১, ১৩৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত), (৪) গোপাল গুরু-কৃত “পদ্ম” (৩১২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত), (৫) বেদগর্তাচার্য-কৃত “পদ্ম” (১২৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)। বৃন্দাবনের বিস্তৃত বৈষ্ণব-মণ্ডলীতে যে-সমস্ত কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল তাহাও নরহরি চক্রবর্তী সংগ্রহ করিয়াছেন। এই দুই কারণে ভক্তিরত্নাকর ঐতিহাসিকের নিকট শ্রদ্ধা পাইবার যোগ্য।

কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর ঘটনা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ণিত হইলে ঐ বর্ণনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যসমূহ নির্বিচারে সত্য বলিয়া মানা যায় না। নরহরি অনেক স্থলেই এক অজ্ঞাতকুলশীল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া প্রাচীন বিবরণ বলাইয়াছেন; যথা---

একাদশ তরঙ্গে আছে যে জাহ্নবা দেবী তাঁহার পিতৃব্য কৃষ্ণদাস সারথেল ও নিত্যানন্দ-শিষ্য মুরারি চৈতন্যদাস, রঘুপতিবৈষ্ণৱ উপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত একচাকা গ্রামে যাইয়া এক শতাব্দিক-বর্ণ-বয়স্ক বৃদ্ধের সাক্ষাৎ পাইলেন। তিনি নিত্যানন্দের বাল্যজীবন বর্ণনা করিলেন। ঐ বৃদ্ধ নিত্যানন্দের পিতামহ, অর্থাৎ হাড়ো পণ্ডিতের পিতার নাম স্মরণ করিতে পারিলেন না; যথা—

এই গ্রামে ছিল এক বিপ্র পুণ্যবান্।

ওঝা খ্যাতি জানি মনে নাই তান নাম।—পৃ. ৬৮৪

ঐ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন যে তিনি বাল্যকালে নিত্যানন্দের পিতামহকে দেখিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের পিতার সহিত পদ্মাবতীর বিবাহ বর্ণনা করিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দের মাতামহের নাম করিলেন না। উক্ত বিবরণে একটি নূতন সংবাদ পাওয়া যায় যে নিতাইয়ের একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন (পৃ. ৬৯১)

দ্বাদশ তরঙ্গে আছে যে শ্রীনিবাস নবদ্বীপের অন্তর্গত মায়াপুরে ভ্রমণ করার সময়—

আইসেন এক বৃদ্ধ বিপ্র ধীরে ধীরে ॥

তাঁরে প্রণমিয়া অতি স্নমধুর ভাসে ।

সেই ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্যের জীবনী ও লীলাস্থলী বর্ণনা করিলেন । উক্ত বর্ণনা লইয়া ভক্তিরত্নাকরের ৭২৩ হইতে ১০০০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে । নরহরি-কথিত শ্রীচৈতন্যের জীবনীতে এমন কোন তথ্য নাই যাহা মুরারি, বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ লেখেন নাই ।

কাটোয়ার ও খেতরীর মহোৎসবে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন বলিয়া “ভক্তিরত্নাকরে” বর্ণিত হইয়াছে । ঐ নামের তালিকা দেখিয়া অনেকে শ্রীচৈতন্যের পরিকরণের জীবনকাল নির্দেশ করেন । কিন্তু কাটোয়া ও খেতরীর মহোৎসব যখন হইয়াছিল, তখন কে কে উপস্থিত ছিলেন, তাহা কি কেহ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ? যদি এরূপ তালিকা হইতে নরহরি নাম-সংগ্রহ করিতেন তাহা হইলে তিনি উহা উল্লেখ করিতেন । যদি এরূপ তালিকা তিনি না পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ বিষয়ে তাঁহার নিজের বর্ণনার উপর কতখানি নির্ভর করা যায় ? শ্রীনিবাসের জীবনী-বর্ণনায় তিনি পরস্পর-বিরোধী উক্তি করিয়াছেন ; তাহার দৃষ্টান্ত “প্রেমবিলাসের” বিচার-প্রসঙ্গে দিয়াছি । নরহরি চক্রবর্তী শ্রীচৈতন্যের পরিকর-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কিংবদন্তী-হিসাবে গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত ।

নরহরি চক্রবর্তী “নরোত্তমবিলাসে” নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়-সম্বন্ধে এরূপ অল্প কথাই বলিয়াছেন, যাহা ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত হয় নাই । এই গ্রন্থ পাঠেও ধারণা জন্মে যে শ্রীনিবাস ও নরোত্তম শ্রীচৈতন্যের জীবনকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । শ্রীনিবাস দ্বিতীয় বার নীলাচলে যাইবার পথে শুনিলেন যে গদাধর পণ্ডিতের তিরোধান ঘটিয়াছে । তাহা শুনিয়া তিনি গৌড়দেশে ফিরিয়া আসিলেন । তারপর—

প্রভাতে ব্যাকুল হৈয়া চলে গৌড় পথে ।

তথা ভেট হৈল গৌড়দেশী লোক সাথে ॥

প্রভু নিত্যানন্দ অদ্বৈতের সঙ্গোপন ।

তা সভার মুখে শুনি হৈলা অচেতন ॥—দ্বিতীয় বিলাস, পৃ. ১২

এই বর্ণনা পাঠ করিয়া মনে হয় যে বৈষ্ণব-সমাজে কিংবদন্তী ছিল যে

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের দুই-এক বৎসরের মধ্যেই গদাধর পণ্ডিত, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের তিরোধান ঘটে।

নরোত্তমবিলাসের ঐতিহাসিক মূল্য ভক্তিরত্নাকরের তুল্য।

Abhiram Lilamrita

অভিরাম লীলামৃত

এই গ্রন্থখানি নিত্যানন্দের পার্শ্বদ অভিরাম রামদাসের জীবনী। ৪০২ গৌরান্দে প্রসন্নকুমার গোস্বামী নামক একজন উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ইহা সংকলন করেন। গোস্বামী মহাশয় অভিরামের শিষ্য রামদাসকে গ্রন্থের লেখকরূপে উপস্থিত করিয়াছেন ; যথা—

শ্রীচৈতন্য অভিরাম পদে যার আশ।

অভিরাম লীলামৃত কহে রামদাস ॥—পৃ. ১৬

প্রচলিত বৈষ্ণবীয় রীতি-অনুসারে রামদাস বলিতেছেন—

অতএব যত লীলা করি যে বর্ণন।

আপনি লিখান মোকে করিয়া যতন ॥—পৃ. ২৪

আবার নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশে গ্রন্থ লিপিবদ্ধ কথার আছে ; যথা—

অভিরাম দেহে সদা চৈতন্য বিলাস।

প্রভু নিত্যানন্দ মুখে শুনিব নির্যাস ॥

এক দিন আমি গৃহে করিয়া শয়ন।

আধ আধ নিদ্রা মোর কৈল আকর্ষণ ॥

হেনকালে নিত্যানন্দ কহেন আসিয়া।

অভিরাম লীলা লেখ এখন উঠিয়া ॥—পৃ. ২৪

গ্রন্থের সম্পাদক কোন প্রাচীন পুথি পাইয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন কি না জানান নাই। লেখার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় যে কতকগুলি কিংবদন্তী সংগ্রহ করিয়া তিনি নিজেই বইখানি লিখিয়াছেন। এইরূপ অনুমানের কারণ এই :—

(১) যদি অভিরামের শিষ্য রামদাস এই বই লিখিতেন তাহা হইলে তিনি নিজ গুরুর সহিত জয়দেবের সাক্ষাৎকারের কথা লিপিবদ্ধ করিতেন না (পৃ. ২৫)।

(২) গ্রন্থখানিতে বর্ণিত আছে যে মালিনী যখনগৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন ; অভিরাম তাঁহাকে স্নানের ঘাট হইতে তুলিয়া লইয়া আসিলেন

(পৃ. ৩২) । শ্রীচৈতন্য সকল বৈষ্ণবকে বুঝাইয়াছিলেন যে মালিনী অভিরামের শক্তি ; যথা—

তখন চৈতন্য পুন করেন বিনয় ।

অভিরাম শক্তি কহা জানিহ নিশ্চয় ॥—পৃ. ৫১

এই কথা শোনার পর দ্বাদশ গোপাল ও চৌষটি মহাস্ত মালিনীর হাতে খাইলেন । শ্রীচৈতন্যের সমসময়ে যে দ্বাদশ গোপাল ও চৌষটি মহাস্ত নির্ণীত হয় নাই তাহার প্রমাণ শ্রীচৈতন্যের পরিকরগণের পরিচয়দান-প্রসঙ্গে দেখাইব ।

(৩) বাঙ্গাল কৃষ্ণদাস নামে অভিরামের এক শিষ্য খোতালুকে গোপীনাথের সেবা প্রকাশ করেন । গোপীনাথের বেশ করাইবার ভার যে ব্রাহ্মণের উপর ছিল তিনি এক নারীকে দেগিয়া মোহিত হয়েন । তারপর—

নারীপাশে গিয়া তেঁহ বলেন বচন ।

বিবস্ত্রা হইয়া তুমি দাঁড়াও এখন ॥—পৃ. ৬৯

নারীর নিরাবরণ রূপ দেখিয়া উক্ত বিপ্র দেখ্ছায় নিজের চক্ষু নষ্ট করিয়া ফেলিলেন । এই কাহিনীটি স্বরদাসের গল্পের বিকৃত রূপ মাত্র ।

(৪) অদ্বৈত যখন পুরীতে শ্রীচৈতন্যের নিকট ছিলেন সে সময়ে “অচ্যুত বিয়োগে সীতা সংশয় জীবন” (পৃ. ৬৮) । শ্রীচৈতন্য বা অদ্বৈতের জীবনকালে অচ্যুতের তিরোধান ঘটে নাই ; সুতরাং এই উক্তি কাল্পনিক ।

“অভিরাম লীলামৃতের” কোন কথার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা কঠিন । অভিরাম দাস শ্রীচৈতন্যের পরিকরগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া-ছিলেন ও অলৌকিক যোগবিভূতিসম্পন্ন ছিলেন সন্দেহ নাই ।

উড়িয়া ভক্তদের মুখে শ্রীচৈতন্য-কথা *

প্রাক-চৈতন্য যুগে উড়িষ্যায় বৈষ্ণব-ধর্মের দুইটি ধারা

শ্রীচৈতন্যের পুরী যাওয়ার পূর্বেও উড়িষ্যায় বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচার ছিল। তথায় প্রাক-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব-ধর্মের দুইটি ধারার নিদর্শন পাওয়া যায়। একটি রাধাকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম, অপরটি বুদ্ধরূপী জগন্নাথের প্রতি জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। এই দুইটি ধারাকে শ্রীচৈতন্য আত্মসাৎ করিয়া লয়েন; কিন্তু দ্বিতীয় ধারাটি গোড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া কিছুকাল স্বাভাব্য রক্ষা করিয়াছিল। পরে শ্রীনিবাস, নরোত্তমের সহচর শ্যামানন্দ ও তাঁহার শিষ্য রসিকানন্দ ব্রজমণ্ডলে উদ্ভূত ভক্তিবাদ উড়িষ্যায় প্রচার করেন।

শ্রীচৈতন্যের নীলাচলে গমনের পূর্বে উড়িষ্যায় যে শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনা প্রচলিত ছিল তাহার কয়েকটি নিদর্শন পাওয়া যায়। রেমনার গোপীনাথের মন্দির উক্ত উপাসনার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। মাধবেন্দ্রপুরী গোপীনাথকে দর্শন করিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্রের পিতা পুরুষোত্তমদেব-কর্তৃক লিখিত ছয়টি শ্লোক শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী পদ্মাবলীতে সংকলন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটি শ্লোক উদ্ধার করিলেই দেখা যাইবে যে শ্রীচৈতন্যের পূর্বে গোপীপ্রেমের বার্তা উড়িষ্যায় অজ্ঞাত ছিল না। শ্লোকটি এই :

গোপীজনালিঙ্গিত-মধ্যভাগং

বেগুং ধমন্তুং ভূশলোলনেত্রম্।

কলেবরে প্রস্ফুট-রোমবৃন্দং

নমামি কৃষ্ণং জগদেককন্দম্ ॥—২২৩

* পঞ্চম অধ্যায়ে মাধব পট্টনায়কের উড়িয়া বই চৈতন্যবিলাস আলোচনা করিয়া, দশম অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যের কথাযুক্ত অষ্টাশ্রয় উড়িয়া বইয়ের আলোচনা করার কারণ দুইটি,—প্রথমতঃ মাধবের গ্রন্থ মৌলিক কি অশুভাব সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারি নাই; দ্বিতীয়তঃ লোচনের সহিত তুলনার সুবিধার জন্য মাধবের গ্রন্থ চৈতন্যমঙ্গলের পরে আলোচনা করিয়াছি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায় যে শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাওয়ার পূর্বেই রায় রামানন্দ বৈষ্ণবীয় সাধনতত্ত্বে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার “জগন্নাথ-বল্লভ নাটকে” শ্রীচৈতন্যের প্রতি নমস্ক্রিয়া বা বন্দনা কিছুই নাই। তাহাতে অনুমান হয় যে শ্রীচৈতন্যের দর্শন পাওয়ার পূর্বেই তিনি ঐ নাটক লিখিয়াছিলেন। জগন্নাথবল্লভ নাটকে রাগানুগা ভক্তি ও শ্রীরাধার ভাববৈচিত্র্য অশেষ নৈপুণ্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে শ্রীচৈতন্যের পূর্বে উৎকলে প্রেমধর্মের একটি ধারা বর্তমান ছিল।

রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যকে “পহিলি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল” গীতটি শুনাইয়াছিলেন। এইটি যে রায় রামানন্দের রচনা তাহা কবিকর্ণপুর মহাকাব্যে ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ চরিতামৃতে বলিয়াছেন। রায় রামানন্দের লেখা ব্রজবুলির পদ দেখিয়া মনে হয় যে তিনি বিদ্যাপতির পদাবলী পাঠ করিয়াছিলেন।

উড়িয়ার অনেক বৌদ্ধ হিন্দুধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন; কিন্তু তাঁহারা বৌদ্ধপ্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারেন নাই। জগন্নাথদেবই বুদ্ধদেব, এই বুদ্ধিতে ইহারা জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহে ভক্তিশীল হইলেন। ইহারা বলেন “হুঙ্করের দমনের জন্ত” শ্রীকৃষ্ণই বুদ্ধরূপে জগন্নাথ নামে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। (জগন্নাথদাসের “দাক্ষিণ্য”, ও অচ্যুতের “শূন্তসংহিতা”, ৩০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) ইহাদের গ্রন্থাদি পাঠ করিলে দেখা যায় যে ইহারা “যন্ত্র”-সাহায্যে নিরাকার এবং “পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডস্থিত” ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন; কিন্তু তৎসঙ্গে রাধাকৃষ্ণের পূজা ও বত্রিশ-অক্ষর মন্ত্র জপও করিতেন। এইরূপ মতবাদ জগন্নাথদাসের “রাসকীড়া”, বলরামদাসের “বট অবকাশ” ও “বিরাট গীতা”, যশোবন্তদাসের “শিব স্বরোদয়” এবং অচ্যুতের “অনাকার সংহিতা” ও “শূন্তসংহিতা”র প্রচারিত হইয়াছে। দিবাকরদাসের “জগন্নাথ-চরিতামৃতে”^১ দেখা যায় যে জগন্নাথদাসের শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শুনিয়া শ্রীচৈতন্য মুগ্ধ হইয়াছিলেন (দ্বিতীয় অধ্যায়)। তাহা হইলে প্রমাণিত হইতেছে যে ইহারা শ্রীমদ্ভাগবতকেও আদর করিতেন। এই সম্প্রদায়ের পাঁচজন ব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করিয়া পঞ্চমথা নামে পরিচিত হইয়াছেন। ইহাদের নাম—জগন্নাথদাস, বলরামদাস, অচ্যুতানন্দ, অনন্ত ও যশোবন্তদাস। ইহাদের প্রত্যেকেই

Pancha sakha of Odisha

১ জগন্নাথ-চরিতামৃতে উড়িয়া ভাগবতের লেখক জগন্নাথদাসের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে।

উড়িয়া ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন ও শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইয়াছেন ।
যশোবন্তের প্রশিষ্ট স্বদর্শনদাস “চৌরাসী আজ্ঞা”-নামক অপ্রকাশিত পুথিতে^১
লিখিয়াছেন—

চৈতন্য বোলন্তি বচন মন দেই শুন রাজন ।
পঞ্চ আত্মাক নাম শুন একে জগন্নাথ দাসেন ॥
দ্বিতীয়ে বলরাম কহি তৃতীয়ে অনন্ত যে হই ।
চতুর্থে যশোবন্ত কহি পঞ্চমে অচ্যুত বোলই ॥

—৪২ অধ্যায়

পঞ্চসখা

অচ্যুতানন্দ পঞ্চসখার সহিত শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠতার কথা লিখিয়াছেন ;
যথা—

বৈষ্ণবমণ্ডলী খোলকরতাল বজাই বোলন্তি হরি ।
চৈতন্য ঠাকুর মহান্যাকার দণ্ডকমণ্ডলুধারী ॥
অনন্ত অচ্যুত ঘেনি যশোবন্ত বলরাম জগন্নাথ ।
এ পঞ্চ সখাহি^২ নৃত্য করি গলে গৌরাঙ্গচন্দ্র সঙ্গত ॥

—শ্রীমৎসংহিতা, ১ম অধ্যায়

তিনি আরও লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞায় সনাতন গোস্বামী তাঁহাকে
উপদেশ দিয়াছিলেন ; যথা—

শ্রীসনাতন গোসাইকি চাহিণ আজ্ঞা দেলে শচীসুত ।
অচ্যুতানন্দকু তুস্তে উপদেশ কর হে যাই দরিত ॥
আজ্ঞা পাই শ্রীসনাতন গোসাই সঙ্গে স্থখে ঘেনি গলে ।
দক্ষিণ পার্শ্ব বটমূলে বসি কর্ত্ত উপদেশ দেলে ॥

—শ্রীমৎসংহিতা, গ্রন্থাবস্ত

এ সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চরিতামৃতে কোন বিবরণ লেখেন নাই । কিন্তু
অচ্যুতের নিজের কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না ।

১. ঐ পুথি কটকের অধ্যাপক রায় সাহেব আর্দ্রবর্ষ মহাস্তির নিকট আছে ।

ঈশ্বরদাসের “চৈতন্যভাগবতের” অপ্রকাশিত পুথিতে পাওয়া যায় যে জগন্নাথ দেব (বিগ্রহ) অচ্যুতকে স্বপ্নাদেশ দিলেন যে তিনি যেন শ্রীচৈতন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন ; যথা—

বোলন্তি প্রভু ভগবান	বুদ্ধরূপমো চৈতন্য
তাক্ চরণ সেবা কর	ভক্তিক পথঙ্ক আবোর
এহি স্বরূপ শ্রীচৈতন্য	এ পরমহংস দীক্ষা ঘেন
চৈতন্য গুরু অঙ্গ হই	নাম প্রকাশ করিবই
শোন অচ্যুত মো বচন	চৈতন্য ঠাক দীক্ষা ঘেন ॥

—শূন্যসংহিতা, ৬ অধ্যায়

অচ্যুতের শূন্যসংহিতা ও ঈশ্বরদাসের “চৈতন্যভাগবত” মিলাইয়া পড়িলে মনে হয় যে অচ্যুত প্রথমে শ্রীচৈতন্যের নিকট দীক্ষা লইতে গিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে সনাতন গোস্বামীর নিকট দীক্ষা লইতে বলেন।

অচ্যুতানন্দের পিতার নাম দীনবন্ধু খুঁটিয়া, মাতার নাম পদ্মাবতী। ইহার জাতিতে গোয়াল। অচ্যুত কটক জেলার অন্তর্গত ত্রিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গোপাল মঠ ইহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। উড়িষ্যার গোয়াল জাতির অধিকাংশই এই মঠের শিষ্য।

ঈশ্বরদাসের মতে বলরামদাস চন্দ্রপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সোমনাথ মহাপাত্র রাজার একজন পাত্র বা অমাত্য ছিলেন। শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যাজপুর হইতে কটকে আসিবার পথে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। বলরামদাস শ্রীচৈতন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন ; যথা—

রামতারক পরমব্রহ্ম	কহিলে কর্ণে শ্রীচৈতন্য।
শুনিণ বলরামদাস	মনরে হোইল হরষ ॥

—ঈশ্বরদাস, চৈ. ভা., ৪৬ ও ৫৯ অধ্যায়

বলরামদাস জগমোহন রামায়ণ লিখিয়া সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন। দিবাকরদাস লিখিয়াছেন যে বলরাম অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্যের নিকট থাকিয়া প্রভুর সেবা করিতেন (জগন্নাথচরিতামৃত, ২য় অধ্যায়)।

তিনি আরও লিখিয়াছেন যে জগন্নাথদাসের ভাগবত-পাঠ শুনিয়া

শ্রীচৈতন্য এতই আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তাঁহার সহিত আড়াই দিন আলিঙ্গনে বদ্ধ ছিলেন। প্রভু জগন্নাথদাসকে মন্ত্র দিবার জন্ত বলরামদাসকে অনুরোধ করেন। তখন জগন্নাথের বয়স চব্বিশ বৎসর। সুতরাং জগন্নাথ শ্রীচৈতন্যের প্রায় সমবয়সী। জগন্নাথ প্রাতঃকালে প্রভুর মুখ ধোয়াইয়া দিতেন ও সেবা করিতেন (তৃতীয় অধ্যায়)। জগন্নাথদাসের ভাগবত উড়িষ্যার সর্বত্র আদৃত ও সম্মানিত হয়। ইনি পুরীতে স্বামিষ্ঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহার প্রভাব-সম্বন্ধে তারিণীচরণ রথ “উৎকল সাহিত্যের ইতিহাসে” লিখিয়াছেন—“সেই ধর্ম্মর স্থাপয়িতা ভক্ত কবি জগন্নাথদাস ও মহাত্মা শ্রীচৈতন্য অটুতি। এ উভয় মিলি উৎকলবাসীক হৃদয় প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেম রসর সঞ্চার করি যাই থিলেব।”

ঈশ্বরদাস বলেন যে অনন্ত মহাস্তি (দাস) কোণারকে সূর্য্য দেবের নিকট স্বপ্নাদেশ পান যে তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যের নিকট দীক্ষা লইতে হইবে। কোণারকেই তিনি শ্রীচৈতন্যের দর্শন লাভ করেন ও তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করেন। শ্রীচৈতন্য অনন্তকে দীক্ষা দিবার জন্ত নিত্যানন্দকে অনুরোধ করেন ; যথা—

চৈতন্য প্রভু আজ্ঞা দেই

শুন নিত্যানন্দ গো তাই।

অনন্ত উপদেশ কর

হরিনাম দীক্ষা সার ॥—৪৬ অধ্যায়

যশোবন্ত জগন্নাথ-বিগ্রহের স্বপ্নাদেশ পাইয়া শ্রীচৈতন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন (৪৬ অধ্যায়)।

পঞ্চসখা শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইয়াছিলেন, এ কথা সত্য। ইহাদের সম্বন্ধে গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া এই পাঁচজন মহাপুরুষ ও তাঁহাদের শিষ্যেরা এ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিয়াছেন এরূপ সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই। ইহারা পূর্বে বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন ; শ্রীচৈতন্যের কৃপাপ্রাপ্তির পরও ব্রজের প্রেমধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নাই। অচ্যুত তাঁহার মতবাদ নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

কহিলি মুঁ শূন্যমন্ত্র যন্ত্র করণাস।

তপি মানে জয় জয় ফলে যে প্রকাশ ॥

দেখিলে যে শূন্যব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতি হোই ।
 ঘটে ঘটে বিজে এহি শূন্য কায়া গেহী ॥
 স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গাদি যেতে ।
 শূন্য কায়া শূন্য মন্ত্র বিজে ঘটে ঘটে ॥
 শূন্য কায়াকু যে নিরাকার যজ্ঞ সার ।
 ভলা দয়াকলে দীর্ঘ জনক সাদর ॥

—শূন্যসংহিতা, ১০ অধ্যায়

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে আমি পুরীর মুক্তিমণ্ডপ গ্রন্থাগারে “কৃষ্ণ-প্রেমরসচন্দ্রতত্ত্ব-ভক্ত-লহরী” বা “শ্রীচৈতন্য-সার্কভৌম-সংবাদ” নামক একখানি তন্ত্র-জাতীয় গ্রন্থের পুথি পাই। পুথিখানি একমুঠা হস্তপরিমিত তালপাতায় লেখা ; প্রতি পৃষ্ঠায় চার পঙ্ক্তি করিয়া লেখা আছে। ৮৫খানি পাতায় ও ১২টি প্রকরণে গ্রন্থখানি সমাপ্ত। ইহা উড়িয়া অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ; কিন্তু ইহার প্রতি শ্লোকে অসংখ্য ভুল। পুথিখানি কলিকাতায় লইয়া আমি ডা. দীনেশচন্দ্র সেন, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে দেখাই। তাঁহারা প্রত্যেকেই বলেন যে পুথির লেখা অন্ততঃ ২৫০ বৎসরের প্রাচীন। ইহা কোন বৌদ্ধ-গন্ধী শ্রীচৈতন্য-ভক্তের রচনা বলিয়া মনে হয়। ইহার প্রথম কয়েকটি শ্লোকেই শূন্যবাদের কথা আছে।^১

সার্কভৌম উবাচ—

ব্রহ্মশ্চ কিমরূপশ্চ ব্রহ্মো বা পরমোপর ।
 ব্রহ্মরূপ ন জানামিঃ কথয়স্বি মহাপ্রভো ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র উবাচ—

ব্রহ্মশ্চ সৰ্বদেবশ্চ কিট ব্রহ্ম-সমানাচঃ ।
 তথ্যদ্বিভেদরূপশ্চ স্মৃত্তত্ত্ব সার্কভৌমঃ ॥
 শূন্যব্রহ্ম যথা রবিঃ তদ্বং শ্রীততপ্রভু ।
 আত্মাদেহ সমানসঃ যুতহ্রাসং ভোবেদুরশ্চাপি ॥

১ এই পুথির শ্লোক উদ্ধার করিতে শাইয়া ভাষা-সংশোধনের কোন চেষ্টা করি নাই।

ঐ গ্রন্থের অষ্টম প্রকরণে সার্বভৌম বলিতেছেন—

চৈতন্য সৰ্বমঙ্গল্য চৈতন্য সৰ্বমঙ্গলং ।

চৈতন্য সৰ্বসুখদং চৈতন্য সৰ্বসিদ্ধয়ঃ ॥

এই পুথিখানির পাঠোদ্ধার করিতে পারিলে উৎকলে প্রচারিত শ্রীচৈতন্যের ধর্মমত-সম্বন্ধে কিছু তত্ত্ব পাওয়া যাইতে পারে ।

পঞ্চমখা প্রভৃতির মতের সহিত গোড়ীয় বৈষ্ণব মতের কোনই সাদৃশ্য নাই । কিন্তু তাই বলিয়া ঈহাদিগকে অবৈষ্ণব বলা যায় না । ইহারা শ্রীচৈতন্যকে বৃদ্ধদেবের অবতার বলিয়া পূজা করিয়াছেন (শূন্যসংহিতা, ১০ম ও ১১শ অধ্যায় ও নিরাকারদাসের কুমরসংহিতা, ২২শ অধ্যায়) ।

Chaitanya bhagavat of Ishwardas

ঈশ্বরদাসের চৈতন্যভাগবত

কটকে ঈশ্বরদাসের চৈতন্যভাগবতের দুইখানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে । আমি কটক কলেজের অধ্যাপক রায় সাহেব আর্ন্তবল্লভ মহাস্তি মহাশয়ের অনুগ্রহে “প্রাচী-সমিতি”র পুথিশালায় রক্ষিত পুথিখানি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি । ঈশ্বরদাসের পুথিতে (৬৫ অধ্যায়) দুইটি গুরুপ্রণালী দেওয়া আছে । কিন্তু উহাদের মধ্যে কোনটিই ঈশ্বরদাসের নিজের গুরুপ্রণালী কি না জানা যায় না । উহার একটিতে আছে—শ্রীচৈতন্য—ব্রজেশ্বর—গোপাল-গুরু—ধ্যানদাস—রথীদাস—শ্যামকিশোর—অনন্ত । শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ভক্ত গোপালগুরু হইতে পঞ্চম অধস্তন শিষ্য হইতেছেন অনন্ত । দ্বিতীয়টিতে আছে—মত্ত বলরাম—জগন্নাথদাস—বিপ্র বনমালী—কেলিকৃষ্ণদাস—পুরুষোত্তমদাস—কৃষ্ণবল্লভ—কাহ্নদাস । শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ভক্ত জগন্নাথদাস হইতে ষষ্ঠ অধস্তন শিষ্য কাহ্নদাস । প্রত্যেক গুরুর সময় ২৫ বৎসর করিয়া ধরিলে ও ঈশ্বরদাসকে কাহ্নদাসের শিষ্য ধরিলে তাঁহার চৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর ১৫০।১৭৫ বৎসর পরে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে লিখিত হয়, মনে করা যাইতে পারে । শ্রীমান্ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কোনরূপ কারণ না দেখাইয়া লিখিয়াছেন যে ঈশ্বরদাস ষোড়শ শতকের শেষ দিকের লোক (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৩, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৭৬)

শ্রীচৈতন্যের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা-সম্বন্ধে ঈশ্বরদাস যেরূপ অদ্ভুত

অদ্ভুত কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে তিনি ষোড়শ শতক অপেক্ষা
সপ্তদশ শতকের শেষের দিকের লোক বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

চৈতন্যভাগবতের শেষে ঈশ্বরদাস নিজের নিম্নলিখিত পরিচয় দিয়াছেন—

মাটী বংশে হেলি জাত	দয়ালু প্রভু জগন্নাথ
সুৰূপা মতে যহঁ কলে	এষে শাস্ত্র লেখনি বোইলে
শ্রীগুরুরূপেণ ভাবগ্রাহী	কহন্তি ত্রৈলোক্য গোসাই
তেতুটী ভরসা মোরে	সুজনে দোষ মোর না ধর
তুস্তচরণ রেণু মতে	দয়া করিব হৃদ গতে
মাগই দাস ঈশ্বর	উদ্ধরি ধর নিরাকার
মো ছার মোর দুঃখতি	মো ভক্তি রথ গিরিপতি ॥

“মাটী বংশে জাত” মানে পণ্ডিতবংশে বা গণককুলে জাত।

ঈশ্বরদাস বলেন যে গ্রন্থ-রচনার পর তিনি যখন পুরীতে যান তখন তথায়
শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহে লীন হওয়ার কথা আলোচিত হইতেছিল।

শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন	দেখন্তি সৰ্ব বিদুজ্জন
যে শাস্ত্র মুক্ত মণ্ডপেণ	শুনন্তি সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ
যেমন্ত সময়রে মুহিঁ	শ্রীপুরুষোত্তম গলই
বাসুদেব তীর্থ সন্ন্যাসী	আপে সরস্বতী প্রকাশি
তাক ছামুরে পুন গ্রন্থ	প্রকাশ কলে বৈষ্ণবন্ত

তীর্থ যে কহন্তি মধুর	বোলন্তি শুন হে ঈশ্বর
পূর্বে যে শাস্ত্র শুন নাই	য়েবে যে শাস্ত্র শুনিলই
ভক্তি যোগর যেহঁ কথা	চৈতন্যমঙ্গল বারতা
শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন	কাহঁ লেখিল এ বচন।

ঈশ্বরদাস শ্রীচৈতন্যকে সৰ্বত্র বুদ্ধ অবতাররূপে বন্দনা করিয়াছেন। আবার,
জগন্নাথই যে শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন সে কথাও বলিয়াছেন ; যথা—

ভক্তবৎসল জগন্নাথ	অব্যয় অনাদি অচ্যুত
মৰ্ত্যে মনুষ্য দেহ ধরি	অনাদি নাথ অবতারি
নদীয়া নগ্রে অবতার	পশুজন্মরূ কলে পার ॥—১ম অধ্যায়

ঈশ্বরদাস শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পরিকরগণ-সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্ত সংবাদ দিয়াছেন। তাঁহার সময়ে শ্রীচৈতন্যের জীবনী-সম্বন্ধে যে বিরূপ অন্ততমত উড়িয়ার এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহার দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থখানি হইতে পাওয়া যায়। নিম্নে ঈশ্বরদাস-বর্ণিত যে ঘটনাগুলির কথা লিখিতেছি তাহার সহিত শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত মুরারি গুপ্ত ও কবিকর্ণপুরের এবং নিত্যানন্দের প্রিয় শিষ্য বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার একেবারেই মিল নাই।

১। ঈশ্বরদাসের মতে জগন্নাথ মিশ্রের মধ্যম ভ্রাতার নাম নীলকণ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম আদিকন্দ। তাঁহার ভগিনীর নাম চন্দ্রকান্তি (দ্বিতীয় অধ্যায়)। চৈতন্যচরিতামৃতে জগন্নাথ মিশ্রের ছয় ভাইয়ের নাম কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্বেশ্বর, জনার্দন ও ত্রৈলোক্যনাথ (১।১৩।৫৪-৫৬)। গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাঁহার ভগিনীর নাম পাওয়া যায় না। জয়ানন্দ চন্দ্রকলা ও চন্দ্রমুখী নামে দুইজন নারীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

২। মুরারি গুপ্ত বলেন শচীর পিতার নাম নীলাধর চক্রবর্তী ; ঈশ্বরদাসের মতে গৌতম বিপ্র (দ্বিতীয় অধ্যায়)।

৩। মুরারি বলেন যে শচীদেবীর আটটি কন্যা মৃত হওয়ার পর বিশ্বরূপ জন্মগ্রহণ করেন, তৎপরে বিশ্বস্তর জন্মেন। ঈশ্বরদাসের মতে শচীর পাঁচ-পুত্র মৃত হওয়ার পর শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইলেন (দ্বিতীয় অধ্যায়)।

৪। ঈশ্বরদাস বলেন যে পুরন্দর মিশ্রের ভগিনী চন্দ্রকান্তির সহিত হারু মিশ্রের বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলে নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন (১৭ অ.) ; অর্থাৎ চৈতন্য ও নিত্যানন্দ মামাতো-পিসতুতো ভাই। কিন্তু হাড়াই ওঝা ছিলেন রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, আর জগন্নাথ মিশ্র পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ। এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে আদান-প্রদান চলিত না।

৫। ঈশ্বরদাসের মতে নিত্যানন্দের স্বস্তুরের নাম অনন্ত চক্রবর্তী ও শান্তুড়ীর নাম জম্বুবতী (৫৫ অ.)। গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাওয়া যায় যে বসুধা ও জাহ্নবী সূর্য্যদাস সারথেলের কন্যা।

তত্ত্বনির্ণয়-বিষয়ে ঈশ্বরদাসের মতের সহিত স্বরূপ দামোদর তথা কবিকর্ণপুরের মতের পার্থক্য স্পষ্ট। অদ্বৈত শিবের অবতার বলিয়া গোড়ীয়

সাহিত্যে নিরুপিত হইয়াছেন। ঈশ্বরদাস তাঁহাকে রাধার অবতার বলিয়াছেন ; যথা—গোলোকে কৃষ্ণ রাধিকাকে বলিতেছেন—

এমন্তে কহিণ গোঁসাই	নিত্যকে বলে ভাবগ্রাহী
রাধিকা দেখি হস হস	অধর চুসে পীতবাস
বৈলে শুন প্রিয়বতী	জন্ম হৈবো আশ্তে ক্ষিতি
তুষ্ট হৈবে অবতার	অদ্বৈতরূপে মগ্নহার
আম্বুয়া নগ্রে গোপ্যথিব	মো জন্ম শুনিলে আখিব ॥

—দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্যামানন্দ অধিকা-কালনার হৃদয়-চৈতন্যের শিষ্য বলিয়া উড়িয়া বৈষ্ণবদের নিকট অধিকা নামটি সুপরিচিত হইয়াছিল। তাই অদ্বৈতকেও অধিকার অধিবাসী বলা হইয়াছে।

৬। ঈশ্বরদাসের মতে শ্রীচৈতন্য পুরীতে পৌছিয়া নিম্নলিখিত ভক্তদের সঙ্গে জগন্নাথ-মন্দিরে গিয়াছিলেন :

চৈতন্য নিত্যানন্দ ঘেনি	আদিত্য হরিদাস ঘেনি
উদ দত্ত যে শ্রীনিবাস	অভিরাম শঙ্কর ঘোষ
সুন্দরানন্দ রামেশ্বর	পুরুষোত্তম বিশ্বেশ্বর
গৌরাঙ্গদাস যে পণ্ডিত	মুরারিদাস যে অচ্যুত
বক্রেশ্বর যে বৃন্দাবন	বাহুদাস বংশীবদন
গদিদাস রাঘো পণ্ডিত	সার্কভৌম যে সঙ্গত
বলরামদাস গোপাল	রামানন্দ যে সঙ্গমেল
রূপসনাতন যে ডুই	সঙ্গেতে জগাই মাধাই
গহনে দীন কৃষ্ণদাস	নাগর পুরুষোত্তম পাশ
সঙ্গেতে সীতা ঠাকুরাণী	জঙ্গলি নন্দিনী এ বেণী
আদিত্য পত্নীর গহন	তিন শ স্ত্রী বৃন্দগণ
উত্তম নানক সেবক	এ আদি গহনর লোক
সঙ্গেতে বলরামদাস	যশোবন্ত অচ্যুতদাস
অনন্তদাস সঙ্গতর	চারি শাখাধ ধরি কর

এমন্তে চৈতন্য গোসাই
ঐ লে প্রদক্ষিণ করে

ক্ষেত্র ডাহান বর্ত্ত হই
সিংহ মুরলী নাদকূরে ॥

— ৪৭ অধ্যায়

উল্লিখিত ভক্তগণের মধ্যে আদিত্য = অদ্বৈত ; উদ দত্ত = উদ্ধারণ দত্ত ;
বাসুদাস = বাসুদেব ; গদিদাস = গদাধরদাস ; রামানন্দ = রামানন্দ বসু ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীজীবের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন ; সুতরাং
রূপসনাতন-সম্বন্ধে তাঁহার কথা ঈশ্বরদাসের বর্ণনা অপেক্ষা অধিক প্রামাণিক ।
কবিরাজ গোস্বামীর মতে রূপসনাতনের সহিত শ্রীচৈতন্যের প্রথম সাক্ষাৎকার
ঘটে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষে । ঈশ্বরদাস-কর্তৃক উল্লিখিত রামেশ্বর,
দীন কৃষ্ণদাস ও নানকের সেবক উত্তত্তের নাম গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে
পাওয়া যায় না । নানকের একজন সেবক শ্রীচৈতন্যের অন্তগত হইয়াছিলেন,
এ সংবাদ একেবারে নূতন ।

এইরূপ আরও কয়েকটি নূতন সংবাদ ঈশ্বরদাস দিয়াছেন ।

(ক) ঈশ্বরদাসের মতে নানক শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইয়াছিলেন ; যথা—

শ্রীনিবাস যে বিশ্বস্তর
নানক সারঙ্গ এ দুই
জগাই মাধাই একত্র

কীর্তন মধ্যে বিহার
রূপ সনাতন দুই ভাই
কীর্তন করন্তি এ নৃত্য ॥

— ৬১ অধ্যায়

অন্যত্র—

নাগর পুরুষোত্তম দাস
নানক সহিতে গহন
সঙ্গেত মত্ত বলরাম

জঙ্গলী নন্দিনী তা পাশ
গোপাল গুরু সঙ্গ তেন
বিহার নীলগিরি ধাম ॥

— ৬৪ অধ্যায়

নানকের জীবনকাল ১৪৬৯ হইতে ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত । সুতরাং তিনি
শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক । নানকের সহিত শ্রীচৈতন্যের দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া
খুবই সম্ভব । কিন্তু সে সম্বন্ধে শিখদের ও গোড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে কোন
প্রবাদ প্রচলিত নাই । এ ক্ষেত্রে ঈশ্বরদাসের বর্ণনা কত দূর সত্য বলা
কঠিন ।

(খ) শ্রীচৈতন্যের সাতখানি জীবনীতে ও বৈষ্ণব-বন্দনাতে কেশব ভারতীর গুরুর নাম পাওয়া যায় না। ঈশ্বরদাসের মতে—

নারদ শিষ্য মাধবানন্দ	সন্ন্যাসী পথে উচে চন্দ্র
তা শিষ্য বাসব ভারতী	হরিশরণ দীক্ষা পেয়তি
পুরুষোত্তম তাক্ষশিষ্য	ভারতী নামব বিশ্বাস
শ্রীমন্ত আচার্য্য ব্রাহ্মণ	পণ্ডিতগণে বিচক্ষণ
সন্ন্যাস দীক্ষা সে থেমন্তি	কেশব নাম সে বহন্তি
নাম তা কেশব ভারতী	নন্দনবনে তাক্ষ স্থিতি
নবদ্বীপরে শ্রীচৈতন্য	আপে প্রত্যক্ষ ভগবান ॥

—৬৫ অধ্যায়

অসমীয়া ভাষায় লিখিত কৃষ্ণ ভারতীর সন্তুর্নির্গয় গ্রন্থে কেশব ভারতীর গুরুপ্রণালী নিম্নলিখিত রূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

শঙ্করাচার্য্য—সদানন্দাচার্য্য—শ্রীশুক্ৰাচার্য্য—পরমাত্মাচার্য্য—চতুর্ভুজ-ভারতী—(অতঃপর সকলের ভারতী উপাধি) লক্ষ্মণ—কমলোচন—বিজ্ঞ—রসিক—উদ্ধান—শিবানন্দ—বিশ্ব—ভারতানন্দ—চকোরানন্দ—কাঞ্চনানন্দ—বালারাম—সুত্রানন্দ—লোকানন্দ—সবানন্দ—কেশবানন্দ—শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ।

দুইটি গুরুপ্রণালীর মধ্যে মিল নাই। আমার মনে হয় উভয় প্রণালীই কাল্পনিক।

(গ) বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য যখন পুরীতে প্রথম বার গমন করেন, তখন প্রতাপরুদ্র উৎকলে ছিলেন না ; যথা—

যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয়া নগরে।

অতএব প্রভু না দেখিলেন সেইবারে ॥—চৈ. ভা., ৩৩৪১২

কিন্তু ঈশ্বরদাসের বর্ণনা পাঠ করিয়া মনে হয় যে সেই সময় প্রতাপরুদ্র কটকে ছিলেন ও শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিতে আসেন ; যথা—

এমন্তে সময়ে রাজন

কটকে বিজে করি থিলে

প্রতাপরুদ্র দেবরাজ

চৈতন্য বিজয় গুনিলে

সৈন্ত সাজিলে নৃপরাণ

প্রবেশে নীলাদ্রি ভুবন

প্রবেশ আসি সিংহদ্বার

দর্শন চৈতন্যঠাকুর

সন্ন্যাসবেশ বনমালী

দেখি চরণে রঙথালি

চৈতন্য আগে ভগবান

রাজাকু কোড় সন্তাষণ

নয়তা হই নৃপসাঁই

চৈতন্য ছামুরে জনাই ॥

—৪৭ অধ্যায়

ঈশ্বরদাসের মতে প্রতাপরুদ্র জগন্নাথ দেবের আজ্ঞা পাইয়া সঙ্গীক শ্রীচৈতন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন ।

শুনিল চৈতন্য গৌসাঁই

নৃপতি কর্ণে দীক্ষা কহি

কর্ণেন মহামন্ত্র দেলে

সমস্ত হরষ হইলে ॥—৪৯ অধ্যায়

ঈশ্বরদাসের বইয়ের ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী বলিয়া মনে হয় না । কিন্তু উড়িয়া ভক্তের লেখা শ্রীচৈতন্যের জীবনীর বড়ই অভাব । সেই হিসাবে এখানি প্রকাশ করা কর্তব্য ।

Jagannathcharitamrita of Dibakardas

দিবাকরদাসের “জগন্নাথচরিতামৃত”

“জগন্নাথচরিতামৃতের” প্রথম সাত অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধে কিছু বিবরণ আছে । শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মহাশয় বলেন যে দিবাকর জগন্নাথদাসের শিষ্য (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪১) । কিন্তু উক্ত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে দিবাকর নিম্নলিখিতভাবে নিজের গুরুপ্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন :

শ্রীচৈতন্য—গৌরীদাস—হৃদয়ানন্দ—বলরাম—জগন্নাথ—বনমালী—কেলিকৃষ্ণ—নবীনকিশোর—দিবাকর । ঈশ্বরদাস-প্রদত্ত গুরুপ্রণালীতে জগন্নাথদাস—বিপ্রবনমালী ও কেলিকৃষ্ণদাসের নাম আছে । দিবাকর কেলিকৃষ্ণের শিষ্যের শিষ্য ; আর ঈশ্বরদাসের গুরু (?) কাহ্নুদাস কেলিকৃষ্ণের শিষ্য পুরুষোত্তমদাসের শিষ্যের শিষ্য । এ হিসাবে দিবাকর ঈশ্বরদাস অপেক্ষা দুই পুরুষ পূর্বের লোক । দিবাকর শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক জগন্নাথদাস হইতে চার পুরুষ দূরে । সুতরাং তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে ।

দিবাকর বলেন শ্রীচৈতন্য জগন্নাথদাসের সেবায় তুষ্ট হইয়া তাঁহার মাথায় নিজের উত্তরীয় বাধিয়া দিয়াছিলেন ; যথা—

আপন শ্রীঅঙ্গ পাছোড়ি শ্রীকর খেলি আছ কাড়ি
দাসক শিরে বান্ধি দেখে “অতি বড়” বোলি বোইলে
অতি বড় কথা কহিল তেহু “অতি বড়” হোইল ॥

—তৃতীয় অধ্যায়

“জগন্নাথচরিতামৃতের” চতুর্থ অধ্যায়ে দেখা যায় যে শ্রীচৈতন্য সার্কভৌমকে জগন্নাথ-প্রসাদের মাহাত্ম্য বলিতেছেন ও মন্ত্র উপদেশ দিতেছেন। সপ্তম অধ্যায়ে আছে যে শ্রীচৈতন্য দিনে চারবার করিয়া জগন্নাথ-দর্শন করিতেন ও দ্বাদশবার দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন।

জগন্নাথদাসের সম্প্রদায়কে “অতিবড়ী” সম্প্রদায় বলে। “অতিবড়” শব্দটি তাঁহার ভক্তেরা অত্যন্ত মহৎ অর্থে ব্যবহার করেন। কিন্তু পুরীৰ উড়িয়া মঠের মহাস্ত আমাকে বলেন যে জগন্নাথদাস স্ত্রীবেশ গ্রহণ করিয়া প্রতাপরুদ্রের অমূৰ্খ্যাম্পশ্য রাণীদিগকে দীক্ষা দেন ; এই কপটবেশ গ্রহণ করার জন্য শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে ত্যাগ করেন। বাঁঝাপিঠা মঠের মহাস্ত বলেন প্রতাপরুদ্রের অন্তঃ-পুরে জগন্নাথদাস স্ত্রীবেশ গ্রহণ করিয়া ভাগবত পাঠ করিতেন। রাজার লোকেরা তাঁহাকে সন্দেহ করিয়া পরীক্ষা করিতে আসিলে তিনি স্ত্রীরূপ প্রকট করেন। বৈষ্ণবগণের নারীভাবে ভজন গ্রহণ কথা। জগন্নাথদাস সেই নারীভাবের রহস্য প্রকাশ করিয়া দেওয়ায় শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে “অতিবড়” আখ্যা দিয়া ত্যাগ করেন।

দিবাকরদাস বলেন যে গোড়ীয় ভক্তগণ জগন্নাথদাসের প্রতি ঈর্ষ্যাবশতঃ পুরী ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান। গোড়ীয় ভক্তদের ঐকান্তিক সেবা সত্ত্বেও প্রভু তাঁহাদিগকে “অতিবড়” বলিলেন না, কিন্তু জগন্নাথদাসকে ঐ প্রকার আখ্যা দিলেন, ইহা তাঁহারা সহ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যকে উড়িয়াদের প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই যখন তাহাতে কৃতকার্য হইলেন না, তখন পুরী ত্যাগ করিলেন। দিবাকরের মতে গোড়ীয় ভক্তেরা বলিতেছেন—

পুরুষোত্তম যেবে থিবা এহি ভাষা সিনা শুনিবা ॥
ওড়িয়া সঙ্গ ছড়াইবা গউড়দেশে চালি যিবা ॥

বোইলে চৈতন্যকু চাহি	“যতি এক রাজ্যে ন রহি ॥
গয়া গঙ্গাসাগর স্নান	করহে তীর্থ পর্যটন ॥”
এ বাক্য শুনি শ্রীচৈতন্য	সেক্ষেপে কহিলে বচন ॥
“মোহর মন বুদ্ধি ভাবে	শরণ জগন্নাথ ঠাবে ॥
জীয়ই অবা মরই	জগন্নাথ মো অন্ম নাহি ॥”

গৌড়ীয়া ভক্তদের সহিত উড়িয়া ভক্তদের যে বিরোধ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দিবাকর দাস জগন্নাথদাসের মাহাত্ম্য ঘোষণার জন্য যে উপাখ্যান লিখিয়াছেন তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; কেন-না শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণ কখনই এরূপ নীচ ছিলেন না যে একজনের প্রাণাত্ম দেখিয়া তাঁহারা ঈর্ষান্বিত হইবেন।

যাহা হউক, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে যে-সব ভক্ত ব্রজের ভজন-প্রণালী গ্রহণ করেন নাই সেই-সব উড়িয়া ভক্তের কথা লিখিত হয় নাই। এইরূপ সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির ফলে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম-প্রচারের বিবরণ অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

Gourkrishnodaya Kavyam

গৌরকৃষ্ণোদয় কাব্যম্

৪২৭ চৈতন্যকে বিমলাপ্রসাদ সিন্ধাস্তসরস্বতী মহোদয় শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয় নামে একখানি সংস্কৃত কাব্য প্রকাশ করেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় জানাইয়াছেন যে গৌরশ্যাম মহাস্তি মহাশয় নয়গড় রাজ্য হইতে ঐ গ্রন্থের পুথি সংগ্রহ করিয়া আনেন। আমি পুরীর উড়িয়া মঠে উহার আর একখানি পুথি পাই। উভয় পুথিতে প্রদত্ত পুষ্পিকা হইতে জানা যায় যে গ্রন্থখানি ১৬৮০ শকে আশ্বিন মাসে কৃষ্ণাভূতীয়া তিথিতে রচিত হয়। লেখকের নাম গোবিন্দ দেব। সম্ভবতঃ তিনি উৎকল দেশীয় ও বক্রেশ্বর পণ্ডিতের পরিবারভূক্ত।

“গৌরকৃষ্ণোদয়” কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অবলম্বন করিয়া লিখিত। চরিতামৃতে যে ঘটনা যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, গোবিন্দ দেবও দুই-এক স্থান ছাড়া সর্বত্র সেই ঘটনা সেই ভাবে লিখিয়াছেন। তবে চরিতামৃতের বিচারাংশ তিনি বাদ দিয়াছেন। গ্রন্থের শেষে তিনি ইঙ্গিতে চরিতামৃতের নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছেন; যথা—

শ্রীগৌরচন্দ্রচরিতামৃতসারসিদ্ধোঃ

সংদুহ কিঞ্চিদিহ মে হৃদি বিন্দুমাত্রম্ ।

যদ্বর্ণিতং লঘুতয়া সহসাহসন্তঃ

সন্তোহি সন্ত শরণং ত্বিতরেণ তত্র ॥—১৮।৬৩

বিশ্বস্তর জন্মগ্রহণ করিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত মাতৃস্তন্য পান করেন নাই ; পরে অদ্বৈত আচার্য্য আসিয়া শচীদেবীকে দীক্ষা দিলে তিনি স্তন্য পান করিলেন এরূপ কোন কথা চরিতামৃতে নাই । কিন্তু গোবিন্দ দেব এই ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন ।

তিনি অষ্টম সর্গে লিখিয়াছেন যে গোপীনাথ আচার্য্য সার্কভৌমের নিকট বলিতেছেন যে শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার প্রমাণ বায়ুপুরাণে আছে (৮।২৩) । ঝাঁকৌপুর পার্টিনা হইতে ৪ মাইল দূরবর্তী গাইঘাট নামক স্থানে শ্রীচৈতন্যের একটি প্রাচীন মন্দির আছে । ঐ মন্দিরে রক্ষিত বহুসংখ্যক পুথির মধ্যে একখানির নাম “বায়ুপুরাণোক্তম্ শ্রীচৈতন্যাবতারনিকূপণম্ সটীকম্ ।” ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই কোন কোন বৈষ্ণব শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা-বিষয়ক শ্লোক রচনা করিয়া পুরাণের মধ্যে ঢুকাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ।

শ্রীচৈতন্য পুরীতে বিশ বৎসরকাল থাকিয়া অসংখ্য ব্যক্তিকে রূপা করিয়াছিলেন । অথচ গোবিন্দ দেব উড়িয়া হইয়াও শ্রীচৈতন্যের উড়িয়া ভক্তদের সম্বন্ধে চরিতামৃতে প্রদত্ত বিবরণ ছাড়া অণু কিছুই বলিলেন না, ইহা বিস্ময়জনক ব্যাপার ।

উড়িয়া ভক্তের লেখা শ্রীচৈতন্যের জীবনী-বিষয়ে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির নাম ও মতান পাইয়াছি ; কিন্তু এগুলি সংগ্রহ করিতে পারি নাই ।
 (১) কানাই খুঁটিয়ার “মহাপ্রকাশ” । কানাই খুঁটিয়া শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন ; তাঁহার লেখা বই ঐতিহাসিকের নিকট অত্যন্ত মূল্যবান । কিন্তু গ্রন্থখানি কোন আমেরিকান ভ্রমণকারী কিনিয়া লইয়া গিয়াছেন শুনিলাম । স্বরঙ্গীর রাজার গ্রন্থাগারে উড়িয়া ভাষায় লেখা (২) চৈতন্য-চন্দ্রোদয়, (৩) চৈতন্য-চন্দ্রোদয়কৌমুদী, (৪) চৈতন্যভাগবত, (৫) চৈতন্য-সম্প্রদায়, (৬) চৈতন্যপূজামঙ্গল, (৭) ভক্তিচন্দ্রোদয়, (৮) স্বপ্নদাসকৃত বৈষ্ণব-সারোদ্ধার, (৯) গোবিন্দ ভট্টকৃত চৈতন্যবলী, (১০) চৈতন্য মহাপ্রভুঙ্ক বুলনছন্দ,

(১১) সরঙ্গী শ্রীরাধাকান্ত মহাপ্রভুঙ্ক মহিমাগর নামক গ্রন্থগুলির পুথি আছে। (১২) সদানন্দ “মোহনকল্পলতা”-নামক পুথির শেষে লিখিয়াছেন যে, তিনি “ব্রজাণ্ডমঙ্গল”-নামক গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। অনিয়াছি শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মহাশয় “ব্রজাণ্ডমঙ্গলের” পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধীয় আরও অনেক পুথি উড়িষ্যায় পাওয়া যাইতে পারে। এক জনের চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে এই কার্য সম্পন্ন হওয়া কঠিন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

Sri Chaitanya and his devotees in the books written in Assam

অসমীয়াগ্ৰন্থে শ্ৰীচৈতন্য ও তাঁহার পরিকরগণের কথা

Sri Chaitanya vs Sri Shankardev of Assam

আমাদের মহাপুরুষ শঙ্করদেব শ্ৰীচৈতন্যের প্রায় সমসাময়িক। শঙ্করদেবের ধৰ্মমতের সহিত গোড়ীয় বৈষ্ণব-ধৰ্মের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় সম্প্রদায়েই শ্ৰীমদ্ভাগবতের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও নবধা ভক্তির সাধন দেখা যায়। শঙ্করদেব ও শ্ৰীচৈতন্য উভয়েই কীর্তনের দ্বারা ধৰ্মপ্রচার করেন, উভয়েই শ্ৰীকৃষ্ণকে একমাত্র উপাশ্ৰুৰূপে স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু শ্ৰীচৈতন্য শ্ৰীকৃষ্ণকে মধুর রসে উপাসনা করিয়াছেন, আর শঙ্করদেব দাস্তভক্তির মহিমা প্রচার করিয়াছেন। শ্ৰীচৈতন্য হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি ষোড়শ নাম ও শঙ্করদেব চার নাম গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন।

Relationship between Shankardev and Advaita prabhu

শঙ্করদেবের সহিত অদ্বৈত প্রভুর সম্বন্ধ

অসমীয়া শঙ্করদেবের নাম স্পষ্টভাবে কোন গোড়ীয়-বৈষ্ণব-গ্ৰন্থে উল্লিখিত হয় নাই। ভক্তিরত্নাকরে এক শঙ্করের কথা আছে ; যথা—

অদ্বৈতাচার্যের শাখা শঙ্কর নামেতে ।

জ্ঞানপক্ষে তাঁর নিষ্ঠা হৈল ভাল মতে ॥

অদ্বৈত শঙ্কর প্রতি কহে বারে বারে ।

মনোরথ সিদ্ধি মুই কৈলু এ প্রকারে ॥

ছাড় ছাড় ওরে রে পাগল নষ্ট হৈলা ।

তেহো না ছাড়ে তারে অদ্বৈত ত্যাগ কৈলা ॥

মহাবহিমুখ বীজ করিল রোপণ ।

ক্রমে বুদ্ধি হইব জানিল বিজ্ঞগণ ॥—দ্বাদশ তরঙ্গ, পৃ. ৮৪৫

এখানে শঙ্করকে জ্ঞাননিষ্ঠ বলা হইয়াছে। অসমীয়া শঙ্করদেবও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি প্রচার করিয়াছেন। তিনি “কীর্তনঘোষা”র প্রথমেই লিখিয়াছেন—

প্রথমে প্রণমো ব্রহ্মরূপী সনাতন ।

সর্ব অবতারর কারণ নারায়ণ ॥

শঙ্কর যে জ্ঞাননিষ্ঠ ধীর গম্ভীর ভক্ত ছিলেন তাহা লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া মহাশয়ও তাঁহার “শঙ্করদেব” গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন (অষ্টাদশ অধ্যায়)। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে অদ্বৈতশাখা-নির্ণয়ে শঙ্করদেবের নাম নাই। তাহার দ্বারা বিশেষ কিছু প্রমাণিত হয় না ; কেন-না শঙ্কর যদি অদ্বৈত-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার নাম কৃষ্ণদাস কবিরাজ উল্লেখ করিবেন না।

কাল-বিচার করিলে দেখা যাইবে যে অদ্বৈত ও শঙ্কর উভয়ে সমসাময়িক এবং দুই জনই আসামের লোক। শঙ্করদেবের তিরোভাবের তারিখ দৈত্যারি ঠাকুরের মতে ১৪২০ শক। রামচরণ ঠাকুর বলেন—

ভাদ্র মাহত শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি ভৈলা।

সেহি দিনা গুরু নব নাটক এড়িলা ॥

—শঙ্করচরিত, ৭ম খণ্ড, ৩৮৩৪ পয়ার

তাহা হইলে ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্করদেবের তিরোধান হইয়াছিল জানা গেল। গেট সাহেব প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া আসামের ইতিহাসে লিখিয়াছেন—

“He is said to have been born in 1449 and to have died in 1569. The latter date is probably correct, so the former must be about thirty or forty years too early.”

“আসাম বান্ধব” পত্রিকাতে (১৩১৮ বৈশাখ, কাব্যবিনোদ) ও “শঙ্করদেব” গ্রন্থে বেজবরুয়া কেন যে ১৪২০ শক ভাদ্র মাসকে ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দ না বলিয়া ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দ ধরিয়াছেন তাহা বুঝা গেল না।

শঙ্করের আবির্ভাবের তারিখ লইয়া তিনটি বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া মহাশয় বরদোবায় প্রাপ্ত গণ্ডে-লেখা “গুরুচরিত্রে” ১৩৭১ শক, ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দ শঙ্করের জন্ম-তারিখ বলিয়া উল্লেখ পাইয়াছেন।^১ “আসাম বান্ধব” পত্রিকার পূর্বোক্ত সংখ্যায় রামচরণ ঠাকুরের “শঙ্করচরিত” হইতে শঙ্করের জীবনকাল-সন্ধক্ষে নিম্নলিখিত বাক্য ধৃত হইয়াছে—“তের বরষ মন্দ

১ বেজবরুয়া গুরুচরিত্র-সন্ধক্ষে লিখিয়াছেন, “এই পুণ্ডিখন শঙ্কর দেবর আদিস্থান বরদোবা সত্রত অতি যত্নেরে রক্ষিত ; তাহা লিখা আন কোনো কোনো বিষয়ত সন্দেহ করিলেও জন্ম তারিখটোত ন করাই উচিত ; কারণ বরদোবাই হৈঁওর জন্মস্থান” (প. ১৮৪ “শঙ্করদেব”)। কিন্তু তিনি নিজেই ঐ পুণ্ডিতে উল্লিখিত অষ্টাষ্ট সময়-নির্ণয় মানিয়া লয়েন নাই (ঐ, প. ২১৬-১৭)।

আয়ু ভৈলা ছয় কুৰি।” ইহাৰ অৰ্থ কৰা হইয়াছে এই $১২০ - ১৩ = ১০৭$ বৎসৰ। অৰ্থাৎ ১৫৬৮ খ্রী. অ. মৃত্যুৰ তাৰিখ। ১০৭ বৎসৰ জীৱন-কাল; সুতৰাং ১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম। উদ্ধৃত বাক্যটি কিন্তু হালিৰাম মহন্ত-কৰ্তৃক প্রকাশিত গ্ৰন্থে নিম্নলিখিত ৰূপে পাওয়া যায়—

ডেৱ বছৰৰ মন্দ আৰু ছই কুৰি।

তেবে চলি গৈলা গুৰু নৱদেহা এৰি ॥

—ৰামচৰণ ঠাকুৰ কৃত শঙ্কৰচৰিত, ৩৮৩৫ পয়াৰ

যদি ‘ত’ স্থানে ‘ড’ পাঠই ঠিক হয়, তাহা হইলে শঙ্কৰেৰ জন্ম ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দেই হয়।

অনিৰুদ্ধ ‘শঙ্কৰচৰিত’ পুথিতে লিখিয়াছেন যে শঙ্কৰ “বান বায়ু নয়ন চন্দ্রমা শক চাৰি”, অৰ্থাৎ ১৩৮৫ শকে, ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন ও ১০৫ বৎসৰ জীবিত ছিলেন। বেজবৰুয়া মহাশয় বলেন যে যে হেতু অনিৰুদ্ধেৰ বই ১৬৭৪ শক, ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে ৰচিত সেই হেতু ইহাৰ প্রামাণিকতা ৰামচৰণেৰ গ্ৰন্থ অপেক্ষা কম। আমাৰ মনে হয় যে “গুৰুচৰিত্ৰ” পুথিৰ অনেক কথাই যখন প্রামাণিক নহে এবং ৰামচৰণেৰ গ্ৰন্থে যখন স্পষ্টতঃ জন্ম-শকেৰ উল্লেখ নাই ও তাহাৰ পাঠ লইয়া মতভেদ আছে, তখন অনিৰুদ্ধেৰ দেওয়া ১৩৮৫ শক বা ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দ শঙ্কৰেৰ জন্ম-সময় ধৰাই অধিকতৰ সঙ্গত। ১০৫ বৎসৰ জীৱন যতটা যুক্তিযুক্ত ১১৯ বৎসৰ জীৱন ততটা নহে। বিশেষতঃ পৰে দেখা যাইবে যে আমাৰে প্রচলিত প্রবাদ-অনুসাৰে শঙ্কৰদেব যখন দ্বিতীয় বাৰ তীৰ্থভ্ৰমণ-উপলক্ষে পুৰীতে ছিলেন তখন শ্রীচৈতন্যেৰ তিরোভাব হয় (১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ)। শঙ্কৰেৰ জন্ম যদি ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে হয়, তাহা হইলে ঐ সময়ে তাঁহাৰ বয়স ৮৪ বৎসৰ হয়। ঐ বয়সে যে তিনি তীৰ্থভ্ৰমণে বাহিৰ হইয়াছিলেন তাহা বিশ্বাস কৰা কঠিন। অনিৰুদ্ধেৰ কথা মানিয়া লইলে তখন তাঁহাৰ বয়স হয় ৭০ বৎসৰ।

অদ্বৈত শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। বিশ্বস্তৰেৰ বয়স যখন তেইশ বৎসৰ তখন তিনি অদ্বৈতকে জ্ঞানবাদ-প্রচাৰেৰ জন্তু দণ্ড দিতে শাস্তিপুৰে গমন কৰেন। বৃন্দাবনদাসেৰ মতে সেই সময়ে অদ্বৈতপত্নী সীতা বলিয়াছেন—

বুঢ়া বিপ্র বুঢ়া বিপ্র ৰাথ ৰাথ প্রাণ।

কাহাৰ শিক্ষায় এত কৰ অপমান ॥—চৈ. ভা., ২।১৯।২৯৭.

শঙ্কর যদি ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মেন ও শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা ২৩ বৎসরের বড় হয়েন, তাহা হইলে উক্ত ঘটনার সময় শঙ্করের বয়স ৪৬ বৎসর হয়। তখন অদ্বৈতের বয়স ৪৬ অপেক্ষা বেশী ছিল, তাহা না হইলে সীতাদেবী অদ্বৈতকে বুঢ়া বিপ্র বলিতেন না। ইহা হইতে অনুমান হয় যে অদ্বৈত শঙ্কর অপেক্ষা বয়সে বড়। বেজবক্সা মহাশয় অনেক যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে শঙ্কর ৩২ বৎসর বয়সের পূর্বে তীর্থভ্রমণে বাহির হয়েন নাই। শঙ্কর প্রথমবারে দ্বাদশ বৎসর তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। তাহা হইলে, শঙ্করের জন্ম ১৪৬৩ খ্রী. অ.+৩২ বৎসর বয়সে তীর্থভ্রমণ আরম্ভ+১২ বৎসর ভ্রমণ= ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে বা তাহার কাছাকাছি সময়ে অদ্বৈতের সহিত শঙ্করের সাক্ষাৎকার হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশ আরম্ভ ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে।

উমেশচন্দ্র দে মহাশয় লিখিয়াছেন যে কল্যার বিবাহ ও পত্নীর মৃত্যুর পর শঙ্কর ৪৯ বৎসর বয়সে তীর্থভ্রমণে বাহির হয়েন এবং বার বৎসর ভ্রমণান্তে অদ্বৈতের নিকট উপস্থিত হয়েন। তিনি অদ্বৈতের নিকট ভাগবত পাঠ করেন। দে মহাশয়ের মতে ১৪৩০ শকে বা ১৫০৮-১২ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্করের সহিত অদ্বৈতের মিলন হয়।

এই-সব যুক্তি-বলে আমি আপাততঃ সিদ্ধান্ত করিতে চাই যে অদ্বৈতের নিকট শঙ্করের জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্তির উপদেশ পাওয়ার কাহিনী ভিত্তিহীন না হওয়াই সম্ভব। অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হওয়ার পর শঙ্করকে মাধুর্য্য-রসে আনয়নের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহাতে সফল হয়েন নাই। সেইজন্ত অদ্বৈত-শাখায় শঙ্করের নাম পাওয়া যায় না। বেজবক্সা মহাশয় যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শঙ্করের উপর শ্রীচৈতন্যের কোন প্রভাব পড়ে নাই, তাহার সহিত আমার সিদ্ধান্তের কোন বিরোধ নাই।

Assamite Books in which narrations on Sri Chaitanya is found

শ্রীচৈতন্যের কথা আছে এমন অসমীয়া গ্রন্থের কালনির্ণয়

যেমন বাঙালা ভাষায় শ্রীচৈতন্যকে লইয়া তেমনি অসমীয়া ভাষায় শঙ্করদেবকে লইয়া অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। শঙ্করের শিষ্যদের মধ্যে মাধব ও দামোদর প্রধান ছিলেন। কায়স্থ মাধবদেবের অনুগত দল মহাপুরুষীয়া ও ব্রাহ্মণ দামোদরের শিষ্যেরা বামুনীয়া বা দামোদরীয়া সম্প্রদায় নামে পরিচিত। মহাপুরুষীয়াগণ শ্রীচৈতন্যকে মানেন না। শঙ্কর ও মাধব-রচিত ধর্মগ্রন্থে, কীর্তনে ও ঘোষায় শ্রীচৈতন্যের নামগন্ধও নাই। কিন্তু

দামোদৰীয়াগণ চৈতন্যকে অবতাব বুলিয়া স্বীকাৰ কৰেন (বঙ্গপুৰ সাহিত্য-পৰিষৎ-পত্ৰিকা—১৩১৮ সাল, প্ৰথম সংখ্যা, পৃ. ৪) ।

ৰামচৰণ, দৈত্য্যি ঠাকুৰ ও ভূষণ দ্বিজকবি মহাপুৰুষীয়া-সম্প্ৰদায়ৰ অমুগত লেখক । ৰামচৰণ ঠাকুৰ মাধব দেবৰ ভাগিনেয় (বঙ্গীয় সাহিত্য-পৰিষৎ-পত্ৰিকা, ১৩২৭/৩, পৃ. ৭৬) । উমেশচন্দ্ৰ দে বলেন শঙ্কৰেৰ শিষ্য গয়াপানি বা ৰামদাস । ৰামদাসেৰ পুত্ৰ ৰামচৰণ ও ৰামচৰণেৰ পুত্ৰ দৈত্য্যি ঠাকুৰ । হলিৰাম মহান্ ৰামচৰণেৰ “শঙ্কৰচৰিত্তেৰ” ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে ৰামচৰণ ঠাকুৰ “মাধব দেব পুৰুষৰ ভাগিন আৰু ৰামদাস আতৈৰ পুত্ৰ । এওঁ শ্রীশ্রীশঙ্কৰদেবতকৈ প্ৰায় ৪০ বছৰ মানে সৰু । এনে স্থলত প্ৰায় সম-সাময়িক বুলিলেও অত্যাক্তি কৰা ন হব ।” দৈত্য্যি ঠাকুৰ উক্ত ৰামচৰণেৰ পুত্ৰ । তিনি মাধবেৰ শিষ্য গোবিন্দ আতৈ ও পিতা ৰামচৰণেৰ নিকট হইতে উপাদান সংগ্ৰহ কৰিয়া শঙ্কৰচৰিত লিখিয়াছেন ।

ভূষণ দ্বিজকবি একখানি শঙ্কৰচৰিত লিখিয়াছেন । তিনি নিজেৰ পৰিচয়ে বুলিয়াছেন যে শঙ্কৰেৰ শিষ্য চক্ৰপানি ।^১

হেন চক্ৰপানি মহামানী আছিলন্ত ।

তাহান তনয় পাচে বৈকুণ্ঠ ভৈলন্ত ॥

অতাপিও লোকে যাক প্ৰশংসা কৰয় ।

ভকতি ধৰ্ম্মতনিষ্ঠ বুদ্ধি অতিশয় ॥

তান পুত্ৰ মূৰুখ ভূষণ শিশুমতি ।

শঙ্কৰ-চৰিত্ৰ পদে সম্প্ৰতি বদতি ॥

—পৃ. ১৮৩, দুৰ্গাধৰ বৰকটকী-সম্পাদিত

দামোদৰীয়া-সম্প্ৰদায়ভুক্ত ব্যক্তিদেৰ মধ্যে দামোদৰেৰ শিষ্য ৰামৰায় বা ৰামকান্ত দ্বিজ “গুৰুলীলা” গ্ৰন্থে শঙ্কৰ-চৈতন্যেৰ মিলনেৰ কথা লিখিয়াছেন । “গুৰুলীলা”ৰ অন্ত্য খণ্ডেৰ একখানি পুথি ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নকল কৰা হইয়াছিল ।

১ উমেশচন্দ্ৰ দে লিখিয়াছেন যে তিনি দ্বিজভূষণ-কৃত শঙ্কৰচৰিত গ্ৰন্থ ৯০ পৃষ্ঠায় পুথিৰ আকাৰে মুদ্ৰিত দেখিয়াছেন । উহাৰ পুথি তিনশত বৎসৰেৰ অধিক প্ৰাচীন এবং উহা দৰঙ্গ জেলাৰ হলেখৰেৰ মৌজাদাৰ মহীধৰ ভূঞাৰ নিকট আছে । দে মহাশয় বলেন যে ভূষণেৰ গ্ৰন্থ-ৰচনাকালে শঙ্কৰেৰ পোস্ত চতুৰ্ভুজ বিষ্ণুপুৰ সত্ৰে বিদ্যমান ছিলেন (বঙ্গপুৰ সাহিত্য-পৰিষৎ-পত্ৰিকা, ১৩১৯ ; ৪) ।

উহার চতুর্থ পত্রে চিত্র আছে। তাহাতে দেখা যায় যে চৈতন্য, শঙ্কর, দামোদর, মাধব, গোপাল, বলদেব, পরমানন্দ, বনমালী, এবং মিশ্রের ছবি লিখিতাক্রমে আছে।...চৈতন্যদেব বামদিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন ; শঙ্কর প্রভৃতি অপরের দৃষ্টি তাঁহার দিকে নিবদ্ধ” (রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৮।১)

কৃষ্ণ ভারতী নামে দামোদরের এক শিষ্য “সন্তুর্নির্ণয়”-নামক একখানি গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন।

ভট্টদেব নামে একব্যক্তি ‘সংসম্প্রদায় কথা’ লিখিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণ ভারতীর সংগ্রহ দেখিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। আসামের পুরাতত্ত্ববিদ হেমচন্দ্র গোস্বামী বলেন যে দামোদর-শিষ্য ভট্টদেব ১৫৬০ হইতে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন। তবে এই ভট্টদেবই “সংসম্প্রদায় কথা”র লেখক কি না সন্দেহ। কৃষ্ণ ভারতীর “সন্তুর্নির্ণয়”কে আমি কেন প্রামাণিক মনে করি না তাহা পরে বলিব।

কৃষ্ণ আচাৰ্য্য “সন্তুর্নির্ণয়” গ্রন্থে “নৃসিংহকৃত্য” নামে একখানি গ্রন্থ হইতে চৈতন্য-সম্বন্ধে কিছু কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। নৃসিংহ কোন্ সময়ের লোক তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। “দীপিকাচন্দ” নামে একখানি নাতিপ্রামাণিক গ্রন্থেও শ্রীচৈতন্যের কথা আছে। হেমচন্দ্র গোস্বামীর মতে উহা ১৭৭১ শকে, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নকল করা হয়। মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিজয়াবিনোদ বলেন যে ঐ গ্রন্থ আধুনিক (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৯।১)।

Meeting of Sri Chaitanya and Shankardev

শ্রীচৈতন্যের সহিত শঙ্করের মিলন

মহাপুরুষীয়া-সম্প্রদায়ের তিনখানি প্রাচীন বইয়েতেই আছে যে শঙ্কর যখন দ্বিতীয়বার তীর্থভ্রমণে যান, তখন পুরীতে তাঁহার সহিত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকার হয় ; কিন্তু পরস্পরের মধ্যে কথাবর্তা হয় নাই। রামচরণ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণর কীর্তন করি ভকতর সঙ্গে ।

তীর্থ ক্ষেত্র করিয়া ফুরন্ত-মন রঙ্গে ॥

চৈতন্য গোঁসাই গ্রামে স্থান করিলন্ত ।

সেই পথে আসিয়া তাহাক দেখিলন্ত ॥

দুইকো দুই মুহূৰ্ত্তেক চাহি আছিলন্ত ।

সন্তোষন নকৰিয়া চলিয়া গৈলন্ত ॥—৩১৩৯-৪০ পয়াৰ

দৈত্যাৰি ঠাকুৰ লিখিয়াছেন—

প্ৰভাতে উঠিয়া নৃত্যে গমন কৰন্ত ।

কৃষ্ণ-চৈতন্যৰ গৈয়া থানক পাইলন্ত ॥

পথত চলন্তে শিক্ষা দিলন্ত লোকক ।

ন কৰিবা কেহো নমস্কাৰ চৈতন্যক ॥

যিটোজনে নমস্কাৰ কৰে চৈতন্যক ।

উলটায়ো তেঁহো প্ৰনামন্ত সিজনক ॥

মনে নমস্কাৰ তাক কৰিবা এতেকে ।

এহি বুলি শিখাইলন্ত লোক সমস্তকে ॥

কৃষ্ণ-চৈতন্য আছা মঠৰ ভিতৰ ।

ব্ৰহ্মচাৰী কহিলন্ত আসিছা শঙ্কৰ ॥

শঙ্কৰৰ নাম শুনি কৃষ্ণ চৈতন্যৰ ।

মিলিল আনন্দ বাজ ভৈলন্ত মঠৰ ॥

দুবাৰ মুখতৰহি আছিলন্ত চাই ।

দুয়ো নয়নৰ নীৰ ধীৰে বহি যাই ॥

শঙ্কৰৰো নয়নৰ নীৰ বহে ধাৰে ।

পথ হন্তে নিৰখিয়া আছন্ত সাদৰে ॥

কতোক্ষণে দুইকো দুই চাই প্ৰেম মনে ।

পশিলা মঠত গৈয়া শ্ৰীকৃষ্ণ-চৈতন্যে ॥

না মাতিলা দুইকো দুই নিদিল উত্তৰ ।

পৰম হৰিষ মনে চলিলা শঙ্কৰ ॥

—বেজবৰুৱা-কৃত শঙ্কৰদেব গ্ৰন্থৰ পৃ. ২৩০-৩১

ভূষণ দ্বিজকবি লিখিয়াছেন—

বৃন্দাবনো যাই সবে ক্ষেত্ৰে আসিলন্ত ।

জগন্নাথ ক্ষেত্ৰে কতো দিন বঞ্চিলন্ত ॥

চৈতন্য গোঁসাত্ৰি তথা ভৈলা দৰিশন ।

দুইকো দুই চাহিলা নাহিক সন্তোষন ॥

মুহুর্তেক মান দুই চাহি আছিলন্ত ।
নিবর্তিয়া আসি বাসাঘরে আসিলন্ত ॥

—শঙ্করদেব, ৫৭৮-৭৯ পয়ার

দামোদরের শিষ্য দ্বিজরাম রায় “গুরুলীলা”য় লিখিয়াছেন—

কণ্ঠভূষণর মুখে শুনিছে শঙ্কর ।
কৃষ্ণ চৈতন্য হুয়া হৈছে অবতার ॥
ব্রহ্মানন্দ আচার্য্যেও কহিছে পূর্বত ।
ব্রহ্মহরিদাসে পাছে কৈলা শঙ্করত ॥
সেই কথা স্মরি শঙ্কর মৌন ভৈলা ।
রাম নাম গুরুনামে উচর চাপিলা ॥
অবনত হুয়া দুই নামিলা সাক্ষাৎ ।
পূর্বাপর পুছিলন্ত কথা যত যত ॥
শঙ্কর আগে না মাতিলা মহাজ্ঞানী ।
কমণ্ডলু জল ঢালি বুঝাইলা আপনি ॥
শঙ্করেও বুঝিলন্ত সেই অহুমানৈ ।
একষে শরণ ধর্ম চৈতন্যর স্থানে ॥

—রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২১ সাল, পৃ. ৬৩

বেঙ্গবক্সা মহাশয় বরদোবার ‘গুরুচরিত্র’ পুথি হইতে শঙ্কর-চৈতন্য-মিলনের যে বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে জগন্নাথের নাটমন্দিরে বসিয়া শ্রীচৈতন্য ও শঙ্করদেব নটীর নাচ দেখিতেছিলেন । সেই সময় তাঁহাদের সামান্য কিছু কথাবার্তা হয় । “এই প্রকারে ঈশ্বর পুরুষ দুইজনা সদালাপ করি কিছুদিন আছে, ক্ষেত্রস্থানর পরা বৃন্দাবনলৈ যাবর ইচ্ছা হোবাত কোনো এদিন ভকতসকল সহিতে চৈতন্য গৌসাইর মন্দিরলৈ যাবলৈ সাজুহৈ মাধব দেবত কৈছে ।” সেই দিন নিত্যানন্দ শঙ্কর-শিষ্য বলরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“কোন্ দেশর বৈরাগী কোন্ দেশে যায় । কোন্ মুখে ভিক্ষা মাগি কোন্ মুখে খায় ?” বলরাম উত্তর দিলেন—“পূর্ব দেশর বৈরাগী পশ্চিম দেশে যায় । গুরুর মুখে ভিক্ষা মাগি নিজ মুখে খায় ॥” তারপর নিত্যানন্দ বলিলেন—“কোন্ দেশর বৈরাগী কি বুলি কাটিছে ঝাও, সকলো জগৎ হরিময় দেখো কতদি আহিলা পাও ?” বলরাম বলিলেন—“পূর্ব দেশর বৈরাগী রাম বুলি

কাটিছে রাও। হৃদয়-মাঝে ঈশ্বৰ কৃষ্ণ আপুনি বিচাৰি চাও॥” সেই দিন জগন্নাথপ্ৰসাদ-সম্বন্ধে শ্ৰীচৈতন্যেৰ সহিত শঙ্কৰেৰ কিছু কথাবাৰ্তা হয়। তৎপৰে “গৌৰাঙ্গ প্ৰভুৱে দেখি শঙ্কৰদেবক ঈশ্বৰ-শক্তি বুলি প্ৰশংসা কৰি অতি সমাদৰে বিদায় দিছে” পৃ. ২২৯-৩০।

দৈত্যাৰি ঠাকুৰেৰ বৰ্ণনা অপেক্ষা এই বিবৰণেৰ উপৰ বেজবৰুৱা মহাশয় অধিকতৰ আস্থা স্থাপন কৰিয়াছেন। কিন্তু আমি ইহা কাল্পনিক মনে কৰি। প্ৰথমতঃ শ্ৰীচৈতন্য জগন্নাথেৰ নাটমন্দিৰে বসিয়া দেবদাসীৰ নৃত্য দৰ্শন কৰিবেন ইহা সম্ভব মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ শঙ্কৰ শ্ৰীচৈতন্যেৰ তিৰোতাবেৰ অল্প দিন পূৰ্বে পুৰীতে যান। সে সময় নিত্যানন্দ গৌড়-দেশে থাকিয়া ধৰ্মপ্ৰচাৰ কৰিতেছিলেন। সেইজন্ত মনে হয় যে মাধবেৰ সম্প্ৰদায়ভুক্ত ৰামচৰণ ঠাকুৰ, দৈত্যাৰি ঠাকুৰ ও ভূষণ দ্বিজৈৰ বৰ্ণনাই অধিকতৰ বিশ্বাসযোগ্য। শ্ৰীচৈতন্যেৰ জীৱনেৰ শেষ বাৰ বংসৰ কেবল ভাবেৰ আবেশে কাটিয়াছে। সে সময় যদি শঙ্কৰেৰ সহিত শ্ৰীচৈতন্যেৰ সাক্ষাৎকাৰ হইয়া থাকে তাহা হইলে কেবলমাত্ৰ পৰস্পৰেৰ প্ৰতি তাকাইয়া দেখাই অধিকতৰ সম্ভব।

কৃষ্ণ ভাৰতীৰ “সন্তুৰ্ণিয়ে” শঙ্কৰ-চৈতন্য-মিলনেৰ বৰ্ণনা কোতূহলোদ্দীপক। সেইজন্ত উহাৰ খানিকটা উদ্ধৃত কৰিতেছি—“গঙ্গা-স্নান কৰি জগন্নাথ দৰ্শন কৰি পাছে চৈতন্য গোসাঞিৰ মঠৰ দ্বাৰক লাগ পাইল। যান্না ব্ৰহ্মহৰিদাসক লাগ পাইল। পাছে ব্ৰহ্ম পুছিল তোৱা কথাএ থাক, কিবা নাম। তাত ৰামৰাম কহিল, আমি পূৰ্ব দেশী ব্ৰাহ্মণ, এই শঙ্কৰ গোমস্তা জগন্নাথ দেখিতে আসিছে, চৈতন্য গোসাঞি কো দেখিতে চায়। পাছে ব্ৰহ্ম হৰিদাসে শ্ৰীচৈতন্য গোসাঞিত কহিল। চৈতন্যে বুলিল, আমি জানি ৰামৰাম ব্ৰাহ্মণ শঙ্কৰ কায়স্থ দুইজন আহিছে। এখন আমাক দেখা পাইবাৰ নয়। আমি শুদ্ৰৰ মুখ না দেখি। এহি কথা ৰামৰাম শঙ্কৰ গোমস্তাত কহিলেক। শঙ্কৰে স্থানি বিস্তাৰ মনহুখ কৰি ব্ৰহ্ম হৰিদাসক বুলিল, আমি কেন মতে চৈতন্য প্ৰভুক দেখা পায়। তেবে ব্ৰহ্ম হৰিদাসে বোলে যদি তোমৰত কিছো বিত্ত থাকে, তবে তাক ভাজি কীৰ্ত্তন আৰম্ভ কৰা। হৰিধ্বনি স্থানিলে কীৰ্ত্তন-লম্পট চৈতন্য আপুনি মঠেৰ বাহিৰ হয়। নৃত্য কৰিবাক ঘাইবেক তাতে দেখা পাইবা। এহি কথা স্থানি ধন কড়ি ভাজি কীৰ্ত্তন আৰম্ভিল। ভৱদুইপৰেত কীৰ্ত্তনধ্বনি শুনি চৈতন্য মঠহস্তে বাহিৰায়া দুই দণ্ডমান নৃত্য কৰি দেখ নে দেখ বেগে অলক্ষিতে পুনৰায় জায়াছিল। চৈতন্য প্ৰভুকতো দেখা ন পাইল। পাছে

ହରିଦାସ ବୁଲିଲ ମହାପ୍ରଭୁ ତୋମାର କୀର୍ତ୍ତନେତ ନୃତ୍ୟ କରି ପୁନର୍ବାର ମଠେର ଭିତର ଆସିଲ । ତୁମି କେନେ ଦେଖା ନା ପାଇଲା । ତାତ ଶବ୍ଦରେ ବୁଲିଲ ପୂର୍ବେ କୋନଦିନ ନଞ୍ଜି ଦେଖି ଦେଖି ଏତେକେ ଚିନିବାକ ନା ପାରିଲୋ । ଯଦି ଆଗେ ଦେଖି ଚିନୋ ହେନ୍ତେ ତେବେ ଚିନିବାକ ପାରି । କହା ପ୍ରଭୁର କି ବର୍ଣ୍ଣ, କି ରୂପ । ଏହି କଥା ଶୁନି ହରିଦାସେ ବୋଲେ, ଆମି ପ୍ରଭୁର ରୂପ କହୋ । ଗୌରାଙ୍ଗ ତନ୍ମୁ, ଆଜାହୁଲସ୍ଥିତ ଭୁଞ୍ଜ, ମୁଣ୍ଡିତ ମୁଣ୍ଡ, ହସ୍ତେ ଜପମାଳା, ଦନ୍ତନେତ୍ରେ ସଦା ପ୍ରେମଧାରା ବହେ । ଗଳାୟେ ନାମମାଳା ଭୋଲମୁଖେ ସଦା କୀର୍ତ୍ତନ ରୋଳ । କଟିତ କପିନ । ସଦା ପୁଲକ ବଳିତ ତନ୍ମୁ । ଏହି ଲକ୍ଷଣେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ।

ଭାଲ ପ୍ରଭୁକ ନ ଚିନିଲା, ଆମି ଚିନାୟା ଦିବୋ । ରାତ୍ରି ଚାରି ଦଣ୍ଡ ଥାକିତେ ଆସିବା । ଜେ ସମ ଜଗନ୍ନାଥର ଜଳଶାନ୍ଧ୍ୟର ବାଘ ହୟ, ସେହି ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନକ ଜାୟ ; ସେହି ବେଳା ମଠେର ଦ୍ଵାର ମେଲେ । ତୋରା ଦୁଇଜନେ ସେହି ବେଳା ଦେଖା ପାଇବା । ଏହି କଥା ଶୁନି ଦୁୟୋଜନେ ଚାରିଦଣ୍ଡ ଥାକିତେ ମଠେର ଦ୍ଵାରେକ ଗୈଳ ବ୍ରହ୍ମହରିଦାସ ବୁଲିଲ ମହାପ୍ରଭୁକ ଦଣ୍ଡବତ ନା କରିବା ଏହି କଥା ଶୁନି ଶବ୍ଦର ଏକଦିସେ ରହିଲ । ରାମରାମ ପୁରୁଷମଠେର ଦ୍ଵାରତ ଦଣ୍ଡବତ କରିଯାହିଲ । ସେହି ବେଳା ଜଗନ୍ନାଥର ଜଳଶାନ୍ଧ୍ୟ ବାଘ ହଇଲ, ତାକୁ ଶୁନି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମଠର ବାହର ହୟ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନେକ ଚଲିଲ । ଅହି ବାହିତେ ରାମରାମ ଗୁରୁର ମନ୍ତ୍ରକତ ଚରଣ ଉଦ୍ଧାଟି ଲାଗିଲ । ଝିଅରେର ଚାରି ଅକ୍ଷରେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିୟା ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନେକେ ନଢିଲ । ସେହି ଚାରି ନାମକ ରାମ ରାମ ମନ୍ତ୍ର ବୁଲିଲ । ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁକ ଦେଖି ମନେ ଦଣ୍ଡବତ କରି ଖୋଜତେ ଦଣ୍ଡବତ କରିଲା । ପାଞ୍ଚେ ହରିଦାସେକ ବୁଲିଲା ତୋମାର ପ୍ରସାଦେ ମହାପ୍ରଭୁର ଦରଶନ ହୈଲୋ । ଆମି ତୋମାକ କି ଦିମ । ଆମିୟୋ ତୋମାର । ଆର ପ୍ରଭୁତ ପୁଛିବା କଲିତ ଭକ୍ତି କାହାତ ରହିବେକ । ଆମାକ କି ଆଜ୍ଞା ହୈବେକ । ଆମାକେ ପ୍ରସାଦ ଦିବେ କେ । ଏହି କଥା ସକଳ କହିବା । ହରିଦାସେ ବୁଲିଲ ଏ ସକଳ କଥାର ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଲୟା ଦିବୋ । ତୋରା ସ୍ନାନ କରି ଆସିବା ।

ଏହି ଶୁନି ରାମରାମ ଶବ୍ଦର ଦୁଇ ଜନେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ କରିବେକ । ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁୟୋ ସ୍ନାନ କରି ମଠେର ଭିତର ବାହିତେ ବ୍ରହ୍ମ ହରିଦାସେ ଦଣ୍ଡବତେ ପଢ଼ି କଥା କହେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଇଟି ଥିବେୟେ ପୋଞ୍ଚେ କଲିତ ଭକ୍ତି କାହାତ ରହିବେକ, ଆମାର କି ଗତି ହୈବେକ ଆମାକ କି ଆଜ୍ଞା ହୈବେକ, ଆମାର ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକ ଲାଗେ । ଏହି କଥା ଶୁନି ପ୍ରଭୁ ମନିକରଞ୍ଜର ଜଳ ଡାଲିଲ, ଦ୍ଵାରତ ବ୍ରହ୍ମ ହରିଦାସେ ବୁଲିଲ । ଉଚ୍ଚେତ ଭକ୍ତି ନା ରହେ, ହିନତ ଭକ୍ତି ରହିବେକ । ଆର ରାମଦେବ ଶର୍ମାକ ଶବ୍ଦର ଦାସକ ଦୁଇଥାନି ଦେବଳାର ମାଳା ଦିବ । ଦୁଇ ଜନେକ ଆର ଜଗତପତି ଜେ

নাম নামমালিকা পুস্তক সাত শত শ্লোকের কবাইবে তাক শঙ্করদাসেক দিবা, সে দেশত প্রচারোক আর শঙ্কর দাসে ভাগবত স্নিবেক আর রামদেব শৰ্মাকে শরণ ভজন হরি নামের শ্লোক সকল দিবা, যেহি চার নাম পাইলো সেহি ব্রহ্মপুত্ৰেক তিনি নাম দিবেক। ব্রাহ্মণেক চারি নাম দিবেক। আর দামোদর ব্রাহ্মণ পুষ্পদণ্ড পাৰিষদ আহিছে আঞোকে সব ভজনের শ্লোক দিব।” (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৭ ; ৩, পৃ. ১৩১-৩২)।

নিম্নলিখিত কারণে এই বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। (১) উক্ত বর্ণনায় দেখা যায় যে শ্রীচৈতন্য বলিতেছেন যে তিনি শূদ্ৰের মুখ দেখেন না। তাঁহার অনেক শূদ্ৰ ভক্ত ছিল। তাহাদের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। (২) শ্রীকৃষ্ণ, প্রবোধানন্দ, রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভৃতি প্রত্যক্ষদর্শীরা শ্রীচৈতন্যের গলায় হরিনামের মালা থাকার কথা বর্ণনা করেন নাই। যে-সমস্ত গ্ৰন্থে শ্রীচৈতন্যকে মালাতিলকধারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সেগুলি পরবর্তী কালের। (৩) শঙ্করদেব যদি শ্রীচৈতন্যের উপদেশ গ্রহণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিতেন, তাহা হইলে তাহাতে শ্রীরাধার নাম থাকিত। শঙ্করের “দশমকীর্তন” প্রভৃতি কোন গ্ৰন্থে রাধার নাম নাই। (৪) শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণের জন্ত একপ্রকার হরিনাম ও শূদ্ৰের জন্ত অন্যপ্রকার হরিনাম উপদেশ দিবেন, ইহা একেবারেই সম্ভব মনে হয় না।

কৃষ্ণ ভারতীয় সম্ভূতিৰ্ণয়কে কেহ কেহ খুব প্রামাণিক মনে করেন। তারাশ্রম ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন যে সম্ভূতিৰ্ণয় খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল; কারণ ভট্টদেব ঐ গ্ৰন্থ দেখিয়া “সংসম্প্রদায় কথা” লিখিয়াছেন।^১ কিন্তু আমার মনে হয় ঐ গ্ৰন্থখানি বেশী দিনের প্রাচীন নহে; কারণ উহাতে ভবিষ্যপুৰাণ, পদ্মপুৰাণ, গৰুড়পুৰাণ, বৃহস্পতিপুৰাণ প্রভৃতি হইতে শ্লোক তুলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে যে শ্রীচৈতন্য ভগবান্ স্বয়ং। সনাতন, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, কবিকৰ্ণপূৰ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঐ-সমস্ত পুৰাণ হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। যদি ঐ-সমস্ত পুৰাণে সত্যই শ্রীচৈতন্যের ভগবত্ত্বের কথা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা শুধু শ্রীমদ্ভাগবতের ও

১ ভট্টদেব বলেন—

চৈতন্যসংগ্রহঃ দৃষ্ট্য সংগ্রহঃ কৃষ্ণভারতেঃ।

নৃসিংহকৃত্যমালোকা কথ্যামি কথ্যামিমাম্।

মহাভারতের অস্পষ্ট প্রমাণ তুলিয়া শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা স্থাপন করিতেন না।
ঐ-সমস্ত শ্লোক পরবর্তী কালে জাল করা হইয়াছিল।

সন্তনির্ণয়ে আরও পাওয়া যায় যে শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়া তিন দিন পর্যন্ত মাতৃসুত পান করেন নাই। পরে অদ্বৈত আচার্য্য আসিলে স্তনপান করেন। অদ্বৈত আচার্য্যই তাঁহার নাম চৈতন্য রাখেন।^১ এইরূপ কথা অদ্বৈতের প্রক্ষিপ্ত জীবনীগুলিতে পাওয়া যায়। অদ্বৈতের এক পুত্র আসামে ঘাইয়া শ্রীচৈতন্যের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে (রত্নপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৯, পৃ. ১৮০)। সম্ভবতঃ অদ্বৈতের বংশধরদের নিকট কিংবদন্তী শুনিয়া কেহ কৃষ্ণ ভারতীর নাম দিয়া সন্তনির্ণয় লিখিয়াছেন। স্বরূপ-দামোদরের কড়চার কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন, কিন্তু বাজারে ঐ নামের একখানা সহজিয়া বই পাওয়া যায়। সেইরূপ কৃষ্ণ ভারতীর নাম দিয়া কেহ হয়ত ঐ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বহু পরে “সন্তনির্ণয়” রচিত হইয়াছিল বলিয়া আমার সন্দেহ হয়।

Sri Chaitanya's visit to Assam

শ্রীচৈতন্যের আসাম-ভ্রমণ

শ্রীচৈতন্য কোন সময়ে আসামে গিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। কয়েকখানি অসমীয়া, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা আছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সাতখানি প্রাচীন জীবনীতে এ বিষয়ে ইঙ্গিত পর্যন্তও নাই।

ভট্টদেব তাঁহার “সৎসম্প্রদায় কথা”য় (পৃ. ৩০) শ্রীচৈতন্যের আসাম-ভ্রমণ-সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়াছেন—“পাছে মহাপ্রভু তৈর পরা আসি করতিয়ার তীরে রহিলা। পাচে যেখন রাজা নরনারায়ণ এই উপর দেশর পরা অনেক লোকক নমাই আনি শঙ্করক গোমোস্তা পাতি রাজ্য বসাইবে দিছে মাত্র, তেখনে চৈতন্যভারতী প্রভু মাধবদর্শনে মণিকূটে আসিলা। বরাহকুণ্ডর উপরে গোঁফাত রহি মাধব দর্শন হৈল। পাচে রত্নেশ্বর বিগ্রক শরণ লগাই ভাগবত পঢ়াই রত্নপাঠক নাম দি মাধবর দ্বারত ভাগবত পড়িবে দিলা, আর যাত্রা মহোৎসব সঞ্চীর্জন কর্মকো মাধবরদ্বারা প্রবর্তাইলা, পাচে মহাপ্রভু পরন্তু কুঠারে ঘাই নামর নির্ণয় লিখি ব্রহ্মকুণ্ডত স্নান করি উলটি আসি সেই

১ জন্মমাত্রই নিমাইয়ের নাম চৈতন্য হয় নাই। সন্ন্যাসের সময় ঐ নাম তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গোঁফাতে বহিলা। পাচে মাগুৱাৰ কণ্ঠভূষণক আৰু কবিশেখৰক, কণ্ঠহাৰ কন্দলীক শৰণ লগাই ভাগবত পঢ়াইলা। পাচে হাতে বীনা ধৰি গাই নাৱদৰ শ্ৰেষ্ঠা দেখাইলা। সেই বেলা দামোদৰে মাধব দেখিতে মণিকূটে ঘাই তাক দেখি দুৰ্লভ লাভ ভৈলা বুলি প্ৰণাম কৰি বোলে, হে মহাপ্ৰভু, মঞি দৱিদ্ৰ ব্ৰাহ্মণে কিছো আশীষ মাগোঁ। চৈতন্য বোলে, কেনমতে তুমি দৱিদ্ৰ ভৈলা। দামোদৰে বোলে, স্বদেশেৰ পৰা নামি আহন্তে তাঁতীমৰাত নৌকা বুৰি সৰ্বস্ব উটিল। তিনটি প্ৰাণী বাঁজিত ধৰি দিগম্বৰে তৰিলোঁ। পাচে শঙ্কৰে বস্ত্ৰ তিনখানি পৰিধান কৰাই নিকটে ৰাখিছে। পাচে চৈতন্য বোলে, হে দামোদৰ নশ্বৰ বস্তুত খেদ ন কৰা। তুমি ঈশ্বৰেৰ পাৰ্শ্বদ। লক্ষ্মীৰ কোপে গোঁতমৰ বংশত জন্মিছা। পুন তান কৰে তিনি পীঠত পূজা হই নিজ ঐশ্বৰ্য্যকে পাইবা। এই বহু কহি তাক তত্ত্বজ্ঞান দি উড়েযাক গৈলা।”

এই বিবৰণে বিশ্বাস না কৰিবাব প্ৰধান কাৰণ এই যে গেট সাহেবেৰ মতে ১৫৩৪ খ্ৰীষ্টাব্দে ও গুণাভিৰাম এবং ১৫২৮ খ্ৰীষ্টাব্দে ৰাজা নৱনাৰায়ণ সিংহাসনাধিৰোহণ কৰেন। গেট সাহেব বলেন যে নৱনাৰায়ণ ১৪৬৮ শক বা ১৫৪৬ খ্ৰীষ্টাব্দে আসাম আক্ৰমণ কৰেন। শ্ৰীচৈতন্য ১৫৩৩ খ্ৰীষ্টাব্দে তিৰোধান কৰেন। সুতৰাং নৱনাৰায়ণেৰ আসাম-আক্ৰমণেৰ পৰে শ্ৰীচৈতন্যেৰ আসাম ভ্ৰমণ কৰা অসম্ভৱ হয়।

কৃষ্ণ ভাৰতীৰ “সন্তনিৰ্ণয়ে” শ্ৰীচৈতন্য-সম্বন্ধে অনেক অপ্ৰামাণিক উক্তি আছে তাহা পূৰ্বেই দেখাইয়াছি। ঐ গ্ৰন্থে শ্ৰীচৈতন্যেৰ আসামভ্ৰমণ-সম্বন্ধে আছে যে শ্ৰীচৈতন্য বৃন্দাবন হইতে কামৰূপে মাধব দৰ্শন কৰিতে আগমন কৰেন। “ইতি কামৰূপ দেশত যেমতে চৈতন্য গোসাই প্ৰবৰ্ত্তনি সম্প্ৰদায় ঈশ্বৰ ভক্তি পিণ্ড, শৰণ, ভজন, হৰিনাম, ভাগবত, গীতা, জাত্ৰা, মহোৎসব প্ৰবৰ্ত্তিলা তাহাক স্মনা। এহি কামৰূপদেশ প্ৰায় জঙ্গল আছিল। ব্ৰাহ্মণ সজ্জন ন ছিল। পাছে নৱনাৰায়ণ চিলা ৰায় দুভাই কামৰূপৰ ৰাজা হইল। মাধবৰ থানৰ মঠ বাঁকিল।”^১ পাছে কামৰূপ উক্ত দেখিবই তাতে মণিৰামপুৰ কৈল্যাণপুৰ বণিয়া ব্ৰহ্মপুৰ বেদৰ বৰদয়া এই সকল দেশৰ ব্ৰাহ্মণ,

১ ৰাজা নৱনাৰায়ণ মাধবেৰ মন্দিৰেৰ সম্মুখেৰ ঘৰটি ১৫৫০ খ্ৰীষ্টাব্দে নিৰ্মাণ কৰাইয়াছেন। —সোনাৰাম চৌধুৰী লিখিত “কামৰূপত কোচ ৰাজ্যৰ কীৰ্ত্তি চিন্” প্ৰবন্ধ, “চেতনা” মাসিক পত্ৰিকা, ফাল্গুন ১৮৪৫ শক, ১৯২৪ খ্ৰীষ্টাব্দ।

কায়স্থ, কুলীন ভাতি মগি সকলক বসাইলেক। সেই বেলা রাম দামোদর, শঙ্কর, মাধব, হরিদেব কামরূপক আসিলা, দেব দামোদরের সঙ্গে তাতি মারাং নায় চুরি, সর্বস্ব নষ্ট হইল, চারি প্রাণী মাত্র ঝাজিত ধরি রহিল। পাছে শঙ্কর রাম রাম গুরু মাধব দরশন করিবাক আসিল। তাতে রত্ন পাঠকর মুখে ভাগবত শুনি রত্ন পঠকত স্থধিলা। হে গুরু কোন শাস্ত্র পড়া। পাছে রত্ন পাঠকে কহিলেক বোলে এই তো শ্রীভাগবত আমারই দেশত শ্রীচৈতন্য গোসাঞি প্রচারিল। আমাক রূপাকরি মাধব দুয়ারে পাঠ করিবাক আজ্ঞা করিল। এতেকো আমি পড়ো। এহি কথা শুনি পুহু শঙ্করে গোমস্তায়ে সোধেবোলহ গুরু চৈতন্য গোসাঞি কোন ঠায় থাকে আমি তএক দেখা পাঞো। এহি শুনি রত্ন পাঠকে বোলে চৈতন্য গোসাঞি এই মাধবর মণিকূটর গোফাতে আছিল। এখন জগন্নাথক গৈল। এহি কথা শুনি শঙ্কর গোমস্তা রাম রাম গুরু দুই জনে আলচি বোলে গুরু চলা গঙ্গা স্নান করি জগন্নাথ দরশন করি চৈতন্য গোসাঞিক সেই থানতে লগে পাইব।” মাধবের মন্দিরের সম্মুখের ঘর যদি রাজা নরনারায়ণ ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করিয়া থাকেন ও তাহার পর শঙ্করের সহিত রত্ন পাঠকের কথাবার্তা হয়, তাহা হইলে এই সময়েরও পরে শঙ্কর কি করিয়া পুরীতে শ্রীচৈতন্যের দর্শন পাইবেন? শ্রীচৈতন্য ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিরোধান করিয়াছেন।

তেব হস্তে প্রভু কামরূপে গৈয়া

বরাহ কুণ্ডর উপর গোঁফাত

ରତ୍ନ পাঠକକ ଶରଣ ଲଗାହି

মাগুরী গ্রামর কণ্ঠ ভূষণক

কবিচন্দ্ৰ দ্বিজক

কবি শেখৰক

চৈতন্য নাম দিলেক ॥

যাঞামনোমের

সংকীৰ্ত্তন ধৰ্ম্ম

মণিকূটে প্ৰবৰ্ত্তাই ।

তৈর পৰা আসি

মোন ছয়া বৈলা

ওড়েশা নগর পাই ॥—২৩-২৫

কৃষ্ণ আচাৰ্য্যেৰ উক্তিৰ সহিত সন্তুৰ্ণিৰ্ণয়েৰ বৰ্ণনাৰ মিল আছে । উভয় গ্ৰন্থেই পাওয়া যায় যে শ্ৰীচৈতন্য বৰাহকুণ্ডেৰ উপৰ বত্ৰেশ্বৰকে ‘শরণ’ দেন, কণ্ঠভূষণকে ভাগবত পাঠেৰ উপদেশ দেন ও কণ্ঠহাৰ কন্দলিকে কৃপা করেন । তাৰপৰ কবিশেখৰ ব্ৰহ্মাকে নামধৰ্ম্ম দান কৰিয়া তথা হইতে উড়িষ্যায় গমন করেন ।

প্ৰত্ন্যমিশ্ৰ-নামক কোন ব্যক্তিৰ লেখা বলিয়া কথিত “শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যো-দয়াবলী”-নামক সংস্কৃত গ্ৰন্থে আছে যে শ্ৰীচৈতন্য সন্ন্যাস-গ্ৰহণেৰ পৰেই শান্তিপুৰ হইতে শ্ৰীহট্টে গমন করেন ।^১

Sri Chaitanya went to Puri directly from Shantipur - as per Shivananda Sen and Vaidya Ghosh writings who were present at Shantipur.

এই বিবৰণ সত্য নহে ; কেন-না শিবানন্দ সেন ও বাসুদেব ঘোষ শান্তিপুৰে উপস্থিত ছিলেন ও তাঁহাৰা পদে লিখিয়াছেন যে শ্ৰীচৈতন্য শান্তিপুৰ হইতে সোজা নীলাচলে যান । শ্ৰীচৈতন্যেৰ সমস্ত চৰিত্ৰগ্ৰন্থেও শান্তিপুৰ হইতে নীলাচলে যাইবাৰ কথা আছে ।

আধুনিক অসমীয়া লেখক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুয়া তাঁহাৰ “শ্ৰীশঙ্কৰদেব আৰু শ্ৰীমাধবদেব” নামক গ্ৰন্থে লিখিয়াছেন, “শ্ৰীচৈতন্যই দক্ষিণ প্ৰদেশত ধৰ্ম্ম প্ৰচাৰ কৰি তাৰ পৰা এবাৰ মণিপুৰ লৈ আহি, তাতো ধৰ্ম্ম প্ৰচাৰ কৰি সন্ন্যাসী বেশেয়ে আসমলৈ আহি হাজোতে কিছু দিন আছিল” (পৃ. ১২০) । দক্ষিণ-ভ্ৰমণেৰ পৰাই শ্ৰীচৈতন্য ভাৰতেৰ পূৰ্ব্বপ্ৰান্তে স্থিত আসামে গিয়াছিলেন, এ কথাৰ প্ৰমাণ কোন প্ৰাচীন গ্ৰন্থে পাই নাই বলিয়া ইহা বিশ্বাস কৰিতে পাৰিলাম না ।

আমাৰ মনে হয় শ্ৰীচৈতন্য কোন সময়ে আসামে গিয়াছিলেন । তিনি .

১ এই বিবৰণ অচ্যুতচৰণ তন্ত্ৰনিধি মহাশয় সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন । কিন্তু তিনি “শ্ৰীগোবিন্দেৰ পূৰ্ব্বাঞ্চল পৰিভ্ৰমণ” নামক গ্ৰন্থে লিখিয়াছেন যে শ্ৰীচৈতন্য যখন অধ্যাপকৰূপে শ্ৰীহট্টে গিয়াছিলেন, তখন চণ্ডী লিখিয়া দিয়াছিলেন—সন্ন্যাসেৰ পৰ নহে ।

যদি তথায় একেবারেই না যাইতেন, তাহা হইলে এতগুলি কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইতে পারিত না।

হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন, “কামরূপ বিভাগে হাজো অঞ্চলে মহাপ্রভু আসিয়াছিলেন এই জনশ্রুতি। হাজোতে মণিকূট নামে একটি ছোট পাহাড় আছে এবং তাহার শিখরদেশে হয়গ্রীব মাধবের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। পাদদেশে একটি গহ্বর আছে এবং তাহার সন্নিকটে বরাহকুণ্ড। এই গহ্বরটিকে লোকে ‘চৈতন্য ধোপা’ বলিয়া থাকে এবং চৈতন্যদেব কিয়ৎকাল এই গহ্বরে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে” (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২২ ; ৪, পৃ. ২৪১-৪৮)।

শ্রীচৈতন্য যদি কোন সময়ে আসামে যাইয়া থাকেন, তাহা হইলে বৃন্দাবন হইতে ফেরার পথে তথায় যাওয়াই অধিক সম্ভব ; কেন-না তাঁহার অগ্ৰাণ্ণ সময়ের ভ্রমণের অনেকটা নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় ; কিন্তু বৃন্দাবন হইতে ফেরার পথে বারাণসীতে দুই মাস থাকার পর (চৈ. চ., ২।২৫।২) অর্থাৎ চৈত্র মাস পর্য্যন্ত থাকার পর তিনি কোন্ সময়ে পুরীতে ফিরিলেন তাহা জানা যায় না। ঐ সময়ে তাঁহার একবার আসামে যাওয়া অসম্ভব নহে।

Kabir and Sri Chaitanya

কবির ও শ্রীচৈতন্য

রামচরণ ঠাকুর লিখিয়াছেন যে যখন কবিরের মৃতদেহ লইয়া তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে বিবাদ বাধে তখন শ্রীচৈতন্য আসিয়া ঐ শব কাঁধে করিয়া গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দেন ; যথা—

চৈতন্য গোসাই হেন কথা শুনিলন্ত ।

শীঘ্র বেগ করি তেঁহো খেদি আসিলন্ত ॥

কবিরর শব তুলি কান্ধত লইলন্ত ।

চৈতন্য গোসাই তাক ভাসালা গঙ্গাত ॥

যবনর রাজা সুরথান মহামতি ।^১

শুনিলন্ত হেন যিটো কথাক সম্প্রতি ॥

চৈতন্যক নিয়া পাছে সুধিলন্ত কথা ।
 কবির শব কিক বইলা তুমি তথা ॥
 হেন শুনি বুলিলে চৈতন্য মহাবীর ।
 কিছু ভাগবত কথা শুনায় মহা ধীর ॥
 ব্রাহ্মণ ক্ষেত্ৰিয় আমি নহৌ চাৰি জাতি ।
 দশো দিশে গৈল দেখা আমার থিয়াতি ॥
 চাৰিয়ো আশ্রমি দেখা হুহি কোহৌ আমি ।
 নোহো ধৰ্ম্মশীল দান ব্রত তীৰ্থ গামি ॥
 দৈবকীর পুত্র যিটো গোপী ভৰ্তা স্বামী ।
 তাহার দাস দাস দাস ভৈলৌ আমি ॥^১
 শাস্ত্ৰমত দেখাই নৃপতির আগে কৈলা ।
 অনন্তরে আপুনার ঘরে চলি গৈলা ॥—৩২৪৪-৪৮ পয়ার

কবির ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন বলিয়া কথিত হয় । শ্ৰীচৈতন্য-চরিতামৃতের বিবরণ (২।১৬।২৭৯ ও ২।১৭।২) বিশ্বাস করিলে বলিতে হয় যে শ্ৰীচৈতন্য তাঁহার সন্ন্যাসের ষষ্ঠ বর্ষে অর্থাৎ ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে শরৎকালে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করেন ও ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে কাশীতে ছিলেন । ১৫১৬ ও ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ব্যবধান বেশী নহে । চরিতামৃতের

১ উদ্ধৃত অংশ নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
 নো বা বর্ণো ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা ।
 কিন্তু প্রোত্নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণায়ুতাদে-
 গোপীভর্তৃঃ পদকমলয়োদাসদাসানুদাসঃ ॥—পদ্মাবলী ৭৪

এই শ্লোকটি পদ্মাবলীর ইণ্ডিয়া আফিসের পুথিতে, এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত দুইখানি পুথিতে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫২৮ সংখ্যক পুথিতে শ্ৰীচৈতন্যের রচনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু ডা. সুশীলকুমার দে মহাশয় উহার রচয়িতা অজ্ঞাত বলিয়াছেন । (ডা. দে, পদ্মাবলী, ৭৪ সংখ্যক শ্লোক ও তাহার পাদটীকা ।) জয়ানন্দ, ৮৫ পৃ., উহা শ্ৰীচৈতন্য-কর্তৃক কথিত বলিয়াছেন । প্রাচীন অসমীয়া গ্ৰন্থেও উহা শ্ৰীচৈতন্যের উক্তি বলিয়া পাওয়া যাইতেছে । সেই জন্ত এটিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ শিক্ষাষ্টকের মধ্যে না ধরিলেও শ্ৰীচৈতন্যের রচনা বলিয়া অনুমান করি ।

বিবরণ অথবা কবিরের মৃত্যুর তারিখ-নির্দেশে দুই-এক বৎসর এদিক ওদিক হওয়া বিচিত্র নহে। সুতরাং কাল-হিসাবে এ ঘটনা ঘটা অসম্ভব নহে।

শ্রীচৈতন্যের কাশী-ভ্রমণের তারিখের সহিত কবিরের মৃত্যুর তারিখ ও শ্রীচৈতন্যের সুপ্রসিদ্ধ একটি উক্তির সহিত রামচরণ ঠাকুর-বর্ণিত শ্রীচৈতন্যের কথার মিল পাওয়া যাইতেছে। রামচরণ ঠাকুর ঘটনাটিকে সত্য প্রমাণ করার জন্ত বলিয়াছেন—

মাধব দেবর মুখে যিমত শুনিলা ।

তান বাক্য পালি মই তেহুয় লিখিলো ॥—৩২৬৩ পয়ার

রামচরণ ঠাকুরের শঙ্করচরিত হইতে সেকালের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-সম্বন্ধে একটি প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। গয়া হইতে দশ দিন হাঁটিয়া শঙ্কর গঙ্গাতীরে পৌঁছিয়াছিলেন; গঙ্গাতীর হইতে একুশ দিনে শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলেন (১৮৩১ পদ)। ইহা হইতে শ্রীচৈতন্যের গমনাগমনে কত দিন লাগিয়াছিল তাহার একটা ধারণা করা যাইতে পারে।

New information on Rup - Sanatan

রূপ-সনাতন-সম্বন্ধে নূতন কথা

উক্ত লেখক রূপ-সনাতন-সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন কথা বলিয়াছেন। শঙ্কর যখন প্রথমবার তীর্থভ্রমণে যান, তখন শ্রীক্ষেত্র হইতে আড়াই মাস চলার পর তাঁহার সহিত রূপ-সনাতনের দেখা হইয়াছিল। সে সময়ে দুই ভাইয়ের হাতে মন্দিরা (বাণ্যযন্ত্র) ছিল। শঙ্কর বলিয়াছেন—

তোরা দুই ভাই আইলা কিবা লই

হাতত মন্দিরা আছে ।

কিবা ধর্ম তোরা সকলে আচরা

কৈয়ো মোক সাঁছে সাঁছে ॥

রূপ বোলে চাই কি কৈবো গোসাঁঞি

তুমি জগতর নাথ ।

ছদ্ম রূপ ধরি আসিছা শ্রীহরি

ন করা মোক অনাথ ॥

—রামচরণ ঠাকুর, ১৯২১

শঙ্কৰেৰ সহিত সাক্ষাৎকাৰেৰ বলেই দুই ভাই সংসাৰ ত্যাগ কৰেন ; যথা—

প্ৰভাততে পাছে লয়িল শঙ্কৰ
 দুই ভায়ে এড়িলা ঘৰ ।
 ৰূপেৰ যে ভাৰ্য্যা পৰমা সুন্দৰী
 কৰন্ত বহু কাতৰ ॥—১২২৫

শঙ্কৰ কৃপা কৰিয়া ৰূপেৰ ভাৰ্য্যাকেও সঙ্গ লইলেন । তিনি বলিলেন—

আনাসহি কত্ৰা এহে মহাধন্য
 শান্তি মাঝে অগ্ৰগণী ।
 বন্ধ ছয়া চাই আসিবে দু ভাই
 মাতিলন্ত হেন শুনি ॥
 আমোক বুলিয়া তান নিজ জায়া
 পাছে লগ কৰি নিলা ।
 পৰম কোতুকে শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰ
 উত্তম তীৰ্থ দেখিলা ॥—১২২৭-২৮

শঙ্কৰেৰ সঙ্গ ৰূপ-সনাতন সীতাকুণ্ডে গিয়াছিলেন । কয়েকটি তীৰ্থ-ভ্ৰমণেৰ
 পৰ শঙ্কৰদেব ৰূপ-সনাতনকে বিদায় দেন ; যথা—

বিদায় কৰিয়া ৰূপ-সনাতন গৈল ।
 শঙ্কৰেৰ চরণৰ ধূলি মুটি লইল ॥—১২৫৫ পয়াৰ

ভূষণ দ্বিজকবি যে ভাবে ৰূপ-সনাতনেৰ প্ৰসঙ্গ লিখিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়
 না যে শঙ্কৰ তাঁহাদিগকে কৃপা কৰিয়াছিলেন । ভূষণ বলেন যে আলিনগৰে
 এক সন্ন্যাসী শঙ্কৰকে ৰূপ-সনাতনেৰ কথা বলিয়াছিলেন ; যথা—

দুইকো দুই আপুনাৰ নাম কহিলন্ত ।
 সন্ন্যাসী বোলন্ত মোৰ শুনিও বৃত্তান্ত ॥
 আছা ৰূপ সনাতন পৰম ভকত ।
 বৈরাগ্য তেজিলা ৰাজ্যভোগ আছে যত ॥

বৃন্দাবনে আনন্দে আছন্ত দুই ভাই ।

হাতত মন্দিরা কৃষ্ণ-লীলা-গুণ গাই ॥

কেবল ভক্তির ভাগ কহিলা যুগুতি ।

অনন্তরে শঙ্করে পুছিল তাক মাতি ॥—৫৬১-৬৩ পয়ার

রূপ ও সনাতন তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে শ্রীচৈতন্যকে বন্দনা করিয়াছেন ; শঙ্করের কথা কোথাও স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই । শ্রীকৃষ্ণের বিদগ্ধমাধব নাটকের প্রস্তাবনায় সুত্রধার বলিতেছেন—“অত্যাং স্বপ্নান্তরে সমাদিষ্টোহস্মি ভক্তাবতারেন ভগবতা শ্রীশঙ্করদেবেন ।” ভক্তাবতার ভগবান্ শঙ্করদেব স্বপ্নে আদেশ দিয়াছেন যে মুকুন্দের লীলাকাহিনী বর্ণনা করিয়া বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত ভক্তদের প্রাণ রক্ষা কর । “ভক্তাবতার শঙ্করদেব” বাক্য দেখিয়া মনে হয় এখানে আসামের মহাপুরুষ শঙ্করদেবকেই বুঝি লক্ষ্য করা হইয়াছে । কিন্তু টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী উদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“শ্রীশঙ্করদেবেনেতি ব্রহ্মকুণ্ডতীরবর্তিনা গোপীশ্বরনাম্না ।” বিদগ্ধ-মাধবে মাধুর্য্য-রস ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে ; শঙ্করদেব জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উপদেষ্টা, দাস্ত-ভক্তির উপাসক ; তিনি যে এইরূপ নাটক লিখিতে আদেশ দিবেন সে সম্ভাবনা অল্প ।

রামচরণ ঠাকুর ও ভূষণ শ্রীবৃন্দাবনধামবাসী একজন বৃন্দাবনদাসের নাম করিয়াছেন । শঙ্কর মাধবকে বৃন্দাবন যাইতে বলিয়া বলিতেছেন—

বৃন্দাবনদাস আছে তাহাক দেখিবা ।

হুইহুই মোর কথা প্রমাণ করিবা ॥

কেবল ভক্তির ভাব কহিয়াছো আমি ।

হোবে নহে তাক গৈয়া স্থধি চাইয়ো তুমি ॥

—রামচরণ, ৩১৩১ পয়ার

ভূষণ বলেন—

আসা একে লগে সবে যাঞো বৃন্দাবন ।

আছা বৃন্দাবনদাস হইবো দরিশন ॥

যি সব ভক্তির ভাব করিবো বেকত ।

হুই হুই পুছি তাস্তে লৈবোহো সন্মত ॥

—ভূষণ, ৫৭৩-৭৪ পয়ার

এই বৃন্দাবনদাস শব্দৰেৰে অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও বৃন্দাবনবাসী, স্মৃতিৰাং ইনি শ্ৰীচৈতন্যভাগবতৰ লেখক হইতে পাবেন না। ঈশ্বৰদাসেৰ চৈতন্যভাগবতে আছে যে শ্ৰীচৈতন্যেৰ পুৰী যাওয়াৰ পৰেই একজন বৃন্দাবনদাস হস্তীকে হৰিনাম দিবাৰ জন্ত মন্ত বলৰামকে অনুৰোধ কৰিয়াছিল (৪৭ অধ্যায়)। সম্ভবতঃ শ্ৰীচৈতন্যেৰ পৰিকল্পনাৰ মধ্য শ্ৰীচৈতন্যভাগবতৰ লেখক ভিন্ন অন্য একজন বৃন্দাবনদাস ছিলেন।

সটীক হিন্দী ও বাঙ্গালা ভক্তমাল

Nabhaji and Priyadasji

নাভাজী ও প্রিয়াদাসজী

রামানন্দী-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত অগ্রদাস স্বামীর শিষ্য নাভাদাসজী হিন্দী ভাষায় অত্যন্ত সংক্ষেপে ভক্তমাল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি নিজে বৃন্দাবনবাসী প্রিয়াদাসজীকে ঐ গ্রন্থের টীকা লিখিতে বলেন। প্রিয়াদাসজী লিখিয়াছেন যে তিনি যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ ধ্যান করিয়া নামগান করিতেছিলেন তখন নাভাজী আসিয়া তাঁহাকে ভক্তমালের টীকা লিখিতে আজ্ঞা দেন ; যথা—

মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্য মনহরণজুকে
চরণকৌ ধ্যান মেরে নাম মুখ গাইয়ে ।
তাহী সময় নাভাজু নে আজ্ঞা দই
লই ধারি, টীকা বিস্তারি ভক্তমালকী সুনাইয়ে ॥

—লক্ষ্মী নওলকিশোর প্রেস সংস্করণ, পৃ. ৪

প্রিয়াদাসজী লিখিয়াছেন যে তিনি ১৭৬৯ সংবতে অর্থাৎ ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে ঐ টীকা সমাপ্ত করেন (পৃ. ৯১১)। তাঁহার সহিত যদি নাভাজীর সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে নাভাজী সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য বা শেষ ভাগে গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিতে হয়। গ্রিয়ারসন্ সাহেব বলেন যে ভক্তমাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লিখিত হইয়াছিল (J.R.A.S., 1909, p. 610)। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গ্রন্থ লিখিত হইলে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে নাভাজীর পক্ষে প্রিয়াদাসকে টীকা লিখিতে আদেশ দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রিয়াদাসজীর উল্লিখিত উক্তি হইতে বুঝা যায় যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের ভক্ত ছিলেন ও তাঁহার গুরুর নাম ছিল মনোহর। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে যে মনোহরদাস “অনুরাগবল্লী” শেষ করেন তিনিই সম্ভবতঃ প্রিয়াদাসজীর গুরু। এরূপ অনুমানের কারণ দুইটি। প্রথমতঃ প্রিয়াদাসজীর টীকায় পাওয়া যায় যে তাঁহার গুরু কবি ছিলেন (পৃ. ৯০৯) ও বৃন্দাবনে বাস করিতেন।

অনুরাগবল্লীতেও দেখা যায় যে মনোহরদাস কবি ও বৃন্দাবনবাসী। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালা ভক্তমালের লেখক কৃষ্ণদাস বা লালদাসজী বলেন যে প্রিয়াদাসজী শ্রীনিবাস আচার্যের পরিবারভূক্ত ছিলেন (বহুমতী সংস্করণ, বাঙ্গালা ভক্তমাল, পৃ. ৩)। মনোহরদাস নিজেকে শ্রীনিবাস আচার্যের শ্যালক রামচরণ চক্রবর্তীর প্রশিষ্য ও রামশরণ ভট্টাচার্যের শিষ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন (অনুরাগবল্লী, অষ্টম মঞ্জরী, পৃ. ৪৯)। একই যুগে, একই স্থানে শ্রীনিবাস আচার্য-পরিবার-ভূক্ত মনোহর নামে দুইজন কবি থাকার সম্ভাবনা অল্প বলিয়া আমার মনে হয় যে অনুরাগবল্লীর লেখক ঐ প্রিয়াদাসজীর গুরু।

হিন্দী ভক্তমালে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ও তাঁহার পনের জন পরিকর ও শ্রামানন্দের শিষ্য রসিকমুরারির নাম ও গুণ বর্ণিত আছে। নাভাজীর মূল গ্রন্থে বিষ্ণুপুরী, রঘুনাথ গুপ্তাই, নিত্যানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, শ্রীরূপ, সনাতন ও শ্রীজীবের নামে ছন্দ্রয় আছে, আর গোপাল ভট্ট, লোকনাথ, মধু গুপ্তাইজী, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, ভৃগুভ, কাশীশ্বর, প্রতাপরুদ্র ও প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নাম মাত্র উল্লেখ আছে। প্রিয়াদাসজী উল্লিখিত প্রত্যেক ভক্তেরই মহিমা বর্ণনা করিয়াছেন।

নিত্যানন্দ ও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-সদ্বন্ধে নাভাজী লিখিয়াছেন :

নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য কী ।
ভক্তি দশোদিশি বিস্তরী ॥
গৌড়দেশ পাখণ্ড মেটিকিয়ৌ ভজনপরায়ণ ।
করুণাসিন্ধু-কৃতজ্ঞ ভয়ে অগণিত গতিদায়ন ॥

অবতার বিদিত পূরব মহী উভে মহত দেহী ধরী ।
নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য কী ভক্তি দশোদিশি বিস্তরী ॥—পৃ. ৫০৫

লালদাসজী ইহার ভাবার্থ লইয়া লিখিয়াছেন :

নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ভক্তিরসে ।
দশদিক্ নিস্তারিয়া অমঙ্গল নাশে ॥
কৃষ্ণভক্তিহীন গৌড়দেশ যে পাষণ্ড ।
দলন করিল দিয়া ভক্তি তীক্ষ্ণ দণ্ড ॥

সবাই ভজনপরায়ণ মতি হইল ।
 করুণাসাগর অগতির গতি ভেল ॥
 দশরস ভাবাক্রান্ত মহান্ত সজ্জনে ।
 চরণ উপাসে ভিজে প্রেম-বরিষণে ॥
 কৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম লৈতে ।
 মুক্ত হৈল সবে ভবদুর্গতি হৈতে ॥—পৃ. ১০

নাভাজী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যকে পূর্বদেশে বিদিত অবতার বলিয়াছেন । কিন্তু প্রিয়াদাসজী তাঁহাকে “যশোমতীসুত সেই শচীসুত গৌর ভয়ে” বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্নরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ।

নাভাজী বিষ্ণুপুরীর গুণ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যের নাম করেন নাই (পৃ. ৬৮৪) । বাঙ্গালা ভক্তমাণ্ডল্যেও বিষ্ণুপুরীর সহিত শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধ বর্ণিত হয় নাই । কিন্তু প্রিয়াদাসজী লিখিয়াছেন :

জগন্নাথ ক্ষেত্রএ মাঝ বৈঠে মহাপ্রভুজু বে
 চহঁ ঘোর ভক্তভূপ ভীর অতি ছাই হৈ ।
 বোলে বিষ্ণুপুরী পুরী কাশী মধ্য রহৈ
 জাতে জানিয়ত মোক্ষ চাহনীকী মন আইহৈ ॥
 লিখী প্রভু চিটা আপু মণিগণ মালা এক দিজিএ পঠাই
 মোহি লাগতা স্থহাই হৈ ।
 জানি লই বাত, নিধি ভাগবত রত্নাদাম দই পঠৈ
 আদি ভুক্তি খোদিকৈ বহাই হৈ ॥—পৃ. ৬৮৫

প্রিয়াদাসের টিপ্পনীকার সীতারামশরণ রূপকলাজী মহাপ্রভু অর্থে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বুঝিয়াছেন । লালদাস মহাপ্রভু অর্থে জগন্নাথ বুঝিয়াছেন । হয়ত কবি-কর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় বিষ্ণুপুরীকে জয়ধর্মের শিষ্যরূপে বর্ণিত দেখিয়া লালদাস ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন । তাঁহার অনুবাদ যে কষ্টকল্পনাপ্রসূত তাহা নিম্নোক্ত অংশ হইতে বুঝা যাইবে :

পুরুষোত্তমে জগন্নাথ হয়ে মহাবঙ্গী ।
 শ্লেষ করি পুরী প্রতি কৈলা এক ভঙ্গী ॥
 সেবকগণেরে প্রভু আদেশ করিলা ।
 ব্যঙ্গ কিছু পুরী প্রতি কহিতে কহিলা ॥

জগন্নাথবিগ্রহ-সেবকদের দ্বারা বিষ্ণুপুরীকে ব্যঙ্গ করাইবেন ইহা অপেক্ষা শ্রীচৈতন্যদেব বিষ্ণুপুরীকে পদ্ম লিখিবেন ইহাই বেশী সম্ভব ।

নাভাজীর গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে রঘুনাথদাস গোস্বামীকে উৎকল-বাসীরা “গরুড়জী” বলিতেন, কেন-না তিনি জগন্নাথের অগ্রে গরুড়ের স্তায় দাঁড়াইয়া থাকিতেন (পৃ. ৫৫৭)। এই কথাটি গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাওয়া যায় না। প্রিয়াদাসজী বলেন যে দাসগোস্বামী শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞা পাইয়া বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ডে বাস করিতে আরম্ভ করেন ।

ভক্তমালের মূল ও টীকায় রূপ, সনাতন ও শ্রীজীব-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নূতন সংবাদ নাই। প্রিয়াদাসজী লিখিয়াছেন যে কবিকর্ণপুর গুঁসাই বৃন্দাবনে শ্রীরূপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তাঁহার গায়ে যখন শ্রীরূপের নিঃশ্বাস পড়িতেছিল তখন মনে হইতেছিল যে আগুনের হলুকা দিতেছে। প্রেমবশেই শ্রীরূপের নিঃশ্বাসবায়ু এরূপ উত্তপ্ত হইয়াছিল (পৃ. ৬০০)।

প্রিয়াদাসজী লিখিয়াছেন যে লোকনাথ গোস্বামী ভাগবতগান কীর্ত্তন করিতেন ও ভাগবত-পাঠককে প্রাণতুল্য মনে করিতেন (পৃ. ৬২৩)। ভৃগুর্ভ গোস্বামী বৃন্দাবনের গোবিন্দ-কুঞ্জে বাস করিতেন (পৃ. ৬২৩)। কানীশ্বর গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞা পাইয়া নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন ও গোবিন্দের সেবার অধিকার পাইয়াছিলেন (পৃ. ৬৪০)। প্রতাপরুদ্র-সম্বন্ধে প্রিয়াদাস লিখিয়াছেন যে রাজা যখন কিছুতেই শ্রীচৈতন্যের রূপা পাইলেন না, তখন একদিন প্রভুর রথাগ্রে নৃত্যের সময় তিনি তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া বুকে ধরিলেন ও প্রেমসমুদ্রে নিমগ্ন করিলেন (পৃ. ৬৫৬)।

নাভাজী শুধু প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নাম করিয়াছেন। প্রিয়াদাস তাঁহাকে চৈতন্যচন্দ্রের রূপাপ্রাপ্ত ও বৃন্দাবনবাসী বলিয়াছেন। প্রবোধানন্দের গ্রন্থ শুনিয়া “কোটি কোটি জন রঙ্গ পায়ো” (পৃ. ৮২২)।

কিন্তু বাঙ্গালা ভক্তমালে প্রবোধানন্দকে প্রকাশানন্দের সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে; যথা—

প্রকাশানন্দ সরস্বতী নাম তাঁর ছিল ।

প্রভুই প্রবোধানন্দ বলিয়া রাখিল ॥—পৃ. ৩০৭

Prakashananda is not Prabodhananda as claimed by Goudiya vaishnavs at around middle of 18th CE As Kabikarnapur, Vrindavandas & Krishnadas had not mentioned it.

প্রকাশানন্দ যদি প্রবোধানন্দ হইতেন তাহা হইলে সে কথা কবিকর্ণপুর,

বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি উল্লেখ করিতেন। বোধ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গোড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় কেশব কাম্বীরী ও বৈদান্তিক প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে স্বসম্প্রদায়ভুক্ত প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার ফলেই বাঙ্গালা ভক্তমালে ঐরূপ উক্তি স্থান পাইয়াছে।

Bhaktamal (Partial Bengali translation of Hindi Bhaktamal) by Laldas (Krishnadas)

লালদাসের ভক্তমাল

বাঙ্গালা ভক্তমাল হিন্দী ভক্তমালের কিয়দংশের মাত্র অনুবাদ। বাঙ্গালা ভক্তমালের লেখক কৃষ্ণদাস বা লালদাস। ঐ গ্রন্থকার ১৬৮৪ শকে বা ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে উপাসনাচন্দ্রামৃত রচনা করেন (উপাসনাচন্দ্রামৃত, পৃ. ১২০)। তিনি নিজের গুরুপ্রণালী নিম্নলিখিতভাবে দিয়াছেন—

গোপালভট্ট—শ্রীনিবাস আচার্য—গোবিন্দ চক্রবর্তী—তৎপত্নী গৌরান্ধ-বল্লভা—কিশোরী ঠাকুরের পত্নী শ্রীমতী মঞ্জরী—নয়নানন্দ চক্রবর্তী—লালদাস (ঐ, পৃ. ২)।

লালদাস তৃতীয় মালায়, গৌরান্ধ-পার্ষদগণের তত্ত্ব ও গুরুপ্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা মূল ভক্তমালে নাই। তিনি হরিদাস বৈরাগী (পৃ. ১৭৭), গোবিন্দ কবিরাজ (পৃ. ২২৩), চান্দ রায় (পৃ. ২২৬), ভাইয়া দেবকীনন্দন (পৃ. ২২৭), রামচন্দ্র কবিরাজ ও পুঁটিয়ার রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ রায়ের জীবনচরিত নিজে লিখিয়াছেন, উহা মূলে বা টীকায় নাই।

Influence of Sri Chaitanya in Punjab, Multan and Gujrat

পাঞ্জাব, মুলতান ও গুজরাতে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব

মূল ভক্তমালে (পৃ. ৬৬২) গুজামালী নামে একজন বৃন্দাবনবাসী ভক্তের কথা আছে। কিন্তু বাঙ্গালা ভক্তমালে কৃষ্ণদাস গুজামালী নামে একজন পাঞ্জাবী ভক্তের কথা আছে। শ্রীচৈতন্য যখন বৃন্দাবনে গমন করেন তখন পাঞ্জাবী কৃষ্ণদাস তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করেন। প্রভু তাঁহাকে নিজের গলা হইতে গুজামালা প্রদান করেন ও তাঁহার নাম দেন গুজামালী।

কৃষ্ণদাস গুজামালী—

প্রথমে মুলতান গিয়া সেবা প্রকাশিয়া।

লোক নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি প্রচারিয়া॥

চৈতন্য ভজয়ে লোক তাঁর উপদেশে ।
প্রভুর দোহাই যে ফিরিল দেশে দেশে ॥

মূলতান হইতে তিনি গুজরাতে যাইয়া “শ্রীচৈতন্য বিগ্রহ তথায় প্রকাশ করিল।” গুজরাতে প্রভুর গাদি বড় গোড়ীয়া নামে পরিচিত হয়। তারপর অদ্বৈত প্রভুর শাখাভুক্ত চক্রপানি আর এক স্থানে সেবা প্রকাশ করেন এবং সেই গাদির নাম হয় ছোট গোড়ীয়া। গুজরাত হইতে গুজামালী পাঞ্জাবে আসেন ও ওলম্বা গ্রামে সেবা প্রকাশ করেন। তথা হইতে সিন্ধু দেশে যাইয়া

হিন্দু ত যতেক ছিল বৈষ্ণব করিল।
মোছলমান যত ছিল হরিভক্ত কৈলা ॥

তারপরে পাঞ্জাব মূলতান গুজরাত ।
স্বরত আদি দেশে প্রভু চৈতন্য ভকত ॥
ক্রমে ক্রমে দিল সব শ্রীচৈতন্য দায় ।
নিত্যানন্দ প্রভুর সন্তানের শিষ্য হয় ॥
কথোক শ্রীপণ্ডিত গোস্বামী পরিবার ।
শ্রীঅদ্বৈত পরিবার হয়ে বহুতর ॥
তবে গুজামালী সর্ব বিষয় তেজিয়া ।
বুন্দাবনে বাস কৈলা একাকী হইয়া ॥

কৃষ্ণদাস গুজামালীর প্রেমধর্ম-প্রচারের এই বিবরণের ঐতিহাসিক সত্যতা কতদূর তাহা নির্ণয় করা দুর্লভ। এরূপ একজন ভক্তের নাম ও প্রচার-কাণ্ডের কথা কোন চরিতগ্রন্থ ও বৈষ্ণব-বন্দনায় না থাকা খুবই বিস্ময়ের কথা। তবে ইহাও ঠিক যে শ্রীচৈতন্যের সাতখানি প্রাচীন চরিতগ্রন্থে অ-বাঙ্গালী ভক্তদের কথা খুব অল্পই আছে। গুজামালীর প্রচারকার্য্যবর্ণনায় লালদাস অতিশয়োক্তির আশ্রয় লইলেও লইতে পারেন; কিন্তু এ কথা জোর করিয়া বলা চলে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন বাঙ্গালা ভক্তমাল লিখিত হয়, তখন মূলতান, পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ ও গুজরাতে বহু ব্যক্তি গোড়ীয়া বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শিষ্য হইয়াছিলেন। তাহা না হইলে ঐ গ্রন্থে এরূপ বিবরণ স্থান পাইত না।

সহজিয়াদের হাতে শ্রীচৈতন্য

প্রেমদাসের বংশীশিক্ষায় শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া যে প্রকারে রসরাজ-উপাসনা-তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইতে সহজিয়াদের পরকীয়া-সাধন মাত্র একধাপ নীচে। সহজিয়াদের হাতে শ্রীচৈতন্যের পরকীয়া-সাধন বর্ণিত হইয়াছে। সহজিয়ারা এই অসম্ভব ব্যাপার কিরূপ প্রভাবের মধ্যে সম্ভব করিল তাহা বুঝিতে হইলে পরকীয়াবাদের একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলা প্রয়োজন।

History of Parakiyavad

পরকীয়াবাদের ইতিহাস

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় “বৌদ্ধগান ও দৌহা”র ভূমিকায় বজ্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মের বিকৃত রূপ হইতে সহজিয়া পরকীয়াবাদের উৎপত্তি দেখাইয়াছেন (বৌদ্ধগান ও দৌহা, পৃ. ১৬)। পরকীয়াবাদের মূল সনাতনধর্মের প্রাচীনতম যুগের গ্রন্থেও দেখা যায়।

Parakiyavad in Chhandoga Upanishad (2nd Adhyay, 13th part)

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—“স য এবমেতদ্ বামদেব্যং মিথুনে প্রোতম্ বেদ, মিথুনীভবতি, মিথুনান্মিথুনাং প্রজায়তে সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীৰ্ত্ত্যা ; ন কাঞ্চন পরিহরেৎ ; তদ্ব্রতম্” (ছান্দোগ্য, দ্বিতীয় অ., ১৩ খণ্ড)। অর্থাৎ যিনি এই প্রকার পুরুষ-মিথুনে বামদেব্য সামকে নিহিত অবগত হইয়া আরাধনা করেন, তিনি নিরন্তর মিথুনীভাবে বিদ্যমান থাকেন। কখনও তাঁহার ঐ ভাবের বিচ্ছেদ ঘটে না এবং তাঁহার এ মিথুনীভাব হইতেই প্রজাসজ্জাত হইয়া থাকে। তিনি পূর্ণ আয়ুসম্পন্ন হইয়া শত বর্ষ জীবিত থাকেন ; তাঁহার জীবন নিরন্তর সমৃদ্ধাসিত থাকে ; প্রজাপালন কীৰ্ত্তিদ্বারা তাঁহার মহিমা বৃদ্ধি পায় ; তিনি সমাজে মহান্ বলিয়া গণনীয় হইতে পারেন। সমাগমার্থিনী কোন নারী শয্যায় উপস্থিত হইলে সেই ব্যক্তি তাহাকে ত্যাগ করেন না।

আনন্দগিরি ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“যথোক্তোপাসনাবতো ব্রহ্মচর্য্য-নিয়মাত্যাবো ব্রতত্বেন বিবক্ষিতত্বান্ন প্রতিবেদ্যশাস্ত্রবিরোধাশঙ্কেতি ভাবঃ।” অর্থাৎ যথোক্তরূপে উপাসনাত্যাবে পরাজনাবিলাসে ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গ হয় না ;

এইজন্য উহাকে ব্রত বলা হইয়াছে। সেইজন্য কোন প্রতিষেধ শাস্ত্রের বিরোধ শঙ্কা করিবে না।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় “বৌদ্ধধর্ম ও সহজযান” নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতির কন্যা লক্ষ্মীস্বরী “অদ্বয়সিদ্ধি” নামে এক বই লেখেন। “এই গ্রন্থের সারমর্ম এই যে দেহেরই পূজা করিবে, দেহেরই ধ্যান করিবে। দেহের যাহাতে সুখ হয়, আনন্দ হয়, তাহাই করিবে। সে আনন্দের মধ্যে আবার যোষিৎ হইতে যে আনন্দ সেই আনন্দ সর্বোৎকৃষ্ট, সেই আসল আনন্দ। যোষিৎ-সম্বন্ধে জ্ঞাতিবিচার নাই। এক বা দুই যোষিতে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই” (নারায়ণ, ভাদ্র, ১৩২২, পৃ. ১৭৬-৭৮)।

13th Century Bopadev in Muktapahale Kamad Gopya explanation

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বোপদেব “মুক্তাফলে” “কামাদ গোপ্য” প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উপপত্তি-ভাবের নিন্দা করিয়াছেন। তিনি মুক্তবোধের “কারক-সূত্রে” “সংদানোভেদধর্মো নিত্যম্” বলিয়া গোপী-প্রেমকে অধর্ম ও লক্ষ্মীর প্রেমকে ধর্ম বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

Sanatan, Rup and Sriji on Parakiya

সনাতন গোস্বামী ভাগবতের বৃহৎতোষিণী টীকায় (১০।৪৭।৬২ ও ৬১) রাধাকৃষ্ণের অপ্রকট লীলায় স্বকীয়াত্ব ও প্রকট লীলায় পরকীয়াত্ব স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী ললিতমাধব নাটকে লিখিয়াছেন—“গোবর্দ্ধনাদি-গোপৈশ্চন্দ্রাবলীপ্রভৃতিনামুদাহো মায়্যৈব নির্বাহিতঃ।” ইহাতে শ্রীরূপকে স্বকীয়াবাদী বলিয়াই মনে হয়। তবে স্তবমালার কোন কোন স্তবে পরকীয়ার ইঙ্গিত আছে।^২ শ্রীজীব গোস্বামী নিত্যলীলায় স্বকীয়াত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তিনি গোপালচম্পূতে লিখিয়াছেন—“বহির্দৃষ্ট্য তত্র কচিৎপপত্তিত্বং প্রতীয়তে শব্দদন্তদৃষ্ট্য তু পতিত্বমেবাহুভূয়তে” (পূর্বচম্পূ, ১৫।৪২)। তিনি শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ বর্ণনা করিয়াছেন।

১ বোপদেব হেমাদ্রির আদেশে “হরিলীলা” ও “মুক্তাফল” রচনা করেন। হেমাদ্রি দেবগিরির রাজা মহাদেবের (১২৬০-১২৭১) ও রামদেবের (১২৭১-১৩০২ খ্রী. অ.) শ্রীকরণাধিপ ছিলেন।

২ রায় বাহাদুর অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ডা. দে-সম্পাদিত পদ্মাবলীর সমালোচনায় দেখাইয়াছেন যে শ্রীরূপ উজ্জলনীলমণিতে “পারতন্ত্র্যাস্বিকৃত্যোঃ” বাক্যদ্বারা পরকীয়াবাদের ইঙ্গিত করিয়াছেন (Indian Culture, Vol. II, No. 2, p. 383)।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী চরম পরকীয়াবাদী। তিনি উজ্জলনীলমণির “লঘুত্মক” শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবের স্বকীয়াবাদের উপর ঘোরতর আক্রমণ করিয়াছেন।

তারপর রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী মহাশয়-কর্তৃক প্রকাশিত দুইখানি দলিল হইতে দেখা যায় যে পরকীয়াবাদ বাঙ্গালায় বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রথম দলিলে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩০৬, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ২২৭-৩০৭) দেখা যায় যে আগম, ব্রহ্মবৈবর্ত, ভাগবত, হরিবংশ ও গোস্বামী শাস্ত্রের মতে পরকীয়াবাদই স্থিরীকৃত হইয়াছে। প্রথম দলিলের তারিখ বঙ্গাব্দ ১১২৫; দ্বিতীয় দলিলের তারিখ বঙ্গাব্দ ১১৩৮ (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৮, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৮-১০)। দুইখানি দলিলের ভাষা ও বর্ণিতব্য বিষয়ের পার্থক্য দেখিয়া আমার সন্দেহ হয় যে পরকীয়াবাদের বিচারের কথা ঐতিহাসিক ঘটনা নহে—এ দুই দলিল পরকীয়াবাদীরা জাল করিয়া প্রচার করিয়াছিল। যাহা হউক, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে (১১০৩ বঙ্গাব্দে) ভাগবতের টীকা লিখিতেছিলেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে পরকীয়াবাদ বহুলভাবে প্রচারিত হইয়াছিল।

সহজিয়ারা গুরুপ্রণালী নির্দেশ করিতে যাইয়া বলেন যে স্বরূপ-দামোদর-কর্তৃক তাঁহাদের মত স্থাপিত হয়। স্বরূপ-দামোদর হইতে শ্রীরূপ, শ্রীরূপ হইতে রঘুনাথদাস, এবং রঘুনাথ হইতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই মত প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য মুকুন্দ “সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়” প্রভৃতি গ্রন্থে সহজিয়াবাদের ষথার্থ ভিত্তি স্থাপন করেন।^১ তিনি বিষ্ণুমঙ্গল, জয়দেব, রায় রামানন্দ প্রভৃতিকে পরকীয়াসাধনে রত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও শ্রীরূপ ও শ্রীচৈতন্যে পরকীয়াসাধন আরোপ করিতে সাহসী হয়েন নাই।

Imposition of Parkiya practice on Sri Chaitanya

শ্রীচৈতন্যে পরকীয়াসাধন আরোপ

মুকুন্দের পরবর্তী সহজিয়াগণ কাহাকেও রেহাই দেন নাই। “রসভাব প্রাপ্ত” গ্রন্থের চতুর্থ পৃষ্ঠায় লীলাসুকের সহিত চিন্তামণির, চণ্ডীদাসের সহিত তারা ও রজকিনীর, বিজাপতির সহিত লছমীর, জয়দেবের সহিত পদ্মাবতীর

১ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বহু মহাশয়ের মতে সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের প্রথম যুগের চারখানি গ্রন্থের নাম—আগমসার, আনন্দভৈরব, অমৃতরসাবলী ও অমৃতরসাবলী (পৃ. ১৮০)।

ভগিনী রোহিণীর অবৈধ সম্বন্ধের কথা লিখিত হইয়াছে। “গ্রন্থকর্তা আরও বলেন মীরাবাই রূপ গোস্বামীকে ভর্তা করেন, এবং ক্রমে ছয় মহাশয়ের অর্থাৎ রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, জীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথদাস,—এই ছয় গোস্বামীর আশ্রয় ও গুরু হইয়াছিলেন” (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, শিবচন্দ্র শীলের “সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম” নামক প্রবন্ধ, ১৩২৬, ৩ সংখ্যা, পৃ. ১৪৫)।

ঐ গ্রন্থে আরও আছে—

থাকুক অস্ত্রের কাজ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।
স্ত্রীমূর্তি স্পর্শন তিঁহো না করেন কভু ॥
বাহ্যেতে প্রকৃতি নিন্দে অন্তরে তন্নয় ।
বিধবা ব্রাহ্মণী সঙ্গে প্রয়োজন হয় ॥

সহজিয়াদের “চৈতন্যপ্রেমতত্ত্ব-নিরূপণ” পুথিতে আছে—

সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য মহাভাগ্যবান্ ।
যার গৃহে শ্রীচৈতন্যের সর্বানুসন্ধান ॥
ষাটি কণ্ঠা ধন্যা সেই ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ।
যাহাতে চৈতন্যচন্দ্র সদাই বিহরে ॥

কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতে লিখিয়াছেন যে সার্কভৌমের জামাতা অমোঘ শ্রীচৈতন্যের আহারের পরিমাণ দেখিয়া বক্রোক্তি করিলে সার্কভৌম-পত্নী বলিয়াছিলেন যে ষাটি বিধবা হউক (চৈ. চ., মধ্য, ১৫)। এক বাউল আমাকে বলেন যে এই গালির মধ্যে গুঢ়তত্ত্ব আছে। অমোঘ নাকি শ্রীচৈতন্যের সহিত ষাটির সম্বন্ধ দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন বলিয়া সার্কভৌম-পত্নী ঐরূপ গালি দিয়া শ্রীচৈতন্যের পরকীয়সাধনের পথ নিষ্ফল করিতে চাহিয়াছিলেন। গোপনে গোপনে ঐরূপ সমাজ-ধ্বংসকর মতবাদ প্রচার হয়। তাহা প্রকাশ করিয়া উহার অসারতা ও অসম্ভবতা দেখাইয়া দিলে অনেক নরনারী রক্ষা পাইবে মনে করিয়া এ বিষয়ের উল্লেখ করিলাম।*

* সম্প্রতি অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য “বাংলার বাউল ও বাউল গান” গ্রন্থে (৪৫ পৃষ্ঠায়) এই কথা লিখিয়াছেন।

কিশোরীভজা দল

প্রসঙ্গক্রমে এই স্থানে “কিশোরীভজা” দলের পরকীয়াসাধন কিভাবে চলে তাহার একটু বিবরণ দিতেছি। কিশোরীভজারা মাঝে মাঝে রাত্রিকালে নিজ নিজ স্ত্রী বা নায়িকা-সহ এক এক স্থানে মিলিত হয়। জাতিভেদ না মানিয়া একসঙ্গে ভোজন করে, এ উহার মুখে প্রসাদ দেয় ও নিম্নলিখিত গানটি গায়—

কিশোরী চরণে গয়া গঙ্গা কাশী ।
 বৃথা পিণ্ডদান বৃথা একাদশী ।
 কর আত্মারই মিলন অজপা উদ্দেশি ॥
 আমি তুমি ভেদ না কর কখন ।
 অধরে অধর করিয়া মিলন ।
 অধরামৃত রস কর আশ্বাদন ॥
 প্রেমভরে কর গাঢ় আলিঙ্গন ।
 দেখ যেন শশী না হয় পতন ॥

—“ভক্তিপ্রভা” পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ৮৯ সংখ্যা

আধুনিক সহজিয়া

নিজেদের কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ত শ্রীচৈতন্য-চরিত্রে কলক আরোপ আজও চলিতেছে। চৌদ্দ বৎসর পূর্বে শ্রীখণ্ডের বিশ্বম্ভর বাবাজী নামক একব্যক্তি “রসরাজ গৌরান্দ-স্বভাব” নামক একখানি পয়ারের বই লেখেন। তাহাতে গদাধরের সহিত শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গতা এমন ভাষাতে প্রকাশ করা হইয়াছে যে তাহা পড়িলেই মনে হয় শ্রীচৈতন্যের সমলৈঙ্গিক লিপ্সা ও ব্যবহার ছিল। আমি ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া ঐ পুস্তকের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করি,^১ এবং কাশিমবাজারের স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুরের ও তদানীন্তন পাব্লিক প্রসিকিউটর রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধুর সহায়তায় ঐ ছাপা বইয়ের সমস্ত খণ্ড নষ্ট করিয়া দেওয়াই।

All copies of gay book on Sri Chaitanya by Vishwambhar Babaji of Srikhanda is destroyed with help of public prosecutor Rai Bahadur Taraknath Sadhu in the year 1925 CE by the writer.

১ “মাধুকরী” মাসিক পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৩২ সাল, শ্রাবণ মাসের সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমার প্রচারের বিবরণ আছে।

Various information related to Goudiya Vaishnava dharma's Adi yuga / initial years

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের আদিযুগ-সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য

শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশের পূর্বে ভক্তগোষ্ঠী

ঐতিহাসিকদের নিকট বাঙ্গালা দেশে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব আকস্মিক ঘটনা নহে। শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব প্রেমোন্মাদ আত্মদানের জন্ম বাঙ্গালা দেশ বহুশতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছিল। দামোদরপুরের চতুর্থ লিপি Fourth lipi / writings of Damodarpur - where land was given for Govinda Swami temples expenses হইতে জানা যায় যে ৪৪৭-৪৮ খ্রী. অ. গোবিন্দ স্বামীর মন্দিরের ব্যয়নির্বাহার্থ ভূমি দান করা হইয়াছিল (*Ep. Indi.*, Vol. XV, p. 133 ; Vol. XVII, pp. 193, 345)। Image of Twin persons from the excavation of Pahadpur পাহাড়পুরের খননকালে যে যুগলমূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা রাধাকৃষ্ণের মূর্তি বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন (R. D. Banerjee, *The Age of the Imperial Guptas*, p. 121)।

Bolab copper writings by Vikrampur's Bhoj Barman son of Shyamal Barman

বিক্রমপুরের শ্রীমল বর্মণের পুত্র ভোজ বর্মণ বেলাবা তাম্রলিপিতে “গোপীশত-কেলিকারঃ” শ্রীকৃষ্ণের কথা লিখিয়াছেন। পালরাজগণের রাজত্বকালের অসংখ্য বিষ্ণুমূর্তি বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার অনেকগুলি রাজসাহীর বরেন্দ্র অমুসন্ধান সমিতির গৃহে ও কলিকাতায় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে রক্ষিত আছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—“Throughout the length of the dominions of the Palas, i.e., throughout the modern provinces of Bengal and Behar and part of the U. P., images of the various forms of Vishnu have been found in very large numbers. In fact, they outnumber any other class of images that have been found. (*Eastern Indian School of Mediæval Sculpture*, p. 101)।

During 12th century CE worship of Radha Krishna was performed by many

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশে রাধাকৃষ্ণ-উপাসনা বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ রচনাকালে উমাপতি ধর, গোবর্দ্ধনচাৰ্য্য ও স্বয়ং সম্রাট লক্ষ্মণ সেন শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-বর্ণনা করিয়া অনেক ভক্তিমূলক শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীধরদাস “সতুষ্কিকর্ণামৃত”ে বহু ভক্তিরসাত্মক কবিতা সংগ্রহ করেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী বাঙ্গালা দেশে প্রাক্চৈতন্য-যুগের প্রেমধর্ম আলোচনার ইতিহাস অবগত ছিলেন। তিনি “পদ্মাবলী”তে লক্ষণ সেন, উমাপতি ধর প্রভৃতির শ্লোক সঙ্কলন করিয়াছেন। ইতিহাস জানিয়াও তিনি লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য যে ভক্তিরত্ন প্রকাশ করিলেন, তাহা বেদে, উপনিষদে বা ভগবানের অন্য কোন পূর্বাভারে প্রচারিত হয় নাই (সুবমালা, তৃতীয় অষ্টক, তৃতীয় শ্লোক)। শ্রীরূপ গোস্বামীর গ্রাম সূক্ষ্মভাবদর্শী ভক্ত ও পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যের প্রেম-প্রচারের মধ্যে এমন কিছু অভিনব ভাব দর্শন করিয়াছিলেন যাহার জন্য ঐরূপ কথা লিখিয়াছেন।

In Gaudiya vishnava literature Madhavendra-puri is declared as the initial preacher of Premadharm / devotional path of spirituality
গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে মাধবেন্দ্রপুরীকে প্রেমধর্মের আদি প্রচারক বলা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মাধবেন্দ্র পুরীর নিম্নলিখিত তেরজন শিষ্যের নাম করা হইয়াছে—ঈশ্বর পুরী, পরমানন্দ পুরী, কেশব ভারতী, ব্রহ্মানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, বিষ্ণু পুরী, কেশব পুরী, কৃষ্ণানন্দ পুরী, নৃসিংহ তীর্থ, স্বখানন্দ পুরী, অদ্বৈত, রঙ্গ পুরী ও রামচন্দ্র পুরী (১৫৯২-১২, ২১৪১০২-১০, ২১৯২৫৮, ৩৮১২)। গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় এই তেরজন ছাড়া পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে (৫৬) মাধবেন্দ্রের শিষ্য বলা হইয়াছে। জয়ানন্দ মাধবেন্দ্রের আর চারজন শিষ্যের নাম করিয়াছেন; যথা—রঘুনাথ পুরী, অনন্ত পুরী, অসর পুরী, গোপাল পুরী (পৃ. ৩৪)। শ্রীজীব বৈষ্ণব-বন্দনায় নিত্যানন্দের গুরু সঙ্কষণ পুরীকে মাধবেন্দ্রের শিষ্য বলিয়াছেন (২২০)। তাহা হইলে মাধবেন্দ্র পুরীর ১২ জন শিষ্যের নাম পাওয়া গেল। শ্রীজীব বলেন

মাধবেন্দ্রস্ত বহবঃ শিষ্যাধরনি-বিস্তৃতাঃ ।—পৃ. ২৮২

উক্ত ১২ জন শিষ্যের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের সহিত ঈশ্বর পুরীর গয়ায় বা জয়ানন্দের মতে রাজগীরে, পরমানন্দ পুরীর সহিত ঋষভ পর্বতে (মাছুয়া জেলায়) (চৈ. চ., ২১৯১৫২), এবং পাণ্ডুপুরে বা পাণ্ডারপুরে (শোলাপুর জেলা) শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত (চৈ. চ., ২১৯২৫৮) দেখা হইয়াছিল। বিষ্ণু পুরী ও পরমানন্দ পুরীর ত্রিহতে জন্ম। অদ্বৈতের শ্রীহট্টে এবং পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির চট্টগ্রামে জন্ম। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে পরমানন্দ পুরী, পশ্চিম প্রান্তে শ্রীরঙ্গ পুরী, পূর্ব প্রান্তে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও অদ্বৈত এবং উত্তর ভারতে ঈশ্বর পুরী মাধবেন্দ্র-প্রবর্তিত প্রেমধর্ম প্রচার

করিয়াছিলেন। অত্যাগু শিষ্যও নিশ্চয়ই বিভিন্ন স্থানে প্রচার-কার্য চালাইতে-
ছিলেন। মাধবেন্দ্র ও তাঁহার শিষ্যদল শ্রীচৈতন্যের জন্ম ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া
রাখিয়াছিলেন।

Names of Devotees of Krishna before Biswhambhar's return from Gaya

বিশ্বম্ভর মিশ্রের গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই যাহারা কৃষ্ণভক্ত
ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েক জনের নাম জানা যায়।
মুরারি গুপ্তের কড়চায় (১১৪) মাধবেন্দ্র পুরী, অদ্বৈত, চন্দ্রশেখর, শ্রীবাস,
মুকুন্দ, হরিদাস, নিত্যানন্দ, ঈশ্বর পুরী ও শুক্লাস্বরের নাম ; শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়
নাটকে (১১৮) পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, বাসুদেব, নৃসিংহ, দেবানন্দ, বক্রেশ্বর
ও শ্রীকান্ত, শ্রীপতি, শ্রীরাম নামক শ্রীবাসের তিন ভ্রাতার নাম পাওয়া যায়।
শ্রীচৈতন্যভাগবতে

নিগূঢ়ে অনেক আর বৈসে নদীয়ায় ।

পূর্বেই জন্মিলা সতে ঈশ্বর আজ্ঞায় ॥

শ্রীচন্দ্রশেখর, জগদীশ, গোপীনাথ ।

শ্রীমান, মুরারি, শ্রীগুরুড়, গঙ্গাদাস ॥

..... —১।২।২৮

সদাশিব, মুরারি, শ্রীমান শুক্লাস্বর ।

মিলিলা সকল যত প্রেম অনুচর ॥ —২।১।১৪২

রত্নগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত তাঁর নাম ।

প্রভুর বাপের সঙ্গী জন্ম একগ্রাম ॥

তিন পুত্র তাঁর কৃষ্ণ পদ মকরন্দ ।

কৃষ্ণানন্দ জীব যত্নাথ কবিচন্দ্র ॥ —২।১।১৫১

শেখরের পদ হইতে জানা যায় যে নরহরি সরকার শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্বে
ব্রজরস গান করিয়াছিলেন (গৌরপদতরঙ্গিনী, পৃ. ৩০২)। এতদ্ব্যতীত
কুলীনগ্রামবাসী মালাধর বসু গুণরাজখান শ্রীচৈতন্যের জন্মের পাঁচ বৎসর
পূর্বে শ্রীমদ্ভাগবতের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন।

এই বিবরণ হইতে দেখা যায় যে শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশের পূর্বে বাঙ্গালা
দেশে ভাগবতের আলোচনা বিরল ছিল না। দেবানন্দ পণ্ডিত, রত্নগর্ভ

আচার্য্য, মালাধর বসু প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীমদ্ভাগবত পঠনপাঠন করিতেন। কিন্তু খুব সম্ভব মাধবেন্দ্র পুরীর ও তাঁহার শিষ্যগণের প্রচারের ফলেই এই ক্ষুদ্র ভক্তগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল।

এরূপ অনুমান করিবার কারণ এই যে মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপুর ও বৃন্দাবনদাস বিশ্বস্তরের ভাবাবেশের পূর্বে যে-সকল ভক্তের নাম করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকের উপরই মাধবেন্দ্র পুরীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২।৯) হইতে জানা যায় যে মাধবেন্দ্র শ্রীরঙ্গ পুরীর সহিত একবার নবদ্বীপে আসিয়া জগন্নাথ মিশ্রের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের বন্ধু রত্নগর্ত আচার্য্য, হিরণ্য ও জগদীশ, নবদ্বীপনিবাসী শুক্লাধর ব্রহ্মচারী, গঙ্গাদাস এবং সদাশিব পণ্ডিত মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট হইতে প্রেমধর্ম্য পাইয়া থাকিবেন। ঈশ্বর পুরী কুমারহট্টের লোক; শ্রীমান পণ্ডিতের বাড়ীও কুমারহট্টে। কুমারহট্ট হইতে ছগলি জেলার আকনা বেশী দূর নহে। জয়কৃষ্ণের মতে

আকনায় গড়ুর আচার্য্য সভে কহে।

কাশীশ্বর বক্রেস্বর পণ্ডিত হো তাহে ॥

ঈশ্বর পুরীর প্রভাবে গরুড়, পণ্ডিত, বক্রেস্বর প্রভৃতির বৈষ্ণব হওয়া অসম্ভব নহে। বর্তমান জেলার কুলীনগ্রাম মেমারী ষ্টেশনের নিকটে স্মতরাং কুমারহট্টের নিকটে। ঈশ্বর পুরীর প্রভাব কুলীনগ্রামের মালাধর বসুর উপর যে পড়ে নাই তাহা জোর করিয়া বলা যায় না।

শ্রীচৈতন্যের বয়োজ্যেষ্ঠ পশ্চিম বঙ্গীয় ভক্তদের উপর মাধবেন্দ্র ও ঈশ্বর পুরীর প্রভাব সম্ভাবনামূলক হইলেও পূর্ববঙ্গের ভক্তদের উপর ঐ প্রভাব স্পষ্ট। অদ্বৈত শ্রীহট্টের লোক এবং মুরারি গুপ্ত, শ্রীবাসেরা চার ভাই এবং চন্দ্রশেখরও শ্রীহট্টিয়া। অদ্বৈত মাধবেন্দ্রের শিষ্য এবং নবদ্বীপে তাঁহারই সভায় বা বাড়ীতে উক্ত ভক্তগণ মিলিত হইয়া কীর্তন ও ভাগবত পাঠ করিতেন।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বাড়ী চট্টগ্রাম জেলার চক্রশাল গ্রামে। বাসুদেব দত্ত, মুকুন্দ দত্ত, গোবিন্দ দত্ত ঐ গ্রামের লোক। সনাতন গোস্বামী বৃহৎ-বৈষ্ণবতোষণীর মঙ্গলাচরণে গোড়দেশে অবস্থিত ভক্তগণের মধ্যে নিজের গুরুবর্গ, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, গদাধর ব্যতীত কেবল মাত্র বাসুদেব

দত্তাদি তিন ভাইকে বন্দনা করিয়াছেন। মুকুন্দ দত্ত নবদ্বীপের টোলে পড়িতেন। মুকুন্দ নিমাইয়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে দূরে পলায়ন করিতেন। ইহা

দেখি জিজ্ঞাসয়ে প্রভু গোবিন্দের স্থানে।

এ বেটা আমারে দেখি পলাইল কেনে ॥—চৈ. ভা., ১।৭।৭৮

ঐ গোবিন্দ গোবিন্দ দত্ত ; কেন-না, এক ভাইয়ের কথা অগ্র ভাইয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করাই সম্ভব। তাহা হইলে গোবিন্দ দত্তও নবদ্বীপে থাকিতেন জানা গেল। মুকুন্দ অদ্বৈতের সভাতে শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয় ছিলেন। পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধি মাঝে মাঝে নবদ্বীপ আসিতেন। তিনি গদাধর পণ্ডিতের পিতা মাধব মিশ্রের বন্ধু ছিলেন। কবিকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় মাধব মিশ্রকে “তৎপ্রকাশবিশেষ” বলিয়াছেন (৫৭)। গদাধরের আবাল্য ভক্তি পিতার সংসর্গ-জাত।

শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশের পূর্বে যে-সকল ভক্ত কৃষ্ণকথা আলোচনায় রত ছিলেন তাঁহাদের অবিকাংশের উপরই মাধবেন্দ্র পুরী ও তাঁহার শিষ্যগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবের নিদর্শন পাওয়া গেল। এইজন্তই শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে (১।৬।৬৯) আছে—

ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার।

গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বার বার ॥

শ্রীজীব গোস্বামীও এইজন্ত বৈষ্ণব-বন্দনার শেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে “মাধব-সম্প্রদায়” বলিয়াছেন ; যথা—

এতদ্বৈষ্ণব-বন্দনং সুখকরং সর্বার্থ-সিদ্ধিপ্রদং।

শ্রীমন্মাধব-সম্প্রদায়-গণনং শ্রীকৃষ্ণভক্তি-প্রদম্ ॥

Determination of Sri Chaitanya's sampradaya / religious denomination

শ্রীচৈতন্যের সম্প্রদায়-নির্ণয়

মাধবেন্দ্র পুরী তথা শ্রীচৈতন্য কোন্ সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন তাহা লইয়া গুরুতর মতভেদ আছে। ডা. সুনীলকুমার দে “গৌরগণোদ্দেশদীপিকা”য় ও বলদের বিজ্ঞানভূষণের গোবিন্দ-ভাষ্যের প্রথমে ও “প্রমেয় রত্নাবলী”তে শ্রীচৈতন্যকে মাধব-সম্প্রদায়ভূক্তরূপে বর্ণিত দেখিয়া লিখিয়াছেন—

“Barring the two passages referred to above, there is no evidence anywhere in the standard works of Bengal Vaisnavism that Madhavendra Puri or his disciple Isvara Puri, who influenced the early religious inclinations of Caitanya, were in fact Madhva ascetics (Festschrift Moriz Winternitz, *Pre-Caitanya Vaisnavism in Bengal*, p. 200).

তিনি উক্ত গ্রন্থের ১৯৯ পৃষ্ঠার পাদটীকায় গৌরগণোদ্দেশদীপিকার গুরুপ্রণালীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—“This list is quoted with approval in the Bhaktiratnākara (18th century). It could not have been copied from Baladeva Vidyabhusana's list, but was probably derived from the same source.”

শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী মহাশয়ও বলেন, “শ্রীমদ্বলদেব বিজ্ঞানভূষণের উক্তি ভিন্ন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী প্রভৃতির মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্তির অপর কোন প্রমাণ দেখিতে পাই না” (শ্রীভাগবতসন্দর্ভের ভূমিকা) । সত্যেন্দ্রনাথ বসুও ডা. দেব মতের অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন (বসুমতী, ১৩৪২, পৌষ, পৃ. ৪৫৩) ।

আমি যে-সকল গ্রন্থে মাধবেন্দ্র পুরীর মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত থাকার কথা পাইয়াছি তাহা নিম্নে কালানুসারে সাজাইয়া দিতেছি ।

- ১। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা (২১-২৫) ১৫৭৬ খ্রী. অ.
- ২। গোপালগুরু-কৃত পদ্ম (ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ৩১২-১৩ ধৃত)
- ৩। দেবকীনন্দন, বৃহৎ-বৈষ্ণব-বন্দনার পুথি
- ৪। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, শ্রীগৌরগণস্বরূপ-তত্ত্বচল্লিকার পুথি
- ৫। অমুরাগবল্লী (১৬৯৬ খ্রী. অ.) (পৃ. ৪৮-৪৯)
- ৬। ভক্তিরত্নাকর (পৃ. ৩০৮-১১)
- ৭। গোবিন্দভাষ্য
- ৮। প্রমেয়রত্নাবলী

৯। লালদাস-কৃত ভক্তমাল (পৃ. ২৬-২৭, বসুমতী সংস্করণ) । এইগুলি ছাড়া নাতি-প্রামাণিক “মুরলী-বিলাস” (পৃ. ৪১৭-১৯) ও “অদ্বৈতপ্রকাশে”ও মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কথা আছে । পূর্বোক্ত নয়খানি গ্রন্থে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথমোক্ত দুইটি গুরুপ্রণালীর শ্লোক বা তাহার অনুবাদ ধৃত হইয়াছে ।

গোপালগুরুর পণ্ডের শেষে আছে :

ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রেমকল্পজন্মো ভূবি ।

নিমানন্দাখ্যা যোহসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে ॥

শ্রীচৈতন্যের নাম যে নিমানন্দ ছিল ইহা দেবকীনন্দন স্বীকার করেন নাই, সেইজন্য বৃহৎ-বৈষ্ণব-বন্দনায় ইহার অনুবাদ দেন নাই। গোপালগুরুর পণ্ডে মাধবেন্দ্র ও ঈশ্বর পুরীর “পুরী” উপাধি লিখিত হয় নাই—বলদেব বিজ্ঞানভূষণও সেই রীতি অনুবর্তন করিয়াছেন। গোপালগুরু বক্রেস্বর পণ্ডিতের শিষ্য, বলিয়া দেবকীনন্দনের “বৃহৎ-বৈষ্ণব-বন্দনায়” ও “ভক্তিরত্নাকরে” (পৃ. ৩১২) বর্ণিত হইয়াছেন। অমৃতলাল পাল “বক্রেস্বর-চরিতে” গোপালগুরুকে পুরীর রাধাকান্ত মঠের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াছেন। গোপালগুরু হইতে ১৩০৭ সাল পর্যন্ত ১৬ জন মহাস্থের নামও তিনি দিয়াছেন। তিনি বলেন, “বৃন্দাবনের গোপালগুরুর শিষ্যেরা ‘নিমাই সম্প্রদায়ী’ এবং ‘স্পষ্টদায়ীক’ বলিয়া অভিহিত” (পৃ. ১১৭)। গোপালগুরুর কথা যে সহসা উড়াইয়া দেওয়া যায় না তাহা দেখা গেল।

As per Kabikarnapur & Gopal Guru (both were younger to Sri Chaitanya and received his grace) Madhavendra Puri is a follower of Madhva denomination.

উপরে লিখিত বিচার হইতে পাওয়া গেল যে শ্রীচৈতন্যের রূপাপাত্র ও তাঁহার অপেক্ষা বয়সে ছোট সমসাময়িক দুই ভক্ত—কবিকর্ণপুর ও গোপালগুরু—মাধবেন্দ্র পুরীকে মাধব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।^১ কিন্তু অমরচন্দ্র রায় (উদ্বোধন, ৩৩৬ চৈত্র, পৃ. ১৩৬-৪৮; ১৩৩৭ বৈশাখ, পৃ. ২৪৪-৫৩), ডা. সুনীলকুমার দে ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে মাধব-সম্প্রদায়ের প্রামাণিক গুরুপ্রণালীর সহিত ও ঐতিহাসিকভাবে নির্ণীত কালের সহিত কবিকর্ণপুরাদি-বর্ণিত গুরুপ্রণালীর মিল নাই। সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়-কর্তৃক প্রকাশিত উদীপি মঠের গুরুপ্রণালী ও কবিকর্ণপুর-প্রদত্ত প্রণালী পাশাপাশি সাজাইয়া বিচার করা যাউক।

১ শ্রীমান্ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক অচ্যুতানন্দ তাঁহার “ব্রহ্মবিজ্ঞা তত্ত্বজ্ঞান” নামক অপ্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থে নিম্নলিখিত গুরুপ্রণালী দিয়াছেন; যথা—মহানারায়ণ, নারায়ণ, ভগবান্, লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, নারদ, মধ্বাচার্য্য, পদ্মনাভ, নরহরি, মাধবেন্দ্র পুরী, কৃষ্ণ ভারতী, চৈতন্য দেব, সারঙ্গ ঘোষ, শ্রাম ঘোষ (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৩; ২)।

গৌরগণোদেশদীপিকার তালিকা	উদীপি-মঠে রক্ষিত তালিকা : মূল শাখা	উদীপি-মঠে রক্ষিত তালিকা : অঙ্গ শাখা (অষ্টৈতসিদ্ধির ভূমিকা, পৃ. ৪৭ ও বহুমতী ১৩৪২ পৌষ)
১। মধবাচার্য্য	১। মধব ১০৪০ শক	
২। পদ্মনাভ	২। পদ্মনাভ ১১২০ শক	
৩। নরহরি	৩। নরহরি ১১২৭ শক	
৪। মাধব দ্বিজ	৪। মাধব ১১৩৬ শক	
৫। অক্ষোভ	৫। অক্ষোভ ১১৫২ শক	
৬। জয়তীর্থ	৬। জয়তীর্থ ১১৩৭ শক	
৭। জ্ঞানসিদ্ধু	৭। বিদ্যানিধি বা বিদ্যাধিরাজ ১১২০ শক	
৮। মহানিধি	৮। কবীন্দ্র ১২৫৫ শক	রাজেন্দ্রতীর্থ
৯। বিদ্যানিধি	৯। বাগীশ ১২৬১ শক	বিজয়ধ্বজ
১০। রাজেন্দ্র	১০। রামচন্দ্র ১২৬৯ শক	পুরুষোত্তম
১১। জয়ধর্ম	১১। বিদ্যানিধি ১২৯৮ শক	হুত্রঙ্গণ্য
১২। ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ	১২। রঘুনাথ ১৩৬৬ শক	ব্যাসরাজ বা ব্যাসরায়
১৩। ব্যাসতীর্থ	১৩। রঘুবর্ষ ১৪২৪ শক	
১৪। লক্ষ্মীপতি	১৪। রঘুত্তম ১৪৭১ শক	
১৫। মাধবেন্দ্র	১৫। বেদব্যাসতীর্থ ১৫১৭ শক	

রাজেন্দ্র ঘোষ মহাশয় “শ্রীমদ্ভাগবতের” গ্রন্থকারের সময় ১৪৪৬ হইতে ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দ লিখিয়া বলিয়াছেন যে তিনি “মতান্তরে ১৫৪৮ হইতে ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উদীপির উত্তর বাড়ীর মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন” (অষ্টৈতসিদ্ধির ভূমিকা, পৃ. ৪৭-৪৮)। উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে ব্যাসরায় রঘুনাথের সমপর্যায়ের লোক। রঘুনাথের মঠাধিপ হওয়ার তারিখ ১৩৬৬ শক বা ১৪৪৪ খ্রীষ্টাব্দ হওয়াই সম্ভব। যাহারা ব্যাসরায়ের তারিখ ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দ ধরিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় রঘুত্তমের শিষ্য বেদব্যাসতীর্থের সহিত ব্রহ্মণ্যের

শিষ্য ব্যাসরায়কে অভিন্ন ভাবিয়াছেন। ত্রায়ামুতে ব্যাসতীর্থ ব্রহ্মণ্যকেই গুরু বলিয়াছেন ; যথা—

সদা বিষ্ণুপদাসক্তং সেবে ব্রহ্মণ্য-ভাস্করম্ ।—১।৫

খ্রীষ্টোত্তমের জন্ম ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা ২৩ বৎসর বয়সে অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে, অর্থাৎ ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে বা ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে। ব্যাসতীর্থ যদি ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে গুরু হন, তাহা হইলে ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ের সহিত তাঁহার গুরু হওয়ার সময়ের ৬৩ বৎসর ব্যবধান পাওয়া যায়। ঐ ৬৩ বৎসরের মধ্যে ব্যাসতীর্থের নিকট লক্ষ্মীপতির, লক্ষ্মীপতির নিকট মাধবেন্দ্রের ও মাধবেন্দ্রের নিকট ঈশ্বর পুরীর দীক্ষা লওয়া অসম্ভব নহে ; কেন-না উদীপির মঠের তালিকায় দেখা যায় যে ১২৫৫ হইতে ১২৯৮ শক—এই ৪৩ বৎসরের মধ্যে চারজন গুরু হইয়াছেন।

কবিকর্ণপুরের তালিকার সহিত উদীপির মঠের তালিকার ষষ্ঠ গুরু জয়তীর্থ পর্য্যন্ত মিল আছে, তারপর মিল নাই। কিন্তু ঐ মঠেই রক্ষিত অন্য শাখা বলিয়া উল্লিখিত তালিকায় কবিকর্ণপুর-প্রদত্ত রাজেন্দ্র, পুরুষোত্তম, সূত্রকর্ণ্য, ব্যাসরায় নাম পাওয়া যায়। কেবল কবিকর্ণপুর-প্রদত্ত জয়ধর্ম-স্থানে উহাতে বিজয়ধ্বজ নাম আছে। জয়ধর্মের নামান্তর বিজয়ধ্বজ হওয়া অসম্ভব নহে। উদীপির তালিকার শাখান্তরে রাজেন্দ্রের গুরুর নাম বিদ্যানিধি আছে, কবিকর্ণপুরের মতেও রাজেন্দ্রের গুরু বিদ্যানিধি। কবিকর্ণপুরে জয়তীর্থের পর জ্ঞানসিন্ধু ও মহানিধি—এই দুইটি নাম পাওয়া যায়, উদীপির তালিকায় জয়তীর্থের পরই বিদ্যানিধি। ষোড়শ শতাব্দীর বইয়ে লেখা তালিকার সহিত যদি ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রক্ষিত কোন মঠে লেখা তালিকার এই সামান্য গরমিল দেখা যায়, তাহা হইলে ষোড়শ শতাব্দীর বইকে ভুল বলা সঙ্গত হয় না ; কেন-না কোন কারণবশতঃ মঠের তালিকায় জ্ঞানসিন্ধু ও মহানিধির নাম বাদ পড়িতে পারে।

মঠের তালিকায় লক্ষ্মীপতি, মাধবেন্দ্র ও ঈশ্বর পুরীর নাম নাই। তাহার দুইটি কারণ হইতে পারে। প্রথম কারণ হয়ত লক্ষ্মীপতি মাধব-সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু মঠাধীশ হন নাই—মঠে শুধু মঠাধীশদেরই নাম আছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে কবিকর্ণপুর মাধব-সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী দিলেও, মাধবেন্দ্রকে প্রেমধর্মের প্রবর্তক বলিয়াছেন। মাধবেন্দ্র বিভিন্ন

সম্প্রদায়ের সম্যাসী ও গৃহীদের লইয়া এক নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহার নাম ও তাঁহার গুরু লক্ষ্মীপতির নাম মাধবগুরুপ্রণালী হইতে পরিত্যক্ত হওয়া সম্ভব। প্রবোধানন্দ তাঁহার প্রশিষ্য হিত হরিবংশকে আশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম যেমন চৈতন্যচরিতামৃতে দেওয়া হয় নাই, তেমনি মাধবোক্তের গুরু বলিয়া লক্ষ্মীপতির নাম মাধব-সম্প্রদায় হইতে কাটিয়া দেওয়া বিচিত্র নহে।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, “যাহা হউক, মধুসূদনের অদ্বৈত-সিদ্ধি-রচনার পূর্বে যখন ব্যাসরাজের ‘শ্রীশ্রীমত’ লিখিত হয় এবং মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধি-রচনা শেষ হইলে যখন ব্যাসরাজ নিজে বার্কিক্যহেতু অসমর্থ বলিয়া তাঁহার শিষ্য ব্যাসরাজকে^১ ঐ গ্রন্থ খণ্ডন করিবার অমুমতি প্রদান করেন, তখন ব্যাসরাজ যে শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের পরও বহুকাল জীবিত ছিলেন, এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।” সত্যেন্দ্রবাবু এখানে যে ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের ‘অদ্বৈত-সিদ্ধির ভূমিকা’ হইতে লওয়া। ঘোষ মহাশয়ের লিখিত মধুসূদন সরস্বতীর জীবনী যে কিংবদন্তী অবলম্বনে রচিত তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন (অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা, পৃ. ১১৬)। ঐ-সকল কিংবদন্তী যে পরস্পর-বিরোধী তাহার একটি প্রমাণ দিতেছি। ঘোষ মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে মধুসূদন সরস্বতীর জন্ম ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের সন্নিহিত সময় (ঐ, পৃ. ১২৬)। কিন্তু ১৩২-১৩৬ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন যে দ্বাদশ বর্ষ বয়সে মধুসূদন “নবদ্বীপে ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছে” শুনিয়া নবদ্বীপে গমন করেন। শ্রীচৈতন্য ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে যান। ১৫২৫ + ১২ = ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন মধুসূদন নবদ্বীপে যান বলিয়া প্রবাদ, তখন শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর চার বৎসর অতীত হইয়াছে। সত্যেন্দ্রবাবু “মধুসূদনের জন্ম সময় ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ বা তাহার ২।১ বৎসর পূর্বে” নির্দেশ করিয়া উক্ত প্রবাদের সহিত ঐতিহাসিক ঘটনার সামঞ্জস্য করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের জন্ম ধরিলেও, তাঁহার বার বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদর্শনে আসা সম্ভব হয়

১ এইখানে “বহুমতী”র মুদ্রাকর-প্রমাদ দেখা যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে গুরুর নাম ব্যাসরাজ বা ব্যাসরায়, শিষ্যের নাম ব্যাসরাম (অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা, পৃ. ১৬৭)।

না। খ্রীষ্টোত্তর তখন নীলাচলে গঙ্গারীর মধ্যে প্রেমাবেশে মত্ত ছিলেন এ কথা বাঙ্গালা দেশের সকলেই জানিতেন, আর মধুসূদন কি জানিতেন না? এইজন্য বলিতে হয় যে সামান্য প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া ষোড়শ শতাব্দীর লেখক কবিকর্ণপুর ও গোপালগুরুকে ভ্রান্ত মনে করা সুবিবেচনার কাজ নহে। পরন্তু “অদ্বৈতসিদ্ধি”র ভূমিকায় ঘোষ মহাশয় যে-সব তারিখ দিয়াছেন, তাহা নিভুল নহে। তিনি লিখিয়াছেন (পৃ. ৪১) যে বল্লভাচার্য্য ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক-গমন করেন। কিন্তু বল্লভাচার্য্য প্রকৃতপক্ষে ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিরোধান করেন (Z. D. M. G., 1934, p. 268)।

খ্রীষ্টোত্তরের সমসাময়িক কবিকর্ণপুর ও গোপালগুরুর মত সহজে উড়াইয়া দেওয়া যায় না, কিন্তু পুরী-উপাধিযুক্ত মাধবেন্দ্র কি করিয়া তীর্থ-উপাধিধারী মাধব-সম্প্রদায়ের শিষ্য হইলেন তাহাও বুঝা কঠিন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে সকল পুরী-ভারতীই শঙ্কর-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন না। অনেক গৃহী ব্যক্তির উপাধিও পুরী, ভারতী প্রভৃতি ছিল; যথা অসমীয়া শঙ্করদেবের বংশপরিচয়ে দেখা যায় গন্ধর্ব্ব গিরির পুত্র রাম গিরি, রাম গিরির পুত্র হেম গিরি, তাঁহার পুত্র হরিহর গিরি প্রভৃতি (লক্ষ্মীনাথ বেজবর্ম্মা-কৃত “শঙ্করদেব”, পৃ. ৯)। শাস্তিপুরের অদ্বৈত-বংশীয় গোস্বামীরা অদ্বৈতের পূর্বপুরুষদের যে পরিচয় দেন, তাহাতে পাওয়া যায় জটাধর ভারতীর পুত্র বাণীকান্ত সরস্বতী, তৎপুত্র সাকুতিনাথ পুরী (Dacca Review, March, 1913)। প্রাণতোষিণীতন্ত্রে আছে—

জ্ঞাত-তত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতিঃ।

পরব্রহ্মপদে নিত্যং পুরি-নাগা স উচ্যতে ॥

এই হিসাবে যে-কোন জ্ঞানী ব্যক্তির উপাধি পুরী হইতে পারে।

এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে মাধবেন্দ্র বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও ব্রহ্মবাক্তব উপাধ্যায় প্রভৃতির গ্রাম কয়েকবার ধর্ম্মমত পরিবর্তন করিয়াছিলেন। হয়ত প্রথমে তিনি পুরী-সম্প্রদায়-ভুক্ত সন্ন্যাসী হন, তারপর অদ্বৈতবাদে বীতশ্রদ্ধ হইয়া চরম দ্বৈতবাদী মাধব-সম্প্রদায়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু ব্রহ্মবাক্তব উপাধ্যায় যেরূপ খ্রীষ্টান হইয়াও নূতন নামে পরিচিত হন নাই, সেইরূপ মাধবেন্দ্র পুরী-উপাধিতেই পরিচিত রহিয়া গেলেন। পরে মাধব-সম্প্রদায়েও প্রেমধর্ম্মের যথেষ্ট স্ফূরণ না দেখিয়া নিজে এক সম্প্রদায় গঠন করেন।

মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সহিত গোড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের যে সাধ্য-সাধন-বিষয়ে মিল নাই তাহা ১৩৩৫ সালে কটকের রাসবিহারী মঠের অধ্যক্ষ রাধাকৃষ্ণ বসু প্রমাণ করিয়া দেখান (বীরভূমি, ১৩৩৫ সাল, ৯৪, পৃ. ১৮৮-৮৯)। এইরূপ অমিল দেখিয়াই কবিকর্ণপুর মাধ্ব-সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী দিয়া তন্মধ্যেই মাধবেন্দ্রকে নূতন-ধর্ম-প্রবর্তক বলিয়াছেন।

শ্রীজীব ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বীকার করেন না যে শ্রীচৈতন্য মাধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্ত। শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভের প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যকে “স্বসম্প্রদায়সহস্রাধিদৈবং” বলিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের সহিত উদীপির মাধ্ব-সম্প্রদায়ী-দিগের বিচার বর্ণনা করিয়াছেন (২১৯২৪২-৫১)। তিনি মাধ্বগুরুর মুখ দিয়া সাধ্য-সম্বন্ধে বলাইয়াছেন, “পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন” (২১৯২৩৯)। তিনি ১৩১৬ পয়ারে লিখিয়াছেন—

সৃষ্টি, সাক্ষ্য, আর সামীপ্য, সালোক্য।

সায়ুজ্য না লয় ভক্ত, যাতে ব্রহ্ম এক্য ॥

মাধ্ব-মতে সৃষ্টির অর্থ ভগবানের ঐশ্বর্য ও সায়ুজ্য অর্থে ব্রহ্ম-ঐক্য নহে। পদ্যনাভ “মাধ্বসিদ্ধান্তসারে” “তদ্বক্তং ভাগ্যে” বলিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক তুলিয়াছেন—

মুক্তাঃ প্রাপ্য পরং বিষ্ণুং তদ্বোগলেশতঃ কচিৎ।

বহিষ্ঠান্ ভুক্ততে নিত্যং নানন্দাদীনু কথঞ্চন ॥

অর্থাৎ “মুক্তপুরুষেরা পরমপুরুষ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভোগলেশ হইতে কোন স্থলে বহিঃস্থিত কিঞ্চিৎ ভোগ নিত্য উপভোগ করে, কিন্তু বিষ্ণুর সম্পূর্ণ আনন্দাদি ভোগ করিতে পারে না।” ডক্টর ঘাটে *The Vedanta* নামক গ্রন্থে (Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, 1926) মাধ্ব-মতের পরিচয় দিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—“Even in Moksa, Jiva cannot be one with Brahma. Bhoktr, Bhogya and Niamaka are eternally distinct and equally real.” উদীপি মঠের মাধ্ব-সম্প্রদায়ের গুরু যে নিজের সম্প্রদায়ের মতবাদের প্রধান কথাই জানিতেন না এ কথা কল্পনা করা অসম্ভব। সেইজন্য সন্দেহ হয় যে কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের সহিত মাধ্ব-সম্প্রদায়ের গুরুর বিচারটি যথাযথভাবে লেখেন নাই।

মাধবেন্দ্র পুরী হয়তো মাধব-সম্প্রদায়ের আহুগত্য অন্ততঃ কিছুকালের জন্য করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে কবিকর্ণপুর ও গোপালগুরুর গ্রায় শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক লোক ঐরূপ কথা লিখিতে পারেন না—লিখিলেও বৈষ্ণব-সমাজ উহা স্বীকার করিয়া লইতেন না। কিন্তু এরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে যে কবিকর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ভক্তিরত্নাকর রচিত হইবার কিছুকাল পূর্বে ঐ গুরুপ্রণালী ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীজীব কোথাও স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই যে মাধবেন্দ্রের সঙ্গে মাধব-সম্প্রদায়ের কোন সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু মাধবেন্দ্রের প্রবর্তিত প্রেমধর্মের সহিত মাধব-মতের গুরুতর পার্থক্য দেখিয়াই তিনি বৈষ্ণব-বন্দনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে মাধব-সম্প্রদায় বলিয়াছেন। এই মত খুবই সমীচীন ও যুক্তিসঙ্গত।

Declaration of Godhood of Sri Chaitanya

শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা-ঘোষণা

God intoxicated mood of Sri Chaitanya

(ক) ঈশ্বর-ভাবে আবেশ

Murari Gupta had narrated that from childhood days Bisnambhar had manifested super natural powers intermittently

মুরারি গুপ্তের কড়া হইতে জানা যায় যে শৈশবকাল হইতেই মাঝে মাঝে বিশ্বস্তরের অলৌকিক বিভূতি প্রকাশ পাইত এবং তিনি ভাবাষিষ্ট হইয়া নানারূপ উপদেশ দিতেন। মুরারি গুপ্ত এইরূপ ঘটনার কারণ-নির্দেশ করিতে যাইয়া বলেন—

জনশ্চ ভগবদ্যানাং কীর্তনাং শ্রবণাদপি ।

হরেঃ প্রবেশো হৃদয়ে জায়তে স্তমহাত্মনঃ ॥

তস্তানুকারণং চক্রে স তন্ত্বেজস্তং পরাক্রমঃ ॥

ভক্তদেহে ভগবতো হ্যাত্মা চৈব ন সংশয়ঃ ॥—১।৮।২-৩

পরবর্তী কোন চরিতকার মুরারি গুপ্তের গ্রায় যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখান নাই। কবিকর্ণপুর চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে একাদশ সর্গ পর্য্যন্ত মুরারিকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করিলেও উদ্ধৃত বাক্যের প্রতিধ্বনি করেন নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে পরবর্তী ভক্তদের নিকট জন্মকাল হইতেই শ্রীচৈতন্য ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হইয়াছেন।

চরিতগ্রন্থগুলির এবং পদাবলীর তুলনামূলক বিচার করিলে দেখা যায় যে গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বিশ্বস্তর ভক্তগণ-কর্তৃক সমবেতভাবে ঈশ্বর বলিয়া পূজিত হয়েন নাই। তৈর্যিক ব্রাহ্মণ, দিগ্বিজয়ী প্রভৃতি বিদেশী লোক

নবদ্বীপে আসিয়া বিশ্বস্তের ঈশ্বরত্বের প্রমাণ পাইয়াছিলেন বলিয়া বৃন্দাবনদাস বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি একথাও লিখিয়াছেন যে বিশ্বস্তের পাণ্ডিত্য দেখিয়া নবদ্বীপের ক্ষুদ্র ভক্তগোষ্ঠী সর্বদা আক্ষেপ করিতেন—

As per Vrindavandas small group of Krishna devotees used to lament that Pandit Bishwambhar is only immersed in teaching and not performing devotion to Krishna.

মহুগুণের এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাঞি ।

কৃষ্ণ না ভজেন সতে এই দুঃখ পাই ॥—১।৮।৮৩

শ্রীবাস নিমাইকে বলেন —

কৃষ্ণ না ভজিয়ে কাল কি কার্যে গোড়াও ।

রাত্রি দিন নিরবধি কেন বা পড়াও ॥—১।৮।৯১

Murari Gupta had not provided any information on Bishwambhar's Godhood before Bishwambhar's first 23 years of life.

তেইশ বৎসর বয়সের পূর্বে বিশ্বস্তের ভগবতা স্বীকৃত হওয়ার বা ভক্ত হওয়ার কোন প্রমাণ মুরারি গুপ্ত দেন নাই । সুতরাং বৃন্দাবনদাসের এই দুইটি বর্ণনা ষথার্থ বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারে । গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পরই বিশ্বস্তের ভক্তজনোচিত ব্যবহার ও ঈশ্বররূপে আবেশ দেখা যায় । বাহুঘোষের পদে ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে বিশ্বস্তরকে বাল্যকাল হইতে ভক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । এরূপ বর্ণনা কি ইতিহাসের দিক্ দিয়া, কি মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া সম্ভব মনে হয় না ।

গয়ায় ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণের পর বিশ্বস্তর সম্পূর্ণ নূতন মাতৃষ হইয়া গেলেন । নবদ্বীপের ভক্তগোষ্ঠী দেখিলেন উদ্ধতের শিরোমণি নিমাই পাণ্ডিত—

কচিচ্ছ ত্বা হরেন্নাম গীতং বা বিহ্বলঃ ক্ষিতৌ ।

পততি শ্রুতিমাত্রেণ দণ্ডবৎ কম্পতে কচিং ।

কচিদ্ গায়তি গোবিন্দ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি সাদরম্ ।

সন্নকণ্ঠঃ কচিং কম্পরোমাক্ষিত-তনুভৃশম্ ॥

As per Murari Gupta Bishnupriyadevi (Wife of Bishwambhar) was the first person who had declared Bishwambhar as God. —মুরারি, ২।১২।২৫-২৬

ভক্তগোষ্ঠী বিশ্বস্তরকে সাদরে গ্রহণ করিলেন । শ্রীবাসের গৃহে মহানন্দে নৃত্যগীত চলিতে লাগিল । মুরারি গুপ্তের কড়াচাকে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয় যে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীই সর্বপ্রথমে তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া ঘোষণা করেন । ঘটনাটি এই—একদিন বিশ্বস্তর স্বগৃহে বসিয়া প্রেমাত্তিবিস্বলভাবে আক্ষেপ

করিতেছেন—“হরিতে আমার মতি হইবে কিরূপে?” তাহা শুনিয়া দেবী (বিষ্ণুপ্রিয়া) বলিলেন—

হরেরংশমবেহি ত্বমাঙ্গানং পৃথিবীতলে ।
অবতীর্ণোহসি ভগবন্ লোকানাং প্রেমসিদ্ধয়ে ।
খেদং মা কুরু যজ্ঞোহয়ং কীর্তনাখ্যঃ ক্ষিতৌ কলৌ ।
তৎপ্রসাদাং স্তম্পম্নো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
এবং শ্রদ্ধা গিরং দেব্যা হর্ষযুক্তো বভূব সঃ ॥ ২।২।৮-১০

উদ্ধৃত অংশের ভাব লইয়া লোচন লিখিয়াছেন—

এককালে নিজঘরে আছে প্রেমভোরা ।
রোদন করয়ে আঁখে সাত পাঁচ ধারা ॥
কি করিব কোথা যাব কেমন উপায় ।
শ্রীকৃষ্ণে আমার মতি কোন্ উপায়ে হয় ॥
ইহা বলি রোদন করয়ে আৰ্ত্তনাদে ।
কাতর বচন শুনি সর্বজন কান্দে ॥
হেন কালে দৈববাণী উঠিল সাদরে ।
আপনে ঈশ্বর তুমি শুন বিশ্বস্তরে ॥
প্রেম প্রকাশিতে মহী কৈলে অবতার ।
নিজ করুণায় প্রেমা করিবে প্রচার ॥
ধর্ম সংস্থাপন করি করিবে কীর্তন ।
খেদ দূর করি কার্য্য করহ আপন ॥

এতেক বচন যবে দেবমুখে শুনি ।

অস্তর হরিষ কিছু না কহিলা বাণী ॥—মধ্য, পৃ. ৩-৪

After the declaration of Godhood of Bishwambhar by his consort, one day gave advice in the house temple of Murari intoxicated in Varaha Bhava

উক্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর মুরারি গুপ্ত লিখিতেছেন যে একদিন বিশ্বস্তর বরাহ-ভাবের আবেশে তাঁহার দেবগৃহে প্রবেশ করেন এবং ঈশ্বরভাবে মুরারিকে উপদেশ দেন। ইহার পরে তিনি প্রায়ই ঈশ্বরভাবে আবিষ্ট হইতেন; যথা—

কচিদীপ্ত্যাবেন ভূত্যোভ্যঃ প্রদদৌ বরান্ ।

—মু., ২।৪।৪ ; মহাকাব্য, ৬।২৬

অদ্বৈতের গৃহে যাইয়াও ঐরূপ ভাবাবেশ হইয়াছিল—

স্বয়ং শান্তিপুং গতা দৃষ্টাদ্বৈত-মহেশ্বরম্ ।

ঐশ্বর্যং কথয়ন্ কৃষ্ণপূর্ণাবেশো বভূব হ ॥—মু., ২।৫।১৪

এইরূপ অপূর্ব ও অলৌকিক আবেশ দেখিয়া ভক্তদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল যে বিশ্বস্তর স্বয়ং ভগবান্ । ভক্তগণসহ বিশ্বস্তরের আনন্দলীলার কথা নবদ্বীপের অনতিদূরের কুলাইয়ের বাস্তুঘোষাদি তিন ভাইয়ের, শ্রীখণ্ডের নরহরি, রঘুনন্দনের, অম্বিকা-কালনার গৌরীদাস পণ্ডিতের, কুমারহট্টের জগদানন্দের, কুলীনগ্রামের রামানন্দ বসু প্রভৃতির, খানাকুলের অভিরামদাসের কাণে এই সময়েই পৌছিয়াছিল বলিয়া মনে হয় । ইহার পূর্বে কোন ঘটনা-উপলক্ষে কোন পদে বা চরিতগ্রন্থে ইহাদের নাম নাই । ইহারা নিত্যানন্দ প্রভুর নবদ্বীপে আগমনের কিছু দিন পূর্বে বা পরে আসিয়া বিশ্বস্তরের সহিত মিলিত হইলেন । ভক্ত-গোষ্ঠী বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ।

Bishwambhar was worshiped by devotees as God

(খ) ভক্তগণ-কর্তৃক ঐশ্বররূপে পূজা

নিত্যানন্দ প্রভু ভারতের প্রায় সকল তীর্থ ভ্রমণ করিয়া এবং বহু সাধুর সঙ্গলাভ করিয়া নবদ্বীপে আসিলেন । তাঁহার বহুবিধ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির দ্বারা বুঝিলেন যে বিশ্বস্তরের মধ্যে যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে Nityananda prabhu had witnessed the six armed [six hands] image of Bishwambhar তাহার তুলনা কোথাও মেলে না । তিনি বিশ্বস্তরের ষড়্ভুজ মূর্তিও দেখিয়াছিলেন বলিয়া মুরারি গুপ্ত বর্ণনা করিয়াছেন (২।৮।২৭) । ইহার পর শ্রীবাস পণ্ডিত অদ্বৈতকে শান্তিপুং হইতে ডাকিয়া আনিলেন । বিশ্বস্তরের ঐশ্বর্যাবেশ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । তিনি একদিন শ্রীবাসের দেবালয়ে সিংহাসনের উপর বসিলেন ।

Bishwambhar sat on the throne of Sri Vishnu at the temple of Sribas

শ্রীবাস-দেবালয়-মধ্যগো হরি-

বরাসনস্থঃ সহসা বরাজ ॥—মু., ২।৯।১৮ ; মহাকাব্য, ৭।৩০

শ্রীনিবাস পণ্ডিতের ঘরে মহাপ্রভু ।
 দেবতার ঘর মধ্যে বসি হাতে লহু ॥
 দিব্য বীরাসনে প্রভু বসিয়াছে স্থখে ।—লোচন, মধ্য, পৃ. ২১

আচার্য্যের আগমন জানিঞা আপনে ।
 ঠাকুর-পণ্ডিত-গৃহে চলিল তখনে ॥
 প্রায় যত চৈতন্তের নিজ ভক্তগণ ।
 প্রভুর ইচ্ছায় সব মিলিল তখন ॥
 আবেশিত-চিত প্রভু সতেই বুঝিয়া ।
 সশব্দে আছেন সতে নীরব হইয়া ॥
 হুকার করয়ে প্রভু ত্রিদেশের রায় ।

উঠিয়া বসিল। প্রভু বিষ্ণুর খটায় ॥—চৈ. ভা. ২।৬।১২৩

Advaita goswami also worshipped Bishwambhar as God in the temple of Sribas. Before this there was no mention of Bishwambhar being worshipped as God in any other authentic writings

সেই দিন অদ্বৈত তাঁহাকে ভগবৎরূপে “তুলসীমঞ্জরী দিয়া পূজিল চরণ” (লোচন) । “চন্দনে ডুবাই দিব্য তুলসীমঞ্জরী । অর্ঘ্যের সহিত দিল চরণ উপরি ॥” (চৈ. ভা., ২।৬।১২৪ ; মুরারি, ২।২।১২-২৩ ; কবিকর্ণপুর মহাকাব্যে ৭।৩২-৩৫ অতুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ।)

এই ঘটনার পূর্বে বিশ্বস্তরকে পূজা করা হইয়াছে এরূপ কোন বিবরণ কোন প্রামাণিক পদে বা চরিতগ্রন্থে নাই । শ্রীচৈতন্তের ভগবত্তা-ঘোষণার এই প্রথম পর্ব ।

Mahaprakashabhishek - Religious bathing of Bishwambhar as God by devotees in the house of Sribas

(গ) ভক্তগণ-কর্তৃক ঈশ্বররূপে অভিষেক

শ্রীচৈতন্তের ভগবত্তা-ঘোষণার দ্বিতীয় পর্ব হইতেছে মহাপ্রকাশাভিষেক । মুরারি ঐ ঘটনা সংক্ষেপে ও বৃন্দাবনদাস বিস্তৃত-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । মুরারি বলেন যে একদিন শ্রীবাসের গৃহে বিশ্বস্তর নানারূপ ভাববিকার প্রকাশ করিয়া—

ররাজ সহসা দেবঃ সহস্রাক্ষিঃসমপ্রভঃ ।

তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—

ইদং দেহং বিজানীহি সচ্চিদানন্দমুত্তমম্ ॥

তখন ভক্তগণ পুলকিত হইলেন। শ্রীবাস তাঁহাকে গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া পূজা করিলেন। নিত্যানন্দ ছত্র ধারণ করিলেন, গদাধর মুখে তাবুল দিলেন, কেহ কেহ চামর-ব্যঞ্জন করিতে লাগিলেন। সকল ভক্ত মিলিয়া সঙ্কীৰ্ত্তন-রসে মগ্ন হইলেন (মুরারি, ২।১২।১২-১৭; লোচন, মধ্য, পৃ. ৩৪)। এই অভিষেক-দিবসে বিশ্বস্তরের ভাবাবেশ কতক্ষণ ছিল তাহা মুরারি বলেন নাই। বৃন্দাবনদাস বলেন যে প্রভু ঐ দিন সাত প্রহর ধরিয়া ভাবাবিষ্ট ছিলেন। ঐ দিনের ঘটনার বৈশিষ্ট্য কবির ভাষায় বলিতেছি—

অন্য অন্য দিন প্রভু নাচে দাস্ত্র ভাবে ।
 ক্ষণেক ঐশ্বর্য্য প্রকাশিয়া পুন ভাগে ॥
 সকল ভক্তের ভাগ্যে এদিন নাচিতে ।
 উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টাতে ॥
 আর সব দিনে প্রভু ভাব প্রকাশিয়া ।
 বৈসেন বিষ্ণুর খাটে যেন না জানিয়া ॥
 সাত প্রহরিয়া ভাবে—ছাড়ি সর্ব মায়া ।
 বসিলা প্রহর সাত প্রভু ব্যক্ত হৈয়া ॥

আজ্ঞা হৈল বোল মোর অভিষেক গীত ।
 শুনি গায় ভক্তগণ হই হরষিত ॥

এই সাতপ্রহরিয়া ভাবের দিন—

সৰ্ব্বাঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ জয় জয় বলি ।
 প্রভুর শ্রীশিরে জল দিয়া কুতূহলী ॥
 অদ্বৈত শ্রীবাস আদি যতেক প্রধান ।
 পড়িয়া পুরুষশুদ্ধ করায়েন স্নান ॥—চৈ. ভা., ২।১২।১৯

স্নানাভিষেক করার পর অদ্বৈতাদি প্রধান প্রধান পার্শ্বদগণ—

দশাঙ্কর গোপাল মন্ত্রের বিধিযতে ।
 পূজা করি সতে স্তব লাগিলা পড়িতে ॥—চৈ. ভা., ২।১২।২০

কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে (৫।৩৮-১২৫) অভিষেকের বর্ণনা করিয়াছেন। কবি এখানে বলিয়াছেন যে প্রভুর ভাবাবেশ একাদশ প্রহর

As per Kabikarnapur Bishwambhar had planted his feet on the head of his mother Sachidevi after the Mahaprakashabhishek

ধরিয়া ছিল (৫১১৪) । কবিকর্ণপুর একটি নূতন সংবাদ দিয়াছেন । তিনি বলেন যে বিশ্বস্তর শচীদেবীকে কৃপা করিয়া তাঁহার মস্তকে পাদ অর্পণ করিয়াছিলেন (৫১৮৮) ; এবং শচী কৃপা পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন । শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বর্ণিত হইয়াছে যে ভাবাবেশ অষ্টাদশ প্রহর কাল বর্তমান ছিল (১১৬৩, বহরমপুর সং) ।

অভিষেক-কালে শচীদেবীর উপস্থিতির কথা “গোবিন্দমাধব বাসু” ভণিতা-যুক্ত একটি পদে পাওয়া যায় ; যথা—

তাম্বূল ভক্ষণ করি বসিলা আসনে ।
শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে ॥
পঞ্চপ্রদীপ জালি তেঁহ আরতি করিলা ।
নীরজেন করি শিরে ধানদূর্কা দিলা ॥

গোবিন্দ ঘোষের পদে দেখা যায়—

সচন্দন তুলসীপত্র গোরার চরণে দিয়া আচার্য্য কৃষ্ণায় নমঃ বলে ॥

—গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃ. ১৫০, ২য় সং

চরিতগ্রন্থসমূহ ও সমসাময়িকদের লিখিত পদ হইতে জানা যায় যে অভিষেকের দিন নিম্নলিখিত ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন—অষ্টৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, গদাধর, শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি, শ্রীনিধি, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসু ঘোষ, নরহরি সরকার, মুকুন্দ, জগদীশ, নারায়ণগুপ্ত, গোবিন্দানন্দ, বক্তেশ্বর, শ্রীধর, সুরারি গুপ্ত, শচীদেবী, মালিনী, নারায়ণী, দুঃখী । কবিকর্ণপুর মহাকাব্যে (৬৭৯) বলিয়াছেন যে উক্ত চারজন নারী ব্যতীত আরও বিপ্রপত্নীরা উপস্থিত ছিলেন । উক্ত ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই বিশ্বস্তরের বয়োজ্যেষ্ঠ ও ভক্তি-শাস্ত্রে পণ্ডিত । ইহারা প্রত্যেকে সে দিন বিশ্বস্তরকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া শুধু যে স্বীকার করিলেন তাহা নহে, পুরুষশূক্ত পড়িয়া তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন ও দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রে পূজা করিলেন । ইহা প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর রচনা হইতে পাওয়া যাইতেছে । বিশ্বস্তরের বয়স তখন ২৩।২৪ । এইরূপ একজন তরুণ যুবককে যে প্রবীণ পণ্ডিতগণ, এমন কি বিশ্বস্তরের মাতৃদেবী, স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া পূজা করিলেন ইহাই শ্রীচৈতন্যের ভগবন্তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ । তথাকথিত শাস্ত্রীয় শ্লোকের ভবিষ্যৎ অবতার-বর্ণনা কত দূর

প্রমাণ্য বলিতে পারি না, তবে বিদ্বজ্জন-অনুভূতিই যে আধুনিক জনের নিকট শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত, এ কথা স্বনিশ্চিত। অভিষেকের দিন হইতে নবদ্বীপে সমবেত অন্তরঙ্গ ভক্তগোষ্ঠী বিশ্বস্তরকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। সর্বসাধারণের সমক্ষে তখনও তাঁহার ভগবত্তা ঘোষিত হয় নাই।

After the event of Mahaprakashabhisek the inner circle devotees worshipped Bishwambhar as God. His Godhood was not declared to the general public at that time.

Declaration of Godhood of Sri Chaitanya to general population

(ঘ) সর্বসাধারণের নিকট শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্ব-ঘোষণা

অভিষেকের কয়েক মাস পরেই বিশ্বস্তর মিশ্র কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ নামে পরিচিত হইলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার ঈশ্বর-ভাবের আবেশ প্রকাশ হইত, কিন্তু সন্ন্যাস-গ্রহণের পর আর তাঁহার উক্তরূপ আবেশের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর তিনি অধিকাংশ সময়েই শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে আকুল হইয়া থাকিতেন। কচিং কদাচিং কোন ভাগ্যবান্ ভক্ত তাঁহার চতুর্ভূজ বা ষড়্ভূজমূর্তি দেখিতে পাইতেন বলিয়া প্রকাশ। কোন ভক্ত তাঁহাকে ভগবান্ বলিলে তিনি লজ্জিত ও বিরক্ত হইতেন ; যথা—

নিরবধি দাস্ত্র ভাবে প্রভুর বিহার।

মুঞি কৃষ্ণদাস বই না বোলয়ে আর ॥

হেন কার শক্তি নাহি সম্মুখে তাহানে।

ঈশ্বর করিয়া বলিবেক দাস বিনে ॥—৩।১০।৫০৬

As per Murari Gupta Advaita prabhu had sung glorifying Sri Chaitanya as God at time of Car festival at Puri.

মুরারি গুপ্তের কড়াচা হইতে জানা যায় যে অদ্বৈত প্রভু পুরীতে রথযাত্রার সময় ভক্তগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন (৪।১০।১৬-২০)। এই ঘটনা বৃন্দাবনদাস বিজ্ঞতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন (৩।১০।৫০৪-০৭)। অদ্বৈত প্রভু একদিন সকল ভক্তকে বলিলেন—

শুন ভাই সব এক কর সমবায়।

মুখ ভরি গাই আজি শ্রীচৈতন্য রায় ॥

আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাঞি।

সর্ব অবতার যম চৈতন্য গোসাঞি ॥

কীর্তনের ধ্বনি শুনিয়া শ্রীচৈতন্য স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীচৈতন্যকে কেহ ঈশ্বর বলিলে তিনি বিরক্ত হয়েন জানিয়াও—

সাক্ষাতে গান সভে চৈতন্য বিজয় ।

প্রভু ইহা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেলেন। কীর্তনান্তে ভক্তগণ যখন শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিতে আসিলেন, তখন প্রভু বলিলেন—

অয়ে অয়ে শ্রীনিবাস পণ্ডিত উদার ।
আজি তুমি সব কি করিলা অবতার ॥
ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাম কৃষ্ণের কীর্তন ।
কি গাইলা আমারে ত বুঝাহ এখন ॥

ভক্তগণ কহিলেন, “প্রভু! হাত দিয়া কি সূর্য্য ঢাকা যায়? তুমি স্বপ্রকাশ, কিরূপে লুকাইয়া থাকিবে?” তাঁহারা এইরূপ কথাবার্তা বলিতেছেন এমন সময়—

সহস্র সহস্র জন—না জানি কোথায় ।
জগন্নাথ দেখি আইল প্রভু দেখিবার ॥
কেহো বা ত্রিপুরা কেহো চাটীগ্রামবাসী ।
শ্রীহৃষ্টিয়া লোক কেহো কেহো বঙ্গদেশী ॥
সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্তন ।
শ্রীচৈতন্য অবতার করিয়া বর্ণন ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনমালী ।
জয় জয় নিজভক্ত রস কুতূহলী ॥

কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে লিখিয়াছেন যে গোড়ীয় ভক্তগণ পুরীতে আসিবার সময় শ্রীচৈতন্য-কীর্তন করিয়াছিলেন।

অথ তে শ্রীলগৌরাঙ্গচরণ-প্রেম-বিহ্বলাঃ ।
তশ্চৈব গুণানামাদি কীর্তয়ন্তো মুদং যযুঃ ॥

উল্লিখিত বর্ণনাত্মক পড়িয়া মনে হয় কোন এক বৎসর অষ্টমত রথযাত্রার সময় শ্রীচৈতন্যের সর্বেশ্বরত্ব সর্বসাধারণের মধ্যে কীর্তন করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। পুরীতে রথযাত্রার সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অসংখ্য

ভক্তের সমাবেশ হয়। সেই সময় শ্রীচৈতন্য-কীর্তন করার অর্থই হইতেছে জনসাধারণের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা-ঘোষণা।

জনসাধারণের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা-ঘোষণায় ঠাঁহারা নেতৃত্ব করিয়া-
ছিলেন, তাঁহাদের নাম মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন। ঐ প্রসঙ্গ
বর্ণনার পূর্বে যে-সকল ভক্ত গোড় হইতে পুরীতে যাইতেছেন তাঁহারা এবং
পুরীর যে-সকল ভক্ত তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন বলিয়া মুরারি
ও বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, তাঁহারা ঐ দিন নেতৃত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া
ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। মুরারির মতে গোড়ীয় ভক্তদের মধ্যে
(১) অদ্বৈত (২-৫) শ্রীবাসাদি চারভাই (৬) চন্দ্রশেখর (৭) পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধি
(৮) গঙ্গাদাস পণ্ডিত (৯) বক্রেস্বর (১০) প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী (১১) হরিদাস ঠাকুর
(১২) দ্বিজ হরিদাস (১৩) বাসুদেব দত্ত (১৪) মুকুন্দ দত্ত (১৫) শিবানন্দ
সেন (১৬) গোবিন্দ ঘোষ (১৭) বিজয় লেখক (১৮) সদাশিব পণ্ডিত
(১৯) পুরুষোত্তম সঙ্কয় (২০) শ্রীমান্ পণ্ডিত (২১) নন্দন আচার্য্য (২২) শুক্লাস্বর
ব্রহ্মচারী (২৩) শ্রীধর (২৪) গোপীনাথ পণ্ডিত (২৫) শ্রীগর্ভ পণ্ডিত (২৬) বনমালী
পণ্ডিত (২৭) জগদীশ (২৮) হিরণ্য (২৯) বুদ্ধিমন্ত খান (৩০) পুরন্দর
আচার্য্য (৩১) রাঘব পণ্ডিত (৩২) মুরারি গুপ্ত (৩৩) গোপীনাথ সিংহ
(৩৪) গরুড় পণ্ডিত (৩৫) নারায়ণ পণ্ডিত (৩৬) দামোদর পণ্ডিত (৩৭) রঘুনন্দন
(৩৮) মুকুন্দ (৩৯) নরহরি (৪০) চিরঞ্জীব (৪১) স্থলোচন (৪২) রামানন্দ
বসু (৪৩) সত্যরাজ খান। ইহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন পুরীবাসী
(৪৪) নিত্যানন্দ (৪৫) গদাধর (৪৬) পরমানন্দ পুরী (৪৭) সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য
(৪৮) জগদানন্দ পণ্ডিত (৪৯) কাশী মিশ্র (৫০) স্বরূপ দামোদর (৫১) শঙ্কর
পণ্ডিত (৫২) কাশীস্বর গোস্বামী (৫৩) ভগবানাচার্য্য (৫৪) প্রহ্লাদ মিশ্র
(৫৫) পরমানন্দ পাণ্ড (৫৬) রামানন্দ রায় (৫৭) গোবিন্দ দ্বারপাল (৫৮) ব্রহ্মানন্দ
ভারতী (৫৯) রূপ (৬০) সনাতন (৬১) রঘুনাথদাস (৬২) রঘুনাথ বৈষ্ণ
(৬৩) অচ্যুতানন্দ (৬৪) নারায়ণ (৬৫) শিখি মাইতি (৬৬) বাণীনাথ
(মু., ৪।১৭)।

বৃন্দাবনদাস উল্লিখিত ভক্তদের মধ্যে অনেকের নাম লিখিয়াছেন (৩।৯)।
দুইটি তালিকায় আশ্চর্য্য রকম মিল আছে। মুরারির কড়চায় মুরারির নাম
লেখা হইয়াছে—

বৈষ্ণসিংহমুরারিকঃ।

চৈতন্যভাগবতে—“বৈষ্ণবসিংহ চলিলা মুরারি ।”

মুরারি গুপ্ত কি নিজেকে বৈষ্ণবসিংহ বলিবেন ?

সন্দেহ হয় যে পরবর্তী কালে শ্রীচৈতন্যভাগবত দেখিয়া কেহ সংস্কৃতে ঐ তালিকাটি লিখিয়া মুরারির কড়চায় জুড়িয়া দিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকরে মুরারির কড়চায় চতুর্থ প্রক্রমের দশম সর্গ পর্য্যন্ত বর্ণনা স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে (মুরারি, ৪।১০।১ শ্লোক, ভক্তিরত্নাকর, ২৫৯ পৃষ্ঠায় ধৃত)। চতুর্থ প্রক্রমের দশম সর্গের পর ১৬টি সর্গ অকৃত্রিম কি না তাহা জানা যায় না।

যাহা হউক, বৃন্দাবনদাসের তালিকাও অপ্রামাণিক নহে। উক্ত ভক্তগণের মধ্যে বহু কবি, গ্রন্থকার, ভক্ত ও সুধী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই সময় হইতে শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীৰ্ত্তন প্রবর্তিত হইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নরহরি চক্রবর্তী যখন ভক্তিরত্নাকর লেখেন, তখন ভক্তগণের ধারণা জন্মিয়াছে যে শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্ব হইতেই তাঁহার ভগবত্তার কথা তাঁহার পরিকরদের নিকট সুবিদিত ছিল। তাই ভক্তিরত্নাকরে (দ্বাদশ তরঙ্গ) আছে যে নবদ্বীপ-লীলার সময়েই শ্রীবাসগৃহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সঙ্কীৰ্ত্তন হইয়াছিল ; যথা—

নিত্যানন্দাদ্বৈত দৌহে সঙ্কীৰ্ত্তন রঙ্গে ।

বিলাসয়ে শ্রীবাসমুরারি আদি সঙ্গে ॥

একদিন শ্রীবাস অঙ্গনে সর্ব জন ।

আরম্ভিলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সঙ্কীৰ্ত্তন ॥

নবদ্বীপ-লীলার সময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সঙ্কীৰ্ত্তন হওয়া অসম্ভব, কেন-না তখনও বিশ্বস্তর মিশ্রের নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় নাই। যদি গৌরাঙ্গ, নিমাই বা বিশ্বস্তরের নাম লইয়াও কোন কীর্তন হইত তাহা হইলে মুরারি গুপ্ত, বাসু ঘোষ প্রভৃতি সমসাময়িক লেখক তাহার উল্লেখ করিতেন। আর ঐরূপ ঘটনা নবদ্বীপেই অনুষ্ঠিত হইলে বৃন্দাবনদাস নীলাচলে শ্রীচৈতন্য-কীর্তনের কথা ওরূপভাবে বর্ণনা করিতেন না। অতএব সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে যে অদ্বৈতই পুরীতে সর্বজনসমক্ষে শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা ঘোষণা করেন। সেইজন্মই হয়ত অদ্বৈতের আহ্বানে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই ধারণা লোকের মনে জন্মিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে গোড়দেশে প্রেমধর্ম প্রচার করিবার জন্ত প্রেরণ করেন। নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমধর্ম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা প্রচার করিয়াছিলেন ; যথা—

চৈতন্য সেব, চৈতন্য গাও, লও চৈতন্য নাম ।

চৈতন্যে যে ভক্তি করে, সেই মোর প্রাণ ॥

এইমত লোকে চৈতন্যভক্তি লওয়াইল ।

দীন হীন নিন্দকাদি সভারে নিস্তারিল ॥

—চৈ. চ., ২।১।২৪-২৫

শ্রীচৈতন্যকে যে তাঁহার সমসাময়িকগণ কিরূপে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন ও তাঁহার ভগবত্তা প্রচার করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ সমসাময়িকদের রচনা হইতে উদ্ধৃত করিলাম। এত প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ বলেন যে শ্রীচৈতন্য তাঁহার সমসাময়িকগণ-কর্তৃক ভগবান্ বলিয়া পূজিত হয়েন নাই তাহা হইলে তাঁহার উক্তি অজ্ঞতাপ্রসূত বলিতে হইবে।

Installation and worship of Sri Chaitanya's image

শ্রীচৈতন্যের বিগ্রহ-স্থাপনা ও অর্চনা

শ্রীচৈতন্যের জীবনকালেই কোন কোন ভক্ত তাঁহার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মুরারি গুপ্তের মুদ্রিত কড়চার চতুর্থ প্রক্রমের চতুর্দশ সর্গ যদি অকৃত্রিম হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীই সর্বপ্রথমে শ্রীচৈতন্যের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন ; যথা—

If the writings about image worship in Murari Gupta's karcha (4/14/8) is authentic, then Vishnupriyadevi had started it.

প্রকাশরূপেণ নিজপ্রিয়ায়াঃ

সমীপমাসাচ্চ নিজং হি মূর্তিम् ।

বিধায় তস্মাং স্থিত এষ কৃষ্ণঃ

সা লক্ষ্মীরূপা চ নিষেবতে প্রভূম্ ॥—মু., ৪।১৪।৮

এই মূর্তি-স্থাপনের প্রায় সমকালেই গৌরীদাস পণ্ডিত গৌর-নিতাই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন (মু., ৪।১৪।১২-১৪)।

চৈতন্যের পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্রের বংশধরগণ শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণে যে শ্রীচৈতন্য-বিগ্রহ পূজা করেন, ঐ বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণের বৎসরেই স্থাপিত বলিয়া প্রবাদ। প্রচ্যন্ন মিশ্র নামধেয় কোন ব্যক্তির রচিত

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী”-নামক সংস্কৃত গ্রন্থে ও তাহার অনুবাদ “মনঃসন্তোষিণী” প্রভৃতি গ্রন্থে আছে যে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস-গ্রহণের পর শান্তিপুত্র হইতে সোজা শ্রীহট্টে চলিয়া যান। তথায় যাইয়া পিতামহের বংশধরদের প্রতিপালন করিবার জন্ত নিজের মূর্তি স্থাপন করান। এই উক্তি বিশ্বাস্য নহে, কেননা সমস্ত সমসাময়িক লেখকের মতে শ্রীচৈতন্য শান্তিপুত্র হইতে বরাবর নীলাচলে গিয়াছিলেন। “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী” গ্রন্থ যে জাল তাহা আমি “ব্রহ্মবিজ্ঞা” পত্রিকায় ১৩৪৩ সালের বৈশাখসংখ্যায় সপ্রমাণ করিয়াছি।

ভক্তিরত্নাকর পাঠ করিয়া আর তিনটি স্থানে শ্রীগৌরাজ-বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার বিবরণ পাওয়া যায়। কাশীশ্বর পণ্ডিত বৃন্দাবনে গোবিন্দের পার্শ্বে শ্রীগৌরাজ মূর্তি স্থাপন করেন।

কাশীশ্বর অন্তর বুঝিয়া গৌরহরি।
দিল নিজ স্বরূপ বিগ্রহ যত্ন করি ॥
প্রভু সে বিগ্রহ সহ অন্নাদি ভুঞ্জিল।
দেখি কাশীশ্বরের পরমানন্দ হৈল ॥
শ্রীগৌর গোবিন্দ নাম প্রভু জানাইলা।
তাঁরে লইয়া কাশীশ্বর বৃন্দাবনে আইলা ॥—পৃ. ৯১

নরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীগৌরাজের মূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন শ্রীখণ্ডে নরোত্তম ঠাকুরকে ঐ মূর্তি দর্শন করান; যথা—

তৈঁহো মহাপ্রভুর অঙ্গনে লইয়া গেলা ॥
ভুবনমোহন গৌরচন্দ্রের দর্শনে।
প্রেমাবেশে নরোত্তম প্রণমে প্রাক্ষণে ॥—পৃ. ৫৫৫

নরোত্তম ঠাকুর গদাধর দাস-স্থাপিত গৌরাজমূর্তি কাটোয়ায় দর্শন করিয়াছিলেন।

দাস গদাধরের জীবন গোরাচান্দে।
নিরখিয়া নরোত্তম ধৈর্য নাহি বাঞ্চে ॥—পৃ. ৫৫৬

নরহরি সরকার ঠাকুর ও গদাধর দাস শ্রীচৈতন্যের জীবনকালে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন কি না জানা যায় না। প্রবাদ যে মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যের একটি বিগ্রহ সেবা করিতেন। ঐ বিগ্রহের পাদপীঠে মুরারির নাম ক্ষোদিত

আছে। ঐ মূর্তি বীরভূমে আবিস্কৃত হয়েন এবং এক্ষণে বৃন্দাবনে সেবিত হইতেছেন।

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের অনেক বৎসর পরে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় খেতরীতে বিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শ্রীগৌরান্ধমূর্তি স্থাপন করেন ; যথা—

শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ পঞ্চ কৈলা প্রিয়া সহ ।

প্রাপ্ত হৈল প্রিয়া সহ শ্রীগৌর বিগ্রহ ॥

—ভক্তিরত্নাকর, দশম তরঙ্গ, পৃ. ৬২২

Sri Chaitanya and tradition of Kirtan

শ্রীচৈতন্য ও কীর্তন-গান

দক্ষিণাপথের আলবার ভক্তগণ কীর্তন-গান করিতেন বলিয়া জানা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে সঙ্কীৰ্তনের কথা আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় “বৌদ্ধ গান ও দোহা”র ভূমিকায় দেখাইয়াছেন যে পরবর্তী বৌদ্ধগণের মধ্যে কীর্তন-গান প্রচলিত ছিল। কীর্তন-গান শ্রীচৈতন্যের বহু পূৰ্ব হইতে প্রচলিত থাকিলেও বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দকে “সঙ্কীৰ্তনৈক পিতরো” বলিয়াছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী কীর্তনের সংজ্ঞায় লিখিয়াছেন—

নামলীলাগুণাদীনামুচ্চৈৰ্তাষাতু কীর্তনম্ ।

—ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি, পূৰ্বলহরী, ৬৩

শ্রীজীব গোস্বামী ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় বলিয়াছেন—

বহুভিমিলিত্বা তদগানস্বং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনমিতি ।

শ্রীরূপ কীর্তনকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ; যথা—নামকীর্তন, লীলা-কীর্তন ও গুণকীর্তন। শ্রীচৈতন্য ভক্তগণের সঙ্গে এই তিন প্রকার কীর্তনই করিতেন। তিনি “হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ” প্রভৃতি বলিয়া নাম কীর্তন করিতেন।^১ তিনি “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ” প্রভৃতি বত্রিশ-অক্ষর মহামন্ত্র কীর্তন করিয়াছেন বলিয়া কোথাও স্পষ্টতঃ বর্ণিত হয় নাই। সেইজন্য এক দল ভক্ত

১ নামকীর্তনের বিভিন্ন প্রকার-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত স্থান দ্রষ্টব্য :-

চৈতন্যভাগবত—২।২৩।৩২২-২৮, ২।১।১৫৬, ২।৮।২১৬

মুরারির কড়চা—৩।২।৫, ৩।৩।৫, ৩।৫।৬, ৩।৮।১৮

• চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক—সপ্তমাক ।

বলেন যে ঐরূপ নামকীৰ্তন করা অশাস্ত্রীয়। কিন্তু নিম্নলিখিত কারণবশতঃ তাঁহাদের উক্তি অযৌক্তিক মনে হয়। (ক) শ্রীরূপ গোস্বামী ব্রজাণ্ড পুরাণ হইতে বহু শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। তাহাতে স্পষ্টতঃ হরিনাম উচ্চৈঃস্বরে সংখ্যা না করিয়া কীৰ্তনের ব্যবস্থা আছে (ব্রজাণ্ডপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, ৫৪-৬০ শ্লোক, নন্দকুমার কবিরত্ন সংস্করণ)। (খ) শ্রীরূপ লঘু-ভাগবতামৃতের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন

শ্রীচৈতন্যমুখোদগীর্ণ হরেকৃষ্ণেতিবর্ণকাঃ।

মজ্জয়ন্তো জগৎপ্রেমি বিজয়ন্তাং তদাহসয়াঃ ॥

এখানে শ্রীচৈতন্যের মুখোদগীর্ণ হরিনামে জগৎ প্রেমে নিমজ্জিত হইয়াছিল বলা হইয়াছে। তাহা হইলে বুঝা যায় যে প্রভু সংখ্যা না করিয়াও উচ্চৈঃস্বরে হরেকৃষ্ণ নাম কীৰ্তন করিতেন। সংখ্যা করিয়া নাম করায় বিধি-পালন ও অবশ্যকর্তব্যতা বুঝায়, কিন্তু সংখ্যা ভিন্ন কীৰ্তন করায় নিষেধ বুঝায় না। হরেকৃষ্ণ নাম কেবল মাত্র জপ্য যাহারা বলেন, তাঁহারাও এ কথা বলেন না যে ইহা গোপ্য। তাহা হইলে দশে মিলিয়া মহামন্ত্র কীৰ্তন করায় দোষ কি? (গ) হরেকৃষ্ণ নামের অষ্টপ্রহর কীৰ্তন বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। গোপাল ভট্ট গোস্বামীর ও লোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব-উপলক্ষে বৃন্দাবনে হরেকৃষ্ণ নামের অষ্টপ্রহর কীৰ্তন হইয়া থাকে এ কথা রাধারমণ মন্দিরের ও রাধাবিনোদের মন্দিরের বর্তমান সেবাইতেরা স্বীকার করিয়াছেন (ভুবনেশ্বর সাধু-কৃত “হরিনাম-মঙ্গল গ্রন্থ”, পৃ. ৫২)। (ঘ) বাঙ্গালা দেশের সর্বত্র মৃত্যুকালে হরেকৃষ্ণ নাম শোনানো হয়। সে সময় কেহই সংখ্যা রাখেন না, আত্মীয়-স্বজনে মিলিয়া মুমূর্ষুর কাণে হরেকৃষ্ণ নাম শোনাইয়া থাকেন। “সকীৰ্তন-রীতিচিন্তামণি”র আধুনিক লেখক বলেন যে হরেকৃষ্ণ নাম কীৰ্তন করিলে “প্রভুশিক্ষার বিপরীত আচরণে প্রভু-আজ্ঞাচ্ছেদন-ফলে বৈষ্ণবত্বনাশ সূচিত হইয়াছে। সুতরাং তাদৃশ দুর্বিপাকে আচারভ্রষ্ট, মতিনষ্ট দশা কিছুই আশ্চর্য্য নহে” (পরিশিষ্ট, পৃ. ৩)। হরেকৃষ্ণ নাম প্রচার করিতেই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব, সেই নাম কীৰ্তন করিলে বৈষ্ণবত্ব নষ্ট হইবে কেন তাহা আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অগোচর।

শ্রীচৈতন্য প্রথমে যে গুণ-কীৰ্তন করিয়াছিলেন, তাহা বৃন্দাবনদাস আমাদেরকে উপহার দিয়াছেন—

তুয়া চরণে মন লাগছ' রে ।

সারঙ্গধর তুয়া চরণে মন লাগছ' রে ॥

চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সঙ্কীর্্তন ।

ভক্তগণ গায় নাচে শ্রীশচীনন্দন ॥—চৈ. ভা., ২।২৩।২৩২-৪০

তাঁহার আর্তি ও আনন্দসূচক কীর্তনের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (২।১৩।১৮-১৯, ৩।১০।৬৫, ২।৩। ১১) বর্ণিত হইয়াছে । উক্ত গ্রন্থে প্রভুর লীলা-কীর্তন করার বর্ণনাও আছে ; যথা—

চণ্ডীদাস বিজ্ঞাপতি

রায়ের নাটক গীতি

কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ ।

স্বরূপ রামানন্দ সনে

মহাপ্রভু রাত্রি দিনে

গায় শুনে পরম আনন্দ ॥

—২।২

পরবর্তী কালে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কীর্তন-গানে নূতন সুর-সংযোজনা করিয়া উহা জনপ্রিয় করেন (“ভারতবর্ষ”, ১৩৩৩ ভাদ্র, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের “রসকীর্তন”-নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) ।

Devotees of Sri Chaitanya

শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ

“শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে” আদিলীলার নবম পরিচ্ছেদে মাধবেন্দ্র পুরী ও তাঁহার ১০জন শিষ্যের নাম ; দশম পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য-শাখায় ১৫৫জনের নাম ; একাদশ পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দ-শাখায় (শ্রীচৈতন্য-শাখায় যাঁহাদের নাম আছে তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া) ৭১জনের নাম এবং দ্বাদশ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত-শাখায় ৪০জন ও গদাধর-শাখায় ৩৩জনের—একুনে ৩১০জন ভক্তকে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । এই তালিকা নিভুল ও সম্পূর্ণ নহে । বৃন্দাবনদাসের “শ্রীচৈতন্যভাগবতে” (৩।৭) নিত্যানন্দ-ভক্ত বলিয়া ৩৮জন ভক্তের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে । যদুনাথদাসের “শাখানির্ণয়ামৃতে” গদাধরের শিষ্যরূপে ৫৭জন ভক্তের নাম ও রামগোপালদাসের নরহরি সরকার ও রঘুনন্দনের শিষ্য “শাখা-বর্ণনে” ৩২জনের নাম পাওয়া যায় । কবিকর্ণপুর ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে “গৌরগণোদ্দেশদীপিকা”য় ২১৭জন ভক্তের নাম করিয়াছেন । সব মিলাইয়া একুনে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পরিকরের সংখ্যা হইয়াছে ৪২০ । এতদ্ব্যতীত জয়ানন্দ ২৭জন এমন স্ত্রীলোক ভক্তের নাম করিয়াছেন যাঁহাদের

কোন পরিচয় পাই নাই। উক্ত ৪২০জন ভক্তের মধ্যে অবশ্য শ্রীচৈতন্যের পরিবারভুক্ত ব্যক্তি ও গুরুবর্গের নামও আছে।

Cast of Devotees

ভক্তদের জাতি

অনেকের ধারণা আছে যে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম ষোড়শ শতাব্দীতে নিম্নতর জাতির মধ্যে গৃহীত হইয়াছিল ; ব্রাহ্মণাদি জাতি উহা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু আমি পরিশিষ্টে ভক্তদের জাতি, বাসস্থান প্রভৃতির যে পরিচয় দিয়াছি তাহা হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায় :—

ব্রাহ্মণ	২৩৯
কায়স্থ	২৯
বৈদ্য	৩৭
সুবর্ণবণিক্	১
ভূঁইয়ালি	১
সূত্রধর	১
কর্মকার	১
মোদক	১
হাজরা উপাধি (জাতি অজ্ঞাত)	১
মুসলমান	২
জাতি অজ্ঞাত	৯৫
সন্ন্যাসী	৫৪
পাশি	১
রাজপুত	১
ব্রাহ্মণেতর উড়িয়া	২৬
	<hr/>
	৪২০

ইহা-দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম উচ্চবর্ণ-কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। ঐ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ। উক্ত তালিকার মধ্যে ১৬জন স্ত্রীলোক আছেন, তা ছাড়া জয়ানন্দ আরও ২৭জন স্ত্রীলোকের নাম করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যের সম্প্রদায়ের যে বিবরণ চরিতগ্রন্থসমূহে আছে তাহাতে শ্রীচৈতন্যের সহিত সন্ন্যাসীদের ঘনিষ্ঠ সহজের পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ও বৈষ্ণব-বন্দনা প্রভৃতি হইতে ৫৪জন সন্ন্যাসীর নাম পাওয়া যায়। তাঁহারা কোন্ কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

পুরী	২০
তীর্থ	৮
অরণ্য	২
গিরি	৫
ভারতী	৫
আনন্দ উপাধিদারী	৪
সরস্বতী	৩
আশ্রম	১
যতি	১
অবধূত	৩
অজ্ঞাত	২
	৫৪

শ্রীচৈতন্য ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা ও কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস লইলেও গিরি, তীর্থ, অরণ্য প্রভৃতি উপাধিদারী সন্ন্যাসিগণ তাঁহার কৃপা পাইয়াছিলেন।

Intellectuality and poetic capabilities of the Devotees

ভক্তগণের পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব

উক্ত ৪২০জন পরিকরের মধ্যে ৫৮জন লেখক ছিলেন ; অর্থাৎ শতকরা ১২জন ভক্ত কবিত্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। রূপদক্ষ ও নৃত্যগীতাদি কলাকুশলী ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-প্রবর্তিত ধর্মের প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। উক্ত ৫৮জনের মধ্যে কবিকর্ণপুর, রঘুনাথদাস প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালা পদ্য, সংস্কৃত পদ্য ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের নাম স্বতন্ত্রভাবে দুই বা তিন বার উল্লেখ করিতেছি—কিন্তু মোট সংখ্যা-গণনার সময় এক বারই ধরিয়াছি। শ্রীজীব, বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ প্রভৃতি কিঞ্চিৎ পরবর্তী ভক্তগণের নামও তালিকায় ধরি নাই।

যাঁহাদের পদ পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে এক্রপ পদকর্তা ২২জন ; যথা—
অনন্ত আচার্য্য, অনন্তদাস, কাহ্ন ঠাকুর, কৃষ্ণদাস, গোবিন্দ আচার্য্য (ইহার
পদ কোন গ্রন্থে ধৃত হয় নাই, কিন্তু গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ইহাকে
“গীতপদ্মাদিকারকঃ” বলা হইয়াছে), গোবিন্দ ঘোষ, গৌরীদাস, চন্দ্রশেখর,
চৈতন্যদাস, নরহরি সরকার, নয়ন মিশ্র, পরমানন্দ গুপ্ত (জয়ানন্দ বলেন
ইনি “গৌরান্ধবিজয়” গীত লিখিয়াছিলেন), পরমেশ্বরদাস, পুরুষোত্তমদাস,
বলরামদাস, বাহ্ন ঘোষ, বংশীবদন, মাধবানন্দ ঘোষ, মুরারি গুপ্ত, যত্নন্দন
চক্রবর্তী, রামানন্দ রায়, রামানন্দ বহ্ন ও শিবানন্দ সেন। ইহারা ছাড়া
গোবিন্দ আচার্য্যও গৌরগণোদ্দেশদীপিকা মতে “গীতপদ্মাদিকারকঃ” ছিলেন।

যাঁহাদের রচিত শ্লোক শ্রীরূপ গোস্বামি-কৃত পতাবলীতে সংগৃহীত হইয়াছে
এক্রপ ১৬জন ; যথা—কবিকর্ণপুর, কেশবছত্রী, গোপাল ভট্ট, চিরঞ্জীব,
জগন্নাথ সেন, ভবানন্দ রায়, রামানন্দ রায়, মনোহর, বাহ্নদেব সার্বভৌম,
সনাতন, রঘুনাথদাস, রঘুপতি উপাধ্যায়, শ্রীগর্ভ, শ্রীমান্, সূর্য্যদাস ও ষষ্ঠীদাস।

গ্রন্থলেখক ২৪জন ; যথা—

24 writers of books on Sri Chaitanya

গ্রন্থকার	গ্রন্থের নাম	মন্তব্য
১। অচ্যুতানন্দ	শ্রুতসংহিতা	উৎকলদেশের সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চসংখ্যার অন্যতম।
২। কবিকর্ণপুর	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য গৌরগণোদ্দেশদীপিকা অলঙ্কার-কৌস্তভ আর্য্যশতক আনন্দবৃন্দাবনচম্পু	শ্রীনিবাস আচার্য্য- শাখাভুক্ত কর্ণপুর কবিরাজ “শুনি তাঁর কাব্য কেহো উহতে নায়ে স্থির” (ভক্তি- রত্নাকর, পৃ. ৬:৯) অন্য ব্যক্তি।
৩। কবিচন্দ্র	ভাগবতামৃত	

গ্রন্থকার	গ্রন্থের নাম	মন্তব্য
৪। কানাই খুঁটিয়া	মহাভাবপ্রকাশ	পুথি পাওয়া যায় না। তঁহার বংশধরদের নিকট হইতে আমেরিকার একজন টুরিস্ট লইয়া গিয়াছেন।
৫। গোপাল গুরু		ইহার কৃত বহু শ্লোক ভক্তি রত্নাকরে ধৃত হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থ পাওয়া যায় না।
৬। গোপাল ভট্ট	হরিতত্ত্ববিলাস কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা	শ্রীজীব ষট্‌সন্দর্ভের প্রথমে বলিয়াছেন ইনি দর্শন-সম্বন্ধে একখানি বই লিখিয়াছিলেন।
৭। গোবিন্দ কর্ণকার	কড়চা	ছাপা কড়চা অকৃত্রিম নহে।
৮। জগন্নাথ দাস উড়িয়া	উড়িয়া ভাগবতের লেখক	
৯। বলরামদাস উড়িয়া	উড়িয়া ভাষায় দুর্গা- স্তুতি, তুলাভিনা, ভক্তি- রসামৃতসিন্ধু, রামায়ণ প্রভৃতি	
১০। পরমানন্দ	জয়ানন্দ বলেন, “সংক্ষেপে করিলেন তঁহ গোবিন্দ বিজয়।”	এই গ্রন্থ পাওয়া যায় না।
১১। প্রবোধানন্দ	চৈতন্যচন্দ্রামৃত বৃন্দাবনশতক	

গ্রন্থকার	গ্রন্থের নাম	
১২। রঘুনাথ ভাগবতাচার্য	কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী	
১৩। মাধবাচার্য	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল	
১৪। মুরারি গুপ্ত	শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরিতম্ (কড়চা)	
১৫। রঘুনাথদাস গোস্বামী	মুক্তাচরিত্র, স্তবাবলী, দানকেলি-চিন্তামণি	
১৬। রাঘব গোস্বামী	ভক্তিরত্নপ্রকাশ	সম্প্রতি এই গ্রন্থ শ্রী বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।
১৭। রামানন্দ রায়	জগন্নাথবল্লভ নাটক	
১৮। শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী	ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ৫৬- ৫৭, তালিকা দ্রষ্টব্য	
১৯। লোকনাথ	ভাগবতের টীকা	
২০। শ্রীনাথ	ভাগবতের টীকা	সম্প্রতি শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীপুরীদাসের সম্পাদনায় ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।
২১। সনাতন	ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ৫৭, তালিকা দ্রষ্টব্য	
২২। সার্কর্ভোম	সারাবলী, সমাসবাদ প্রভৃতি গ্রন্থের গ্রন্থ	
২৩। স্বরূপ-দামোদর	তত্ত্বনিরূপণসূচক কোন গ্রন্থ	পাওয়া যায় না
২৪। নরহরি সরকার	শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্	

এই-সব লেখক ভিন্ন ভগবান্ ভ্রাতাচার্য্য, বিজ্ঞানিধি, বিজ্ঞাবাচস্পতি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হইয়াছিলেন ; সুতরাং শ্রীচৈতন্যের ধর্ম খুব বড় বড় পণ্ডিত-কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল, দেখা যাইতেছে ।

Sri Chaitanya's companion's place of living / country / village

পরিকরগণের বাসস্থান বা শ্রীপাট

শ্রীচৈতন্যের পরিকরগণ যে যে স্থানে বাস করিতেন, সে সে স্থান বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারের কেন্দ্র হইয়াছিল । এখন ঐ-সব স্থান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত । বাঙ্গালায় নবদ্বীপ, উৎকলে পুরী ও যুক্ত-প্রদেশে বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যের ধর্মমত-প্রচারের সর্বপ্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল ।

ক । বাঙ্গালাদেশ

যে-সমস্ত ভক্তের জন্মস্থান বা বাসস্থানের বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে শ্রীচৈতন্যের প্রধান প্রধান পরিকরগণ নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী, ২৪-পরগণা ও যশোহর জেলায় বাস করিয়া প্রেমধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন । নবদ্বীপ ও তন্নিকটবর্তী বড়গাছি, দোগাছি, মাউগাছি, কুলিয়া, পাহাড়পুর, চাঁপাহাটি, সালিগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে বহু ভক্ত বাস করিতেন । বিহার প্রদেশে জাত কৃষ্ণদাস বোধ হয় শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের সঙ্গ-লোভে বড়গাছি গ্রামে বাস করিতেছিলেন ।

ফুলিয়া প্রাক-চৈতন্য-যুগেই যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল । তথায় শ্রীচৈতন্যের কয়েকজন প্রধান পার্শদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । জয়কৃষ্ণদাস বলেন—

সুগ্রীব মিশ্রের জন্ম ফুলিয়া গ্রামেতে ।

গোবিন্দ শিবানন্দ পণ্ডিত হো তাথে ॥

কাশীধর মিশ্র জীব পণ্ডিত হো আর ।

তপন আচার্য্যের হয় তথাই প্রচার ॥

শান্তিপু্রে অষ্টমত বাস করিতেন ও তথায় মুকুন্দ রায়, উদ্ধারণ দত্ত এবং কৃষ্ণানন্দ জন্মিয়াছিলেন ।

কলিকাতা হইতে ই. বি. আরের রাণাঘাট ও ই. আই. আরের গুপ্তিপাড়া পর্য্যন্ত গঙ্গার দুই তীরবর্তী স্থানসমূহে বহু ভক্ত বাস করিতেন । গঙ্গার

এক পারে বরাহনগর, সুখচর, পানিহাটি, এঁড়েদহ, খড়দহ, কাঞ্চনপল্লী ও কুমারহাট এবং অপর পারে আকনা, মাহেশ, তড়া আটপুর, জিরাট ও গুপ্তিপাড়া বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারের কেন্দ্র হইয়াছিল।

বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রাম, কালনা, দাঁইহাট, কুলাই, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড ও বেলগাঁও বৈষ্ণবসাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছে।

একচাকায় নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান হইলেও শ্রীচৈতন্যের জীবনকালে বীরভূম বৈষ্ণবধর্মের কেন্দ্র হয় নাই। তাঁহার তিরোভাবের কিছুকাল পরে ময়নাডাল, মঙ্গলডিহি, কাঁদড়া প্রভৃতি স্থান কীর্তন ও বৈষ্ণবশাস্ত্র-আলোচনার কেন্দ্র হইয়াছিল। বাঁকুড়া জেলার কোন সমসাময়িক ভক্তের নাম পাই নাই।

যশোহরের বোধখানা, যশড়া ও বুড়ন (জয়ানন্দের ভাটকলাগাছি গ্রাম = ভাটলী ও কেরাগাছী গ্রামদ্বয়) শ্রীপাট বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

ঘোড়াঘাট রাজমাহীতে গোকুলানন্দ ও বনমালীদাস বৈষ্ণব জন্মিয়াছিলেন ; নাটোরের কাছে নন্দিনী (পুং) নামক সীতার শিষ্য বাস করিতেন।

মালদহে রূপ-সনাতন থাকিতেন। জঙ্গলী (পুং) সীতাঠাকুরাণীর নিকট মন্ত্র লইয়া জঙ্গলীটোটা-নামক স্থানে বাস করিতেন।

পাবনা জেলার সোনাটলায় কালা কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট আছে।

ফরিদপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নোয়াখালি, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার প্রভৃতি স্থানে (জেলায়) শ্রীচৈতন্যের প্রকটকালে কোন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাই নাই।

চট্টগ্রামে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, বাসুদেব দত্ত ও গদাধর পণ্ডিতের পিতা মাধব মিশ্র জন্মিয়াছিলেন। চট্টগ্রামে বৈষ্ণবধর্ম প্রবল না হইলেও অনেকে ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুন্সী আবদুল করিম চট্টগ্রামে বহু বৈষ্ণব-পুথি আবিষ্কার করিয়াছেন। ত্রিপুরার কোন ভক্ত শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠীতে প্রাধান্য লাভ করেন নাই, কিন্তু তথায় যে শ্রীচৈতন্যভক্ত ছিলেন তাহার প্রমাণ শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে পাওয়া যায়। যে দিন অবৈত পুরীতে রথযাত্রা-উপলক্ষে শ্রীচৈতন্য-কীর্তন করিয়া জগৎ-সমক্ষে শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব ঘোষণা করিলেন—সে দিন ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ও ঢাকা জেলার লোক উহাতে যোগ দিয়াছিল ; যথা—

কেহো বা ত্রিপুরা কেহো চট্টগ্রামবাসী।

শ্রীহট্টিয়া লোক কেহো কেহো বঙ্গদেশী ॥

সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্তন ।

শ্রীচৈতন্য-অবতার করিয়া বর্ণন ॥

‘বঙ্গদেশী’ শব্দের জ্যোতনা-ব্যাপক, তবে ঢাকা নিশ্চয়ই উহার অন্তর্গত ।

শ্রীচৈতন্যের জীবনকালে রাঢ় ও পুণ্ড্রপ্রদেশে তাঁহার ধর্মমত ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়াছিল । পূর্ববঙ্গে এখন যে বৈষ্ণবধর্মের প্রাবল্য দেখা যায় তাহা প্রধানতঃ অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, গদাধর ও বিষ্ণুদাস কবীন্দ্রবংশীয় গোস্বামীদের প্রচারের ফলে ।

খ। আসাম

শ্রীহট্টে অদ্বৈতের পিতার ও শ্রীচৈতন্যের পিতামহের বাসস্থান । মুরারি গুপ্ত, শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি শ্রীহট্টে জন্মিয়াছিলেন । শ্রীহট্টিয়ারা গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের স্থাপয়িতা বলিলে অত্যাুক্তি হয় না । কিন্তু শঙ্করদেবের প্রভাববশতঃ শ্রীচৈতন্যের ধর্মমত তাঁহার জীবনকালে আসামে স্বপ্রচারিত হইতে পারে নাই ।

গ। উৎকল ও অমৃত্য প্রদেশ

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জায় সুবিজ্ঞ লেখকও বলেন যে শ্রীচৈতন্যের সকল ভক্তই বাঙ্গালী ছিলেন—“Himself a Bengali, his associates were all of the same nationality.” (J.B.O.R.S., Vol. VI., pt. 1, p. 62). কিন্তু এক্রূপ উক্তি বিচার-সহ নহে । ৪২০জন পরিকরের মধ্যে যে-সকল অবাঙ্গালীর জন্মস্থানের বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে—

উড়িয়া	৪৪
ঢাবিড়ী	৭ + সনাতন, রূপ, শ্রীজীব
গুজরাট	১
মারহাট্টী	৩
রাজপুত	৪
অজ্ঞাত	১ (গোপাল সাদিপূরিয়া)

During 16th century CE many parts of medinipur were inside Utkal

ষোড়শ শতাব্দীতে মেদিনীপুর জেলার অনেকটা অংশ উৎকলের অন্তর্ভুক্ত

ছিল। সেইজন্ত বৈষ্ণব-সাহিত্যে ঋহাদিগকে উড়িয়া ভক্ত বলিয়া জানা যায়, এমন অনেকের জন্মস্থান মেদিনীপুরে ; যথা—জয়কৃষ্ণ

কাশীনাথ মিশ্র মধুপণ্ডিত হো আর ।

তুলসী মিশ্র হো তমলুকে পরচার ॥

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে পুরীতে হিন্দুদের সকল সম্প্রদায়ের লোক তীর্থযাত্রা ও তীর্থবাস করিত। পুরীতে বাস করার জন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ভক্ত শ্রীচৈতন্যের কৃপালাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের দ্রাবিড়ী ভক্তগণ বৃন্দাবনে বাস করায় উত্তর-পশ্চিম-অঞ্চলে প্রেমধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু দ্রাবিড় দেশে প্রচারকার্য চালাইবার সুবিধা হয় নাই।

Panchtattva, Dvadash Gopal, Chosharti mahanta etc

পঞ্চতত্ত্ব, দ্বাদশ গোপাল, চৌষট্টি মহান্ত প্রভৃতি

পঞ্চতত্ত্ব

কবিকর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশনীপিকা হইতে জানা জানা যায় যে, স্বরূপ-দামোদর শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, গদাধর ও শ্রীবাসকে পঞ্চতত্ত্ব বলিয়া নিরূপণ করিয়াছিলেন (২-১২)। সনাতন গোস্বামী বৃহৎবৈষ্ণব-তোষণীর প্রারম্ভে যে ভাবে নমস্ক্রিয়া করিয়াছেন, তাহাতে বুঝিয়া উঠা যায় না যে তিনি পঞ্চতত্ত্ব মানিতেন কি না। তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে প্রমাণ করার পর মাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীধরস্বামী, সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য, বিজ্ঞাবাচস্পতি, বিজ্ঞাভূষণ, পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, রামচন্দ্র এবং বাণীবিলাসকে বন্দনা করিয়াছেন। তৎপরে লিখিয়াছেন—

নমামি শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যং শ্রীবাসপণ্ডিতম্ ।

নিত্যানন্দাবদ্বৈতং শ্রীগদাধর-পণ্ডিতম্ ॥

লোচন এই পাঁচজনের সঙ্গে নরহরিকে সমান আসনে বসাইয়াছেন ; যথা—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ।

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য স্থানন্দ ॥

জয় জয় শ্রীপণ্ডিত গদাধর নরহরি ।

জয় জয় শ্রীনিবাস ভক্তি-অধিকারী ॥—সূত্রধণ্ড, পৃ. ৭

ছয় গোস্বামী

Six Goswamis of Vrindavan

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।

শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

এই ছয়জন গুরু শিক্ষা-গুরু যে আমার ।

তাঁদের পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ॥—১।১।১৮-১৯

উক্ত ছয়জন ভক্ত ছয় গোস্বামী নামে পরিচিত । শ্রীনিবাসাচার্য্য ছয় গোস্বামীর “গুণলেশমূচকম্” নামে সংস্কৃতে একটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন ।

ছয় গোস্বামীর মধ্যে প্রত্যেকেই বৃন্দাবনে বাস করিতেন । ইহাদের প্রযত্নে ও সাধন-বলে বৃন্দাবন গোড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় । ইহারা সম্প্রদায়ের মূলস্তম্ভ বলিলে অত্যুক্তি হয় না । ছয় গোস্বামীর মধ্যে রঘুনাথ ভট্ট ব্যতীত অপর পাঁচজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তা । রঘুনাথ ভট্ট ভাগবত পাঠ করিতেন । ছয় গোস্বামীর মধ্যে অস্তুতঃ তিনজন শ্রীচৈতন্যের ভক্তদের Srijib is the son of Rup-Sanatan's brother পুত্র বা ভ্রাতৃপুত্র ; যথা—শ্রীজীব রূপসনাতনের ভ্রাতৃপুত্র, রঘুনাথ ভট্ট তপন মিশ্রের পুত্র এবং গোপাল ভট্ট প্রবোধানন্দের ভ্রাতৃপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ । রঘুনাথ গোস্বামীও শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচনার পূর্বে যে-সমস্ত চরিতগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহাতে “ছয় গোস্বামী” শব্দটিই নাই—কারণ উক্ত শব্দটি ঐ-সমস্ত চরিতগ্রন্থ-রচনার পরে সৃষ্ট হইয়াছে । মুরারি গুপ্তের কড়চায় গোপাল ভট্ট, রঘুনাথদাস ও শ্রীজীবের নাম নাই । কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে ও বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতে রূপ-সনাতন ছাড়া আর কোন গোস্বামীর নাম নাই । শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট ও শ্রীজীবের নাম নাই ।

জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রহিলেন কুতূহলে ।

দবির খাস দুই ভাই গেলা নীলাচলে ॥

দবির খাসে ঘুচাইলা সংসার-বন্ধন ।

দুই ভাইর নাম হৈল রূপ সনাতন ॥—পৃ. ১৪৯

জয়ানন্দ রূপ-সনাতন-সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না এবং ফার্সি ভাষায় অজ্ঞ ছিলেন । তাই তিনি দবির খাস (Private Secretary) উপাধিকে

দবির এবং খাস—এই দুই পদে বিভক্ত করিয়া রূপ ও সনাতনের নাম ভাবিয়াছেন। লোচন “ত্রিচৈতন্যমঙ্গলের” প্রারম্ভে “রূপসনাতন বন্দো পণ্ডিত দামোদর”কে বলিয়াছেন, অত্ৰ কোন গোস্বামীর কথা বলেন নাই।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ছয়জন গোস্বামীরই নাম আছে, কিন্তু একস্থানে নাই। প্রথমে রূপ-সনাতন, তারপরে শিবানন্দ চক্রবর্তী, তারপরে গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথদাসের নাম (১৮০-৮৩), পরে ২০৩ শ্লোকে শ্রীজীবের নাম। সেইজন্ত মনে হয় ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দেও “ছয় গোস্বামী” শব্দটির প্রচলন হয় নাই।

Dvadash Gopal

দ্বাদশ গোপাল

কোন কোন ভক্ত দ্বাদশ গোপালের অন্তর্ভুক্ত তাহা লইয়া মতভেদ আছে। লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের পূর্বে “দ্বাদশ গোপাল” শব্দটি কোন চরিতগ্রন্থে ব্যবহৃত হয় নাই।

রামদাস গৌরীদাস ঠাকুর সুন্দর।

কৃষ্ণদাস পুরুষোত্তম এ কমলাকর ॥

কালী কৃষ্ণদাস আর উদ্ধারণ দত্ত।

দ্বাদশ গোপাল ব্রজে ইহার মহত্ব ॥—সূত্রখণ্ড, পৃ. ৩৩-৩৪

লোচন “দ্বাদশ গোপাল” বলিলেও এখানে মাত্র আটজনের নাম করিয়াছেন।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় প্রদত্ত পনের জন গোপালের মধ্যে সাত জনের নাম সকলেই স্বীকার করেন। উহারা হইতেছেন অভিরাম, সুন্দর, ধনঞ্জয়, গৌরীদাস, কমলাকর পিঙ্গলায়ি, উদ্ধারণ দত্ত ও মহেশ পণ্ডিত। দ্বাদশ গোপালের আর পাঁচ জন কে তাহা লইয়া মতভেদ আছে। পাঁচটি গোপালের পদের জন্ত চৌদ্দ জন ভক্তের দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে। যে-সব বইয়ে দাবী সমর্থিত হইয়াছে তাহাদের নীচে পরবর্তী তালিকায় “ঐ” শব্দ লিখিলাম, আর যেখানে দাবী সমর্থিত হয় নাই সেখানে x চিহ্ন দিলাম।

ছাদশ গোপাল

দাবীদারের নাম	শব্দকল্পক্রম-ধৃত অন্যসংহিতা	চৈতন্য- সঙ্গীতা	বৃহত্ত্ব- সার	অমূল্য ভট্টের ছাদশ গোপাল	অভিরাম দাসের পাঠ-পরিক্রমা	পুরাতন পঞ্জিকা	গৌড়ীয় মঠ চরিতামৃত	ভোগমালা
১। পুরুষোত্তমদাস সৌ. গ. দী. ১৩০	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	×
২। নাগর পুরুষোত্তম সৌ. গ. দী. ১৩১	×	ঐ	ঐ	×	ঐ	ঐ	ঐ	×
৩। পরমেশ্বরদাস সৌ. গ. দী. ১৩২	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	এই নামে দুইজন গোপাল	ঐ	ঐ	×
৪। কালীকৃষ্ণদাস সৌ. গ. দী. ১৩২	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ		×	ঐ	×
৫। ত্রিধর সৌ. গ. দী. ১৩৩	ঐ	×	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	×
৬। ইলায়ধ সৌ. গ. দী. ১৩৪	ঐ	×	×	ঐ	×	×	×	×
৭। রত্ন পণ্ডিত সৌ. গ. দী. ১৩৫	×	×	×	×	×	×	×	×
৮। কুমুদানন্দ পণ্ডিত সৌ. গ. দী. ১৩৬	×	×	×	×	×	×	×	×
৯। বক্রেশ্বর	×	×	×	×	×	×	×	ঐ
১০। শিওকৃষ্ণদাস	×	ঐ	×	×	×	×	×	ঐ
১১। কামু ঠাকুর	×	×	×	×	×	ঐ	×	×
১২। বনমালী ওঝা	×	×	×	×	×	×	×	ঐ

অনন্তসংহিতা ও চৈতন্যসঙ্গীতা প্রাচীন গ্রন্থ নহে। অভিরামদাস “পার্ট-পর্যটনে” দুইজন পরমেশ্বরদাসের নাম করিয়াছেন। কিন্তু পরমেশ্বর মোদকের কথা ছাড়িয়া দিলে, বৈষ্ণব-সাহিত্যে পরমেশ্বরদাস একজনই। সেইজন্য অভিরামের বর্ণনাও প্রামাণিক মনে হয় না। কবিকর্ণপুর-কর্তৃক উল্লিখিত ১৫জন গোপালের মধ্যে যদি মাত্র ১২জনকে নির্বাচন করিতেই হয় তাহা হইলে প্রথম বারজনকে লওয়াই ভাল। রাধানাথ কাবাসী মহাশয় বৃহত্ত্বস্তি-তত্ত্বসারে এবং গৌড়ীয় মঠ তাঁহাদের চরিতামৃতের অনুক্রমণিকায় তাহাই লইয়াছেন। অমূল্যধন ভট্ট মহাশয় অনন্তসংহিতার উপর অত্যধিক আস্থা স্থাপন করিয়া নাগর পুরুষোত্তমকে বাদ দিয়াছেন এবং হলায়ুধকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এইরূপ করার কোন সঙ্গত কারণ দেখিতে পাই না।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকার গোপাল পঞ্চদশ-সম্বন্ধে একটি মন্তব্য করা যাইতে পারে। নিত্যানন্দ-ভক্তেরা গোপাল-বেশ ধারণ করিতেন। কবিকর্ণপুর নিজেই লিখিয়াছেন “নিত্যানন্দ-গণাঃ সর্বৈ গোপালা গোপবেশিনঃ” (১৪)।

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

নিত্যানন্দ স্বরূপের পারিষদগণ।

নিরবধি সতেই পরমানন্দ মন ॥

কারো কোনো কর্ম নাহি সঙ্গীর্তন বিনে।

সভার গোপাল ভাব বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥

বেত্র বংশী শিঙ্গা ছাঁদদড়ি গুঞ্জহার।

তাড় খাড়া হাতে পায়ে নূপুর সভার ॥—চৈ. ভা., ৩৬।৪৭৩

এইরূপ বেশধারী যে ৩৭জন ভক্তের নাম বৃন্দাবনদাস করিয়াছেন (৩৬।৪৭৩-৭৫) তাহাদের মধ্যে শ্রীধরের নাম নাই। গোলা-বেচা শ্রীধর চৈতন্যেরই অন্তর্গত ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার নাম শ্রীচৈতন্য-শাখাতেই করিয়াছেন (১।১০।৬৫-৬৬)। অপর একজন শ্রীধরের নাম নিত্যানন্দ-শাখায় আছে (১।১১।৪৫)। উভয় শ্রীধর এক ব্যক্তি না হওয়াই সম্ভব; কেন-না যখন একই ব্যক্তির নাম দুই শাখায় কবিরাজ গোস্বামী গণনা করিয়াছেন, তখন তাহা বিশেষভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। যদি নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত শ্রীধর চৈতন্য-শাখার শ্রীধর হইতে ভিন্ন হয়েন, তাহা হইলে কবিকর্ণপুর গোপালদের মধ্যে “গোলাবেচাতয়া খ্যাতঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধর-দ্বিজঃ” কেন বলিলেন বুঝিলাম না।

বৈষ্ণবাচার-দর্পণে (পৃ. ৩৩৪) ও বৃহত্ত্বক্তিসারে (পৃ. ১৩৩৮) নিম্নলিখিত
দ্বাদশ উপগোপালের নাম ও তাঁহাদের পাটের নাম আছে ।

- (১) হলায়ুধ—রামচন্দ্রপুর, নবদ্বীপ
- (২) রুদ্রপণ্ডিত—বল্লভপুর
- (৩) মুকুন্দানন্দ পণ্ডিত—নবদ্বীপ (বৃহত্ত্বক্তিসারে কুমুদানন্দ)
- (৪) কাশীশ্বর পণ্ডিত—বল্লভপুর
- (৫) বনমালীদাস ওঝা—কুল্যাপাড়া
- (৬) সন্ত ঠাকুর—ককুন্‌পুর
- (৭) মুরারি মাহাতী—বংশীটোটা
- (৮) গঙ্গাদাস—নৈহাটি
- (৯) গোপাল ঠাকুর—গৌরান্দ্রপুর
- (১০) শিবাই—বেলুন
- (১১) নন্দাই—শালিগ্রাম
- (১২) বিষ্ণাই—ঝামাটপুর

ইহাদের মধ্যে সন্ত ঠাকুরের নাম বৈষ্ণব-সাহিত্যের কোথাও পাওয়া যায় নাই ।

Chousharti Mahanta

চৌষটি মহাস্ত

আধুনিক বৈষ্ণবগণ মহোৎসবের সময়ে চৌষটি মহাস্তের প্রত্যেককে
একখানি করিয়া মালমাভোগ নিবেদন করেন । “ভোগমালা-বিবরণ” (১১২,
আপার চিৎপুর রোডস্থ মাণিক লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত) নামক বটতলার
ছাপা পাঁচ পয়সা দামের বই দেখিয়া মহাস্তদের নাম ঠিক করা হয় । ঐ
বইয়ের সঙ্কলনকর্তা গণিত-বিদ্যায় পারদর্শী ; কেন-না তিনি শ্রীরূপ, সনাতন,
রঘুনাথ, জীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ, লোকনাথ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই
আটজনের নাম লিখিয়া মস্তব্য করিয়াছেন—“এই ছয় গোস্বামী ।” আবার
চৌষটি মহাস্তের নাম লিখিতে যাইয়া ৭২টি নাম লিখিয়াছেন ; কিন্তু কয়েকটি
নাম একাধিক-বারও দ্বুত হইয়াছে । একটি নাম একবার করিয়া ধরিলে ৫৮টি
নাম পাওয়া যায় । সুতরাং ঐ তালিকা নির্ভরযোগ্য নহে ।

বৃহত্ত্বক্তিতত্ত্বসারে চৌষটি (?) মহাস্তের নাম নিম্নলিখিতভাবে করা
হইয়াছে—

• অষ্ট প্রধান মহাস্ত—স্বরূপ-দামোদর, রায় রামানন্দ, সেন শিবানন্দ,

রামানন্দ বসু, মাধব ঘোষ, গোবিন্দ ঠাকুর, গোবিন্দ ঘোষ ও বাসু ঘোষ ;
অষ্ট প্রধান মহাস্তের বামে পূর্বমুখে চৌষটি মহাস্ত ।

স্বরূপের পার্শ্বদ—চন্দ্রশেখর আচার্য্য, রত্নগর্ভ ঠাকুর, গোবিন্দ গরুড়, মুকুন্দ
দত্ত, দামোদর পণ্ডিত, কৃষ্ণদাস ঠাকুর ও কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর ।

রামানন্দ রায়ের পার্শ্বদ—মাধবাচার্য্য, নীলাম্বর ঠাকুর, রামচন্দ্র দত্ত, বাসুদেব
দত্ত, নন্দনাচার্য্য, শঙ্কর ঠাকুর, সুদর্শন ঠাকুর ও সুবুদ্ধি মিত্র ।

শিবানন্দ সেনের পার্শ্বদ—শ্রীরাম পণ্ডিত, জগন্নাথদাস, জগদীশ পণ্ডিত,
সদাশিব কবিরাজ, রায় মুকুন্দ, পুরন্দরাচার্য্য ও নারায়ণ বাচস্পতি ।

বসু রামানন্দের পার্শ্বদ—মধু পণ্ডিত, মকরধ্বজ কর, দ্বিজ রঘুনাথ, বিষ্ণুদাস,
পুরন্দর মিশ্র, গোবিন্দাচার্য্য, পরমানন্দ গুপ্ত ও বলরামদাস ।

মাধব ঘোষের পার্শ্বদ—মকরধ্বজ সেন, বিদ্যাবাচস্পতি, গোবিন্দ ঠাকুর,
কবিকর্ণপুর, শ্রীকান্ত ঠাকুর, মাধব পণ্ডিত, প্রবোধানন্দ সরস্বতী ও বলভদ্র
ভট্টাচার্য্য ।

গোবিন্দ ঠাকুরের পার্শ্বদ—কাশী মিশ্র, শিখি মাহাতী, কালিদাস, শ্রীমান
পণ্ডিত, কবিচন্দ্র ঠাকুর, হিরণ্যগর্ভ, জগন্নাথ সেন ও দ্বিজ পীতাম্বর ।

গোবিন্দ ঘোষের পার্শ্বদ—পরমানন্দ গুপ্ত, বলভ ঠাকুর, জগদীশ ঠাকুর,
বনমালীদাস, শ্রীনিধি পণ্ডিত, লক্ষ্মণাচার্য্য ও পুরুষোত্তম পণ্ডিত ।

বাসু ঘোষের পার্শ্বদ—রাঘব পণ্ডিত, রুদ্র পণ্ডিত, মকরধ্বজ পণ্ডিত,
কংসারি সেন, জীব পণ্ডিত, মুকুন্দ কবিরাজ, ছোট হরিদাস ও কবিচন্দ্র
আচার্য্য ।

“বৃহত্ত্বজিত্ত্বসারের” সম্পাদক রাধানাথ কাবাসী মহাশয় এইরূপভাবে
সজ্জিত তালিকা কোথায় পাইলেন উল্লেখ করেন নাই । এই তালিকায়
যাঁহাকে যাঁহার পার্শ্বদ বলা হইয়াছে তাঁহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ
ছিলেন কি না তাহাও বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতে জানা যায় না । যেমন মাধব
ঘোষের সঙ্গে প্রবোধানন্দ সরস্বতীর যে পরিচয় ছিল তাহার কোন প্রমাণ
নাই । উক্ত তালিকায় যে-সব নাম ধৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে রামচন্দ্র দত্ত
ও কবিচন্দ্র আচার্য্যের নাম বৈষ্ণব-সাহিত্যের কোথাও পাওয়া যায় না ।
মকরধ্বজ ও মকরধ্বজ করের নাম গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় আছে ; কিন্তু
চৌষটি মহাস্তের মধ্যে মকরধ্বজ কর, মকরধ্বজ সেন ও মকরধ্বজ পণ্ডিত
এই তিনটি নাম আছে । যাঁহার নাম বৈষ্ণব-সাহিত্যের কোথাও উল্লেখমাত্র

করা হয় নাই তিনি যে গৌরগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া মহাস্তরূপে পূজিত হইয়াছিলেন, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

কাটোয়ার মহোৎসব-বর্ণনা-উপলক্ষে নরহরি চক্রবর্তী “ভক্তিরত্নাকরে” নিম্নলিখিত চৌষটি জনের নাম মহাস্তর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (নামের পরে সংখ্যা আমার দেওয়া।)

প্রভুপ্রিয় শ্রীপতি^১ শ্রীনিধি^২ বিদ্যানন্দ^৩ ।
 বাণীনাথ বসু^৪ রামদাস কবিচন্দ্র^৫ ॥
 পুরুষোত্তম সঙ্কয়^৬ শ্রীচন্দ্রশেখর^৭ ।
 শ্রীমাধবাচার্য্য^৮ কীর্তনীয়া ষষ্ঠীধর^৯ ॥
 শ্রীকমলাকান্ত^{১০} বাণীনাথ^{১১} বিপ্রবর ।
 বিষ্ণুদাস^{১২} নন্দপণ্ডিত^{১৩} পুরুন্দর^{১৪} ॥
 শ্রীচৈতন্যদাস^{১৫} কর্ণপুর^{১৬} প্রেমময় ।
 শ্রীজানকীনাথ^{১৭} বিপ্র গুণের আলায় ॥
 শ্রীগোপাল আচার্য্য^{১৮} গোপালদাস^{১৯} আর ।
 মুরারি^{২০} চৈতন্যদাস পরম উদার ॥
 রঘুনাথ বৈষ্ণব উপাধ্যায়^{২১} নারায়ণ^{২২} ।
 বলরামদাস^{২৩} আর দাস সনাতন^{২৪} ॥
 বিপ্রকৃষ্ণদাস^{২৫} শ্রীনকড়ি^{২৬} মনোহর^{২৭} ।
 হরিহরানন্দ^{২৮} শ্রীমাধব^{২৯} মহীধর^{৩০} ॥
 রামচন্দ্র কবিরাজ^{৩১} বসন্ত^{৩২} লবনি^{৩৩} ।
 শ্রীকান্ঠঠাকুর^{৩৪} শ্রীগোকুল গুণমণি^{৩৫} ॥
 শ্রীমাধবাচার্য্য^{৩৬} রামসেন^{৩৭} দামোদর^{৩৮} ।
 জ্ঞানদাস^{৩৯} নর্তক গোপাল^{৪০} পীতাম্বর^{৪১} ॥
 কুমুদ^{৪২} গৌরানন্দদাস^{৪৩} হৃৎখীর জীবন ।
 নৃসিংহ^{৪৪} চৈতন্যদাস দাস বৃন্দাবন^{৪৫} ॥
 বনমালীদাস^{৪৬} ভোলানাথ^{৪৭} শ্রীবিজয়^{৪৮} ।
 শ্রীহৃদয়নাথ সেন^{৪৯} গুণের আলায় ॥
 লোকনাথ পণ্ডিত^{৫০} শ্রীপণ্ডিত মুরারি^{৫১} ।
 শ্রীকান্ঠ পণ্ডিত^{৫২} হরিদাস ব্রহ্মচারী^{৫৩} ॥

শ্রীঅনন্তদাস^{৫৪} কৃষ্ণদাস^{৫৫} জনার্দন^{৫৬} ।

শ্রীভক্তিরতন-দাতা দাস নারায়ণ^{৫৭} ॥

ভাগবতাচার্য^{৫৮} বাণীনাথ ব্রহ্মচারী^{৫৯} ।

চৈতন্যবল্লভদাস^{৬০} ভক্তি অধিকারী ॥

শ্রীপুষ্পগোপাল^{৬১} শ্রীগোপালদাস^{৬২} আর ।

শ্রীহর্ষ^{৬৩} শ্রীলক্ষ্মীনাথদাস^{৬৪} পণ্ডিত উদার ॥

কহিতে কি মহাস্তগণের নাহি অস্ত ।

নেত্র ভরি দেখয়ে সকল ভাগ্যবন্ত ॥

—নবম তরঙ্গ, পৃ. ৫৮৮-৮৯

নরহরি চক্রবর্তী মহাশয় চৌষটি জন মহাস্তের নাম করিলেও সংখ্যা করিয়া একুনে চৌষটি জন বলেন নাই ; বরং বলিয়াছেন যে “মহাস্তগণের নাহি অস্ত ।”

কবিকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় বলিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের পার্শদবর্গ মহাস্ত বলিয়া খ্যাত । “এবাং পার্শদবর্গা যে মহাস্তাঃ পরিকীর্তিতাঃ” (১) । তাঁহাদের মধ্যে নবদ্বীপ-লীলার পরিকরণ মহত্তম, নীলাচল-লীলার সঙ্গীরা মহত্তর ও দক্ষিণাদি দেশে যাঁহাদের সহিত মহাপ্রভুর সঙ্গ হইয়াছিল তাঁহারা মহাস্ত নামে পরিচিত । এই প্রসঙ্গে কবিকর্ণপুর স্বরূপ-দামোদরের মতও উদ্ধৃত করিয়া নিজের বক্তব্যের সমর্থন করিয়াছেন ; যথা—

অতঃ স্বরূপ-চরণৈরুক্তং গৌর-নিরূপণে

পঞ্চ-তত্ত্বস্ত সম্পর্কাৎ যে যে খ্যাতা মহত্তমাঃ

তে তে মহাস্তা গোপালাঃ স্থানান্তৈচ্ছা-দি-বাচকাঃ । (১৭)

তাহা হইলে আমি চৈতন্যের পরিকর বলিয়া যে ৪২০জন ভক্তের নাম করিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চতত্ত্বের জনক, জননী প্রভৃতি এবং অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস ও গদাধরকে বাদ দিয়া আর সকলকেই মহাস্ত বলা কর্তব্য । ইহাদের মধ্য হইতে মাত্র ৬৪জনকে বাছিয়া লইলে, স্বরূপ-দামোদর ও কবিকর্ণপুরের শ্রায় সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্যদের মতের বিপক্ষে চলা হয় । নবদ্বীপের প্রাচীনতম মহাস্তদ্বয় আমাকে বলিয়াছেন যে তাঁহারা কখনও

চৌষটি মহাস্তের ভোগ দেন নাই। ঐ প্রথা আধুনিক। ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত চৌষটি নামের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পরিকর বলিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যে উল্লিখিত হইয়াছেন। কেবল ষষ্টিধর কীর্তনীয়ার স্থানে ষষ্টিধর কীর্তনীয়া ও লবনি-স্থানে নবনীহোড় হওয়া উচিত। এই দুইটি নাম সম্ভবতঃ লিপিকর বা মুদ্রাকর-প্রমাদে রূপান্তরিত হইয়াছে। যদি মহাস্তের সংখ্যা ৬৪ করার কোন প্রয়োজন থাকে, তবে ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত ৬৪টি জনকেই গ্রহণ করা উচিত।

শ্রীখণ্ড হইতে প্রকাশিত “ভক্তিচন্দ্রিকা” গ্রন্থ নরহরি সরকার ঠাকুরের কথিত উপদেশ-অনুসারে তাঁহার শিষ্য লোকনাথ আচার্য্য-কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল বলিয়া উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক প্রকাশ করিয়াছেন (ভূমিকা, পৃ. ৮০)। ঐ গ্রন্থে গৌরাক্ষদেবের উপাসনা-বিধি লিখিত হইয়াছে। তাহাতে আছে যে যন্ত্র-পদ্যকণিকার “বহির্ভাগে যে ষট্‌কোণ লিখিত আছে তাহার মধ্যে শ্রীভগবানের দক্ষিণ ও বাম ভাগে যথাক্রমে বাসুদেব দত্ত ও শিবানন্দ সেনকে পূজা করিবে। ইহারা প্রত্যেকে প্রেমবশতঃ শ্রীমন্নহাপ্রভুর শ্রীমুখপদ্ম-দর্শনকারী, পুলকব্যাপ্ত-সর্কাক্ষ এবং দিব্য-মালাযুক্ত-কর-পঙ্কজ—এইভাবে যথাবিধি পূজনীয়।

সেই ষট্‌কোণের বহির্ভাগে ইহাদিগের যথাবিধি পূজা করিবে। তন্মধ্যে পূর্বাদিক্রমে অগ্রকেশরে জগৎপতি শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য, মুরারি, শ্রীবাস, মাধবেন্দ্র পুরী, পরমানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ, নৃসিংহানন্দ, সর্কবিজ্ঞাভিশারদ কেশব ভারতী, গোবিন্দানন্দ, গোবিন্দদাস, বক্রেস্বর; তদনন্তর সঙ্গীত-তৎপর হরিদাস, মুকুন্দ, রাম এবং দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ হরিদাস। ইহারা সকলে চন্দন ও মালা-ধারী। কেহ বা হরিনাম-রত, কেহ বা কৃষ্ণচৈতন্য-নাম-গানে তৎপর। সকলেই প্রেমাকুরযুক্ত এবং প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নের দ্বারা সমুজ্জল।

কেশরের বহির্ভাগে পত্রমধ্যে পূর্বাদিক্রমে প্রথমে সার্কভৌম, তাহার পর প্রদক্ষিণক্রমে বল্লভ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, রঘুনন্দন, জগন্নাথমিশ্র, শচীদেবী, গোবিন্দঘোষ, কাশীশ্বর, কৃষ্ণদাস, শ্রীরাম দাস, সুন্দরানন্দ, আদি পরমেশ্বরদাস, পুরুষোত্তমদাস, গৌরীদাস ও কমলাকর—এই ষোড়শ জনের পূজা করিবে। ইহারা সকলে দিব্য অঙ্কুশপন ও বস্ত্রযুক্ত এবং রসাকুলচিত্ত—এইরূপে ধ্যেয়।

তদ্বহির্ভাগে দলাগ্রে পূর্বের গ্রায় প্রথমে জ্ঞানানন্দ, তদনন্তর বাসুদেব ঘোষ, প্রতাপরুদ্র, রামানন্দ, রাঘব, প্রদ্যুম্ন, শ্রীসুদর্শন, বাণীনাথ, বিষ্ণুদাস, দামোদর,

পুরন্দর, আচার্য্যচন্দ্র, ভগবান, চন্দ্রশেখর, চন্দ্রনেশ্বর ও ধনঞ্জয় পণ্ডিত—এই ষোড়শ জন পূজনীয়। ইহারা সকলেই পরম ভাগবত, গৌরাঙ্গপ্রেমে ব্যাকুল-চিত্ত, হরিনাম-সঙ্কীর্ণনে তৎপর ও করকমলে দিব্যমালা-ধারী—এই রূপে ধ্যেয়” (চতুর্থ পটল, ২১ হইতে ২৪ শ্লোকের অনুবাদ, পৃ. ১২১ হইতে ১২৬)।

উক্ত গ্রন্থ সত্যই নরহরি সরকার ঠাকুর-কর্তৃক কথিত হইয়াছিল কি না তাহা বলা যায় না। উহার উল্লেখ প্রামাণিক বৈষ্ণব-সাহিত্যের কোথাও পাই নাই। নরহরি নিজে উহার বক্তা হইলে মাধবেন্দ্র পুরী, নিত্যানন্দ ও অষ্টভৈরব পূর্বেই নিজের নাম করিয়া নিজের পূজার ব্যবস্থা দিবেন, ইহা সম্ভব মনে হয় না। তারপর আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পরিকরদের মধ্যে জ্ঞানানন্দ নামে কোন ভক্তের নাম পাওয়া যায় না। ঋহা নাম কোথাও উল্লিখিত হয় নাই, তিনি কি করিয়া এমন প্রধান ব্যক্তি হইতে পারেন যে শ্রীচৈতন্যের সহিত তাঁহার পূজার বিধান নরহরি সরকার দিবেন? এই গ্রন্থখানির প্রামাণিকতার নিদর্শন না পাওয়া পর্য্যন্ত ইহার উক্তি গ্রহণ করা যায় না।

ছয় চক্রবর্তী ও অষ্ট কবিরাজ

শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুরের পরে বৈষ্ণব-সমাজে “ছয় চক্রবর্তী” ও “অষ্ট কবিরাজ” বলিয়া দুইটি শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। “কর্ণানন্দ”-গ্রন্থে ইহাদের নাম করিয়া দুইটি শ্লোক দ্রুত হইয়াছে; যথা—

(ছয় চক্রবর্তী)

শ্রীদাসগোকুলানন্দো শ্রামদাসস্তথৈব চ ।
শ্রীব্যাসঃ শ্রীলগোবিন্দঃ শ্রীরামচরণস্তথা ॥
ষট্ চক্রবর্তিনঃ খ্যাতা ভক্তিগ্রন্থানুশীলনাঃ ।
নিস্তারিতাখিলজনাঃ কৃত-বৈষ্ণব-সেবনাঃ ॥

(অষ্ট কবিরাজ)

শ্রীরামচন্দ্র-গোবিন্দ-কর্ণপূর-নৃসিংহকাঃ ।
ভগবান্ বল্লবীদাসো গোপীরমণ-গোকুলো ॥
কবিরাজ ইমে খ্যাতা জয়স্তাঠৌ মহীতলে ।
উত্তমা ভক্তিসদ্রস-মালাদানবিচক্ষণাঃ ॥

শ্রীচৈতন্য-পরিকরগণের ভজন-প্রণালীর বিভিন্নতা

ঈশ্বর পুরী মধুর রসের উপাসক ছিলেন (গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ২৩) । বৃন্দাবনে গোস্বামিগণ মধুর রসের উপাসনা প্রচার করেন । কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পরিকরগণের মধ্যে অনেকে সখ্য, বাৎসল্য ও দাস্ত্য রসের ভক্ত ছিলেন ।

নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত ব্যক্তিগণ সখ্য রসে উপাসনা করিতেন । সেইজন্য ঐ শাখার যে যে ভক্তের নাম গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের তত্ত্ব ব্রজের কোন গোপাল বা সখা রূপে নির্ণীত হইয়াছে । ইহার দুইটি মাত্র ব্যতিরেক পাওয়া যায় : গদাধরদাস ও মাধব ঘোষ । কিন্তু এই দুইজন ভক্তকে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ উভয় শাখাতেই গণনা করা হইয়াছে । কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—

নিত্যানন্দের গণ যত—সব ব্রজের সখা ।

শিঙ্গাবেত্র গোপবেশ—শিরে শিখিপাখা ॥—১।১।১৮

অদ্বৈত দাস্ত্য ও সখ্য এই উভয় রসের ও রঙ্গপুরী বাৎসল্য রসের উপাসনা প্রচার করেন (গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ২৪) । কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঠাঁহাদের নাম শ্রীচৈতন্য ও গদাধর-শাখায় উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মধুর রসের উপাসক ছিলেন । কবিকর্ণপুর তাঁহাদের তত্ত্ব ব্রজের সখা, সখী ও মঞ্জরীরূপে উল্লেখ করিয়াছেন ।

বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ নিজেদের সখীর অনুগতা মঞ্জরী ভাবিয়া সাধনা করিতেন । সাধক ভক্তের সাধ্য হইতেছে সখীদের ও প্রধান প্রধান মঞ্জরীদের অনুগত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করা । নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

শ্রীরূপমঞ্জরী সার

শ্রীরতিমঞ্জরী আর

শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে

কস্তুরিকা আদিরঙ্গে

প্রেমসেবা করি কুতূহলা ॥

এ সব অনুগা হৈয়া

প্রেম সেবা নিব চাইয়া

ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজ ।

রূপ গুণে ডগমগি

সদা হব অনুরাগী

বসতি করিব সখী মাঝ ॥

বৃন্দাবনে দুই জন

চতুর্দিকে সখীগণ

সময় বুঝিয়া রসস্থখে ।

সখীর ইঙ্গিত হবে

চামর ঢুলাব কবে

তাম্বূল যোগাব চাঁদমুখে ॥^১

—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, ৫১-৫৩

কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামীদের ও তদনুগত শ্রীনিবাস-নরোত্তমাদির গ্রন্থাদিতে কোথাও দেখা যায় না যে পুরুষ-সাধক নারীর বেশ ধারণ করিতেন। তথাপি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পরিকরণের মধ্যে কেহ কেহ যে নারীবেশ ধারণ করিয়া সাধনা করিতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অষ্টৈতপত্নী সীতা দেবীর নন্দরাম সিংহ ও যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী নামক দুই জন শিষ্য নারীবেশ ধারণ করিয়া যথাক্রমে নন্দিনী ও জঙ্গলী নাম গ্রহণ করেন। ইহাদের নাম গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় পাওয়া যায় এবং ইহাদের শিষ্ণু-পরম্পরা আজও বর্তমান। নবদ্বীপের চরণদাস বাবাজী মহোদয়ের “সমাজ-বাড়ী”র বর্তমান অধ্যক্ষ মহাশয় নন্দিনী-জঙ্গলীর শাখাপরিবারভুক্ত না হইয়াও, ‘ললিতা সখী’ নাম ও স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া সাধনা করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যের অনুগত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। কবিকর্ণপুর তাঁহাদের তত্ত্বনির্দেশ করিতে যাইয়া রামায়ণোক্ত পাত্রগণের নাম করিয়াছেন ; যথা—

মুরারি গুপ্ত—হুমান্

রামচন্দ্র পুরী—বিভীষণ।

১ নরোত্তম দাসে আরোপিত “রাগমালা”-নামক গ্রন্থে (শ্রীগৌরভূমি পত্রিকা, ১৩০৮, ১ম খণ্ডে প্রকাশিত) আছে—

অনেক মঞ্জরী তার প্রধান শ্রীরূপ।

রতি অনঙ্গ আদি তাহার স্বরূপ ॥

এসব মঞ্জরী বিকশিয়া পুষ্প হয়।

পুষ্প হৈয়া করে নিত্যলীলার সহায় ॥

পুনঃ সেই পুষ্পসব নাম ধরে মালা।

রূপমালা লবঙ্গমালা আর রতিমালা ॥

শ্রীচৈতন্যের সম্যাসী ভক্তগণ সম্ভবতঃ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিপথের পথিক ছিলেন। সেইজন্য “অষ্টসিদ্ধি”—“জয়ন্তেয়” প্রভৃতিরূপে তাঁহাদের তত্ত্ব নির্দেশ করা হইয়াছে। অষ্টমতের শিষ্য কামদেব নাগর জ্ঞানবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। এইজন্য গোড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ-কর্তৃক তিনি ও তাঁহার অমুগত লোকেরা পরিত্যক্ত হইয়াছেন।

নকল অবতার

শ্রীচৈতন্যের ভগবতা প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া কতকগুলি লোকের ভগবান্ হইতে সখ হইয়াছিল। তাঁহাদের কথা বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

উদর ভরণ লাগি এবে পাপী সব।
লওয়ায় “ঈশ্বর আমি”, মূলে জরদগব ॥
গর্দভ শৃগাল তুল্য শিষ্যগণ লৈয়া।
কেহ বোলে আমি রঘুনাথ, ভাব গিয়া ॥
কুকুরের ভক্ষ্যদেহ—ইহায়ে লইয়া।
বোলায় “ঈশ্বর” বিষ্ণুমায়া মুগ্ধ হৈয়া ॥ —২।২৩।৩৩৯

কোন পাপী সব ছাড়ি কৃষ্ণসকীর্্তন।
আপনারে গাওয়ায় কত বা ভূতগণ ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাঞ্জে আপনারে গাওয়ায় সে ছাড় ॥
রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস, বিপ্রকাচ মাত্র কাচে ॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল ॥
অতএব তারে সবে বোলেন শিয়াল ॥ —১।১০।১০৪-০৫

উনবিংশ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যের চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

Some important characteristics of Sri Chaitanya's Character

শ্রীচৈতন্যের বর্ণ, আকৃতি ও অঙ্গকাস্তি তাঁহার লোকোত্তর ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তুলিত। রঘুনাথদাস গোস্বামী তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভাবিয়াছিলেন বুঝি বা তিনি এক প্রকাণ্ড হেমাদ্রি বা সোনার পাহাড়ের কাছে আসিয়াছেন^১। শ্রীরূপ তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল, উদ্ধতভুজঙ্গের গায় ভুজযুগল ও কোটি কন্দর্পের গায় দেহকাস্তি দেখিয়া তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন^২। সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের জীবনকালেই বৃহত্তাগবতামৃত গ্রন্থের মঙ্গলা-চরণে তাঁহার জয়গান করিয়া লিখিয়াছেন—

জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা
হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীশ্বরেষঃ ॥^৩

১ স্তবাবলী, শ্রীচৈতন্যষ্টকম্ ২

২ স্তবমালা, শ্রীচৈতন্যের তৃতীয় অষ্টক, ৭

৩ বৃহত্তাগবতামৃত যে শ্রীচৈতন্যের জীবনকালেই লিখিত হয় তাহা উপরে উদ্ধৃত শ্লোকটির ‘এষঃ’ শব্দের ব্যাখ্যায় সনাতন তাঁহার স্বকৃত দিগদর্শিনী টীকায় লিখিয়াছেন “এষ ইতি সাক্ষাদনুভূততাং তদানীং তস্ত বর্তমানতাং চ বোধয়তি” অর্থাৎ ‘এষ’ শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য এই যে গ্রন্থকারের সাক্ষাৎ অনুভূত এবং তৎকালেও বর্তমান আছেন বুঝিতে হইবে।” গ্রন্থের পঞ্চম শ্লোকের টীকায় সনাতন জানাইয়াছেন যে তিনি বৃন্দাবনে বসিয়া উহা লিখিতেছেন। এই টীকাংশের প্রতি দৃষ্টি না পড়ায় এ পর্য্যন্ত ঐ গ্রন্থের রচনাকাল নিরূপিত হয় নাই। বৃহত্তাগবতামৃতের দশম শ্লোকের টীকায় তিনি স্পষ্ট বলিতেছেন “এবং পরমং মঙ্গলমাচর্য্য নিজাভীষ্টসিদ্ধয়ে শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়রীত্য শ্রোতৃদৈবতরূপং শ্রীগুরুবরং প্রণমতি” অর্থাৎ এই প্রকার বিশেষ মঙ্গলাচরণ করিয়া এক্ষণে স্বাভীষ্টসিদ্ধির জন্য শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের চিরন্তন রীতি অনুসারে নিজ অভীষ্টদেব শ্রীগুরুবরকে প্রণাম করিতেছেন। মূলশ্লোকে আছে—কলিযুগে প্রেমরস-বিস্তারার্থ যিনি শ্রীচৈতন্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই নিরূপাধিকরণাকারী শ্রীকৃষ্ণরূপ গুরুদেবকে প্রণাম করি। বৃহত্তাগবতামৃত সনাতনের আধ্যাত্মিক আত্মজীবনী। বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ গোপকুমারকে বলিতেছেন—“আমি স্বয়ং জয়ন্ত নামে তোমার গুরুরূপে অবতীর্ণ হইলাম” (২।৪।৮৬)। অমৃত (২।৩।১২২) আছে “গৌড়দেশে গঙ্গাতটে জয়ন্ত নামে যে এক মাথুর ব্রাহ্মণোত্তম আছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার এবং তিনিই তোমার মহান্ গুরু।” উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১।১১৩-১১৬ শ্লোকে বৃন্দাবনে জয়ন্তের যে বর্ণনা আছে তাহা শ্রীচৈতন্যেরই ভাব-বর্ণনা।

তঁাহার অলোকসামান্য রূপের বর্ণনা করিতে যাইয়া কত সমসাময়িক কবি মুগ্ধ-বিশ্ময়ে বলিয়াছেন—

গোরারূপে কি দিব তুলনা ।
 তুলনা নহিল যে কবিল বান সোণা ॥
 মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপাম ।
 তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম ॥
 তুলনা নহিল স্বর্ণ-কেতকীর দল ।
 তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল ॥
 কুঙ্কম জিনিয়া অঙ্ক-গন্ধ মনোহরা ।
 বাসু কহে কি দিয়া গড়িল বিধি গোরা ॥

—ভক্তিরত্নাকর পৃ. ৩৩৪, পদক. ১১৩৭

এমন যে অতুলনীয় রূপ তাহাও তাঁহার ভাব-বিকারের প্রাবল্যে কখনও কখনও লুপ্তায়িত হইত। রঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গস্তুত-কল্পতরুর দ্বিতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন যে বিবর্ণতা স্তম্ভ বা জড়ের মতন ভাব, অশ্রুটবচন, কম্প, অশ্রু, পুলক, হাস্য, ঘর্ম্ম, প্রভৃতি যেন তাঁহার দেহে নববিধ রত্নালঙ্কারের ন্যায় শোভা পাইত।

Three powerful rulers of early 16th Century CE - Prataprudra of Utkal, Krishnadev of Vijaynagar and Husen Sah of Bengal-Bihar

প্রতাপরুদ্র ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদের ভারতবর্ষের তিনজন ক্ষমতা-শালী নৃপতির মধ্যে অগ্রতম—অগ্র দুইজন হইতেছেন বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব রায় ও বাঙ্গালা-বিহারের হুসেন শাহ। এমন একজন সার্বভৌম রাজা শ্রীচৈতন্যের দর্শন লাভ করিবার জন্ত ব্যাকুল; অথচ প্রভু বিষয়ীর সংস্পর্শে আসিতে চাহেন না। উড়িষ্যার ভক্তগণ তখন প্রভুর অজ্ঞাতে রাজাকে তাঁহার নৃত্য দর্শন করাইলেন। নৃত্যের মধ্যে প্রভুর অলৌকিক ভাব দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। কিন্তু একটা ব্যাপারে তাঁহার একটু খটকা লাগিল—

প্রভুর নাসায় যত দিব্য-ধারা বহে ।
 নিরবধি নাচিতে শ্রীমুখে লالا হয়ে ॥
 ধূলায় লালায় নাসিকার প্রেমধারে ।
 সকল শ্রীঅঙ্ক ব্যাপ্ত কীর্তনবিকারে ॥

এ সকল কৃষ্ণভাব না বুঝি নৃপতি ।

ঈশ্বর সন্দেহ তান ধরিলেক মতি ॥—চৈ. ভা., ৩।৫

পরে অবশ্য জগন্নাথের রূপায় তিনি শ্রীচৈতন্যের ভাববিকাশের মর্ম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ভাবের মাহুষ শ্রীচৈতন্য ; ভাবের আবেগে দেহের কি দশা হইত তাহার প্রতি তাঁহার একটুকুও লক্ষ্য থাকিত না। বৃহত্তাগবতামৃতে সনাতন গোস্বামী গোপকুমারের গুরুর অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

কীর্ত্তয়ন্তঃ মুহুঃ কৃষ্ণং জপধ্যানরতং কচিৎ ।

নৃত্যন্তঃ কাপি গায়ন্তঃ কাপি হাসপরং কচিৎ ॥

বিক্রোশন্তঃ কচিদ্রুমৌ শ্বলন্তঃ কাপি মত্তবৎ ।

লুপ্তন্তঃ ভুবি কুত্রাপি রুদন্তঃ কচিদ্রুমকৈঃ ॥

বিসংজ্ঞং পতিতং কাপি শ্লেষ্মলালাশ্রধারয়া ।

পঙ্করন্তঃ গবাং বহু-রজাংসি মৃতবৎ কচিৎ ॥—২।১।১১৪-১১৬

অর্থাৎ কখনও তিনি কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতেন, কখনও জপে বা ধ্যানে রত থাকিতেন, কখনও উন্নতের গায় নৃত্য করিতেন, কখনও গান করিতেন, কখনও হাস করিতেন, কখনও চীংকার করিতেন, কখনও বা ভূতলে পতিত হইয়া লুপ্তন করিতেন, কখনও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেন। কখনও অচেতনপ্রায় ভূতলে পতিত হইতেন এবং তাঁহার নাসিকা ও মুখনির্গত শ্লেষ্মা লাল ও নয়নের অশ্রধারা গোচারণের পথের ধূলিকে কদমিত করিত। কখনও বা তিনি মৃতবৎ অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। সনাতন গোস্বামীর জয়ন্তরূপী গুরু শ্রীচৈতন্যের ভাবের এই আলেখ্য বৃন্দাবনদাসের উপরে উদ্ধৃত বর্ণনাকে সমর্থন করিতেছে।

প্রভুর প্রেমাশ্র ও ভাবের ঐশ্বর্য্যই লক্ষ লক্ষ লোককে প্রেমভক্তির উপাসনায় প্রলুব্ধ করিয়াছিল। অগাধ ধর্মপ্রচারক মহাপুরুষদের গায় তাঁহাকে কখনও বক্তৃতা করিতে হয় নাই, গ্রন্থ লিখিতে হয় নাই, এমন কি দশজনের মাঝে দশটা উপদেশও দিতে হয় নাই। নরহরি সরকার ঠাকুর তাঁহার শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্-নামক ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থে সত্যই বলিয়াছেন যে প্রভু “কেবলং প্রেমধারয়ৈব সর্বেষামাশয়ং শোধিতবান্, আশ্রয়ভাবঞ্চ চূর্ণিতবান্”—কেবল নয়নের প্রেমাশ্রধারার দ্বারাই তিনি সকলের চরিত্র শোধন করিয়াছেন,

তাহাদের আত্মরীতি চূর্ণীকৃত করিয়াছেন। প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁহার প্রেম-প্রচারের প্রণালী বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

দৃষ্টা মাতি নৃতনান্দচয়ং সংবীক্ষ্য বহ্নং ভবে
দত্যন্তং বিকলো বিলোক্য বলিতাং গুজাবলীং বেপতে ।
দৃষ্টে শ্রামকিশোরকেপি চকিতং ধত্তে চমৎকারিতা
মিথং গৌরতনুঃ প্রচারিতনিজপ্রেমা হরিঃ পাতু বঃ ।

—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৪

অর্থাৎ যিনি নবীনমেঘসমূহ দেখিয়া মাতিয়া উঠেন, ময়ূরচন্দ্রিকা দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়েন, গুজাবলী দর্শনে যাহার অঙ্গ-সকল কম্পিত হয় এবং যিনি শ্রামকিশোর পুরুষ দর্শনে চকিত হইয়া চমৎকারিতা ধারণ করেন, এইভাবে নিজপ্রেমপ্রচারক সেই গৌরহরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন। শ্রীকৃষ্ণগোস্বামী শ্রীচৈতন্যকে “বিনির্ধাসঃ প্রেমো নিখিল পশুপালানুজদৃশাং” সমস্ত ব্রজগোপীদের প্রেমের বিনির্ধাস (essence) বলিয়া স্তব করিয়াছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের এইসব বিবরণ হইতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে প্রেমধর্ম-প্রচারের প্রণালী সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন,

লোক দেখি পথে কহে বল হরি হরি ॥
সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরি কৃষ্ণ ।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ ॥
কথো দূর বহি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিয়া ।
বিদায় করেন তাতে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
সেই জন নিজ গ্রামে করি আগমন ।
কৃষ্ণ বলি নাচে কান্দে হাসে অক্লেশ ॥
যারে দেখে তারে বলে বল কৃষ্ণনাম ।
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব নিজগ্রাম ॥
গ্রামান্তর হৈতে দৈব আনন্দে যত জন ।
তাঁহার দর্শনকুপায় হয় তাঁর সম ।
সেই যাই নিজগ্রাম বৈষ্ণব করয় ।
অন্তগ্রামী তাঁরে দেখি সেহো বৈষ্ণব হয় ॥

সেই যাই আর গ্রামে করে উপদেশ ।

এইমতে বৈষ্ণব হৈল দক্ষিণ প্রদেশ ॥—চৈ. চ., ২।৭

নবদ্বীপের বিশ্বস্তর পণ্ডিত ২২।২৩ বৎসর বয়সে গয়া হইতে ভাবভক্তি লইয়া ফিরিলেন। তিনি ভাবাবেশে কখনও কখনও কৃষ্ণের মতন বেশভূষা করিতেন, বিষ্ণুর সিংহাসনের উপর যাইয়া বসিতেন, ভক্তগণকে স্তব করিতে, পূজা করিতে বলিতেন। অল্পমহম্মদের ২৩ বছরের এই তরুণ যুবককে সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত ও পণ্ডিত অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস, মুরারি গুপ্ত এবং নিত্যানন্দের শ্রায় সমগ্র-আর্য্যাবর্ত-পরিভ্রমণকারী সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ-ভগবান্ বলিয়া পূজা ও অভিষেক করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য কখনও বিষ্ণুর সিংহাসনে বসেন নাই, নিজেকে ভগবান্ বলেন নাই, এমন কি কেহ তাঁহাকে ‘সচল জগন্নাথ’ বলিলে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। তাঁহার বেশভূষাও একেবারে খাঁটি সন্ন্যাসীর মত। পরিধানে মাত্র একখানি কোপীন, তাহার উপর অরুণবর্ণের এক বহির্বাস—“দধানঃ কোপীনঃ তদুপরি বহির্বস্ত্রমরুণঃ” (রঘুনাথদাস ১।৩), তরণিকরবিজ্যোতিবসনঃ (শ্রীরূপ ১।৪)। অলঙ্কার হইয়াছে তাঁহার কটিদেশে বিলম্বিত করক—নারিকেলের খোলা দিয়া তৈয়ারী জলপাত্র—“কটিলসংকরকালকার” (শ্রীরূপ ২।৭)। উচ্চৈঃস্বরে যে হরিনাম করেন, তাহা গণনা করিবার জ্ঞাত গ্রন্থীকৃত কটিস্থত্রে তাঁহার বামহস্ত স্পর্শোভিত—

হরেকৃষ্ণেতুচ্চৈঃ স্মরিতরসনো নামগণনা

কৃতগ্রন্থিশ্রেণী স্তভগকটিস্থত্রোজ্জলকরঃ ॥—শ্রীরূপ ১।৫

কৃষ্ণদাস কবিরাজও লিখিয়াছেন তীর্থভ্রমণের সময়ও প্রভুর “দুই হস্ত বদ্ধ নামগণনে” (২।৭।৩৬)।

সংখ্যা রাখিয়া হরেকৃষ্ণ নাম করা শ্রীচৈতন্যের পক্ষে সহজ ছিল না। নাম করিবামাত্র তাঁহার নয়ন-সমক্ষে নামীর রূপগুণ স্মরিত হইত, তাঁহার পক্ষে নামগণনা করা অসাধারণ সংযমের পরিচায়ক। অথচ তিনি “আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়” বলিয়া সংখ্যা রাখিয়া নাম করা অবশ্য-প্রয়োজন মনে করিতেন। লক্ষ নাম যে বৈষ্ণব না করিতেন, তাঁহার গৃহে তিনি অন্ন গ্রহণ করিতেন না। জগাই মাধাই বৈষ্ণব হইয়া দুইলক্ষ নাম প্রত্যহ করিতেন (চৈ. ভা. ২।১৫)। হরিদাস ঠাকুর প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম করিতেন।

গোরখপুরের গীতাপ্রেসের সাধকপ্রবর শ্রীহুমানপ্রসাদ পোদ্দার লিখিয়াছেন যে ৬ ঘণ্টায় একলক্ষ নাম করা যায় (The Divine Name and Its Practice, পৃ. ৪২)। কিন্তু নাম করিতে করিতে জিহ্বার আড়ষ্টতা যখন বিদূরিত হয় তখন ২ ঘণ্টা ২০ ঘণ্টাতেও একলক্ষ নাম করা যায়। গোবর্দ্ধনের নিকটস্থ গোবিন্দকুণ্ডের ভজননিষ্ঠ অকিঞ্চন বৈষ্ণবগণ এইরূপ কালের মধ্যে একলক্ষ নাম গ্রহণ করেন দেখিয়াছি। মহাপ্রভু কয়লক্ষ নাম প্রত্যহ করিতেন? কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে

বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্তে ।

নাম সংকীৰ্ত্তন করে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্তে ॥—২।১৮।৭৩

ব্রাহ্মমূর্ত্ত হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত প্রায় নয় ঘণ্টা সময়। মহাপ্রভু উচ্চৈঃস্বরে নাম সংকীৰ্ত্তন করিতেন বলিয়া তাঁহার অন্ততঃ তিন ঘণ্টা সময় লাগিত একলক্ষ নাম করিতে। নয় ঘণ্টায় তিনি হরিদাস ঠাকুরের মতন তিনলক্ষ নাম করিতেন অহুমান করা যায়।

সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য কঠোরভাবে সন্ন্যাসের নিয়মাদি প্রতিপালন করিতেন। জগদানন্দ তাঁহার জন্ত এক কলস চন্দনাদি তৈল আনিয়াছিলেন। প্রভু তাহা গ্রহণ করিলেন না। জগদানন্দ বারংবার অহুরোধ করায় তিনি বলিলেন—
দেখ আমি যদি তৈল ব্যবহার করি তবে—

পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যে পাইবে ।

দারী সন্ন্যাসী করি আমারে কহিবে ॥—চৈ. চ., ৩।১২

লোকের নিন্দাস্ততিতে তাঁহার অবশ্য কিছুই হইত না, তবুও জনসমাজে আদর্শ স্থাপন করা তিনি কর্তব্য মনে করিতেন। নিরন্তর কৃষ্ণ-বিরহে তাঁহার দেহ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। কলার শরলা বা বাকলের উপর তিনি শয়ন করিতেন। ভক্তেরা দেখিতেন যে প্রভুর “শরলাতে হাড় লাগে, ব্যথা লাগে গায়”। তাই জগদানন্দ সূক্ষ্ম বস্ত্র আনিয়া উহা বান্ধাইয়া তাহার মধ্যে শিমুলের তুলা ভরিলেন। জগদানন্দের ভয় ছিল প্রভু ইহা গ্রহণ করিবেন না; তাই স্বরূপ-দামোদরকে তিনি অহুরোধ করিলেন যাহাতে প্রভু উহা প্রত্যাখ্যান না করেন। প্রভু গোবিন্দকে বলিয়া তুলা ফেলাইয়া দিলেন। স্বরূপ নম্রভাবে বলিলেন যে ইহাতে জগদানন্দ বড় দুঃখ পাইবেন। প্রভু ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, শুধু তুলার গদি কেন? একখানি খাটও আনাও!

প্রভু কহেন, খাট এক আনহ পাড়িতে ।

জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে ॥—চৈ. চ., ৩।:৩

Kashi Mishra' House where Sri Chaitanya stayed now known as Gambhira of Rahakantamath

প্রভু কোনরূপ বিলাসব্যসন ব্যবহার করেন নাই । কাশীমিশ্রের বাড়ীতে যে ঘরটিতে তিনি থাকিতেন, তাহাই এখন রাধাকান্তমঠে অবস্থিত গম্ভীরা নামে পরিচিত । ঐ ঘরটি এত ছোট যে শ্রীচৈতন্যের মতন লম্বাচওড়া মানুষের থাকিতে নিশ্চয়ই কষ্ট হইত । কিন্তু দেহের স্বথদুঃখের প্রতি যার নজর থাকে সেই দুঃখ পায় ; ভালোকে যাহার অহরহঃ বিচরণ তাঁহার আবার দুঃখ কোথায় ?

শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসের কঠোর নিয়ন প্রতিপালন করিলেও শুদ্ধ বৈরাগ্যে হৃদয়ের রূপরসকে নির্বাসিত করেন নাই । জীবনের রসে ছিলেন তিনি ভরপুর । নবদ্বীপে তিনি হরিদাস, অদ্বৈত প্রভৃতি প্রবীণ ভক্তবৃন্দকে লইয়া অভিনয় করিয়াছিলেন । পুরীর ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে সার্কভৌম ভট্টাচার্যের গ্রাম্য স্ববিজ্ঞ প্রৌঢ় পণ্ডিতকেও তিনি জলখেলায় মাতাইয়াছিলেন ।

সার্কভৌমসহ খেলে রামানন্দরায় ।

গাম্ভীর্য্য গেল দৌহার, হৈল শিশুপ্রায় ॥

মহাপ্রভু তাঁহা দৌহার চাঞ্চল্য দেখিয়া ।

গোপীনাথচার্য্যে কিছু কহেন হাসিয়া ॥

পণ্ডিত গম্ভীর দৌহে প্রামাণিক জন ।

বাল্যচাঞ্চল্য করে, করহ বর্জন ॥—চৈ. চ., ২।:৪

মহাপ্রভুর এই পরিহাস-প্রিয়তার আরও দৃষ্টান্ত পরে দিব । জলক্রীড়ায়

হাসি মহাপ্রভু তবে অদ্বৈতে আনিল ।

জলের উপরে তাঁরে শেষশয্যা কৈল ।

আপনে তাহার উপর করিল শয়ন ।

শেষশায়ি-লীলা প্রভু কৈল প্রকটন ॥

আবার কৃষ্ণজন্মযাত্রার পরদিন নন্দমহোৎসব-উপলক্ষ্যে

গোপবেশ হৈলা প্রভু লঞা ভক্তসব ॥

দধিদুগ্ধ-ভার সবে নিজ স্বক্ষে করি ।

মহোৎসবের স্থানে আইলা বলি হরি হরি ॥

কানাই খুঁটিয়া আছে নন্দবেশ ধরি ।

জগন্নাথ মাহিতী হইয়াছে ব্রজেশ্বরী ॥

আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিশ্র কানী ।
 মার্কণ্ডেয় আর পড়িছা পাত্র তুলসী ॥
 ইহা সব লঞা প্রভু করে নৃত্য-রঙ্গ
 দধি দুগ্ধ হরিত্রাজলে ভরে সবার অঙ্গ ॥
 অধৈত কহে, সত্য কহি, না করহ কোপ ।
 লগুড় ফিরাইতে পার, তবে জানি গোপ ॥
 তবে লগুড় লইয়া প্রভু ফিরাইতে লাগিল ।
 বারবার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিল ॥
 শিরের উপরে পৃষ্ঠে সম্মুখে দুইপাশে ।
 পাদমধ্যে ফিরায় লগুড় দেখি লোকে হাসে ॥
 আলাতচক্রের প্রায় লগুড় ফিরায় ।

দেখি সব লোক চিত্তে চমৎকার পায় ॥—চৈ. চ., ২।১৫

পূর্বেই দেখাইয়াছি যে এই অংশ কবিরাজ গোস্বামী কবিকর্ণপুরের মহাকাব্য
 (১৮।১৪ ও ১৮।৫০) হইতে লইয়াছেন । বিশ্বস্তর মিশ্র যে নবদ্বীপে শুধু
 পাণ্ডিত্যই অর্জন করিয়াছিলেন তাহা নহে ; লাঠিখেলাতেও তিনি
 পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন । তাহা না হইলে এমন করিয়া আলাতচক্রের
 মতন লগুড় ঘুরাইতে পারিতেন না ।

বিশ্বস্তর সঙ্গীত-শিক্ষাও করিয়াছিলেন । তবে মুকুন্দ দত্ত, মাধবানন্দ
 ঘোষ প্রভৃতির গ্রন্থে তিনি মূলগায়ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রসকীর্তন করিতেন না ।
 নামকীর্তনাদিতে অবশ্য তিনি প্রধান অংশ গ্রহণ করিতেন । কবিকর্ণপুর
 লিখিয়াছেন যে নবদ্বীপ-লীলায়—

বক্রেখর নৃত্যতি গৌরচন্দ্রো গায়তামন্দং করতালিকাভিঃ ।

বক্রেখরো গায়তি গৌরচন্দ্রে, নৃত্যত্যসৌ তুল্যস্থানুভূতিঃ ॥

—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ৪।৮

বাসু ঘোষ একটি পদে লিখিয়াছেন যে

মুরলীর রঞ্জে ফুক দিলা গোরাচান্দ

অঙ্গুলি চালায়া করে স্থললিত গান ॥

—ভক্তিরত্নাকর, পৃ: ৯৩৫ উদ্ধৃত

স্থতরাং প্রভু মুরলী বাজাইতেও জানিতেন ।

শ্রীচৈতন্যের ভাবভক্তির অন্তরালে রসের ফলশ্রোত বহিত। রূপে রসে, হাস্ত-পরিহাসে তিনি ভক্তগণের মনপ্রাণ হরণ করিয়া লইয়াছিলেন। কঠোর বৈরাগ্য-সাধনাতেও তাঁহার স্বাভাবিক পরিহাসপ্রিয়তার হ্রাস ঘটে নাই। তরুণ নিমাই পণ্ডিত বিদ্যাচর্চায় যখন নিবিষ্ট তখন বলিতেন—কলিকালে সন্ধিকার্যে যাহার জ্ঞান নাই তাহারই উপাধি হয় ভট্টাচার্য্য। সেকালে ষাঁহাকে ভট্টাচার্য্য বলা হইত, একালে তাঁহাকে প্রফেসর বলে। শ্রীহট্টিয়া ও পূর্ববঙ্গের লোকদের কথা-বলার ধরণ নকল করিয়া তিনি কথা বলিতে ভালবাসিতেন। নিমাই পণ্ডিত কিছুদিনের জন্ত পূর্ববঙ্গে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবকে পূর্ববঙ্গের কথা বলিতে বলিতে

বঙ্গদেশি বাক্য অনুকরণ করিয়া।

বাক্সালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া ॥—চৈ. ভা., ১।১০

বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে বিষ্ণুপ্রিয়াকে লক্ষ্মী নামে উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ গ্রন্থরচনার সময়ে বিষ্ণুপ্রিয়া জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার প্রতি সম্মমবুদ্ধিতে কবি তাঁহার নাম করিয়া তাঁহার কথা বলেন নাই। নারায়ণরূপী বিশ্বস্তর মিশ্রের পত্নী তদ্বতঃ লক্ষ্মী, স্ততরাং লক্ষ্মী নামেই বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্বন্ধে নিতান্ত প্রয়োজনীয় দুইচারিটি কথা বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া-সম্বন্ধে এই স্বল্পপরিমাণ তথ্যের মধ্যে একটি কৌতুকাবহ ঘটনার ইঙ্গিত যেন রৌদ্রকিরণে ঝিকিমিকি করিতেছে। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ মাসের পর যখন নিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপে আসিয়াছেন ও শচীমাতার নিকট পুত্রস্নেহ লাভ করিয়াছেন, সেই সময় একদিন স্বপ্ন দেখিয়া শচীদেবী নিভূতে বিশ্বস্তরকে বলিলেন—“দেখ বাবা! আজ শেষ রাত্রে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি। তুমি আর নিত্যানন্দ যেন বছর পাঁচেক বয়সের ছেলে হইয়াছ। দুই ভাই মারামারি করিয়া ছুটাছুটি করিতেছ। সইসা তোমরা ঠাকুরঘরে ঢুকিলে, আর সেই সময় কৃষ্ণ ও বলরাম দুইজনে বাহির হইয়া আসিয়া তোমাদের দুই ভাইয়ের সঙ্গে মারামারি আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহারা তোমাদিগকে বলিলেন—‘তোমরা কে? এখানে আসিয়াছ কেন? এখানে যত কিছু দই, দুধ, সন্দেশ দেখিতেছ সব কিন্তু আমাদের; তোমরা ইহার কিছুই পাইবে না।’ ইহা শুনিয়া নিত্যানন্দ উত্তর দিলেন—

Nityananda prabhu came to Nabadwip after Vaishakh of 1509 CE

Incredible dream of Sachi mother of Bishwambhar

‘আরে সেকাল আর এখন নাই। তখন ছিল গোয়ালার যুগ, তাই খুব কুর্তি করিয়া দধি-মাখন লুটিয়া খাইয়াছ। এখন বামুনের যুগ—আমরা খাইব। সেইজন্য ভালোয় ভালোয় সব উপহার ছাড়িয়া দাও। যদি না দাও তবে মার খাইবে।’ কৃষ্ণ-বলরাম বলিলেন—‘বটে ! দেখ আমাদের দোষ নাই কিন্তু, এ দুইজন আজ বাঁধা পড়িবে।’ নিত্যানন্দ বলরামকে বলিলেন—‘আরে, তুমি কৃষ্ণের ভয় কি দেখাইতেছ ? গৌরচন্দ্র বিশ্বস্তর আমার ঈশ্বর।’ এই রকম ঝগড়াবন্দ করিতে করিতে কাড়াকাড়ি করিয়া সব জিনিষ চারজনে মিলিয়া খাইলেন। এমন সময় নিত্যানন্দ যেন আমাকে ডাকিলেন—‘মা ! বড় ক্ষিধে পেয়েছে, ভাত দাও।’ ঐ ডাকে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এমন অদ্ভুত স্বপ্নের কি মানে ভাবিয়া পাইতেছি না। ভোরের স্বপ্ন বলিয়া ভাবনা আরও বেশী হইতেছে।”

মায়ের কথা শুনিয়া বিশ্বস্তর হাসিয়া বলিলেন—

“বড়ই সুস্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ মাতা।

আর কারো ঠাঞি পাছে কহ এই কথা ॥

তোমার ঘরের মূর্তি পরতেখ বড়।

মোর চিত্ত তোমার স্বপ্নেতে হৈল দঢ় ॥

মুঞি দেখো বারেবারে নৈবেদ্যের কাজে।

আধাআধি থাকে, না কহি কারে লাজে ॥

“মা ! তোমার ঘরের ঠাকুর বড় প্রত্যক্ষ, জাগ্রত দেখিতেছি। তোমার স্বপ্নের কথা যেন আর কাউকে বলিও না। আমিও ভোগ দিতে খাইয়া দেখি যে নৈবেদ্যের আধাআধি থাকে না ; লজ্জায় কাহাকেও বলি না।” এ পর্য্যন্ত বেশ সোজা কথা। কিন্তু নিমাই পণ্ডিত ইহার পর যাহা বলিলেন তাহা anticlimax-এর চরম—

তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল।

আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল ॥—চৈ. ভা., ২।৮

সোজা কথায়—“তোমার পুত্রবধূরই এই কাণ্ড। তিনিই নৈবেদ্যের অর্ধেক সাবাড় করিয়া দেন।” স্বামীর এই পরিহাসে—

হাসে লক্ষ্মী জগন্নাথ—স্বামীর বচনে ।

অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্ন কথা শুনে ॥

নিমাই পণ্ডিতের দাম্পত্যজীবনের উপর এক ঝলক আলো ফেলিয়া বৃন্দাবনদাস যেমন রসগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি নিরন্তর ক্লমভাবে ভাবিত বিশ্বস্তর মিশ্রের ভিতর যে এক পরিহাসরসিক তরুণ যুবা লুকাইয়া ছিলেন তাহা দেখাইয়া ইতিহাসের পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন ।

অদ্বৈতপ্রভু বিশ্বস্তর অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় । নিমাই যখন ছোট ছেলে—পাঁচ ছয় বছর বয়স—তখন অদ্বৈত বিখ্যাত অধ্যাপক ও ভক্ত । এহেন অদ্বৈত আচার্য্যের প্রতিও বিশ্বস্তর মিশ্র পরিহাসবাণ নিক্ষেপ করিতে বিরত হন নাই । অদ্বৈতের দুই পত্নী—সীতা ও শ্রীদেবী । শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে কবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন—বিশ্বস্তর একদিন শ্রীবাস-অদ্বৈতাদি-পরিবৃত হইয়া বসিয়া ছিলেন, সেই সময়ে তিনি ‘সপরিহাসমদ্বৈতঃ প্রতি’ বলিয়া উঠিলেন—“সীতাপতির্জয়তি লোকমলয়কীর্তিঃ ।” অদ্বৈত তাহার উত্তরে বলিলেন—“এখানে রঘুনাথ কোথায় ? যদুপতি আপনিই তো উপস্থিত ।” শ্রীবাস বলিলেন—“এখন দেখিতেছি ভক্তি তিরোহিতা হইয়াছেন ।” বিশ্বস্তর বলিলেন—“তা কেন ? আপনাদের মতন সাধুদের নিকট শ্রীবিষ্ণু-ভক্তি রহিয়াছেন ।” অদ্বৈত উত্তর দিলেন—“ইদানীং সেব বিষ্ণুপ্রিয়া” । এমন সময় শচীদেবী বলিয়া পাঠাইলেন যে অদ্বৈত যেন আজ তাঁহার গৃহেই ভোজন ও বিশ্রাম করেন । শ্রীবাস ইহা শুনিয়া বলিলেন—“তাহা হইলে আমারও আজ এখানে ভোজন হইবে ।” বিশ্বস্তর বলিলেন—“এত লোকের জগ্ন রন্ধন করিতে ইহার বড় পরিশ্রম হইবে ।” অদ্বৈত এইবার তরুণী বিষ্ণুপ্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“ইহার কেন বলিতেছেন, তাঁহার বলুন ।” বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি বিশ্বস্তর মিশ্র যে একেবারে উদাসীন ছিলেন না তাহা হাস্যোজ্জ্বল এই দুইটি দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায় ।

সন্ন্যাস-গ্রহণের পর প্রভুর অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল । উদামতা ও ঈশ্বরভাবের আবেশ হ্রাস পাইয়াছিল ; কিন্তু স্বভাবমূলভ পরিহাসপ্রিয়তার লোপ পায় নাই । ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । একদিন কয়েকজন ব্রাহ্মণ খুব আগ্রহ করিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন । তাঁহাদিগকে দেখিয়াই হয়তো প্রভু বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ইহারা সাধনভজনে তেমন অগ্রসর নহেন । তাঁহাদের নিমন্ত্রণ এড়াইবার জগ্ন তিনি বলিলেন—

চল তুমি আগে লক্ষেশ্বর হও গিয়া ।

তথা ভিক্ষা আমার, যে হয় লক্ষেশ্বর ॥—চৈ. ভা., ৩।১০

ব্রাহ্মণেরা তো প্রভুর কথায় আকাশ হইতে পড়িলেন । তাঁহারা সাধারণ
গৃহস্থ মানুষ—

বিপ্রগণ স্তুতি করি বোলেন গোসাঞি ।

লক্ষের কি দায়, সহস্রও কারো নাঞি ॥

তুমি না করিলে ভিক্ষা গাইস্থ্য আমার ।

এখনেই পুড়িয়া হউক ছারখার ॥

আমরা গরীব মানুষ, লক্ষ দূরে থাকুক, কশ্‌হারও সহস্রও নাই, কিন্তু তুমি
আমাদের নিমন্ত্রণ স্বীকার যদি না কর, তাহা হইলে আমাদের গাইস্থ্য
ছারখার যাউক । তাহাদের আকৃতি দেখিয়া প্রভু বলিলেন—আরে !
আমি কি লক্ষেশ্বর মানে লক্ষটাকার অধিপতি বলিয়াছি ?

প্রভু বোলে জান, লক্ষেশ্বর বলি কারে ?

প্রতিদিন লক্ষনাম যে গ্রহণ করে ॥

সে জনের নাম আমি বলি “লক্ষেশ্বর” ।

তথা ভিক্ষা আমার, না যাই অত্র ঘর ॥

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা হাঁক ছাড়িয়া বাঁচিলেন । তাঁহারা প্রভুকে
বলিলেন—

লক্ষনাম লৈব প্রভু ! তুমি কর ভিক্ষা ।

মহাভাগ্য এমত করাও তুমি শিক্ষা ॥

প্রতিদিন লক্ষনাম সর্ব বিপ্রগণে ।

লয়েন চৈতন্যচন্দ্র ভিক্ষার কারণে ॥

এইরূপ হস্তপরিহাসের মধ্য দিয়া প্রেমভক্তি-প্রচারের দৃষ্টান্ত বোধ হয়
জগতের ইতিহাসে বিরল

হাসিঠাট্টার ভিতর দিয়া শিক্ষাদানের আর একটি কাহিনী পাই
শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণে । শিবানন্দ সেন প্রভুর একজন
প্রধান পরিকর । তাঁহার উপর ভার ছিল গোড়ীয় ভক্তদিগকে পথে আহ্বান
ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া ও পথের শুদ্ধাদি দিয়া রথের পূর্বে প্রতিবৎসর

পুরীতে লইয়া যাওয়া। গৌড়ীয় ভক্তেরা পুরীতে যাইয়া সাধারণতঃ চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করিতেন। এই সময় খুব সংযতভাবে ভজনসাধন করিতে হয়। কিন্তু একবার পুরীতে বাসকালে শিবানন্দের পত্নী সন্তানসম্ভবা হন। প্রভু জানিতে পারিয়া শিবানন্দকে বলিলেন—

এবার তোমার যেই হইবে কুমার।

পুরীদাস বলি নাম ধরিহ তাহার ॥

তবে মায়ের গর্ভে হয় সেই ত কুমার।

শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হইল তার ॥

প্রভুর আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দদাস।

‘পুরীদাস’ করি প্রভু করে উপহাস ॥—চৈ. চ., ৩।১২

এই উপহাস অগ্ৰাণ্য ভক্তকে যথোচিত সংযমের সহিত চাতুর্মাস্যের সময় তীর্থবাস করিতে শিখাইয়াছিল।

কুসুমের ছায় স্বকুমার হইলেও বৈরাগ্যনিষ্ঠা ও সদাচার-পালন-ব্যাপারে শ্রীচৈতন্য ছিলেন বজ্রাদপি কঠোর। অদ্বৈত আচার্য্যের কমলাকান্ত বিশ্বাস নামে এক কর্মচারী ছিল। খুব সম্ভব অদ্বৈতের অজ্ঞাতসারে প্রতাপরুদ্রের নিকট এক পত্র লিখিয়া তিনি প্রার্থনা করেন যে অদ্বৈত আচার্য্য স্বয়ং ঈশ্বর-স্বরূপ; কিন্তু তাঁহার সহসা কিছু ঋণ হইয়াছে; উহা হইতে মুক্তির জগ্ন তিনশত তঙ্কার প্রয়োজন।

সেই পত্রে লিখিয়াছেন এই ত লিখন।

ঈশ্বরত্বে আচার্য্যেরে করিয়া স্থাপন ॥

কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ।

ঋণ শোধিবারে চাহি টাকা শত তিন ॥—চৈ. চ., ১।১২

এই পত্র প্রভুর হাতে পড়ায় তিনি কমলাকান্ত বিশ্বাসকে আর তাঁহার সামনে আসিতে দিতে নিষেধ করিলেন। এই দণ্ড যে প্রকারান্তরে অদ্বৈতের প্রতিই দণ্ড তাহা অদ্বৈত বুঝিলেন। তাঁহার জ্ঞাতসারেই হউক, অজ্ঞাতসারেই হউক, তাঁহার নিজের কর্মচারীর কাজের জগ্ন তিনি নিজেই দায়ী। প্রভু অদ্বৈতকে বুঝাইয়া দিলেন—

প্রতিগ্রহ না করিবে কভু রাজধন।

বিষয়ীর অন্ন খাহলে দুষ্ট হয় মন ॥

মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ।
 কৃষ্ণস্মৃতি বিষ় হয় নিফল জীবন ॥
 লোকলজ্জা হয়, ধর্ম-কীর্তি হয় হানি ।
 এই কর্ম না করিহ কভু ইহা জানি ॥

শ্রীচৈতন্য তাঁহার ভক্তদিগকে কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তরু যেমন শুকাইয়া মরিলেও কাহারও নিকট জল প্রার্থনা করে না, সেইরূপ ভক্তগণ “তরোরিব সহিষ্ণুনা” সর্বদা হরিকীর্তন করিবে।

Punishment to Chota Haridas

ছোট হরিদাস প্রভুর প্রিয় কীর্তনীয়া ছিলেন। তিনি একদিন শিখি মাহিতীর ভগিনী বৃদ্ধা তপস্বিনী মাধবীদেবীর নিকট হইতে ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে কিছু চাউল লইয়া আসায় প্রভু তাঁহাকে বর্জন করিয়াছিলেন। স্বরূপ-দামোদর প্রভৃতি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তেরা বর্জনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে—

প্রভু কহে, বৈরাগী করে প্রকৃতি সন্তোষণ ।
 দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥
 দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ ।
 দারু-প্রকৃতি হরে মুনিজনের মন ॥—চৈ. চ., ৩।২

ছোট হরিদাস মনের দুঃখে প্রয়াগে যাইয়া ত্রিবেণীসঙ্গমে আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন।

Why Sri Chaitanya wanted Nityananda prabhu not to come to Puri ?

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভুকে গোড়েই থাকিয়া প্রেমধর্ম প্রচার করিতে আদেশ করিয়াছিলেন—পুরীতে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। গোড়ের লোকে নিত্যানন্দ প্রভুকে বিধি-নিষেধের উর্দ্ধে বলিয়া জানিতেন। তাঁহার সদাচার-লজ্জনকে “তেজীয়সাং ন দোষায়” বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু পুরী ছিল তখন সর্বভারতীয় তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে প্রধান। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে ভক্তগণ সেখানে রথাদি উৎসব উপলক্ষ্যে আসিতেন। নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাসের কোন বিধি-আচার পালন করিতেন না ; ক্ষণে ক্ষণে তিনি দিগম্বর হইয়া পড়িতেন। এইসব দেখিয়া পাছে অগৌড়ীয়া ভক্ত ও সন্ন্যাসীদের মনে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা জাগে ও তাহার ফলে প্রেমধর্ম-প্রচারের বিষ় ঘটে এই ভয়েই শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে পুরীতে আসিতে মানা করিয়াছিলেন। নিষেধ সত্ত্বেও অবশ্য নিত্যানন্দ প্রভু কয়েকবার পুরীতে আসিয়াছিলেন।

প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহের প্রতি শ্রীচৈতন্যের প্রচুর আগ্রহ ছিল। তিনি পদ্মস্বিনীতীরে আদিকেশবের মন্দিরে ব্রহ্মসংহিতার পুঁথি দেখিয়া—“বহুযত্নে সেই পুঁথি নিল লেখাইয়া” (চৈ. চ., ২।২)। কৃষ্ণবেশ্যাতীরে বিশ্বমঙ্গলকৃত কৃষ্ণকর্ণামৃত পুঁথির প্রচার দেখিয়া উহাও তিনি নকল করাইয়া আনেন। তাঁহার পুঁথিসংগ্রহের উদ্যম দেখিয়াই বোধ হয় রূপ-সনাতন বৃন্দাবনে এক বিরাট গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থাগারের কথা কোন বইয়ে নাই কিন্তু সনাতন গোস্বামী বৃহৎবৈষ্ণবতোষণী টীকাতে অর্থশাস্ত্র, ইতিহাস-সমুচ্চয় প্রভৃতি ৮১ খানি গ্রন্থ হইতে শ্লোকাদি উদ্ধার করিয়াছেন। ডা. সুনীল-কুমার দে দেখাইয়াছেন যে হরিতত্ত্ববিলাসে ১১৮ খানি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি আছে। যাহারা রাজসম্পদ ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন তাঁহাদের পক্ষে এত পুঁথি সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের অনুপ্রেরণাতেই তাঁহারা এই দুর্লভ কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য শ্রীমদ্ভাগবতকেই তাঁহার প্রেমধর্মের মূল উৎসরূপে প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যে ভক্তিরই প্রাধান্য আছে, শ্রীকৃষ্ণের পরাংপরত্ব ঘোষিত হইয়াছে, এবং গোপীদের বিশেষতঃ শ্রীরাধার প্রেমই যে সাধ্য বস্তু এই মত প্রচার করিতে অন্ততঃ দুইজন ভক্তকে আদেশ দিয়াছিলেন। একজন হইতেছেন সনাতন গোস্বামী—যিনি তাঁহার জীবনকালেই বৃহদ্ভাগবতামৃত লিখিয়া এইসব মত স্থাপন করেন। আর দ্বিতীয় হইতেছেন কবিকর্ণপুরের গুরু শ্রীনাথ আচার্য্য, যিনি “চৈতন্যমতমঞ্জুষা” নামে শ্রীমদ্ভাগবতের এক টীকা লেখেন। ঐ টীকায় ১০।৩০।৩৭-৩৮ শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীকে লইয়া রাসস্থলী হইতে অন্তর্দ্বান করিয়াছিলেন তিনি হইতেছেন রাধা—“স চ রাধা সর্বাঃ সখীরনুসৃত্য মনসি চকার।” ১০।৩০।২৮র ‘অনয়ায়াধিতা’ শ্লোকেও “সর্বাভ্যো হ্যস্মামেব গরীয়সী প্রীতিরিতি রাধৈবেয়ং তৎসঙ্গং” বলিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য রূপ, সনাতন, রঘুনাথদাস, গোপাল ভট্ট, প্রবোধানন্দ, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি ভক্তগণকে সংস্কৃতভাষায় গ্রন্থরচনায় অনুপ্রেরিত করিয়াছিলেন মনে হয়। কেন-না সংস্কৃতই ছিল তখন সর্বভারতীয় ভাষা। প্রাদেশিক ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিলে তাঁহার প্রচারিত প্রেমধর্ম ভারতের সর্বত্র প্রচারিত হইত না। তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে অবাকালীর সংখ্যা কম ছিল না। রূপ-সনাতন তো একরকম বাঙ্গালীই হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা

ছাড়াও জাবিড়দেশের কানীশ্বর গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, ত্রিমল্ল ভট্ট, রাঘব গোস্বামী, রামদাস বিপ্র ও প্রবোধানন্দ তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার শাখাভুক্ত ভক্তদের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এক শিবানন্দ দস্তুরের নাম করিয়াছেন। দস্তুর উপাধি গুজরাটের পাণ্ডিত্যের মধ্যে দেখা যায়। চৈতন্য-শাখাভুক্ত কামভট্ট, সিংহভট্ট এবং হরিতট্ট সম্ভবতঃ মহারাষ্ট্রীয় ছিলেন। উড়িয়া, অসমিয়া, ত্রিহুতিয়া ভক্ত তো তাঁর অসংখ্য ছিল। ইহাদের জগৎ সংস্কৃতে গ্রন্থ-প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু চৈতন্যচন্দ্রের উদয়ে বঙ্গ-সাহিত্য-সাগর একেবারে উথলিয়া উঠিয়াছিল। সেই সাহিত্য বাঙ্গালীর শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাধনার গতি একেবারে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে।

Sri Chaitanya's non sectarian activities

শ্রীচৈতন্যচরিত্রের অগ্রতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে তাঁহার উদার অসাম্প্রদায়িক ভাব। তিনি তীর্থভ্রমণকালে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব সকল মন্দিরেই নির্বিচারে স্তুতিনতি করিয়াছেন। মুসলমান ভক্তদিগকেও তিনি প্রেমের সঙ্গে আশ্রয় দিয়াছেন। যতিধর্মকে যিনি উল্লঙ্ঘন করিতেন না তিনি যবন হরিদাসের তিরোধানের পর

হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাইয়া।

অঙ্গনে নাচে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥—চৈ. চ., ৩।১১

শুধু তাই নহে, সমুদ্রতীরে তাঁহার সমাধি দিবার সময় “হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ” এবং

হরিবোল হরিবোল বলে গৌররায়।

আপনি শ্রীহস্তে বালু দিল তার গায় ॥

পরিশিষ্ট (ক)

বৈষ্ণব-বন্দনা ও শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পরিকরবৃন্দ

Vaishnav vandana

বৈষ্ণব-বন্দনা

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় দেবকীনন্দন^১ দাসের বাংলা “বৈষ্ণব-বন্দনা” ও সংস্কৃত “বৈষ্ণবাভিধান” এবং বৃন্দাবনদাস-নামধারী এক ব্যক্তির “বৈষ্ণব-বন্দনা” সংগ্রহ করিয়া একত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরে দেবকীনন্দনের “বৃহৎ বৈষ্ণব-বন্দনার” (৮০১ সংখ্যক পুথি) ও শ্রীজীবের সংস্কৃত “বৈষ্ণব-বন্দনার” (৪৪০ সংখ্যক পুথি) পুথি আছে। এই পাঁচখানি বৈষ্ণব-বন্দনা ছাড়া ছোটখাট আরও অনেক বৈষ্ণব-বন্দনার পুথি পাওয়া যায়^২।

বৈষ্ণব-বন্দনাসমূহে শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান

বৈষ্ণব-বন্দনাসমূহে শ্রীচৈতন্যচরিতের অনেক মূল্যবান উপাদান পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য যে পুরী, গিরি, ভারতী, সরস্বতী প্রভৃতি উপাধিধারী সন্ন্যাসীদিগের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিতেন, এই প্রয়োজনীয় তথ্যটি চরিতগ্রন্থে পাওয়া যায় না—বৈষ্ণব-বন্দনায় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যের পরিকরগণের সাধন-ভজন ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কিরূপ ছিল তাহা বৈষ্ণব-বন্দনাগুলি হইতে যেমন স্পষ্টভাবে জানা যায়, কোন চরিতগ্রন্থ হইতে সেরূপ জানা যায় না। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। অচ্যুতানন্দ ব্যতীত অন্যান্য অদ্বৈত-পুত্রকে একদল ভক্ত যে বর্জন করিয়াছিলেন, এই সংবাদটি কেবলমাত্র শ্রীজীবের বৈষ্ণব-বন্দনায় পাওয়া যায়। অনন্ত আচার্য্যের বাড়ী যে নবদ্বীপে ছিল, এই কথা শ্রীজীব ও বৃন্দাবনদাসের বৈষ্ণব-বন্দনায় আছে। উদ্ধারণ দত্ত যে নিত্যানন্দের সঙ্গে সকল তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এ কথা বৈষ্ণব-

১ দেবকীনন্দনের নাম অনেক স্থলে দৈবকীনন্দন ছাপা হইয়াছে।

২ যদুনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনার পুথির বিবরণ রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২য় ভাগ, ২য় সংখ্যা (১৩১৪ সাল) পৃ. ৮৩তে দ্রষ্টব্য। উহাতে মাত্র ১৫ জন ভক্তের বন্দনা আছে। দ্বিজ হরিদাস এক সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব-বন্দনা লিখিয়াছিলেন। উহা বৃহৎকৃষ্ণিতত্ত্বসারে ছাপা হইয়াছে।

বন্দনাগুলি ছাড়া অল্প কোথাও পাওয়া যায় না। গোবিন্দ দ্বিজ নামে এক ভক্ত যে “প্রভু লাগি মানসিক সেতুবন্ধ” রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও কেবলমাত্র বৈষ্ণব-বন্দনাত্রেয়েই পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত তথ্যগুলিও ঐরূপ বৈষ্ণব-বন্দনাতেই পাওয়া যায়—অল্পত্র নহে। (১) গৌরীদাস পণ্ডিত অদ্বৈতকে উৎকলে লইয়া গিয়াছিলেন। বোধ হয় অদ্বৈত জ্ঞানমিশ্রাভক্তি প্রচার করিয়া অনেককে স্বমতে লইয়া যাইতেছিলেন বলিয়া, শ্রীচৈতন্য গৌরীদাস পণ্ডিতের দ্বারা অদ্বৈতকে নিজের কাছে ডাকাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। (২) ধনঞ্জয় পণ্ডিত “লক্ষকের গারিস্থ প্রভুপায় দিয়া, ভাণ্ডহাতে করিলেক কোপীন পড়িয়া।” (৩) পরমেশ্বরদাসের কীর্তন শুনিয়া শৃঙ্গালেরা সমবেত হইত। (৪) পুরুষোত্তমদাস কর্ণের করবী-পুষ্পকে পদ্মগন্ধ করিয়াছিলেন। (৫) বুদ্ধিমন্ত খান প্রভৃতি ছয় জন স্বপ্রসিদ্ধ ভক্ত ব্রহ্মচারী ছিলেন; যথা, শ্রীজীবের বৈষ্ণব-বন্দনায়—

বন্দে সদাশিবং বিদ্যানিধিং শ্রীগর্ভমেবচ ।
 শ্রীনিধিং বুদ্ধিমন্তং চ শ্রীল শুক্লাধরং পরং ॥
 ব্রহ্মচারিন্ এতান্ বৈ প্রেমিণঃ যন্নহাশয়ান্ ॥

এইরূপ আরও অনেক নূতন তথ্য বৈষ্ণব-বন্দনাসমূহে পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব-বন্দনাসমূহে প্রদত্ত তথ্যগুলি কতটা বিশ্বাসযোগ্য, তাহা বিচার করিতে হইলে প্রত্যেকখানি বৈষ্ণব-বন্দনার রচনা-কাল নির্ণয় করা প্রয়োজন। দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত; অনেক ভক্ত প্রাতঃকালে ঐ বন্দনা আবৃত্তি করেন। সেইজন্ত দেবকীনন্দন কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা প্রথমে বাহির করিতে চেষ্টা করা যাউক।

ভক্তিরত্নাকরে দেবকীনন্দনের ছোট বৈষ্ণব-বন্দনা (পৃ. ১০১৭) ও বৈষ্ণবাভিধান (পৃ. ২৮৬-৭) উদ্ধৃত হইয়াছে। ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে মনোহর দাস অম্বরগবলীতে লিখিয়াছেন—

শ্রীনিত্যানন্দপ্রিয় শ্রীপুরুষোত্তম মহাশয় ।
 শ্রীদেবকীনন্দনঠাকুর তাঁর শিষ্য হয় ॥
 তিঁহো যে করিল বড় ‘বৈষ্ণব বন্দন’ ।
 তাথে চারি সম্প্রদায় করিল লিখন ॥”—পৃ. ৪৮

দেবকীনন্দন নিজেও পুরুষোত্তমকে গুরু বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। তাহা হইলে, বুঝা যাইতেছে যে, দেবকীনন্দন ষোড়শ শতাব্দীতেই বৈষ্ণব-বন্দনা লিখিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় দেবকীনন্দনের ছোট বৈষ্ণব-বন্দনার সাতাশখানি পুথি আছে (উহাদের সংখ্যা ৪৬৩—৭২, ১৪৮১—৯১, ১৭৮৫, ১৮১৪, ২০৩৮, ২০৮৪, ২১০৭—৮)। ঐগুলির মধ্যে প্রাচীনতম পুথির (সংখ্যা ২০৮৪) তারিখ ১০৬১ সাল বা ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দ। ছাপা বৈষ্ণব-বন্দনার সহিত ঐ পুথির প্রায় সর্বাংশে মিল থাকিলেও উহার শেষে আছে—

“বন্দনা করিব বৈষ্ণব মোর প্রাণ।

শ্রীকৃষ্ণদাস কহে বৈষ্ণব আখ্যান ॥

ইতি বৈষ্ণব-বন্দনা সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীগদাধর দেবশর্মা। ১০৬১ সাল তারিখ মাহ জ্যৈষ্ঠ।” বোধ হয়, চরিতামৃত-রচনার ৩৯ বৎসরের মধ্যেই অন্তের লেখা বই কৃষ্ণদাস কবিরাজে আরোপ করার চেষ্টা হইয়াছিল। তাহার ফলেই দেবকীনন্দনের বই কৃষ্ণদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে। রাধানাথ কাবাসী মহাশয় “বৃহৎভক্তিতত্ত্বসারে” দেবকীনন্দনের যে ছোট বৈষ্ণব-বন্দনা ছাপিয়াছেন, (১৩৩৩ সালের সংস্করণ, ১১ হইতে ২৮ পৃঃ) তাহাতে দেবকীনন্দনের আত্মকাহিনী বলিয়া ২৪টি পয়ার আছে। ঐ পয়ার কয়টি সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত সাতাশখানি পুথিতে নাই এবং অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীও ছাপেন নাই। ঐ পয়ার কয়টিতে আছে যে, দেবকীনন্দন বৈষ্ণবগণকে সাধারণ মানুষ বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন।

“সেই অপরাধে মুক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হৈলু।”

তারপর

নাটশাল। হইতে যবে আইসেন ফিরিয়া।

শান্তিপুৰ যান যবে ভক্তগোষ্ঠী লইয়া ॥

সেইকালে দস্তে তুণ ধরি দূর হৈতে।

নিবেদিহু গৌরাজের চরণপদ্মেতে ॥

তিনি নিবেদন করিলেন যে “অপরাধ ক্ষম প্রভু জগতের স্বামী।”

প্রভু আজ্ঞা দিল। অপরাধ ত্রিবাসের স্থানে।

অপরাধ হয়েছে তোমার তার পড়হ চরণে ॥

প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবাসের চরণে পড়িহু ।
 শ্রীবাস আগে সে গোবের আজ্ঞা সমর্পিহু ॥
 অপরাধ কমিলা সে আজ্ঞা দিলা মোরে ।
 পুরুষোত্তম পদাশ্রয় কর গিয়া ঘরে ॥

নিম্নলিখিত কারণে আমি মনে করি যে, ঐ ২৪টি পয়ার কেহ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত অবলম্বন করিয়া লিখিয়া পরবর্তী কালে দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনায় সংযোজন করিয়াছেন। কোন এক বৈষ্ণব-নিন্দকের কাহিনী মুরারি গুপ্ত তাঁহার করচায় লিখিয়াছেন (২১৩৬—১৭)। তাহাতে দেখা যায় যে, বৈষ্ণব-নিন্দক নবদ্বীপের লোক। শ্রীবাসের প্রতি ঘৃণা করায় তাহার কুষ্ঠব্যাধি হইয়াছিল। শ্রীবাসের অমুরোধে বিশ্বস্তর তাহাকে উদ্ধার করেন। লোকটির নাম কি, তাহা মুরারি বলেন নাই কর্ণপুর মহাকাব্যে (৮১—১০) এই ঘটনা লিখিয়াছেন, কিন্তু তিনিও লোকটির নাম বলেন নাই। লোচন উহা বর্ণনা করিয়াছেন (মধ্যখণ্ড, ৩৫ হইতে ৩৭ পৃষ্ঠা)। আলোচ্য ঘটনা মুরারি, কর্ণপুর ও লোচন নবদ্বীপে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণনা করিলেও, বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে, এ ঘটনাটি শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পাঁচ বৎসর পরে শান্তিপুরে ঘটিয়াছিল (ভা ৩৭৪৩৭—৩৯ পৃঃ)। কিন্তু এস্থলে বৃন্দাবনদাসের স্থান-সম্বন্ধে ভুল ধারণা ছিল। এরূপ ভুল খবর তিনি আরও অনেক দিয়াছেন; যথা—কুষ্টির কাহিনী বর্ণনা করিবার অব্যবহিত পূর্বে তিনি শান্তিপুরে মুরারি-কর্তৃক রামাষ্টক পাঠ বর্ণনা করিয়াছেন। মুরারির সংশ্লিষ্ট ঘটনা-বর্ণনায় মুরারির নিজের লেখা বই বৃন্দাবনদাসের বই অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য। মুরারি নিজের লিখিয়াছেন যে, তিনি নবদ্বীপে শ্রীবাসগৃহে রামাষ্টক পড়িয়াছিলেন। মুরারি ও কর্ণপুরের সহিত বৃন্দাবনদাসের এই পার্থক্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের চোখ এড়ায় নাই। তিনি এই দুই বিবরণের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে গোপাল চাপাল নামক এক বিপ্র শ্রীবাসের নিকট অপরাধ করেন। তাহার ফলে তাঁহার কুষ্ঠব্যাধি হয়। তিনি রোগ সারাইয়া দিবার জন্য বিশ্বস্তরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। প্রভু সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। তারপর

সন্ন্যাস করি প্রভু যদি নীলাচলে গেলা ।

তথা হইতে যবে কুলিয়া গ্রামেতে আইলা ॥

তখন এই গোপাল চাপাল আবার প্রভুর শরণ লইলেন। তারপর প্রভু শ্রীবাসের অহুরোধে তাঁহার পাপভার মোচন করিলেন (চ ১।১৭।৩৩—৫৫)। চরিতগ্রন্থগুলির কোন স্থানে পাওয়া যায় না যে, ঐ গোপাল চাপালের নাম দেবকীনন্দন এবং তিনি বৈষ্ণব-বন্দনা করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। যিনি ঐ ২৪টি পয়ার জাল করিয়াছেন, তিনি বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত ছাড়া আর কিছু পড়েন নাই মনে হয়। অত্যাশ্চর্য চরিতগ্রন্থ তাঁহার পড়া থাকিলে, তিনি কুণ্ডীর নাম দেবকীনন্দন বলিতেন না ও শাস্তিপুরে ঘটনাটি ঘটাইতেন না। একরূপভাবে ২৪টি পয়ার রচনার উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনাই সর্বাপেক্ষা আদি ও মৌলিক। শ্রীজীবের বৈষ্ণব-বন্দনা যদি সত্যিই শ্রীজীবগোস্বামীর লেখা হয়, তাহা হইলে তাহাকে চাপা দেওয়ার জন্য একরূপ কাহিনী প্রচলন করার প্রয়োজন ছিল।

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পরিকল্পনাগণের যে পরিচয় পরে দিতেছি তাহার ২০, ২৩, ৩২, ৮৬, ১০৫, ১১৫, ১১২, ১৩৫, ১৭২, ২০২, ২১৩, ২৫২, ২৭৭, ২৯৭, ৩৫২, ৩৮৬, ৪৫৪ সংখ্যক ভক্তদের সম্বন্ধে শ্রীজীব ও দেবকীনন্দনের বন্দনা তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে একজন অপরের বর্ণনা পড়িয়া বন্দনা লিখিয়াছেন। যদি শ্রীজীব দেবকীনন্দনের বই পড়িয়া বৈষ্ণব-বন্দনা লিখিতেন, তাহা হইলে উহাতে নিত্যানন্দ, জাহ্নবী, বীরভদ্র, সীতা, অদ্বৈত, অচ্যুত, নরহরি, রঘুনন্দন, বাসুদেব দত্ত, সদাশিব পণ্ডিত প্রভৃতির সম্বন্ধে এমন সুন্দর প্রাণস্পর্শী বন্দনা থাকিত কিনা সন্দেহ। এসব পরিকল্পনার বন্দনা লিখিতে যাইয়া দেবকীনন্দন কোনরূপ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই। কিন্তু এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে দেবকীনন্দন শ্রীজীবের বৈষ্ণব-বন্দনা দেখিয়া বন্দনা লিখিলেও, তিনি উহার অবিকল অনুবাদ করেন নাই। তিনি নিজে অনুসন্ধান করিয়া অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

দেবকীনন্দনের সংস্কৃত বৈষ্ণবাভিধান কেবলমাত্র নামের তালিকা। ইহাতে নিত্যানন্দ ও বীরভদ্র ব্যতীত অল্প কোন পরিকল্পনার সম্বন্ধে কোনরূপ বর্ণনা নাই। এমন কি দেবকীনন্দন নিজের গুরুর সম্বন্ধেও কেবলমাত্র লিখিয়াছেন—“পরম শ্রীল পরমেশ্বরঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ”। একরূপ গ্রন্থ দেখিয়া যে শ্রীজীবগোস্বামী বৈষ্ণব-বন্দনা লিখিয়াছেন, তাহা মনে হয় না।

দেবকীনন্দনের বৃহৎ বৈষ্ণব-বন্দনার যে পুঁথি বরাহনগর গ্রন্থাগারে আছে, তাহার অনুলিপি-কাল ১৭১২ শক। ইহাতে পুরাণোক্ত ভক্তদের এবং তিন

সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাদের বন্দনা আছে। তারপর মধ্বাচার্য্য হইতে মাধবেন্দ্র পুরী পর্য্যন্ত গুরুপ্রণালী উল্লেখ করিয়া শ্রীচৈতন্য-বন্দনা আরম্ভ হইয়াছে। সেই স্থান হইতে শেষ পর্য্যন্ত ছোট বৈষ্ণব-বন্দনার সহিত প্রায় সর্ক্যাংশে মিল আছে।

Vaishnava vandana by Srijiiv

শ্রীজীবের বৈষ্ণব-বন্দনার উৎকর্ষ

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বৃন্দাবনদাসের নাম দিয়া যে বৈষ্ণব-বন্দনা ছাপিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখক বৃন্দাবনদাসের লেখা নহে। কেন-না, উক্ত বন্দনাতে শ্রীচৈতন্যভাগবতের গ্রন্থকার নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবনদাসের বন্দনা আছে। এই বন্দনা-লেখককে দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাস বলা যাইতে পারে। ইনি কোন্ সময়ের লোক, তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ইতঃপূর্বে শ্রীজীবের ও দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাসের বন্দনা যেখানে যেখানে পাশাপাশি তুলিয়া দিয়াছি, সেই-সব স্থানে প্রায়শঃ দেখা যাইবে যে একটা অগ্ৰটীর অনুবাদ। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে শ্রীচৈতন্য, জাহ্নবী, বীরভদ্র, এবং রূপসনাতনের বন্দনায়। শ্রীচৈতন্য-বন্দনা উক্ত অধ্যায়ে উদ্ধার করি নাই; এখানে করিতেছি। তাহাতে দেবকীনন্দন ও দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাস অপেক্ষা শ্রীজীবনামাক্রিত বন্দনার কবিত্ব যে কত শ্রেষ্ঠ, তাহা বুঝা যাইবে।

শ্রীজীব—বন্দে শ্রীগৌরচন্দ্রং রসময়বপুঃ, ধামকারুণ্যরাশে
ভাবং গৃহ্ননরসমিতুমিহ শ্রীহরিং রাধিকায়্যাঃ ।
উদ্ধর্তুং জীবসজ্জান্ কলিমলমলিনান্ সর্ক্সভাবেন হীনান্
জাতো যো বৈ স্তথাপঃ পরিজননিকরৈঃ শ্রীনবদ্বীপ-মধ্যে ॥

দেবকী-নন্দন— বন্দিব শ্রীমহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
পতিতপাবন অবতার ধন্য ধন্য ॥

২ বৃ— একান্ত ভকতি করি বন্দো গৌরচন্দ্র হরি
ভুবনমঙ্গল অবতার ।
যুগধর্ম্ম পালিবারে জন্মিলা নদীয়াপুরে
সঙ্কীর্তন করিতে প্রচার ॥

এইরূপ পার্থক্য জাহ্নবী, বীরচন্দ্র, নিত্যানন্দ প্রভৃতির বন্দনাতেও দেখা যায়। সেইজন্য সিদ্ধান্ত করি যে দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাসের বাংলা বন্দনা দেখিয়া শ্রীজীব বা তাঁহার নাম দিয়া অল্প কেহ সংস্কৃত ভাষায় বৈষ্ণব-বন্দনা লেখেন নাই। বরং শ্রীজীবের বন্দনা দেখিয়া দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ রচিত হওয়া অধিকতর সম্ভব।

শ্রীজীবের বৈষ্ণব-বন্দনার একখানি পুথি আমি আগার মাতামহ অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের নিত্যপাঠ্য শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে পাই^১। পুথিখানি তাঁহার নিজের হাতের লেখা। এই পুথিখানি পাওয়ার পর আমি বহুস্থানে নিজে ঘাইয়া ও সংবাদপত্রে ঘোষণা করিয়া অল্প আর একখানি অনুলিপির অনুসন্ধান করি। খুঁজিতে খুঁজিতে বরাহনগর গ্রন্থ-মন্দিরে ইহার অনুলিপি পাই। শুনিয়াছি জ্ঞানদাসের পাট কাঁদড়ায় ইহার আর একখানি পুথি আছে। সুতরাং বইখানি যে প্রাচীন, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে শ্রীজীবের যে গ্রন্থতালিকা লিখিত আছে (পৃ. ৫২—৬১) তাহার মধ্যে “বৈষ্ণব-বন্দনা”র নাম পাওয়া যায় না। নরহরি চক্রবর্তী যে সংস্কৃত শ্লোক অবলম্বন করিয়া ঐ তালিকা লিখিয়াছেন, তাহার শেষে “ইত্যাদয়ঃ” শব্দ আছে। অর্থাৎ ঐ তালিকাভুক্ত গ্রন্থ ছাড়া অগ্ন্যন্ত গ্রন্থও শ্রীজীব লিখিয়াছিলেন। ঐ তালিকাতে শ্রীজীবের “সর্বসম্বাদিনী”র নাম সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থও বাদ পড়িয়াছে। সুতরাং ভক্তিরত্নাকরের অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিয়া আলোচ্য বৈষ্ণব-বন্দনাকে জাল বলা যায় না।

১ পণ্ডিত বাবাজী মহোদয় নৈটিক বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি যে সে বই, বিশেষতঃ জাল বই, সংগ্রহ করিবার মত লোক ছিলেন না। তাঁহার জীবনী বিথকোষের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। ডা. দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় History of Bengali Language and Literature গ্রন্থে তাঁহাকে জীবিত কীর্তনীয়াদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় তাঁহার চরিত্র ও কীর্তন-গান সম্বন্ধে “ভারতবর্ষ” পত্রিকায় (১৩৩৩ ভাদ্র, রসকীর্তন প্রবন্ধ, পৃ. ৩৮০) প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয় তাঁহার “বৈষ্ণব-বন্দনা” গ্রন্থে লিখিয়াছেন

বন্দো শ্রীঅদ্বৈতদাস কীর্তনীয়া শ্রেষ্ঠ।

পণ্ডিত বাবাজী খ্যাতি শ্রীমুকুন্দ শ্রেষ্ঠ ॥

দিবানিশি মন্ত বিহো কৃষ্ণ গুণগানে।

কীর্তন শিখাইলা বিহো বহু ছাত্রগণে।

(বিষ্ণুপ্রিয়! গৌরাঙ্গ পত্রিকা, অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ৪২)

আলোচ্য বৈষ্ণব-বন্দনায় তিনটি বিভিন্ন স্থানে শ্রীজীবগোস্বামী নিজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা প্রথম শ্লোকেই—

সনাতন সমো যশ্চ জ্যায়ান্ শ্রীমান্ সনাতনঃ ।

শ্রীবল্লভোহুজঃ সোহসৌ শ্রীরূপো জীবসঙ্গতিঃ ॥

উজ্জলনীলমণির টীকার শেষেও শ্রীজীব এই শ্লোকটি লিখিয়াছেন । রূপসনাতনের বন্দনা-প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-বন্দনায় আছে—

যৎপাদাজপরিমলগঙ্গলেশবিভাবিতঃ ।

জীবনামামিষেবেয় ভাবিহৈব ভবে ভবে ॥

লঘুতোষণী দশমস্কন্ধের টীকার অস্তেও শ্রীজীব ঐভাবে নিজের নাম লিখিয়াছেন—“যা সংক্ষিপ্তা ময়া ক্ষুদ্রজীবেনাপি তদাজয়া” । ঐ টীকার শেষে তিনি লিখিয়াছেন—“অথো তদজিহ্ম জীবেন জীবেনেদং নিবেশ্যতে ।” এইরূপ ভাবে শ্রীরূপসনাতনের অনুগত বলিয়া নিজেকে পরিচিত করার ভঙ্গী শ্রীজীবগোস্বামীর নিজস্ব । আলোচ্য বৈষ্ণব-বন্দনার শেষে আছে “জীবেনৈব ময়া সমাপিতমিদং কৃত্বা তু পদ্বর্পিতং ।”

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, শ্রীজীব বৃন্দাবনে বাস করিতেন ; তাঁহার পক্ষে গোড়-উৎকলের অত ভক্তের, বিশেষতঃ নিত্যানন্দ-ভক্তদের যোগসিদ্ধ অলৌকিক কার্য্যসমূহের অত বিবরণ জানা সম্ভব কি ? আমার মনে হয়, অসম্ভব নহে । ভক্তিরত্নাকরে দেখা যায় যে, শ্রীজীব নিত্যানন্দের রূপালাভের পর বৃন্দাবনে গমন করেন ; যথা—

শ্রীজীব অধৈর্য্য হইল প্রভুর দর্শনে ।

নিবারিতে নারে অশ্রুধারা ছু নয়নে ॥

করয়ে যতেক দৈন্য কহনে না যায় ।

লোটাঁইয়া পড়ে প্রভু নিত্যানন্দ পায় ॥

নিত্যানন্দ প্রভু মহাবাৎসল্যে বিহ্বল ।

ধরিল শ্রীজীব মাথে চরণ যুগল ॥—৫৩ পৃ.

এই বর্ণনা হইতে জানা গেল যে, যে সময় নিত্যানন্দ প্রভু গোড়দেশে প্রেমদান করিতেছিলেন, সেই সময়ে শ্রীজীবও তথায় ছিলেন । স্মরণ্য তাঁহার পক্ষে নিত্যানন্দ-ভক্তদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় দেওয়া অসম্ভব নহে ।

শ্রীজীবের বৈষ্ণব-বন্দনায় যত পুরী, ভারতী, সরস্বতী-উপাধিধারী ব্যক্তির নাম আছে, তাহা আর অণু কোন চরিত-গ্রন্থে নাই। রঘুনাথদাস গোস্বামী মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলার শেষ ১৫১৬ বৎসর পুরীতে ছিলেন। তাঁহার নিকট ঐসব সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া শ্রীজীব বৈষ্ণব-বন্দনায় উহাদের নাম লিখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীজীবের নাম দিয়া যদি অপর কেহ ঐ বন্দনা-গ্রন্থ লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি একজন অসাধারণ কবি ও পণ্ডিত ছিলেন বলিতে হইবে। গোড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রথম যুগে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, নরহরি প্রভৃতির শিষ্যগণের মধ্যে এত বিবাদ বাধিয়াছিল যে অপর কোন ব্যক্তির পক্ষে শ্রীজীবের নাম দিয়া এরূপ বৈষ্ণব-বন্দনা লেখা অসম্ভব নাও হইতে পারে। এই বৈষ্ণব-বন্দনায় আছে যে অচ্যুত ভিন্ন অদ্বৈতের অণু পুত্রেরা বৈষ্ণবগণ-কর্তৃক বর্জিত হইয়াছিলেন। ঐ বৈষ্ণব-বন্দনায় বীরচন্দ্র বা বীরভদ্রকে নিত্যানন্দের পুত্র বলা হয় নাই—কেবলমাত্র জাহ্নবীর সেবক বলা হইয়াছে। নিত্যানন্দ-বংশের প্রতি আক্রোশবশতঃ কোন ব্যক্তি এইরূপ বৈষ্ণব-বন্দনা রচনা করিয়া শ্রীজীবের নামে আরোপ করিয়াছেন কি?

কিন্তু আলোচ্য বৈষ্ণব-বন্দনার ভাব, ভাষা ও তথ্যের প্রাচুর্য্য দেখিয়া আমার সন্দেহ হয় ইহা শ্রীজীবগোস্বামীরই রচনা। এইরূপ বৈষ্ণব-বন্দনাকে চাপা দিবার উদ্দেশ্যেই হয়তো দেবকীনন্দন ও দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাস বৈষ্ণব-বন্দনা লিখিয়াছিলেন। শ্রীজীবনামাক্ত বৈষ্ণব-বন্দনা সত্যই শ্রীজীবের লেখা কিনা তাহার সম্বন্ধে যাবতীয় অনুকূল ও প্রতিকূল প্রমাণ এইস্থলে ও পরিকল্পনা-পরিচয়প্রসঙ্গে উপস্থিত করিলাম। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার ভার পণ্ডিতবর্গের হাতে দিলাম।

শ্রীজীবের, দেবকীনন্দনের ও দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাসের

বৈষ্ণব-বন্দনার পরিকল্পনা-সংখ্যা-বিচার (১)।

শ্রী.তে ২০৩টি নাম ও দে.তে ২১৪টি নাম আছে। এইরূপ পার্থক্য কিরূপে আসিয়াছিল লিখিতেছি। শ্রী.তে বল্লভাচার্য্য, দে. বল্লভসেন

(১) দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনা মানে এখানে ভ্রাতুলকৃষ্ণ গোস্বামী-সম্পাদিত ছোট বৈষ্ণব-বন্দনা। এই বিচারে নিম্নলিখিত সঙ্কেতগুলি ব্যবহার করিতেছি—শ্রী=শ্রীজীবের; দে=দেবকীনন্দনের; বৃ=দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাসের বৈষ্ণব-বন্দনা।

(পরবর্তী কালে বল্লভাচার্য্যকে বর্জন করা হইয়াছিল বলিয়া দে. তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই)। শ্রী.তে রত্নেশ্বর আচার্য্য, দে. নন্দন আচার্য্য ; শ্রী.তে আচার্য্য রত্ন, দে. আচার্য্য চন্দ্র। এই পার্থক্যের দরুণ সংখ্যার গরমিল হয় না। কিন্তু দেবকীনন্দনে নিম্নলিখিত ১১টি নাম বেশী আছে। (১.) দে. শ্রীজীবগোস্বামীকে বন্দনা করিয়াছেন, শ্রীজীবের বইয়ে অবশ্য শ্রীজীবগোস্বামীর বন্দনা নাই। (২) শ্রী. ২৮০ পঙ্ক্তিতে নৃসিংহচৈতন্যদাসং আছে, দে. ১৩৫ পয়ারে উহাকে ভাঙ্গিয়া দুইটি নাম করিয়াছেন। যথা— “বন্দিব নৃসিংহ আর শ্রীচৈতন্যদাস”। (৩) দে. ৫৭ পয়ারে একবার, অগ্গবার ১৩৬ পয়ারে রঘুনাথ ভট্টকে বন্দনা করিয়াছেন। রঘুনাথ ভট্ট যে দুইজন ছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। দে.র ১৬৫৪ ও ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দের পুথিতে ১৩৬ সংখ্যক পয়ারটি নাই। (৪—৮) দে.র ছাপা বইয়ে নিম্নলিখিত পয়ার আছে, কিন্তু প্রাচীন পুথিতে নাই—

শ্রীপ্রহ্লাদমিশ্র বন্দো রায় ভবানন্দ।

কলানিধি, সুধানিধি, গোপীনাথ বন্দো ॥

কলানিধি, সুধানিধি প্রভৃতি নাম চরিতামৃত ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে নাই। সেইজন্য মনে হয় কেহ চরিতামৃত পড়িয়া নামগুলি যোগ করিয়া দিয়াছেন। (৯—১১) দে.র মুদ্রিত গ্রন্থে নিম্নলিখিত পয়ার আছে, কিন্তু প্রাচীন পুথিতে পাই নাই—

চৈতন্যদাস, রামদাস আর কর্ণপুর

শিবানন্দের তিন পুত্র বন্দিব প্রচুর ॥

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে দেবকীনন্দনের বন্দনার প্রাচীন পুথিতে লিখিত পরিকর-সংখ্যা ও নামের সহিত উল্লিখিত ছয়টি স্থান ছাড়া অন্য সর্বত্র শ্রীজীবের বৈষ্ণব-বন্দনার মিল আছে। শ্রীজীব ও দেবকীনন্দন মিলাইয়া ২১২টি নাম পাওয়া যায়।

শ্রীজীবের বৈষ্ণব-বন্দনায় ২০৩টি নাম, আর দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাসের বন্দনায় ১০১টি নাম। শ্রী.তে নাই এমন দুইটি নাম বৃ. উল্লেখ করিয়াছেন। (১) মনোরথ পুরী—শ্রী. ঐ স্থানে চিদানন্দং সূচিত্তকং লিখিয়াছেন ; (২) বৃ.তে শ্রীজীবগোস্বামীর বন্দনা আছে, শ্রী.তে নাই। বৃ. শ্রীজীব পণ্ডিতকে বন্দনা করেন নাই।

শ্রী.তে আছে, বৃ.তে নাই এমন নাম ১৭টি। (১—২) বৃ. ঈশানদাস পর্য্যন্ত বন্দনা করিয়া (শ্রী. ১১০ পঙ্ক্তি, বৃ. ৩৮ ত্রিপদীর পূর্বার্দ্ধ) শ্রী.র নিম্নলিখিত শ্লোকটি বাদ দিয়াছেন—

শ্রীমান্‌সঙ্‌গ্যৌ বন্দে বিনয়েন কৃপাময়ৌ ।
পরমানন্দলক্ষণৌ তৌ চৈতন্যাপিতমানসৌ ॥

(৩—৬) বৃ. দামোদর পুরী পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়া (শ্রী. ১২৭ পঙ্ক্তি, বৃ. ৪৪ ত্রিপদী প্রথমার্দ্ধ) নিম্নলিখিত শ্লোক বাদ দিয়াছেন—

বন্দে নরসিংহ তীর্থং সুখানন্দপুরীং ততঃ ।
গোবিন্দানন্দনামানং ব্রহ্মানন্দপুরীং ততঃ ॥

(৭—১০) বৃ. বিষ্ণুপুরী পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়া (শ্রী. ১৩২ পঙ্ক্তি, বৃ. ৪৫) নিম্নলিখিত শ্লোক ছাড়িয়া দিয়াছেন—

ব্রহ্মানন্দস্বরূপঞ্চ কৃষ্ণানন্দপুরীং ততঃ ।
শ্রীরাঘবপুরীং বন্দে ভক্ত্যাপরময়ামুদা ॥

(১১—১৩) বৃ. ধনঞ্জয় পণ্ডিত পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়া (শ্রী. ২২৪, বৃ. ১১২) নিম্নলিখিত শ্লোকটি ছাড়িয়াছেন—

পণ্ডিতং শ্রীজগন্নাথমাচার্যলক্ষণং ততঃ ।

(১৪) শ্রী. ২৬২ পঙ্ক্তিতে জগন্নাথ তীর্থকে বন্দনা করিয়াছেন, বৃ. ঐ নাম বাদ দিয়াছেন ।

(১৫) বৃ.র ছাপা বইয়ে পুরুষোত্তমদাস নামটি বাদ গিয়াছে, যদিও অসংলগ্নভাবে তাঁহার গুণবর্ণনা অংশ মুদ্রিত হইয়াছে ।

(১৬) শ্রী বৈষ্ণু বিষ্ণুদাসের পর তাঁহার ভ্রাতা বনমালীকে বন্দনা করিয়াছেন, বৃ. ঐ নাম বাদ দিয়াছেন ।

(১৭) শ্রী. দ্বিজ হরিদাসকে বন্দনা করিয়াছেন, বৃ. ছাড়িয়া দিয়াছেন । মনে হয়, শ্রীজীবের বৈষ্ণব-বন্দনার যে পুথি দেখিয়া দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাস বাংলা করিয়াছিলেন, সেই পুথির দোষে বৃ.তে ঐ ১৭টি নাম বাদ গিয়াছে ।

তাহা হইলে বৃ. প্রদত্ত ১৯১ নাম+শ্রী.তে আছে, বৃ.তে নাই ১৭ নাম= ২০৫ নাম ।

বৃ.তে উল্লিখিত তিনটি নাম বেশী হওয়ার কারণ নিম্নে লিখিত হইল।

(১) বৃ.তে স্ববুদ্ধিমিশ্র দুইবার লেখা হইয়াছে।

(২) কমলাকর পিঙ্গালায়ী একনাম হইলেও বৃ. দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

(৩) বৃ. মধুপণ্ডিত ২৪ ও ১০২ পয়ায়ে দুইবার ধরিয়াছেন। বৃ.র ২৪ পয়ায়ে প্রদত্ত মধুপণ্ডিত, শ্রী.তে গোবিন্দ আচার্যের আখ্যা। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে শ্রীজীব, দেবকীনন্দন ও দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাসের বৈষ্ণব-বন্দনার মধ্যে পরিকরণের নাম ও সংখ্যা লইয়া বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

দেবকীনন্দনের বৃহৎ বৈষ্ণব-বন্দনায় নিম্নলিখিত নামগুলি আছে। অগ্র কোন বন্দনায় নাই—

(১) মুদ্রিত ছোট বন্দনার ৫৮ পয়ায়ের পর

বন্দো বিষ্ণুস্বামী গোসাঞি বৃন্দাবনে বাস।

বিশ্বেশ্বর বন্দো হিতহরিবংশদাস ॥

বন্দো সুরদাস সুর মদনমোহন।

মুকুন্দ গুড়ুরিয়া বন্দো হইয়া এক মন ॥

বিষ্ণুস্বামী গোসাই মানে বল্লভাচার্য। অগ্র সব ভক্তও বল্লভাচারী সম্প্রদায়ভূক্ত। উহাদের বিস্তৃত বিবরণ “চৌরাশী বৈষ্ণবগ্ণকী বার্তা” নামক হিন্দী গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

(২) মুদ্রিত বন্দনার ৬৮ পয়ায়ের পর গোপালগুরুকে বন্দনা

(৩) মুদ্রিত গ্রন্থের ৬১ পয়ায়ের পর বৃহৎ বৈষ্ণব-বন্দনায় আছে—

মুকুন্দ সরস্বতী বন্দো সত্য সরস্বতী।

গৌরাজ বিনে যার অগ্র নাহি গতি ॥

বন্দো সরস্বতী আর শ্রীমধুসূদন।

গৌরাজ সেবিল যেহ করিয়া যতন ॥

ঋব সরস্বতী আর বন্দো দামোদর।

চৈতন্য বল্লভ দোহে কৃপার সাগর ॥

পুরুষোত্তম সরস্বতী বন্দিব গোপাল।

ভক্ত প্রধান জীবে বড়ই দয়াল ॥

লোকনাথ গোসাঞি বন্দো বিজ্ঞাচাম্পতি ।
 শ্রীবিজ্ঞানভূষণ রামভদ্রে কর মতি ॥
 পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য ভূগর্ভ ঠাকুর ।
 বাণীবিলাস কৃষ্ণদাস প্রণাম প্রচুর ॥
 শ্রীঝড়ু ঠাকুর বন্দো আর কাশীদাসে ।
 মহাভক্তো বন্দো মারিঠা কৃষ্ণদাসে ॥

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পরিকল্পনার বিবরণ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা

ষোড়শ শতাব্দীতে অসংখ্য ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যের কৃপালাভ করিয়াছিলেন । তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের কোন প্রকার প্রভাব বা বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁহাদের নাম শ্রীচৈতন্যের সাতখানি প্রাচীন চরিত-গ্রন্থে, তিনখানি বৈষ্ণব-বন্দনায়, বা অন্য কোন সংস্কৃত, বাংলা, উড়িয়া, অসমীয়া বা হিন্দী গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে । ঐসব গ্রন্থ তুলনা করিয়া পড়িয়া এই অধ্যায় লিখিত হইল । ইহাতে কেবলমাত্র সেই-সব ভক্তেরই নাম আছে, যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ও তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছিলেন । চরিত-গ্রন্থে হুসেন শাহ, হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার প্রভৃতির নাম আছে, কিন্তু তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের কৃপালাভ করিয়া ভক্ত হন নাই বলিয়া তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিলাম না । কিন্তু ভক্ত ও সমসাময়িক না হইলেও শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, গদাধর প্রভৃতির পিতৃপিতামহাদির নাম উল্লেখ করিলাম । তাহাতে বৈষ্ণব-ধর্মের ইতিহাস রচনার সুবিধা হইবে ।

“শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান” গ্রন্থে এই অধ্যায়ের সার্থকতা কি, নিম্নে নির্দেশ করিতেছি । (১) শ্রীচৈতন্যের কৃপা কোন্ শ্রেণীর লোকে পাইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রভুর সঙ্গে কোথায় কিভাবে মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রভাব কিরূপ ছিল, এই-সব তথ্য জানিতে পারিলে শ্রীচৈতন্যের চরিত্র বুঝা যাইবে । (২) এই অধ্যায়ের সাহায্যে গোড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের ইতিহাস রচনা সহজ হইবে । শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ভক্তেরা কোথায় জন্মিয়াছিলেন ও কোথায় বাস করিয়াছিলেন জানিতে পারিলে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই ধর্মের প্রভাব কতদূর ব্যাপ্ত হইয়াছিল বুঝা যাইবে । এই অধ্যায় হইতে বুঝা যাইবে যে কোন্ ভক্ত কি প্রকার উপাসনা-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন ও

কোন মূর্তি পূজা করিতেন। (৩) পরবর্তী অনুসন্ধানকারীরা কোন পদ, শ্লোক বা গ্রন্থ আবিষ্কার করিলে, তাহা শ্রীচৈতন্যের কোন সমসাময়িক ভক্তের লেখা কিনা জানা সহজ হইবে। ধরা যাউক যে, কেহ জগদানন্দ-নামক কোন ব্যক্তির রচিত কোন বৈষ্ণব গ্রন্থ বা পদ পাইলেন। ঐ জগদানন্দ মহাপ্রভুর পার্শ্বদ জগদানন্দ কিনা, তাহা এই অধ্যায়ে প্রদত্ত প্রমাণপঞ্জীর সাহায্যে তিনি কতকটা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গোড়ীয়-মঠ-সংস্করণ ও শ্রীচৈতন্যভাগবতের অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সংস্করণ ছাড়া অন্য কোন বৈষ্ণব-গ্রন্থের নির্ঘণ্ট (index) নাই। কোন ভক্তের নাম ও বিবরণ কোন বইয়ে পাওয়া যাইবে, তাহা অনায়াসে উক্ত প্রমাণপঞ্জী হইতে বাহির করা যাইবে। প্রমাণপঞ্জীতে দ্রুত গ্রন্থসমূহে প্রথমবার ঐ ভক্তের নাম কোথায় লিখিত হইয়াছে, আমি শুধু তাহারই তালিকা দিয়াছি। চরিতামৃতে শাখাগণনাতেই অনেকের নাম প্রথমবার উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া অনেক স্থলে আর পুনরায় প্রমাণ (reference) দেই নাই। (৪) ষোড়শ শতাব্দীতে পূর্ব-ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি কিরূপ ছিল, তাহারও কিছু পরিচয় ইহাতে মিলিবে। পূর্বে আমি এই বিষয়ে মস্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। (৫) ষোড়শ শতাব্দীতে লোকে ভগবানের নামে নাম রাখিত। সেইজন্য কৃষ্ণদাস, জগন্নাথ, মাধব, গোবিন্দ প্রভৃতি নামধারী বহু লোকের কথা বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাওয়া যায়। জগদ্বন্ধু ভদ্র, সতীশচন্দ্র রায়, মৃণালকান্তি ঘোষ, অমূল্যধন ভট্টরায় প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সাহিত্যিকগণ সকলগুলি বৈষ্ণব-গ্রন্থের তুলনামূলক বিচার করিবার সুযোগ পান নাই বলিয়া, অনেক স্থলে এক নামধারী দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে এক ব্যক্তি মনে করিয়াছেন অথবা একই ব্যক্তিকে দুইজন ব্যক্তি ভাবিয়াছেন। এক নামধারী ভক্তদের পরিচয় দিতে যাইয়া আমি একটি মূল নীতি অনুসরণ করিয়াছি। সেটা হইতেছে এই যে, পরিকর গণনা করিতে যাইয়া একই গ্রন্থকার কয়েক পদ বা পয়ারের ব্যবধানে একই ব্যক্তির নাম দুইবার বা তিনবার লিখিতে পারেন না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেখানে এক ব্যক্তির নাম দুই শাখায় গণনা করিয়াছেন, সেখানে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন যে ইনি দুই শাখা-ভুক্ত।

১৩৩১ সালে শ্রীযুক্ত অমূল্যধন ভট্টরায় “বৃহৎ শ্রীবৈষ্ণবচরিত অভিধান” নামক এক গ্রন্থে অ হইতে চ পর্যন্ত অক্ষরে যে-সব ভক্তের নাম যে-কোন বৈষ্ণব-গ্রন্থে আছে, তাঁহাদের বিবরণ লিখিয়া প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানি

মূল্যবান, কিন্তু ইহাতে দুইটি দোষ আছে। প্রথমত ইহাতে অদ্বৈতপ্রকাশ, কর্ণানন্দ ও প্রেমবিলাসের প্রক্ষিপ্ত অংশ প্রভৃতি নীতি-প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে বিবরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে। যে ভক্তের নাম বৈষ্ণব-বন্দনায়, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়, সাতখানি প্রাচীন চরিতগ্রন্থে, বা কোন প্রাচীন অসমীয়া, উড়িয়া, হিন্দী গ্রন্থে নাই, তিনি যে সত্যই শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন, তাহা প্রমাণ করা দুষ্কর। আমি সমস্ত বৈষ্ণব ভক্তের পরিচয় দিবার চেষ্টা করি নাই—কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ভক্তদের পরিচয় লিখিয়াছি। ভট্টমহাশয়ের গ্রন্থের দ্বিতীয় দোষ এই যে, কোথাও তিনি প্রমাণপঞ্জী দেন নাই এবং বিভিন্ন গ্রন্থের বিবরণের তুলনামূলক বিচার করেন নাই। বৈষ্ণব-বন্দনায় যে-সমস্ত সন্ন্যাসী ভক্তের নাম পাওয়া যায়, ভট্টমহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অনেকের নাম বাদ দিয়া দিয়াছেন ; যথা—অনুভবানন্দ, উপেন্দ্র আশ্রম, কৃষ্ণানন্দ পুরী। ভট্টমহাশয়ের আরও কার্য সমাপ্ত করার জন্য আমি এই অধ্যায় লিখিলাম।

Explanation of symbols used in the book

সঙ্কেত-ব্যাখ্যা

১। অভি বা অভিরাম—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩১৮ সালের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত অভিরাম দাসের “পার্ট-পর্যটন”। ইহাতে পরিকল্পনার জন্মস্থানের ও পার্টের কথা পাওয়া যায়।

২। কা==কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য। ২।১২ অর্থাৎ দ্বিতীয় সর্গের ১২ শ্লোক।

৩। গো. গ. দী.=কবিকর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকা।

৪। গো. প. ত.=বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত গৌরপদ-তরঙ্গিনীর দ্বিতীয় সংস্করণ।

৫। চ=রাধাবিনোদ নাথ সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। .১।২।৪=আদি লীলা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, চতুর্থ পয়ার, ২।৩।৭=মধ্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, সপ্তম পয়ার, ৩।৪।৫=অন্ত্যলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পঞ্চম পয়ার। গোড়ীয় মঠ, কালনা, ও মাখনলাল দাস বাবাজীর চরিতামৃতের সংস্করণ হইতে প্রমাণ উদ্ধার কালে ঐ-সব সংস্করণের নাম উল্লেখ করিয়াছি। চরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যের রূপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম থাকিলে, ঐ নামের পরে ছোট বন্ধনী, অথবা চ লিখিত হইয়াছে।

৬। ছোট বন্ধনী=শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার নবম (মাধবেন্দ্র পুরীর শাখা), দশম (শ্রীচৈতন্য-শাখা), একাদশ (নিত্যানন্দ-শাখা) ও দ্বাদশ (অদ্বৈত ও গদাধর-শাখা) পরিচ্ছেদে প্রদত্ত নাম। (চৈ ৭)=দশম পরিচ্ছেদের সপ্তম পয়ার। (অ ১২)=দ্বাদশ পরিচ্ছেদের দ্বাদশ পয়ার। এক নামের একাধিক ভক্ত যেখানে আছে, সেইখানে এইরূপ সংখ্যা দিয়া কোন ভক্তকে নির্দেশ করিতেছি, তাহা জানাইয়াছি। যে ভক্তদের নাম দুই শাখায় লিখিত হইয়াছে, সেই ভক্তদের নামের পাশে বন্ধনীতে দুইটি অক্ষর আছে; যথা—(চৈ, নি) অর্থাৎ চৈতন্য ও নিত্যানন্দ এই উভয় শাখাভুক্ত। কিন্তু (গ, যত্ন) অর্থাৎ ঐ ভক্তকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও যত্ননাথ উভয়েই গদাধর-শাখায় বর্ণনা করিয়াছেন।

৭। জ=জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল। জ ১২=জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের ১২ পৃষ্ঠা।

৮। জয়কৃষ্ণ=সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৩৭ সালের চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত জয়কৃষ্ণদাসের “শ্রীচৈতন্য-পারিষদ-জন্মস্থান-নির্ণয়”।

৯। দে=অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সম্পাদিত বৈষ্ণব-বন্দনা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত দেবকীনন্দনের বাংলা বৈষ্ণব-বন্দনা। ইহার কয়েকখানি পুথি সাহিত্য-পরিষদে আছে। ঐগুলির মধ্যে প্রাচীনতম পুথি হইতেছে ২০৮৪ সংখ্যক, উহার তারিখ ১০৬১ সাল অর্থাৎ ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দ। অন্য একখানির সংখ্যা ১৪৮২, উহার অনুলিপিকাল ১০৮১ সাল, অর্থাৎ ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দ। ঐ পুথিগুলি হইতে পাঠান্তর ধরার সময় পুথির তারিখ উল্লেখ করিয়াছি। ছাপা বইয়ে সংখ্যা দেওয়া নাই। আমি ধূয়া বাদ দিয়া সংখ্যা দিয়া লইয়াছি।

১০। না=কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, নির্ণয়সাগর প্রেস সংস্করণ।

১১। পতাবলী=ডা. স্থশীলকুমার দে সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণগোস্বামীর পতাবলী। শ্লোক-সংখ্যা ঐ সংস্করণের।

১২। ভা=অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের দ্বিতীয় সংস্করণ। ১।৩।৬=আদিলীলা, তৃতীয় অধ্যায়, ষষ্ঠ পৃষ্ঠা। ২।৪।২৭২=মধ্যলীলা, চতুর্থ অধ্যায়, ২৭২ পৃষ্ঠা। ২।৭।৫০১=অন্ত্যলীলা, সপ্তম পরিচ্ছেদ, ৫০১ পৃষ্ঠা।

১৩। মু=মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত মুরারি গুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতম্, তৃতীয় সংস্করণ। ১।৪।৬ মানে প্রথম প্রক্রম, চতুর্থ সর্গ, ষষ্ঠ শ্লোক।

১৪। যদু = যদুনাথ দাসের “শাখানির্ণয়ামৃতম্”। যদু শুধু গদাধরের শিষ্যদের নাম দিয়াছেন। (গ, যদু) মানে ঐ ভক্তকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও যদুনাথ উভয়েই গদাধর-শাখায় গণনা করিয়াছেন।

১৫। রামগোপাল = রামগোপাল দাসের “শাখা-বর্ণনা”। ইহাতে নরহরি সরকার ও রঘুনন্দনের শিষ্যদের নাম আছে। ৪২৪ চৈতন্যকে ঐ পুস্তিকা শ্রীখণ্ড হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৬। লো = মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের দ্বিতীয় সংস্করণ। লোচনের বই মুরারির অনুবাদস্বরূপ বলিয়া সর্বত্র স্বতন্ত্রভাবে ইহার প্রমাণ উল্লেখ করি নাই।

১৭। বড়বন্ধনী = গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় প্রদত্ত তত্ত্ব। [মালাধর ১৪৪] = ঐ বইয়ের ১৪৪ শ্লোকে ঐ তত্ত্ব লিখিত হইয়াছে।

১৮। বৃ = অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত বৈষ্ণব-বন্দনার অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাসের বৈষ্ণব-বন্দনা। ছাপা বইয়ে পয়ার ও ত্রিপদীর সংখ্যা দেওয়া নাই। আমি ধূয়া বাদ দিয়া সংখ্যা দিয়া লইয়াছি।

১৯। শ্রী = আমি শ্রীজীবের নামাঙ্কিত যে সংস্কৃত বৈষ্ণব-বন্দনার পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছি তাহাই। সংখ্যা শ্লোকের নয়; ছন্দ অনুসারে পঙ্ক্তি সাজাইয়াছি। সংখ্যা ঐ পঙ্ক্তির।

২০। সাময়িক পত্রিকার প্রমাণ উল্লেখ করিয়া অনেক স্থলে সংখ্যা দিয়া কোন্ বর্ষের কোন্ সংখ্যার কোন্ পৃষ্ঠায় উহা আছে নির্দেশ করিয়াছি। যথা “গৌড়ীয়” ৩৪।৭৩ অর্থাৎ তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ৭৩ পৃষ্ঠা।

Names and identity of Companions in Alphabetical order

আভিধানিক ক্রমে পরিকল্পনায়ের পরিচয় Parikarganas

1. Achyutananda - Eldest son of Advaita

১। অচ্যুতানন্দ (চৈ, অ) [অচ্যুতা গোপী] ব্রাহ্মণ—শান্তিপুর, নীলাচল। অষ্টমের জ্যেষ্ঠপুত্র। যদুনাথ-মতে গদাধর-শাখা।

শ্রী ৭৭—৮০—তংসুতানাং হি মধ্যে তু যোহচ্যুতানন্দসংজ্ঞকঃ,

তং বন্দে পরমানন্দং কৃষ্ণচৈতন্যবল্লভং।

যোহসৌ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বজ্ঞোহচ্যুতসংজ্ঞকঃ,

শ্রীগদাধরবীরশ্চ সেবকঃ সদগুণার্ণব।

শ্রীলাদ্বৈতগণাঃ সূতাশ্চ নিতরাং সর্বৈশ্বরত্বেনহি,

শ্রীচৈতন্যহরিং দয়ালুমভজন ভক্ত্যা শচীনন্দনং।

তে দৈবেনহতাহপরে চ বহবস্তান্নাদ্রিয়স্তেশ্বহি,
তে মমিচ্ছায়াচ্যুতমৃতে ত্যাজ্যোময়োপেক্ষিতাঃ ॥

দে ১৬—অচ্যুতানন্দাদি বন্দে। তাহার নন্দন ১৬৫৪ ও ১৭০২ খ্রীঃ পুথিতে পাঠ “শ্রীঅচ্যুতানন্দ বন্দে। তাঁহার নন্দন ॥” এই দুই পুথিতে অচ্যুত ছাড়া আর কোন অদ্বৈত-পুত্রের বন্দনা নাই।

বৃ ২৪— তছুপ্রিয়ম্বত বন্দে। শ্রীযুত অচ্যুতানন্দ
শিশুকালে যাহার বৈরাগ্য।

অদ্বৈতের অগ্র কোন পুত্রের বন্দনা নাই।

মু ৩।১৮।১৭, ভা ২।৬।১২২, জ ১৪১, চৈ ২।১৬।৪৪।

শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে অদ্বৈতের কোন কোন পুত্র শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন নাই (৩।৪।৪৩০ পৃ.)। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অদ্বৈতশাখায় অদ্বৈতের সব কয়টি পুত্রেরই নাম লিখিত হইয়াছে। হয়তো ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে অদ্বৈতের পৌত্রেরা শ্রীচৈতন্যকে সর্বেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন; সেইজন্য কবিরাজ গোস্বামী সব কয়জন পুত্রেরই নাম করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও অদ্বৈতশাখায় মতভেদের উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—

যে যে লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্যের গণ মহাভাগবত ॥
অচ্যুতের যেই মত, সেই মত সার।
আর যত মত—সব হৈল ছারখার ॥—১।১২।৭১-৭২

প্রেমবিলাসেও দেখা যায় যে সীতা বলিতেছেন—

কোন কোন পুত্র রহে অচ্যুতের মতে।
নাগরের দ্বারে কেহ চলিল বিমতে ॥—৪ বিঃ, পৃ. ২৬

2. Achyutananda of Odisha - One of the Ranchasakha

২। অচ্যুতানন্দ—হুগ্রসিদ্ধ উড়িয়া গ্রন্থকার ও পঞ্চসখার অন্ততম।
কবি—গোয়াল।

3. Akrur

৩। অক্রুর—যদুনাথ-মতে গদাধর-শাখা।

4. Advaita, disciple of Madhavendra Puri

৪। অদ্বৈত (মাধবেন্দ্র-শিষ্য) [সদাশিব] ব্রাহ্মণ—শ্রীহট্ট-শান্তিপুর

শ্রী ৬২-৭০ বন্দেহৈতং কৃপালুং পরমকরণকং শাস্তকং ধামসাক্ষাৎ । যেনানীত-
স্তপোভিঃ পরিকরসহিতঃ শ্রীশচীনন্দনোহত্র ॥

দে ১৫—আচার্য্য গোসাঞি বন্দো অধৈত ঈশ্বর ।

যে আনিল মহাপ্রভু ভুবন ভিতর ॥

রূ ২২—বন্দো শাস্তিপূর পতি

শ্রীঅধৈত মহামতি

সদাশিব সম তেজ য়ার ।

যাহার তপের বলে

আনিঞা মহীমণ্ডলে

পাতিল চৈতন্য অবতার ॥

সমস্ত চরিতগ্রন্থে উল্লিখিত । ইনি শাস্তিপূরে মদনগোপালের সেবা স্থাপন করেন ।

5. Ananta Acharya of Odisha

৫। অনন্ত আচার্য্য—উড়িয়া পঞ্চসখার অন্যতম ।

6. Ananta

৬। অনন্ত (অ ৫৬) [স্বদেবী] ব্রাহ্মণ—নবদ্বীপ । শ্রী ২১৮ অন্তমাচার্য্যমথো
নবদ্বীপনিবাসিনঃ

দে ১০২

রূ ২৩—অনন্ত আচার্য্য বন্দো নবদ্বীপ মাঝ

পদকল্পতরুতে ইহার রচিত একটি পদ ধৃত হইয়াছে ।

7 Ananta Acharya of Vrindavan

৭। অনন্ত আচার্য্য (গ ৭২, যত্ ব্রাহ্মণ) বৃন্দাবন—দুইজন অনন্ত
আচার্য্যের মধ্যে কাহাকে বৈষ্ণব-বন্দনায় উল্লেখ করা হইয়াছে বলা যায় না ।
গদাধর-শিষ্য অনন্ত আচার্য্য গোবিন্দের সেবাধিকারী হইয়াছিলেন । অনন্তের
শিষ্য হরিদাস পণ্ডিত কৃষ্ণদাস কবিরাজকে চরিতামৃত লিখিতে আদেশ দেন
(চ ১৮।৫০-৬০) । এক অনন্ত আচার্য্য-লিখিত পদ পদকল্পতরুতে (২২৮৫)
ধৃত হইয়াছে ।

8. Ananta Chattopadhyay / Sri Kanthabharan

৮। অনন্ত চট্টোপাধ্যায় শ্রীকণ্ঠভরণ (গ, যত্) [গোপালী] ব্রাহ্মণ—
চরিতামৃতে শুধু কণ্ঠভরণ উপাধি আছে ; গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় নাম আছে ।

9. Ananta Das

৯। অনন্তদাস (অ ৫২)—পদকল্পতরুতে এই ভণিতায় ৩২টি পদ
আছে ।

10. Ananta Pandit

১০। অনন্ত পণ্ডিত—ব্রাহ্মণ, আটিসারা । বৃন্দাবনদাস বলেন যে
শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস লইয়া নীলাচলে যাইবার সময় ইহার বাড়ীতে অতিথি
হইয়াছিলেন (৩২।৩৮২ পৃ.) ।

জগদ্বন্ধু ভদ্র অনন্তদাসকে অনন্ত পণ্ডিতের সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন^১ ।

11. Ananta Puri

১১। অনন্ত পুরী—[অষ্ট সিদ্ধির একজন] বেলুনে (বর্ধমান জেলা) বাস (অভি:) ।

শ্রী ২৭১, দে ১৩১, বৃ ১৩০ । জয়ানন্দ বলেন যে ইনি মাধবেন্দ্র-শিষ্য (৩৪ পৃ.) । অণ্ড কোন চরিতগ্রন্থে ইহার নাম নাই ।

12 Anupamvallabh Father of Srijiv / Srijib Goswami

১২। অনুপমবল্লভ (চৈ) ব্রাহ্মণ । শ্রীজীবের পিতা । ইনি রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন বলিয়া বোধ হয় গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ও বৈষ্ণব-বন্দনায় স্বতন্ত্রভাবে ইহার নাম দেওয়া হয় নাই ।

13. Anubhabananda

১৩। অনুভবানন্দ—শ্রী ১৩৬, দে ৫২, বৃ ৪৬ ।

14. Abhiram

১৪। অভিরাম (চৈ, নি) [শ্রীদাম] ব্রাহ্মণ, খানাকুল, হুগলি জেলা ।

শ্রী ১২২-২০০, দে ৮৩, বৃ ৭১-৭৪—তিন জনেই বলেন যে অভিরামদাস “বহুতোল্যং” (শ্রী) বা ষোলসালের কাঠ তুলিয়া তাহাকে বাঁশী করিয়া বাজাইয়াছিলেন ।

জ—১৪৪ পৃ. মহাভাবগ্রন্থ হৈলা শ্রীরামদাস ।

যার ঘরে গৌরাদ আছিল ছয় মাস ॥

কোন সময়ে শ্রীচৈতন্য অভিরামের বাড়ীতে ছিলেন এমন কথা অণ্ড কোন জীবনচরিতে বা পদে নাই ।

ভা ৩।৫।৪৫৪, জ ৩, লো—সূ ২

“অভিরাম লীলামৃত”, “অভিরাম পটল”, “অভিরাম বন্দনা” প্রভৃতি নাতি-প্রামাণিক গ্রন্থে ইহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কথা আছে । খানাকুল কৃষ্ণনগরে গোপীনাথ-মূর্তি ইহার সেবিত বলিয়া প্রবাদ । অভিরামের মূর্তিও এখানে পূজিত হয় । ইহার শক্তি বা পত্নী মালিনীকে “অভিরাম লীলামৃতে” (৩২ পৃ.) যবনী ও ভক্তিরত্নাকরে (১২৭ পৃ.) বিপ্রকণ্ঠা বলা হইয়াছে ।

15. Amogh Pandit

১৫। অমোঘ পণ্ডিত—(গ, যছ) সার্কভৌমের জামাতা ।

১ পদকল্পতরু ও গৌরপদতরঙ্গিনীতে অনন্ত, অনন্তদাস, অনন্ত আচার্য্য ও অনন্ত রায় ভণিতায় কতকগুলি পদ ধৃত হইয়াছে । শেবোক্ত ব্যক্তি ছাড়া অপর তিনজনকে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক মনে করা যাইতে পারে । কিন্তু উল্লিখিত ৫ জন অনন্তের মধ্যে কোন্ তিনজন পদকর্ত্তা তাহা নির্ণয় করা কঠিন ।

ব্রাহ্মণ—নীলাচল ।

চ ২।১৫।২৭২—২৮৬

16. Asar Puri

১৬। অসর পুরী,—মাধবেন্দ্র-শিষ্য

জ ৩৪

17. Acharya chandra

১৭। আচার্য্যচন্দ্র—নিত্যানন্দ-শিষ্য—ব্রাহ্মণ (?)

শ্রী ১৯৫—বন্দে আচার্য্যরত্নং চ বিদিতপ্রেমমর্ষকং

দে ৭৮—গৌর প্রেমময় বন্দেঁ। শ্রীআচার্য্যচন্দ্র

বৃ ৬৭—বন্দিব আচার্য্যচন্দ্র, যে জানে প্রেমের ধর্ম, গুণধর্ম জগতে বিদিত ।

ভা ৩।৬।৭৭৫—বন্দিব আচার্য্যচন্দ্র নিত্যানন্দ-গতি ।

Acharyaratna

১৮। আচার্য্যরত্ন—ব্রাহ্মণ—নবদ্বীপ ।

শ্রী ৯০, দে ৩২, বৃ ২৮

চন্দ্রশেখর আচার্য্যকে চরিতগ্রন্থে আচার্য্যরত্ন বলা হইয়াছে, কিন্তু বন্দনায় দুইজনকে পৃথক্ করা হইয়াছে ; যথা—

দে—শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দেঁ। চন্দ্র স্মৃশীতল ।

আচার্য্যরত্ন বন্দেঁ। যার খ্যাতি নিরমল ॥

Iswar Puri

১৯। ঈশ্বর পুরী—(মাধবেন্দ্র-শিষ্য) [সকর্ষণ-স্বরূপ বিখরূপ ঈশ্বর পুরীতে মহঃ স্থাপন করেন ৬০]

জন্ম কুমারহট্ট (হালিসহর), জয়ানন্দ-মতে রাজগৃহে থাকিতেন ।

শ্রী ১২১-২২— অথেশ্বরপুরীং বন্দে যাং কৃত্বা গুরুমীশ্বরঃ

আত্মানং মানয়ামাস ধন্যং চৈতন্যসংজ্ঞকঃ ॥

দে ৪৩— গোসাঞি ঈশ্বর পুরী বন্দেঁ। সাবধানে ।

লোকশিক্ষা দীক্ষা প্রভু কৈল যার স্থানে ।

বৃ ৪২— বন্দিব ঈশ্বর পুরী প্রভু যারে গুরু করি

আপনাকে ধন্য হেন বাসি ॥

মু ১।১৫।১৬, কা ৪।৫৬, ভা ১।১।১০, জ ২, লো ২, চ ১।১৩।৫২
পদ্মাবলীর ১৮, ৬২, ৭৫, শ্লোক ঈশ্বর পুরীর রচনা । শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত-গ্রন্থ
ইনি লেখেন ; কিন্তু গ্রন্থখানি পাওয়া যায় না । পুরী মার্কণ্ডেশ্বর সাহী থানার
মধ্যে একটি কূপ আছে—তাহা ঈশ্বর পুরীর কূপ নামে পরিচিত ।

২০। ঈশান (চৈ) নবদ্বীপ—বিশ্বস্তর মিশ্রের গৃহে ভৃত্য।

শ্রী ১১০— বন্দে ঈশানদাসং শচীদেবীপ্রীতিভাজনং চ।

দে ৩৭— বন্দিব ঈশানদাস করযোড় করি।

শচী ঠাকুরাণী ধারে স্নেহ কৈল বড়ি ॥

বৃ ৩৮— আইর কৃপার পাত্র বন্দিব ঈশান মাত্র

আই তাঁরে করিল পালন।

ভা ২।৮।২০৭, চ ২।১৫।৬৪

Ishanacharya

২১। ঈশানাচার্য্য [মৌন মঞ্জরী] ব্রাহ্মণ—বৃন্দাবন। ইনি শ্রীকৃপের সহিত বৃন্দাবন হইতে মথুরায় গোপাল দর্শন করিতে গিয়াছিলেন (চ ২।১৮।৪৬)।

Uddhab Das

২২। উদ্ধবদাস (গ, ঘড়) [চন্দ্রাবেশ] বৃন্দাবন—কিন্তু মাঝে মাঝে গোড়ে যাইতেন (ভক্তিরত্নাকর, ৪৮৫ পৃ.)।

যদুনাথ “অতি দীনজনেপূর্ণ প্রেমবিত্তপ্রদায়কং।

শ্রীমদুদ্ধবদাসাখ্যং বন্দেহং গুণশালিনং ॥”

চ ২।১৮।৪৫

সতীশচন্দ্র রায় ও মৃণালকান্তি ঘোষ পদকর্তা উদ্ধবদাসকে রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য বলিয়াছেন। কিন্তু গদাধর-শিষ্য উদ্ধবও পদকর্তা ছিলেন। নবদ্বীপের সংস্থান বিষয়ে উদ্ধবদাসের যে পদটি আছে তাহা সমসাময়িকের লেখা না হইয়া পারে না। কেন-না ঐ পদে কাজী-দলনের দিনে বিশ্বস্তর মিশ্রের নগর-সঙ্কীর্ণনের পথের পুষ্পানুপুষ্প বিবরণ আছে; যথা—

পাইয়া আপন ঘাট মাধাই ঘাটে করি নাট

নিকটেতে শ্রীবাস ভবন।

তাহার ঈশান কোণে বারকোণা ঘাট নামে

যাহা হয় শুক্লাশ্বরাশ্রম ॥

(শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধৃত,

ভারতবর্ষ, ১৩৪১ কার্তিক)

এই পদটি শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস বাবাজী “নবদ্বীপ দর্পণ” গ্রন্থে যে ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার সহিত হরেকৃষ্ণ বাবুর প্রদত্ত পাঠের পার্থক্য আছে।

২৩। **উদ্ধারণ দত্ত**—(নি) [স্ববাহ] স্ববর্ণবণিক—সপ্তগ্রাম।
জয়কৃষ্ণ-মতে শাস্তিপুর্বে জন্ম, অভিরাম-মতে হুগলির নিকট কৃষ্ণপুর গ্রামে
বাস। কাটোয়ার নিকট উদ্ধারণপুর নামে এক গ্রাম আছে, তথায় প্রতি-
বৎসর ইহার উৎসব হয়।

শ্রী২৭৭—বন্দে উদ্ধারণং দত্তং যো নিত্যানন্দসঙ্গতঃ।

বভ্রাম সর্বতীর্থানি পবিত্রায়াহপপেক্ষকঃ ॥

দে ২৮—উদ্ধারণ দত্ত বন্দো হএণ সাবহিত।

নিত্যানন্দ সঙ্কে বেড়াইল সর্বতীর্থ ॥

বৃ ৮৪—পরম সাদরে বন্দোঁ দত্ত উদ্ধারণ।

নিত্যানন্দ সঙ্কে তীর্থ যে কৈলা ভ্রমণ ॥

মু ৪।২২।২২, ভা ৩।৬।৪৭৪, চ ৩।৬।৬২, ভক্তিরত্নাকর ৫৩২ পৃ., কালীরাম
দাসের ভ্রাতা গদাধর দাস “জগন্নাথমঙ্গলে”র চৈতন্য-বন্দনায় লিখিয়াছেন।

“ভক্ত উদ্ধারণ দত্ত পরম শাস্ত্রেতে জ্ঞাত

সদা গোবিন্দের গুণ-গান।” (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ৮২৬ পৃ.)

হরিদাস নন্দী ১৩৩২ সালে “উদ্ধারণ ঠাকুর” নামে এক বইয়ে ইহার
জীবনী লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলেন যে উদ্ধারণ নিতাই-গৌরাঙ্গ-
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন (১৭ পৃ.)। তিনি অপ্রকাশিত পদ্যমৃত-
সমুদ্রের ৩০৪১ সংখ্যক পদ হইতে উদ্ধারণের নিম্নলিখিত পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীকরনন্দন, দত্ত উদ্ধারণ, ভদ্রাবতী গর্ভজাত।

ত্রিবেণীতে বাস, নিতাইর দাস, শ্রীগৌরাঙ্গপদাশ্রিত ॥

২৪। **উপেন্দ্র আশ্রম**

শ্রী ২৭০, দে ১৩১, বৃ ১৩০

কর্ণপুর এক গোপেন্দ্র আশ্রমকে উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে জয়ন্তেয় বলিয়া
তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন।

২৫। **উপেন্দ্র মিশ্র**—[পর্য্যায়] শ্রীচৈতন্যের পিতামহ, ব্রাহ্মণ—শ্রীহট্ট।
জয়ানন্দ ভুল করিয়া লিখিয়াছেন “পিতামহ জনার্দন মিশ্র মহাশয়” (৮৭ পৃ.)।
চরিতামৃতে উপেন্দ্রের সাত ছেলের নাম কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্বেশ্বর,
জগন্নাথ, জনার্দন ও ত্রৈলোক্যনাথ (১।১৩।৫৪—৫৬)।

২৬। কবি কর্ণপুর—(চৈ) শিবানন্দ সেনের পুত্র, প্রকৃত নাম পরমানন্দ-দাস সেন। বৈষ্ণ, কাঞ্চনপল্লী (কাঁচড়াপাড়া)। গুরুর নাম শ্রীনাথ (আনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পু, মঙ্গলাচরণ)। দে ৭৩, কিন্তু ১৭০২ খ্রী: পুথিতে নাই।

স্বপ্রসিক্ত গ্রন্থকার। রচিত গ্রন্থ—আর্য্যশতক, অলঙ্কার-কৌস্তভ, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, আনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পু। শ্রীরূপ পঞ্চাবলীতে ৩০৫ সংখ্যক শ্লোক কর্ণপুরের কোন অজ্ঞাত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

KabichandraKabi Dutta

২৭। কবিচন্দ্র—(চৈ) [মনোহরা] যত্ন, বনমালি ও ষষ্ঠীবরের উপাধি কবিচন্দ্র। কিন্তু এই কবিচন্দ্র বোধ হয় স্বতন্ত্র নাম। কেন-না শ্রীজীব (২৫২) শুধু কবিচন্দ্রকে বন্দনা করিয়াছেন।

দে ১২২—কবিচন্দ্র বালক রামনাথ

বৃ ১১৬—বন্দিব বালক রামদাস কবিচন্দ্র

চরিতামৃতে—রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপালদাস (১।১০।১১১)। এক কবিচন্দ্রকৃত ভাগবতামৃত গ্রন্থ আছে।

২৮। কবি দত্ত (গ) [কলকণ্ঠী] কুলিয়া পাহাড়পুর (অভি) গোড়ীয় মঠ সংস্করণ চরিতামৃত চৈতন্যশাখায় এক কবিদত্তের নাম আছে (১।১০।১১৩)। অন্য কোন সংস্করণে নাই।

Kabiratna

২৯। কবিরত্ন (অষ্টনিধির একজন) রামগোপাল দাসের “শাখানির্ণয়ে”—

ঠাকুরের শাখা এক মিশ্র কবিরত্ন। শ্রীকৃষ্ণসেবায় তার অতিশয় যত্ন ॥
এড়ুয়ার গ্রামেতে হয় তাহার বসতি। শিষ্য প্রশিষ্য অনেক আছেয়ে খেয়াতি ॥
(৬ পৃ.)

সুতরাং ইনি ব্রাহ্মণ, ও বৈষ্ণ নরহরি সরকারের শিষ্য বলিয়া জানা যাইতেছে। পঞ্চাবলীর ৪০, ৪১, ৭৭, ৭৮ শ্লোক ইহার রচিত হওয়া সম্ভব।

Kabiraj Mishra Bhagavatacharya

৩০। কবিরাজ মিশ্র ভাগবতাচার্য্য

শ্রী ২১৭, দে ১০২, বৃ ৯৩

Kamal

৩১। কমল (চৈ) [গঙ্কোয়াদা] গণোদ্দেশের কমল ও চরিতামৃতে কামল-নয়ন একই ব্যক্তির নাম হইতে পারে, অথবা কামল-নয়ন মানে কামল ও নয়ন নামে দুই ব্যক্তি।

Kamalakar Das

৩২। কমলাকর দাস

বৃ ৮৮—তবে বন্দে। ঠাকুর কমলাকর দাস।

কৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন যার পরম উল্লাস ॥

Kamalakar Pippalay

৩৩। কমলাকর পিপলায়ী (নি) [মহাবল], ব্রাহ্মণ, শ্রীরামপুরের
দুই মাইল দক্ষিণে আকনা মাহেশে জন্ম, জাগেশ্বরে স্থিতি ।

শ্রী ২০২-১০—পিপলায়িঃ ততো বন্দে বাল্যভাবেন বিহ্বলঃ

বন্দে সংকীৰ্ত্তনানন্দং কমলাকরদাসকং ॥

দে ২৬—কমলাকর পিপলাই বন্দো ভাববিলাসী ।

যে প্রভুরে বলিল লহ বেত্র দেহ বাঁশী ॥

বৃ ৮৭—পিপলাই ঠাকুর বন্দো বাল্যভাবে ভোলা ।

বালকের প্রায় যার সব লীলাখেলা ॥

“পিপলাদ” বা “পিপলায়ী” ব্রাহ্মণগণের এক সুপ্রসিদ্ধ শাখা, কিন্তু কালনা সংস্করণ চরিতামৃতের টীকায় আছে “একদা শ্রবণ সময়ে নয়নে পিপলাচূর্ণ প্রদান করত অশ্রু নিঃসরণ করায় মহাপ্রভু ইহার নাম পিপলাই রাখিলেন । সেই হইতে ইহাকে কমলাকর পিপলাই বলে।” রাধাগোবিন্দ নাথও (১১০১২১) অতীত ব্যাখ্যা করিয়াছেন । পিপলাই উপাধিধারী লোক সে যুগে বাংলা দেশে আরও অনেকে ছিলেন । ১৪১৭ শকে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের ১০ বৎসর বয়সের সময় বিপ্রদাস পিপলাই “মনসামঙ্গল” লেখেন । তিনিও কি চোখে পিপুল দিয়া কাঁদিতেন ?

প্রবাদ ধুবানন্দ ব্রহ্মচারী জগন্নাথমূর্তি স্থাপন করিয়া কমলাকরকে সেবার ভার অর্পণ করেন । ঐ জগন্নাথের রথযাত্রা-উৎসব এখন মাহেশের রথ নামে সুপ্রসিদ্ধ ।

Kamalakanta

৩৪। কমলাকান্ত (চৈ ১১৭) নবদ্বীপ

ভা ১।৬।৫৬—

শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীকমলাকান্ত নাম ।

কৃষ্ণানন্দ আদি যত গোষ্ঠীর প্রধান ॥

সভারে চালায় প্রভু ফাঁকি জিজ্ঞাসিয়া ।

শিশুজ্ঞানে কেহ কিছু না বোলে হাসিয়া ॥

৩৫। কমলাকান্ত পণ্ডিত—যদুনাথ-মতে গদাধর-শিষ্য—ব্রাহ্মণ—সপ্তগ্রাম।

তা ৩৬৪৭৪— পণ্ডিত কমলাকান্ত পরম উদাম।

যাহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম ॥

৩৬। কমলাকান্ত বিশ্বাস (অ)

চরিতামৃতের ১।১২।১৬—৫১তে ইহার সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী আছে। ইনি প্রতাপরুদ্রকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে অদ্বৈত ঈশ্বর

কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ।

ঋণ শোধিবারে চাহে তঙ্কা শত তিন ॥

শ্রীচৈতন্য এই পত্রের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন

প্রতিগ্রহ না করিয়ে কভু রাজধন।

বিষয়ীর অন্ন খাইলে ছুট্ট হয় মন ॥

দেখা যাইতেছে যে সম্প্রদায়গঠনের আদি যুগেও বড় লোকের কাছে টাকা আদায় করিবার ফন্দী কোন কোন শিষ্যের মাথায় আসিয়াছিল।

৩৭। কমলানন্দ (চৈ. ১৪৭) নবদ্বীপ—গোড়ে শ্রীচৈতন্যের পূর্বভৃত্য।
কর্ণপুরের মহাকাব্যে (১৩।১২১) ও নাটকে (৮।৩৩) দেখা যায় যে এক কমলানন্দ শচীকে দেখিতে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন।

৩৮। কমলাবতী [বরীয়সী] শ্রীচৈতন্যের পিতামহী—ব্রাহ্মণী—শ্রীহট্ট।

৩৯। কলানিধি (চৈ) রামানন্দ রায়ের ভাতা উড়িয়া, করণ।

দে ৬৬, কিন্তু ১৭০২ খ্রীঃ পুথিতে নাই।

৪০। কানাই খুঁটিয়া—উড়িয়া

শ্রী ২২৭-২৮— কানাই খুঁটিয়াঃ বন্দে কৃষ্ণপ্রেমরসাকরং
যস্য পুত্রো জগন্নাথবলরামবুভৌ শুভৌ ॥

দে ১০২— কানাই খুঁটিয়া বন্দে। বিশ্ব পরচার।
জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যার ॥

বৃ ৯২-১০০— কানাই খুঁটিয়া বন্দো প্রেম রসধার।
প্রকৃতি স্বভাব ভাব যেন গোপিকার ॥

যার পুত্র জগন্নাথদাস বলরাম ।

তার মহেশ্বর কিবা কহিব অনুপাম ॥

ইনি 'মহাপ্রকাশ' নামে এক বই লিখিয়াছিলেন ।

Kanu Thakur

৪১। কানু ঠাকুর (নি) বৈষ্ণ, বোধখানা, পদকর্তা ।

পদকল্পতরুর ২৩২৭ সংখ্যক পদ—নিত্যানন্দ-স্তুতি খুব সম্ভব ইহার রচনা । ২৩২১ সংখ্যক পদে নিতাইকে কবি বলিতেছেন—

কানুরামদাসে বোলে কি বলিব আমি

এ বড় ভরসা মোর কুলের ঠাকুর তুমি ।

কানু ঠাকুরই কানুদাস ও কানুরামদাস ভণিতায় পদ রচনা করিয়াছেন মনে হয় । কানুদাসের ভণিতায় ছয়টি ও কানুরামদাস ভণিতায় ৭টি পদ পদকল্পতরুতে আছে ।

Kanupandit

৪২। কানুপণ্ডিত (অ) ব্রাহ্মণ

Kamdev Chaitanyadas

৪৩। কামদেব চৈতন্যদাস (অ) ব্রাহ্মণ—খড়দহ—কামদেব-নামক এক পদকর্তার একটি পদ পদকল্পতরুতে আছে ।

Kama Bhattacha

৪৪। কামাভট্ট (চৈ) নীলাচল—নাম দেখিয়া মনে হয় ইনি মহারাষ্ট্র দেশীয় ।

Kalidas

৪৫। কালিদাস [পুলিন্দতনয়া মল্লী] কায়স্থ, সপ্তগ্রাম । চরিতামৃত (৩১৬) আছে যে যদুনাথদাস গোস্বামীর জাতি খুঁড়ে কালিদাস ভূমিমালি জাতীয় ঝাড়ুঠাকুরের চোখা আমের আঁটি বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টে বলিয়া খাইয়াছিলেন । সেইজন্তই কর্ণপুর তাঁহাকে পুলিন্দতনয়া বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

Kalinath Brahmachari

৪৬। কালীনাথ ব্রহ্মচারী—যদুনাথমতে গদাধর-শাখা ।

Kashinath Dwija

৪৭। কাশীনাথ দ্বিজ [কুলক] বিষ্ণুপ্রিয়ায় বিবাহের ঘটক—ব্রাহ্মণ—নবদ্বীপ ।

শ্রী ১১৯, দে ৪২, বৃ ৪১

মু ১১৩১২, কা ১১২৭, তা ১১০১১১০, জ ২২, লো ৪৭

Kashinath Mahati

৪৮। কাশীনাথ মাহাতী [সনকাদি] উড়িয়া, করণ, তমলুক ।

শ্রী ২৩৮, দে ১১৩, বৃ ১০৭

Kashipurayanya

৪৯। কাশীপুরায়ণ্য জ ৮৮—শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস লওয়ার সময় কাটোয়ায় উপস্থিত ছিলেন ।

Kashi Mishra

৫০। কাশীমিশ্র (চৈ) [সৈরিন্ধী] ব্রাহ্মণ, পুরী, জয়কৃষ্ণ বলেন—

কাশীনাথ মিশ্র মধুপণ্ডিত হো আর ।

তুলসী মিশ্র হো তমলুকে প্রচার ॥

শ্রী ১৬৩-৫— বন্দে কাশী মিশ্রবরমুংকলস্থং স্ননির্মলং

যশ্রাশ্রমে গৌরহরিয়াসীমুক্তিপূজিতঃ

দে ৬৫, বৃ ৫৭

মু ৩১৩১, কা ১৩৬৫, না ৮১, ভা ১১১১১, জ ৪৭

লো, শেষ ১১১, চ ২১১১২০

Kashishwar Rudra

৫১। কাশীনাথ রুদ্র (চৈ ১০৪) ব্রাহ্মণ, চাতরা (শ্রীরামপুরের নিকট)

ইহার ভ্রাতৃবংশ বিজ্ঞমান । চাতরায় মহাপ্রভুর মূর্তি সেবিত হন । কেহ কেহ কাশীনাথ ও রুদ্র দুই নাম বলেন ।

Kashishwar Goswami

৫২। কাশীশ্বর গোস্বামী (চৈ ১০৬) [শশিরেখা] ব্রহ্মচারী—ঈশ্বর পুরীর শিষ্য । জয়কৃষ্ণদাস-মতে দ্রাবিড় দেশে জাত, বৃন্দাবনে বাস । ইনি গৌরগোবিন্দ-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন (ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ২১-২২) ।

শ্রী ১৫৭, দে ৫২, বৃ ৫৪

সনাতন গোস্বামী বৃহৎ বৈষ্ণবতোষিণীর মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—

বৃন্দাবনপ্রিয়ান্ বন্দে শ্রীগোবিন্দপদাশ্রিতান্

শ্রীমৎকাশীশ্বরং বন্দে শ্রীকৃষ্ণদাসকম্ ॥

হরিভক্তিবিলাসের মঙ্গলাচরণে ইহার নাম আছে ।

ভক্তিরত্নাকর—কাশীশ্বর গোস্বামির শিষ্য মহা আৰ্য্য ।

গোবিন্দ গোস্বামি আর শ্রীযাদবাচার্য্য ॥ (পৃ. ১০২১)

Kashishwar

৫৩। কাশীশ্বর [ভূদার] প্রভুর পূর্ব ভৃত্য (গো, গ, দী)

শ্রী ১১৩, দে ৩৮, বৃ ৩৮—গরুড় কাশীশ্বর

নবদ্বীপ-লীলার সঙ্কীর্ণনাদিতে ও গোড় হইতে পুরীর যাত্রীদের মধ্যে ইহার নাম পাওয়া যায় তিনি এই কাশীশ্বর ।

মু ৪১১৪, কা ১৬৩৩, না ৮৩৩, ভা ২১৮২০২

Kashishwar Mishra

৫৪। কাশীশ্বর মিশ্র—ব্রাহ্মণ, ফুলিয়া ।

দে ১১২

৫৫। কুমুদানন্দ পণ্ডিত [গন্ধর্ব গোপ] যদুনাথ-মতে গদাধর-শাখা, ব্রাহ্মণ—চট্টগ্রাম—দাঁইহাট (বর্ধমান)। কথিত আছে ইনি রসিকরাজ-বিগ্রহ স্থাপন করেন। ঐ মূর্তি এখনও দাঁইহাটে পূজিত হন।

৫৬। কূর্ম—ব্রাহ্মণ—দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্য ইহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। চ ২।৭।১১৮—১৩২।

Krishna Das

কৃষ্ণদাস—শ্রীজীব ও দেবকীনন্দন ছয় জন, বৃন্দাবনদাস পাঁচ জন কৃষ্ণদাসের নাম করিয়াছেন। চরিতামৃতে চৈতন্য-শাখায় ২, অদ্বৈত-শাখায় ১+কৃষ্ণমিশ্র, গদাধর-শাখায় ১, নিত্যানন্দ-শাখায় ৫=১০ কৃষ্ণদাস। চরিতামৃতে নিত্যানন্দের পালিত শিশু কৃষ্ণদাসের নাম নাই। বৈষ্ণব-বন্দনায় যে ছয় জনের নাম আছে তাঁহারা প্রত্যেকেই নিত্যানন্দের শাখাভুক্ত। তাহা হইলে এগার জন কৃষ্ণদাসের নাম পাওয়া গেল। ইহা ছাড়া নাটকে জগন্নাথের স্বর্ণবেত্রধারী কৃষ্ণদাসের কথা আছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে (৩৯।৩২১) শ্রীধরের বিশেষণ “অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস চলিল শ্রীধর”। চৈতন্যভাগবতে শিশু কৃষ্ণদাসের নাম আছে। উল্লিখিত বার জন কৃষ্ণদাসের মধ্যে গো, গ, দী কালা কৃষ্ণদাস, অদ্বৈত-শাখার কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, অদ্বৈতপুত্র কৃষ্ণদাস ও অপর একজন কৃষ্ণদাসের কথা বলিয়াছেন। সেই কৃষ্ণদাসের তত্ত্ব হইতেছে রত্নরেখা—সুতরাং তিনি নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত না হইয়া শ্রীচৈতন্য-শাখাভুক্ত হওয়া অধিক সম্ভব। শ্রীচৈতন্য-শাখাভুক্ত ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস বর্জিত হইয়াছিলেন, সেইজন্য রত্নরেখা বৈষ্ণব-কৃষ্ণদাসের তত্ত্ব।

Krishna Das

৫৭। কৃষ্ণদাস (নি ৩৩) ব্রাহ্মণ, আকাইহাট (কাটোয়া হইতে দেড় মাইলের মধ্যে)।

শ্রী ১২২—শ্রীকৃষ্ণদাসঃ হরিপাদজাশং শাস্তং কৃপালুং ভগবজ্জনপ্রিয়ং।

দে ৭২—আকাই হাটের বন্দ্যো কৃষ্ণদাস ঠাকুর।

ব ৬৬—ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণদাস আকাই হাটেতে বাস।

শাস্ত পরম অকিঞ্চন,

ভা ৩।৭।৪৭৪— রাঢ়ে জন্ম মহাশয় বিপ্র কৃষ্ণদাস

নিত্যানন্দ পারিষদে ধাঁহার বিলাস ॥

রামগোপাল দাস “শাখা বর্ণনে” ইহাকে রঘুনন্দনের শাখা বলিয়াছেন; যথা—

আকাই হাটে ছিল কৃষ্ণদাস ঠাকুর

বাড়িতে বসিয়া পাইলা প্রভুর নৃপুত্র ॥

শ্রীযুক্ত অমূল্য ভট্টরায় ইহাকেই কালা কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন । কিন্তু চরিতামতে ১৫১৫৩৩ ও ১৫১৫৩৪শে উল্লিখিত দুই কৃষ্ণদাস বিভিন্ন ব্যক্তি ।

Krishna Das

৫৮। কৃষ্ণদাস (নি ৩৪) [লবঙ্গ] কালিয়া কৃষ্ণদাস—বোধ হয় খুব কাল ছিলেন । ইনি প্রায়শঃ উলঙ্গ হইয়া পড়িতেন ।

জয়কৃষ্ণ—মামদাবাদে জন্মিলেন কালিয়া কৃষ্ণদাস ।

পাবনা জেলার সোনাটলায় শ্রীপাট কালা কৃষ্ণদাস বংশীয় বিজয়গোবিন্দ গোস্বামীর প্রবন্ধ “বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরান্ধ” পত্রিকা ৫১৫১৩ পৃ ।

শ্রী ২১২—কালিয়া কৃষ্ণদাসমথো বন্দে প্রেমৈব বিহ্বলঃ

দে ২৫— কালিয়া কৃষ্ণদাস বন্দে । বড় ভক্তি করি ।

দিব্য উপবীত বস্ত্র কৃষ্ণতেজোধারী ॥

বৃ ২০— উন্মাদি বিনোদী বন্দো কালা কৃষ্ণদাস ।

প্রেমেতে বিভোল সদা না সঘরে বাস ॥

ভা ৩৭৫৪৭৪, জ ১৪৪—যাহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস

৫২। কৃষ্ণদাস (নি ১২)

শ্রী ২৪৮— কৃষ্ণদাসং ততো বন্দে সূর্য্যদাসং চ পণ্ডিতং ।

দে ১৩৫— গৌরীদাস পণ্ডিতের অগ্রজ কৃষ্ণদাস

পদকল্পতরু ২৩৫৮ পদ ইহার রচনা হইতে পারে ।

৬০। কৃষ্ণদাস (নি ৪৪) ব্রাহ্মণ—বিহার—বড়গাছি ।

শ্রী ২৫২-৬৫—ঠাকুরং কৃষ্ণদাসং চ নিত্যানন্দপরায়ণং

যোহরক্ষং স্বগৃহে নিত্যানন্দদেবং হি ভক্তিতঃ

গৌরীদাসস্তত্র গতা গৃহীত্বোক্তা নিজং প্রভুং ।

সমানয়ত্ততোহন্যঃ কস্তদ্বক্তঃ স্মসমাহিতঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণদাসপ্রেমোহি মহিমা কেন বর্ণ্যতে ।

যো নিত্যানন্দবিরহাং সপ্তমাশাংশ্চ বাতুলঃ ।

পুনঃ সন্দর্শনং দত্ত্বা তেনৈব স্থস্থিরীকৃতঃ ॥

দে ১২৭— বড়গাছির বন্দিব ঠাকুর কৃষ্ণদাস ।

প্রেমানন্দে নিত্যানন্দে যাহার বিশ্বাস ॥

বৃ ১২২-২৬—

বন্দিব বেহারি কৃষ্ণদাস মহামতি । বড়গাছি গ্রামেতে ষাঁহার অবস্থিতি ॥
 যে জন পিরীতি ফান্দে নিতাই চান্দরে । বন্দী করি রাখিয়াছিলেন নিজ ঘরে ।
 পণ্ডিত ঠাকুর গিয়া বুকে দিয়া তালি । কোঁচে ধরি লৈয়া গেল মোর প্রভু বলি ॥
 নিত্যানন্দ বিরহে ঠাকুর কৃষ্ণদাস । পাগলের প্রায় গোড়াইলা সাত মাস ॥
 পুনরপি নিত্যানন্দ তার ঘরে গেল । নিত্যানন্দ দরশন পাই সাম্য হৈলা ॥

Krishna Das Child Krishna Das

৬১। কৃষ্ণদাস—শিশু কৃষ্ণদাস—নিত্যানন্দ-কর্তৃক পালিত—জয়কৃষ্ণ-
 মতে উড়িয়া ।

শ্রী ২৭৫-৭৬— শিশু কৃষ্ণদাসসংজ্ঞাঃ শ্রীনিত্যানন্দপালিতং ।

বন্দে স্তুতময়ং পুণ্যং পবিত্রং যৎ কলেবরং ॥

দে ১৩৩— বন্দনা করিব শিশু কৃষ্ণদাস নাম ।

প্রভুর পালনে যার দিব্য তেজোধাম ॥

বৃ ১৩২— শিশু কৃষ্ণদাস বন্দো গোপশিশু যহু ।

নিত্যানন্দ স্বহস্তে পালিলা যার তহু ॥

৬২। কৃষ্ণদাস (নি ৭৩) দেবানন্দ পণ্ডিতের ভ্রাতা, ব্রাহ্মণ—কুলিয়া ।

শ্রী ২৮০, দে ১১২, বৃ ১৩৫

ভা ৩।৭।৪৭৫ । ইনিই সম্ভবতঃ নিত্যানন্দের সঙ্গে পুরী হইতে গোড়ে
 আসিয়াছিলেন ।

৬৩। কৃষ্ণদাস (চৈ ১০৭) [রত্নরেখা] বৈষ্ণ

৬৪। কৃষ্ণদাস (চৈ ১৪৩) কর্ণপুর ও কবিরাজ গোস্বামীর মতে
 শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সঙ্গী ।

৬৫। কৃষ্ণদাস (অ ১৬) [কার্তিকেশ] অদ্বৈতের দ্বিতীয় পুত্র, ব্রাহ্মণ,
 শাস্তিপুর ।

৬৬। কৃষ্ণদাস (গ চ ৩, যহু) [ইন্দুলেখা] বৃন্দাবন

ভক্তিরত্নাকর (পৃ. ১০২১) শ্রীমদনগোপাল সেবাধিকারী । গদাধরশিষ্য
 কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ॥ ইনি কানীশ্বর গোস্বামীর প্রিয় ছিলেন ।

৬৭। কৃষ্ণদাস (অ ৬০)

৬৮। কৃষ্ণদাস—উড়িয়া ব্রাহ্মণ, জগন্নাথ-বিগ্রহের স্বর্ণবেত্রধারী । না ৮।২ ।

৬৯। কৃষ্ণদাস হোড়—ব্রাহ্মণ, বড়গাছি—চরিতামৃতে আছে যে ইনি
 রঘুনাথপ্রদত্ত চিড়ামহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন ।

Krishna Das Rajput

৭০। কৃষ্ণদাস রাজপুত—চৈতন্য-শাখায় ইহার নাম নাই। তবে মুরারি (৪২।১১) ও কবিরাজ গোস্বামী ইহার কথা ২।১৮তে বলিয়াছেন। ইনি শ্রীচৈতন্যকে বৃন্দাবন দেখাইয়াছিলেন।

Krishna Das Gunjamali

৭১। কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী—লাহোরে বাড়ী, বাংলা ভক্তমাল মতে ইনি পাঞ্জাব, মুলতান, সুরাট, গুজরাত প্রভৃতি স্থানে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম প্রচার করেন।

Krishnananda

৭২। কৃষ্ণানন্দ (চৈ) [কলাবতী] উড়িয়া

শ্রী ১১৪, দে ৩৯, বৃ ৩৯

Krishnananda

৭৩। কৃষ্ণানন্দ (নি) ব্রাহ্মণ—নবদ্বীপ। চৈতন্যভাগবত (২।১।১৫১) মতে ইনি রত্নগর্ত আচার্যের পুত্র ও যদু কবিচন্দ্রের ভ্রাতা। কেহ কেহ ইহাকে তন্ত্রসার-প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মনে করেন (নগেন্দ্রনাথ বসু—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিবরণ, ১৫৭ পৃ.)। কিন্তু নগেন্দ্রবাবুর উক্ত গ্রন্থের ১৬১ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত বংশলতায় দেখা যায় যে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের পিতার নাম মহেশ বা মহেশ্বর। উক্ত বংশলতায় আরও পাওয়া যায় যে “প্রাণতোষণী” তন্ত্র প্রণেতা ও রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার কৃষ্ণানন্দ হইতে সপ্তম অধস্তন পুরুষ। রামতোষণের পুত্র রামরমণ ১৩৩৩ সালে বাঁচিয়া ছিলেন। আট পুরুষে সাড়ে চারিশত বৎসর কিছুতেই হয় না।

Krishnananda Puri

৭৪। কৃষ্ণানন্দ পুরী (মাধবেন্দ্র-শিষ্য) [সিদ্ধি]

শ্রী ১৩৩, দে ৫০

Keshab Chhatrai Khan

৭৫। কেশব ছত্রী খাঁ—কায়স্থ—গোড়

না ৯।১৬ কেশব বসু, ভা ৩।৪।৩২৫, চ ২।১।১৭১

পতাবলীর ১৫৩ সংখ্যক শ্লোক ইহার লেখা। ভক্তিরত্নাকর (পৃ. ৪৫) মতে ইনি রামকেলীতে প্রভুর চরণ দর্শন করিয়াছিলেন।

Kesab Puri

৭৬। কেশব পুরী (মাধবেন্দ্র-শিষ্য) [সিদ্ধি]

শ্রী ১৩৫, দে ৫২, বৃ ৪৬

Kesab Bharati

৭৭। কেশব ভারতী (মাধবেন্দ্র-শিষ্য) [সান্দীপনি]

দেহুড়ে (বর্দ্ধমান জেলা) জন্ম।

শ্রী ১২৩-৪—শ্রীকেশবভারতীং বৈ সন্ন্যাসিগণপূজিতাং

বন্দে যয়াকৃতঃ শ্রাসীশাস্তধর্ম্মা মহাপ্রভুঃ ॥

দে ৪৪— কেশবভারতী বন্দো সান্দীপনীমুনি।

প্রভু ধারে নিজ গুরু করিলা আপনি ॥

বৃ ৪২—কেশব ভারতী প্রতি বন্দো নম্র হইয়া অতি
যে করিল প্রভুকে সম্যাসী ।

মু ২।১৮।৭, কা ১।১৪৩, না ৬।২০, ভা ২।২৬।৩৬০, জ ২, লো মধ্য ৪৭,
চ ১।১৩।৫২ ।

চুচুড়ার ব্রহ্মচারিগণ ও “নদীয়ার কলাবাড়ী, গোপালপুর ও মুর্শিদাবাদে,
বাগপুরের সীমলায়ীগণ, মেদিনীপুরের ভট্টাচার্য্যগণ, গুপ্তিপাড়ার ভট্টাচার্য্যগণ,
মামঘোষানির ও কৃষ্ণনগরের সরকার গোষ্ঠী কেশব ভারতীর বংশীয় সন্তান
বলিয়া পরিচয় দেন” (অমূল্য ভট্ট—বৈষ্ণব অভিধান, পৃ ৭০)

৭৮। ^{Kansari Sen} কংসারি সেন (নি) [রত্নাবলী] বৈষ্ণ, কাঁচিসালি বা গুপ্তিপাড়া ।
শ্রী ২৫৩, দে ১২৩, বৃ ১১৭ ।

অমূল্য ভট্ট বলেন যে ইহার পুত্র সদাশিব কবিরাজ । কিন্তু ইহার প্রমাণ
তিনি দেন নাই, আমিও কোথাও পাই নাই ।

৭৯। ^{Kramak Puri} ক্রমক পুরী জ ২

৮০। ^{Ganga} গঙ্গা [গঙ্গা] নিত্যানন্দ কণ্ঠা—ব্রাহ্মণী—জিরাট ।

শ্রী ৫৫-৬০—নিত্যানন্দপ্রভুসুতাং রাধাকৃষ্ণ দ্রবাক্ষিকাং ।

মাধবাচার্য্য-বনিতাং সচ্চিদানন্দরূপিণীং ॥

শ্রীপ্রেমমঞ্জরীমুখ্যাং জগতাং মাতরং বরাং ।

বন্দে গঙ্গাং প্রেমদাত্রীং ভুবনত্রয়পাবনীং ॥

সা গঙ্গা জাহ্নবীশিখা সহৈশৈরপি পাবনৈঃ ।

বিরিঞ্চোপহৃতাঁহাস্ত পুন্যতি ভুবনত্রয়ং ॥

দেবকীনন্দন স্বতন্ত্রভাবে গঙ্গাকে বন্দনা করেন নাই । তাঁহার বৈষ্ণব-
বন্দনার একেবারে শেষে গঙ্গার স্বামী মাধবাচার্য্যের নাম করিয়াছেন ; যথা—

পরম আনন্দে বন্দো আচার্য্য মাধব ।

ভক্তি-ফলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ ॥

গঙ্গা কে তাহাও এখানে বলা হইল না । কৃষ্ণদাস কবিরাজ বীরভদ্রের
নাম করিয়াছেন, অথচ গঙ্গার নাম করেন নাই । গঙ্গাবংশ ও নিত্যানন্দ-
বংশের মধ্যে আজও যে বিবাদ দেখা যায় তাহার সূত্রপাত কি চরিতামৃত
লেখার সময় হইতে ?

বৃ ১৮— রাধাকৃষ্ণ দ্রবরূপ আছিল ব্রহ্মার কূপ
 তিনলোকে স্থিতি জগন্মাতা ।
 দ্রবব্রহ্ম ভগবান গঙ্গাদেবী তাঁর নাম
 বন্দো সেই নিত্যানন্দমুতা ॥

Gangadas

৮১। গঙ্গাদাস—ব্রাহ্মণ—অনাদি-নিবাসী ।

শ্রী ২৬৭—অনাদিগঙ্গাদাসং চ পণ্ডিতং হি বিলাসিনং

দে ১২২, বৃ ১২৮—পণ্ডিত গঙ্গাদাস বন্দো অনাদিনিবাসী

Gangadas Pandit

৮২। গঙ্গাদাস পণ্ডিত (চৈ) [বশিষ্ঠ] ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ ।

শ্রী ১০১—নবদ্বীপকৃতবাসং গঙ্গাদাসং গুরুং পরং

দে ৩০, বৃ ৩৪

মু ১৯১, কা ৩৩, ভা ১৬৫৫, জ ১৮

কর্ণপুর মহাকাব্যে লিখিয়াছেন যে বিশ্বস্তর বিষ্ণু ও স্তূদর্শনের নিকট পড়িয়া
 “ততশ্চ বৈয়াকরণাং গঙ্গাদাসাদভূং প্রত্যাহুত্ববিদ্যঃ ।”

মুরারি বলেন যে বিশ্বস্তর “লৌকিক সংক্রিয়াবিধি” পড়াইতেন । কিন্তু
 গঙ্গাদাস যদি কেবলমাত্র বৈয়াকরণ হন, তাহা হইলে বিশ্বস্তর স্মৃতি পড়িলেন
 কাহার নিকট ? জয়ানন্দ ইহার উত্তর দিয়াছেন—

নবদ্বীপের ভিতর পণ্ডিত গঙ্গাদাস । তাহার মন্দিরে কৈল বিদ্যার প্রকাশ ॥

চন্দ্র সারস্বত নব কাব্য নাটকে । স্মৃতি তর্ক সাহিত্য পড়িল একে একে ॥

—জয়ানন্দ, ১৮ পৃ.

Gangadas

৮৩। গঙ্গাদাস (নি) [দুর্লাসা] নন্দন আচার্যের ভ্রাতা, ব্রাহ্মণ,
 নবদ্বীপ ।

শ্রী ১১৩, দে ৩২, বৃ ৩২

ইহারই কথা কর্ণপুর নাটকে (৩১৫) বলিয়াছেন “গঙ্গাদাসনামা ভাগবতঃ
 পরমাপ্তো ভূস্বরবরো দ্বারপালত্বেন গ্রয়োজি” । গুরু গঙ্গাদাসকে বিশ্বস্তর
 অভিনয়ের দিন নিশ্চয়ই দ্বারপালত্বে নিয়োগ করেন নাই । বৃন্দাবনদাস
 সম্ভবতঃ ইহার সম্বন্ধেই বলিয়াছেন যে প্রভু “ক্লেণে যায় গঙ্গাদাস মুরারির ঘরে”
 (২৮১২০৬) । ইনিই বিশ্বস্তরের কীর্তন-দলে ছিলেন (ভা ২৮১২০২) ।

Gangadas Nirlom

৮৪। গঙ্গাদাস নিলোম (চৈ) নীলাচল

জয়ানন্দ কাটা গঙ্গাদাস ও ভগাই গঙ্গাদাস নামে দুই ভক্তের নাম উল্লেখ

করিয়েছেন। নিমাই খেলার ছলে এক কুকুরের নাম গঙ্গাদাস রাখিয়াছিলেন (জয়ানন্দ পৃ. ২১)।

৮৫। ^{Gangamantri} **গঙ্গামন্ত্রী** (গ) ইহারই উপাধি হয়তো মামুঠাকুর ছিল (চ ১।১২।১২)।
কোন কোন পুথিতে পাঠ গঙ্গামুদ্রি। যদুনাথ গঙ্গামন্ত্রীকে মামুঠাকুর হইতে
স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াছেন।

৮৬। ^{Gadadhardas} **গদাধরদাস** (চৈ, নি) [চন্দ্রকান্তি, পূর্ণানন্দা]

এড়িয়াদহ। কালনা সংস্করণ চরিতামৃতের টীকায় কায়স্থ বলা হইয়াছে।
কিন্তু এড়িয়াদহে শুনিলাম ইহার বংশধরেরা ব্রাহ্মণ।

শ্রী ১৭৫-৬—বন্দে গদাধরদাসং বৃষভানুস্মৃতামিহ।

শ্রীকৃষ্ণেনাভিন্নদেহাং মহাভাবস্বরূপিকাং ॥

দে ৭০— সন্মমে বন্দিব আর গদাধরদাস।

বৃন্দাবনে অতিশয় যাহার প্রকাশ ॥

বৃ ৬০— বৃষভানুস্মৃতা যেহঁ। গদাধরদাস তেহঁ।

এবে নাম করিল প্রকাশ।

গৌরাক্ষয়ুগল দেহ সন্দ গা করিহ কেহ

এইরূপ গদাধরদাস ॥

ভা ৩।৫।৪৫২— শ্রীবাল গোপাল মূর্তি তান দেবালয়।

আছেন পরম লাবণ্যের সমুচ্চয় ॥

আমি এড়িয়াদহে যাইয়া ঐ বালগোপাল মূর্তি দর্শন করিয়াছি। ঐ বিগ্রহ
এখন ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছেন—পূজা পান না।

না ১০।৫, ভা ৩।৫।৪৪২, লো ২

৮৭। ^{Gadadhar Pandit} **গদাধর পণ্ডিত** (চ) [রাধা ও ললিতা] পিতার নাম মাধব
মিশ্র, ব্রাহ্মণ। জয়কৃষ্ণ-মতে ইহার আদি নিবাস শ্রীহট্টে, কিন্তু প্রেমবিলাসের
২৪ বিঃ মতে চট্টগ্রামে। পরে ইহার পিতা নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন।

শ্রী ৩২-৩৪—দেবং গদাধরং যো হি দ্বিতীয়কায়মীশিতুঃ।

স চ বিদ্যানিধেঃ শিষ্যঃ প্রভুভক্তি-রসাকরঃ ॥

মোহসৌ গদাধরো ধীরঃ সর্বভক্তজনপ্রিয়ঃ ;

দে ২, বৃ ১২— তবে বন্দেঁ দেব গদাধর
যতেক বৈষ্ণবচয় তত প্রিয় কেহ নয়
দ্বিতীয় চৈতন্য কলেবর ।

মু ২।৩।১০, কা ৫।১২৮, না ১।১২, ভা ১।২।১৩, জ ২, লো ২

Gadadhar Bhatta

৮৮। গদাধর ভট্ট [বঙ্গদেবী] হিন্দী ভক্তমাল মতে হিন্দীভাষার কবি ।

গোপাল ভট্টের শিষ্য । শ্রীজীবের কৃপা পাইয়া বৃন্দাবনে বাস করেন (ভক্তমাল
(৭২৩-৮০০ পৃ.)

Garud

৮৯। গরুড় [কুমুদ ১১৬] গোড়ে জাত ।

Garud Abadhut

৯০। গরুড় অবধুত [জয়ন্তেয় ১০১]

শ্রী ১৩১—বন্দে গরুড়াবধুতং হৃদুতপ্রেমশালিনং

দে ৪৮, বৃ ৪৫—বন্দো গরুড় অবধুত

যার প্রেম অদভূত চমৎকার দেখিতে শুনিতে ।

জ ৭৩

Garud Pandit

৯১। গরুড় পণ্ডিত (চৈ) [গরুড় ১১৭] ব্রাহ্মণ—আকনা—নবদ্বীপ ।

জয়কৃষ্ণ—আকনায় গরুড় আচার্য্য সভে কহে ।

কাশীপুর বক্রেস্বর পণ্ডিত হো তাহে ॥

মু ৪।১৭।১১, ভা ১।২।১৮, নবদ্বীপে বাড়ী ।

Gunanidhi

৯২। গুণনিধি [নিধি]

Gokuldas

৯৩। গোকুলদাস (নি) ঘোড়াঘাটে পাট

Gopal

৯৪। গোপাল (নি ৪৭)

৯৫। গোপাল (অ) অদ্বৈত-পুত্র—ব্রাহ্মণ—শাস্তিপুর ।

না ১০।৪২-৫১, চ ২।১১।৭৭-১৪৬

Gopal Acharya

৯৬। গোপাল আচার্য্য (চৈ)

Gopalguru

৯৭। গোপালগুরু—উড়িয়া

দেবকীনন্দনের বৃহৎ বৈষ্ণব-বন্দনার ১৭১২ শকের অহুলিপি পুথিতে

আছে—

পরম মানন্দে বন্দো শ্রীগুরুগোপাল ।

দীক্ষাশিক্ষা পথে যেহ পরমদয়াল ॥

আপনে চৈতন্য যারে বড় কৃপা কৈল ।

টীকা দিয়া নিজহস্তে অধিকারী কৈল ॥

Gopaldas

৯৮। গোপালদাস (চৈ) [পালী গোপী]

৯৯। গোপালদাস—যদুনাথ-মতে গদাধর-শাখা। ভক্তিরত্নাকর,

পৃ. ১০২১।

Gopaldas Thakur

১০০। গোপালদাস ঠাকুর—নরহরি-শিষ্য

রামগোপালদাস লিখিয়াছেন—

ঠাকুরের শাখা তিঁহ ব্রত আকুমার।

শিষ্য প্রশিষ্য যার ভুবন বিস্তার ॥ —শাখা-নির্ণয়, পৃ. ৪

Gopal Nartak

১০১। গোপাল নর্তক (নি ৫০) কা ১১।৫০

Gopal Puri

১০২। গোপাল পুরী—জয়ানন্দ :৩৪ পৃ.

Gopal Bhatta

১০৩। গোপাল ভট্ট (চৈ) [অনঙ্গমঞ্জরী বা গুণমঞ্জরী] ভক্তিরত্নাকর

(পৃ. ৬) মতে বেকটনন্দন। ব্রাহ্মণ, শ্রীরঙ্গ, বৃন্দাবন।

শ্রী ১৪৫-১৪৮, দে ৫৬, বৃ ৫৯

মু ৩।৫।১৫

পদ্মাবলীর ৩৮ সংখ্যক শ্লোক ইহার রচনা। পদকল্পতরুতে বোধ হয় ইহারই রচিত কয়েকটি ব্রজভাষার পদ ধৃত হইয়াছে। ইনি বৃন্দাবনে রাধারমণের সেবা প্রকাশ করেন (ভক্তিরত্নাকর পৃ. ১৪১)।

১০৪। গোপাল সাদিপুুরিয়া (গ, যদু)

সাদিপুুরিয়া কোন্দেশী লোকের উপাধি স্থির করিতে পারিলাম না।

Gopikanta

১০৫। গোপীকান্ত (চৈ)

Gopinath Acharya or Pashupati

১০৬। গোপীনাথ আচার্য্য বা পশুপতি [ব্রহ্মা] ব্রাহ্মণ—নবদ্বীপ।

ভা ১।২।১৮ পৃ.

ইনি নীলাচলে বাস করিতেন না, গোড়দেশ হইতে পুরীতে যাইতেন; যথা—

গোপীনাথ পণ্ডিত আর শ্রীগর্ভপণ্ডিত।

চলিলেন দুই কৃষ্ণ বিগ্রহ নিশ্চিত ॥—ভা ৩।২।৪২১

শ্রী ৮৭—

গোপীনাথঃ ততো বন্দে চৈতন্যস্তুতিকারকং

দে ২১—

গোপীনাথ ঠাকুর বন্দো জগতে বিখ্যাত।

প্রভুর স্তুতি পাঠে যেই ব্রহ্ম সাক্ষাত।

বৃ ২৭—

ঠাকুর শ্রীগোপীনাথ পদে কৈল প্রণিপাত

প্রভুরে যে কৈল বহু স্তুতি।

Gopinath Acharya

১০৭। গোপীনাথ আচার্য্য (চৈ) [রত্নাবলী] সার্বভৌমের ভগিনীপতি ।
ব্রাহ্মণ । ইনি নীলাচলে বাস করিতেন ।

মু ১১১১২, কা ১২১৪৫, না ৬১৮, চ ২৬১৬—২০

গৌ. গ. দীতে ছই জন গোপীনাথ আচার্য্য পাওয়া যায়, বন্দনায়
একজন ।

Gopinath Pattanaik

১০৮। গোপীনাথ পট্টনায়ক (চৈ) রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা । উড়িয়া,
কর্ণা। দে ৬৬, কিন্তু ১৬৫৪ ও ১৭০২ খ্রীঃ পুথিতে নাই ।

Gopinath Singha

১০৯। গোপীনাথ সিংহ (চৈ) [অক্লুর] কায়স্থ

মু ৪১৭১১১, ভা ৩৯৪২২

Govinda

১১০। গোবিন্দ (চৈ, ঈশ্বরপুরীর শিষ্য) [ভঙ্গুর] প্রভুর সেবক—নীলাচল ।

মু ৪১৭১২০, কা ১৩১৩০, না ৮১১৩

Govinda Kabiraj

১১১। গোবিন্দ কবিরাজ (নি)

Govinda Karmakar

১১২। গোবিন্দ কৰ্ম্মকার

জ ৮৩

এই গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ।

Govinda Acharya

১১৩। গোবিন্দ আচার্য্য [পৌর্ণমাসী ; গীতপত্নাদিকারকঃ]

দে ১০৩— গোবিন্দ আচার্য্য বন্দো সর্বগুণশালী ।

যে করিল রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র ধামালী ॥

বৃ ২৫— গোবিন্দ আচার্য্যপদ করিব বন্দন ।

রাধাকৃষ্ণের রহস্য যে করিল বর্ণন ॥

Govinda Ghosh

১১৪। গোবিন্দ ঘোষ (চৈ) [কলাবতী] কীর্তনীয়া, পদকর্তা,
কায়স্থ, কুলাই, কাটোয়ার কাছে । বাহু ও মাধবানন্দ ঘোষের ভ্রাতা ।
অগ্রদ্বীপে পাট । চৈত্র কৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে গোপীনাথ-বিগ্রহকে কাচা পরাইয়া
গোবিন্দ ঘোষের আদ্য করান হয় । মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নবকৃষ্ণের নিকট তিন
লক্ষ টাকা ধার করেন । নবকৃষ্ণ ঐ টাকা না পাওয়ায় গোপীনাথ-বিগ্রহ
লইয়া যান । অবশেষে কৃষ্ণচন্দ্র মোকদ্দমা করিয়া এই মূর্তি উদ্ধার করেন
(Ward, History of the Hindus, Vol. I, P. 205-6).

শ্রী ১২৬, দে ৮০, বৃ ৬৮

মু ৪১৭১৬, না ১০১৫, ভা ৩৫১৪৫৪

পদকল্পতরুতে ইহার রচিত ছয়টি পদ আছে—গৌ. প. ত. তে ৭টি পদ
ধৃত হইয়াছে

Govinda Dutta

১১৫। গোবিন্দ দত্ত (চৈ) [পুণ্ডরীকাক্ষ] কীর্তনীয়া, বৈষ্ণবাচারদর্পণ-
মতে ইহার শ্রীপাট স্বথচরে (২৪ পরগণা জেলা, খড়দহ ও পানিহাটীর
মাঝে)। ইনি সম্ভবত মুকুন্দ ও বাসুদেব দত্তের ভাই। সনাতন গোস্বামী
বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীর প্রারম্ভে এই তিন জনকে নমস্কার করিয়াছেন।

তা ২।৮।২১০, জ ২

Govinda Dwija

১১৬। গোবিন্দ দ্বিজ—নামাস্তর স্ত্রীমিশ্র

শ্রী ১৭১-৪— বন্দে স্ত্রীমিশ্রং তং গোবিন্দং দ্বিজমুত্তমং
যন্তুক্তিযোগমহিমা স্ত্রপ্রসিকো মহীতলে ।
প্রভোকৈ গমনার্থং হি শ্রীনবদ্বীপভূমিতঃ
অগোড়ভূমি যেনৈব বন্ধঃ সেতুর্মনোময়ঃ ।

দে ৬২— বন্দিব স্ত্রীমিশ্র শ্রীগোবিন্দানন্দ
প্রভু লাগি মানসিক যার সেতুবন্ধ ॥

বৃ ৫২— বন্দিব স্ত্রবুদ্ধি মিশ্রঃ শ্রীগোবিন্দানন্দ বিপ্র
যার মনমানসজাঙ্গলে ।
কুলিয়া নগর হৈতে গোড় পর্য্যন্ত যাইতে
প্রভু চলি গেলা কুতূহলে ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অল্পরূপ ঘটনা নৃসিংহানন্দ প্রচ্যন্ন ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে
বলা হইয়াছে ।

জয়কৃষ্ণ— স্ত্রীমিশ্রের জন্ম ফুলিয়া গ্রামেতে ।
গোবিন্দানন্দ শিবানন্দ পণ্ডিত হো তাথে ॥

অভিরাম— কোঙর হটে গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের বাস ।
ইন্দুরেখা সখী পূর্বে জানিবা নির্যাস ॥

১। বৃ এখানে স্ত্রীমিশ্রানে স্ত্রবুদ্ধি মিশ্র করিয়াছেন। তিনি ১০৬ এ আবার স্ত্রবুদ্ধি মিশ্রের
বন্দনা করিয়াছেন। একজন স্ত্রবুদ্ধি মিশ্রের কথাই অশ্রদ্ধা গ্রন্থে পাওয়া যায়। সুতরাং বৃ র স্ত্রীমিশ্র
স্থানে স্ত্রবুদ্ধি করা ভুল হইয়াছিল মনে হয়।

Govindananda Thakur

১১৭। গোবিন্দানন্দ ঠাকুর (চৈ) [স্বগ্রীব] শ্রী ও বৃ. তে উড়িয়া
ভক্তদের সহিত উল্লিখিত ।

শ্রী ২৩১-২— গোবিন্দানন্দনামানং ঠাকুরং ভক্তিযোগতঃ
বন্দে প্রভোনিমিত্তং যদক্ষসেতুশ্চ মানসঃ ।

বৃ ১০৩— স্বগ্রীব নামক গোবিন্দানন্দ ঠাকুর ।
প্রভু লাগি সেতুবন্ধ করিলা প্রচুর ॥

দুইবার গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের নাম শ্রী ও বৃ তে কেন উল্লিখিত হইল
বুঝিলাম না ।

Govindananda Puri

১১৮। গোবিন্দানন্দ পুরী [সিদ্ধি]

শ্রী ১২২, দে ৪৭ গোবিন্দপুরী বলিয়া উল্লিখিত

Gournagadas

১১৯। গৌরানন্দ (নি) “কুমুদ গৌরানন্দ দাস হৃদয় জীবন”

—ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ৫৮২

Gouridas Pandit

১২০। গৌরীদাস পণ্ডিত (নি) [স্ববল] নিত্যানন্দের খুড়াখণ্ডর,
পিতার নাম কংসারি মিশ্র, ব্রাহ্মণ, অধিকা, ভক্তিরত্নাকর সপ্তম তরঙ্গ মতে
পূর্ব নিবাস শালিগ্রাম (মুড়াগাছা স্টেশনের নিকট) ।

শ্রী ২০৩-৬— বন্দে শ্রীগৌরীদাসং চ গোপালং স্ববলাত্মকং
যন্নীতঃ পরমানন্দমুৎকলেহৈতৈষ্ঠাকুরঃ ॥
শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দমূর্ত্তিঃ সাক্ষাৎ প্রকাশিতা ।
যন্মূর্ত্তিদর্শনাৎ সততঃ কৰ্ম্মবন্ধক্ষয়ো ভবেৎ ॥

দে ৯২— গৌরীদাস পণ্ডিত বন্দো প্রভুর আজ্ঞাকারী ।
আচার্য্য গোসাঞিরে নিল উৎকল নগরী ॥

বৃ ৭৭-৮৩—

বন্দিব শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর ।
নিত্যানন্দ প্রিয়পাত্র মহিমা প্রচুর ॥
প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি গিয়া শান্তিপুরে ।
যে আনিল উৎকলেতে আচার্য্য প্রভুরে ॥
যাহারে বলি গোকুলের স্ববল গোপাল ।
স্বজনের শরণদাতা দুর্জনের কাল ॥

যাহারে কৃষ্ণ ভক্তিশক্তি বিদিত জগতে ।
 পাষণ্ড পাতাল লাগি হৈল যাহা হৈতে ॥
 অশ্বিকানগর মাঝ যার অবস্থিতি ।
 যার ঘরে নিত্যানন্দ চৈতন্য মূরতি ॥
 প্রভু বিত্তমানে মূর্তি করিল প্রকাশ ।
 যে মূর্তি দেখিলে কৰ্মবন্ধের বিনাশ ॥
 দিব্যমালা চন্দন বসন অলঙ্কারে ।
 যে করিল বিভূষিত নিতাই চান্দরে ॥

মু ৪।১।৪, ৪।১৪।১৩ (বিগ্রহের কথা), না ১০৫, ভা ৩।৬।৪৭৪,
 চ ১।১১।২৩-২৪

জ্ঞানানন্দ ৩ পৃ — গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সূত্রশ্রেণী ।
 সঙ্গীত প্রবন্ধে যার পদে পদে ধ্বনি ॥

ঐ ১৪৪ পৃ.— যার দেহে নিত্যানন্দ হইলা বিদিত ।

পদকল্পতরুতে ইহার দুইটি পদ ধৃত হইয়াছে ।

প্রেমবিলাস পৃ. ৮৩-৮৪, ভক্তিরত্নাকর ৫০৮—৫১৫ পৃ. । অশ্বিকাকালনায়
 নটবর দাস প্রণীত ‘স্ববলমঙ্গল’ নামে এক পুথি আছে । তাহাতে পাওয়া
 যায় যে গৌরীদাসের মুখটি কুলে জন্ম—তাহার পিতার নাম কংসারি মিশ্র—
 পাঁচ ভাইয়ের নাম দামোদর, জগন্নাথ, সূর্য্যদাস, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহ চৈতন্য-
 দাস । গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়চৈতন্য । হৃদয়চৈতন্যের শিষ্য উৎকলের
 সুবিখ্যাত প্রচারক শ্রীমানন্দ । “স্ববলমঙ্গলে” আছে যে গৌরীদাসের পৌত্রীকে
 হৃদয়চৈতন্যের পুত্র বিবাহ করেন । বর্তমানে অশ্বিকার গোস্থামীরা হৃদয়চৈতন্যের
 বংশধর । ইহাদের শিষ্যেরা সখ্যারসের উপাসক ।

১২১ । জ্ঞানদাস (নি)

Chakrapani Acharya

১২২ । চক্রপাণি আচার্য্য (অ) বাংলা ভক্তমাল-মতে ইনি গুজরাতে

ধর্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন (কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী প্রসঙ্গে উল্লিখিত) ।

Chakrapani Majumder

১২৩ । চক্রপাণি মজুমদার—নরহরি সরকারের শিষ্য ।

ঠাকুরের শাখা চক্রপাণি মজুমদার ।

জ্ঞানানন্দ নিত্যানন্দ পুত্র যাহার ॥

চক্রপাণি মহানন্দ গেলা নীলাচল ।
 শ্রীগৌরাক্ষ নিবেদন করিলা সকল ॥
 ওহে চক্রপাণি তুমি সরকার সেবক ।
 ভূমি পুত্র পৌত্র তব হইবে অনেক ॥

রামগোপাল দাস—শাখা-নির্ণয়, পৃ. ৫

Chatrubhuj Pandit

১২৪। চতুর্ভুজ পণ্ডিত—গঙ্গাদাস পণ্ডিতের পিতা ।

ভা ৩৬।৪৭৪, জ ১৫৫ “নিত্যানন্দ স্বরূপের বল্লভ একান্ত”

Chandaneshwar

১২৫। চন্দ্রনেশ্বর—সার্কভোমের পুত্র—ব্রাহ্মণ, পুরী ।

শ্রী ২৩৪, দে ১১২, বৃ ১০৪

না ৬২০

Chandrashekhar Acharya

১২৬। চন্দ্রশেখর আচার্য—(চৈ) [চন্দ্র], ব্রাহ্মণ, শ্রীহট্ট-নবদ্বীপ ।

শ্রী ৮২-২০— শ্রীচন্দ্রশেখরং বন্দে চন্দ্রবৎ শীতলং সদা

আচার্য্যরত্নং গোবিন্দগুরুড়ং গৌরমানসম্ ॥

আচার্য্যরত্ন নামে দে. ও বৃ. উদ্ধার করিয়াছি ।

মু ১।১।২১, ভা ১।২।১৬, জ ২৪, নাটকের “চন্দ্রশেখর ইতি প্রথিতস্ত স্মাস্বরস্ত
 ভবনে” (৯৩০) হইতে জানা যায় যে পুরীতে ইহার বাসা ছিল । ইনি
 গৌরলীলাবিষয়ে কয়েকটা পদ লিখিয়াছেন (পদকল্পতরু পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১০৮) ।
 পদকল্পতরুর ১৮৫৪ সংখ্যক পদ ইহার রচনা ।

Chandrashekhar Vaidya

১২৭। চন্দ্রশেখর বৈद्य (চৈ) বৈद्य, শ্রীহট্ট—কাশী । গোড়ীয় সংস্করণ
 চরিতামৃতের অল্পক্রমণিকায় চন্দ্রশেখর লেখক বলিয়া ধৃত । মু ৪।১।১৮,
 ৮।২।১২।২০২

Chandramukhi

১২৮। চন্দ্রমুখী—সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা, জ ৩ ।

Chidananda Bharati

১২৯। চিদানন্দ ভারতী

শ্রী ৫০, দে ৫২, বৃ ৪৬

শ্রী ও দে যাহাকে চিদানন্দ বলিয়াছেন, বৃ তাহাকে সচ্চিদানন্দ
 বলিয়াছেন ।

Chiranjib

১৩০। চিরঞ্জীব (চৈ) [চন্দ্রিকা] রামগোপালদাস-মতে রঘুনন্দন-
 শিষ্য । বৈद्य—শ্রীখণ্ড (বর্দ্ধমান), ভক্তিরত্নাকর (পৃ. ১৭) মতে কুমার নগরে
 বাড়ী । শ্রীখণ্ডের দামোদর কবিরাজের কন্যাকে বিবাহ করিয়া শ্রীখণ্ডে

বাস করিতে আরম্ভ করেন। পদ্মাবলীর ১৫৭ সংখ্যক শ্লোক ইহার রচনা।
সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজের পিতা।

১৩১। চিরঞ্জীব (চৈ ১১৭) “ভাগবতাচার্য চিরঞ্জীব শ্রীরঘুনন্দন”।
ভাগবতাচার্য পৃথক্ নামও হইতে পারে, চিরঞ্জীবের উপাধিও হইতে পারে।
কাদড়ার জয়গোপাল দাসের পিতার নাম চিরঞ্জীব (উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ খণ্ড,
২য় খণ্ড, ১৬৪ পৃ.)। তিনিও ভক্তিমান ছিলেন।

১৩২। চৈতন্যদাস (চৈ) [স্বদক্ষ শুকপক্ষী] শিবানন্দের পুত্র, বৈষ্ণ,
কাঞ্চনপল্লী।

দে ৭৩, ১৭০২ খ্রীঃ পুথিতে নাই। চ ২।১৬।২২

১৩৩। চৈতন্যদাস (গ ৮৪) চ. অধিকাংশ সংস্করণে বঙ্গবাটী, গোড়ীয়
সংস্করণে বঙ্গবাটী চৈতন্যদাস।

যদুনাথ— বঙ্গবাটীঃ শ্রীচৈতন্যদাসং বন্দে মহাশয়ং
সদা প্রেমাশ্ররোমাঞ্চপুলকাকিতবিগ্রহম্ ॥

ঢাকার লালমোহন সাহা শাস্ত্রনিধি নিজেকে বঙ্গবাটী চৈতন্যদাসের দশম
অধস্তন পুরুষ বলিতেন। পদকল্পতরুর ৪৬৩, ১১৬৯ ও ১২৮৫ পদ ইহার
রচনা হইতে পারে।

১৩৪। চৈতন্যদাস—যদুনাথদাস গদাধর-শাখায় দুইজন চৈতন্যদাসের
নাম করিয়াছেন।

১৩৫। ছকড়ি—বংশী ঠাকুরের পিতা, ব্রাহ্মণ, কুলিয়া। জয়ানন্দ ৩৮—

ছকড়ি চন্দ্রকলা গৌরচন্দ্রে গৃহ আনি।

পূজিল পদারবিন্দ ব্রজরূপ জানি ॥

১৩৬। জগদানন্দ (চৈ) [সত্যভামা] ব্রাহ্মণ, কাঞ্চনপল্লী।

শ্রী ৮৬— বন্দে বাণীমূর্ত্তিভেদং জগদানন্দপণ্ডিতং

দে ৬২— জগদানন্দ পণ্ডিত বন্দো সাক্ষাৎ সরস্বতী।

মহাপ্রভু কৈলা যারে পরম পিরীতি ॥

বৃ ২৭— বন্দিব পরমানন্দ পণ্ডিত জগদানন্দ

মূর্ত্তিভেদে যেন সরস্বতী।

মু ৪।১৭।১৮, কা ১৩।১২৩, না ১।২০, ভা ২।১।১৩৯, জ ২, লো ২, চ ২।১।২১

পদ্মাবলীর ২৭১ সংখ্যক শ্লোক ইহার রচনা।

Jagadish

১৩৭। জগদীশ (স) অদ্বৈতপুত্র, ব্রাহ্মণ, শান্তিপুর।

Jagadish

১৩৮। জগদীশ (চৈ) [যজ্ঞপত্নী] ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ, জগন্নাথ মিশ্রের

বন্ধু। একাদশীর দিন নিমাই ইহার অন্ন খাইয়াছিলেন।

Friend of Jagannath Mishra. Nimai had eaten Ekadashi anna of him.

শ্রী ১১৩, দে ৩৮, বৃ ৩৮, মূ ৪।৭।১০, ভা ১।৪।৪১, চ ১।১৪।৩৬

জ ১৪৫—জগদীশ হিরণ্য দুই সহোদর। নিত্যানন্দ প্রিয় বড় নবদ্বীপে ঘর ॥

Jagadish Pandit

১৩৯। জগদীশ পণ্ডিত (নি) [চন্দ্রহাসনর্তক ১৪৩]

নৃত্যবিনোদী ব্রাহ্মণ, যশড়া।

শ্রী ২৫৮—নর্তকং পণ্ডিতং বন্দে জগদীশাখ্যপণ্ডিতং

দে ১২৫—জগদীশ পণ্ডিত বন্দো নৃত্যবিনোদী

বৃ ১১৯

চৈতন্যভাগবতে দুইজন জগদীশের কথা আছে মনে হয়। ঐহার ঘরে নিমাই হরিবাসরে নৈবেদ্য খাইয়াছিলেন, তিনি “জগন্নাথ মিশ্রসহ অভেদ জীবন”। আর ৩৬।৪৭৪ এ উল্লিখিত

জগদীশ পণ্ডিত পরম জ্যোতির্ধাম।

সপার্ষদে নিত্যানন্দ ঐার ধন প্রাণ ॥

ইহাদের মধ্যে কে কাজীদলন-দিবসে কীর্তনদলে ছিলেন নির্ণয় করা কঠিন। “জগদীশ চরিত্র বিজয়” নামক অনুমানিক দুইশত বৎসরের পুস্তকে ইহার কথা আছে। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৬।৩, মৃণালকান্তি ঘোষ প্রদত্ত প্রাচীন পুথির বিবরণ)।

Notes on Jagannath

মন্তব্য—জগন্নাথ—চরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র ছাড়া চৈতন্য-শাখায় তিনজন, নিত্যানন্দ-শাখায় একজন, অদ্বৈত-শাখায় এক ও গদাধর-শাখায় দুইজন, একুনে সাতজন এবং গ্রন্থমধ্যে জগন্নাথ মাহাত্মির নাম আছে। বৈষ্ণব-বন্দনায় ঐ নয়জন ছাড়া জগন্নাথ সেনের নাম আছে।

Jagannath

১৪০। জগন্নাথ (নি) ব্রাহ্মণ

Jagannath

১৪১। জগন্নাথ—কানাই খুঁটিয়ার পুত্র

শ্রী ২২৮, দে ১০৯, বৃ ১০০

Jagannath Kar

১৪২। জগন্নাথ কর (অ) কায়স্থ

Jagannath Tirtha

১৪৩। জগন্নাথ তীর্থ (চৈ) [জয়ন্তেয়]

শ্রী ২৬৯, দে ১৩০

Jagannathdas

১৪৪। জগন্নাথদাস (চৈ) উড়িয়া, চরিতামৃত “শ্রীগালিম” বিশেষণ, সম্ভবতঃ ইনি পঞ্চ সখার অন্যতম। এই গ্রন্থের পঞ্চদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

শ্রী ২২৮-২২৯—বন্দে হি জগন্নাথং যদ্গানাত্ তরবোহরুদন্ বিবশা ইব।

দে ১০২-১১১—জগন্নাথ দাস বন্দো সঙ্গীত পণ্ডিত।

যাঁর গানরসে জগন্নাথ বিমোহিত ॥

১৪৫। জগন্নাথদাস কাঠকাটা (গ, ঘড়)

Jagannath Dwija Chakraborty

১৪৬। জগন্নাথ দ্বিজ চক্রবর্তী মামু ঠাকুর (গ) [কলভাষিণী] টোটা

গোপীনাথের সেবক। Tota Gopinath's sevak

Jagannath Pandit

১৪৭। জগন্নাথ পণ্ডিত (চৈ) [দুর্কাসা] ব্রাহ্মণ।

শ্রী ২৪৭, দে ১৬২

Jagannath Mahati

১৪৮। জগন্নাথ মাহাতি, করণ, উড়িয়া।

চ ২/১৫/২০

Jagannath Mishra father of Sri Chaitanya

১৪৯। জগন্নাথ মিশ্র [নন্দ] শ্রীচৈতন্যের পিতা—ব্রাহ্মণ—শ্রীহট্ট—নবদ্বীপ।

শ্রী ২৩, দে ৬, বৃ ১০

সমস্ত চরিতগ্রন্থে উল্লিখিত। নুরারিতে “বাংস্র গোত্রধ্বজ” (১৬৩০) বলা হইয়াছে। ঢাকা দক্ষিণের মিশ্রগণও বাংস্র-গোত্রীয়। কিন্তু নবদ্বীপের মহাপ্রভুর সেবাইংগণ বিগ্রহের অভিষেকমস্ত পড়ার সময় “ভরদ্বাজ-গোত্র” বলেন। নবদ্বীপের শশিভূষণ গোস্বামী “শ্রীচৈতন্যতত্ত্বদীপিকা” গ্রন্থে (পৃ. ৫০) জগন্নাথ মিশ্রকে ভরদ্বাজগোত্রীয় বলিয়াছেন।

Jagannath Sen

১৫০। জগন্নাথ সেন [কমলা] বৈষ্ণ

শ্রী ২৫১, দে ১২২, বৃ ১১৬

পদ্মাবলী ৬৪ ও ৩৬৫ সংখ্যক শ্লোক ইহার রচনা। ডা. দে লিখিয়াছেন, “Several Jagannathas are known as contemporaries and immediate disciples of Chaitanya, but none of them appears to have the patronymic Sena of the Vaidya caste (Padyavali, p. 20)”, “বৈষ্ণব-বন্দনা” পড়িলে ডা. দে দেখিতে পাইতেন যে জগন্নাথ সেন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

Jagai

১৫১। জগাই (চৈ) [জয়] ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ, ভা ১/১১/১০, জ ২, চ ১/১৭/১৭

Jagai Lekhak / Writer

১৫২। জগাই লেখক জ ৪৭

১৫৩। **জঙ্গলী** (বিজয়া) সীতাদেবীর শিষ্য; বুকানন হ্যামিল্টনের পুণিয়া রিপোর্ট (পৃ. ২৭৩) মতে ব্রাহ্মণ, গোড়ের নিকটে বাস করিতেন। অদ্বৈতমঙ্গল (৭২ পৃ.) অনুসারে “পুরুষ শরীর স্ত্রী প্রকট হইল।” নবদ্বীপের ললিতা সখীর ছায় পুরুষের স্ত্রী-বেশ ধারণ করিয়া সখীভাবে ভজনা করার প্রথা হয়তো ষোড়শ শতাব্দীতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামীরা এই মত স্বীকার করেন নাই। সেইজন্যই চরিত-গ্রন্থে ও বৈষ্ণব-বন্দনায় জঙ্গলীর নাম পাওয়া যায় না। নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন, জঙ্গলীর পূর্ব নাম রাজকুমার বা যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী। তিনি সীতার নিকট দীক্ষা লওয়ার পর মালদহের অন্তর্গত জঙ্গলী টোটা নামক স্থানে যাইয়া সাধনা করেন (উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ড, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮৫—১৮৭)।

১৫৪। **জনার্দন ব্রাহ্মণ**—উড়িয়া—জগন্নাথ-সেবক, না ৮২, চ ২। ১০। ৩২
Janardand Das

১৫৫। **জনার্দনদাস** (অ)

Jayananda

১৫৬। **জয়ানন্দ**—স্ববুদ্ধিমিশ্রের পুত্র—চৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা—যদুনাথ-মতে গদাধর-শাখা।

Janakinath

১৫৭। **জানকীনাথ** (চৈ) ব্রাহ্মণ, ভক্তিরসাকরে “শ্রীজানকীনাথ বিপ্র গুণের আলায়” (পৃ. ৫৫৮)।

Janhabī

১৫৮। **জাহ্নবী** [দেবতী—অনঙ্গমঞ্জরী]

শ্রী ৪৩-৫০—

বন্দে শ্রীজাহ্নবীদেবীং শ্রীপুরীশ্বরশিগিকাং
অনঙ্গমঞ্জরীং নাম যাং বদন্তি রহোবিদঃ
তস্ত্রাজয়া তৎস্বরূপং সংনস্তগচ্ছতঃ প্রভোঃ
সেবতে পরমপ্রেম্যা নিত্যানন্দং দৃঢ়ব্রতা।
বিরহকষিতা নিত্যং বৃন্দারণ্যং গতেশ্বরী
গোপীনাথং দ্রষ্টুমনাস্তম্মীবীং বিচক্ৰ্ষ সং
আকৃষ্ট নীবিকা দেবী তমুবাচ রমোদয়ং
আগমিষ্যামি শীঘ্রং তে পদয়োৱস্তিকং পদং ॥

দে ১২— বসুধা জাহ্নবা বন্দো দুই ঠাকুরাণী।

ধার পুত্র বীরভদ্র জগতে বাখানি ॥

দুই জন নারীর গর্ভে অবশ্য এক ব্যক্তির জন্ম সম্ভব নহে।

বৃ ১৪-১৫— অনঙ্গমঞ্জুরী য়েহ জাহুবা গোসাঞি তেঁহ
বারুণী তাঁহার পূর্ব নাম ।

সানন্দে পড়িয়া ভূমি বন্দো বহু জাহুবিনী
বীরচন্দ্র ষাঁহার নন্দন ॥

Jitamitra

১৫৯। জিতামিত্র (গ, যহু) [শ্যামমঞ্জুরী]

Jiv Goswami

১৬০। জীবগোস্বামী (চৈ) [বিলাসমঞ্জুরী] সুবিখ্যাত গ্রন্থকার—
ব্রাহ্মণ—বৃন্দাবন ।

দে (১৬৫৪ খ্রীঃ পুথিতেও আছে)

শ্রীজীব গোসাঞি বন্দো সভার সম্মত ।

সিদ্ধান্ত করিয়া যে রাখিল ভক্তিতত্ত্ব ॥

বৃ— বন্দো জীব গোসাঞিরে সকল বৈষ্ণব য়ারে
জিজ্ঞাসিল “কোন তত্ত্ব সার”
বিচারিয়া সর্ব শাস্ত্র কহিলেন একমাত্র
ভক্তিযোগ পর নাহি আর ॥

চ ২।১।৩৭

বৃন্দাবনে রাধা-দামোদরের সেবা প্রকাশ করেন (ভক্তিরত্নাকর, ১৩৯ পৃ.) ।

Jhadu Thakur

১৬১। ঝড়ু ঠাকুর, ভুঁইয়ালি

চ ৩।১৬তে ইহার মহিমার কথা আছে । ইনি শ্রীচৈতন্যের দর্শন

পাইয়াছিলেন কিনা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না ।

Tapan Acharya

১৬২। তপন আচার্য্য (চৈ) ব্রাহ্মণ, ফুলিয়া—নীলাচল ।

Tapan Mishra

১৬৩। তপন মিশ্র (চ) ব্রাহ্মণ, কাশী ।

মু ৪।১।১৫, ভা ১।১০, ১০৬ (সম্ভবত প্রক্ষিপ্ত)

Tulasi Mishra padichha

১৬৪। তুলসী মিশ্র পড়িছা, উড়িয়া ব্রাহ্মণ, তমলুক ।

শ্রী ২৩৮, দে ১১৩, বৃ ১০৭

চ ২।১২।১৫১

Trimalla Bhatta

১৬৫। ত্রিমল্ল ভট্ট, ব্রাহ্মণ, শ্রীরঙ্গক্ষেত্র, প্রভু দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-কালে

ইহার গৃহে চাতুর্মাশ্য করিয়াছিলেন ।

মু ৩।১৫।১০, কা ১৩।৪, চ ২।১।২২

Damayanti

১৬৬। **দময়ন্তী** (চৈ) [গুণমালাসখী] ব্রাহ্মণী, পানিহাটি, রাঘব
পণ্ডিতের ভগিনী ।

Damodar Das

১৬৭। **দামোদর দাস** (নি) সম্ভবতঃ সূর্য্যদাস সারথেলের ভাই ।

Damodar Pandit

১৬৮। **দামোদর পণ্ডিত** (চৈ) [শৈব্যা] সরস্বতী ।

উড়িয়া ব্রাহ্মণ । শঙ্কর পণ্ডিতের অগ্রজ ।

শ্রী ৯৫, দে ২৭, বৃ ৩১

মু ১।২।১৫, কা ১৫।১০৫, না ১।২০

ভা ৩।৩।৪০৯, জ ২৪

Damodar Puri

১৬৯। **দামোদর পুরী** [সিদ্ধি]

শ্রী ১২৭, দে ৪৬, বৃ ৪৪

তিন বন্দনাতেই দামোদর পুরীর ভাবের সহিত সত্যভামার ভাবের তুলনা
করা হইয়াছে । গোঁ. গ. দী. তে জগদানন্দ সত্যভামা ।

দামোদর-স্বরূপ—পুরুষোত্তম আচার্য্য দ্রষ্টব্য ।

Durlabh Biswas

১৭০। **দুর্লভ বিশ্বাস** (অ)

Devananda Pandit

১৭১। **দেবানন্দ পণ্ডিত** (চৈ, নি) [ভাণ্ডরি মুনি] ব্রাহ্মণ, কুলিয়া,
নবদ্বীপ, ভাগবত পাঠক ।

শ্রী ১২৪, দে ৭৮, বৃ ৬৭

মু ৩।১৭।১৭ বক্রেশ্বরের কৃপাপাত্র, না ১।৪২, ভা ২, ৯।২২২

Devananda

১৭২। **দেবানন্দ** (নি)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে, “কৃষ্ণদাস দেবানন্দ দুই শুদ্ধমতি” (৩।৭।৪৭৫)

উহার দুই পয়ার পরেই নিত্যানন্দ প্রিয় মনোহর, নারায়ণ ॥

কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ এই চারিজন ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে দুইজন দেবানন্দের নাম আছে, কেন-না একই কবির
দ্বারা দুই পয়ার ব্যবধানে এক ব্যক্তির নাম দুইবার লেখা সম্ভব নয় ।

Dhananjay Pandit

১৭৩। **ধনঞ্জয় পণ্ডিত** (নি) [বসুদাম] বৈষ্ণ (?) চট্টগ্রাম—জাড়গ্রাম
ও শীতলগ্রাম (বর্দ্ধমান), সাঁচড়া পাঁচড়া ।

শ্রী ২৫৪-৪৬ বন্দে যত্নকবিচন্দ্রং ধনঞ্জয়পণ্ডিতং দত্তবিত্তং প্রসিদ্ধং যশ্চ বৈরাগ্যং

সর্ব্বশ্চ প্রভবেহপি তং গৃহীতে ভাণ্ডকৌপীনে পণ্ডিতেন মহাত্মনা ॥

দে ১১৮— বিলাসী বৈরাগী বন্দো পণ্ডিত ধনঞ্জয় ।

সর্ব্বশ্চ প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয় ॥

বৃ ১১১— পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয় করিব বন্দনা ।

প্রসিদ্ধ বৈরাগ্য যার সংসারে ঘোষণা ॥

লক্ষকের গারিহু যে প্রভু পায় দিয়া ।

ভাণ্ড হাতে করিলেক কোপীন পরিয়া ॥

ভা ৩৬৪৭৪, জ ১৪৩

পদ্মাবলীর ৬৫ সংখ্যক শ্লোক ইহার রচনা হইতে পারে ।

Dhruvananda Brahmachari

১৭৪। **ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী** (গ) [ললিতা]

মাহেশের জগন্নাথ ইনি প্রতিষ্ঠা করেন ।

Nakadi

১৭৫। **নকড়ি** (নি)

Nakul Brahmachari

১৭৬। **নকুল ব্রহ্মচারী**—গৌরান্দের আবির্ভাব-বিশেষ—অশ্রুয়া মূলক
না ২৩

Nabani-Hod

১৭৭। **নবনী হোড়** (নি)

Narahari Sarkar

১৭৮। **নরহরি সরকার** (চৈ) [মধুমতী] বৈষ্ণ, শ্রীখণ্ড “শ্রীকৃষ্ণভজনাযুতম্”

ও পদসমূহ ইহার রচনা । “ভক্তিচন্দ্রিকা পটল” নামক শ্রীখণ্ড হইতে প্রকাশিত
গ্রন্থ ইহার উক্ত বলিয়া কথিত ।

শ্রী ১৮৭-৮— বন্দে ভক্ত্যা নরহরিদাসং চৈতন্যপিত্তভাববিলাসং ।

মধুমত্যাখ্যং পুণ্যং ধন্যং যো নো পশ্যতি কৃষ্ণাদন্যং ॥

দে ৭৫— প্রেমের আলয় বন্দে। নরহরি দাস ।

নিরন্তর যার চিত্তে গৌরান্ধ বিলাস ॥

বৃ— বন্দিব শ্রীনরহরি দাস ধন্য বলিহারি

চৈতন্য বিলাস যার ঘটে ॥

ভক্তিরত্নাকরে (পৃ. ৭৭) শ্রীরূপ ও কর্ণপূরকৃত দুইটি শ্লোকে নরহরি-বন্দনা
দেখা যায় । কিন্তু ঐ শ্লোকদ্বয় উক্ত গ্রন্থকারদ্বয়ের কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়
না । ভক্তিরত্নাকর (পৃ. ৪২৭) মতে ইনি গৌরান্ধ মূর্তি স্থাপন করেন ।
মু ৪।১৭।১৩, কা ১৩।১৪৮, না ২।১, জ ১৪৪, লো ৩, চ ২।১।১২৩ । বুকানন্
হ্যামিল্টন পূর্ণিয়া রিপোর্টে (পৃ. ২৭২) বলেন যে পূর্ণিয়া জেলার দক্ষিণ-
পূর্বাংশে সরকার ঠাকুরের বংশধরদের বহু শিষ্য ছিল ।

Nayan Mishra

১৭৯। **নয়ন মিশ্র** (গ, যছ) [নিত্যমঞ্জরী] ব্রাহ্মণ, ভরতপুর,

মুর্শিদাবাদ, গদাধর পণ্ডিতের ভাতৃপুত্র। পদকর্তা। ভরতপুরের গোস্বামীরা একখানি গীতার পুথিতে শ্রীচৈতন্যের হাতের লেখা দুইটি শ্লোক দেখাইয়া থাকেন।

Nandan Acharya

১৮০। **নন্দন আচার্য্য** (চৈ, নি) ব্রাহ্মণ—নবদ্বীপ চতুর্ভূজ পণ্ডিতের পুত্র।

দে ৩৩

মু ২।৮।২, কা ৬।১১, ভা ২।৩।১৭৬, জ ২২, চ ২।৩।১৫১

Nandai

১৮১। **নন্দাই** (নি)

Nandayi

১৮২। **নন্দায়ি** (চৈ) [বারিদ] শ্রীচৈতন্যের সেবক, পুরী।

Nandihi

১৮৩। **নন্দিনী** (অ) [জয়া] সীতার শিষ্য—কায়স্থ, নাটোর। গোড়ীয় মঠের চরিতামৃতের অনুক্রমণিকায় ইহাকে কি প্রমাণ-বলে অদ্বৈতের কণ্ঠা বলা হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম না। ১৮০২-১০ খ্রীষ্টাব্দে বুকানন্ হ্যামিল্টন লিখিয়াছেন

—In the territory of Gaur, at a place called Janggalitola is the chief seat of the Sakhibhab Vaishnavas, who dress like girls, and act as religious guides for some of the impure tribes. The order is said to have been established by Sita Thakurani, wife of Adwaita ; but so far as I can learn, has not spread to any distance, nor to any considerable number of people. The two first persons who assumed the order of Sakhibhav were Jangali, a Brahman and Nandini, a Kayastha. Jangali was never married and it is only his pupils that remain in this district, and these are all Vaishnavas who reject marriage (Purnea Report, p. 273).

লোকনাথদাসের সীতাচরিত্রে আছে—

ক্ষেত্রিকুলে জন্ম এক নাম নন্দরাম ।

শ্রীকৃষ্ণ অনুসঙ্গতে হয় গুণধাম ॥

নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন, এই নন্দরামের উপাধি ছিল সিংহ এবং তিনি উত্তর-রাষ্ট্রীয় কায়স্থ ছিলেন। নন্দিনী গোপীনাথের সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। বগুড়া

কলেকটরী হইতে গোপীনাথের সেবার জন্ত প্রতিবৎসর ৭২৮/০ দেওয়া হয় ।
(উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ড, তৃতীয় খণ্ড, ষোড়শ অধ্যায়) ।

১৮৪। ^{Narayan} নারায়ণ (নি) দেবানন্দের ভাই, ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ ।

ভা ২।৮।২০২, চ ২।১।১৭৫

১৮৫। ^{Narayan} নারায়ণ দামোদর পণ্ডিতের ভাই ।

শ্রী ৯৫, দে ২৮, বৃ ৩১

১৮৬। ^{Narayan Gupta} নারায়ণ গুপ্ত—বৈজ্ঞ, পানিহাটী ।

শ্রী ১০০, দে ৩০, বৃ ৩৩

জয়কৃষ্ণ-নারায়ণ গুপ্ত আর বৈজ্ঞ গঙ্গাদাস ।

বুদ্ধিমন্ত পান পানিহাটী পরকাশ ॥

মু ২।৪।২৪, কা ৬।৪৪

১৮৭। ^{Narayandas} নারায়ণদাস (অ) শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপাল-দর্শনে গিয়াছিলেন
(চ ২।১৮।৪৫) ।

ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ৫৮২

১৮৮। ^{Narayan Pairri} নারায়ণ পৈরারি ব্রাহ্মণ

শ্রী ২৮৪, দে ১৩২, বৃ ১৩৮

নারায়ণ বাচস্পতি (চৈ) [সৌরসেনী]

বা পণ্ডিত

নারায়ণ পৈরারি, পণ্ডিত ও বাচস্পতি এক ব্যক্তি মনে হয় ।

১৮৯। ^{Narayani} নারায়ণী [অম্বিকা স্থানে কিলিষিকা] ব্রাহ্মণী, শ্রীবাসের শালিকা ।

শ্রী ৮২— শ্রীবাসং নারদং বন্দে মালিনীং প্রতি মাতরং
ততো নারায়ণী দেবীমধরামৃত সেবনীং ।

দে ১২— শ্রীনারায়ণী দেবী বন্দিব সাবধানে
আলবাটী প্রভু ধারে কহিলা আপনে ।

বৃ ২৬, জ ২ “ধাত্রীমাতা”

১৯০। ^{Narayani} নারায়ণী—^{Nice of Srivas mother of Vrindavandas} শ্রীবাসের ভ্রাতৃস্বতা—বৃন্দাবনদাসের জননী—ব্রাহ্মণী ।

মু ২।৭।২৬, ভা ১।১।১১, জ ১৪৭, চ ১।১।২২৩

চরিতামৃতের শাখানির্ণয়ে নারায়ণীকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয় নাই ।

১৯১। ^{Nityananda [Halayudha]} নিত্যানন্দ [হলায়ুধ]

শ্রী (২২০) মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য সঙ্কর্ষণ পুরী, নিত্যানন্দ সঙ্কর্ষণ পুরীর শিষ্য । শ্রী ২২৪—সঙ্কর্ষণ-পুরী-শিষ্যো নিত্যানন্দঃ প্রভুঃ স্বয়ং । কিন্তু ভক্তিরত্নাকর (পৃ. ৩২২) মতে মাধবেন্দ্র পুরীর গুরু লক্ষ্মীপতির নিকট নিত্যানন্দ দীক্ষা লইয়াছিলেন । এরূপ হইলে নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের পরম গুরুস্থানীয় হন এবং উভয়ের মধ্যে বন্ধু-ব্যবহার চলে না । চৈতন্যভাগবতের মতে মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দকে বন্ধুভাবে দেখিতেন, কিন্তু নিত্যানন্দ তাঁহার প্রতি গুরু-বুদ্ধি রাখিতেন ।

শ্রী ৩৭— বন্দে নিত্যানন্দদেবং বলভদ্রং স্বয়ং প্রভুং
আনন্দকন্দমভয়ং লোকনিস্তারকং গুরুম্ ।
পুরুষঃ প্রকৃতিঃ সোহসৌ বাহ্যভাস্তরভেদতঃ
শরীর-ভেদৈঃ কুরুতে শ্রীকৃষ্ণ নিষেবনম্ ॥

দে ১১— দয়ার ঠাকুর বন্দে । শ্রীনিত্যানন্দ
যাঁহা হৈতে নাটে গীতে সভার আনন্দ ॥

বৃ ১৩— বন্দো প্রভু নিত্যানন্দ অভয় আনন্দকন্দ
যে করিল সভার নিস্তার ॥

সমস্ত চরিতগ্রন্থে উল্লিখিত । নিত্যানন্দ-বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বুকানন হ্যামিংটন নিজে অনুসন্ধান করিয়া পূর্ণিয়া রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (২৭০-৭২ পৃ.) । শ্রী আর. জি. ভাণ্ডারকর তাঁহার Vaisnavism, Saivism etc. গ্রন্থে নিত্যানন্দকে শ্রীচৈতন্যের সহোদর বলিয়া বড়ই ভুল করিয়াছেন ।

Nilambar

১২২ । নীলাম্বর (চৈ ১৪৬) নীলাচল—ইহার নামাংশ রঘু হইতে পারে, কেন-না চরিতামৃতে “তপন ভট্টাচার্য আর রঘুনীলাম্বর” আছে ।

Nilambar Chakraborty

১২৩ । নীলাম্বর চক্রবর্তী (গর্গ) শ্রীচৈতন্যের মাতামহ, প্রভুর কোষ্ঠী লিখিয়াছিলেন ।

শ্রী ৯৭-৯৮, দে ২২, বৃ ৩২

মু ১১২২, কা ২১১৪, ভা ১১২২৫

Nrishingha Chidananda Tirtha

১২৪ । নৃসিংহ চিদানন্দ তীর্থ [জয়স্তুয়]

Nrishingha Chaitanyadas

১২৫ । নৃসিংহচৈতন্যদাস (নি) “স্বলমঙ্গল” মতে গৌরীদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা ।

শ্রী ২৮০ “নৃসিংহচৈতন্যদাসম্” অর্থাৎ এক নাম, কিন্তু

দে ১৩৫ বন্দিব নৃসিংহ আর শ্রীচৈতন্য দাস

বৃ ১৩৫ এক নাম

Nrishinghacharya

১২৬। নৃসিংহাচার্য—ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ।

না ৮।৩৩

Nrishinghananda Tirtha disciple of Madhavendra Puri

১২৭। নৃসিংহানন্দ তীর্থ (মাধবেন্দ্র-শিষ্য) [জয়ন্তেয়]

শ্রী ১২৮ নরসিংহ তীর্থ (নরসিংহ = নৃসিংহ)

দে ৪৭ ঐ

Nrishinghanada Bharati

১২৮। নৃসিংহানন্দ ভারতী (?)

শ্রী ১৩০—নৃসিংহানন্দনামানং সত্যানন্দং চ ভারতীম্

দে ৪৮—সত্যানন্দ ভারতীর সহিত নৃসিংহ পুরীর উল্লেখ

বৃ ৪৪—নৃসিংহানন্দ গ্রাসী

মু ৩।১৭।৬, না ১।২০, জ ৮৮

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী দ্রষ্টব্য।

Nrishingha Jati

১২২। নৃসিংহ যতি—জ ৮৮

Nyavacharya who every year went to Puri to see Sri Chaitanya

২০০। শ্রীয়াচার্য

না ২।২ প্রতিবৎসর শ্রীচৈতন্য-দর্শনার্থ নীলাচলে যাইতেন।

না ২।৩ আর একজন শ্রীয়াচার্যের কথা আছে; যথা—“ভগবান্নাম

শ্রীয়াচার্যস্ত পুরুষোত্তম এব ভগবচ্চৈতন্য-দর্শনাকাজ্ঞী যাবজ্জীবং স্থিতঃ।”

Padmavati mother of Nityananda prabhu

২০১। পদ্মাবতী—নিত্যানন্দের মাতা—ব্রাহ্মণী—একচাক।

শ্রী ৩৫, দে ১০, বৃ ১৩

ভা ১।৬।৬৩, জ ২

Paramananda Avadhuta

২০২। পরমানন্দ অবধূত (নি)

শ্রী ২৬৬, দে ১২৮, বৃ ১২৭

Paramananda Upadhyay

২০৩। পরমানন্দ উপাধ্যায় (নি) ভা ৩।৬।৪৭৪, জ ১৪৫

Paramananda Kirtaniya

২০৪। পরমানন্দ কীর্তনীয়া—কাশী

চ ২।২৫।৩, চন্দ্রশেখর বৈষ্ণবের সঙ্গী

Paramananda Gupta

২০৫। পরমানন্দ গুপ্ত (নি) [মঞ্জুমেধা]

শ্রী ২৫১, দে ১২২, বৃ ১১৬

ভা ৩।৬।৪৭৫—প্রসিদ্ধ পরমানন্দ গুপ্ত মহাশয়

জ ৩— সংক্ষেপে করিলেন তিহঁ পরমানন্দ গুপ্ত ।

গৌরাক্ষ বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত ॥

Paramananda Pandit companion of Sri Chaitanya

২০৬। পরমানন্দ পণ্ডিত—শ্রীচৈতন্যের সতীর্থ ।

ষড়নাথ-মতে পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, গদাধর-শাখাভুক্ত ।

শ্রী ১২৩—বন্দে প্রভু সতীর্থং বৈ পরমানন্দপণ্ডিতং

বৃ ৬৬

সনাতন বৃহৎ-বৈষ্ণব-তোষণীর প্রারম্ভে “বন্দে পরমানন্দং ভট্টাচার্য্যং রসালয়ম্” বলিয়াছেন । পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য ও পণ্ডিত এক ব্যক্তি হওয়াই সম্ভব ।

ভক্তিরত্নাকর (১২ পৃ.) মতে ইনি বৃন্দাবনে বাস করিতেন ও মধু পণ্ডিতের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন ।

Paramananda Puri Disciple of Madhavendra Puri

২০৭। পরমানন্দ পুরী (মাধবেন্দ্র-শিষ্য, চৈ) [উদ্ধব]

চৈতন্যভাগবত (১৬ পৃ.) ও জয়কৃষ্ণ-মতে ত্রিহুতে জন্ম—নীলাচলে বাস ।

শ্রী ১২৬, দে ৪৬, বৃ ৪৩

মু ৩।১৫।১২, কা ১৩।১৪, না ৮।৪, ভা ১।১।১১, জ ২, লো ২, চ ২।১।১০২

জ ৩— শ্রীপরমানন্দ পুরী মহাশয় ।

সংক্ষেপে করিলেন তিহঁ গোবিন্দ বিজয় ॥

Paramananda Mahapatra odisha

২০৮। পরমানন্দ মহাপাত্র (চৈ) উড়িয়া ।

চ ২।১০।৪৪

Parameshwar Modak

২০৯। পরমেশ্বর মোদক—মোদক, নবদ্বীপ ।

চ ৩।১২।৫৩

Parameshwar Thakur

২১০। পরমেশ্বরদাস ঠাকুর (নি) [অর্জুন] বৈষ্ণ

জয়কৃষ্ণ-মতে খড়দহে পাট, অভিরাম-মতে তড়া আটপুর (হুগলী) ।

শ্রী ২০৭-৮— পরমেশ্বরং ততো বন্দে ঠাকুরং স্বপ্রকাশকং

যো নৃত্যান্ আবয়ামাস হরিনাম শৃগালকান্ ।

দে ৮৫— পরমেশ্বরদাস ঠাকুর বন্দিব লাবধানে ।

শৃগালে লওয়ান নাম সঙ্কীর্তন স্থানে ॥

শ্রীজীব বলেন পরমেশ্বরদাস শৃগালকে হরিনাম শুনাইয়াছিলেন, দেবকী

বলেন যে তিনি শূণ্যকে হরিনাম লওয়াইয়াছিলেন। দেবকী একটু অলৌকিকতার প্রক্ষেপ করিলেন।

ভা ৩৫।৪৪২ পৃ.—পুরুন্দর পণ্ডিত পরমেশ্বরদাস।

যাহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥

জ ১৪৪ পৃ.— প্রসিদ্ধ পরমেশ্বরদাস মহাশয়।

নিরবধি নিত্যানন্দ যাহার হৃদয় ॥

ভক্তিরত্নাকর-মতে (১২৬ পৃ.) ইনি নিত্যানন্দের তিরোতাবের পর খড়দহে ছিলেন।

পদকল্পতরুর ২৩ সংখ্যক পদ ইহার রচনা।

Ptambara brother of Damodar Pandit odisha

২১১। পীতাম্বর (নি) [কাবেরী] দামোদর পণ্ডিতের ভ্রাতা—উড়িয়া

ব্রাহ্মণ।

শ্রী ২৫, দে ২৭, বৃ ৩১

Pundarik Vidyanidhi disciple of Madhavendra

২১২। পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধি (চৈ) [মাধবেন্দ্র-শিষ্য, ৫৬, বৃষভাঙ্ক]

ব্রাহ্মণ, চট্টগ্রাম জেলার চক্ৰশাল (ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ৮৩১)।

শ্রী ১০৩, দে ১৬, বৃ ৩৫

মু ৪।১৭।৩, না ১।১২, ভা ১।২।১৬, জ ২, লো ২, চ ২।১।২৪১

Purandar Acharya

২১৩। পুরুন্দর আচার্য্য (চৈ) ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ, চ “পিতা করি ধারে

বোলে গৌরান্ধ্র ঈশ্বর।”

শ্রী ১২১, দে ৭৮, বৃ ৬৫

মু ৪।১৭।১০, না ৮।৩৩, ভা ৩৫।৪৪৫, জ ৭৩, চ ২।১।৭৪

Purandar Pandit

২১৪। পুরুন্দর পণ্ডিত (নি) [অঙ্গদ ২১] খড়দহ (ভক্তিরত্নাকর,

পৃ. ২৭২)।

শ্রী ১৬১— বন্দে পুরুন্দরং সাক্ষাদঙ্গদেন সমং ত্বিহ

যজ্ঞাজুলং সংদর্শ গৃহে কশ্চিদ্বিজোত্তমঃ ॥

দে ৬৪— পুরুন্দর পণ্ডিত বন্দো অঙ্গদ বিক্রম।

সপরিবারে লাজুল যার দেখিলা ব্রাহ্মণ ॥

বৃ ৫৬— বন্দো মূর্তি মনোহর ঠাকুর শ্রীপুরুন্দর

যেন সেই অঙ্গদ ঠাকুর।

এক বিপ্র লয়ে তাঁরে অতিথি করিল ঘরে
গোষ্ঠী সহ দেখিল লাজুল ॥

ভা ৩।৫।৪৪২

জ ১৪৪— রাঢ়ে গোড়ে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পুরন্দর ।

নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রাণের দোসর ॥

Purushottam

২১৫। পুরুষোত্তম (চৈ ৭৮) কুলীনগ্রাম ।

Purushottam

২১৬। পুরুষোত্তম (চৈ ১১০) উড়িয়া ।

Purushottam Acharya

২১৭। পুরুষোত্তম আচার্য্য (চৈ) [বিশাখা] স্বরূপ-দামোদরের পূর্ব
নাম, ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ । যদুনাথ-মতে গদাধর-শাখা ।

ভা ৩।১১।৫১৫— পূর্বাশ্রমে পুরুষোত্তমাচার্য্য নাম তান ।

প্রিয় সখা পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধি নাম ॥

চ ২।১০।১০০-১১৬— প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্নত হইয়া ।

সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া ॥

শ্রী ১৩৩, দে ৫০

সমস্ত চরিতগ্রন্থে উল্লিখিত ।

Purushottam Tirtha

২১৮। পুরুষোত্তম তীর্থ [জয়ন্তেয়]

শ্রী ২১১, শ্রী ২৬২, দুইজন পুরুষোত্তম তীর্থ ছিলেন বোধ হয় । বৃ ৮২,

বৃ ১২২

Purushottam Dutta

২১৯। পুরুষোত্তম দত্ত

জ ১৪৫— পুরুষোত্তম দত্ত সে কেবল উদার ।

যাহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিহার ॥

Purushottam Das or Nagar Purushottam

২২০। পুরুষোত্তম দাস বা নাগর পুরুষোত্তম (নি ৩৫) [দাম]

বৈষ্ণ, স্বখসাগর, বোধখানা (যশোহর) ।

শ্রী ১২৭— পুরুষোত্তমাখ্যং দাসং বৈ বন্দে ঐশ্বর্য্যশালিনং ।

কর্ণয়োঃ করবীপুষ্পং পদ্মগন্ধং চকার যঃ ॥

দে ৮৭—২৪

ইষ্টদেব বন্দো শ্রীপুরুষোত্তম নাম ।

কে কহিতে পারে তাঁর গুণ অম্বপাম ॥

সর্বগুণহীন যে তাহারে দয়া করে ।
 আপনার সহজ করুণা শক্তি বলে ॥
 সপ্তম বৎসরে যার শ্রীকৃষ্ণ উন্মাদ ।
 ভুবনমোহন নৃত্য শক্তি অগাধ ॥
 গৌরীদাস কীর্তনীর কেশেতে ধরিয়া ।
 নিত্যানন্দ স্তব করাইলা নিজশক্তি দিয়া ॥
 গদাধর দাস আর শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ।
 যাহার প্রকাশে প্রভু পাইল সন্তোষ ॥
 যার অষ্টোত্তর শতঘট গঙ্গাজলে ।
 অভিষেক, সর্বজ্ঞতা যার শিশুকালে ॥
 করবীর মঞ্জরী আছিল যার কানে ।
 পদ্মগন্ধ হইল তাহা সভা বিঘ্নমানে ॥
 যার নামে স্নিগ্ধ হয় বৈষ্ণব সকল ।
 মূর্ত্তিমন্ত প্রেমসুখ যার কলেবর ॥

ব্রতে পুরুষোত্তম দাস বাদ গিয়াছে—বোধ হয় আদর্শ পুথির পাঠ বিকৃত
 ছিল, তাহা না হইলে এরূপ অর্থহীন ত্রিপদী থাকিত না—

গদাধর দাস বন্দ বাসুদেব ঘোষ সঙ্গ
 দৌহারে বন্দিব সাবধানে ।
 করবী মঞ্জরী কলি আছিল কর্ণের পরি
 পদ্মগন্ধ হৈল সভা স্থানে ॥ (বৃ ৬৯)

করবী-মঞ্জরী কাহার কর্ণে ছিল ?
 চরিতামৃতে নাগর পুরুষোত্তম নামে কোন ভক্ত নাই । পুরুষোত্তম দাস
 সম্বন্ধে আছে—

শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয় ।
 শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাঁহার তনয় ॥
 আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে ।
 নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণমানে ॥

—১৫১৫৩৫-৩৬

কিন্তু গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় সদাশিব কবিরাজের পুত্রের নাম নাগর
 পুরুষোত্তম ; যথা—

সদাশিবস্তুতো নাম্না নাগরঃ পুরুষোত্তমঃ (১৩১)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে (৩৬।৪৭৪) সদাশিব কবিরাজের পুত্রের নাম পুরুষোত্তম দাস। কিন্তু গৌরগণোদ্দেশে নাগর পুরুষোত্তম ও পুরুষোত্তম দাস দুই বিভিন্ন ব্যক্তি।

Purushottam Pandit

২২১। পুরুষোত্তম পণ্ডিত (নি) [স্তোককৃষ্ণ] ব্রাহ্মণ—নবদ্বীপ।

দে ২৭— রত্নাকর স্তত বন্দো পুরুষোত্তম নাম।

নদীয়া বসতী যার দিব্য তেজোধাম ॥

ভা ৩৬।৪৭৪— পণ্ডিত পুরুষোত্তম নবদ্বীপে জন্ম।

নিত্যানন্দ স্বরূপের মহাভূত্য মর্ষ ॥

জ ১৪৪, চ ১।১১।৩০

Purushottam Pandit

২২২। পুরুষোত্তম পণ্ডিত (অ ৬১)

দে ১০০— পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দো বিলাসী সৃজান।

প্রভু যারে দিলা আচার্য্য গোসাঁঞির স্থান ॥

জ ২— পুরুষোত্তম আদি সে অদ্বৈত পার্শদ।

যার নামে বাড়ে প্রেমভক্তিতে সম্পদ ॥

Purushottam Puri or Purushottam Tirtha

২২৩। পুরুষোত্তম পুরী

দে ১৩০। শ্রী ২৬২ ও বৃ ১২২ এ যাহাকে পুরুষোত্তম তীর্থ বলিয়াছেন,

দে ১৩০এ তাঁহাকেই পুরুষোত্তম পুরী বলিয়াছেন।

Purushottam Brahmachari

২২৪। পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী ন ৬০ কাঁচিসালি।

শ্রী ২৪০, দে ১১৬, বৃ ১০২

Purushottam Sanjay

২২৫। পুরুষোত্তম সঞ্জয় (চৈ ৭০) ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ, প্রভুর ছাত্র।

ভা ১।১০।১০২— অনেক জন্মের ভূত্য মুকুন্দ সঞ্জয়।

পুরুষোত্তম দাস হেন যাহার তনয় ॥

ভা ২।১।১৪৪— পুরুষোত্তম সঞ্জয়ের প্রভু কৈলা কোলে।

সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান নয়নের জলে ॥

কিন্তু চরিতামৃতে পুরুষোত্তম ও সঞ্জয় বলা হইয়াছে ; যথা—

প্রভুর পঢ়ুয়া দুই পুরুষোত্তম সঞ্জয়।

ব্যাকরণে মুখ্য শিষ্য দুই মহাশয় ॥

মু ৪।১৭।৭, জ ২৪, চ ২।১১।৭২

Pushpagopal

২২৬। পুষ্পগোপাল (গ, যদ্)

Prataprudra king of odisha father Purushottamdev and mother Padmavati (vijaynagar)

২২৭। প্রতাপরুদ্র (চৈ, যদ্) [ইন্দ্রহায়] উড়িষ্যার রাজা। পিতা

পুরুষোত্তমদেব, মাতা বিজয়নগরের রাজকন্যা পদ্মাবতী (J. B. O. R. S. Vol. V, ১৪৭-৮ পৃ.)।

মাদলাপঞ্জীতে আছে যে প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের তিন বৎসর পূর্বে পরলোকে গমন করেন। কিন্তু চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের প্রস্তাবনায় দেখা যায় যে, প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের বিয়োগে শোকাকুল হইয়াছেন। এই জন্ত মনে হয়, মাদলাপঞ্জীর প্রমাণ এক্ষেত্রে বিশ্বাস্য নহে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মনোমোহন চক্রবর্তী ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতাপরুদ্রের রাজ্যাবসানের Prataprudra was king till 1540 - 41 কাল ১৫৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দ স্থির করিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকরে (পৃ. ১১০-১১) আছে যে প্রতাপরুদ্র প্রভুর বিয়োগের পর “নিরন্তর মগ্ন প্রভু চরিত্র কীর্তনে”।

প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের রূপা পাইবার পূর্বে “সরস্বতীবিলাস” নামে একখানি স্মৃতির গ্রন্থ রচনা করাইয়াছিলেন।

Pratapr

নেলোর জেলার উদয়গিরি লিপি হইতে জানা যায় যে ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেব কর্তৃক পরাজিত ও তাঁহার মাতুল তিরুমলঙ্গ রায় বন্দীকৃত হন। এই সময়েই দক্ষিণে তাঁহার রাজ্যহানি ঘটে। তৎপূর্বে সম্ভবতঃ ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীচৈতন্যের রূপা প্রাপ্ত হন।

শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মহাশয় প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যের নিকট প্রেমধর্ম লাভ করার ফলে উড়িয়া জাতির রাজনৈতিক অধঃপতন হয় নাই। কেন-না, উড়িয়ায় তৎপূর্বেও বৈষ্ণব-ধর্ম ছিল। উড়িয়াদের রাজনৈতিক অধঃপতনের কারণ গোড়ের পাঠানেরা, বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব রায়, বাহমণী রাজ্যের কুতব সাহী, আদিল সাহী প্রভৃতি মুসলমান নরপতিবৃন্দ ও গৃহশত্রু গোবিন্দ বিজাধর। তিনি মাদলাপঞ্জীর উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন, “প্রতাপরুদ্র যখন বিজয়নগরে যুদ্ধ যাত্রায় যান, তখন গোবিন্দ বিজাধরের উপরেই রাজত্বের ভার অর্পণ করেন। এই সুযোগে গোবিন্দ বিজাধর গোড়ের পাঠানরাজ হুসেন সাহের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদের উৎকল-আক্রমণে সাহায্য করিয়াছিলেন। গোড়ের পাঠানেরা কটকে শিবির ফেলিয়া কটক জয় করে এবং পুরীতে গিয়া শ্রীমন্দির কলুষিত করিয়া সমস্ত দেববিগ্রহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছিল। মাদলাপঞ্জী বলে ‘যেতে পিতুলমানে থিলা,

সব খুন কলে' অর্থাৎ যত দেবমূর্তি ছিল, সব নষ্ট করিল। শ্রীমূর্তিগুলি পাঠানদের শ্রীক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বেই নৌকাযোগে চিঙ্কাহুদের চড়াই গুহা পর্বতে অপসারিত করা হইয়াছিল। প্রতাপরুদ্র ইহা শুনিয়া বিজয়নগরের সহিত কণ্ঠাদানে সন্ধি করিয়া দ্রুত পদে আসিয়া পাঠানদের আক্রমণ করেন। পাঠানেরা সে প্রবল বেগ সহ্য করিতে পারে নাই, তাহারা গোড়াভিমুখে হটিয়া চলিল। অবশেষে উভয় সৈন্য গড় মন্দারণ পর্য্যন্ত আসিলে গোবিন্দ বিজাদর পাঠানদের সঙ্গে স্পষ্টভাবে যোগ দিল। রাজা প্রতাপরুদ্র বিজাদরকে জিজ্ঞাসিলেন, 'কাহাকে রাজা করিতেছ?' শেষে ধৃত গোবিন্দের মধ্যস্থতায় সাক্ষ্য হইলে গোড়রাজ্য বালেশ্বরের কতকাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে এবং গোবিন্দ বিজাদর প্রকৃত পক্ষে রাজকাৰ্য্য নির্বাহ করিবেন। প্রতাপরুদ্র তখন প্রায় পুরী বাসে থাকিয়া ধর্মকর্ম্মে মনোনিবেশ করেন। তারপরের ইতিহাস— প্রতাপরুদ্রের পুত্রদের হত্যা করিয়া গোবিন্দ বিজাদর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন" (ব্রহ্মবিজ্ঞা, ভাদ্র ১৩৪৩ সাল, পৃ. ২২৭)।

এই বিবরণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও উড়িষ্যার রাজনৈতিক অধঃপতনের পরোক্ষ দায়িত্ব হইতে শ্রীচৈতন্যকে একেবারে মুক্ত করা যায় না। তাহার সঙ্গে প্রভাবে রামানন্দ রায় বিজানগরের ঘাটি ছাড়িয়া পুরী আসিলেন। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য রাজাকে উপদেশ দিলেন—

প্রভু বোলে "কৃষ্ণভক্তি হউক তোমার।

কৃষ্ণ কার্য্য বিনে তুমি না করহ আর ॥

নিরন্তর গিয়া কর কৃষ্ণ সঙ্কীৰ্ত্তন।

তোমার রক্ষিতা—বিষ্ণু চক্র স্বদর্শন ॥"—৩৫।৪৫৩ পৃ.

কিন্তু ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের রূপা পাইবার পর অন্ততঃ ১৫১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতাপরুদ্র দেব বিজয়নগরের সম্রাট কৃষ্ণদেব রায়ের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।

শ্রী ২২২, দে ১০৫, বৃ ২৭

মু ৪।১৬।১, কা ১৩।৭৮, না ৭।১, ভা ১।১।১১, জ ২, চ ২।১।১২৬

২২৮। প্রত্নতত্ত্বগিরি জ ৮৮

২২৯। প্রত্নতত্ত্ব মিশ্র (চৈ) ব্রাহ্মণ, উড়িয়া, পুরী দে ৬৬, কিন্তু ১৭০২খ্রীঃ পুথিতে ঐ পয়ার নাই। না ৮।২-য়ে দেখা যায় যে সার্কভৌম ইহাকে

শ্রীচৈতন্যের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেছেন। সুতরাং ইনি শ্রীহট্টের মিশ্র বংশোদ্ভব শ্রীচৈতন্যের জ্ঞাতী ভ্রাতা হইতে পারেন না। “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদয়াবলী” নামক সংস্কৃত পুস্তিকা ইহার নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভা ৩৩৪০২, চ ২।১।১২০

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারি = নৃসিংহানন্দ (গোবিন্দ দ্বিজ দ্রষ্টব্য)

ভা ৩২।৪২১— চলিলা প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী মহাশয়।

সাক্ষাতে নৃসিংহ যার সনে কথা কয় ॥

চ ২।১।১৪৫

২৩০। প্রবোধানন্দ [তুঙ্গবিজ্ঞা] শ্রীরঙ্গ, ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী।

শ্রী ১৫৫-৬— প্রবোধানন্দ সরস্বতীং বন্দে বিমলং যয়া মুদা।

চন্দ্রামৃতং রচিতং যংশিষ্টো গোপালভট্টঃ ॥

বৃ ৫৩

ইনি চন্দ্রামৃতের ১৩২ শ্লোকে “গৌর নাগরবরো” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস বলেন “অতএব মহামহিম সকলে। গৌরাজ নাগর হেন স্তব নাহি বলে ॥” সম্ভবত এইজন্তই বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহার নাম উল্লেখ করেন নাই। মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ লিখিয়াছেন যে, হিত হরিবংশ একাদশীর দিন পান খাওয়ায় তাঁহার গুরু গোপাল ভট্ট তাঁহাকে বর্জন করেন। প্রবোধানন্দ হরিবংশকে আশ্রয় দেন। এইজন্ত প্রবোধানন্দ একঘরে হন (বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, ৪০৭ চৈতন্যাব্দ, বৈশাখ সংখ্যা)। হরিভক্তিবিলাসের মঙ্গলাচরণে গোপাল ভট্ট ইহাকে গুরু বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। ইনি প্রকাশানন্দ নহেন।

২৩১। প্রহরাজ মহাপাত্র ব্রাহ্মণ, উড়িয়া।

না ৮।২ “পরম ভগবদভক্তঃ”

২৩২। ভগবান আচার্য্য (চৈ ১০৪-যত্ন) গৌরের অংশ, শতানন্দ খানের পুত্র ও গোপাল ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা।

কা ১৩।১৪৭, ভা ৩৩।৪০২। ইনিই হয়তো নাটকের ৮।২ অংশে উল্লিখিত ভগবান আচার্য্য।

চ ২।১০।১৭৭—রামভদ্রাচার্য্য আর ভগবান আচার্য্য।

প্রভু পাশে রহিলা দৌহে ছাড়ি অস্ত্র কার্য্য ॥

২৩৩। ভগবান কর (অ) গোড়ীয় সংস্করণ চরিতামৃতে ভবনাথ কর

২৩৪। ভগবান পণ্ডিত (চৈ ৬৭)

মু ৪।১৭।১২

ভা ৩২।৪২১—চলিলেন লেখক পণ্ডিত ভগবান ।

যাঁর দেহে কৃষ্ণ হইয়াছিল অধিষ্ঠান ॥

২৩৫। ভগবান মিশ্র (চৈ ১০৮)

২৩৬। ভবানন্দ (চৈ) [পাণ্ডু] রামানন্দের পিতা, করণ, উড়িয়া দে ৬৬, কিন্তু ১৭০২ খ্রীঃ পুথিতে নাই ; কা ১২।১৩০, না ৮২, চ ২।১০।৪৬, পদ্মাবলীর ৩০ ও ৮৯ শ্লোক বোধ হয় ইহার রচনা ।

২৩৭। ভবানন্দ গোস্বামী—যদুনাথ-মতে গদাধর-শাখা

ভক্তিরত্নাকর ১০২১ পৃ.—শ্রীমধু পণ্ডিতের সতীর্থ ভবানন্দ ।

গোপীনাথ সেবায় যাহার মহানন্দ ॥

মন্তব্য :—ভাগবতাচার্য্য চরিতামৃতে চারিজন ; যথা—চৈতন্য-শাখায় ভাগবতাচার্য্য সারঙ্গদাস (১১১), ভাগবতাচার্য্য চিরঞ্জীব (১১৭), অদ্বৈত-শাখায় ভাগবতাচার্য্য (৫৬), গদাধর-শাখায় ভাগবতাচার্য্য (৭৮) । মনে হয় প্রথম দুই ভাগবতাচার্য্যের নাম যথাক্রমে সারঙ্গদাস ও চিরঞ্জীব, তৃতীয় ভাগবতাচার্য্যের কথা কিছু বলা যায় না ; চতুর্থ ভাগবতাচার্য্য বরাহনগর-নিবাসী ।

২৩৮। ভাগবতাচার্য্য (অ ৫৬)

২৩৯। ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ (গ, যদু) [খেত মঞ্জরী], ব্রাহ্মণ, বরাহনগর ভা ৩।৫।৪৪২-৫০

গৌ. গ. দী.—নির্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী ।

শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যে। গৌরান্দ্রাত্যন্তবল্লভঃ ॥

যদুনাথ— বন্দে ভাগবতাচার্য্যং গৌরান্দ্র-প্রিয়-পাত্রকম্ ।

যেনাকারি মহাগ্রন্থে। নাম্না প্রেমতরঙ্গিণী ॥

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য নিজের পরিচয় বলিয়াছেন—

পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীযুত গদাধর নামে ।

যাহার মহিমা ঘোষে এ তিন ভুবনে ॥

ক্ষিতিলে কুপায় কেবল অবতার ।
 অশেষ পাতকী জীব করিতে উদ্ধার ॥
 বৈকুণ্ঠ নায়ক কৃষ্ণ চৈতন্য মুরতি ।
 তাঁহার অভিন্ন তেঁহ সহজে শক্তি ॥
 মোর ইষ্টদেব গুরু সে দুইচরণ ।
 দেহ মোর বাক্যে মোর সেই সে শরণ ॥

—কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, ২ পৃ.

- ২৪০ । ভাগবতদাস (গ, যহ) বৃন্দাবন
 ২৪১ । ভার্গব আচার্য—জ ৮৮
 ২৪২ । ভার্গব পুরী—জ ২
 ২৪৩ । ভাস্কর ঠাকুর [বিশ্বকর্মা] সূত্রধর, দাঁইহাট (বর্ধমান) ।
 শ্রী ২৫৪—ভাস্করং চ ততো বন্দে বিশ্বকর্মান্বরূপকং
 দে ১২৩, বৃ ১১৭
 ২৪৪ । ভুগর্ত গোসাত্রি (গ, যহ) [প্রেমমঞ্জরী] ব্রাহ্মণ, বৃন্দাবন ।
 শ্রী ১৫৪, দে ৫৮, বৃ ৫২, চ ২।১৮।৫০
 ২৪৫ । ভোলানাথ দাস (অ)
 ২৪৬ । মকরধ্বজ [স্বকেশী]
 ২৪৭ । মকরধ্বজকর (চৈ, রাঘব পণ্ডিত-শাখা) [চন্দ্রমুখ নট] কায়স্থ ।
 শ্রী ২১৫— মকরধ্বজং ততো বন্দে গুণৈকধামসুন্দরং
 যঃ করোতি সদা কৃষ্ণকীর্তনং প্রভু সন্নিধৌ

দে ১০১, বৃ ২২

কা ১৫।১০৬, না ১০।৫, ভা ৩।৫।৪৪২, জ ১৪৫

২৪৮ । মঙ্গল বৈষ্ণব (গ) ইনি ময়নাভালের মিত্রঠাকুরদের আদিপুরুষ নৃসিংহবল্লভকে দীক্ষা দেন। কাঁদড়ায় (বীরভূম) মঙ্গলবংশীয় শিষ্যগণ আছেন। এই বংশের কালাচাঁদ ঠাকুর মনোহরসাহী গানের তাল মান প্রকাশ করিয়া বিখ্যাত হন। পদ্মাবলীর ১৩০ সংখ্যক শ্লোক মঙ্গল-বৈষ্ণবের রচনা হইতে পারে।

মধুপণ্ডিত—শ্রী ২১২, অনন্ত আচার্যকে বন্দনা করিয়া “মধ্বাখ্যং পণ্ডিতং বন্দে গোবিন্দাচার্যনামকং” ।

দে ১০২— শ্রীমধুপণ্ডিত বন্দো অনন্ত আচার্য্য

বৃ ৯৩-৪— অনন্ত আচার্য্য বন্দো নবদ্বীপ মাঝ ॥

তবেত বন্দিব মধু পণ্ডিত চরণ ।

বৈষ্ণব পণ্ডিত যারে বোলে সর্বজন ॥

শ্রীজীব সম্ভবত গোবিন্দাচার্য্যের ও দেবকীনন্দন অনন্তাচার্য্যের আখ্যাক্রমে মধু পণ্ডিত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন । বৃ. তাঁহাকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াছেন ।

২৪৯ । মধু পণ্ডিত—যদুনাথ-মতে গদাধর-শাখা, তমলুক, বৃন্দাবন ।

শ্রী ২৪০—পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারিমধাক্ষ্য পণ্ডিতাবৃত্তে

দে ১১৬, বৃ ১০২

ভক্তিরত্নাকর (পৃ. ৯৪) মতে বৃন্দাবনের গোপীনাথের প্রথম সেবাধিকারী ।

ঐ পৃ. ১০২১— শ্রীগোপীনাথাদিকারী শ্রী মধু পণ্ডিত ।

গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য এ বিদিত ॥

২৫০ । মধুসূদন (চৈ) কালনা সংস্করণ চরিতামৃতে পাঠ—

“মহেশ পণ্ডিত, কর শ্রীমধুসূদন” নাথের সংস্করণ ; “মহেশ পণ্ডিত শ্রীকর শ্রীমধুসূদন” রামগোপাল দাস “শাখা বর্ণনে” (পৃ. ৬) :—

মধুসূদন দাস বৈষ্ণব কীর্ত্তনের বাএন ।

নীলাচল সম্প্রদায়ে আছয়ে লিখন ॥

রামগোপাল দাসের মত মানাই যুক্তি-সঙ্গত । মধুসূদন তাহা হইলে বৈষ্ণব হন, এবং কর উপাধি নহে, শ্রীকর একটি স্বতন্ত্র নাম ।

২৫১ । মনোরথ পুরী জ ৮৮, বৃ ৪৬

২৫২ । মনোহর (নি ৪৩) দেবানন্দের ভাতা, ব্রাহ্মণ, কুলিয়া ।

ভা ৩।৩।৪৭৫

ইনি পদ্মাবলীর ২৭৪ ও ২৭৫ সংখ্যক শ্লোকের রচয়িতা হইতে পারেন ।^১

১ । ডা. দে “পদ্মাবলীর” কবি-পরিচয়ে লিখিয়াছেন—“Two Monoharas are known in Bengal Vaisnava literature : (1) Monohara, mentioned in C.-C. (Adi XI, 46, 52) as follower of Nityananda and (2) Baba Aul Manohara Dasa, also of the Nityananda Sakha mentioned in Premvilasa. As they

২৫৩। মনোহর (নি ৪২) পদকল্পতরুতে এক মনোহর-কৃত ৬টা পদ
ধৃত হইয়াছে।

২৫৪। মহীধর (নি ৪৫)

২৫৫। মহেশ পণ্ডিত (নি ২২) [মহাবাহু] যশডার জগদীশ পণ্ডিতের
ভাই। ব্রাহ্মণ পালপাড়া (নদীয়া জেলার চাকদহ ষ্টেশনের নিকট) প্রথমে
সুখসাগরের নিকট যশিপুর গ্রামে থাকিতেন। সম্ভবত শ্রীহট্টে আদি বাস।

শ্রী ১৫৭—মহেশ-পণ্ডিতং বন্দে কৃষ্ণোন্মাদ সমাকুলং

দে ১২৫, বৃ ১১২

ভা ৩৬৮৭৭, জ ১৪৪

২৫৬। মহেশ পণ্ডিত (চৈ ১০২)

২৫৭। মহেন্দ্র গিরি জ ৮৮

২৫৮। মাধব (নি)

২৫৯। মাধব আচার্য্য (নি) [শান্তনু] নিত্যানন্দের জামাতা, ব্রাহ্মণ,
জিরাট।

শ্রী ৬১-৬৬—দ্বিজকুলতিলকং কৃতাবতারং গঙ্গাং গৃহীতুকামাবতীর্ণাং

মাধবং মাধবরূপং রসময়তনু প্রেমাখ্যং

স ঈশ্বর-পুরী-শিষ্যঃ সর্ব-দর্শন-পারকঃ

বিমুক্ত-প্রধানশ্চ সদা গাবলী ভূষিতঃ

বিচার্য্যতেষু মতিমান্ কর্মজ্ঞান-পরাক্ষিপন্ ।

কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্বং নির্নির্গায় দয়ানিধিঃ ॥

দে ১৩৮— পরম আনন্দে বন্দো আচার্য্য মাধব ।

ভক্তিফলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ ॥

বৃ ১২—গোবিন্দের প্রেমধাম

আচার্য্য মাধব নাম

প্রেমানন্দময় তনু খানি ।

belong to a somewhat later period they can scarcely be identified with
our poet.” চরিতামৃতের আদি একাদশে (নাথ সং ৪৩ ও ৪২, গোড়ীয় সং ৪৬, ৫২) দুই বিভিন্ন
মনোহরের নাম আছে। এক ব্যক্তির নাম ছয় পয়ার ব্যবধানে দুইবার লেখার সার্থকতা নাই।
দেবানন্দের ভ্রাতা মনোহরকে “somewhat later period” বলা যায় না। ভাগবত-পাঠক
দেবানন্দের ভ্রাতার পক্ষে স্লোক লেখা অসম্ভব নহে।

জোড় করি পদদ্বন্দ্ব

বন্দো সে পদারবিন্দ

গঙ্গাদেবী যাহার গৃহিণী ॥

পুনরায় বৃ ১৩৭— মাধব আচার্য্য বন্দো দ্বিজকুলমণি ।

নিত্যানন্দ স্নাতা গঙ্গা যাহার গৃহিণী ॥

২৬০ । মাধবানন্দ (চৈ) [মাধবী] ইনি বাংলায় “কৃষ্ণমঙ্গল” ও সংস্কৃতে “প্রেমরত্নাকর” গ্রন্থ লেখেন ।

শ্রী ২৭২— বন্দে শ্রীমাধবাচার্য্যঃ কৃষ্ণমঙ্গলকারকং

দে ১৩৪— মাধব আচার্য্য বন্দো কবিত্ত শীতল ।

যাহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥

বৃ ১৩৩-১৩৪

শ্রীকৃষ্ণদাস-কৃত কৃষ্ণমঙ্গলে আছে—

মাধব আচার্য্য বন্দো কবিত্ত শীতল ।

যাহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥ —পৃ. ৫

চান্দুয়ার গোস্বামীরা মাধবাচার্য্যের বংশধর (বীরভূমি, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ৩৪) । “ময়মনসিংহ, মালদহ, ত্রিপুরা, ঢাকা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলায় এই গোস্বামিগণের অসংখ্য শিষ্য আছেন” (কিশোরগঞ্জ বার্তাবহ, ৭ই মাঘ, ১৯৩৩ সাল) ডা. দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন যে ভাগবতকার মাধবাচার্য্য শ্রীচৈতন্যের শ্যালক ও ছাত্র । কিন্তু নবদ্বীপের মহাপ্রভুর সেবাইতেরা বলেন যে বিষ্ণুপ্রিয়ায় ভ্রাতার নাম যাদব—শশিভূষণ গোস্বামী ভুল করিয়া মাধব লিখিয়াছিলেন । বিশ্বস্তরের টোলে মাধব নামে কোন ছাত্র ছিল বলিয়া জানা যায় না ।

২৬১ । মাধবদাস—কুলিয়া, গোড়-ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্য ইহার বাড়ীতে ছিলেন । না ২।১৩, চ ২।১৬।২০

২৬২ । মাধব পট্টনায়ক উড়িয়া, করণ ।

শ্রী ২৩৫, দে ১১৪, বৃ ১০৫

২৬৩ । মাধব পণ্ডিত (অ)

২৬৪ । মাধব মিশ্র [পুণ্ডরীকের প্রকাশ] গদাধর পণ্ডিতের পিতা ।

তা ২।৭।২০০

জ ২৭

২৬৫। মাধবানন্দ ঘোষ (চৈ, নি) [রসোল্লাস] বাসুঘোষের ভাই ।
কায়স্থ, কুলাই । গায়ক ও পদকর্তা ।

শ্রী ১২৬, দে ৮১, বৃ ৬৮

ভা ৩।৫।৪৫৫, জ ১৪৪, চ ২।১১।৭৭

২৬৬। মাধবী দেবী (চৈ) [কলাকেলী] শিখি মাহিতীর ভগিনী,
করণ, উড়িয়া ।

কা ১৩।২০, চ ৩।২।১০৩

২৬৭। মাধবেন্দ্র পুরী—শ্রীচৈতন্যের পরমগুরু ।

শ্রী ৬৭-৬৮—যতি-কুলতিলকং পুরাণং মুনীন্দ্রমাদিগুণীশভক্তধ্ব
বন্দে শ্রীমাধবেন্দ্রং ব্যক্তাং চকার হরিতক্তিং যঃ ।

দে ১৪— সাবধানে বন্দো আগে মাধবেন্দ্র পুরী ।
বিষ্ণু ভক্তিপথের প্রথম অবতরি ॥

বৃ ২১— বন্দো শ্রীমাধবপুরী অবনীতে অবতরি
বিষ্ণু ভক্তি যে করিল ব্যক্ত ।
প্রাচীন যে আদিগুরু করুণাকলপতরু
যেহ মহাপ্রভুর আদি ভক্ত ॥

সনাতন গোস্বামী বৃহৎ-বৈষ্ণব-তোষণীর প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

শ্রীমাধবপুরীং বন্দে যতীন্দ্রং শিষ্যসংযুতম্ ।
লোকেষু স্মৃতিতো যেন কৃষ্ণ ভক্তিসু রাঙ্ঘ্রিপঃ ॥

মু ১।৪।৫, কা ১৩।১১১, না ১।৬, জ ২, লো ২, চ ১।২।৮

চ ২।২।২৬৭-৮

শ্রীমাধবপুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গপুরী ।
পূর্বে আসিয়াছিল নদীয়া নংরী ॥
জগন্নাথ মিশ্রঘরে ভিক্ষা যে করিল ।
অপূর্ক মোচার ঘণ্ট তাঁহাতে খাইল ॥

২৬৮। মাধাই (চৈ) [বিজয়] ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ, জগাইয়ের ভাই ।

২৬৯। মামু ঠাকুর (গ, যত্ন) উড়িয়া ।

২৭০। মালাধর ব্রহ্মচারী জ ৭৩, নবদ্বীপ-লীলা-প্রসঙ্গে উল্লিখিত।

২৭১। মালিনী [অম্বিকা] শ্রীবাসপত্নী, ব্রাহ্মণী, নবদ্বীপ।

শ্রী ৮১, দে ১৮, বৃ ২৫। ভা ১।৭।১২৮, জ ২, চ ১।১৩।১০২

২৭২। মীনকেতন রামদাস (নি) [নিশঠ ও উল্লুক]

ঝামাঠপুরে কৃষ্ণদাস কবিরাজের গৃহে গিয়াছিলেন।

২৭৩। মুকুন্দ (চৈ) চরিতামৃতের মতে শ্রীচৈতন্যের অগ্রজ বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া শঙ্করারণ্য নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার দুই শিষ্যের নাম মুকুন্দ ও কাশীনাথ রুদ্র (১।১০।১০৪)। ইহারা হয়তো পরে শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাই মুকুন্দকে চৈতন্যশাখায় গণনা করা হইয়াছে।

২৭৪। মুকুন্দ (নি ৪৫) নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন “বল্লভ ঘোষের নয়টি পুত্র—বাসুদেব, গোবিন্দ, মাধব, জগন্নাথ, দামোদর, মুকুন্দ, দত্তজারি, কংসারি ও মীনকেতন। প্রথম ছয় জন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে বাসুদেব, গোবিন্দ, মাধব, মুকুন্দ এই চারিজন মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পার্শদ ও পদকর্তা বলিয়া বিখ্যাত” (উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ বিবরণ)। ২৭৪ বা ২৭৫ সংখ্যক মুকুন্দ বাসুঘোষের ভাই হইতে পারেন।

২৭৫। মুকুন্দ (নি ৪২)

২৭৬। মুকুন্দ কবিরাজ (নি ৪৮) বৈষ্ণ

শ্রী ২৭২, দে ১৩২, বৃ ১৩১

২৭৭। মুকুন্দ দত্ত (চৈ) [মধুরত] শ্রীচৈতন্যের সহাধ্যায়ী ও কীর্তনীয় ; সম্ভবত বাসুদেব দত্তের ভ্রাতা। বৈষ্ণ, চট্টগ্রাম-নবদ্বীপ-কাঞ্চনপল্লী।

শ্রী ৯২—বন্দে মুকুন্দদত্তং চ কিম্বরঃ স্তুষ্যমানকং

দে ২৫, বৃ ২২

মু ২।৪।১২, কা ৬।৩৭, না ১।১২,

ভা ১।১।১০, ২, লো জ ২, চ ১।১৩।২

২৭৮। মুকুন্দদাস (চৈ) [বৃন্দাদেবী] বৈষ্ণ, শ্রীখণ্ড

শ্রী ১৮১-৮৪—শ্রীমুকুন্দদাস-ভক্তি রত্নাপি গীয়তে জনৈঃ

দৃষ্ট্বা ময়ূরপুচ্ছং যঃ কৃষ্ণ প্রেমবিকর্ষিতঃ।

সন্তো বিহ্বলতাং প্রাপ্তঃ পরমানন্দ-নিবৃত্তঃ

বাহুবৃত্তীরজানং চ পপাতাধো মহাপদাং ॥

দে ৭৪— বন্দিব মুকুন্দ দাস ভাবে শুদ্ধচিত্ত ।

ময়ূরের পাখা দেখি হইলা মুচ্ছিত ॥

বৃ ৬২-৬৩ মুকুন্দদাসের ভক্তি অকথ্য কৃষ্ণের শক্তি

অত্যাধি বিদিত সংসারে ।

ময়ূরের পাখা দেখি চঞ্চল হইল আঁখি

বিহ্বলে পড়িল প্রেমভরে ॥

মু ৪।১৭।১৩ অগ্ৰাণ্ড গ্রন্থের উল্লেখ নরহরি সরকার প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ।

২৭২। মুকুন্দ মোদক—পরমেশ্বর মোদকের পুত্র । নবদ্বীপ, চ ৩।১২।৫

২৮০। মুকুন্দ রায়

জয়কৃষ্ণ—শান্তিপু্রে জনমিলা রায় মুকুন্দ ।

শ্রী ১১৪, দে ৩৯, বৃ ৩৯

দেবকীর মুদ্রিত পাঠ “শ্রীরামমুকুন্দ বন্দো”, কিন্তু ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দের পুথির পাঠ “শ্রীরায় মুকুন্দ বন্দো”, ইনি নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত কোন এক মুকুন্দ হইতে পারেন ।

২৮১। মুকুন্দ সঞ্জয়—ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ, ইহার বাড়ীতে প্রভু টোল খুলিয়া-
ছিলেন ।

ভা ১।৭।৭৩, জ ২৪

Murari Gupta

২৮২। মুরারি গুপ্ত (চৈ) [হুম্মান] বৈজ্ঞ, শ্রীহট্ট—নবদ্বীপ ।

সুপ্রসিদ্ধ করচাকার ও পদকর্তা ।

শ্রী ৮৮, দে ২২, বৃ ২৮

সমস্ত গ্রন্থে উল্লিখিত ।

২৮৩। মুরারি চৈতন্যদাস (নি) ব্রাহ্মণ

শ্রী ২৫০— মুরারি চৈতন্যদাসঃ যমাজগরখেলকঃ

দে ১২১— মুরারি চৈতন্যদাস বন্দো সাবধানে ।

আশ্চর্য্য চরিত্র যার প্রহ্লাদ সমানে ॥

বৃ ১২৫— মুরারি চৈতন্যদাস বন্দিব যতনে ।

যার লীলাখেলা অজগর সর্প সনে ॥

মহা অজগর সর্প লই নিজ কোলে ।

নির্ভয়ে চৈতন্যদাস থাকে কুতূহলে ॥

ভা ৩।৫।৪৬২—যোগ্য শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত ।
যার বাতাসেও কৃষ্ণ পাইয়ে নিশ্চিত ॥

ঐ ৩।৫।৪৭৩—প্রসিদ্ধ চৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত ।
যার খেলা মহাসর্প ব্যাঘ্রের সহিত ॥

জ ২৪, জ ১৪৪—যার খেলা মহাসর্প ব্যাঘ্রের সহিত

মৃণালকান্তি ঘোষ বলেন, “বর্ধমান জেলার গলসী রেলস্টেশন হইতে এক ক্রোশ দূরে সরং বৃন্দাবনপুর গ্রামে মুরারি চৈতন্যদাসের জন্ম । নবদ্বীপধামের অন্তর্গত ঝাউগাছি গ্রামে আসিয়া ইহার নাম শঙ্ক (শারঙ্গ) মুরারি চৈতন্যদাস হইয়াছিল । ইহার বংশধরেরা আজও সরের পাটে বাস করেন ।” কালনা সংস্করণ চরিতামৃতে লেখা আছে “ইহার নিবাস খড়দহে ।” শ্রীজীব, দেবকীনন্দন ও দ্বিতীয় বৃন্দাবনদাস সারঙ্গদাসকে মুরারি চৈতন্যদাস হইতে পৃথক্ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । চরিতামৃতেও উভয়ের নাম স্বতন্ত্র ভাবে লিখিত আছে । সেইজন্য মৃণালবাবুর মত মানিতে পারিলাম না । সারঙ্গদাস ভ্রষ্টব্য ।

২৮৪ । মুরারি পণ্ডিত (অ) ব্রাহ্মণ

চ ১৩।১০।২

২৮৫ । মুরারি মাহাতি (চৈ) কায়স্থ, উড়িয়া, শিখিমাহিতীর ভাই ।

কা ১৩।২০, চ ২।১০।৪২

২৮৬ । যদু কবিচন্দ্র (নি) রত্নগর্ত আচার্য্যের পুত্র, ব্রাহ্মণ, শ্রীহট্ট-নবদ্বীপ ।

শ্রী ২৪৪, দে ১১৭, বৃ ১১০

ভা ২।১।১৫১—যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেমরসময় ।

নিরবধি নিত্যানন্দ যাহারে সদয় ॥

পদকল্পতরুতে যদু ভণিতায় ১৪টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে ।

২৮৭ । যদু গাঙ্গুলী (গ, যদু) ব্রাহ্মণ

যদুনাথ-মতে যদুনন্দন চক্রবর্তী । ভক্তিরত্নাকরে “যে রচিল গৌরাক্ষের অদ্ভুত চরিত ।”

২৮৮ । যদুনন্দন (চৈ)

২৮৯। যদুনন্দন আচার্য্য (অ) ইনি রঘুনাথদাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু।

২৯০। যদুনাথ (চৈ) কুলীনগ্রাম

শ্রী ২৬৮—দাসঃ শ্রীযদুনাথাত্ম্যং বন্দে মধুরচিত্তকং

দে ১২৯, বৃ ১২৮

মন্তব্য :—পদকল্পতরুতে যদুনাথ ভণিতায় ১৬টা পদ ধৃত হইয়াছে। এগুলির রচয়িতা এই যদুনাথ কিনা বলা যায় না। জগদ্বন্ধু ভদ্র ও সতীশচন্দ্র রায় পদকর্তা যদু, যদুনাথ ও যদুনন্দনকে গোবিন্দলীলামৃতের অহুবাদক যদুনন্দন স্থির করিয়াছেন। কিন্তু কি প্রমাণের বলে তাঁহারা যদু ও যদুনাথ ভণিতার পদ যদুনন্দনে আরোপ করেন বুঝা যায় না। আমার মনে হয় ইহারা স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

২৯১। যশোবন্ত—পঞ্চসখার অগ্রতম।

২৯২। যাদবদাস (অ)

২৯৩। যাদবাচার্য্য—যদুনাথ-মতে গদাধর-শাখা।

চ ১।৮।২৬—যাদবাচার্য্য গোসাঞি শ্রীকৃপের সঙ্গী।

চৈতন্যচরিতে তেহেঁ অতি বড় রঙ্গী ॥

নবদ্বীপের মহাপ্রভুর সেবাইতগণ ইহার বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন ও বলেন যে ইনি বিষ্ণুপ্রিয়ার ভ্রাতা।

২৯৪। রঘুনন্দন (চৈ ১১৭) ইনি স্মার্ত রঘুনন্দন নহেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার জ্যোতিষতত্ত্ব গ্রন্থে ১৪৮৯ শকের অর্থাৎ ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখ আছে। ঐ গ্রন্থই তাঁহার শেষ রচনা বলিয়া কিংবদন্তি।

২৯৫। রঘুনন্দন (চৈ ৭৬) [প্রহ্লাদ] বৈষ্ণ, শ্রীখণ্ড।

শ্রী ১৮১-৮২, ১৮৯-৯০

মুকুন্দদাসঃ তং বন্দে যং স্তুতো রঘুনন্দনঃ।

কামো রতিপতির্লডুং যো গোপালমভোজয়ত ॥

স চ রঘুনন্দন এষ বরেণ্যো।

নরহরি-শিষ্যঃ স্কন্ধতীমাগ্রঃ ॥

বাল্যাবধিতঃ সাধুচরিত্রো।

ভক্তি-বিশোধিত-চিত্ত-পবিত্রঃ ॥

দে ৭৬—মধুর চরিত্র বন্দো শ্রীরঘুনন্দন ।

আকৃতি প্রকৃতি যার ভুবনমোহন ॥

বৃ ৬৪—বন্দো রঘুনন্দন মুরতি মদন সম

জগত মোহিত যার নাটে ।

মু ৪।১।৫, কা ১৩।১৪৮, না ৯।১, জ ১৪৪, লোচন সর্বত্র

২২৬ । রঘুনাথ (অ)

রঘুনাথ (গ) ভাগবতাচার্য্য দ্রষ্টব্য ।

২২৭ । রঘুনাথ তীর্থ

শ্রী ২৭০, কিন্তু দে. ও বৃ. তে রঘুনাথ পুরীর বন্দনা ।

জ ১৪৫—আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ পরম উদার ।

পূর্বে রঘুনাথ পুরী নাম ছিল জার ॥

চ ১।১।৩২ ঐরূপ ।

২২৮ । রঘুনাথ ভট্ট (চৈ) [রাগমঞ্জরী] কাশীবাসী তপন মিশ্রের পুত্র

শ্রী ১৫৩—বন্দে রঘুনাথ-ভট্টঃ শ্রীভাগবতাদ্যাপকং বিনয়েন

দে ৫৭—রঘুনাথ ভট্ট গোসাঞি বন্দিব এক চিত্তে ।

বৃন্দাবনে অধ্যাপক শ্রীভাগবতে ॥

বৃ ৫১—বন্দো রঘুনাথ ভট্ট কৃষ্ণপ্রেমে উনমত্ত

বৃন্দাবনে ব্রজবাসী সঙ্গে ।

ভাগবত পঢ়েন হবে প্রেমে অঙ্গ আউলায় তবে

মধুকণ্ঠ ধরেন প্রসঙ্গে ॥

মু ৪।১।১৭, চ ২।১৭।৮৬

২২৯ । রঘুনাথদাস (চ) [রসমঞ্জরী বা রতিমঞ্জরী]

কায়স্থ—নীলাচল—বৃন্দাবন

শ্রী ১৪৯-৫০—বন্দে রঘুনাথদাসঃ রাধাকুণ্ড-নিবাসিনঃ ।

চৈতন্য-সর্বতত্ত্বজ্ঞঃ ত্যক্তান্যভাবমুক্তমঃ ॥

দে ৫৫— রঘুনাথ দাস বন্দো রাধাকুণ্ড বাসী

বৃ ৪২— শ্রীরাধাকুণ্ডেতে বাস বন্দো রঘুনাথ দাস

যে জন চৈতন্য মৰ্ম্ম জানে ।

মু ৪।১৭।২১, কা ১৫।১০৬, না ১০।৩, চ ২।১।২৬২

ইনি স্তবাবলী, মুক্তাচরিত্র ও দানকেলি চিন্তামণি (গ্রন্থ) লিখিয়াছেন।
পদ্মাবলীর ১৩১, ২১২ ও ৩৩১ সংখ্যক শ্লোক ইহার রচনা। পদকল্পতরুতে
ইহার রচিত তিনটি পদ আছে।

৩০০। রঘুনাথদাস

শ্রী ১২১, দে ৭৭, বৃ ৬৫

৩০১। রঘুনাথ বিপ্র [বরাক্ষনা] উড়িয়া ভক্তদের সহিত উল্লিখিত।

শ্রী ২২৩, দে ১০৬, বৃ ২৮

৩০২। রঘুনাথ বৈষ্ণ (চৈ ১২৪) বৈষ্ণ, নীলাচল।

মু ৪।১৭।২১

৩০৩। রঘুনাথ বৈষ্ণ উপাধ্যায় (নি) বৈষ্ণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত-মতে নিত্যানন্দের সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত।

৩০৪। রঘু নীলাম্বর (চৈ) নীলাচল

৩০৫। রঘুপতি উপাধ্যায়—চরিতামৃত ২।১২।৮৫

ইনি কাশীতে শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হন ; যথা—

হেন কালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়।

তিরোহিতা পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব মহাশয় ॥

চরিতামৃতে ইহার রচিত যে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা
যথাক্রমে পদ্মাবলীর ১২৬, ২৮ ও ৮২ শ্লোক। এই তিনটি ছাড়া পদ্মাবলীর
৮৭, ২৭ ও ৩০১ শ্লোকও ইহার রচনা। ইনি ও নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত রঘুনাথ
বৈষ্ণ উপাধ্যায় ভিন্ন ব্যক্তি। ইনি “পুরুষার্থকৌমুদী”-নামক বেদান্ত-গ্রন্থের
রচয়িতা হইতে পারেন। (রাজেন্দ্রলাল মিত্র Notices, VII, No. 2377,
pp. 143-4)

৩০৬। রঘুমিশ্র (গ) [কর্ণরমঞ্জরী]

৩০৭। রত্নাকর পণ্ডিত [নিধি]

৩০৮। রত্নগর্ভ পণ্ডিত—ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ।

ভা ২।১।১৫১— রত্নগর্ভ আচার্য বিখ্যাত তাঁর নাম।

প্রভুর বাপের সঙ্গী, জন্ম এক গ্রাম ॥

ইহার তিন পুত্রের নাম কৃষ্ণানন্দ, জীব ও যদুনাথ কবিচন্দ্র। ইনি ভাগবত পাঠ করিতেন।

৩০৯। রত্নাবতী [বৃষভানু-পত্নী] মাধব মিশ্রের পত্নী ও গদাধর গোস্বামীর মাতা।

৩১০। রাঘব গোস্বামী [চম্পকলতা] ব্রাহ্মণ, দ্রাবিড়—গোবর্দ্ধন।

গৌ. গ. দী.— ভক্তিরত্নাকাশাখ্য-গ্রন্থে যেন বিনিশ্চিতঃ

(এই গ্রন্থ সম্প্রতি বৃন্দাবন হইতে পুরীদাসজী-কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে)

শ্রী ১৫১-২— গোস্বামিনং রাঘবাখ্যং গোবর্দ্ধনবিলাসিনং।

বন্দে ভাববিশেষেণ বিচরন্তং মহাশয়ং ॥

দে ৫৫— রাঘব গোসাঞি বন্দো গোবর্দ্ধন বিলাসী

বৃ ৪৯— রাঘব গোসাঞি তবে বন্দো বড় ভক্তি ভাবে
যাহার বিলাস গোবর্দ্ধনে ॥

জয়কৃষ্ণ— দ্রাবিড়ে গোপাল ভট্ট রাঘব গোসাঞি।

কাশীশ্বর হরিভট্ট প্রকাশ তথাই ॥

৩১১। রাঘব পণ্ডিত (চৈ, নি) [ধনিষ্ঠা] ব্রাহ্মণ, পানীহাটী।

শ্রী ১৫৮-৬০— ততশ্চ রাঘবানন্দং নিত্যানন্দানুভাবিনং

শ্রীমান্ পদ্মাবতীসুহৃদ্যুৎকৃষ্টানি কুতূহলী।

দাড়িম্ব-বৃক্ষ-নীপস্ত পুষ্পং বৈ সমযোজয়ং।

দে ৬৩— মহাঅনুভব বন্দো পণ্ডিত রাঘব।

পানীহাটী গ্রামে যার প্রকাশ বৈভব ॥

বৃ ৫৫— বন্দিব রাঘবানন্দ যার ঘরে নিত্যানন্দ

অনুভাব করিল বিদিত।

বাড়ীর জাহীর গাছে কদম্ব ফুটিয়া আছে

সর্ব লোক দেখিতে বিন্মিত।

রাঘব পণ্ডিতের নামান্তর যে রাঘবানন্দ তাহা ভা ৩৫।৪৫৫ পৃ. হইতে জানা যায়।

মু ৪।১।৪, কা ২০।১২, না ৮।৩০, ভা ৩।৫।৪৪৮, জ ৭৩, লো ৩, চ ২।১০।৮২
রাঘবের ঝালি স্মৃতিসিদ্ধি।

৩১২। রাঘবপুরী [সিদ্ধি]

শ্রী ১৩৪, দে ৫০

৩১৩। রাজীব পণ্ডিত—ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ।

শ্রী ২৭২, বৃ ১৩১

৩১৪। রাজেন্দ্র (চৈ)

চ ১।১০।৮৩— তার মধ্যে রূপ সনাতন বড় শাখা
অনুপম জীব—রাজেন্দ্রাদি উপশাখা ॥

৩১৫। রামগিরি জ ৮৮

৩১৬। রামচন্দ্র কবিরাজ (নি) ইনি নরোত্তম ঠাকুরের বন্ধু, রামচন্দ্র
কবিরাজ নহেন। গোড়ীয় মঠ সংস্করণ মতে ইনি চিরঞ্জীব সেনের পুত্র। এই
মত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় স্বীকার করেন নাই (গো. প. ত. ভূমিকা,
১০৪ পৃ.) রামগোপাল দাস “শাখা বর্ণনে” রঘুনন্দনের এক শিষ্যের নাম
রামচন্দ্র বলিয়াছেন।

৩১৭। রামচন্দ্র খান, ভা ৩।২।৩৮৩-৫ ইনি প্রভুকে ছত্রভোগ হইতে
নীলাচলে যাইতে সাহায্য করিয়াছিলেন।

৩১৮। রামচন্দ্র দ্বিজ—ব্রাহ্মণ, উৎকল।

শ্রী ২৪৩, দে ১৩৭, বৃ ১১০

জয়কৃষ্ণ— উৎকলে উড়া বলরামদাস।
নাথদাস আর তথাই প্রকাশ।
শিশু কৃষ্ণদাস দ্বিজ রামচন্দ্র আর।
মাধব নায়ক পটু তথাই প্রচার ॥

৩১৯। রামচন্দ্র পুরী [বিভীষণ+জটিল] চরিতামৃত ৩।৮।১২শে
কবিরাজ গোস্বামী ইহাকে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য বলিয়াছেন, কিন্তু ১।২
পরিচ্ছেদে উপেক্ষা করিয়া ইহার নাম করেন নাই।

শ্রী ১২৫— সদা প্রভু বশাং বন্দে রামচন্দ্র-পুরীং ততঃ।

দে ৪৫— বন্দিব শ্রীরামচন্দ্র পুরীর চরণ।

প্রভু যারে কহিলেন শ্রীরামের গণ ॥

বৃ ৪৩— বন্দে রামচন্দ্র পুরী ঠাহার বিক্রম হেরি
নিবর্ত করিল প্রভু সব ॥

গৌ. গ. দী.তে (৯৩) আছে যে হেতু রামচন্দ্র পুরীতে জটিল প্রবেশ
করিয়াছিলেন, সেই হেতু ইনি প্রভুর ভিক্ষা সঙ্কোচাদি করিয়াছিলেন।
চরিতামৃত ৩।৮।৬-য়ে রামচন্দ্র পুরীকে “সর্ব নিন্দাকর” বলা হইয়াছে। এরূপ
হইলে বৈষ্ণব-বন্দনায় তাঁহার নাম থাকিত কিনা সন্দেহ।

৩২০। রামভীর্থ শ্রী ২৬৯

৩২১। রামদাস—চরিতামৃত ২।১৮।১২৭। পাঠান বিজুলি খানের ভৃত্য
(২।১৮।১২৮)। কিন্তু ২।১৮।১৭৫-য়ে ইহাকে “কালবস্ত্র পরে সেই লোকে কহে
পীর” বলা হইয়াছে। পীর কখনও চাকর হইতে পারে না। যাহা হউক, প্রভু
ইহাকে বৈষ্ণব করিয়া রামদাস নাম দিয়াছিলেন।

৩২২। রামদাস (চৈ) (বিচক্ষণ শুকপক্ষী) শিবানন্দ সেনের পুত্র,
বৈষ্ণ, কাঞ্চনপল্লী।

দে ৭৩, কিন্তু কোন প্রাচীন পুথিতে বন্দনা নাই।

৩২৩। রামদাস কবিচন্দ্র (চৈ) (কুরঙ্গাক্ষী)

শ্রী ১০৬, দে ৩৩, বৃ ৩৬

৩২৪। রামদাস বালক

শ্রী ২৫২, দে ১২২

৩২৫। রামদাস বিপ্র—চ ২।১।১০৯, ২।২।১২৫ দক্ষিণ মথুরার ব্রাহ্মণ।
শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণপুরাণের শ্লোক দেখাইয়া ইহাকে প্রবোধিত করেন।

৩২৬। রামদাস বিশ্বাস, কায়স্থ, “মহাপ্রভু অধিক তাঁরে কৃপা না
করিল” (চ ৩।১৩।২০—২৮)।

সর্ব শাস্ত্রে প্রবীণ কাব্যপ্রকাশ অধ্যাপক।

পরম বৈষ্ণব রঘুনাথ উপাসক ॥

ইনি পট্টনায়ক গোষ্ঠীকে কাব্যপ্রকাশ পড়াইতেন (৩।১৩।১১০)।

৩২৭। রামানন্দ, জ ৭৩ “গোসাঞির মামা রামানন্দ সংসারে পূজিত।”
গোসাঞি অর্থে গদাধর পণ্ডিত।

৩২৮। রামানন্দ রায় (চৈ) [অর্জুন + অর্জুনীয়া + ললিতা]

ভবানন্দের পুত্র, উড়িয়া, করণ।

শ্রী ১৬৬-৮—রামানন্দং ততো বন্দে ভক্তিলক্ষণসঙ্কুলং

যশ্চাননাদম্বুদাক্ষিচৈতন্যেন কৃপালুন।

স্বভক্তিসিদ্ধাস্ত চরণামৃতং বর্ষিতং ভুবি

দে ৬৭— রায় রামানন্দ বন্দো বড় অধিকারী।

প্রভু ধারে লভিলা দুর্লভ জ্ঞান করি ॥

বৃ ৫৮— বন্দো রায় রামানন্দ

ধার সঙ্গে গৌরচন্দ্র

বিচারিলা ভক্তির লক্ষণ।

মু ৩।১৫।১, কা ১২।১৩০, না ৭।৩, ভা ৩।৫।৪৫৩, জ ২, লো ২, চ ২।১।২৫।

জগন্নাথবল্লভ-নাটক-রচয়িতা। পদ্মাবলীর ১৩ সংখ্যক শ্লোক ইহার রচনা। ইহার সম্বন্ধে তারিণীচরণ রথ (J. B. O. R. S. Vol VI, Pt. III, p. 448) একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

৩২২। রামানন্দ বসু (চৈ) [স্ককণ্ঠী] 'গুণরাজাঙ্গয়' (না ৯।২) অর্থাৎ কুলীন গ্রামের মালাধর বসু গুণরাজ ধানের পুত্র।

শ্রী ২৩২— বসু-বংশাগ্রগণ্যং রামানন্দং স্বগৌষ্ঠীকং

দে ১১৫— বসু বংশ রামানন্দ বন্দিব যতনে।

ধার বংশে গৌর বিনা অস্ত্র নাহি জানে ॥

বৃ ১০৮— বসু বংশের তিলক বন্দিব রামানন্দ।

ধার গৌষ্ঠী ভ্রমর পদারবিন্দ ॥

মু ৪।১৭।১৩, না ৯।২, চ ২।১০।৮৭

৩৩০। রামনাথ [চতুঃসনের অন্ততম]

৩৩১। রাম ভদ্র (নি ৫০)

৩৩২। রাম ভট্টাচার্য (চৈ) ব্রাহ্মণ, নীলাচল।

চ ২।১০।১৭৭

৩৩৩। রাম সেন (নি ৪৮) বৈষ্ণ

৩৩৪। রামাই (চৈ) [পয়োধ] নীলাচলে প্রভুর ভৃত্য।

৩৩৫। রুদ্র পণ্ডিত [বরুধপ গোপাল] ব্রাহ্মণ, বল্লভপুর (হুগলি জেলার মাহেশের ১ মাইল উত্তরে)।

৩৩৬। রূপ গোস্বামী (চৈ) [রূপমঞ্জরী] ব্রাহ্মণ, বৃন্দাবন।

শ্রী ১৩৬-৪২—বন্দে তোঁ পরমানন্দোঁ প্রভু রূপসনাতনোঁ ।
 বিরক্তোঁচ রূপালুচ বৃন্দাবন-নিবাসিনোঁ ॥
 যং পাদাজ-পরিমলগন্ধলেশ-বিভাবিতঃ ।
 জীবনামা নিষেবেয় তাবিহৈব ভবে ভবে ॥
 শ্রীরূপঃ সৰ্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য প্রভু-শক্তিমান্ ।
 কৃষ্ণ-প্রেম পরং তত্ত্বং নির্নির্গায় রূপানিধিঃ ॥

দে ৫১— বন্দে রূপ সনাতন দুই মহাশয় ।
 বৃন্দাবন ভূমি হুঁহে করিলা নির্ণয় ॥

বৃ ৪৭— বন্দো রূপ সনাতন বসতি শ্রীবৃন্দাবন
 পর বিরক্ত উদাসীন ।
 রাজ্যপদ পরিহরি ভিক্ষকের বেশ ধরি
 যে লইল করঙ্গ কোপীন ॥

সমস্ত বৈষ্ণব-গ্রন্থে উল্লিখিত । গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে যে উপাসনা-
 প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহা ইহার দ্বারা উদ্ভাবিত ।

৩৩৭। লক্ষ্মণ আচার্য্য

শ্রী ২৪৭, দে ১১২

৩৩৮। লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত (গ, যহ) [রসোন্মাদা]

৩৩৯। লক্ষ্মীপ্রিয়া—বিশ্বস্তর মিশ্রের প্রথম স্ত্রী ।

শ্রী ৩১, দে ৯, বৃ ১২

সমস্ত চরিত-গ্রন্থে উল্লিখিত ।

৩৪০। লোকনাথ [চতুঃসনের অগ্রতম] বৃন্দনাথ-মতে লোকনাথ ভট্ট ।

৩৪১। লোকনাথ পণ্ডিত (অ) [লীলামঞ্জরী] তালখেড়া (যশোহর)

নিবাসী পদ্মনাভ চক্রবর্তীর পুত্র (ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ২১) ব্রাহ্মণ, বৃন্দাবন ।

শ্রী ১৫৪, দে ৫৮, বৃ ৫২, চ ২।১৮।৪৩

অষ্টমের আদেশে লোকনাথ ভাগবতের দশম স্কন্ধের এক টীকা লেখেন
 (Catalogue of Sanskrit Mss. by M. M. H. P. Sastri, Vol V,
 . Purana No. 3624) ।

৩৪২। বক্রেস্বর (চৈ) [অনিরুদ্ধ] যদুনাথ-মতে গদাধরের শিষ্য, ব্রাহ্মণ, আকনা (হুগলী)। কালনা সংস্করণ চরিতামতে জন্মস্থান সেটেরি লেখা হইয়াছে।

শ্রী ১৬২-৭০—ততো বক্রেস্বরং বন্দে প্রভুচিহ্নং স্নুহুল্লভং
যস্মিন্ প্রেমানন্দতয়া কীর্তনং কৃতবান্ প্রভুঃ।

দে ৬৮— বক্রেস্বর পণ্ডিত বন্দো দিব্য শরীর।
অভ্যন্তরে কৃষ্ণতেজ গৌরান্ন বাহির ॥

ব ৫৮— বন্দিব শ্রীবক্রেস্বর যাহার নৃত্যে বিশ্বস্তর
মহানন্দে করিলা কীর্তন।

নবদ্বীপ-লীলায় বক্রেস্বর একজন প্রধান পরিকর ছিলেন; যথা নাটকে (৪৮)—

বক্রেস্বরে নৃত্যতি গৌরচন্দ্রো গায়তামন্দং করতালিকাভিঃ
বক্রেস্বরো গায়তি গৌরচন্দ্রে নৃত্যতাসৌ তুলা-স্বখাহুভূতিঃ

মু ৩।১৭।১৭, কা ১৩।১৪৫, না ১।২০, ভা ২।১।১৩২, জ ২, লো ২, চ ২।১।২৩৮
না ৮।৩৩-য়ে সার্কর্ভোম বলিতেছেন যে তিনি শ্রীবাস, বক্রেস্বর, আচার্য্য-
রত্ন ও পুণ্ডরীককে বাল্যে দেখিয়াছেন। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে বক্রেস্বর
শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়। বক্রেস্বর বৈষ্ণব-সমাজে খুব প্রভাবশালী
ছিলেন। বরাহনগর পাটবাড়ীতে গোপালগুরু-বিরচিত “বক্রেস্বরষ্টকে”র
দুইখানি (১৪০ সংখ্যা দেবনাগর অক্ষরে, ও ৬৭৭ সংখ্যা বাংলা অক্ষরে
লিখিত) পাতড়া আছে। তাহার দ্বিতীয় শ্লোক হইতে জানা যায় যে দক্ষিণ
ও পশ্চিম ভারতে বক্রেস্বর শ্রীচৈতন্যের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন; যথা—

কর্ণাট-লাট-মরহট্ট-কলিঙ্গ-রাষ্ট্র
সৌরাষ্ট্র-কোট-মলয়ালয়-গুজ্জরেষু।
যস্য প্রভববিভবো বিতনোতু ভক্তিং
বক্রেস্বরং তমিহ সংপ্রবরং নমামি ॥

১৩০৭ সালে অমৃতলাল পাল ‘বক্রেস্বর চরিত’ নামে একখানি বই লিখিয়া
প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে ইহার শিষ্য গোপাল গুরু রাধাকান্ত মঠের
প্রতিষ্ঠাতা।

৩৪৩। বনমালি আচার্য্য [বিশ্বামিত্র ১৮] লক্ষ্মীর বিবাহে ঘটক ।

শ্রী ১১২-২০, দে ৪২, বৃ ৪১

মু ১৮২২, কা ৩১২, ভা ১৭৭৭, জ ৩৮, চ ১১৫১২৬

৩৪৪। বনমালি কবিচন্দ্র (অ)

৩৪৫। বনমালিদাস (অ) [চিত্রা ১৩১] বিষ্ণুদাস বৈষ্ণবের ভ্রাতা ।

রামগোপালদাস “শাখা বর্ণনে” বনমালি কবিরাজকে রঘুনন্দনের শিষ্য বলিয়াছেন । “বৈষ্ণব-বন্দনা” হইতে যখন জানা যাইতেছে যে বনমালিদাস বিষ্ণুদাস বৈষ্ণবের ভ্রাতা, তখন ইহার উপাধি কবিরাজ হওয়া সম্ভব ।

বনমালি কবিরাজ আর শাখা হয় ।

ঘোড়ঘাটে করিল তিঁহ সেবার আশ্রয় ॥—রামগোপাল

শ্রী ২২৪, দে ১০৭

৩৪৬। বনমালি পণ্ডিত (চৈ) [হৃদামা] দরিদ্র ভক্ত, ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ ।

শ্রী ১০৮, দে ৬৮, বৃ ৩৭

মু ২১১১১, ২১৪১২০, কা ৭৭৬, ভা ৩২৭২১, চ ১১৭১১৩,

৩৪৭। বনমালি পণ্ডিত [মালাধর ১৪৪] গৌরবল্লভ

৩৪৮। বলদেব মাহাতি, উড়িয়া, কায়স্থ ।

শ্রী ২৩৬, দে ১১৪, বৃ ১০৫

৩৪৯। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য (চৈ) [মধুরেশ্বরা] ব্রাহ্মণ, নীলাচল ।

শ্রীচৈতন্যের সহিত বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন ।

৩৫০। বলরাম (অ) অষ্টমত-পুত্র ।

৩৫১। বলরাম ওড় উড়িয়া, মন্তবলরাম ।

শ্রী ২৩০, দে ১১০, বৃ ১০২ ।

৩৫২। বলরাম খুটিয়া—কানাই খুটিয়ার পুত্র, উড়িয়া ।

শ্রী ২২৮, দে ১০২, বৃ ১০০ (দাস বলরাম)

৩৫৩। বলরামদাস (নি) ব্রাহ্মণ, দোগাছী (নবদ্বীপের নিকট) ।

শ্রী ২৫৫— বন্দে বলরামদাসং সংগীতাচার্য্য-লক্ষণং
সেবতে পরমানন্দং নিত্যানন্দ প্রভুং হি যঃ ।

দে ১২৪— সঙ্গীত কারক বন্দো শ্রীবলরামদাস ।

নিত্যানন্দ চন্দ্রে ধীর অকথ্য বিশ্বাস ॥

বৃ ১৮৮

ইহার রচিত ৫৩টি পদ গো. প. ত. তে আছে। ইহার বংশধরদের মধ্যে একজন হইতেছেন সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সাহিত্যিক হরিহাস গোস্বামী।

৩৫৩ ক। বল্লভ সেন (চি) শিবানন্দ সেনের ভাগিনেয়, বৈষ্ণ, কাঁচিশালি।
দে ১২৩, না ৮১৩

৩৫৪। বল্লভাচার্য্য [জনক] লক্ষ্মীর পিতা।

শ্রী ১১৫-৬, দে ৪০, বৃ ৩২

মু ১৯১৬, কা ৩৬, ভা ১৭৭৩, জ ২, চ ১১৫১২৫

৩৫৫। বল্লভ আচার্য্য বা ভট্ট (শুকদেব) বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

শ্রী ২৫৩, চ ২১১২৪২

উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চরিতামৃতের বল্লভ ভট্টকে বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বল্লভাচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না (বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকা ৫৭১২৫৭ পৃ.)। কিন্তু কবিকর্ণপুর যখন ইহাকে শুকদেব বলিয়াছেন ও বল্লভাচার্য্য যখন ভাগবতের সুবোধিনী টীকার লেখক বলিয়া জানা যায়, তখন উভয়ে এক ব্যক্তি হওয়াই সম্ভব। গ্রিয়ারসন সাহেব (J. R. A. S. 1909, p. 610 পাদটীকায়) ইহাকে লক্ষ্মীর পিতা বল্লভাচার্য্যের সহিত এক বলিয়া ভীষণ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। দক্ষিণী ব্রাহ্মণদের সহিত বাংলার বৈদিক ব্রাহ্মণের আদান-প্রদান চলে না। বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের সহিত গোড়ীয়া বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের এখন কোন প্রকার বিরোধ নাই। ১৩৩১ সালের ১২ই চৈত্র তারিখে কলিকাতা ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থ “পুষ্টিমার্গীয় বৈষ্ণব সঙ্ঘের” চতুর্থ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গোড়ীয় মঠের গুরুদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর আহূত হইয়া উপদেশ দিয়াছিলেন (গোড়ীয় ৩৩২১৪ পৃ.)।

৩৫৬। বল্লভ চৈতন্যদাস (গ)

৩৫৭। বল্লভ রত্নবাটী—কাশী

৩৫৮। বসন্ত (নি)

৩৫৯। বসুধা (বারুণী) নিত্যানন্দের স্ত্রী।

শ্রী ৪১-৪২, দে ১২, বৃ ১৫

৩৬০। বাণীনাথ নায়ক (চৈ) রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা, উড়িষ্যা, করণ।

শ্রী ১৬৫, দে ৬৫, বৃ ৫৭।

কা ১৩১৩৬, না ৮২, চ ২১০১৫৪

৩৬১। বাণীনাথ বসু (চৈ) কায়স্থ, কুলীনগ্রাম।

৩৬২। বাণীনাথ বিপ্র (চৈ) [কামলেখা] ব্রাহ্মণ, চাঁপাহাটি (নবদ্বীপের নিকট)। ইনি যে গৌর-গদাধর মূর্তি স্থাপন করেন, তাহা আজও পূজিত হইতেছে বলিয়া স্থানীয় প্রবাদ।

মু ৪১৭১২২, কা ১০১৬, জ ২

৩৬৩। বাণীনাথ ব্রহ্মচারী (গ)

৩৬৪। বামারণ্য—জ ৮৮

৩৬৫। বাসুদেব—ব্রাহ্মণ, কূর্মক্ষেত্র।

মু ৩১৪১৩, কা ১২১০৬, না ৭৩, জ ৩৮, চ ২১১২৩

৩৬৬। বাসুদেব দ্বিজ—ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ। নবদ্বীপে অভিনয়ের দিন ইনি অভিনেতাঙ্গিকে সাজাইয়া দিয়াছিলেন (না ৩১২)।

শ্রী ১০২, দে ৩৬ (বাসুদেব ভাদর), বৃ ৩৭।

৩৬৭। বাসুঘোষ (চৈ, নি) [গুণভূষণ] পদকর্তা, কীর্তনীয়া, কায়স্থ, কুলাই (বর্দ্ধমান)।

শ্রী ১২৬, দে ৮২, বৃ ৬৮

ভা ৩৫৪৫৫, লো ৮, চ ২১১১৭৭

৩৬৮। বাসুদেব তীর্থ [জয়স্কায়]

শ্রী ২৭১, দে ১৩১, বৃ ১৩০

৩৬৯। বাসুদেব দত্ত (চৈ) [মধুব্রত-নামক গায়ক] বৈষ্ণ, চট্টগ্রাম জেলার চক্রশীল গ্রামে জন্ম—নবদ্বীপে ও পরে কাঞ্চনপল্লীতে বাস। জয়ানন্দ (পৃ. ৭৩) মতে মুকুন্দ দত্তের ভাই।

শ্রী ৯৩—বন্দে বাসুদেব দত্তং মহর্ষেঃ পরিপূরিতং।

যশ্চান্দ্রবায়ুস্পর্শেন সত্বে প্রেমযুতো ভবেৎ ॥

দে ২৬—বাসুদেব দত্ত বন্দো বড় শুদ্ধভাবে।

উৎকলে ঝাঁহারে প্রভু রাখিলা সমীপে ॥

কবিকর্ণপুরের মহাকাব্য ও চরিতামৃত পাঠে মনে হয় না যে ইনি উৎকলে বাস করিতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে প্রভু শিবানন্দ সেনকে আদেশ করেন যে তিনি যেন বাসুদেব দত্তের সাংসারিক ব্যাপার তত্ত্বাবধান করেন।

বৃ ৩০—

বন্দো বাহুদেব দত্ত

যাহার নিগূঢ় তত্ত্ব

মহত্ত্বতা कहনে না যায় ।

যাহার অঙ্গের বায়ে

কৃষ্ণপ্রেমভক্তি হয়ে

উপমা কি দিব আর তার ॥

মু ৪।১৭।৫, কা ১০।১৪৬, না ৮।৩৩, ভা ১।২।১৬, জ ২, লো ২, চ ২।১০।৭২

কবিকর্ণপুর মহাকাব্যে (১৭।৩২) ইহাকে “ভিষগৃষভ” বলিয়াছেন ।

৩৭০ । বিজয়দাস (অ)

৩৭১ । বিজয় পণ্ডিত (অ)

৩৭২ । বিজয় লেখক (চৈ) [নিধি] ইনি প্রভুর পুথি লিখিয়া দিতেন ।

শ্রী ১০৭, দে ৩৩, বৃ ৩৬ (লেখক বিজয়ানন্দ)

মু ৪।১৭।৭, ভা ২।৮।২০২

পদকল্পতরুতে ধৃত বিজয়ানন্দ-ভগিতা-যুক্ত একটি পদ ইহার রচনা বলিয়া
জগদ্বন্ধু ভদ্র ও সতীশচন্দ্র রায় অনুমান করিয়াছেন ।

৩৭৩ । বিজুলি খান—পাঠান রাজকুমার ।

চ ২।১৮।১২৭ শ্রীচৈতন্য ইহাকে বৈষ্ণব করেন ।

৩৭৪ । বিজ্ঞানন্দ (চৈ) রামগোপাল দাসের “শাখা বর্ণনে” (পৃ. ৮)

বিজ্ঞানন্দ পণ্ডিত নাম পণ্ডিত অকিঞ্চন ।

গদাধর ঠাকুরের হন কৃপার ভাজন ॥

কুলীনগ্রাম ।

৩৭৫ । বিজ্ঞানন্দ আচার্য—ষড়নাথ-মতে গদাধর-শাখা ।

৩৭৬ । বিজ্ঞানিধি [নিধি ১০৩]

শ্রী ১০৩

৩৭৭ । বিজ্ঞানচাম্পতি [স্বমধুরা] সার্বভৌমের ভ্রাতা ; ব্রাহ্মণ, কুলিয়ার
নিকট । জয়ানন্দ-মতে পিরল্যা গ্রামে বাড়ি । পিরল্যার বর্তমান নাম

মু ৩।১৭।১৪, ভা ১।১।১১, জ ১২, চ ২।১।১৪০

গোড়ে পুনরাগমনের সময় শ্রীচৈতন্য ইহার বাড়িতে ছিলেন । সনাতন

গোস্বামী বৃহৎবৈষ্ণবতোষণীর মঙ্গলাচরণে ইহাকে গুরুবর্গের মধ্যে উল্লেখ করিয়া বন্দনা করিয়াছেন।

৩৭৮। বিপ্রদাস—উড়িয়া

শ্রী ২২৫, দে ১০৬, বৃ ২৬ (বিপ্রদাস উৎকলিয়া)

৩৭৯। বিশ্বরূপ [বলদেব] শ্রীচৈতন্যের অগ্রজ।

শ্রী ২৫-২৬—অথ বন্দে বিশ্বরূপং সংগ্রাসি-গণ-ভূপতিং

শঙ্করারণ্য-সংজ্ঞং তং চৈতন্যগ্রজমদ্ভুতং।

দে ৭— বন্দনা করিব বিশ্বরূপ ধন্য ধন্য

চৈতন্য অগ্রজ নাম শ্রীশঙ্করারণ্য

বৃ— তবে বন্দে। বিশ্বরূপ ঠাকুর সন্নাসীভূপ
শ্রীশঙ্করারণ্য ধন্যনাম।

মু ১১২৮, কা ২১২০, ভা ১১১২, জ ১১, চ ১১১৫১২

৩৮০। বিশ্বেশ্বরানন্দ আচার্য্য [দিবাকর]

শ্রী ১৩৫, দে ৫১, বৃ ৪৬

৩৮১। বিষ্ণাই হাজড়া (নি)

৩৮২। বিষ্ণুদাস—ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ, বিশ্বম্ভরের অধ্যাপক।

শ্রী ১০২, দে ৩৪, বৃ ৩৪

মু ১১২১, কা ৩১২

৩৮৩। বিষ্ণুদাস (চৈঃ ১৪২)

নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস

এ সভার সঙ্গে প্রভুর নীলাচলে বাস ॥

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ—পিতা সদাশিব। ইনিই কবীন্দ্র বিষ্ণুদাস নামে খ্যাত। কিংবদন্তি এই যে ইনি মহাপ্রভুর আদেশে ঢাকা জেলার সানোরাগ্রামে যাইয়া বাস করেন। ইহার সহিত কবীন্দ্র-সম্প্রদায়ের কোন সম্বন্ধ নাই। “কবীন্দ্র পরিবারের গোস্বামীদের দ্বারা গাড়ে জাতির অনেক লোক বৈষ্ণব হইয়াছেন” (বীরভূমি ৮৩, পৃ. ৪০)। ভক্তিরত্নাকরে কিন্তু এক কবীন্দ্রকে পাণিষ্ঠ বলা হইয়াছে; যথা—

স্বমত রচিয়া সে পাণিষ্ঠ দুরাচার

কহয়ে কবীন্দ্র বঙ্গদেশেতে প্রচার ॥—১০৪৫ পৃ.

৩৮৪। বিষ্ণুদাস আচার্য্য (নি) ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ, নন্দন আচার্য্যের ভাই।

৩৮৫। বিষ্ণুদাস বৈষ্ণ

শ্রী ২২৩—বন্দে রঘুনাথ বিপ্রং বৈষ্ণং শ্রীবিষ্ণুদাসকং

দে ১০৬, বৃ ৯৮

৩৮৬। বিষ্ণুপ্রিয়া [ভূ] বিশ্বস্তর মিশ্রের দ্বিতীয়া পত্নী।

শ্রী ৩১, দে ৯, বৃ ১২

সমস্ত বৈষ্ণব-গ্রন্থে উল্লিখিত।

মু ৪। ১৪। ৮ বিষ্ণুপ্রিয়া কর্তৃক শ্রীচৈতন্যের মূর্তি স্থাপনের কথা আছে।

৩৮৭। বিষ্ণুপুরী (চরিতামৃত-মতে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য, কিন্তু গো. গ. দী. মতে জয়ধর্মের শিষ্য) ত্রিহৃত। ভক্তিরত্নাবলীর লেখক।

শ্রী ১৩২—ততো বিষ্ণু-পুরীং বন্দে ভক্তিরত্নাবলীকৃতিং

দে ৪২— বিষ্ণুপুরী গোসাঞি বন্দো করিয়া যতন

বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী যাহার গ্রন্থন ॥

বৃ— বন্দিব শ্রীবিষ্ণুপুরী বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী
যে করিল লোক নিস্তারিতে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (Catalogue of Sanskrit Mss. Vol. V. Purana P. (XXXIII)) বলেন যে বিষ্ণুপুরী ১৫৫৫ শকে, ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। এই কথা সত্য হইলে বিষ্ণুপুরী শ্রীচৈতন্যের একশত বৎসর পরবর্তী হন। Egglingএর India Office Catalogue (Vol. VI, P. 1272-73) হইতে জানা যায় যে ভক্তিরত্নাবলীর পুথি ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নকল করা হইয়াছিল।

ডা. স্থশীল কুমার দে বিষ্ণুপুরীকে শ্রীচৈতন্যের বহু পূর্ববর্তী বলিয়া স্থির করিয়াছেন (পত্নাবলী Notes on Authors, p. 232)। অসমীয়া ভাষায় লিখিত দৈত্যারি পণ্ডিতের শঙ্কর চরিতে আছে যে শঙ্কর দেব কর্ণভূষণের নিকট হইতে বিষ্ণুপুরীর ভক্তিরত্নাবলী পাইয়াছিলেন ; যথা—

রত্নাবলী গ্রন্থ বারানসী হস্তে আনি।

শঙ্কর দেবক দিয়া বুলিলন্ত বাণী ॥

বিষ্ণুপুরী নামে এক সন্ন্যাসী আছিল।

ইতো গ্রন্থখানি বাপু তেঁহো বিরচিল ॥

অসমীয়া “গুরুচরিত্র” পুথিতেও ঐরূপ কথা আছে। অসমীয়া বিবরণ হইতে মনে হয় যে ডা. দেৱ অসুমান সত্য।

কিন্তু বিষ্ণুপুরী যে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন তাহার চারিটা প্রমাণ পাওয়া যায় :—(১) চরিতামৃতের তাঁহাকে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য বলা হইয়াছে। (২) হিন্দী ভক্তমালের টীকাকার প্রিয়দাসজী লিখিয়াছেন যে মহাপ্রভুর পত্র পাইয়া বিষ্ণুপুরী ভক্তিরত্নাবলী সকলন করিয়া পাঠান (পৃ. ৫৫৪)। (৩) বুকানন হ্যামিলটন ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণিয়ার শুনিয়াছিলেন যে তিনশত বৎসর পূর্বে বিষ্ণুপুরী নামে এক বিদ্বান্ সন্ন্যাসী ছিলেন—তিনি পরে বিবাহ করেন (পূর্ণিয়া রিপোর্ট, ২৭৫ পৃ.)। ১৮০২-এর তিনশত বৎসর পূর্বে মানে ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দ, শ্রীচৈতন্যের যখন ২৩ বৎসর বয়স। রামচরণ ঠাকুর অসমীয়া ভাষায় শঙ্কর-চরিত্র গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে বিষ্ণুপুর “শৃঙ্গার স্তম্ভক তেবে ভার্য্যাক খুজিল” (৩২২৬ পয়ার)। (৪) জয়ানন্দ (পৃ. ১২৬) ও লোচন (পৃ. ২) বিষ্ণুপুরীকে শ্রীচৈতন্যের গণমধ্যে গণনা করিয়াছেন।

সম্ভবত বিষ্ণুপুরী জয়ধর্মের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন বলিয়া মাধবেন্দ্র পুরী এবং শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইয়াছিলেন।

৩৮৮। বীরচন্দ্র বা বীরভদ্র (নি) (সঙ্কষণ) ব্রাহ্মণ, খড়দহ।

শ্রী ৫১-৫৪—বীরচন্দ্রং প্রভুং বন্দে শ্রীচৈতন্য-প্রভুং হরিং
কৃত-দ্বিতীয়াবতারং ভুবনজয়-তারকং ।
বেদধর্ম-রতং তুত্র বিরতং নিরহঙ্কৃতং
নির্দম্বং দম্বসংযুতং জাহ্নবীসেবকং ত্রিহ ॥

দে ১২-১৩—বসুধা জাহ্নবী বন্দো দুই ঠাকুরাণী ।
যার পুত্র বীরভদ্র জগতে বাখানি ॥
শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি বন্দিব সাবধানে ।
সকল ভুবন বশ যার আচরণে ॥

বৃ ১৫-১৭—সানন্দে পড়িয়া ভূমি বন্দো বসু জাহ্নবিনী
বীরচন্দ্র যাহার নন্দন ।
বন্দিব ঠাকুর বীর তদ্র গম্ভীর ধীর
যার গুণে ভরিল ভুবন ॥

নীলাচলে গৌর হরি নিত্যানন্দ সঙ্গে করি
 নিভূতে কহিল যুক্তি সার ।
 তাহার কারণ এই বীরচন্দ্র প্রভু সেই
 গৌরাক্ষ আপনি অবতার ॥
 সন্দেহ না কর ইথে শ্রীচৈতন্যভাগবতে
 লিখিলেন বৃন্দাবনদাস ।
 এই সব অমৃতব অভিরাম জানে সব
 প্রণমিয়া করিল প্রকাশ ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে বীরচন্দ্রের নাম নাই। কবিকর্ণপুর গো. গ. দী. তে
 লিখিয়াছেন—

সঙ্কর্ষণস্ত যো ব্যূহঃ পয়োধিশায়ি-নামকঃ ।
 স এব বীরচন্দ্রোহভূচ্চৈতন্যভিগ্নবিগ্রহঃ ॥

চরিতামৃতের ১।১।৫-২-এ বীরভদ্রের উল্লেখ আছে। অদ্বৈত প্রভুর পুত্রদের
 নাম করিবার সময় প্রত্যেককে অদ্বৈতনন্দন বলিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ পরিচয়
 দিয়াছেন। কিন্তু বীরভদ্রের কথা লিখিতে যাইয়া তাঁহাকে নিত্যানন্দের পুত্র
 বলেন নাই। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন যে বীরভদ্র নিত্যানন্দের
 পুত্র নহেন—শিষ্য। জয়ানন্দ বীরভদ্রকে নিত্যানন্দের পুত্র বলিয়া উল্লেখ
 করিয়াছেন—

বহুগর্ভে প্রকাশ গোসাঞি বীরভদ্র ।
 জাহ্নবীনন্দন রামভদ্র মহামর্দ ॥—১৫১ পৃ.

ভক্তিরত্নাকরেও বীরভদ্রকে নিত্যানন্দ-পুত্র বলা হইয়াছে (পৃ. ৫৮২)।

বীরভদ্র শ্রীচৈতন্যের প্রকটকালেই জন্মিয়াছিলেন, তাহা না হইলে গো. গ.
 দী.তে ও বৈষ্ণব-বন্দনাসমূহে তাঁহার নাম থাকিত না। শ্রীচৈতন্যভাগবত
 রচনা-কালে বীরভদ্র বালক ছিলেন বলিয়া বোধ হয় বৃন্দাবনদাস তাঁহার নাম
 উল্লেখ করেন নাই।

কথিত আছে বীরভদ্র বার শত নেড়ানেড়ীকে বৈষ্ণব করেন। বোধ হয়
 ঐসব নেড়ানেড়ী বৌদ্ধ সহজিয়া ছিলেন।

গৌড়বঙ্গে বীরভদ্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে সুসংবদ্ধভাবে গঠন করেন। শ্রীনিবাস

আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুর বীরভদ্রকে সম্মান করিতেন। বীরভদ্রের নিম্নোক্ত পত্রখানি হইতে বৈষ্ণব-সমাজের উপর তাঁহার প্রভাব বুঝা যায় :—

“ভবদীয়াবশ্যস্বরণীয় শ্রীবীরচন্দ্রদেবঃ প্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বকং নিবেদয়তি

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য ! স্বং শ্রীশ্রীমহাপ্রভোঃ শক্তিঃ, অতএব একয়া শক্ত্যা প্রভুশক্তি রূপাদি—শ্রীমদ্ভূপ-গোস্বামিদ্বারা গ্রন্থং প্রকাশিতং, অপরয়া শক্ত্যা গোড়মণ্ডলে মহাজন-সংসদি গ্রন্থবিস্তারং করোষি, ইতি ভবতোহস্তিক মদীয়-বার্ত্তাং প্রেষয়ামি। জয়গোপাল-দাসেন মংপ্রসাদোল্লঙ্ঘনং কৃতং, তচ্চ জগতি বিদিতমিতিহ তেন সার্কং মদীয়-জনেন কেনাপ্যালাপাদিকং ন কর্তব্যমিতি” (ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ১০৪৭)।

কাঁদড়া-নিবাসী কায়স্থ জয়গোপাল দাস বিদ্যাগর্বে গুরু বীরচন্দ্রকে অবহেলা করিয়াছিলেন বলিয়া বীরচন্দ্র তাঁহাকে সামাজিক-ভাবে একঘরে করিয়াছিলেন। ইহাতে জয়গোপাল দাসের সহিত কেহ আলাপ করিতে পাইবে না এই আদেশ দেওয়া হয়।

জয়গোপাল দাস একজন সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। ইনি নিত্যানন্দের অমুচর স্কন্দরানন্দ ঠাকুরের কৃপা প্রাপ্ত হন। জয়গোপাল সংস্কৃত ভাষায় হরিভক্তিরত্নাকর, ভক্তিভাবপ্রদীপ, কৃষ্ণবিলাস, মনোবুদ্ধিসন্দর্ভ, ধর্মসন্দর্ভ ও অমুমানসমন্বয় এবং বাংলা ভাষায় গোপাল-বিলাস গ্রন্থ লেখেন (উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ডের দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬৪-৮)। জয়গোপাল দাসের কাহিনী হইতে বুঝা যায় যে বীরচন্দ্রের বিরুদ্ধে একটি দল গঠিত হইয়াছিল।

নিত্যানন্দের পরিকরেরা গোপবেশ ধারণ করিয়া মাথায় চূড়া পরিতেন। বীরচন্দ্র চূড়া ধারণ নিষেধ করেন। এক ব্যক্তি তাহা মানেন নাই বলিয়া বীরচন্দ্র তাঁহাকেও পরিত্যাগ করেন। ঐ ব্যক্তির সম্প্রদায় এখন চূড়াধারী সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

৩৮৯। বুদ্ধিমন্ত খান (চৈ) বিষ্ণুপ্রিয়া-সহ বিশ্বম্ভরের বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন (ভা ১।১০।১১১ পৃ.)। ব্রহ্মচারী ছিলেন (সদাশিব পণ্ডিত দ্রষ্টব্য)।

মু ৪।১৭।১০, ভা ১।৮।৮৪, জ ১৪০, চ ২।৩।১৫১

৩৯০। বৃন্দাবনদাস (নি) (বেদব্যাস+কুম্মাপীড়) শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের লেখক।

শ্রী ৮৩-৮৪ — বন্দে নারায়ণী-স্বয়ং দাসং বৃন্দাবনং পরং ।
শ্রীনিত্যানন্দ-চৈতন্য-গুণ-বর্ণন-কারিণং ॥

দে ১২৬— নারায়ণী স্তুত বন্দো বৃন্দাবনদাস ।
চৈতন্যমঙ্গল য়েহ করিল প্রকাশ ॥

বৃ ১২০-১— নারায়ণী স্তুত বন্দো বৃন্দাবনদাস ।
সর্ব ভক্ত যাহারে বোলেন বৃন্দাবনদাস ॥
শ্রীচৈতন্যভাগবত যাহার গ্রন্থন ।
যে গ্রন্থ মোহিত কৈল এ তিন ভুবন ॥

জয়কৃষ্ণ দাস বলেন যে বৃন্দাবনদাসের জন্ম কুমারহাটে ও মামগাছিতে বাস ।
তিনিও পদকর্তা উদ্ধবদাসের গায় লিখিয়াছেন “শৈশবে বিধবা ধনী নারায়ণী
ঠাকুরাণী ।” সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালার ১৬৯১ সংখ্যক পুথি বৃন্দাবন-
দাসের চৈতন্যভাগবতের সংস্কৃত অনুবাদ ।

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বাসুদেবের সপ্তম অধস্তন পুরুষ নৃসিংহ বৃন্দাবন-
দাসের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সংস্কৃতে “চৈতন্য-মহাভাগবত” লিখিয়াছিলেন ;
যথা—

শ্রুতং আশ্রমবাগীশাং ভাষা বৃন্দাবনস্ত চ ।
শ্রদ্ধা বেদাগমং জ্ঞাত্বা চকার গ্রন্থমুত্তমম্ ॥

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত পুথি অবলম্বন করিয়া
এই গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন [সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪২।২, পৃ. ৮৯] এই
গ্রন্থের আর একখানি পুথি নবদ্বীপের হরিদাস গোস্বামী দক্ষিণ খণ্ডের ঠাকুরদের
নিকট হইতে আনাইয়া রাখিয়াছেন ।

৩২১ । বৃহচ্ছিশু [পত্রক]

৩২২ । বংশীবদন [বংশী] বাগ্‌নাপাড়ার গোস্বামীদের আদিপুরুষ ।
ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র, কুলিয়া, ব্রাহ্মণ ।

শ্রী ২৪৯, দে ৮৬, বৃ ১১৪

পদকল্পতরুতে বংশীদাস ভণিতায় ১৭টি ও বংশীবদন ভণিতায় ২৫টি পদ ধৃত
হইয়াছে । সতীশবাবু উভয়কে অভিন্ন মনে করেন । “মুরলীবিলাস”, “বংশী
শিক্ষা”, “বংশীবিলাস” প্রভৃতি নাতি-প্রামাণিক গ্রন্থে ইহার কথা আছে ।

ভক্তিরত্নাকর (পৃ. ১২২-২৩) হইতে জানা যায় যে ইনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে রক্ষণা-
বেক্ষণ করিতেন ।

৩২৩ । ব্রহ্মাগিরি জ ৮৮

৩২৪ । ব্রহ্মানন্দ—শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখা যায় যে এক ব্রহ্মানন্দ শ্রীবাসের
গৃহে বিশ্বস্তরের সহিত কীৰ্ত্তন করিতেন [২৮।২৪৩], তিনি অভিনয়ের
দিন কল্লিগীর সখী সাজিয়াছিলেন [২।১৮।২৮২], শাস্তিপুর হইতে প্রভুর
সহিত নীলাচলে গিয়াছিলেন । (২।২৬।৩৮২) । ইনি মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য
ব্রহ্মানন্দ পুরী বা ব্রহ্মানন্দ ভারতী নহেন বলিয়া মনে হয় । যদুনাথ দাস
“শাখা-নির্ণয়ে” ইহাকে গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য বলিয়াছেন ।

৩২৫ । ব্রহ্মানন্দ ভারতী (মাধবেন্দ্র-শিষ্য চৈ)

শ্রী ১৩৩, মু ৪।১৭।২০, না ৮।১৫, ভা ৩।২।৪২৩, চ ২।১০।১৪৬

৩২৬ । ব্রহ্মানন্দ পুরী (মাধবেন্দ্র-শিষ্য)

শ্রী ১২২, দে ৪৭

ভা ১।৬।৬২—ঈশ্বরপুরী আদি যত ।

সর্ব শিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে রত ॥

৩২৭ । বৈষ্ণবনাথ (অ)

৩২৮ । শঙ্কর (চৈ) কুলীনগ্রাম ।

৩২৯ । শঙ্কর (নি)

৪০০ । শঙ্কর ঘোষ [মুদঙ্গী-স্বধাকর] ডম্ফবাদ্য-বিশারদ । ইহার রচিত
একটি পদ গৌরপদতরঙ্গিনীতে আছে ।

শ্রী ২৮১, দে ১৩৭, বৃ ১৩৬

৪০১ । শঙ্কর পণ্ডিত (চৈ) [ভদ্রা] দামোদর পণ্ডিতের ভাই,
ব্রাহ্মণ, পুরী ।

শ্রী ২৫, দে ২৮, বৃ ৩১

মু ৪।১।৪, না ১।২০, ভা ৩।৩।৪০২

৪০২ । শঙ্করানন্দ সরস্বতী চ ৩।৬।২৮২, বৃন্দাবন হইতে গুণামালা ও
গোবর্দ্ধন শিলা আনিয়া শ্রীচৈতন্যকে দেন ।

৪০৩ । শচী [যশোদা] শ্রীচৈতন্যের মাতা ।

শ্রী ২৩, দে ৬, বৃ ১০

সমস্ত চরিত-গ্রন্থে উল্লিখিত ।

৪০৪। শিখি মাহিতী (চৈ) [রাগলেখা] উড়িয়া, করণ, না ৮।২
লেখনাধিকারী।

মু ৪।১৭।২২, কা ১৩।৮২, ভা ৩।২।৪২৩, চ ২।১০।৪০

৪০৫। শিবাই (নি)

৪০৬। শিবানন্দ ওড় (চৈ)

৪০৭। শিবানন্দ চক্রবর্তী (গ, যহ) [লবঙ্গমঞ্জরী] ফুলিয়া, বন্দাবন।

শ্রী ২৮৪, দে ১৩২, বৃ ১৩৮

৪০৮। শিবানন্দ পণ্ডিত—উড়িয়া ভক্তদের সহিত উল্লিখিত।

শ্রী ২৩৪, জ ২২

৪০৯। শিবানন্দ দস্তুর (চৈ) নীলাচল। দস্তুর উপাধি পার্শ্বদেবের মধ্যে
দেখা যায়।

৪১০। শিবানন্দ সেন (চৈ) [বীরাদৃতী] পদকর্তা ও কবিকর্ণপুরের
পিতা। বৈষ্ণ, কাঞ্চনপল্লী।

শ্রী ১৭২-৮০— বন্দে শিবানন্দ-সেনঃ নিষ্ঠাশাস্তিপরায়ণঃ।

যোহমৌ প্রভু পাদাদন্তঃ নহি জানাতি কিঞ্চন ॥

দে ৭২— প্রেমময় তনু বন্দো সেন শিবানন্দ।

জাতি প্রাণ ধন যার গোরা পদদ্বন্দ্ব ॥

বৃ ৬২— বন্দো সেন শিবানন্দ চৈতন্য পদারবিন্দ

বিহু যার নাহিক ভাবন।

মু ৪।১৭।৬, কা ১৩।১২৭, না ১।৫, ভা ৩।৫।৪৪৫, চ ২।১।১১২

চরিতামৃতের ৩২ অধ্যায়ে দেখা যায় যে শিবানন্দ “চতুরক্ষর গৌরগোপাল
মন্ত্রে” উপাসনা করিতেন। ১৮২১ শকের চরিতামৃতের সংস্করণে মাখনলাল
দাস বাবাজী পাদটীকায় ঐ মন্ত্র কি লিখিয়া গিয়াছেন। উহা “ক্লী কৃষ্ণ ক্লী”।
কালনা-সংস্করণের পাদটীকায় গৌরগোপালের ধ্যান এই—

শ্রীমৎ কল্পক্রম-মূলোদাত-কমল-লসৎ-কণিকো

সং সিং তোয় শুচ্ছাখা লস্বি পদ্মোদর বিসরদ

সংখ্যাতরহাভিবিম্বিতঃ।

হেমাভঃ স্বপ্রভাভিজ্জিভূবনমখিলং ভাসয়ন্ বাসুদেবঃ।

পায়াদ্বঃ পায়সাদোহ নবরতনবীন অমৃতানী বলিশঃ ॥

এই গৌরগোপাল ময়ে শ্রীচৈতন্যের নামগন্ধ নাই।

৪১১। শুক্লাক্ষর ব্রহ্মচারী (১৫) [যজ্ঞ পত্রিকা] কুমারহট্ট, নবদ্বীপ।

শ্রী ১০৪, দে ৩২, বৃ ৩৫

মু ২।১।২০, কা ৬৮, না ১।২০, ভা ১।১।১০, জ ৬৮, চ ১।১।১২০

৪১২। শুক্লসরস্বতী

শ্রী ১৫৭, দে ৬০, বৃ ৫৪

জ ৮৮

৪১৩। শুভানন্দ দ্বিজ (১৫) [মালতী]

চ ২।১৩।৩৮

৪১৪। শেখর পণ্ডিত (১৫) রামগোপাল দাস ইহাকে রঘুনন্দন-শিষ্য বলিয়াছেন ; যথা—

আর এক শাখা হয় কবিশেখর রায়।

যাঁর গ্রন্থ পদ অনেক বিদিত সভায় ॥

পরবর্তী যুগের পদকর্তা চন্দ্রশেখরের সহিত শেখর-ভণিতা-প্রদানকারী কবিকে এক মনে করা কর্তব্য নহে।

৪১৫। শ্রী [যোগমায়া] অদ্বৈত-পত্নী।

৪১৬। শ্রীকর (১৫ ১০২) ব্রাহ্মণ, কাঁচিসালি, কালনা-সংস্করণ চরিতা-মুতে “কর শ্রীমধুসূদন” পাঠ, নাথের সংস্করণে “শ্রীকর শ্রীমধুসূদন” পাঠ ; নাথের পাঠই শুদ্ধ, কেন-না জয়কৃষ্ণদাস শ্রীকর বলিয়া একজন ভক্তের জন্ম কাঁচিসালিতে হইয়াছিল বলিয়াছেন।

শ্রী ২৪৬, দে ১১৭, বৃ ১১০

৪১৭। শ্রীকান্ত—না ১।১৭ মতে শ্রীবাসের ভ্রাতা। কিন্তু চরিতামৃত-মতে শ্রীবাসের ভ্রাতৃগণের নাম শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। জ ৪৭

৪১৮। শ্রীকান্ত সেন (১৫) [কাত্যায়নী] শিবানন্দ সেনের ভাগিনেয়। বৈষ্ণ, কাঞ্চনপল্লী।

কা ১৫।১০৬, না ৮৩৩, চ ২।১১।৭৮

৪১৯। শ্রীগর্ভ [নিধি] শ্রীবাস-মন্দিরে কীর্তনের দলে ছিলেন। ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ।

শ্রী ১০৩, দে ৩১, বৃ ৩৫

মু ৪।১৭।২, ভা ২।৮।২০২, জ ২৩

পদ্মাবলীর ৮৪ সংখ্যক শ্লোক ইহার কৃত।

৪২০। শ্রীধর (নি ৪৫)

৪২১। শ্রীধর (চৈ ৬৫) [কুসুমাসব] খোলাবেচা শ্রীধর। ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ।

শ্রী ১০৮, দে ৩৪, বৃ ৩৬

মু ৪।১৭।৮, ভা ১।১।১১, জ ২৩

৪২২। শ্রীধর ব্রহ্মচারী (গ, যত্ন) [চন্দ্রলতিকা]

৪২৩। শ্রীনাথ পণ্ডিত (চৈ ১০৫) ব্রাহ্মণ, কুমারহট্ট।

চরিতামৃত—শ্রীনাথ পণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন।

যার কৃষ্ণসেবা দেখি বশ ত্রিভুবন ॥

ইনি কর্ণপুরের গুরু, তজ্জগৎ ইহার তত্ত্ব গো. গ. দী. তে লিখিত হয় নাই।

না ১।৫।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন যে ইনি ‘চৈতন্যমতচন্দ্রিকা’ নামে ভাগবতের টীকা লেখেন।

৪২৪। শ্রীনাথ মিশ্র (চৈ ১০৮) [চিত্রাঙ্গী] উড়িয়া ভক্তদের সহিত উল্লিখিত, ব্রাহ্মণ, উৎকল।

শ্রী ২৩৭, দে ১১৩, বৃ ১০৬

৪২৫। শ্রীনাথ চক্রবর্তী (গ ৮২, যত্ন) [চতুঃসনের অগ্রতম]

৪২৬। শ্রীনিধি (চৈ ৭) [নিধি] চরিতামৃত-মতে শ্রীবাসের ভ্রাতা।

৪২৭। শ্রীনিধি (চৈ ১০৮)

৪২৮। শ্রীপতি (চৈ) ব্রাহ্মণ, শ্রীহট্ট, নবদ্বীপ, কুমারহট্ট; শ্রীবাসের ভ্রাতা।

ভা ৫।২৪, না ১।১৮

৪২৯। শ্রীবৎস পণ্ডিত (অ)

৪৩০। শ্রীবাস (চৈ) [নারদ] ব্রাহ্মণ, শ্রীহট্ট, নবদ্বীপ, কুমারহট্ট।

শ্রী ৮১, দে ১৭, বৃ ২৪ সমস্ত চরিতগ্রন্থে উল্লিখিত।

৪৩১। শ্রীমন্ত (নি)

৪৩২। শ্রীমান পণ্ডিত (চৈ ৩৫) ‘দেউটি ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য’ (চরিতামৃত, ১।১০।৩৫)।

ভা ১।২।১৮ নবদ্বীপে বাড়ি ছিল।

শ্রী ১১১, দে ৩৮

ভা ২।১।১৪০-৪৩, জ ২২, চ ২।১০।৭১

সম্ভবতঃ ইনি পঢ়াবলীর ১৪৩ সংখ্যক শ্লোকের রচয়িতা।

৪৩৩। শ্রীমান সেন (চৈ ৫০) “শ্রীমান সেন প্রভুর সেবক প্রধান।
চৈতন্য চরণ বিনা নাহি জানে আন ॥”

রামগোপাল দাস-মতে রঘুনন্দনের শিষ্য, “শ্রীকৃষ্ণসেবাতে তাঁর প্রীতি
অতিশয়”।

৪৩৪। শ্রীরঙ্গ কবিরাজ (নি) বৈষ্ণব।

৪৩৫। শ্রীরঙ্গ পুরী (মাধবেন্দ্র-শিষ্য ২।২।২৫৮)। শ্রীচৈতন্য যখন
দক্ষিণাপথ ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন শ্রীচৈতন্যের সহিত দেখা হয়। ইনি
শঙ্করারণ্যের তিরোভাবের সংবাদ বলেন।

৪৩৬। শ্রীরাম (চৈ ১০৮)

৪৩৭। শ্রীরামতীর্থ [জয়ন্তেয়]

শ্রী ২৬২, দে ১৩০, ব ১২২

৪৩৮। শ্রীরাম পণ্ডিত (চৈ ৬) [মুনিস্বেষ্ট পরিত] শ্রীবাসের ভ্রাতা।

শ্রী ২০—শ্রীরামপণ্ডিতঃ বন্দে সর্বভূতহিতেরতঃ

মু ২।২।৫, কা-৫।৪১, ভা ১।২।১৬, জ ২২

৪৩৯। শ্রীরামপণ্ডিত (অ ৬৩)

৪৪০। শ্রীহরি আচার্য্য (গ) জ ৮৩

৪৪১। শ্রীহরি পণ্ডিত জ ৭৩

৪৪২। শ্রীহর্ষ (গ, যত্) [সুবেশিনী] যত্নাথ-মতে মিশ্র উপাধি—
সুতরাং ব্রাহ্মণ।

৪৪৩। সঙ্কর্ষণ পুরী—শ্রীজীব-মতে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য (২২০)।

৪৪৪। সঙ্কোতাচার্য্য যত্নাথ-মতে গদাধর-শাখা।

৪৪৫। সঙ্কয় (চৈ) চৈতন্যভাগবত-মতে পুরুষোত্তম সঙ্কয় এক ব্যক্তির
নাম, চরিতামৃত-মতে দুই ব্যক্তির। শ্রীজীব এক সঙ্কয়কে বন্দনা করিয়াছেন ;
যথা—

শ্রী ১১—শ্রীমান্‌সঙ্কয়ৌ বন্দে বিনয়েন কৃপাময়ৌ।

পরমানন্দলক্ষণৌ তৌ চৈতন্যাপিতমানসৌ ॥

দে ৩৮—বন্দো জগদীশ আর শ্রীমান সঙ্কয়

৪৪৬। সত্যগিরি জ ৮৮

৪৪৭। সত্যরাজ খান (চৈ) [কলকণ্ঠি] কায়স্থ, কুলীনগ্রাম, হরিদাস ঠাকুরের কৃপাপাত্র। “ইনি মালাধর বস্থ গুণরাজ খানের দ্বিতীয় পুত্র ও রামানন্দ বস্থর পিতা। প্রকৃত নাম লক্ষ্মীনাথ বস্থ, সম্রাট প্রদত্ত উপাধি সত্যরাজখান” [গোড়ীয়, চতুর্থ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ২০ পৃষ্ঠা)। কিন্তু চৈতন্ত্য-চন্দ্রোদয় নাটকে (৯২) রামানন্দ বস্থকে “গুণরাজাশয়” বলা হইয়াছে।

মু ৪।১৭।১৩, চ ২।১০।৮৭

৪৪৮। সত্যানন্দ ভারতী [জয়ন্তেয়]

শ্রী ১৩০, দে ৪৮, বৃ ৪৪

অভিরাম—গোপতিপাড়াতে সত্যানন্দ সরস্বতী।

বৃন্দাবনচন্দ্র সেবেন করিয়া পিরীতি ॥

৪৪৯। সদাশিব পণ্ডিত (চৈ) “প্রথমেই নিত্যানন্দের ষাঁর ঘরে বাস” (চ) ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ।

শ্রী ১০৩—বন্দে সদাশিবং বিজ্ঞানিধিং শ্রীগর্ভমেবচ

শ্রীনিধিং বুদ্ধিমন্তং চ শ্রীল-শুক্লাশ্বরং পরং

ব্রহ্মচারিন্ এতান্ বৈ প্রেমিণঃ ষম্মহাশয়ান্।

শ্রী ১০৩, দে ৩১, বৃ ৩৫

মু ৪।১৭।৭, ভা ৩।৯।৪২১

৪৫০। সদাশিব বৈষ্ণব কবিরাজ (নি) [চন্দ্রাবলী] পুরুষোত্তমদাসের পিতা, বৈষ্ণব, কাঞ্চনপল্লী।

শ্রী ১৭৭—বন্দে সদাশিবং বৈষ্ণবং যন্ত স্পর্শেন বৈ দুষং

সন্তোহি দ্রবতাং যাতি কিমুতান্নঃ সচেতনঃ।

দে ৭১— সদাশিব কবিরাজ বন্দো একমনে।

নিরন্তর প্রেমোন্মাদ বাহু নাহি জানে ॥

বৃ ৬১—বন্দো সদাশিব বৈষ্ণব যাহার প্রসাদে সত্ত্ব পাষণ গলিয়া হয় পানি।

৪৫১। সনাতন (নি) ভক্তিরত্নাকর (পৃ. ৫৮৮) দাস সনাতন।

Sanatan Goswami

৪৫২। সনাতন গোস্বামী (চৈ) [রত্নমঞ্জরী]

শ্রী ১৪৩-৪, দে ৫১, বৃ ৪৭

স্বনামধন্ত গ্রন্থকার। বৃন্দাবনে মদনমোহনের সেবা প্রকাশ করেন।
পদ্মাবলীর ১৪৩ ও ২৮৩ সংখ্যক শ্লোক ইহার রচনা।

৪৫৩। সনাতন মিশ্র [সত্রাজিত] বিষ্ণুপ্রিয়া পিতা।

শ্রী ১১৭-১৮, দে ৪১, বৃ ৪০

মু ১১৩৩, কা ৩১২৮, ভা ১১১২, জ ২

৪৫৪। সারঙ্গদাস (চৈ) ভাগবতাচার্য ঠাকুর সারঙ্গদাস (চ) [নান্দীমুখী]
বুঢ়ন ; অভিরাম-মতে কুলিয়া ; মেদিনীপুর জেলায় গড়বেতায় সমাধি-মন্দির ;
“বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরঙ্গ” পত্রিকা” (৭ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পৃ. ৩৮৬) মতে ইহার
শ্রীপাট জ্ঞাননগর অথবা মাউগাছিতে আছে।

শ্রী ২১৩, দে ১০১, বৃ ২১

শ্রী ২১৩ — সারঙ্গঠাকুর বন্দে স্ব-প্রকাশিত বৈভবঃ
যেন দত্তানি সর্পেভ্যঃ স্থানানি নিজ-বাসসি ॥

দে ১০১ — বন্দিব সারঙ্গদাস হঞা একমন

বৃ ২১ — শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর বন্দিব কর জুড়ি।
গুধড়ীতে ছিল যার সর্প ছয় কুড়ি ॥

৪৫৫। ^{Sarvabhoma} সার্কভোম (চৈ) [বৃহস্পতি] মহেশ্বর বিশারদের পুত্র ও বিজ্ঞা-
বাচস্পতির ভ্রাতা। নবদ্বীপের নিকট পিরল্যা (বর্তমান নাম পারুলিয়া)
গ্রামে বাড়ি—পুরীতে বাস।

শ্রী ২২১ — ততো বন্দে সার্কভোম-ভট্টাচার্যঃ বৃহস্পতিং

দে ১০৪ — সার্কভোম বন্দো বৃহস্পতির চরিত্র।
প্রভুর প্রকাশে যার অন্তত কবিত্ব ॥

বৃ ২৬ — বন্দো সার্কভোম ভট্টাচার্য মহামতি।
যাহারে বলিয়ে দেবগুরু বৃহস্পতি ॥

জ ৩ — চৈতন্য সহস্র নাম শ্লোক প্রবন্ধে।
সার্কভোম রচিল কেবল প্রেমানন্দে ॥

সমস্ত চরিত-গ্রন্থে উল্লিখিত।

লোচন ছাড়া অগ্র কোন চরিতকার সার্কভোমের নাম “বাসুদেব” লেখেন
নাই। “উত্তরিল বাসুদেব সার্কভোম ঘরে” (লোচন, শেষখণ্ড)।

ভক্তিরত্নাকরে—“জয় বাসুদেব সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য” (পৃ. ৩)

জয়ানন্দ বলেন যে মুসলমানের অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হইয়া

বিশারদ-সুত সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য ।

সবংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গোড় রাজ্য ॥—পৃ. ১১

কিন্তু মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন “যদি মুসলমানদের অত্যাচারে সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ভ্রাতা ও অন্ত্র পরিবারবর্গও অন্ত্র গমন করিতেন ; কিন্তু তাঁহারা যে নবদ্বীপ ত্যাগ করেন নাই, তাহার প্রমাণের অভাব নাই”—বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাক্ষ পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ২০৩ পৃষ্ঠা) । লক্ষ্মীধর-কৃত “অদ্বৈতমকরন্দের” টিকায় বাসুদেব সার্কভৌম নিজ পিতাকে, “বেদান্ত-বিজ্ঞাময়” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।

বাসুদেব সার্কভৌম “সমাসবাদ”-নামক গ্রন্থের গ্রন্থ (Aufrecht, I. 698A) ও “সারাবলী”-নামক তত্ত্বচিন্তামণির টিকা রচনা করেন ।

নগেন্দ্রনাথ বসু কুলজী শাস্ত্র হইতে সার্কভৌমের পরিচয়সূচক একটি শ্লোক তুলিয়া বলেন যে বাসুদেবের পিতার নাম নরহরি বিশারদ ও ভ্রাতার নাম রত্নাকর (ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ১ম ভাগ, পৃ. ২২৫) । সার্কভৌম তাঁহার অদ্বৈতমকরন্দের টিকায় নরহরি বিশারদের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন । সুতরাং বৃন্দাবনদাস (২।২১) যে তাঁহাকে মহেশ্বর বিশারদের পুত্র বলিয়াছেন উহা ভুল ।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ও মহাকাব্যে দেখা যায় যে সার্কভৌম দুইটি শ্লোকে শ্রীচৈতন্যের স্তব লিখিয়াছেন । তাঁহার একটি শ্লোক সনাতন গোস্বামী বৃহৎ-বৈষ্ণবতোষণীর প্রারম্ভে উদ্ধার করিয়াছেন । তিনি শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে অষ্টক, শতক বা সহস্র নাম লিখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না । বাক্যের সার্কভৌমের নাম দিয়া শ্রীচৈতন্যের যে-সব বন্দনা চলিত আছে, তাহা কোন মূর্থ ব্যক্তির লেখা—অসংখ্য ভুলে পরিপূর্ণ ।

পদ্মাবলীর ৭২, ৭৩, ৯০, ৯১, ৯২, ১০০ ও ১৩৩ সংখ্যক পদ ইহার লেখা ।

৪৫৬ । সিদ্ধান্তট্ট (চৈ) নীলাচল—বোধহয় মহারাষ্ট্র-দেশীয় ।

৪৫৭ । সিংহেশ্বর (চৈ) উড়িয়া ব্রাহ্মণ (না ৮২) ।

শ্রী ২৩৩, দে ১১২, বৃ ১০৪

না ৮২, চ ২।১০।৪৩

৪৫৮। সিদ্ধান্ত আচার্য্য জ ৭৩

৪৫৯। সীতা [যোগমায়া] অদ্বৈত-পত্নী, নৃসিংহ ভাট্টার কণ্ঠা।

শ্রী ৭১-৭২—কৈলাসস্থাদিশক্তিঃ ত্রিভুবন-জননীং তৎপ্রিয়াং নাম সীতাম্।

যশাস্বতঃ প্রসাদং ত্রিজগতি চ দদৌ শ্রীজগন্নাথ আস ॥

দে ১৬—সীতাঠাকুরাণী বন্দো হঞা একমন

বৃ ২৩—কৈলাসের আত্মশক্তি বন্দো সীতা ভগবতী

ভক্তি শক্তি সম তেজ ধার।

যাহার প্রতিজ্ঞা হৈতে অবতীর্ণ জগন্নাথে

করিল প্রসাদ পরচার ॥

সীতার চরণ ধূলি বন্দিব মস্তকে তুলি

আপনাকে মানিয়ে শালঘা ॥

“সীতাচরিত্র”, “সীতাগুণকদম্ব”, “অদ্বৈতমঙ্গল”, “অদ্বৈতবিলাস” প্রভৃতি নাতি-প্রামাণিক গ্রন্থে সীতাদেবীর অনেক অলৌকিক কাহিনী আছে।

৪৬০। সুখানন্দ পুরী (মাধবেন্দ্র-শিষ্য) [সিদ্ধি]

শ্রী ১২৮, দে ৪৭

৪৬১। সুগ্রীব মিশ্র—ফুলিয়া

শ্রী ১৭১— বন্দে সুগ্রীব-মিশ্রং তং গোবিন্দং দ্বিজমুত্তমং

যন্তুক্তি-যোগ-মহিমা সুপ্রসিক্তো মহীতলে।

প্রভোঠৈর্গমনার্থং হি ত্রীনবদ্বীপ-ভূমিতঃ

আর্গোড়-ভূমি যেনৈব বন্ধঃ সেতুর্মনোময়ঃ ॥

দে ৬২— বন্দিব সুগ্রীব মিশ্র শ্রীগোবিন্দানন্দ।

প্রভু লাগি মানসিক ধার সেতুবন্ধ ॥

বৃ ৫২— বন্দিব সুবুদ্ধি মিশ্র শ্রীগোবিন্দানন্দ বিপ্র

যার মনমানসজাঙ্কালে।

কুলিয়া নগর হৈতে গোড় পর্য্যন্ত যাইতে

প্রভু চলি গেলা কুতূহলে ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অনুরূপ ঘটনা নৃসিংহানন্দ প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

জয়কৃষ্ণ—সুগ্রীব মিশ্রের জন্ম ফুলিয়া গ্রামেতে ।

গোবিন্দানন্দ শিবানন্দ পণ্ডিত হো তাথে ॥

৪৬২ । সুদর্শন । [বশিষ্ঠ] শ্রীচৈতন্যের অধ্যাপক ।

শ্রী ১০২, দে ৩০, বৃ ৩৪

মু ১১১১, বা ৩২, জ ১৭

৪৬৩ । সুদামা ব্রহ্মচারী—যদুনাথ-মতে গদাধর-শাখা ।

৪৬৪ । সুধানিধি (চৈ) [নিধি] রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা, করণ,
উড়িয়া । দে ৬৬

৪৬৫ । সুন্দরানন্দ (নি) [সুদাম] হালদা মহেশপুর (যশোহর) ।

শ্রী ২০১—বন্দে সুন্দরানন্দং সুদাম-গোপাল-রূপিণং ।

যচ্ছিষ্যো দ্বিপিবর্গেভ্যো হরিনাম দদাবিহ ॥

দে ৮৪— সুন্দরানন্দ ঠাকুর বন্দিব বড় আশে ।

ফুটিল কদম্ব ফুল জম্বীরের গাছে ॥

বৃ ৭৫— ব্রজের সুদাম বন্দ ঠাকুর সুন্দর ।

অগ্নিসম তেজ যার মূর্ত্তি মনোহর ॥

যার দাসে ধরিয়া বনের ব্রাহ্ম আনে ।

কোল দিয়া হরিনাম শোনায় তার কানে ॥

মু ৪১২১১১, জ ৫৬, লো ৩

ভা ৩৬৪৭৪— প্রেমরস সমুদ্র—সুন্দরানন্দ নাম ।

নিত্যানন্দ স্বরূপের পার্শ্বদ প্রধান ॥

জ ১৪৪— অকৃষ্ণ ভাবগ্রস্ত শ্রীসুন্দরানন্দ ।

তাহার দেহেতে অকৃষ্ণ নিত্যানন্দ ॥

৪৬৬ । সুবুদ্ধি মিশ্র (চৈ) [গুণচূড়া] ব্রাহ্মণ, অমূল্যধন ভট্টের মতে
বেলগাঁ বর্দ্ধমানে পাট, কিন্তু জয়কৃষ্ণ বলেন গুপ্তিপাড়ার নিকট পাট ।

শ্রী ২৩৭, দে ১১৩, বৃ ১০৬

জ ৩—“জয়ানন্দের বাপ সুবুদ্ধি মিশ্র গোসাঞি” অধ্যাপক ও গদাধর
পণ্ডিতের শিষ্য ।

৪৬৭। সুবুদ্ধি রায়—চ ২।২৫।১৪০ শ্রীচৈতন্যের দর্শন পাইয়াছিলেন কিনা জানা যায় না।

৪৬৮। স্লোচন (চৈ) [চন্দ্রশেখরা] বৈষ্ণ, শ্রীখণ্ড।

মু ৪।১৭।১৩, চ ২।১১।৮১। রামগোপাল দাস মতে রঘুনন্দনের শিষ্য। গৌরপদতরঙ্গিণীতে স্লোচনের একটি পদ আছে।

৪৬৯। স্লোচন (নি)

৪৭০। সূর্য্য (নি)

৪৭১। সূর্য্যদাস সারখেল (নি) [ককুদ্বি] নিত্যানন্দের স্বশ্র, শালিগ্রাম।

শ্রী ২৪৮, দে ১২০, বৃ ১১৩। পদ্মাবলীর ২৭২ শ্লোক সম্ভবত ইহার লেখা।

৪৭২। স্বপ্নেশ্বর দ্বিজ—ব্রাহ্মণ, উড়িয়া।

শ্রীচৈতন্যকে রেমুণায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

কা ১৯।৭৩, চ ২।১৬।২২

এক স্বপ্নদাসকৃত “বৈষ্ণব সারোদ্ধার” নামে উড়িয়া পুথি স্বরঙ্গীর মহারাজার গ্রন্থাগারে আছে।

স্বরূপ-দামোদর [বিশাখা] পুরুষোত্তম দ্রষ্টব্য।

৪৭৩। স্বরূপ (অ) অদ্বৈত-পুত্র। চরিতামৃতে “স্বরূপ শাখা”, “সীতাগুণ-কদম্বে” “রূপসখা”।

৪৭৪। যজ্ঞীষর কীৰ্ত্তনীয়া কবিচন্দ্র (চৈ)

পদ্মাবলীর ৩২১, ৩৪২, ৩৬৭ শ্লোক ইহার রচনা। সেইজগাই ইহাকে কবিচন্দ্র বলা হইয়াছে।

৪৭৫। হুড়িডপ পণ্ডিত [বাহুদেব] নিত্যানন্দের পিতা—বাংলা বইয়ে হাড়াই পণ্ডিত। ব্রাহ্মণ, একচাকা।

শ্রী ৩৫, দে ১০

গৌ. গ. দী. ও দেবকীনন্দনের ছাপা বৈষ্ণব-বন্দনায় ইহার নাম মুকুন্দ। জয়কৃষ্ণ দাস ও দেবকীনন্দনের ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দের পুথিতে নাম “পরমানন্দ”। সম্ভবতঃ ইহার ডাকনাম হাড়াই পণ্ডিত ও ভাল নাম মুকুন্দ ছিল।

৪৭৬। হরি আচার্য্য [কালাক্ষী] যদুনাথ-মতে গদাধর-শাখা।

৪৭৭। হরিচরণ (অ) ইহাতেই “অদ্বৈতমঙ্গল” গ্রন্থ আরোপিত হইয়াছে।

৪৭৮। হরিদাস ছোট (চৈ) কীর্তনীয়া

৪৭৯। হরিদাস বড় (চৈ) [রক্তক ১৩৮] কীর্তনীয়া ।

৪৮০। হরিদাস ঠাকুর (চৈ) [প্রহ্লাদ + ব্রজা] বুঢ়ন, ফুলিয়া, নীলাচল ।

শ্রী ৮৫—হারদাসঃ ব্রজধাম হরিনামপ্রকাশকঃ

দে ২০, বৃ ২৬

মু ১।১।২২, কা ৭।৪৮, না ১।১২, ভা ১।১।১১, জ ২, লো ২, চ ১।১৩।২

জয়ানন্দ—“স্বর্ণনদী তীরে ভাটকলাগাছি গ্রামে” জন্ম । স্বর্ণনদীর বর্তমান নাম সোনাই । ভাটলী ও কেরাগাছী নামে দুইটি গ্রাম বুঢ়ন পরগণায় আছে । এই দুই মিলাইয়া ভাটকলাগাছি হইতে পারে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩১৮।২, পৃ. ১৩৩) ।

৪৮১। হরিদাস দ্বিজ (চৈ) উৎকলের ভক্তদের সহিত উল্লিখিত ।

শ্রী ২২৫— বিপ্রদাসমুৎকলস্থঃ হরিদাসঃ দ্বিজঃ ততঃ

যাভ্যাং প্রেয়াবশঃ নীতঃ শ্রীশচীনন্দনো হরিঃ ॥

দে ১০৬, মু ৪।১৭।৫

গৌ. প. ত.তে ইহার রচিত দুইটি ও পদকল্পতরুতে ৪টি পদ আছে ।

৪৮২। হরিদাস লঘু চ ২।১৮।৪৬, গোপালদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী ; কিন্তু ইনি শ্রীচৈতন্যের দর্শন পাইয়াছিলেন কিনা জানা যায় না ।

৪৮৩। হরিদাস ব্রজচারী (অ)

৪৮৪। হরিদাস ব্রজচারী (গ, যহ)

৪৮৫। হরিনন্দী—জ ৮৮

৪৮৬। হরিভট্ট—ব্রাহ্মণ, দ্রাবিড় ।

শ্রী ২৩৬, দে ১১৪

না ৮।৩৩, চ ২।১১।৭৬ নীলাচলে আগত গোড়ীয় ভক্তদের সহিত উল্লিখিত ।

৪৮৭। হরিহরানন্দ (নি)

শ্রী ২৭০, দে ১৩১, বৃ ১৩০

৪৮৮। হলায়ুধ [প্রবল) নবদ্বীপ ।

শ্রী ১০২, দে ৩৬

জয়কৃষ্ণ— নিত্যানন্দ প্রিয় ঠাকুর হলায়ুধ নাম ।

নবদ্বীপ রামচন্দ্রপুরে ধীর ধাম ॥

৪৮২। হস্তিগোপাল (গ, যহ) [হরিণী]

৪২০। হিরণ্যক (চৈ) [যজ্ঞপত্নী] জগদীশের ভাই জগন্নাথ মিশ্রের বন্ধু। ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপ।

ভা ১।৪।৪১, জ ১৪০

৪২১। হৃদয়ানন্দ (চৈ ১০২) যদুনাথ-মতে গদাধর-শিষ্য।

৪২২। হৃদয়ানন্দ সেন (অ) বৈজ্ঞ।

“শ্রীহৃদয়ানন্দ গুণের আলায়” (ভক্তিরত্নাকর, পৃ. ৫০২)

৪২৩-৫১২। জয়ানন্দ বলেন বিশ্বস্তরের গয়াযাত্রার সময় নিম্নলিখিত ৩২ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন—

নারায়ণী, সর্বাণী, মালিনী, সীতা, জয়া।
চিত্রলেখা, স্থলোচনা, মায়াবতী, ছায়া ॥
সুভদ্রা, কৌশল্যা, খেমা, মুদ্রিকা, জ্ঞানকী।
চন্দ্রকলা, রত্নমালা, উষা, চন্দ্রমুখী ॥
নন্দাবৈষ্ণবী, বিষ্ণুপ্রিয়া ভাগ্যবতী।
ব্রাহ্মণী জাহ্নবী, গৌরী, সত্যভামা সতী ॥
সাবিত্রী, বিজয়া, লক্ষ্মী, রুক্মিণী, পার্কতী।
জাহ্নবতী, অরুন্ধতী, চম্পা, সরস্বতী ॥
তাস্বল চন্দন মাল্য দিয়া গৌরচন্দ্র।
কান্দিয়া প্রণতি স্তুতি করিল প্রবন্ধ ॥

ইহাদের মধ্যে নারায়ণী, মালিনী, সীতা, চন্দ্রমুখী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। বাকী ২৭টি নাম নূতন, তাহাদের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

পরিশিষ্ট (খ)

যে-সব গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় অথচ কোন পুঁথি
পাওয়া যায় না তাহার তালিকা

এই-সমস্ত গ্রন্থের বিশেষ অনুসন্ধান প্রয়োজন ।

- ১। ঈশ্বর পুরী—শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত
 - ২। কানাই খুঁটিয়া—মহাভাবপ্রকাশ
 - ৩। গোপাল গুরু—শ্লোকাবলী (গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় না কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে ইহার বহু শ্লোক ধৃত হইয়াছে) ।
 - ৪। গোবিন্দ কবিরাজ—সঙ্গীতমাধব নাটক (ভক্তিরত্নাকর ১৭, ১৮, ২০, ৩৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত) ।
 - ৫। গোপাল বসু—চৈতন্যমঙ্গল (জয়ানন্দ-কর্তৃক উল্লিখিত)
 - ৬। গৌরীদাস পণ্ডিত—পদাবলী (ঐ)
 - ৭। পরমানন্দ পুরী—গোবিন্দ-বিজয় (ঐ)
 - ৮। হরিদাস পণ্ডিতের শিষ্য রাধাকৃষ্ণ গোস্বামীর—সাধনদীপিকা (ভক্তিরত্নাকর ৮২ ও ৯২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে) ।
 - ৯। নৃসিংহ কবিরাজ—নবপদ্য
 - ১০। সার্বভৌম ভট্টাচার্য—চৈতন্য সহস্র নাম (জয়ানন্দ-কর্তৃক উল্লিখিত)
- মুরারি গুপ্তের লেখা “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতম্” বা কড়চার কোন পুঁথি পাওয়া যায় না । পুঁথি পাইলে মুদ্রিত গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া অধিকতর নির্ভরযোগ্য সংস্করণ প্রকাশ করা যায় ।

পরিশিষ্ট (গ)

রঘুনাথদাস গোস্বামীর সংস্কৃত সূচক

আমি বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিকৃত রঘুনাথদাস গোস্বামীর একটি সূচক পাইয়াছি । উহার তিনখানি পুঁথি, উক্ত গ্রন্থ-

মন্দিরে আছে। তন্মধ্যে ১০৫২ সংখ্যক পুঁথির কালি ও অক্ষর দেখিয়া মনে হয় উহা অন্ততঃ তিনশত বৎসরের প্রাচীন। “বৃহত্ত্বস্তিত্বসারে” রাধাবল্লভ দাস কর্তৃক লিখিত দাস গোস্বামীর যে বাঙ্গালা সূচক ছাপা আছে তাহার সহিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের সংস্কৃত সূচকের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে রাধাবল্লভ দাস কবিরাজ গোস্বামীর সূচকের বঙ্গানুবাদ মাত্র করিয়াছেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সূচক শ্লোক-হিসাবে পর পর তুলিয়া দিতেছি—ইহাতে দেখা যাইবে যে সংস্কৃত রচনা কেমন করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের উপাদান জোগাইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য হরেঃ কৃপাসমুদয়াদ্যাদান গৃহান্ সম্পদঃ
সদেশাধিপত্যঞ্চ যঃ স্বমলবৎ ত্যক্ত্বা পুরুষচর্যায়া ।
প্রাপ্তঃ শ্রীপুরুষোত্তমং পদযুগং তস্তাসিষেবে চিরং
ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্গোচরঃ ॥

শ্রীচৈতন্য কৃপা হইতে রঘুনাথ দাস চিতে
পরম বৈরাগ্য উপজিলা ।
দারাগৃহ সম্পদ নিজ রাজ্য অধিপদ
মল প্রায় সকল ত্যজিলা ।
পুরুষচর্য কৃষ্ণ নামে গেলা শ্রীপুরুষোত্তমে
গৌরাজের পদযুগ সেবে ।
এই মনে অভিজ্ঞাষ পুন রঘুনাথ দাস
নয়ানগোচর কবে হবে ॥

রাধাকৃষ্ণ ইতি স্বনামদদতা গোবর্দ্ধনাদ্রেঃ শিলাং ।
গুঞ্জাহারমপি ক্রমাৎ ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে যঃ স্বয়ং ।
রাধায়াঞ্চ সমর্পিতঃ করুণয়া চৈতন্য গোস্বামিনা
ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ প্রভৃতি

গৌরাজ দয়াল হঞা রাধাকৃষ্ণ নাম দিয়া
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জাহারে ।
ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে
সমর্পণ করিলা তাহারে ॥

চৈতন্যে নিভৃতং ব্রজং গতবতি হিমা ক্যচান্ যো ব্রজং
প্রাপ্তস্তদ্ বিরহাতুরঃ স্বকবপূর্হাতুঞ্চ গোবর্দ্ধনে ।
দ্রষ্টুং রূপসনাতনৌ কৃততনুজাণশ্চ তাভ্যাং বলাৎ
ভূয়াৎ প্রভৃতি

চৈতন্যের অগোচরে নিজ কেশ ছিঁড়ে করে
বিরহে আকুল ব্রজে গেলা ।
দেহত্যাগ করি মনে গেলা গিরি গোবর্দ্ধনে
দুই গোসাঞি তাহারে দেখিলা ॥
ধরি রূপ সনাতন রাখিল তার জীবন
দেহত্যাগ করিতে না দিলা ।
দুই গোসাঞির আঞ্জা পাঞা রাধাকুণ্ড তটে গিয়া
বাস করি নিয়ম করিলা ॥

রাধাকুণ্ডতটে বসন্ নিয়মিতঃ স্বভ্রাতৃরূপাজ্জয়া
বাসঃ কঞ্চলকৈঃ ফলৈত্র্যজ্ঞ ভবৈর্গব্যৈশ্চ বৃত্তিঃ দধৎ
রাধাং সংস্মৃতিকীৰ্ত্তনৈর্ভজতি যঃ স্নানং ত্রিসন্ধ্যং চরন্
ভূয়াৎ প্রভৃতি

ছেঁড়া কঞ্চল পরিধান বনফল গব্য খান
অন্ন আদি না করে আহার ।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি স্মরণ কীৰ্ত্তন করি
রাধাপদ ভজন যাহার ॥

শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দমধুপো যঃ শ্রীস্বরূপাশ্রিতে।
রূপাধৈততনুঃ সনাতনগতির্গোপালভট্ট প্রিয়ঃ ।
শ্রীরূপাশ্রিতসদৃশাশ্রিতপদো জীবহেতিবাৎসল্যবান্
ভূয়াৎ প্রভৃতি

গৌরাজের পদান্বজে রাখে মনোভূজরাজে
স্বরূপের সদাই ধোয়ায় ।
অভেদ শ্রীরূপের সনে গতি যার সনাতনে
ভট্টযুগ প্রিয় মহাশয় ॥

ଶ୍ରୀରୂପେର ଗଣ ସତ ଠାଉ ପଦେ ଆସ୍ଥିତ
 ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାଂସଲ୍ୟ ଧାର ଜୀବେ ।
 ସେହି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି କାନ୍ଦି ବଳେ ହରି ହରି
 ପ୍ରଭୁର କରୁଣା ହବେ କବେ ॥

ପଞ୍ଚାଶଦ୍ ଘଟିକାଃ ସଦାନୟନହୋରାତ୍ରସ୍ତ ସତ୍ ସଂଯୁତା
 ରାଧାକୃଷ୍ଣବିଳାସସଂସ୍ମୃତିୟୁତେଃ ସକ୍ଷୀର୍ତ୍ତନୈର୍ବନ୍ଦନୈଃ ।
 ଯଃ ଶେତେ ଘଟିକାଚତୁଷ୍ଠୟ ମିହାପ୍ୟାଲୋକତେ ସ୍ବେଦରୋ
 ଭୃଗାଂ ପ୍ରଭୃତି
 ଛାପାନ୍ନ ଦଘୁ ରାତ୍ରି ଦିନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଗୁଣଗାନେ
 ଅରଣ୍ୟେତେ ସଦାହି ଗୋଢାୟ ।
 ଚାରି ଦଘୁ ଶୁଭି ଥାକେ ସ୍ବପ୍ନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦେଖେ
 ଏକ ତିଳ ବ୍ୟର୍ଥ ନାହିଁ ଯାଏ ॥

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଂ ସ୍ବଗଣଂ ଶଚୀଶ୍ଚତୁର୍ଥେ ନାନାବତାରାଂଶ୍ଚ ଯଃ
 ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତୀଂ ନିଶାମିତା ନିଶାମିତା ଯାଯାଂଶ୍ଚ ଲୀଳାଂଶ୍ଚ
 ପ୍ରତ୍ୟେକଂ ନୟତୀହ ବୈଷ୍ଣବଗଣାନ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ବାନ୍ ଶ୍ରୁତାନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହଂ
 ଭୃଗାଂ ପ୍ରଭୃତି

ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଶଚୀଶ୍ଚତୁର୍ଥେ ଠାଉ ଗଣ ହୟ ସତ
 ଅବତାର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ନାମ ।
 ଗୁପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାଂଶ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟ ଶ୍ରୁତ ବୈଷ୍ଣବ ସବ
 ସବାରେ କରନ୍ତେ ପରମାମ ॥

ରାଧାମାଧବଯୋଗବିଯୋଗବିଧୁରୋ ଭୋଗାନିଶେଷାନ୍ କ୍ରମାଂ
 ଚୈତନ୍ୟସ୍ତ ସନାତନସ୍ତ ଚ ସମାନ୍ ସତ୍ ଚାନ୍ନୟମପ୍ୟତ୍ୟଜଂ ।
 ଶ୍ରୀରୂପସ୍ତ ଜଳଂ ବିନା ହରିକଥାଂ ବାଚଂ ସ୍ବରୂପସ୍ତ ଯୋ
 ଭୃଗାଂ ପ୍ରଭୃତି

ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଯୋଗେ ଛାଡ଼ିଲ ସକଳ ଭୋଗେ
 ଶୁଦ୍ଧରୂପ ଅମ୍ଭ ମାତ୍ର ମାରି ।
 ଗୌରାଙ୍ଗେର ବିଯୋଗେ ଅମ୍ଭ ଛାଡ଼ି ଦିଲ ଆଗେ
 ଫଳ ଗବ୍ୟ କରିଲ ଆହାର ॥

সনাতনের অদর্শনে তাহা ছাড়ি সেই দিনে
কেবল করয়ে জল পান ।

রূপের বিচ্ছেদ যবে জল ছাড়ি দিল তবে
রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ ॥

হা রাধে ক হু কৃষ্ণ হা ললিতে ক ত্বং বিশাখেশ্বরি
হা চৈতন্য মহাপ্রভো ক হু ভবান্ হা হা স্বরূপ ক বা
হা শ্রীরূপসনাতনেত্যহুদিনং রোদিত্যলং যঃ সদা
ভূয়াৎ প্রভৃতি

শ্রীরূপের অদর্শনে না দেখি তাঁহার গণে
বিরহে ব্যাকুল হঞা কঁাদে ।

কৃষ্ণকথা আলাপনে না শুনিয়া শ্রবণে
উচ্চস্বরে ডাকে আৰ্ত্তনাদে ॥

হা হা রাধাকৃষ্ণ কোথা কোথা বিশাখা ললিতা
কৃপা করি দেহ দরশন ।

হা চৈতন্য মহাপ্রভু হা স্বরূপ মোর প্রভু
হা হা প্রভু রূপ সনাতন ॥

পরিশিষ্ট (ঘ)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ধৃত শ্লোকমালা ও পূর্ব্বাচার্য্যগণ-
কর্তৃক তাহার ব্যবহার

নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি কৃষ্ণদাস কবিরাজের পূর্বে গোড়ীয় বৈষ্ণব-
সম্প্রদায়ের বিবিধ গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে । সেইজন্য কবিরাজ গোস্বামী আকর
গ্রন্থগুলি পড়িয়াছিলেন কিনা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না । শ্লোকের প্রথম
চরণের পরই যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, উহা চরিতামৃতের স্থান-নির্দেশক ।
পরে অন্যান্য গ্রন্থে ঐ শ্লোকের উদ্ধারের স্থান নির্দেশ করিয়াছি ।

(১) পদ্মপুরাণ

- (১) আরাধনানাং সর্বেষাম্ ২।১১।৭, সিদ্ধু ১৩১ পৃ., লঘু উ. ৪
- (২) ইতীদৃক্ স্বকলী-লাভিরানন্দ ২।১২।৩২, হরি ভ. বি. ১৩।২২

- (୩) ତନୱିରେ ଶିତଜ୍ଞେଷୁ ଭକ୍ତେ ୨।୧୩।୩୨, ହରି ଡ. ବି. ୧୬।୩୨
- (୪) ତନ୍ତ୍ରାଃ ପାରେ ପରବ୍ୟୋମ ୨।୨୧।୧୫, ଲଘୁ ପୂର୍ବ ୫।୨୫୮
- (୫) ଦୌହୃତନର୍ଗେଂ ଲୋକେହସ୍ମିନ୍ ୧।୩।୧୮ (ପରମାତ୍ମ-ସନ୍ଦର୍ଭ ପୃ. ୧୮, କିନ୍ତୁ “ତଦୁକ୍ତଂ ବିଷ୍ଣୁଧର୍ମାଗ୍ନି-ପୁରାଣୟୋଃ)
- (୬) ନ ଦେଶ-ନିୟମସ୍ତତ୍ର ନ କାଳ ୨।୬।୧୧, ହରି ଡ. ବି. ୧୧।୩୦୨
- (୭) ନାମୈକ ସନ୍ତ୍ର ବାଚି ଅଗ୍ନି-ପଥ ୩।୩।୩, ହରି ଡ. ବି. ୧୧।୨୮୨
- (୮) ପ୍ରଧାନ-ପରବ୍ୟୋମ୍ନୋରସ୍ତରେ ୨।୨୧।୧୬, ଲଘୁ ପୂ. ୫।୨୫୯
- (୯) ବ୍ୟାମୋହାୟ ଚରାଚରନ୍ତ୍ର ୨।୨୦।୧୫, ସିନ୍ଧୁ ଦ. ୫।୧୭୩, ହରି ଡ. ବି. ୧।୬୮, ଲଘୁ ପୂ. ୨।୫୩
- (୧୦) ସଦା ରାଧା ପ୍ରିୟାବିଷ୍ଣୋଃ ୧।୫।୫୦, ୨।୮।୨୫, ୨।୧୮।୨, ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ୧୦୧ ପୃ., ଲଘୁ ୧୮୫ ପୃ.
- (୧୧) ସନ୍ତ ନାରାୟଣଂ ଦେବଂ ୨।୧୮।୨, ୨।୨୫।୧୩୫, ହରି ଡ. ବି. ୨।୧୩
- (୧୨) ହରୌ ରତିଂବହମ୍ନେଷୋ ୨।୨୩।୧୩, ସିନ୍ଧୁ ୨୦୦ ପୃ.
- (୧୩) ରମସ୍ତେ ସେମଗିନୋହିନସ୍ତେ ୨।୩।୩, ନାଟକ ୧।୨୧

(୨) ଆଦିପୁରାଣ

- (୧) ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟେ ପୃଥିବୀ ଧନ୍ତା ୧।୫।୫୧, ଲଘୁ ଉ. ୫୬
- (୨) ମାହାତ୍ମ୍ୟ-ମଥଂ-ସପର୍ଯ୍ୟାମ୍ ୧।୫।୩୨, ଲଘୁ ଉ. ୩୨
- (୩) ସେ ମେ ଭକ୍ତଜନାଃ ପାର୍ଥ ୨।୧୧।୫, ସିନ୍ଧୁ ୧୩୫, ଲଘୁ ଉ. ୬

(୩) କୁର୍ମପୁରାଣ

- (୧) ଦେହ-ଦେହିବିଭାଗୋହସ୍ତଂ ୩।୫।୫, ଲଘୁ ପୂ. ୫।୩୫୨
- (୨) ପରୀକ୍ଷାସମୟେ ବହିଃ ୨।୩।୧୧, ଶ୍ରୀଚୈ. ଚ. ମହାକାବ୍ୟ ୧୩।୧୩
- (୩) ମୀତୟାରାଧିତୋ ବହିଃ ୨।୩।୧୬, ମହାକାବ୍ୟ ୧୩।୧୨

(୪) ଗରୁଡ଼ପୁରାଣ

- (୧) ଅର୍ଥୋହସ୍ତଂ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରାଣାଂ ୨।୨୫।୩୫, ହରି ଡ. ବି. ୧୦।୨୮୩
- (୨) ପୁରାଣାଣାଂ ନାମରୂପଃ ୨।୨୫।୩୬, ହରି ଡ. ବି. ୧୦।୨୮୫

(୫) ବୃହତ୍ସାରଦୀୟ ପୁରାଣ

- (୧) ହରେନାମ ହରେନାମ ୧।୧।୩, ୧।୧୧।୩ ୨।୬।୧୨, ଚୈତନ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ନାଟକ ୧।୫୨, ଯୁଗାରି ୨।୨।୨୮

(৬) ব্রজাণ্ডপুরাণ

- (১) সহস্রনামাং পুণ্যানাং ২১৯৬, লঘু পূ. ৫১৩৫৪
- (২) সিদ্ধলোকান্ত তমসঃ পারে ১৫৫৬, সিদ্ধ ১২১১৩৮, পূ. ১৬৭

(৭) ক্ষম্পুরাণ

- (১) অহো ধন্যোহসি দেবর্ষে ২১২৪৮৪, সিদ্ধ ১২৬
- (২) এতে ন হৃদুতাব্যাধ ২১২২৬৫, ২১২৪৮৩, সিদ্ধ ১৫২
- (৩) মত্তুলো নাস্তি পাপাত্মা ২১১১০, সিদ্ধ পূ. ২১৬৫, পূ. ১০৭

(৮) বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্র

- (১) দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা ১৪১১৩, ২১২৩২৩, ষট্‌সন্দর্ভ, প্রীতিসন্দর্ভ ৭৬১ পূ., নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী দেবনাগর সং
- (২) তুলসীদল-মাত্রেণ ১৩১২, সিদ্ধ ২৮৫, হরি ভ. বি. ১১১১০

(৯) সাত্ততন্ত্র

- (১) বিষ্ণোস্ত্রীনিরূপাণি ১৫১১০, ২১২০১৩১, লঘু পূ. ২১২

(১০) কাত্যায়ন সংহিতা

- (১) বরং হৃতবহ-জালা ২১২২৪২, সিদ্ধ ৮৬, হরি ভ. বি. ১০১২২৪

(১১) নারদ পঞ্চরাত্র

- (১) অনন্তমমতা বিষ্ণৌ ২১২৩৪, সিদ্ধ ২১৩ পূ.
- (২) মণির্যথা বিভাগেন ২১২১৫, লঘু পূ. ৩৮৬, হরি ভ. বি. ১১৩৮২
- (৩) সর্কোপাধিবিনির্মুক্তং ২১২২২১, সিদ্ধ ১১১১০

(১২) বিষ্ণুধর্মোত্তর

- (১) নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণঃ ২১১৭৫, হরি ভ. বি. ১১২৬২, সিদ্ধ ১২১১০৮

(১৩) মহাভারত

- (১) অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ১১১৭১০, সিদ্ধ দ. স্থায়িতাব ৫১
- (২) কৃষিভূঁবাচক-শব্দো ২১২৪, নাটক ৭২২
- (৩) স্ববর্ণবর্ণো হেমাদঃ ১৩৭৮, ২১৬৫, ২১১১৫, নাটক ৮১২
- (৪) তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ঃ ২১১৭১১, ২১২৫১২, চৈ. ভা. পূ. ৫০৪

(১৪) রামায়ণ

- (১) সন্ধদেব প্রপন্নো য ২১২১১২, হরি ভ. বি. ১১৩২৭

পরিশিষ্ট (৬)

শ্রীজীব গোস্বামীতে আরোপিত বৈষ্ণব-বন্দনা

সনাতন সমোযন্ত জ্যায়ান্ শ্রীমান্ সনাতনঃ ।

শ্রীবল্লভোহুজঃ সোহসৌ শ্রীরূপো জীবসদগতিঃ ॥

সৰ্বাবতারতত্ত্বজ্ঞৈর্ভগবান্ শ্রীশচীশ্বতঃ ।

অবতীর্ণঃ কলৌ কৃষ্ণ স্তত্তদভাবপরঃ প্রভুঃ ॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাহকৃষ্ণং সাক্ষোপাক্ষপার্শ্বদম্ ।

যজ্ঞৈ সৰ্বকীৰ্ত্তনপ্রায়ৈর্ষজন্তি হি স্মমেধসঃ ॥

একো দেবো কৃষ্ণচন্দ্রো মহীয়ান্

সোহয়ং কৃষ্ণচৈতগ্ৰনামা

দেবো নিত্যানন্দ এষ স্বরূপো

গঙ্গারীব দ্বিধাত্মানং ক্রিয়াম্নঃ ? ॥

অদ্বৈতাদি প্রিয়াত্মাবে দ্বিতীয়ঃ

শ্রীমদ্ভগবান্ হনেক মুখ্যশক্তিঃ

বিস্তীর্ণাত্মা প্রেমবৃক্ষঃ শচীজ

শ্চায়াং দত্তাত্মাপ তপ্তেষধীশঃ ॥

তদ্বন্দনং তৎস্মরণং সৰ্বসিদ্ধিবিধায়কম্ ।

জীবেন কেন ক্রীয়তে পৌৰ্ব্বাপৌৰ্ধ্যমজানতা ॥

অপরাধান্ ক্রমধ্বং মে মহান্তঃ কৃষ্ণচেতসঃ

অদৌষদর্শিনঃ সন্তা দীনাত্মগ্রহকাতরাঃ ॥

যে যথা হি ভবন্তোহত্র যুস্মান্ জানন্তি তদ্বতঃ

ভগবান্ তথা বাচয়তু তদাদেশপ্রবর্তিতম্ ॥

বন্দে শচীজগন্নাথো যশদানন্দরূপিণো

যয়োর্বিশ্বরূপ-বিশ্বস্তরদেবো স্ততাবুভৌ ॥

অথ বন্দে বিশ্বরূপং সংগ্ৰাসিগণভূপতিম্ ।

শঙ্করারণ্য সংজ্ঞতং চৈতগ্ৰাণ্জন্মভূতম্ ॥

প্রথম সাত শ্লোক পণ্ডিত বাবাজী মহাশয়ের খণ্ডিত পুথিতে নাই ; বরাহনগরের অশুদ্ধ পুথিতে যেমন আছে, তেমনি দিলাম ।

বন্দে শ্রীগৌরচন্দ্রং রসময়বপুষং ধামকারুণ্যরাশে
 তাঁবং গৃহ্ণন্ রসয়িতুমিহ শ্রীহরিং রাধিকায়ঃ ।
 উদ্ধর্তুং জীবসজ্জান্ কলিমলমলিনান্ সর্বভাবেন হীনান্
 জাতো যো বৈ-সুখাপঃ পরিজননিকরৈঃ শ্রীনবদ্বীপমধ্যে ॥
 বন্দে লক্ষ্মীপ্রিয়াং দেবীং ততো বিষ্ণুপ্রিয়াং ততঃ ।
 দেবং গদাধরং যো হি দ্বিতীয়ঃ কায় ঈশিতুঃ ॥
 স চ বিজ্ঞানিধেঃ শিষ্যঃ প্রভুভক্তিরসাকরঃ ।
 মোহসো গদাধরো ধীরঃ সর্বভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥
 বন্দে পদ্মাবতীং তস্তাঃ পতিং হৃদ্ভিপপণ্ডিতম্ ।
 যয়োরৈক্যে পুত্রতাং প্রাপ্তো নিত্যানন্দো দয়াময়ঃ ॥

বন্দে নিত্যানন্দদেবং বলভদ্রং স্বয়ং প্রভুং ।
 আনন্দকন্দমভয়ং লোকনিস্তারকং গুরুম্ ॥
 পুরুষঃ প্রকৃতিঃ মোহসৌ বাহ্যভ্যন্তরভেদতঃ ।
 শরীরভেদৈঃ কুরুতে শ্রীকৃষ্ণস্ত নিষেবনম্ ॥

বন্দে শ্রীবসুধাদেবীং নিত্যানন্দপ্রভুপ্রিয়াম্ ।
 শ্রীসূর্য্যদাসতনয়ামীশশক্ত্যা প্রবোধিতাম্ ॥
 বন্দে শ্রীজাহ্নবীদেবীং শ্রীপূরীশ্বরশিষ্যিকাম্ ।
 অনঙ্গমঞ্জরীং নাম যাং বদন্তি রহোবিদঃ ॥

তস্তাজ্জয়া তৎস্বরূপং সংগৃহ্য গচ্ছতঃ প্রভোঃ ।
 সেবতে পরমপ্রেম্না নিত্যানন্দং দৃঢ়ব্রতা ॥
 বিরহাকর্ষিতা নিত্যং বৃন্দারণ্যগতেশ্বরী ।
 গোপীনাথং দ্রষ্টুম্নাস্তগ্নীবীং বিচকর্ষ সঃ ॥
 আকৃষ্টনীবিকা দেবী তমুবাচ রসোদয়ম্ ।
 আগমিষ্ঠামি শীঘ্রং তে পদয়োঃস্তিকং পদম্ ॥

বীরচন্দ্রং প্রভুং বন্দে শ্রীচৈতন্যপ্রভুং হরিম্ ।
 কৃতদ্বিতীয়াবতারং ভুবনত্রয়তারকম্ ॥

বেদধর্মরতং তত্র বিরতং নিরহঙ্কৃতম্ ।
 নির্দম্বং দম্বসংযুক্তং জাহুবীসেবকং ত্ৰিহ ॥
 নিত্যানন্দপ্রভুত্বতাং রাধাকৃষ্ণদ্রবাক্ষিকাম্ ।
 মাধবাচার্য্যবনিতাং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥

শ্রীপ্রেমমঞ্জরীমুখ্যাং জগতাং মাতরং বরাম্ ।
 বন্দে গঙ্গাং প্রেমদাত্রীং ভুবনত্রয়পাবনীং ॥
 সা গঙ্গা জাহুবীশিষ্যা সহৈশৈরপি পাবনৈঃ ।
 বিরিক্যপহুতাহাঁস্তঃ পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥
 দ্বিজকুলতিলকং কৃতাবতারং গঙ্গাং গৃহীতুকামাবতীর্ণাম্ ।
 মাধবং মাধবরূপং রসময়তম্ প্রেমাখ্যম্ ॥

ঈশ্বরপুরীশিষ্যঃ সর্বদর্শনপারকঃ ।
 বিম্বভক্তপ্রধানশ্চ সদগুণাবলীভূষিতঃ ॥
 বিচার্য্য তেষু মতিমান্ কর্মজ্ঞানপরাক্ষিপন্ ।
 কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্বং নির্ণিনায় দয়ানিধিঃ ॥
 যতিকুলতিলকং পুরাণং মুনীন্দ্রমাদিগুর্বীশভক্তঞ্চ ।
 বন্দে শ্রীমাধবেন্দ্রং ব্যক্তাং চকার হরিভক্তিং যঃ ॥

বন্দেহৃদৈতং কুপালুং পরমকরুণকং সান্তবংধাম সাক্ষাৎ ।
 যেনানীতস্তপোভিঃ পরিকরসহিতঃ শ্রীশচীনন্দনোহত্র ॥
 কৈলাসশ্রাদিশক্তিং ত্রিভুবনজননীং তংপ্রিয়াং নাম সীতাম্ ।
 যশ্রাস্তুষ্টঃ প্রসাদং ত্রিজগতি চ দদৌ শ্রীজগন্নাথ আস ॥

তৎস্বতানাং হি মধ্যে তু যোহচ্যুতানন্দসংজ্ঞকঃ ।
 তং বন্দে পরমানন্দং কৃষ্ণচৈতন্যবল্লভম্ ॥
 যোহসৌ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তদ্বজ্রোহচ্যুতসংজ্ঞকঃ ।
 শ্রীগদাধরধীরশ্চ সেবকঃ সদগুণার্ণবঃ ॥

শ্রীলাদ্বৈতগণাঃ স্তুতাশ্চনিতরাং সর্বৈশ্বরস্বেন হি ।
 শ্রীচৈতন্য হরিং দয়ালুমভজন্ ভক্ত্যা শচীনন্দনম্ ॥

তে দৈবেন হতা পরেচ বহবস্তান্নাদ্রিয়ন্তেষ্মহি ।
 তে ত্রিমিচ্ছ্যাচ্যুত মৃতে ত্যাজ্যাময়োপেক্ষিতাঃ ॥
 শ্রীবাসং নারদং বন্দে মালিনীং প্রতিমাতরম্ ।
 ততো নারায়ণীদেবীমধরামৃতসেবনীম্ ॥

বন্দে নারায়ণীস্বহুং দাসং বৃন্দাবনং পরম্ ।
 শ্রীনিত্যানন্দচৈতন্যগুণবর্ণনকারিণম্ ॥
 হরিদাসং ব্রহ্মধাম হরিনামপ্রকাশকম্ ।
 বন্দে বাণীমূর্ত্তিভেদং জগদানন্দপণ্ডিতম্ ॥

গোপীনাথং ততো বন্দে চৈতন্যস্তুতিকারকম্ ।
 মুরারিগুপ্তঞ্চ ততো হনুমন্তং মহাশয়ম্ ॥
 শ্রীচন্দ্রশেখরং বন্দে চন্দ্রবৎ শীতলং সদা ।
 আচার্য্যরত্নং গোবিন্দগরুড়ং গৌরমানসম্ ॥
 শ্রীকৃষ্ণনির্মলগুণগানোন্নতং মহাশয়ম্ ।
 বন্দে মুকুন্দদত্তং চ কিম্বরেঃ স্তূয়মানকম্ ॥

বন্দে বাসুদেবদত্তং মহত্বৈঃ পরিপূরিতম্ ।
 যশ্চাকবায়ুস্পর্শেন সত্ত্বঃপ্রেমযুগে ভবেৎ ॥
 দামোদরপীতাম্বরৌ জগন্নাথশঙ্করনারায়ণাংচ ।
 পঞ্চ নির্কাসনান্ বৈবন্দে সাধুন্ মহাশয়াং স্তান্ ॥

প্রভু মাতা মহাখ্যাতিং নীলাম্বর চক্রবর্ত্তিনং বন্দে ।
 ষো লিখিতবান্ কোষ্ঠিং ভবিষ্যদ্বর্ণনসংযুক্তাম্ ॥
 শ্রীরাম পণ্ডিতং বন্দে সর্বভূতহিতৈরতম্ ।
 গুণৈকধাম শ্রীগুপ্ত নারায়ণ মহাশয়ম্ ॥
 নবদ্বীপকুতাবাসং গঙ্গাদাসং গুরুং পরম্ ।
 বন্দে শ্রীবিষ্ণুদাসং চ শ্রীস্বদর্শনসংজ্ঞকম্ ॥
 বন্দে সদাশিবং বিজ্ঞানিধিং শ্রীগর্ভমেবচ ।
 শ্রীনিধিং বুদ্ধিমন্তং চ শ্রীল গুলাম্বরং পরম্ ॥

ବ୍ରହ୍ମାଚାରିଣ ଏତାନ୍ ବୈ ପ୍ରେମିନଃ ସନ୍ମହାଶୟାନ୍ ।
 ଶ୍ରୀରାମଦାସଃ ଚ କବିଚନ୍ଦ୍ରଃ ଚୈବ କୁପାନିଧିମ୍ ॥
 ବନ୍ଦେ ଲେଖକ ବିଜୟଃ ତଥାଚାର୍ଯ୍ୟ ରତ୍ନେଶ୍ବରଃ ଚ ବିମଳମ୍ ।
 ଶ୍ରୀଧରମୁଦାରଃ ଧ୍ୟାତଃ ତନୟ ସହିତ ବନମାଲିନଃ ଚ ବୈ ॥
 ହଳାୟୁଧ୍-ବାନ୍ଧୁଦେବୌ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟମାନସୌ ବିମଲୌ ।
 ବନ୍ଦେ ଈଶାନଦାସଃ ଶଟୀଦେବୀପ୍ରିତିଭାଞ୍ଜନଃ ଚ ॥
 ଶ୍ରୀମାନ୍ସଞ୍ଜୟୌ ବନ୍ଦେ ବିନୟେନ କୁପାମୟୌ ।
 ପରମାନନ୍ଦଲକ୍ଷ୍ମଣୌ ତୌ ଚୈତନ୍ୟାଦିତମାନସୌ ॥

ଗରୁଡ଼ କାଶୀଶ୍ବରଃ ଜଗଦୀଶଗଞ୍ଜାଦାମାବୃତ୍ତୌ ।
 କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦଃ ମଧୁରଂ ବନ୍ଦେ ରାୟମୁକୁନ୍ଦଂ ପରମମ୍ ॥
 ବନ୍ଦେ ବଲ୍ଲଭମାଚାର୍ଯ୍ୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକନ୍ୟାମନୋରମାମ୍ ।
 ଯୋ ଦତ୍ତବାନ୍ ଶଟୀଜ୍ଞାୟ ବରାୟ ଗୁଣରାଶିଭିଃ ॥

ଅଥୋ ସନାତନଃ ବନ୍ଦେ ପଣ୍ଡିତଃ ଶୃଙ୍ଖାଲିନମ୍ ।
 ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସୁତା ଯେନ ଶଟୀଜ୍ଞାୟ ସମର୍ପିତା ॥
 କାଶୀନାଥଃ ଦ୍ଵିଜଃ ବନ୍ଦେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଂ ବନମାଲିନମ୍ ।
 ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀବିବାହାର୍ଥଂ ଘଟନାଂ ଯୋଷ୍ଠଚିନ୍ତୟଂ ॥
 ଅଥେଶ୍ବରପୁରୀଂ ବନ୍ଦେ ଯଃ କୃତ୍ଵା ଗୁରୁମୀଶ୍ବରଃ ।
 ଆତ୍ମାନଃ ମାନସାମାସ ଧଞ୍ଜଃ ଚୈତନ୍ୟସଂଜ୍ଞକଃ ॥
 ଶ୍ରୀକେଶବ ଭାରତୀଂ ବୈ ସଂଗ୍ରାସିଗ୍ଗପୂଜିତାମ୍ ।
 ବନ୍ଦେ ଯସ୍ୟାକୃତଃ ଗ୍ରାମୀ ଗ୍ରନ୍ଥଧର୍ମାମହାପ୍ରଭୁଃ ॥
 ସଦା ପ୍ରାଭୁବଶାଂ ବନ୍ଦେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରୀଂ ତତଃ ।
 ଶ୍ରୀପୁରୀ ପରମାନନ୍ଦ ମୁକ୍ତବାଧ୍ୟାଂ ହରିପ୍ରିୟମ୍ ॥
 ସତ୍ୟଭାମାସମାଂ ବନ୍ଦେ ଦାମୋଦରପୁରୀଂ ତତଃ ।
 ବନ୍ଦେ ନରସିଂହତୀର୍ଥଂ ଛୁଧାନନ୍ଦପୁରୀଂ ତତଃ ॥
 ଗୋବିନ୍ଦାନନ୍ଦନାମାନଂ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦପୁରୀଂ ତତଃ ।
 ନୃସିଂହାନନ୍ଦନାମାନଂ ସତ୍ୟାନନ୍ଦଂ ଚ ଭାରତୀମ୍ ॥
 ବନ୍ଦେ ଗରୁଡ଼ାବଧୌତଂ ହୃଦ୍ଭୁତପ୍ରେମଶାସିନଂ ।
 ତତୋ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀଂ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତିରତ୍ନାବଳୀକୃତିମ୍ ॥

ব্রহ্মানন্দস্বরূপঞ্চ কৃষ্ণানন্দপুরীং ততঃ ।
শ্রীরাঘবপুরীং বন্দে ভক্ত্যাপরময়্যামুদা ॥

বন্দে বিশ্বেশ্বরানন্দং শ্রীকেশবপুরীং ততঃ ।
বন্দেহঁথাহু ভবানন্দং চিদানন্দং সূচিস্তকম্ ॥
বন্দে তৌ পরমানন্দৌ প্রভুরূপসনাতনৌ ।
বিরক্তৌ চ কৃপালু চ বৃন্দাবননিবাসিনৌ ॥
যত্ পাদাজপরিমল-গঙ্গলেশবিভাবিতঃ ।
জীবনামানিষেবেয়তা বিহৈব ভবে ভবে ॥
শ্রীরূপঃ সর্বশাস্ত্রানি বিচার্য প্রভু শক্তিমান্ ।
কৃষ্ণপ্রেমপরং তত্ত্বং নির্ণিনায় কৃপানিধিঃ ॥
সনাতনো ভক্ত কৃত্যং গোপালভট্টনামতঃ ।
হরিভক্তিবীলাসাদি কৃতবান্ নিরপেক্ষকঃ ॥

স গোপালভট্টঃ সনাতন নিকটবর্তী হরিগুণরতঃ ।
দিবসরজনীং সুখেন যাপয়ামাস মতিমানিহ ॥
তদুদিতং প্রভুরূপগুণং নিশম্য গোপালভট্টঃ সততং হি ।
আত্মানং ধন্যং থলু মানয়ামাস পরিতোহি যঃ ॥

বন্দে রঘুনাথদাসং রাধাকুণ্ডনিবাসিনং ।
চৈতন্য সর্বতত্ত্বজ্ঞং ত্যক্তান্ধভাবমুক্তম্ ॥
গোস্বামিনং রাঘবাখ্যাং গোবর্দ্ধনবিলাসিনম্ ।
বন্দে ভাববিশেষেনং বিচরন্তং মহাশয়ম্ ॥

বন্দে রঘুনাথভট্টং শ্রীভাগবতাধ্যাপকং বিনয়েন ।
লোকনাথগোস্বামিনং ভূগর্ভ ঠকুরং বিমলম্ ॥
প্রবোধানন্দসরস্বতীং বন্দে বিমলাং যয়ামুদা ।
চন্দ্রামৃতং রচিতং যং শিষ্যোগোপাল ভট্টঃ ॥
ততঃ কাশীধরং বন্দে ততঃ শুদ্ধ-সরস্বতীম্ ।
ততশ্চ রাঘবানন্দং নিত্যানন্দাহুভাবিনম্ ॥

ଶ୍ରୀମାନ୍ ପଦ୍ମାବତୀସୁହୃଦ୍ଦେଶାନି କୁତୁହଳୀ ।
ଦାଢ଼ିସ୍ବ ବୁଦ୍ଧେ ନୀପନ୍ଥା ପୁମ୍ପଂ ବୈ ସମସୌଜୟଂ ॥

ବନ୍ଦେ ପୁରନ୍ଦରଂ ମାନ୍ଦାକଦେନ ସମଂ ହିହ ।
ସମ୍ମାନ୍ୟୁଳଂ ସନ୍ଦର୍ଶ ଗୃହେ କଞ୍ଚିଦ୍ବିଜୋତ୍ତମଃ ॥
ବନ୍ଦେ କାଶୀମିଶ୍ରବରମୁଂକଳସ୍ତଂ ସୁନିର୍ମଳମ୍ ।
ସମ୍ପ୍ରାଶ୍ରମେ ଗୌରହରିରାସୀଂ ତନ୍ତୁକ୍ତିପୂଜିତଃ ॥

ବାଣୀନାଥଂ ତତୋ ବନ୍ଦେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଜୀବନମ୍ ।
ରାମାନନ୍ଦଂ ତତୋ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତିଲକ୍ଷ୍ମଣସଂକୁଳମ୍ ॥
ସମ୍ପ୍ରାନ୍ନାନାଦନ୍ତୁଦାକ୍ତି ଚୈତନ୍ୟେନ କୁପାଳୁନା ।
ସ୍ବଭକ୍ତିସିଦ୍ଧାନ୍ତଚୟମ୍ବୁତଂ ବର୍ଣ୍ଣିତଂ ଭୁବି ॥

ତତୋ ବକ୍ରେଶ୍ବରଂ ବନ୍ଦେ ପ୍ରଭୁଚିତ୍ରଂ ସୁହୃଦ୍ଭୀତମ୍ ।
ସନ୍ଧିନ୍ ପ୍ରେମାନନ୍ଦତୟା କୀର୍ତ୍ତନଂ କୃତବାନ୍ ପ୍ରଭୁଃ ॥
ବନ୍ଦେ ସୁଗ୍ରୀବମିଶ୍ରଂ ତଂ ଗୋବିନ୍ଦଂ ଦ୍ବିଜମୁକ୍ତମ୍ ।
ସନ୍ତୁକ୍ତିଯୋଗମହିମା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧୋ ମହୀତଳେ ॥
ପ୍ରତୋର୍ବେ ଗମନାର୍ଥଂ ହି ଶ୍ରୀନବଦ୍ବୀପଭୂମିତଃ ।
ଆର୍ଗୋଢ଼ଭୂମି ସେନୈବ ବନ୍ଧଃ ସେତୁର୍ନ୍ୟନୋମୟଃ ॥

ବନ୍ଦେ ଗଦାଧରଂ ଦାମଂ ବୃଷଭାହୁସୁତାମିହ ।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେନାଭିଗ୍ନଦେହାଂ ମହାତାବନ୍ଧରୂପିକାମ୍ ॥
ବନ୍ଦେ ସଦାଶିବଂ ବୈଦ୍ୟଂ ସମ୍ପ୍ରା ସ୍ପର୍ଶେନ ବୈ ଦୃଷ୍ୟଂ ।
ସନ୍ତୋହି ଧ୍ରୁବତାଂ ଯାତିଂ କିମୁତାନ୍ତେ ସଚେତନାଃ ॥

ବନ୍ଦେ ଶିବାନନ୍ଦସେନଂ ନିର୍ଠାଶାନ୍ତିପରାୟଣମ୍ ।
ସୋହସୌ ପ୍ରଭୁପଦାଦନ୍ତୁତ ନହି ଜ୍ଞାନାତି କିଞ୍ଚନ ॥
ସୁକୁନ୍ଦଦାମଂ ତଂ ବନ୍ଦେ ସଂସୃତୋ ରଘୁନନ୍ଦନଃ ।
କାମୋ ରାତିପତିଗ୍ନ ଉଡ଼ୁଂ ସୋ ଗୋପାଳ-ସଂଭୋଜୟଂ ॥

শ্রীমুকুন্দদাসভক্তিরত্নাপি গীয়তে জনৈঃ ।
দৃষ্ট্ৱা ময়ূরপুচ্ছং যঃ কৃষ্ণপ্রেম-বিকর্ষিতঃ ॥
সত্ত্বো বিহ্বলতাং প্রাপ্তঃ পরমানন্দনিবৃত্তঃ ।
বাহুবৃত্তীরজানংশ্চ পপাতাধো মহাপদাং ॥

বন্দে ভক্ত্যা নরহরিদাসং চৈতন্যার্চিত-ভাববিলাসম্ ।
মধুমত্যাখ্যং পুণ্যং ধন্যং যো ন পশ্যতি কৃষ্ণাদন্যম্ ॥
স চ রঘুনন্দন এষ বরেণ্যো নরহরিশিষ্যঃ স্কৃতিমাগ্নঃ ।
বাল্যাবধিতঃ সাধুচরিত্রো ভক্তিবিশোধিত-চিত্তপবিত্রঃ ॥
বন্দেহং দাসং রঘুনাথসংজ্ঞং পূরন্দরাচার্য্যমুদারচেষ্টম্ ।
শ্রীকৃষ্ণদাসং হরিপাদজাশং শাস্তং কৃপালুং ভগবজ্জন্মপ্রিয়ম্ ॥
বন্দে প্রভুসতীর্থং বৈ পরমানন্দপণ্ডিতম্ ।
দেবানন্দ পণ্ডিতঞ্চ শ্রীভাগবতপাঠকম্ ॥
বন্দে আচার্য্যরত্নং চ বিদিতপ্রেমমর্ষকম্ ।
গোবিন্দমাধবানন্দবাসুঘোষান্ গুণাকরান্ ॥

পুরুষোত্তমাখ্যং দাসং বৈ বন্দে ঐশ্বর্য্যালিনম্ ।
কর্ণয়োকরবীপুষ্পং পদ্মগন্ধং চকার যঃ ॥
বন্দেহভিরামং দাসং বৈ যঃ শ্রীদামাস্বয়ং ভুবি ।
বহুতোলাং কাষ্ঠমেকং বংশীং যোহকুত লীলয়া ॥
বন্দে শ্রীসুন্দরানন্দং সূদাম গোপরূপিণং
যং শিষ্টোদ্বিপিবর্গেভ্যো হরিনাম দদাবিহ ॥

বন্দে শ্রীগৌরদাসং চ গোপালং সুবলাখ্যকম্ ।
যন্নীত পরমানন্দং মুৎফলেহৈতৎকুরঃ ॥
শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ মূর্তিঃ সাক্ষাৎ প্রকাশিতা ।
যন্মূর্তিদর্শনাং সত্ত্বঃ কর্মবন্ধক্ষয়ো ভবেৎ ॥

পরমেশ্বরং ততো বন্দে ঠকুরং স্বপ্রকাশকম্ ।
যো নৃত্যন্ আবয়ামাস হরিনাম শৃগালকান্ ॥

ପିମ୍ପିଲାୟିଂ ତତୋ ବନ୍ଦେ ବାଲ୍ୟଭାବେନ ବିହ୍ବଳମ୍ ।
ବନ୍ଦେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନାନନ୍ଦଂ କମଳାକର-ଦାସକମ୍ ॥

ପୁରୁଷୋତ୍ତମାତ୍ମ୍ୟଂ ତୀର୍ଥଂ ବନ୍ଦେ ରସିକଶେଖରମ୍ ।
କାଲିୟାକୃଷ୍ଣଦାସମତୋ ବନ୍ଦେ ପ୍ରେମ୍ଭବବିହ୍ବଳମ୍ ॥
ଶାରଙ୍ଗ-ଠକ୍କୁରଂ ବନ୍ଦେ ଅପ୍ରକାଶିତ-ବୈଭବଂ ।
ସେନ ଦତ୍ତାନି ମର୍ପେଭ୍ୟଃ ସ୍ଥାନାନି ନିଜବାସାନି ।
ମକରଧ୍ବଜଂ ତତୋ ବନ୍ଦେ ଗୁଣେକଧାମସୁନ୍ଦରମ୍ ।
ସଃ କରୋତି ସଦାକୃଷ୍ଣକୀର୍ତ୍ତନଂ ପ୍ରଭୁମଗ୍ନିଧୌ ॥
ତତୋ ଭାଗବତାଚାର୍ଯ୍ୟଂ ଶ୍ରୀକବିରାଜମିଶ୍ରକମ୍ ।
ଅନନ୍ତମାଚାର୍ଯ୍ୟମତୋ ନବଦ୍ବୀପନିବାସିନଂ ॥
ମଧ୍ବାତ୍ମ୍ୟଂ ପଞ୍ଚିତଂ ବନ୍ଦେ ଗୋବିନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟନାମକମ୍ ।
ରାଧାକୃଷ୍ଣରହସ୍ୟଂ ଯୋ ବର୍ଣ୍ଣୟାମାସ ତତଃପରଃ ॥

ତତୋ ବନ୍ଦେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଂ ବୃହସ୍ପତିମ୍ ।
ତତଃ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଂ ଚ ଯଂ ଦୃଷ୍ଟାଃ ପ୍ରଭୁ-ବଡ଼ଭୁଜାଃ ॥
ବନ୍ଦେ ରଘୁନାଥବିପ୍ରଂ ବୈଦ୍ୟଂ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଦାସକମ୍ ।
ପରସ୍ତ ଙ୍ଗାତରଂ ବନ୍ଦେ ଦାସଂ ତୁ ବନମାଲିନମ୍ ॥

ବିପ୍ରଦାସମୁଂକଳସ୍ତଂ ହରିଦାସଂ ଦ୍ବିଜଂ ତତଃ ।
ସାତ୍ୟାଂ ପ୍ରେମାବଶଂ ନୀତଃ ଶ୍ରୀଶଚୀନନ୍ଦନୋହରିଃ ॥
କାନାହିଧୁଟିୟାଂ ବନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣପ୍ରେମରସାକରମ୍ ।
ସନ୍ତ୍ର ପୁତ୍ରୋ ଜଗନ୍ନାଥବଳରାମାବୁଭୌ ଶୁଭୌ ॥

ବନ୍ଦେହି ଜଗନ୍ନାଥଂ ଯଦ୍ଗାନାଂ ତରବୋ ରୁଦନ୍ ବିବଶା ଇହ ।
ବଳରାମ ମୋଢ଼ିନଂ କରୁଣଂ ସଦ୍ଦର୍ଶୋବଳଜଗନ୍ନାଥୌ ଚ ॥
ଗୋବିନ୍ଦାନନ୍ଦନାମାନଂ ଠକ୍କୁରଂ ଭକ୍ତିଯୋଗତଃ ।
ବନ୍ଦେ ପ୍ରଭୋର୍ନିମିତ୍ତଂ ସଦ୍ଦକ୍ଷଃ ସେତୁଃ ଚ ମାନସଃ ॥

ତତଃ କାଶୀଶ୍ବରଂ ବନ୍ଦେ ଶ୍ରୀସିଂହେଶ୍ବରସଂଜ୍ଞକମ୍ ।
ଶିବାନନ୍ଦଂ ପଞ୍ଚିତଂ ଚ ତତଃ ଚନ୍ଦନେଶ୍ବରମ୍ ॥

বন্দে পরমভাবেন মাধবং পট্টনায়কম্ ।
 হরিভট্টং ততো বন্দে মহাতিং বলদেবকম্ ॥
 স্ববুদ্ধি-মিশ্রং চ ততঃ শ্রীনাথং মিশ্রমুক্তমম্ ।
 বন্দে শ্রীতুলসীমিশ্রং কানীনাথং মহাতিকম্ ॥

বহুবংশশ্রুতগ্রগণ্যং রামানন্দং সগোষ্ঠিকম্ ।
 পুরুষোত্তমব্রহ্মচারিমধ্বাখ্য-পণ্ডিতাবুভৌ ॥
 শ্রীচৈতন্য-প্রভোভূত্যৌ দয়ালু চ মহাশয়ৌ ।
 মহাকারুণিকা এতে সর্বত্র নিরপেক্ষকাঃ ॥
 বন্দে দ্বিজরামচন্দ্রং শ্রীধরপণ্ডিতং চ গুণৈরুদারম্ ।
 বন্দে যদু কবিচন্দ্রং ধনঞ্জয় পণ্ডিতং দত্তবিত্তম্ ॥
 প্রসিদ্ধং যশ্চ বৈরাগ্যং সর্বস্বং প্রভবেহর্পিতম্ ।
 গৃহীতে ভাণ্ডকৌপিনে পণ্ডিতেন মহাশ্রুনা ॥
 পণ্ডিতং শ্রীজগন্নাথমাচার্য্যং লক্ষণং ততঃ ।
 কৃষ্ণদাসং ততো বন্দে সূর্যদাসং চ পণ্ডিতম্ ॥
 ততো বন্দে কৃষ্ণবংশীং বংশীবদন-ঠাকুরম্ ।
 নুরারিচৈতন্যদাসং যমাজগদধিকারকম্ ॥

বন্দে জগন্নাথসেনং পরমানন্দগুপ্তকম্ ।
 বালকং রামদাসাখ্যং কবিচন্দ্রং ততঃপরম্ ॥
 বন্দে শ্রীবল্লাভাচার্য্যং ততঃ কংসারি সেনকম্ ।
 ভাস্করং চ ততো বন্দে বিশ্বকর্ষস্বরূপকম্ ॥

বন্দে বলরামদাসং গীতাচার্য্যালক্ষণম্ ।
 সেবতে পরমানন্দং নিত্যাচার্য্যপ্রভংহি যঃ ॥
 মহেশপণ্ডিতং বন্দে কৃষ্ণোন্নাদসমাকুলম্ ।
 নর্তকং পণ্ডিতং বন্দে জগদীশাখ্যপণ্ডিতম্ ॥

ঠাকুরং কৃষ্ণদাসং চ নিত্যানন্দপরায়ণম্ ।
 যোহব্রহ্মং স্বগৃহে নিত্যানন্দদেবং হি ভক্তিতঃ ।

ଗୌରୀଦାସ ସ୍ତବ୍ଧ ଗଥା ଗୃହୀହୋକ୍ତା ନିଜଃ ପ୍ରଭୁଃ ।
 ସମାନୟତ୍ତତୋହଂ କସ୍ତଦ୍ଭକ୍ତଃ ସୁସାମାହିତଃ ॥
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଦାସ ପ୍ରେମୋହି ମହିମା କେନ ବର୍ଣ୍ୟତେ ।
 ଯୋ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦବିରହାଂ ସମ୍ପ୍ରମାସାଂଶ୍ଚ ବାତୁଳଃ ।
 ପୁନଃ ସଂଦର୍ଶନଂ ଦତ୍ତା ତେନୈବ ସୁସ୍ଥିରୀକୃତଃ ।
 ବନ୍ଦେହଥାବଧୋତବରଂ ପରମାନନ୍ଦସଂଜ୍ଞକମ୍ ॥

ଅନାଦି-ଗଙ୍ଗାଦାସଂ ଚ ପଞ୍ଚିତଂ ହି ବିଳାସିନମ୍ ।
 ଦାସଂ ଶ୍ରୀସଦ୍‌ନାଥାଧ୍ୟାଂ ବନ୍ଦେ ମଧୁରଚିତ୍ତକମ୍ ॥
 ବନ୍ଦେ ଶ୍ରୀପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ ତୀର୍ଥଂ ଜଗନ୍ନାଥଂ ରାମସଂଜ୍ଞଂ ଚ ।
 ରଘୁନାଥ-ତୀର୍ଥଂ ସ୍ଵଭଗମାଶ୍ରମମୁପେନ୍ଦ୍ରଂ ହରିହରାନନ୍ଦମ୍ ॥

ବନ୍ଦେ ବାସୁଦେବଂ ତୀର୍ଥଂ ଶ୍ରୀନାନନ୍ଦପୁରୀଂ ତତଃ ।
 ମୁକୁନ୍ଦକବିରାଜଂ ଚ ତତୋରାଜୀବ ପଞ୍ଚିତମ୍ ॥
 ଶ୍ରୀଜୀବପଞ୍ଚିତଂ ବନ୍ଦେ ସର୍ବସଦ୍‌ଗୁଣଶାଳିନମ୍ ।
 ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରପଦେର୍ଭକ୍ତି ଧ୍ୟାନ୍ତ ସୁନିର୍ମଳା ॥
 ଶିଳ୍ପକୃଷ୍ଣଦାସ ସଂଜ୍ଞଂ ଶ୍ରୀନିତ୍ୟାନନ୍ଦପାଳିତମ୍ ।
 ବନ୍ଦେ ସୁଧମୟଂ ପୁଣ୍ୟଂ ପବିତ୍ରଂ ଯଂ କଳେବରମ୍ ॥

ବନ୍ଦେ ଉଦ୍ଧାରଣଂ ଦତ୍ତଂ ଯୋ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦମଦ୍ଭତଃ ।
 ବଭ୍ରାମ ସର୍ବତୀର୍ଥାନି ପବିତ୍ରାନ୍ନାହିନପେକ୍ଷକଃ ॥
 ବନ୍ଦେ ଶ୍ରୀମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣମଙ୍ଗଳକାରକମ୍ ।
 ନୃସିଂହଚୈତନ୍ୟଦାସଂ କୃଷ୍ଣଦାସଂ ତତଃ ପରମ୍ ॥
 ବନ୍ଦେ ଶ୍ରୀଶଙ୍କରଂ ଘୋଷମକିଙ୍କନବରଂ ଶୁଭମ୍ ।
 ଉନ୍ମୁକ୍ତବାଦେନ ଯୋ ଦେବଃ ଶଚୀସ୍ତତମତୋଷୟଂ ।
 ପୁନଃ ପୁନରହଂ ବନ୍ଦେ ବୈଷ୍ଣବମ୍ ଚ ତଂ ପଦାନ୍ ।
 ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତିଶିବାନନ୍ଦଂ ଶ୍ରୀନାରାୟଣସଂଜ୍ଞକମ୍ ॥

ପ୍ରାତ୍ୟେକଂ ବନ୍ଦନଂ ଚୈଷାଂ ତନ୍ନାମୋଚ୍ଚାରଣଂ ତଥା ।
 ବିଶେଷଗୁଣଦୀପ୍ତାନାନିଳସ୍ତଗୁଣଶାଳିନାମ୍ ॥

ময়াবিদিততত্ত্বানাং বৈষ্ণবানাং মহাশ্রনাম্ ।
 তীর্থপাদনামতুল্যং নৈশ্ৰল্যে কারণং পরম্ ॥
 মাধবেন্দ্রশ্র বহবঃ শিষ্টা ধরণীবিস্তৃতাঃ ।
 অদ্বৈতমুখ্যাঃ শুভদাঃ সৰ্ব্বগপূরীমুখাঃ ॥
 অথেশ্বর পুরীমুখ্যা গোবিন্দাচ্চ কেচন ।
 পুরীশ্রীপরমানন্দমুখ্যকা লোকপাবনাঃ ॥

অথেশ্বরপুরীশিষ্টো গৌরচন্দ্রশ্চ জাহ্নবী ।
 সৰ্ব্বকৰ্ণপূরীশিষ্টো নিত্যানন্দঃ প্রভুঃ স্বয়ম্ ॥
 যে যে চৈতন্যচন্দ্রশ্র পূৰ্বভক্তা অবাতরন্ ।
 তে সৰ্ব্বৈ দ্বারতঃ কেন মাধবেন্দ্ররূপায়িকাঃ ॥
 মাধবেন্দ্রপুরীসংক্রান্তা আদিভক্তো গুরুসুখা ।
 তদগুণাঃ কৃষ্ণচৈতন্যসেবকা ভক্তিদাবকাঃ ॥
 অদ্বৈতদ্বারতঃ কেচিং সীতাদ্বারাচ কেচন ।
 পদ্মাবতীসুতদ্বারা জাহ্নবী দ্বারতসুখা ॥
 কেচিং গদাধরদ্বারাং শ্রীরূপদ্বারসুখা ।
 কেচিং সনাতনদ্বারা হরিদাসেন কেচন ॥
 রঘুনাথদাসতঃ কেচিং কেচিং বক্রেশ্বরেণচ ।
 কাশীশ্বরেণ কোচিচ্চ তথা নরহরেয়পি ॥
 রামানন্দেন কোহপিহ সার্বভৌমেন কেচন ।
 এবমগ্ৰেচ বৈ ভক্তা অগ্ৰৈস্তুং সেবকা ইহ ॥
 অতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং সৰ্ব্বারাধ্যং জগদ্গুরুম্
 তত্ত্বদ্রুপময়ং সাক্ষাৎ তমেব শরণং গতাঃ ॥
 যেহত্রাবতারিতাভক্তাঃ কৃষ্ণেণ নিত্যসঙ্গিনঃ ।
 প্রযোজনবিশেষৈশ্চ বন্দিতা যে চ কীর্তিতাঃ ॥
 দাসাশ্চ শক্তয়শ্চাপি তথাং শোশ্চ স্বরূপকাঃ ।
 এষাং বিশেষো বিজ্ঞেয়ঃ শ্রীলভাগবতামৃতাত্মকঃ ॥
 প্রেমো বিতরণং দৃষ্ট্বা লুকা যেহত্র সমাযয়ুঃ ।
 তেহপি বন্দ্যাঃ পরেশশ্র ভক্তিস্পর্শবিশেষিতাঃ ॥

ଏତଦ୍ବୈଷ୍ଣବବନ୍ଦନଃ ସୁଧକରଃ ସର୍ବାର୍ଥସିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧିପ୍ରଦଃ
 ଶ୍ରୀମନ୍ମାଧ୍ବକସଂପ୍ରଦାୟଗଣନଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଭକ୍ତିପ୍ରଦମ୍
 ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୋ ଶୁଣୟଃ ତନ୍ତ୍ରବର୍ଗାନନ୍ତ
 ଜୀବେନୈବ ଯା ସମାପିତାମିଦଃ କୁହାତୁପାଦାପିତମ୍ ।
 ଇତି ଶ୍ରୀଜୀବ ଗୋସ୍ବାମିବିରଚିତା ଯାଧ୍ବକସଂପ୍ରଦାୟାନ୍ତ-
 ସାରିଣୀ ଚୈତନ୍ୟଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ-ବନ୍ଦନା ସମାପ୍ତା ॥
 ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ । ଶ୍ରୀନିତ୍ୟାନନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
 ଶ୍ରୀଅଦ୍ବୈତଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ॥

প্রমাণপঞ্জী ও প্রমাণ-উদ্ধারের সংক্ষেপ-ব্যাখ্যা

[যে-সকল গ্রন্থ হইতে বহুবার প্রমাণ উদ্ধার করা হইয়াছে, সেই-সকল গ্রন্থের কোন কোন সংস্করণ ব্যবহার করিয়াছি ও প্রমাণ-উদ্ধারের সময় কিরূপ সংক্ষেপে ব্যবহার করিয়াছি তাহার নির্দেশও লিখিত হইল ।]

ক। অপ্রকাশিত হাতে-লেখা পুথি

- ১। অজ্ঞাত (সংস্কৃত) কৃষ্ণপ্রেমরসচন্দ্রতত্ত্বভক্তিলহরী বা শ্রীচৈতন্য-মার্কার্ভৌমসংবাদঃ। পুরীর মুক্তিমণ্ডপ গ্রন্থাগারে রক্ষিত। ১৩৩০ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় আমি ইহার বিবরণ প্রকাশ করি।
- ২। ঈশ্বরদাস (উড়িয়া) চৈতন্যভাগবত। কটকের প্রাচীগ্রন্থশালায় রক্ষিত।
- ৩। গোপাল গুরু (সংস্কৃত) বক্তেশ্বরষ্টকম্। বরাহনগর গ্রন্থ-মন্দিরে রক্ষিত—পুথি সংখ্যা ১৪০ ও ৬৭৭।
- ৪। জীব গোস্বামী (সংস্কৃত) বৈষ্ণববন্দনম্। একখানি পুথি আমার নিকট, আর একখানি পুথি বরাহনগর গ্রন্থ-মন্দিরে (সংখ্যা ৪৪০) আছে।
- ৫। দেবকীনন্দন (বাঙ্গালা) বৈষ্ণববন্দনা। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ছাপিয়াছেন। কিন্তু ছাপা বইয়ের সঙ্গে প্রাচীন পুথির বহু স্থলে পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। আমি সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত ৪৬৩-৪৭২, ১৪৮১-১৪৯১, ১৭৮৫, ১৮১৪, ২০৩৮, ২১০৭, ২১০৮ ও ২০৮৪ সংখ্যক পুথির সহিত মুদ্রিত পুথির পাঠ মিলাইয়া সিদ্ধান্ত উপস্থিত করিয়াছি।
- ৬। দেবকীনন্দন (বাঙ্গালা) বৃহৎ বৈষ্ণব-বন্দনা। বরাহনগর গ্রন্থ-মন্দিরে রক্ষিত (সংখ্যা ৮০১)।
- ৭। নটবরদাস (বাঙ্গালা) স্বপ্নমঞ্জলি। অশ্বিকা-কালনার পাটবাড়ীতে রক্ষিত।

- বিশ্বনাথ চক্রবর্তী
(সংস্কৃত) গৌরগণস্বরূপতত্ত্বচন্দ্রিকা। বরাহনগর গ্রন্থ-
মন্দিরে রক্ষিত (সংখ্যা ৪৩০)।
- ৯। বিষ্ণুদাস
(বাঙ্গালা) সীতাগুণকদম্ব। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে
রক্ষিত। পুথির সংখ্যা প্রদত্ত হইবার
পূর্বেই আমি এই গ্রন্থ ব্যবহার করিয়াছি
বলিয়া সংখ্যা দিতে পারিলাম না।
- ১০। বৃন্দাবনদাস
(বাঙ্গালা) বৈষ্ণব-বন্দনা। বরাহনগর গ্রন্থ-মন্দিরে রক্ষিত
(সংখ্যা ৮৪৭)। এই বই অতুলকৃষ্ণ
গোস্বামী ছাপিয়াছেন। কিন্তু উক্ত
পুথিতে গ্রন্থকারের নাম দেওয়া হইয়াছে
আচার্য মাধব।
- ১১। মাধব
(উড়িয়া) চৈতন্যবিলাস। এই পুথির বিবরণ আমি
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ১৩৩০ সালে
প্রকাশ করি। সম্প্রতি পুথিখানি প্রকাশ
করিবার জন্ত কটকের অধ্যাপক রায়
সাহেব আর্ন্তবল্লভ মহাস্তিকে দিয়াছি।
- ১২। রঘুনাথদাস গোস্বামী
(সংস্কৃত) দানকেলী-চিন্তামণি। বরাহনগর গ্রন্থ-মন্দিরে
রক্ষিত (সংখ্যা ৩৯৬)। সম্প্রতি ছাপা
হইয়াছে।
- ১৩। হৃদর্শনদাস
(উড়িয়া) চৌরানী আজ্ঞা। রায় সাহেব আর্ন্তবল্লভ
মহাস্তির নিকট রক্ষিত।
- ১৪। হরিচরণদাস
(বাঙ্গালা) অদ্বৈতমঙ্গল। সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত (সংখ্যা
২৬৬)।

খ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সংস্কৃত গ্রন্থ

- ১৫। কবিকর্ণপুর
১৬। ঐ আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ।
গৌরগণোদ্দেশদীপিকা। কোন শ্লোকের পর
কোন সংখ্যা থাকিলে বুঝিতে হইবে যে উহা
বহরমপুর সংস্করণে প্রদত্ত শ্লোক-সংখ্যা।
- ১৭। ঐ চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকম্। বহরমপুর ও নির্ণয়-

- সাগর প্রেস এই উভয় সংস্করণ হইতে
প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। যথাস্থানে সংস্করণ
উল্লিখিত হইয়াছে। ৮২ বলিলে বুঝিতে
হইবে অষ্টম অঙ্ক, দ্বিতীয় সংখ্যা। শুধু
নাটক বলিলে এই গ্রন্থকে বুঝাইবে।
- ১৮। কবিকর্ণপুর চৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যম্। বহরমপুর
সংস্করণ। ৮২ বলিলে অষ্টম সর্গ, দ্বিতীয়
শ্লোক বুঝিতে হইবে। শুধু মহাকাব্য
বলিলে এই গ্রন্থকে বুঝাইবে।
- ১৯। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোবিন্দলীলামৃতম্।
- ২০। কৃষ্ণদাস বাল্যলীলা-সূত্রম্।
- ২১। গোপাল ভট্ট হরিভক্তিবিলাসম্, বহরমপুর সংস্করণ।
- ২২। গোবিন্দ গৌরকৃষ্ণোদয়কাব্যম্।
- ২৩। জীব গোস্বামী গোপালচম্পূঃ, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারীর সংস্করণ।
- ২৪। ঐ লঘুতোষণী-নামক ভাগবতের টীকা।
- ২৫। ঐ ব্রহ্ম-সংহিতার টীকা।
- ২৬। ঐ ঘটসন্দর্ভঃ। প্রাণগোপাল গোস্বামি-সম্পাদিত
কৃষ্ণ ও প্রীতি সন্দর্ভ। সত্যানন্দ গোস্বামি-
সম্পাদিত তত্ত্ব, ভাগবত ও পরমাত্মা
সন্দর্ভ।
- ২৭। ঐ সর্বসংবাদিনী, সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ।
- ২৮। নরহরি সরকার শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতম্।
- ২৯। প্রদ্যুম্ন মিশ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী।
- ৩০। প্রবোধানন্দ চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্।
- ৩১। ঐ নবদ্বীপশতকম্।
- ৩২। বলদেব বিজ্ঞানভূষণ গোবিন্দভাষ্যম্।
- ৩৩। ঐ প্রমেয়রত্নাবলী।
- ৩৪। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ভাগবতের টীকা
- ৩৫। মুরারি গুপ্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতম্—সাধারণতঃ করচা বা
কড়চা নামে প্রচলিত। যুগলকান্তি ঘোষ-

		ସମ୍ପାଦିତ ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ । ୩।୧।୫ ବଲିଲେ ତୃତୀୟ ପ୍ରକ୍ରମ, ପ୍ରଥମ ସର୍ଗ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଳୋକ ବୁଝାହିବେ ।
୩୬ ।	ସହନାଥଦାସ	ଶାଖାନିର୍ଣ୍ଣୟାମୃତମ୍ ।
୩୭ ।	ସହନାଥଦାସ	ମୁକ୍ତାଚରିତ୍ରମ୍ । ନିତ୍ୟସ୍ବରୂପ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ସଂସ୍କରଣ, ୫୨୨ ଚୈତନ୍ୟାବ୍ଦ ।
୩୮ ।	ଏ	ସ୍ତବାବଳୀ । ବହରମପୁର ସଂସ୍କରଣ, ୫୦୨ ଚୈତନ୍ୟାବ୍ଦ ।
୩୯ ।	ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ	ଜଗନ୍ନାଥବଲ୍ଲଭନାଟକମ୍, ନିତ୍ୟସ୍ବରୂପ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ସଂସ୍କରଣ ।
୪୦ ।	ରୂପ ଗୋସ୍ବামী	ଓଞ୍ଜଲନୀଲମଣିଃ, ବହରମପୁର ସଂସ୍କରଣ ।
୪୧ ।	ଏ	ଦାନକେଲିକୌମୁଦୀଭାଗିକା, ଏ ।
୪୨ ।	ଏ	ପଦ୍ମାବଳୀ, ଡା. ଶୁଶୀଳକୃଷ୍ଣ ଦେବ ସଂସ୍କରଣ ।
୪୩ ।	ଏ	ବିଦଗ୍ଧମାଧବନାଟକମ୍, ବହରମପୁର ସଂସ୍କରଣ ।
୪୪ ।	ଏ	ଭକ୍ତିରସାମୃତସିନ୍ଧୁଃ, ଏ ।
୪୫ ।	ଏ	ଲଘୁଭାଗବତାମୃତମ୍, ବଲାହିଟାଦ ଗୋସ୍ବାମୀର ସଂସ୍କରଣ ।
୪୬ ।	ଏ	ଲଳିତମାଧବନାଟକମ୍, ବହରମପୁର ସଂସ୍କରଣ ।
୪୭ ।	ଏ	ସ୍ତବମାଳା, ଏ ।
୪୮ ।	ଲୋକନାଥାଚାର୍ଯ୍ୟ	ଭକ୍ତିଚନ୍ଦ୍ରିକା ।
୪୯ ।	ସନାତନ ଗୋସ୍ବামী	ବୃହତ୍ଭାଗବତାମୃତମ୍, ନିତ୍ୟସ୍ବରୂପ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ସଂସ୍କରଣ ।
୫୦ ।	ଏ	ବୃହତ୍ତେଜସ୍ବତୋଷଣୀ, ଭାଗବତେର ଟୀକା ।

ଗ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ

୫୧ ।	ବିଷ୍ଣୁମନ୍ତ୍ର	କୃଷ୍ଣକର୍ଣ୍ଣାମୃତମ୍ ।
୫୨ ।	ଭରତସମ୍ମିଳିତ	ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ।
୫୩ ।	ଶଶିଭୂଷଣ ଗୋସ୍ବামী	ଚୈତନ୍ୟତତ୍ତ୍ବଦୀପିକା ।
୫୪ ।	...	ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟୋପନିଷତ୍ ।
୫୫ ।	ସଘନନ୍ଦନ	ଜ୍ୟୋତିଷତତ୍ତ୍ବମ୍ ।
୫୬ ।	...	ପିଞ୍ଜଳଚ୍ଛନ୍ଦଃସୁତ୍ରମ୍ ।

৫৭।	প্রাণতোষণীতন্ত্রম্।
৫৮।	ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্।
৫৯।	ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্।
৬০।	বাচস্পত্যভিধানম্।
৬১।	প্রকাশানন্দ
৬২।	ভাগবতম্।
৬৩।	শ্রীধর স্বামী
৬৪।	পদ্মনাভ
৬৫।	বোপদেব
৬৬।	শব্দকল্পদ্রুমম্।
৬৭।	সাহিত্যদর্পণম্।
৬৮।	বল্লভাচার্য্য
৬৯।	স্বধাকর দ্বিবেদী
	সূর্যাসিকাস্ত-টীকা।

ঘ। বাঙ্গালা ভাষায় গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ

৭০।	অভিরামদাস	পাট-পর্যটন।
৭১।	ঈশান নাগর	অদ্বৈতপ্রকাশ।
৭২।	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	চৈতন্যচরিতামৃত। অনেক স্থলে শুধু চরিতামৃত বলিয়া প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছি। রাধাগোবিন্দ নাথ-সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। ১।৩।৪ বলিলে আদি লীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, চতুর্থ পয়ার বুঝাইবে। কালনা, গোড়ীয় মঠ ও রাধিকানাথ গোস্বামীর সংস্করণ হইতে যেখানে কোন প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে সেখানে সংস্করণের নাম করা হইয়াছে।
৭৩।	কৃষ্ণদাস	কৃষ্ণমঙ্গল।
৭৪।	থগেন্দ্রনাথ মিত্র- সম্পাদিত	পদামৃত-মাধুরী।
৭৫।	গোপীজনবল্লভদাস	রসিকমঙ্গল।

- ৭৬। গোবিন্দ কৰ্মকার গোবিন্দদাসের করচা, ডা. দীনেশচন্দ্র সেনের সংস্করণ।
- ৭৭। জগদানন্দ প্রেমবিবর্ত।
- ৭৮। জগদ্বন্ধু ভদ্র-
সম্পাদিত গৌরপদতরঙ্গিণী। জগদ্বন্ধু বলিয়া উল্লিখিত।
মৃণালকান্তি ঘোষের দ্বিতীয় সংস্করণ যেখানে ব্যবহার করা হইয়াছে সেখানে বিশেষভাবে উহার উল্লেখ করা হইয়াছে। যেখানে কোন গ্রন্থের নাম না লিখিয়া শুধু জগদ্বন্ধু-বাবু বা মৃণালবাবুর মত বলিয়া কোন কথা লিখিয়াছি, সেখানে বুঝিতে হইবে এই গ্রন্থের ভূমিকায় ঐ মত ব্যক্ত করা হইয়াছে।
- ৭৯। জয়কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্যপারিষদ-জন্মস্থান-নির্ণয়।
- ৮০। জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল।
- ৮১। নরহরি চক্রবর্তী নরোত্তমবিলাস।
- ৮২। ঐ ভক্তিরত্নাকর।
- ৮৩। নরোত্তম ঠাকুর প্রার্থনা।
- ৮৪। নিত্যানন্দদাস প্রেমবিলাস, যশোদানন্দন তালুকদারের সংস্করণ। সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত পুথি-
সমূহের পাঠ মিলাইয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছি।
- ৮৫। প্রসন্নকুমার গোস্বামি-অভিরামলীলামৃত।
সম্পাদিত
- ৮৬। প্রেমদাস বংশীশিক্ষা, ডা. ভাগবতকুমার গোস্বামীর সংস্করণ।
- ৮৭। বাসুদেব চৈতন্যসন্ন্যাসের পালা।
- ৮৮। বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবত। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-
সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ। ৩৮। ৪০২ অর্থে অন্ত্যখণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ, ৪০২ পৃষ্ঠা। ঐ সংস্করণে পয়ারের সংখ্যা না দেওয়া থাকায়

পৃষ্ঠা উল্লেখ করিয়াছি। গৌড়ীয় মঠ
সংস্করণে পয়ারের সংখ্যা দেওয়া আছে।

- ৮৯। বৈষ্ণবদাস-সংগৃহীত পদকল্পতরু, সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ ; সতীশ-
চন্দ্র রায় মহাশয়ের মত যেখানে উল্লেখ করা
হইয়াছে, সেখানে বুঝিতে হইবে, এই গ্রন্থের
পঞ্চম খণ্ডে উহা ব্যক্ত করা হইয়াছে।
- ৯০। মনোহরদাস অম্বরাগবলী।
- ৯১। মুকুন্দ আনন্দরত্নাবলী।
- ৯২। ঐ সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়।
- ৯৩। যদুনন্দনদাস কর্ণানন্দ।
- ৯৪। ঐ গোবিন্দলীলামৃত।
- ৯৫। রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।
- ৯৬। রাজবল্লভ মুরলীবিলাস।
- ৯৭। রামগোপাল দাস শাখাবর্ণন।
- ৯৮। রামপ্রসন্ন ঘোষ-সঙ্কলিত বংশীলীলামৃত।
- ৯৯। লালদাস বা কৃষ্ণদাস উপাসনাচন্দ্রামৃত।
- ১০০। ঐ বাঙ্গালা ভক্তমাল।
- ১০১। লোকনাথদাস সীতাচরিত্র।
- ১০২। লোচন চৈতন্যমঙ্গল, মৃণালকান্তি ঘোষ-সম্পাদিত
দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা উল্লেখ করিয়া প্রমাণ
তুলিয়াছি।

ঙ। অন্যান্য বাঙ্গালা গ্রন্থ

- ১০৩। অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি শ্রীগৌরাদেব পূর্বাঞ্চল-ভ্রমণ।
- ১০৪। অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী বঙ্গবত্ন।
- ১০৫। অমূল্যধন রায় ভট্ট দ্বাদশ গোপাল।
- ১০৬। ঐ বৃহৎ শ্রীবৈষ্ণব চরিত অভিধান (৮ পর্য্যন্ত)।
- ১০৭। অমৃতলাল পাল বক্রেশ্বর-চরিত।
- ১০৮। ... অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিবরণ।
- ১০৯। কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত বঙ্গীয় কবি।

- ১১০। ... কাশিমবাজাৰ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনেৰ সম্পূৰ্ণ
বিবৰণ।
- ১১১। কৃষ্ণদাস বীৰভদ্ৰ মূল কড়চা।
- ১১২। ত্ৰৈ স্বৰূপ-বৰ্ণন।
- ১১৩। গোঁৱৰ্ণগানন্দ ঠাকুৰ শ্ৰীৰঞ্জেৰ আটীন বৈষ্ণৱ।
- ১১৪। চাক্ষুছ শ্ৰীমামনি শ্ৰীচৈতন্যদেবেৰ দক্ষিণ-ভ্ৰমণ, প্ৰথম ও দ্বিতীয়
খণ্ড।
- ১১৫। দীনেশচন্দ্ৰ সেন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্ৰথম ও পঞ্চম সংস্কৰণ।
- ১১৬। ত্ৰৈ বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়।
- ১১৭। নগেন্দ্ৰনাথ বহু উত্তৰ বাটীয় কায়স্থকাণ্ড।
- ১১৮। ত্ৰৈ বায়েন্দ্ৰ আক্ষণকাণ্ড।
- ১১৯। ত্ৰৈ বিশ্বকোষ অভিধান।
- ১২০। প্ৰভাসচন্দ্ৰ সেন বঙোৱাৰ ইতিহাস।
- ১২১। প্ৰমথ চৌধুৰী নানা চৰ্চা।
- ১২২। ফণিভূষণ দত্ত শ্ৰীচৈতন্য-জাতক।
- ১২৩। বিজ্ঞাপতি পদাবলী, নগেন্দ্ৰনাথ গুপ্তেৰ সংস্কৰণ।
- ১২৪। বিপিনবিহাৰী গোষাামী দশমূলদশ।
- ১২৫। বিপ্ৰদাস পিপলাই মনসামঙ্গল।
- ১২৬। বিশ্বজয় বাবাজী রসরাজ গোঁৱাঙ্গস্বভাব।
- ১২৭। ... বৈষ্ণৱাচাৰ-দৰ্পণ।
- ১২৮। হুবেনেশ্বৰ শাধু হৰিনাম-মঙ্গল।
- ১২৯। ... ভোগমালা।
- ১৩০। মূৰ্ম্মিৰিলাল অধিকাৰী বৈষ্ণৱ দিগদৰ্শিনী।
- ১৩১। মৃণালকান্তি ঘোষ গোবিন্দদাসেৰ কড়চা-বহুস্ত।
- ১৩২। ববীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ চয়নিক।
- ১৩৩। দ্বাখালদাস বাল্যাপাখ্যায় বাঙ্গালার ইতিহাস।
- ১৩৪। ৰাজেন্দ্ৰনাথ ঘোষ অৰৈষতসিদ্ধি (ভূমিক)।
- ১৩৫। দ্বাখানাথ কাৰাসী বৃহত্ত্বক্তিতত্ত্বসাৰ।
- ১৩৬। ৰামগতি ভায়বহু বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্ৰস্তাব।

১৩৭।	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	কীর্তিলতা (ভূমিকা)।
১৩৮।	ঐ	বুদ্ধ গান ও দোহা।
১৩৯।	হরিমোহন	
	মুখোপাধ্যায়-সঙ্কলিত	বঙ্গভাষার লেখক।
১৪০।	হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়	বৈষ্ণব ইতিহাস।
১৪১।	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ।
১৪২।	শ্যামলাল গোস্বামী	গৌরসুন্দর।
১৪৩।	ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার	সঙ্কীৰ্তন-রীতিচিন্তামণি।

চ। উড়িয়া ভাষায় লিখিত গ্রন্থ

১৪৪।	অচ্যুত	অনাকার-সংহিতা।
১৪৫।	ঐ	শূন্য-সংহিতা।
১৪৬।	জগন্নাথদাস	দারুব্রহ্ম।
১৪৭।	ঐ	রাসক্রীড়া।
১৪৮।	দিবাকরদাস	জগন্নাথচরিতামৃত।
১৪৯।	নিরাকারদাস	নুমুর-সংহিতা।
১৫০।	বলরামদাস	বট অবকাশ।
১৫১।	ঐ	বিরাট গীতা।
১৫২।	যশোবন্তদাস	শিবস্বরোদয়।

ছ। অসমীয়া ভাষায় লিখিত গ্রন্থ

১৫৩।	...	দীপিকাচন্দ।
১৫৪।	ভট্টদেব	সং-সম্প্রদায়-কথা।
১৫৫।	ভূষণ দ্বিজ কবি	শ্রীশঙ্করদেব, দুর্গাধর বরকটকী-সম্পাদিত।
১৫৬।	রামচরণ ঠাকুর	শঙ্কর-চরিত, হলিরাম মহেন্দ্রের সংস্করণ।
১৫৭।	লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া	শঙ্করদেব।
১৫৮।	ঐ	শ্রীশঙ্করদেব আরু মাধবদেব।
১৫৯।	শঙ্করদেব .	কীর্তন-ঘোষা।

জ। হিন্দী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ

- ১৬০। শ্রীপুষ্টিমার্গী
শ্রীআচার্য্যজী মহাপ্রভুনকে নিজ সেবক চৌরাশী বৈষ্ণবনকী
বার্তা, লক্ষ্মী বেকটেখর প্রেস সংস্করণ।
- ১৬১। নাভাজী ভক্তমাল—প্রিয়াদাসজীর টীকা-কবিত্ব সহিত,
নবলকিশোর প্রেস সংস্করণ।

ঝ। জার্মান ভাষায় লিখিত গ্রন্থ

162. Von Glasenapp Die Lehre Vallabhacaryas, Z. D.
M. G., 1934.
163. Festchrift Moriz
Winternitz., 1933 (ডা. স্বশীলকুমার দে-লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধ।)

ঞ। ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ

164. Allahabad University Studies, Vol. XI, 1935.
165. Banerjee, R. D. Age of the Imperial Guptas.
166. Do. Eastern Indian School of Mediæval
Sculpture.
167. Do. History of Orissa.
168. Basu, Manindra-
mohan Post-Chaitanya Sahajia Cult.
169. Bhandarkar,
Sir R. G. Vaisnavism, Saivism, etc.
170. Bhattasali,
Dr. N. K. Early Independent Sultans of
Bengal.
171. Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Asiatic
Society of Bengal, Vols. IV and V.
172. Eggling India office Catalogue, Vol. VII.
173. Gait History of Assam.

174. Ghate The Vedanta.
175. Growse History of Muttra.
176. Hamilton,
Buchanan Purnea Report.
177. Hunter Statistical Account of Bengal, Vol.
IV.
178. Imperial Gazetteer.
179. Journal of Letters, Vol. XVI, 1927.
180. Kane History of the Dharma Shastra.
181. Kaviraj, Gopinath Saraswata Bhawan Studies, Vol. IV.
182. Mallik, Abhayapada History of Vishnupur Raj.
183. Sarkar, Sir
Jadunath Chaitanya's Life and Teachings.
184. Sen, Dr. D. C. History of Bengali Language and
Literature.
185. Do. Vaishnava Literature.
186. Singh, Shyam-
narayan History of Tirhut.
187. Vasu, Nagendra-
nath Archæological Survey of Mayur-
bhanja.
188. Ward History of the Hindus.

ট। ইংরাজী সাময়িক পত্রিকা

189. Bengal : Past and Present, 1924.
190. Calcutta Review, 1898.
191. Dacca Review, 1913.
192. Epigraphica Indica, Vols. XV, XVII.
193. Indian Culture, 1935.
194. Indian Historical Quarterly, 1927, 1933.
195. India and the World, 1934.

196. Journal of the Asiatic Society, Bengal=J. A. S. B., 1873.
 197. Journal of the Behar and Orissa Research Society
 =J. B. O. R. S., Vols. V, VI, XII.
 198. Journal of the Royal Asiatic Society=J. R. A. S., 1909.

ঠ। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকা

- ১৯৯। উদ্বোধন, ১৩৩৩, ১৩৩৭।
 ২০০। কিশোরগঞ্জ বার্তাবহ, ১৩৩৩।
 ২০১। গৌরান্ধমধুরী, ১৩৩৭।
 ২০২। গোড়ভূমি, ১৩০৮।
 ২০৩। গোড়ীয়, তৃতীয় বর্ষ।
 ২০৪। চৈতন্যমতবোধিনী, ৪০৭-৪০৯ চৈতন্যাব্দ।
 ২০৫। প্রবাসী, ১৩২৭, ১৩২৯, ১৩৩৬।
 ২০৬। বঙ্গবাণী (মাসিক), ১৩২৯।
 ২০৭। বঙ্গলী, ১৩৪১।
 ২০৮। বঙ্গমতী (মাসিক), ১৩৪২।
 ২০৯। বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, প্রথম হইতে অষ্টম বর্ষ।
 ২১০। বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরান্ধ পত্রিকা, পঞ্চম হইতে সপ্তম বর্ষ।
 ২১১। বীরভূমি, ১৩৩৫।
 ২১২। ব্রহ্মবিজ্ঞা, ১৩৪২, ১৩৪৩।
 ২১৩। ভারতবর্ষ, ১৩২৪, ১৩৪০-১৩৪২।
 ২১৪। ভক্তিপ্রভা, ২২, ২৩ বর্ষ।
 ২১৫। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৪-১৩২১।
 ২১৬। সাহিত্য, ১৩০৬, ১৩১৭।
 ২১৭। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।
 ২১৮। সেবা, ১৩৩৪।
 ২১৯। সোনার গৌরান্ধ, ১৩৩২।

ড। অসমীয়া সাময়িক পত্রিকা

- ২২০। আসাম বান্ধব, ১৩১৭, ১৩১৮।
 ২২১। চেতনা, ১৩২৪।

নির্ঘণ্ট

(পরিশিষ্টে প্রদত্ত শব্দাদি আভিধানিক রীতিতে সাজানো আছে
বলিয়া এই নির্ঘণ্টে উহাদের উল্লেখ করা হইল না।)

অচ্যুত ৩৬৪, ৪১৩, ৪১৪, ৪২১, ৪২২, ৪২৪, ৪২৬, ৪৫৬ জন্ম ৪৫৬ অচ্যুতচরণ চৌধুরী ১২০, ৪০৫ অচ্যুতানন্দ ২৭২, ৫৬২ শূন্যসংহিতা ৪২১ অজয়নন্দ ২৪১ অডেল ৩৭২ অতিবড়ী ৫০৩ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ১৮০, ৩২৭, ৪১২ অদ্বয়সিদ্ধি ৫৩৫ অদ্বৈত আচার্য্য ও অভিষেক, ৩৭, ৫৫৫ আদিম বাসস্থান ৫৭৪ অধ্যাত্মবাদ প্রচার ৭২ ঋণগ্রস্ত ৬০১ কর্ণপুরের মহাকাব্যে ৯৮, ৯৯ কমলাক্ষ নাম ৭২ ও কমলাকান্ত বিশ্বাস ৬০১ গৃহে শ্রীচৈতন্য ১২ গৃহে কীর্তন-উৎসব ৬৮ চৈতন্য কর্তৃক প্রস্তুত ১২৮ চৈতন্য-সঙ্কীৰ্তন ৫৫৮, ৫৭৩ তর্জ্ঞাপ্রেরণ ৪৩৫ দশাক্ষর মন্ত্রে অর্চনা ৪৩৭ প্রাধাত্য ঘোষণা ১২১, ৪৬৪ পুত্রদের জন্ম ৪২৫ পুত্রদের মতবাদ ৪৬৪ পূর্বপুরুষ ৪৫৩ বয়স ৪১৬, ৫০২, ৫১০ বংশতালিকা ৪৫৪	ও মুরারি গুপ্ত ৭১ ও শঙ্করদেব ৫০৭, ৫১০ অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী ১৫২, ৬১১ অদ্বৈতপুত্র কৃষ্ণদাস ৪১৬ অদ্বৈতপুত্র হরিদাস ৪১৫ অদ্বৈতের পৌত্র ২১ অদ্বৈতপ্রকাশ ৪১২-৪৪০ অদ্বৈত মকরন্দ ৩৫৩ অদ্বৈতসিদ্ধি ৫৪৬ অধিদৈব শ্রীচৈতন্য ১৫২ অনন্ত আচার্য্যের পদ ৬৩ অনন্ত মহাস্তি ৪২৪ অনন্ত সংহিতা ৪১২, ৪৩৮ অনাকার সংহিতা ৪২১ অনিরুদ্ধ ৫০২ অনুপম ৩৮৫ অনুমান দীপ্তি ৩৫৪ অনুরাগবল্লী ১০২, ১৬৫ অন্নকূট ৩৭৮ অপ্লব দীক্ষিত ৩৩২-৩৩৩ অবতারের দাবীদার ৫৮৮ অবধূত ২৬৮ অবধূতদাস ৩৭২ অবধূত সনাতন ১২৬ অভিরাম ৫০, ২২৫, ৪২৭, ৫৭৭ অভিরামলীলামৃত ৪৮৮ অভিষেক ৩৬-৩৭ অষ্টিকাচরণ ব্রহ্মচারী ১৮২ অমোঘ ৩৭২-৭৩, ৫৩৭ অর্দ্ধকুটীয়ায় ২২৪ অলঙ্কারকৌস্তুভ ২৫
---	---

ଅଷ୍ଟ କବିରାଜ ୧୮୧
ଅସଂକାର୍ଯ୍ୟବାଦ ୩୩୧
ଅହର ଗଢ଼ା ୨୨୩

ଆ

ଆଇ ୧୨
ଆକନା ୧୫୧, ୧୧୩
ଆଟୋପଓଡ଼ିଆ ୧୩
ଆତ୍ମାରାମ ଦାସ ୫୧୨
ଆତ୍ମାରାମଚ ମୁନୟ ୩୫୧
ଆନନ୍ଦଗିରି ୧୩୫
ଆନନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରିକା ୧୦୨
ଆନନ୍ଦବିନାୟକଚମ୍ପୁ ୨୬, ୧୦୧
ଆବିର୍ଭାବ ୧୬୧
ଆରିଟ୍ ୩୧୬
ଆଲକୋଣା ୨୫୧
ଆଳାତଚକ୍ର ୧୨୬
ଆସାମେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ୧୧୮-୨୨

ଇ

ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ୨୫୧
ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ସରୋବର ୩୧୧

ଈ

ଈଶାନ ୩୧୮, ୫୧୨-୫୫୦
ବିବାହ ୫୧୬
ଈଶାନସଂହିତା ୫୩୧
ଈଶ୍ଵରଦାସ ୫୨୩
ଈଶ୍ଵରଦାସେର ଚୈତନ୍ୟଭାଗବତ ୫୨୬-୧୦୫
ଈଶ୍ଵର ପୁରୀ ୨୩୧, ୧୫୦

ଉ

ଉତ୍କଳଲୀଳାମଣି ୧୦୨, ୧୫୧
ଉତ୍କଳିକାବଳୀ ୧୫୬
ଉଦୟ ୧୦୦
ଉଦୀପି ୩୬୨, ୧୫୬

ଉଦୟଦାସ ୧୦୬, ୧୮୩, ୨୨୨, ୩୧୮
ଉଦୟସନ୍ଦେଶ ୧୫୬
ଉଦ୍ଧାରଣ ଦତ୍ତ ୫୫୫, ୧୧୧
ଉଦ୍ଧାତ୍ତ ୨୨୬
ଉଦ୍ଧେଗ ୨୮୨-୨୦
ଉଦ୍ଧାତ୍ତର ପ୍ରକରଣ ୨୮୨
ଉପାସନାଚନ୍ଦ୍ରାମୃତ ୧୩୨
ଉପାୟ ଓ ଉପେୟ ୧୩୬
ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ୧୩୧
ଉପେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ୨୩୬, ୫୦୬
ଉପେନ୍ଦ୍ରମୋହନ ଗୋସ୍ଵାମୀ ୫୩୮
ଉମାପତି ୧୫୨
ଉମେଶଚନ୍ଦ୍ର ଦେ ୧୧୧

ଊ

ଊର୍ଜାସ୍ଵାୟ ସଂହିତା ୫୩୮

ଋ

ଋଷଭ ପର୍ବତ ୩୧୨
ଋଷାୟ ପର୍ବତ ୩୬୩

ଏ

ଏକଚାକା ୧୧୩
ଏଝେଦହ ୧୧୩

ଓ

ଓଡ଼ନ : ୮୧

ଓ

ଓଞ୍ଚକ୍ୟ ୨୨୦

କଟକ ୨୫

କର୍ମଭୂଷଣ ୧୨୧

କବିକର୍ଣ୍ଣପୁର ୩, ୫୧୩, ୧୬୨

ଜନ୍ମକାଳ ୨୧

ପ୍ରଭୁର ଶାନ୍ତିପୁରେ ବାସ ୧୫

কবিচন্দ্র ৫৬২
 কবির ৫২২, ৫২৩
 কবিভূপতি ২২৩
 কমলাকর ৫৭৭
 কমলাকান্ত বিশ্বাস ৬০১
 কর্ণানন্দ ৩১৪
 কলিঙ্গ ১৬১
 কাঞ্চনপল্লী ২৩, ৫৭৩
 কাঞ্চিকাবেরী ৩৬৬
 কাটোয়া ১০, ২৩, ৫৭৩
 মহোৎসবে উপস্থিত মহাস্তম্ভগণ
 ৫৮২-৮৩
 কানাই খুঁটিয়া ৫০৫, ৫৭০
 কানাইয়ের নাটশালা ২৪১
 কানুদাসের পদ ৬৪
 কামকোষ্ঠী ৩৬১
 কায়স্থ ভক্ত ৫৬৭
 কায়স্থগা ভজন ৩০০
 কালা কৃষ্ণদাস ৫৭৭
 কালনা ৫৭৩
 কালীপ্রসন্ন গুপ্ত ২৫১
 কাশীশ্বর ৫০, ২৫১, ৫৬৩
 কাশী মিশ্র ১১২
 কাঁদড়া ৫৭৩
 কিশোরীভজা দল ৫৩৮
 কিশোরীমোহন সিংহ ৪৭৮
 কীর্তন গান ৫৬৪-৬৫
 কীর্তন ঘোষা ৫০৭
 কুমারহট্ট ২১৬, ৫৭৩
 কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ১১৩
 কুলাই ২৩, ৫৭৩
 কুলিয়া ২১৬, ২১৮
 কুলীনগ্রাম ২৩, ৫৪২, ৫৭৩
 কুশাবর্ত ৩৬৪
 কুষ্ঠী বাহুদেব ৩৫৫
 কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ৩৫৫

কৃষ্ণকর্ণামৃত ২৮৬
 কৃষ্ণকেলি ২১৮
 কৃষ্ণজন্মতিথি বিধি ১৪৭
 কৃষ্ণদাস ৩২, ৩৬০, ৫৭৭
 কৃষ্ণদাস অধিকারী ১৪৮
 কৃষ্ণদাস কবিরাজ ৪, ১০৭, ৩১২
 কৃষ্ণদাসের পদ ৬২
 কৃষ্ণপ্রেমরসচন্দ্রতত্ত্বলহরী ৪২৫
 কৃষ্ণবল্লভা টীকা ১৬২
 কৃষ্ণার্চাদীপিকা ১৫৮
 কৃষ্ণানন্দ ৫৪১
 কৃষ্ণানন্দ পুরী ৫৪০
 কেশব কাশ্মীরী ৫৩২
 কেশব পুরী ৫৪০
 কেশব ভারতী ৬৩, ৫০১, ৫৪০
 কোণারক ৪২৪
 ক্রমসন্দর্ভ ১৫২

খ

খড়দহ ৫৭৩
 খেতরী ৫৬৪

গ

গঙ্গাদাস ৫৪১
 গঙ্গাদাস পণ্ডিত ৪১৬
 গঙ্গপতি ১৫০
 গজেন্দ্রমোক্ষণ ৩৬২
 গদাধরদাস ৫৬৩
 গদাধরদাসের গোপীভাব ৩২
 গদাধরদাসের শিষ্য ৫১
 গদাধর পণ্ডিত ২৩, ২৪
 জন্মস্থান ৫৭৩
 পিতৃপুত্রিচয় ৫৪৩
 শিবানন্দের পদে ২৪
 নিমাইয়ের সহিত অন্তরঙ্গতা
 ৪০, ৪৩, ৪২, ৫১

- নরহরির গৃহে ৫৩
 নিন্দুকের দল ১২১
 জয়ানন্দের গুরু ২২৪
 শচীমাতা ২৩৮
 লোচনের চৈতন্যমন্ডলে ২৫৮, ২৫৯
 মাধবের গুরু ২৭৪
 ও জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত ৪৬৪-৬৫
 তিরোধান ৪৮৮
 গণেশ ৪৪২
 গমনাগমন (প্রভুর) ১৫-১৭
 গয়া ২৪২
 গয়ায় গমন ৬-৭
 গরুড় ৫৪১
 গাইঘাট ৫০৫
 গীতাবলী ১৪০
 গুণরাজাঙ্গয় ২৬
 গুণার্ণব মিশ্র ২২৫
 গুণাভিরাম ৫১২
 গুণ্ডিচামার্জ্জন ৩৬২
 গুপ্তিপাড়া ৫৭৩
 গুরুচরণ দাস ৪৮০
 গুরুচরিত্র ৫০৮
 গুরুপ্রণালী ১০২
 গুরুলীলা ৫১১
 গোকুলানন্দ ৫৭৩
 গোদাবরী ১৭, ১৮
 গোপাল ৪১৭
 গোপালগুরু ৪২৬, ৫৪৫, ৫৪৯, ৫৭০
 গোপালচন্দ্র ১৫২
 গোপালদাস ৩৭৮
 গোপাল বসু ২২২
 গোপালবিগ্রহের কথা ৩৭৬
 গোপাল বিরুদাবলী ১৫৮
 গোপালভট্ট গোস্বামী ১৬২-৬৬
 ৩৭৮, ৫৭০
 . কর্ণপুর কর্তৃক অমুল্লেক্ষ ১৬৪
- ও মুরারি গুপ্ত ১৬৪
 ও কৃষ্ণকর্ণামৃত ১৬২
 শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে অমুল্লেক্ষ ১৭০
 গোপাল মঠ ৪২৩
 গোপীকান্তদাস ১৪২
 গোপীনাথ ২৩২, ৫৪১
 গোপীনাথ আচার্য ৩৪৩
 গোপীনাথ কবিরাজ ৩৫৪
 গোপীচন্দ্রামৃত ৩০১
 গোবিন্দ আচার্য ২৩২
 গোবিন্দ কর্মকার ৩২৮
 গোবিন্দ গোসাঞি ৩৭৮
 গোবিন্দ ঘোষ ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২,
 ৩৩, ২৫১, ৫৮১
 গোবিন্দদাসের কড়চা ৪০৪
 গোবিন্দ পরিচারক ১২
 গোবিন্দ ঠাকুর ৫৮১
 গোবিন্দবিগ্রহের সেবা ৩১১
 গোবিন্দ বিরুদাবলী ১৪৬
 গোবিন্দভক্ত ৩৭৮
 গোবিন্দলীলামৃত ২২৩
 গোড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের উপশাখা ১২১-
 ২৩
 গোড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের যৌগিক সাধনা
 ২২৬
 গোড়ীয় মঠ ১৩৭
 গোড়ে স্থিতি (প্রভুর) ১৬
 গোড়ীয়দের পুরীষাড়া ২১
 গৌরকৃষ্ণোদয় কাব্য ৫০৪
 গৌরগোপাল মঙ্গ ৭২, ৪৪৭
 গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ১০৭-১১০,
 ১৪৭, ৩০৫
 গৌরনাগরীবাদ ৫৩
 গৌরপারম্যবাদ ৭৬, ১১২, ১৭৮-৭৯
 গৌরপ্রিয়া ঠাকুরাণী ৪৮০
 গৌরমন্দের আন্দোলন ৪৩৫, ৪৪০

গৌৰহৃন্দৰদাস ১৪২
 গৌৰাঙ্গনাগৰ ১৭২
 গৌৰাঙ্গনাগৰবাদ ২৫৫
 গৌৰাঙ্গবিজয় গীত ৪৮
 গৌৰাঙ্গের গোষ্ঠলীলা ৪৫
 গৌৰাঙ্গের মুরলীবাদন ৩৯
 গৌৰাঙ্গস্বৰূপকল্পতৰু ১১৪
 গৌৰীদাস পণ্ডিত ৩৯, ৬৬, ৬৯, ৪২৩,
 ৫৭৭
 পদ ৪৮, ৪৯
 গ্রহণ ১-৩

ঘনশ্যাম ৪৮৫
 ঘাটিয়াল ৩৭৩

চক্ৰশাল ৫৪২
 চন্দনেশ্বৰ ৩৪৩
 চন্দ্রশেখৰ ৫৪১
 চন্দ্রশেখৰ আচাৰ্য্যের পদ ৬৫
 চন্দ্রশেখৰ বৈষ্ণ ৩৭৫
 চন্দ্রাবলী ৩৮৭
 চামতাপুৰ ৩৬২
 চৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৭১-৭২
 চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের রচনাকাল
 ১০১-০৩
 চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য ৮০-৯৪
 ৯৫-৬
 চৈতন্যচরিতামৃত
 মৌলিকতা ২৮৭-২৮৮
 সাম্প্রদায়িকতা ৩০৪-৩০৫
 চুক্তিতে অসহিষ্ণুতা ৩০৫
 অলৌকিক ঘটনার প্রতি আসক্তি
 ১২১, ১২২, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭

আহাৰ্য্য-বৰ্ণনায় স্তীতি ৩০৮
 ধৃত শ্লোকসংখ্যা ৩০২
 চৈতন্যগায়ত্ৰী ৪৬১
 চৈতন্যদাস ৯৫, ৩১২
 পদ ৬৬-৭
 চৈতন্যদেব
 অদ্বৈতগৃহে ১২, ১৩, ১৪,
 অধ্যাপনা ৮, ৩৩৬
 অভিনয় ২০৬
 অভিষেক ৩৭, ৫২৩
 অমোঘ ৩৭৩
 অলৌকিকতার বিচার ৩৯৩
 অসমীয়া গ্রন্থে ৫০৭-২৭
 আকৃতি ৫৮৯
 আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যা ৩৫০
 আভরণ ৫৬-৭
 আশ্রবীজের দৃষ্টান্ত ৩০৬
 আসাম-ভ্রমণ ৫১৮-২২
 আক্ষেপাত্মক ৫৯-৬০
 ঈশ্বরত্ব ঘোষণা ১০২, ১০৩, ৫৫৮-
 ৬২
 ঈশ্বরত্বের আবেশ ৫৫১
 কৰ্ণপূৰ্ণকে কৃপা ৯৭
 কবির ৫২২-২৩
 কাজীদলন ১৯৯, ২১১-১৪
 কীৰ্ত্তন ২৫, ৪৯, ৫১, ৬১, ৬৮,
 ১২২, ৩৭১, ৫৬৪-৬৬
 কীৰ্ত্তনে কুলবধু ৫১-৫২
 গৰ্ভবাসের সময় ৯৯
 গঙ্গীৰায় ৬১
 গয়াযাত্রা ৮, ২২
 গুজরাতে প্রভাব ৫৩৩
 গুরুপ্রণালী ৫০১
 গোষ্ঠলীলা ৩৯, ৪৫, ৬৬
 গোড়ভ্রমণ ২১৫-২১৮
 চতুর্ভুজ মূৰ্ত্তি ৮৫, ৪২৩

চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ৫৮৯-৬০৪
 চাতুর্য ৫৮-৯
 জগন্নাথদর্শন ৫৯, ৩৪২, ৩৪৬
 জগাই-মাধাই উদ্ধার ২৬৮
 জন্মকাল ১-৫
 জলখেলা ৫৯৪
 জীবনকাল ৫-৬, ৩১১
 তত্ত্ব ৮৪, ৮৫, ১১০, ১১১, ১২৪,
 ১২৫, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৫৯,
 ১৬০, ১৬১, ১৬২
 তিরোভাব ২৭০, ২৭১, ২৭২,
 ৪৬৬, ৪৯৭
 তীর্থভ্রমণ ১৫-২০
 তৈথিক ব্রাহ্মণ ২০০, ২০১
 দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ ৩৫৪-৬৫
 দিগ্বিজয়ী পরাভব ১৯০, ২০৭-১১
 দব্যোন্মাদ ৪২
 দীক্ষাগ্রহণ ২০৭
 নর্তন ২৭, ৬৭, ৩২৮, ৩১১
 নামজপ ৫৯৪
 পঞ্চমথা ৪২২-২৬
 পরিহারসরসিক ৫৯৭-৫৯৯
 পিতার অবস্থা ৯৯-১০০
 পুষ্পবাটিতে অবস্থান ১৭৬
 পূর্বপুরুষের বাসস্থান ২৩৭
 পূর্ববঙ্গে ভ্রমণ ২৯, ২০৫
 প্রকাশানন্দ ৩২২-৩৩
 প্রচার-প্রণালী ৫৯২-৯৩
 প্রতাপরুদ্র উদ্ধার ৩৬৫-৬৯
 প্রবোধানন্দ ১৭৪-৭৮
 প্রিয়াদাসজী ৫২৮
 পাঞ্জাবে প্রভাব ৫৩২
 বরাহভাব ৭২, ১৯২, ২৬৬, ৫৫৩
 বল্লভ ভট্ট ৩৯০-৯১
 বাল্যলীলা ১০০, ৩৩৩-৩৫
 বিদ্যালিক্ষা ৩৩৫-৩৭

বিগ্রহস্থাপন ৫৬২-৬৪
 বেশ ৩৮, ১২২, ১৩৬, ১৫২, ৫১৭,
 ৫২৩
 ভগবতা ১৬১
 ভাবাবেশ ২৩, ২৭, ৩০, ৪৭, ৪৮,
 ৪৯, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৬০, ১১৯,
 ১২০, ১৭৭, ৫২৩
 মাধব-সম্প্রদায় ৫৫০
 মুরলীবাদন ৫৯৬
 মূর্তিপ্রতিষ্ঠা ৬৯, ৭০
 মূলতানে প্রভাব ৫৩৩
 মৌলিকতা ১৫৩
 যুগাবতার ২৫২
 রঘুনাথদাসের প্রতি কৃপা ১১৫
 রামানন্দ সংবাদ ৩২৪-২৭, ৩৫৬
 ও শঙ্করদেব ৫১০, ৫১২-১৭
 শয্যা ৫৯৪
 সম্প্রদায়-নির্গম ৫৫৩-৫১
 ও সহজিয়া ধর্ম ৫৩৫-৩৭
 সাতপ্রহরিয়া ভাব ৫৫৬
 সার্কর্ভৌম ১০৪, ৩৪৩, ৩৪৪-
 ৫৪
 ষড়্ভুজ মূর্তি ৬৩, ৮৩, ৩৪৫, ৩৬৯,
 ৪২৩
 হরিতক্টিবিলাসের মত ১৬৮
 হোলিখেলা ২৫
 চৈতন্যভক্তদের পাণ্ডিত্য ৫৬৮-৭২
 চৈতন্যভাগবতের ঐতিহাসিকতা
 ১৯৮-২০৩
 রচনাকাল ১৮৮-৯৫
 ক্রমভঙ্গদোষ ২-২-০৩
 চৈতন্যমঙ্গলের রচনাকাল ২৫০-৫৪
 চৈতন্যমতমঞ্জুষা ৯৬
 চৈতন্যসার্কর্ভৌমসংবাদ ৪৯৫
 চৈতন্যের সম্প্রদায় নির্গম ৫৪৩-৫১
 চৌষট্টি মহাস্ত ৪৮৯, ৫৮০

ছ

ছল ৩৪২
 ছয় গোস্বামী ৫৭৬
 ছয় চক্রবর্তী ৫৮৫
 ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫৩৪

জ

জগদ্বন্ধু ভদ্র ২৫, ২৯, ৩৫, ১২০
 জগদানন্দ ৫১, ৬৫, ৪৬৪-৬৭
 জগদীশ ৪১৭, ৫৪১
 জগন্নাথ ৫০২
 জগন্নাথদাস ৪২১, ৫৭০
 জগন্নাথবল্লভ নাটক ৩০১, ৪২১
 জগন্নাথ মিশ্র ২০৪, ৩৩৩, ৩৩৪
 জগমোহন রামায়ণ ৪২৩
 জগাই-মাধাই ২৬৭
 জঙ্গলী ৫০০
 জঙ্গলীটোলা ৬৯
 জন্মকাল ১-৫
 জন্মনক্ষত্র ৪
 জন্মরাশি ৩
 জলেশ্বর ৩৪১
 জয়গোপাল গোস্বামী ৩৯৫, ৪০১
 জয়তীর্থ ৫৪৭
 জয়ন্ত ১৩৭, ৫৮৯
 জয়ানন্দ ৪১৩
 জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ২২৩-২৪৮
 জলেশ্বর ২১৭
 জাল প্রেমবিলাস ৪৮০
 জালিন্দ্র কাহিনী ২২৬
 জাহ্নবী ১৮৭, ৪৭০, ৪৭৪, ৪৭৮
 জিরাট ৫৭৩
 জীব ৫৪১
 জীবনকাল ৫-৬
 জীব গোস্বামী ১৫৩-৬২
 পত্র ১৫৩

মহাপ্রভুকে দর্শন ১৫৫
 মধুসূদন সরস্বতী ১৫৭
 রচিত গ্রন্থাদি ১৫৮-৫৯
 চৈতন্যতত্ত্ব ১৫৯-১৬২
 জীব পণ্ডিত ৫৭২

ঝ

ঝাটপাল ৪৫৭
 ঝামটপুর ২৯৫
 ঝারিখণ্ড ১৯৭

ট

টোটাগ্রাম ২৭০
 টোডরমল্ল ৫৮০

ড

তড়াআটপুর ৫৭৩
 তপন আচার্য্য ৫৭২
 তারিণীচরণ রথ ২৩৭
 তিরোভাব ৮, ২৭০-৭২
 তিরোভাবতিথি ৫, ৬
 তীর্থভ্রমণের কাল ১৫-২০
 তুঙ্গনা ২২৩
 তুঙ্গবিছা ১৭১
 ত্রিতকূপ ৩৬২
 ত্রিবেণী ৪২২
 ত্রিমল্ল ভট্ট ১৬২, ১৭৩
 ত্রিযুগ ১৬২

দ

দণ্ডভঙ্গ ৩৪১
 দবিরথাস ১২৯
 দরজিকে কুপা ৩৫৭
 দরবেশ ২৯৯
 দশমচরিত ১৪০
 দশাক্ষর গোপালমন্ত্র ৩৮, ১৩৭, ২৩২,
 ৪৩৬

ଦକ୍ଷର ୬୦୫
 ଦାନକେଲିକୋମୁଦୀ ୧୫୦
 ରଚନାକାଳ ୧୫୧
 ଦାନକେଲିଚିନ୍ତାମଣି ୧୧୧
 ଦାନଲୀଳା ୨୮, ୩୨, ୫୦, ୫୧, ୫୫୦
 ଦାନଲୀଳାର ଅଭିନୟ ୫୫୧
 ଦାମୋଦର ପଣ୍ଡିତ ୧୧, ୫୨୦
 ଦାମୋଦରିୟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ୫୧୦
 ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ-ଗମନ ୧୬
 ଦାତନ ୨୧୧, ୨୨୫
 ଦ୍ଵାଦଶ ଗୋପାଳ ୫୫୨, ୫୮୨, ୫୧୧
 ଦିକ୍ପ୍ରଦର୍ଶିନୀ ୧୫୦
 ଦିଗ୍ଵିଜୟୀ ପରାଭବ ୧୨୦
 ଦିବାକର ଦାସ ୨୧୨, ୫୨୧, ୫୦୨-୫
 ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ୫୨୨
 ଦିବ୍ୟୋଦ୍ଧାତ ୫୨
 ଦୀନେଶଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ୩୧୦
 ଦୀନେଶଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ୧୦୦, ୨୫୧, ୨୧୧,
 ୨୨୫, ୩୧୬, ୩୮୨, ୩୨୫
 ଦେହୁଡ଼ ୧୮୧
 ଦେବଶରଣ ୨୧୧
 ଦୈତ୍ୟାରି ଠାକୁର ୫୧୧
 ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ୫୨୦

ଧ

ଧନଞ୍ଜୟ ୫୧୧
 ଧାତୁସଂଗ୍ରହ ୧୧୮
 ଧ୍ଵଞ୍ଜମଣି ପଟ୍ଟମହାଦେବୀ ୫୧୮

ନ

ନକଲ ଅବତାର ୫୮୮
 ନଦୀୟା ନାଗରୀ ୩୦, ୩୬
 ନନ୍ଦିନୀ ୫୫୨, ୫୦୦
 ନବଦ୍ଵୀପ ୫୬୧
 ନବଦ୍ଵୀପେ ଗୌରାଙ୍ଗମୂର୍ତ୍ତି ୫୬୨-୬୩
 ନବଦ୍ଵୀପେ ପୁନରାଗମନ ୫୧

ନବଦ୍ଵୀପେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ୨୨
 ନବହଟ୍ଟ ୧୦୫
 ନରନାରାୟଣ ୫୧୨
 ନରସିଂହ ନାଡ଼ିଆଳ ୫୫୧
 ନରହରି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ୩୧, ୫୮୫
 ନରହରି ସରକାର ୨୫
 ବ୍ରହ୍ମରସଗାନ ୨୫
 ପଦାବଳୀ ୫୨-୬୨, ୧୨୦
 ଗ୍ରନ୍ଥ ୫୧୧
 ବାସୁଦେବର ଉପର ପ୍ରଭାବ ୫୨
 ରାମଚନ୍ଦ୍ରର ପଦେ ୫୨
 ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟର ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ୫୧
 ଆରୋପିତ ପଦ ୫୦
 ତତ୍ତ୍ଵନିରୂପଣ ୬୨
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଭଜନାମୃତ ୫୦-୫୫
 ଗୌରମନ୍ତ୍ର ୧୨-୩, ୧୧୨, ୧୧୮
 ନବଦ୍ଵୀପଲୀଳାବାଦୀ ୧୧୨
 ଗୌରାଙ୍ଗମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ୫୬୩
 ଓ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ଵ ୫୧୫
 ଓ ଜ୍ଞାନନାଗର ୫୨୩
 ଓ ଲୋଚନ ୨୫୨, ୨୫୧, ୨୫୮, ୨୫୨,
 ୨୬୦, ୨୧୩, ୨୮୨
 ଭକ୍ତିଚନ୍ଦ୍ରିକା ୫୮୫

ନରୋଦ୍ଧମ ଠାକୁର, ୧୧୨, ୧୫୫, ୫୬୩
 ନଳିନୀକାନ୍ତ ଭଟ୍ଟଶାଳୀ ୫୫୨
 ନଳିନୀନାଥ ଦାଶଗୁପ୍ତ ୩୧୧
 ନାଗର ପୁରୁଷୋଦ୍ଧମଦାସ ୫୦୦
 ନାଗରୀଭାବର ଉପାସନା ୨୬୧
 ନାଟକଚନ୍ଦ୍ରିକା ୧୫୧
 ନାନକ ୫୦୦
 ନାଥାଜୀ ୫୨୮
 ନାମକୋମୁଦୀ ୩୦୧
 ନାମଜପ ୫୨୩-୨୫
 ନାରାୟଣ ଦାସ ୩୧୮
 ନାରାୟଣୀ ୧୮୦, ୧୮୧, ୧୮୨, ୧୮୩, ୧୮୫,
 ୧୨୦, ୧୨୧, ୨୧୬-୧୧

নাসিক ৩৬৪	নীলাধৰ চক্ৰবৰ্তী ৩৪৭
জ্ঞানামৃত ৫৪৬	নীলাচলে গমন ১৩
নিখিলনাথ ৩১৪	নৃসিংহকৃত্য ৫২০
নিত্যানন্দ ৩২	নৃসিংহতীৰ্থ ৫৪০
ৱাঢ়ে—১১, ৩৩২	নৃসিংহানন্দ ১৭
গুৰু ৫৪০	
গোষ্ঠলীলায় ৬৬	প
ৰঘুনাথদাসেৰ গ্ৰন্থে অনুল্লেখ ১১২, ১৫০	পঞ্চতন্ত্ৰ ২৬০-৬১, ৫৭৫
ৰূপেৰ গ্ৰন্থে অনুল্লেখ ১৫০	পঞ্চবটী ৩৬৪
শ্ৰীজীবকে অনুগ্ৰহ ১৫৫	পঞ্চসখা ৪২২
গৃহত্যাগ ৪৮৫	পণ্ডিত গোঁসাই ২৪
তীৰ্থযাত্ৰা ১৮৫, ২৩১	পদ্মাবলী ১১৭, ১৪৭
নিন্ধুকেৰ দল ১২১-২৩	পদ্মা ৩৬৪
ভগবতা ১২৩	পৰকীয়বাদ ৫৩৬
বৃন্দাবনদাসকে অনুপ্ৰেৰণাদান ১২৬, ৩১৬	পৰকীয়বাদের দলিল ৫৩৬
ভাৱেৰ মানুষ ১২৭	পৰমানন্দ ৪৬, ৬১
জগন্নাথক্ষেত্ৰে যাত্ৰা ২৩৪	পৰমানন্দ গুপ্ত ২২২
অবধূতবেশ ত্যাগ ২৪০	পৰমানন্দপুৰী ২২, ১২৩, ৫৪০, ৫৭০
জগাই-মাধাই উদ্ধাৰ ২৬৮-৬২	পৰমেশ্বৰদাস ৩২, ২৫১
ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ ২২৪, ২২৫, ২২৮	পদ ৬৭-৮
দণ্ডভঙ্গ ৩৪১-৪২	পহিলিহি ৰাগনয়নভঙ্গ ৩২৩, ৪২১
অদ্বৈতেৰ সহিত প্ৰেমকলহ ৩৭০	পানাগড়ি ৩৬২
গোড়ে প্ৰেৰণ ৩৭২	পানিহাটী ১১৮, ২১৬, ২২০, ৩৭৩, ৫৭৩
জন্মকাল ৪১৭	পিঙ্গলা ২৮৭
ও উড়িষ্যায় পঞ্চসখা ৪২৪	পিরালিধৰ্ম্ম ১৩১
ও নাভাজীৰ গ্ৰন্থ ৫২২	পুণ্ডৰীক বিজ্ঞানিধি ৩২৪, ৫৪০
তিৰোধান ৪৮৮	পুণ্ডৰীকাক্ষ ৩৭৮
নিত্যানন্দদাস ৪৭৭	পুনপুন ২৪২, ২৬৮
নিমাইয়েৰ বেশ ৩৮	পুৰলীলা ৩৮৭
নিমাইসন্ন্যাস ৪১	পুৰীতে ৰথযাত্ৰা ১৫
নিমাই সম্প্ৰদায়ী ৫৪৫	পুৰীদাস ১০৩, ৬০৩
নীলমণি গোস্বামী ৪৩৬	পুৰুষ স্কন্ধ ৩৮
নীলাচলে প্ৰত্যাবৰ্ত্তন ২০	পুৰুষোত্তম ৫৭৭
	পুৰুষোত্তম আচাৰ্য্য ৩১৭, ৩১৮, ৪০৩
	পুৰুষোত্তমদৰ্শন ১২
	পুৰুষোত্তম দাস ৬৪

পুরুষোত্তম দেব ৪২০
 পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণ ২২-৩০
 প্রকাশানন্দের উদ্ধার ৩২২-৩৩
 প্রকাশানন্দ ও প্রবোধানন্দ ৪২২
 প্রতাপরুদ্র ১০১, ১০৫, ২৩৫, ৩৬৫-৬৯
 প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী ৪০৭
 প্রহ্লাদ মিশ্র ৪০৫
 প্রবোধানন্দ সরস্বতী ১৭২, ৫৩১, ৫৭০
 প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৪২৬, ৫৪৫
 প্রমথ চৌধুরী ৩৮১
 প্রমেয় রত্নাবলী ৫৪৩
 প্রয়াগে বাস ১৬
 প্রিয়াদাসজী ৫২৮
 প্রেম ১৪৪
 প্রেমদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ১০৬
 প্রেমধর্মের অগ্রদূতগণ ৫৪০-৪৩
 প্রেমবিবর্ত ৪৬৪-৬৭
 প্রেমবিলাস ১৮২, ৩১২, ৪৭৭-৮৫
 প্রেমামৃত ৪৮০

ফ

ফণিভূষণ দত্ত ৩০২
 ফাস্তুনী পূর্ণিমা ১
 ফিরিজি ২৪২
 ফুলিয়া ১২, ৪২২, ৫৭২

ব

বক্রেস্বর ২৩২, ৫৪২, ৫৯৬
 বক্রেস্বর তীর্থ ২৪৩
 বক্রেস্বর শ্রীচৈতন্য ১০
 বঙ্গবাণী ৪৪৮
 বট অবকাশ ৪২১
 বড়গাছী ১৮৭
 বরগঙ্গা ৪১০
 বরাহকুণ্ড ৫২১
 বরাহনগর ২১৭, ৫৭৩
 বরাহনগর গ্রন্থমন্দির ১১৭, ১৫৪

বলদেব বিজ্ঞানভূষণ ৮৪, ১৪৬
 বলরাম ৪১৭
 বলরাম দাস ৫০, ৪৭২, ৫৯১, ৫৭০
 পদ ৫০-৫২
 বল্লভ ভট্ট ৩২০-২১
 বল্লভাচার্য্য ২০৪-৫
 বসুধা ১৮৭
 বসু রামানন্দ ২৫
 বংশীবদন ৪৪-৬
 বংশীবদন ঠাকুর ৪৬৮
 বংশীশিক্ষা ৪৬৮-৭৭
 বাউল ২২৯
 বাকলা চন্দ্রদীপ ১৩৪
 বাঘনাপাড়া ৪৬২
 বাণী কৃষ্ণদাস ৩৭৮
 বামুনিয়া সম্প্রদায় ৫১০
 বারকোণা ঘাট ৪১, ২২১
 বারমুখী ৪০০
 বালগোপাল মন্ত্র ৩২১
 বাল্যলীলা সূত্র ৪১৫, ৪৪৮-৫৪
 বায়ড়া ২১৭
 বাসু ঘোষ ৩, ৩০, ৩৪, ৩৫, ৪০, ২৫১,
 ৫৮১
 পদবিচার ৩৫, ৩৬, ৪৪
 বাসুদাস ৫০০
 বাসুদেব দত্ত ১৮৬-৮৭, ৪২৭
 উহার দুই ভাই ৫৪২
 বাড়ীতে শ্রীচৈতন্য ২১৮
 বায়ুপুরাণোক্তঃ শ্রীচৈতন্যাবতার-
 নিক্রপণম্ ৫০৫
 বাহিনীপতি ৩৫৪
 বাংলার বাউল ও বাউল গান ৫৩৭
 বাঁশদা ২১৭
 ব্রাহ্মণভক্ত ৫৬৭
 বিজয়পুরী ৪৪২
 বিজয়া ৪১৭

বিজয়াদশমী ১৯
 বিজুলি থা ৩৮১
 বিট্টউলেশ্বর ৩৭৭
 বিতণ্ডা ৩৪৯
 বিদগ্ধমাধব ১১১, ১৪৬, ৩৮৪
 বিজ্ঞাচাম্পতি ২১৫
 বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত ৩৬৪
 বিরাট গীতা ৪২১
 বিষ্ণুদাস ৪০৩
 বিষ্ণু পুরী ৫৩০, ৫৪০
 বিষ্ণুপ্রিয়া ৩৩, ৬৬, ১২৪, ৫২৭, ৫২৮
 বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি পরিহাস ৫২৮
 বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিলাস ২৬৭, ২৭৬
 বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ২, ১০৯
 বিশ্বরঞ্জন ভাদুড়ী ৭৮
 বিশ্বরূপ ৪৪৫
 বিশারদ ৩৪৭
 বিশালা ৩৬৩
 বিষাদ ২৯০
 বীরচন্দ্র ৪২৩, ৪৭০, ৪৭৯
 ও প্রেমবিলাস ৪৭৮
 বীরবল ৩৮০
 বীরভদ্র ২৪০, ২৯৬, ৪৭০
 বীরভদ্রের শিক্ষা মূল কড়চা ২৯৯
 বীর হাঙ্গীর ৪৮৪
 বুদ্ধ ও চৈতন্য ৪২৫, ৪২৭
 বুড়ন ৫৭৩
 বৃন্দাবনদাস ২, ১৮০-২২২, ৫২৭
 জন্ম ১৮৪-৮৫
 পাণ্ডিত্য ১৮৭
 বৃহত্তাগবতামৃত ১৩৪, ৫৮৯
 বেকটভট্ট ১৬২
 বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলী ৩৩২
 বেলগাঁ ৫৭৩
 বৈজ্ঞানের শর্মা উপাধি ৬৫
 বৈজ্ঞানিক ৫৬৭

বৈধী ভক্তি ১১১
 বৈষ্ণবধর্মের ব্যবসাদারী ২৩০
 বোপদেব ৫৩৫
 ব্রজবিলাসম্ভব ১১৬
 ব্রজে কৃষ্ণ ৩৮৭
 ব্রহ্মানন্দ ২২
 ব্রহ্মানন্দ পুরী ২৩১, ৫৪০
 ব্রহ্মানন্দ ভারতী ৫৪০
 ব্রহ্মাণ্ডমঙ্গল ৫০৬

ভ

ভক্তদল (প্রাক্চৈতন্য যুগের) ৫৪১
 ভক্তপ্রসাদ মজুমদার ৩৭৬
 ভক্তিরত্নাকরে মুরারির কড়চা ৭৬-৭৭
 শ্রীজীবের পত্র ১৫৩
 ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি ১৪৬, ১৪৭
 ভগবদ্ভক্তিবিলাস ১৩৯
 ভগবান আচার্য্য ৩৮৯
 ভজন-প্রণালীর বিভিন্নতা ৫৮৬-৮৭
 ভদ্রঘপাড়া ২২৩
 ভট্টদেব ৫১৭
 ভট্টমারী ৩৬০
 ভাগবতকুমার শাস্ত্রী ৪৭১
 ভাবপ্রকাশ ৯
 ভাবার্থসূচকচম্পূ ১৫৮
 ভূগর্ভ ৩৭৮

ম

মণিমা ৩৬৬
 মণীন্দ্রচন্দ্র রায় ৫১
 মতি ২২০
 মথুরা-মহিমা ১৪৭
 মদনগোপাল গোস্বামী ৮৪-৫
 মধুমতী ৫৩০
 মধুসূদন সরস্বতী ১৫৭, ১৫৮
 মনোহরদাস ১৬৭

মনঃসন্তোষিনী ৫৬৩
 মজ্জেশ্বর ২২০, ২৩৪
 মন্দার ২৪২
 মন্দারণ ২১৭, ২২৪
 মল্লাদ ৩১৪
 মল্লিকার্জুন ৩৬১
 মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ৭৫
 মহাপ্রকাশ ৫০৫
 ময়নাডাল ৫৭৩
 মাধব ঘোষ ২৮, ৩৩, ৩৪, ২৫১, ৫৮১
 মাধব পট্টনায়ক ২৭৪
 মাধবাচার্য্য ৫৭১
 মাধবী দেবী ৩৮৮-৮৯
 মাধব-ভাষ্য ৪১৮
 মাধব-মহোৎসব ১৫৪, ১৫৮
 মাধবেন্দ্র পুরী ১৩৭, ২৩৩, ৩৭৮-৭৯,
 ৪১৯, ৪৪২, ৫৪০, ৫৬৬
 শিষ্যগণ ৫৪০
 মাধবের চৈতন্যবিলাস ২৭৪-৮৫
 মাধব-গুরুপ্রণালী ১০৯
 মাধব-সম্প্রদায় ৫৫০-৫১
 ও শ্রীচৈতন্য ৫৪৪-৪৫
 মানসিংহ ৩৭৯
 মামগাছী ১৮৬
 মালাধর বসু ২৬, ৫৪১
 মালিনী ৩৭, ৬৬
 মাহেশ ৫৭৩
 মীনকেতন রামদাস ২৯৪
 মুকুন্দ ২৯১
 মুকুন্দ দত্ত ২২, ২৪, ২৫, ৩৯
 মুক্তাচরিত্র ১১৭
 মুরলীবিলাস ৪৬৮-৭৭
 মুরলীমোহন গোস্বামী ৪৪৯
 মুরারি ও সন্ন্যাসের সময় ৭
 মুরারি গুপ্ত ১, ৩, ২১, ২৪, ২৫, ৩৪,
 ৩৭

কড়চা ৭১-৯৪, ৫৭১
 জন্ম ৭৩
 অধ্যাত্মবাদের পোষকতা ৭১, ৭২
 লোচনের উপর প্রভাব ৭৯-৮০
 ২৫২, ২৬৩-৬৭
 কর্ণপুরের উপর প্রভাব ৮০-৯৪
 লীলাবর্ণনার ভঙ্গী ৮৪-৮৬
 ও মাধব পট্টনায়ক ২৭৮
 ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ ২৮৮
 ও বিশ্বস্তরের আবেশ ৫৫২-৫৪
 ও বৃন্দাবনদাস ২০৩-৭
 মুরারিলাল অধিকারী ১৫৬
 মৃণালকান্তি ঘোষ ৭৫, ৩৯৫

য

যদুনন্দন আচার্য্য ১১৫
 যদুনন্দনদাস ২৯৭
 যদুনাথ কবিচন্দ্র ৫৪১
 যদুনাথদাস ২২৪
 যদুনাথ চক্রবর্তীর পদ ৫১
 যশড়া ৫৭৩
 যশোদানন্দন তালুকদার ৪৭৮
 যশোবন্ত দাস ৪৯১
 যাদব আচার্য্য ৩৭৮
 যামুনাচার্য্য স্তোত্র ৩০১
 যোগপট্ট ৩৪৭
 যোগসাধনা ২২৫
 যোগেশচন্দ্র রায় ২

র

রঙ্গপুরী ৫৪০
 রঘুনন্দন ২৫৭, ২৭৩
 রঘুনাথ ৪২৩
 রঘুনাথদাস ৪২, ১০৫, ১১৪-২৫, ১৪০,
 ১৩৯, ৩৭৮, ৫৭১
 রূপের কৃপা ১১৫, ১২৬

বার্কিকা ১১৬-১৮
 বন্দাবনদাস কড়ক অঙ্কলেখ ১২৫
 রঘুনাথ ভট্ট ৩৭৮
 রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য ৫৭১
 রত্নগর্ভ আচার্য্য ৫৪১
 রথাগ্রে নর্ত্তন ৩২৮
 রসরাজ গৌরাজস্বভাব ৫৩৮
 রসামৃত শেষ ১৫৮
 রসাল কুণ্ডা ৪০১
 রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ১৪২
 রাগানুগাভক্তি ১১১, ৪২১
 রাঘব গোস্বামী ৫৭১
 রাজগিরি ২৩২, ২৪২
 রাজবল্লভ ৪৬৮, ৪৬৯
 রাজা গণেশ ৪৪৯
 রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৫৬, ৫৪৮
 রাধাকুণ্ড ৩৭৬, ৪২৮, ৪২৯
 রাধাকৃষ্ণ উপাসনার ইতিহাস ৫৩৯
 রাধাগোবিন্দ নাথ ৫, ৭, ৯, ১৩৮,
 ৩০৯
 রাধাপ্রেমের স্বরূপ ৩২৬
 রাধাভাব ৩১
 রাধা (শঙ্করদেবের গ্রন্থে) ৫১৭
 রাধিকানাথ গোস্বামী ৪৩৬
 রামগতি ত্রায়রত্ন ১৯৪
 রামচন্দ্র কবিরাজের পদ ৪৯
 রামচন্দ্র পুরী ৫৪০
 রামকেলি ১৫৫, ২১৬
 রামদাস ৯৫, ৫৭৭
 রামাই ৩৯, ৪৬৯
 রামচরণ ঠাকুর ৫১১
 রামানন্দ বসু ২৫, ২৬, ২৭, ৫৮১
 রামানন্দ রায় ১৮, ৫৭১
 রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৩৯৮
 রামেশ্বর ৩৫৯
 রাসকীড়া ৪৯

রাসবিহারী সাত্যাতীর্থ ১০৭
 রাঢ়ভ্রমণ ১১
 রায় রামানন্দ ৩২১-২৭, ৫৮০
 রূপ গোস্বামী ১৪৫-১৫৩, ৫৪০
 চৈতন্যষ্টক ১৫০
 চৈতন্যলীলা ১৫১
 রূপ-সনাতন ১০৫
 রূপানুগত ভজন-প্রণালী ১৩৭
 রূপের জাতি ১৩১
 রূপের ভাষা ৫২৫
 রুক্মিণী ৩৮৭
 রেমুণা ২১৭, ৩৩০
 রোদনী ২১৭, ২২৩

 লক্ষেশ্বর ৬০০
 লক্ষ্মণসেন ৫৪০
 লক্ষ্মীপতি ৫৪৭
 লক্ষ্মীপ্রিয়া ২৯, ২০৪, ২৩৩
 লঘুতোষণী ১৪১
 লঘু হরিদাস ৩৭৮
 ললিতমাধব ১৪৬, ৩৮৪, ৩৮৫, ৫৩৫
 ললিতা সখী ৫৮৭
 লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস ৪১৫
 লালদাসজী ২২৯, ৫২৮
 লীলাসুত ১৩৯
 লোকনাথ ৩৭৮, ৫৭১
 লোকনাথদাসের সীতাচরিত্র
 ৪৫৮-৪৬৩
 লোচন ৫, ৭, ২৪৯-৭৩
 লোচনের গ্রন্থ হইতে সীতাগুণকদম্ব
 চূরি ৪৫৮
 লোচনের নাগরী ভাব ২৬২-৬৩

 শ
 শঙ্করদেব ৫০০
 শচী ১০০

শব্দালোকোত্তি ৩৫৪
 শাখানির্ণয়ামৃত ৩৭৮
 শাস্তিপুৰ ১৩, ২১৬, ২২০
 শিখি মাইতী ৩৮২
 শিবস্বরোদয় ৪২১
 শিবাই ৫০০
 শিবানন্দ ১২, ২১, ২২, ২৪, ২৫
 শিবানন্দ পণ্ডিত ৫৭২
 শিবানন্দ সেন ১৭, ৫০০
 পুত্র ২৫
 বাড়ীতে শ্রীচৈতন্য ২১২
 পদ ২১, ২৩, ২৪
 পদে নবহরি ৫২ *
 শিশিরকুমার ঘোষ ৭৫, ৩২৬
 শুক্লাস্বর ২২১, ৫৪১
 শূদ্রের শালগ্রামপূজা ১১৫
 শূন্যবাদ ৪২৪-২৫
 শূন্যসংহিতা ২৭১
 শ্রীকান্ত সেন ১৭
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী ৪০৫, ৫৬৩
 শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত ৫৩, ১০২
 শ্রীখণ্ড ২৩, ৩৫, ৫৭৩
 শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব ২৫৫
 শ্রীচৈতন্যমতবোধিনী ৪৩৬
 শ্রীজীব গোস্বামী ৩৭৮
 শ্রীনাথ ৩৫, ৫৭১
 শ্রীনাথ গোস্বামী ৪৩৭
 শ্রীনাথজী কি প্রাকট্যবর্তী ৩৭৬
 শ্রীনাথ বিগ্রহ ৩৭৮
 শ্রীনিধি ১৮১
 শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনকাল ৪৮০
 ৪৮৩-৮৪
 শ্রীপতি ১৮১
 শ্রীপাট ৫৭২-৭৪
 শ্রীবাস—
 আদিবাসস্থান ৫৭৪

গৃহে নিমাইয়ের নৃত্যগীত ৫৫২
 কর্ণপুরের মহাকাব্যে ২২
 শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকে ১৫০
 বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে ১৮১
 শ্রীচৈতন্যের কৃপা ১২৫
 কুমারহট্টে বাস ২১৬
 কুমারহট্টে প্রভুর আগমন ৩৭৪
 চৈতন্যমঙ্গলে ২৫৭, ২৫৮, ২৭৭
 বিশ্বস্তরের অভিষেক ৫৫৫
 প্রভুর সাতপ্রহরিয়া ভাব ৫৫৬
 পুরীতে চৈতন্যকীর্তন ৫৫২

শ্রীমান ৫৪১
 শ্রীরঙ্গ ১৭
 শ্রীরঙ্গক্ষেত্র ১৬৩, ৩৫৮
 শ্রীরাম ১৮১
 শ্রীকৃষ্ণ ১০৫, ১১৫
 শ্রীকৃষ্ণে শক্তিসংস্কার ১৬
 শ্রীশৈল ৩২

ষ

ষট্‌সন্দর্ভ ১৫২

সখীভাবের সম্প্রদায় ৬২
 সতীশচন্দ্র রায় ৩৩, ১৪২
 সত্যভামা ৩৮৭
 সদানন্দ ৫০৬
 সদাশিব কবিরাজ ৬৪, ৬৫
 সনাতন গোস্বামী ১২৫-৩৫
 চৈতন্যগোষ্ঠিতে স্থান ১২৫-২২
 জাতি ১৩১
 ও পঞ্চসখা ৪২২
 ও শঙ্করদেব ৫২৫
 সনাতনাষ্টক ১৩৩
 সনাতনের গুরু ১৩৪, ১৩৯, ১৪৫
 সন্ন্যাসের তারিখ ৭-১০

সন্ন্যাসী ভক্ত ৫৬৭
 সন্তুর্নির্ঘণ্ট ৫১২
 সন্মোহনতন্ত্র ১৪২
 সপ্ততাল বিমোচন ৩৬০
 সর্বসংবাদিনী ১৬০
 সমুদ্রগড়ি ২৪৩
 সহজিয়া ২২২
 সংকার্যবাদ ৩৩৫
 সংকল্প কল্পবৃক্ষ ১৫৮
 সংকর্ষণ পুরী ৫৪০
 সংকীর্তন ২
 সাক্ষিগোপাল ৩৪০
 সার্কভৌম ১৮৮, ৩৩০, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৫৪
 চৈতন্যস্তুতি ১৪৩
 বিচার ১০৪
 সাহিত্যদর্পণ ২১০
 সাঁই ২২২
 সিদ্ধাস্তচন্দ্রোদয় ২২১
 সিংলিয়া গ্রাম ২১৩
 সীতাগুণকদম্ব ৫, ৪৫৪-৫৮
 সীতাঠাকুরাণী ৬২, ৪৪৬, ৪৬১, ৫২২
 সীতাচরিত্র ৪৫২
 স্বকুমার সেন ১৮১, ১৮৬, ৩২৩
 স্বথচর ৫৭৩
 স্বথময় মুখোপাধ্যায় ২০
 স্বথানন্দ পুরী ৫৪০
 স্বগ্রীব মিশ্র ৫৭২
 স্বচিন্দ্রম ৩৬২
 স্বদর্শন পণ্ডিত ৪৬৬
 স্বধাকর দ্বিবেদী ৩০২
 স্বন্দর ৩২, ৫৭৭
 স্ববুদ্ধি মিশ্র ২২৪
 স্বশীলকুমার দে ২৭, ১০১, ১৩০, ১৪৭,
 ১৬৭, ৩০৩, ৩১০
 স্বক ১৬১
 স্বত্রমালিকা ১৫৮

সূর্য্যদাস ১৮৭
 সেতুবন্ধ ১৫, ২২৭
 স্তবমালা ১৪১
 স্মানযাত্রা ১৮
 স্বকীয়বাদ ৫৩৫
 স্বরূপ ৪১৭
 স্বরূপ-দামোদর ২২, ২৪, ৬১, ২২১, ৫৮০
 স্বরূপ-দামোদরের কড়চা ৩১৭-৩২১
 স্বরূপবর্ণনাপ্রকাশ ২২৮
 স্মৃতিশাস্ত্র ২২০-২১
 স্মৃতির অধ্যাপনা (প্রভুর) ৩৩৬

ই

হাড়িপা ১০০
 হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৪৭, ৩৯৭
 হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র ৩০৩, ৩৫১
 হরিচরণদাস ৪৪০-৪৮
 হরিভক্তিবিলাস ১১৫, ১৩২, ১৬২,
 ২২৬
 গ্রন্থকার ১৬৬-৬৮
 বাংলার বৈষ্ণব-সমাজ ১৬৮-৭০
 হরিদাস গোস্বামী ৪০৫
 হরিদাস ঠাকুর ২৩২, ২৩২, ৩৮৮,
 ৩২১, ৬০৪
 হরিদাস পণ্ডিত ৩১১
 হরিদাসের নামজপ ৪৩০
 হরিনামামৃত ব্যাকরণ ১৫৮
 হরেকৃষ্ণ দাস বাবাজী ৪৭১
 হরেকৃষ্ণ নাম ১৫১
 হলায়ুধ ৫৮০
 হংসদূত ১৪৬
 হাটপত্তন ৪২
 হারাধন দত্ত ৪৮০
 হাড়াই পণ্ডিত ৪৪৬
 হাড়ো পণ্ডিত ৪৮৬
 হিরণ্য ৫৪২

হুসেন শাহ ১৪৭, ৩৪৪

হুদয়ানন্দ ৫০২

হেমলতা ঠাকুরাণী ২২৭

ক

কীর্ত্তোরা গোপীনাথ ৩৪৫

কেন্দ্রসন্ন্যাস ২৩

